১৩৭৮

বর্ষপঞ্জী

১৩৭৬

ইং ১৯৬৯-৭০

[২৩শ বর্ষ]

সম্পাদক

শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত

এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি

৩৫।এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫-৪১৯৭

মুদ্রক ঃ

শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক

বাণী প্রেস

১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(১—৪৪ ফর্মা)

শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

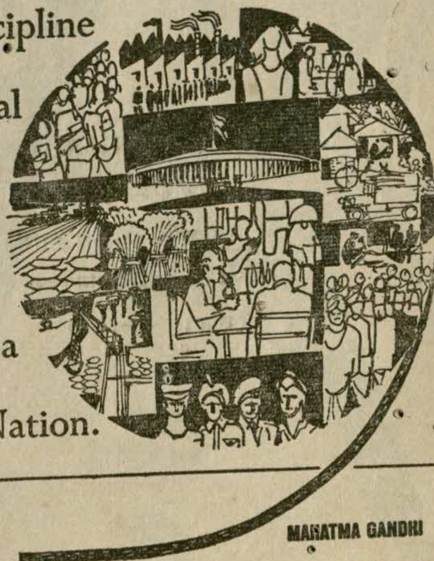
মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(৪৫—৫০ ফর্মা)

Discipline builds the Nation

"Mass Discipline is an essential condition for a people who aspire to be a great Nation."



MAHATMA GANDHI



প্রকাশক

শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত

এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং

৩৫।এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬,

ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

মূল্য : সাত টাকা

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য-সরকার, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট, সাহিত্য আকাদেমী, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী, ললিতকলা আকাদেমী এবং মার্কিন তথ্য ও প্রচার কেন্দ্র (USIS) আমাদিগকে বহু তথ্য দান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। মার্কিন তথ্য কেন্দ্র সাধারণ তথ্যাদি ছাড়া কতিপয় সুন্দর আলোক চিত্রও আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহাদের সবাইকে আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদক—বর্ষপঞ্জী

১৯৬৮

ভারতীয়-বাটার রপ্তানি বাণিজ্য ৪ কোটি টাকারও ওপর

Bata

গত বছরের তুলনায় ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয়



দেশের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে ভারতীয়-বাটা, এবং ১৯৬৭ সালের তুলনায় গত বছর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে আরো বেশি।

রপ্তানি বৃদ্ধি ভারতীয়-বাটার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিদেশে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বদেশে উত্তরোত্তর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও কর্ম-প্রকল্পের সর্বত্র এই রপ্তানি বৃদ্ধি প্রয়াসে চিহ্নিত।

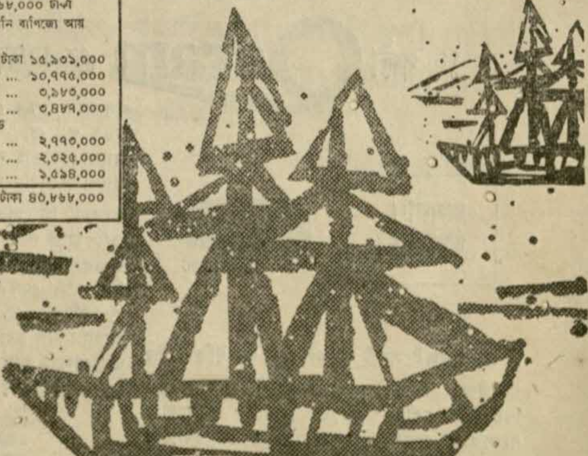
আমাদের এই প্রচেষ্টায়, আশা করি, সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা লাভ করব।

এক নজরে

১৯৬৭ : ৩৫,২৪৫,০০০ টাকা
১৯৬৮ : ৪০,৮৬৮,০০০ টাকা

১৯৬৮ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে আয়

যুক্তরাজ্য ও পঃ ইয়োরোপ ...	টাকা ১৫,৯৩১,০০০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০,৭৭৫,০০০
কানাডা	৩,৯৮৩,০০০
মধ্যপ্রাচ্য	৩,৪৮৭,০০০
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দূরপ্রাচ্য	২,৭৭৩,০০০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২,৩২৫,০০০
আফ্রিকা	১,৫৯৪,০০০
মোট :	টাকা ৪০,৮৬৮,০০০



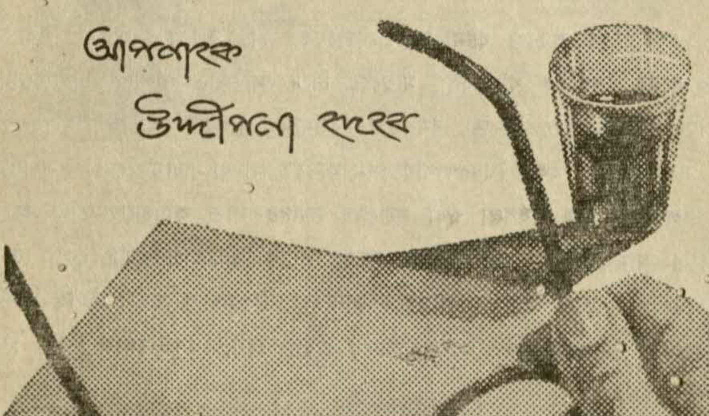
নিবেদন

ভগবানের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া ১৩৭৬ সালের বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইল। এই উপলক্ষে আমরা বর্ষপঞ্জীর অগণিত পাঠক পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সম্বল করিয়াই আমরা প্রতি বৎসর বর্ষপঞ্জী প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। দীর্ঘ ২৩ বৎসর পূর্বে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লইয়া আমরা বর্ষপঞ্জী প্রকাশনায় ব্রতী হইয়াছিলাম, সুখের বিষয় তাহা সার্থক হইয়াছে। বর্ষপঞ্জী সকল শ্রেণীর নাগরিকের সেবায় উৎসর্গীত। তাঁহাদের সকলের দ্বারাই বর্ষপঞ্জী সমাদৃত--ইহাই আমাদের পরম গৌরব।

১৩৭৫ সাল অত্যন্ত ঘটনাবহুল; ভারতের ৬টি রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন, পাকিস্তানের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী, মানুষের চাঁদে অভিযান, অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ষপঞ্জীর বর্তমান সংস্করণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল ঘটনার যথার্থ বিবরণ পরিবেশন করিতে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল গুণের জন্য বর্ষপঞ্জী সুধী সমাজের সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা অক্ষুন্ন রাখিতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ যদি কোন ত্রুটি দেখিতে পান তবে তাহা আমাদিগকে জানাইয়া উপকৃত করিবেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ। নিবেদন ইতি, ৩১শে আষাঢ় (রথযাত্রা), ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (ইং ১৬ই জুলাই, ১৯৬৯)।

বিনীত

সম্পাদক

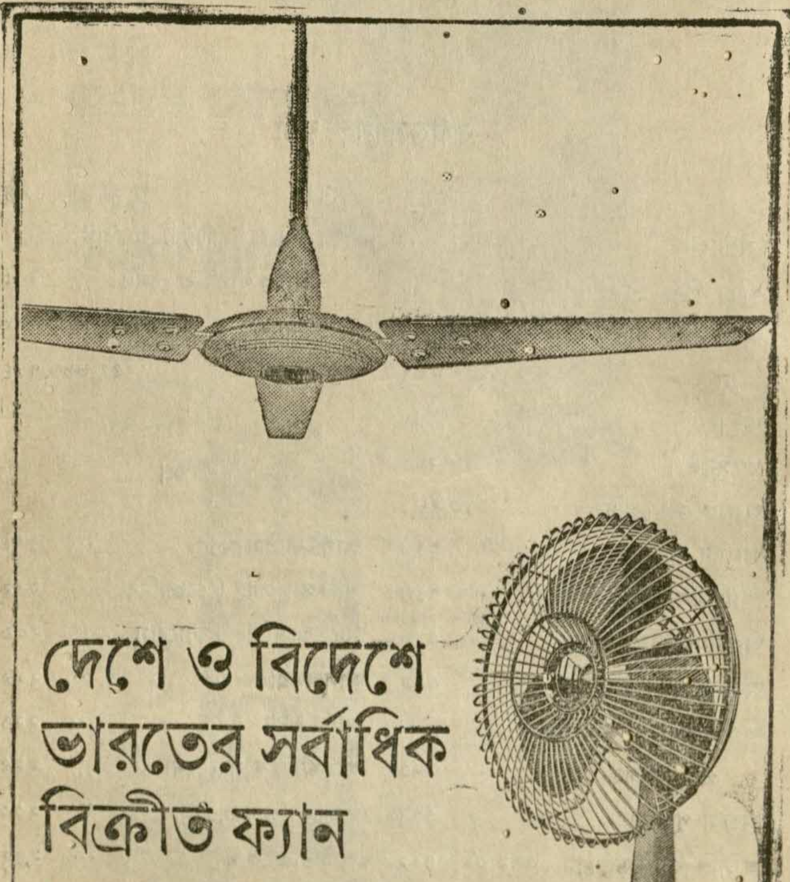


বিষয়সূচী



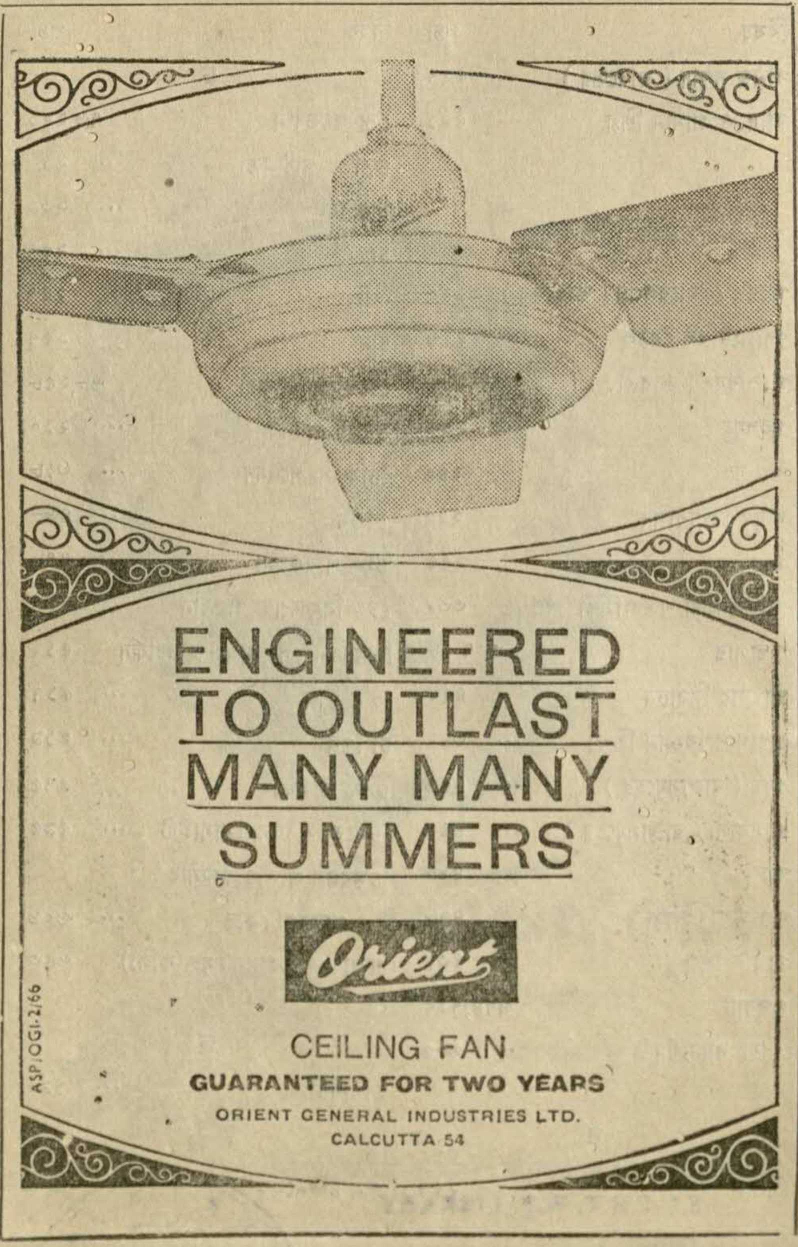
মলয়
স্যাণ্ডাল সোপ
ও
মলয়
স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক
দুয়ে মিলে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে
CALCHEMICO'S
MoLoY
SANDAL TALC (Borated)
Soft, Soothing SANDAL Perfumed
MOLOY
SANDAL SOAP
মলয় স্যাণ্ডাল সোপের মনমাতানো দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কেও পাবেন। এই চন্দন-সুরভিত সাবান ও পাউডার—দুয়ে মিলে আপনাকে আরো রমণীয়, কমনীয় করে তুলবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপের স্নিগ্ধ ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার গায়ের রং স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে সারাদেহে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক ছড়িয়ে দিন—দেখবেন দিনভর কত ঝরঝরে ও হালকা বোধ করেন। মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কের চন্দন-সৌরভ প্রখর গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তগুলিতেও আপনাকে ঘিরে থাকবে।
দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং
লিমিটেডের তৈরী
MLT 3757

বর্ণানুক্রমিক সূচী


দেশে ও বিদেশে
ভারতের সর্বাধিক
বিক্রীত ফ্যান
উষা
কেনা ভাল সবার ভাল উষা
IE-3M/68


সাইকেলে আরামের
সীট বলতে
উইট্‌কম্প
সেরা বাট্‌ লেদারে আর
বিশেষ ধরনের স্প্রীং
স্টীলে রকমারি টেঁকসই
গড়নে তৈরি উইটকম্প
সীট-এ ব'সে আপনি
বছরের পর বছর
সাইকেল চালিয়ে
আরাম পাবেন।
৮৫৫ নং
৯০৩ নং
৭৭ নং
২২২ নং
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য
সীট-এ সুনিশ্চিত
আরাম
প্রস্তুতকারী
সেন-র‍্যালে লিঃ


রূপের বাঁধনে এই
অপরূপা...
যত্নকরী
ফেমিলা স্নো'র
স্পর্শেই এমন চিত্রময়ী হয়ে
উঠল গরবিনীর মুখশ্রী।
femila
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩


ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY
SUMMERS
Orient
CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA 54
ASP/OGI-2/66


সুশীতল ও স্নিগ্ধকর
পানীয়
LILY
BRAND
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
বিজ্ঞানসম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত।
লিলি
ব্র্যাণ্ড
বার্লি
L-2/65
লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

ব

বিজ্ঞাপন সূচী



মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় শপথ গ্রহণ করিতেছেন।

সালতামামী

নীচে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের (ইংরাজী ১৯৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল হইতে ১৯৬৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত) ভারতীয় এবং অন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করা হইল।

॥ ভারতবর্ষ ॥

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতীয় রাজনীতিতে যে পরিবর্তনের আভাস দেখা গিয়াছিল বিগত বৎসরে তাহা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুণ গত এক বৎসরে ভারতের পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে এবং একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ভোট দাতাদের মধ্যে যে কংগ্রেস বিরোধী প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, মধ্যবর্তী নির্বাচনেও তাহা অব্যাহত আছে। হরিয়াণার মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিলেও সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের হাতে শোচনীয় ভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছে। কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরীর মধ্যবর্তী নির্বাচনেও ডি. এম. কে. দলের হাতে কংগ্রেসের নিশ্চিত পরাজয় ঘটিয়াছে। একমাত্র উত্তর প্রদেশেই কংগ্রেস হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে কিছুটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস মাত্র দুইটি আসনের জন্য অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে অক্ষম হয়। তবে, পরে উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় কংগ্রেস দলের শক্তিবৃদ্ধির ফলে ইহা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। বিহারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইলেও তাহার পক্ষে একক শক্তিতে মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হয় নাই। একাধিক দলের সহযোগিতায় বিহারে কংগ্রেস দল যে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল ৩ মাসের মধ্যেই তাহার পতন হয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর পাঞ্জাব রাজ্যেও অকংগ্রেসী অকালী-জনসঙ্ঘ মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

নাগাল্যাণ্ডে পূর্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর অবস্থা অধিকতর শান্ত ছিল। সশস্ত্র নাগাবিদ্রোহীর দল ক্রমশ কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছে। গত বৎসর শান্তিপূর্ণ অবস্থায় নাগাল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে নাগাল্যাণ্ডে শান্তি ও স্থায়িত্বকামী নাগা ন্যাশনাল অর্গানিজেসন এই নির্বাচনে বিরোধীদলের তুলনায় অনেক বেশি আসন পাইয়া স্থায়ী সরকার গঠন করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে মাদ্রাজের নাম পরিবর্তন করিয়া তামিলনাডু করা হইয়াছে। ডি. এম. কে. দলের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি. এন. আন্নাদুরাইয়ের মৃত্যুর ফলে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে ক্যান্সার রোগ নিরাময়ের জন্য শ্রীআন্নাদুরাই-এর দেহে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি পুণরায় রোগাক্রান্ত হন এবং ২রা ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

তামিলনাডুর প্রতিবেশী রাজ্য কেরালাও গত বৎসর নানাবিধ অসুবিধার মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট শ্রীই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদকে ঘরে বাইরে নানাবিধ অশান্তির মধ্যে তাল রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। বিরোধী নকশালপন্থী কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক কার্য কলাপ ত আছেই সেই সঙ্গে আছে কংগ্রেস দলের তীব্র বিরোধিতা। তাঁহার সরকার কর্তৃক কেরালায় নূতন একটি মুসলমানপ্রধান জেলা সৃষ্টির ফলে কেরালা সরকারকে তীব্র বিক্ষোভ ও সমালোচনা সহ্য করিতে হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময় এবং পরে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও ধর্মঘটীদের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহা লইয়া কেন্দ্রের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নেও কেন্দ্রের সহিত শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের তীব্র মতবিরোধ বিদ্যমান।

গত বৎসর মাদ্রাজের নাগেরকয়েল কেন্দ্র হইতে লোকসভার উপনির্বাচনে সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী কে. কামরাজের বিজয় ও গুজরাটের বনস্কণ্ঠ কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিলের লোকসভায় নির্বাচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি বিজয়ের ফলে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বে কিছুটা নূতন উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে।

আসামের পার্বত্য জেলাগুলি লইয়া আসাম রাজ্যের মধ্যে একটি স্বায়ত্ত শাসিত উপরাজ্য গঠনের সিদ্ধান্তও আলোচ্য বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই নূতন উপরাজ্যের নাম হইবে 'মেঘালয়'। এই উপরাজ্য গঠন এখনও সম্পূর্ণ না হইলেও এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের বিল ইতিমধ্যে লোকসভায় গৃহীত হইয়াছে।

১৯৬৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কচ্ছের রাণ সম্বন্ধে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের কথা ১৩৭৫ সালের 'বর্ষপঞ্জী'তে আলোচিত হইয়াছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে জনসঙ্ঘ, সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও প্রজাসোশ্যালিষ্ট পার্টি আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং কচ্ছের রাণ এলাকায় বিরুদ্ধতা জ্ঞাপনের জন্য পদযাত্রাও করা হয়।

শেষ পর্যন্ত লোকসভা সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে সহ কয়েক ব্যক্তি এই রায় যাহাতে কার্যকর না হয় সে জন্য সুপ্রীম কোর্টের শরণাপন্ন হন। সম্প্রতি এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত রায়ে বলা হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মানিয়া কচ্ছের রাণ এলাকার একাংশ পাকিস্তান সরকারকে দিবার অধিকার ভারত সরকারের আছে। এই হস্তান্তর সম্পর্কে এখনও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

ভারতের সর্বত্র মহাত্মা গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন চলিতেছে। অথচ এই গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী বৎসরে ভারতের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের একাধিক রাজ্যে গান্ধীজীর প্রিয় হরিজন সম্প্রদায়ের নির্যাতন কাহিনী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকগণকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

জম্মু এবং কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লা ও তাঁহার গণভোট ফ্রান্ট নানাভাবে বিভেদমূলক কার্যকলাপে উস্‌কানি দিয়া চলিয়াছেন। অপরদিকে সদ্য সমাপ্ত বৎসরে জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস সংগঠনে কংগ্রেস নেতা মীর কাশিম ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি. এম সাদিকের বিবাদের ফলে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মীরকাশিম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিপদ হইতে ও আইন সভার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত বিরোধ মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

নক্‌সালপন্থী নামে পরিচিত চরমপন্থী কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রসার আলোচ্য বৎসরের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ইহাদের কর্মক্ষেত্র আপাতত পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা ও কিছু পরিমাণে তামিলনাড়ুতে সীমাবদ্ধ হইলেও এই সংগঠনের দ্রুত অগ্রগতি লক্ষণীয়। কেরালায় চরমপন্থী কম্যুনিষ্টদের একাধিকবার থানা আক্রমণ ও মধ্যপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে সশস্ত্র বিক্ষোভ সৃষ্টির প্রয়াস ভারতীয় রাজনীতিতে নূতন উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। চরমপন্থী কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দমন সম্বন্ধে নূতন আইনের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা লাভের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলের কাছে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

অন্ধ্র প্রদেশের একাংশ লইয়া পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য সৃষ্টির দাবী ১৩৭৫ সালের শেষ তিন চার মাসে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। উহা লইয়াও কেন্দ্রীয় সরকার রীতিমত বিব্রত। এপর্যন্ত হিংসাত্মক বিক্ষোভের ফলে তেলেঙ্গানা এলাকায় বহু সরকারী ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে অনেক প্রাণহাণিও ঘটিয়াছে। তেলেঙ্গানাবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অনেক দাবী কেন্দ্রীয় সরকার মানিয়া লইতে সম্মত হইলেও এ আন্দোলন প্রশমনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বিস্ময়ের বিষয়, অতি সম্প্রতি তেলেঙ্গানা পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীতে অন্ধ্র প্রদেশ

কংগ্রেস সংগঠনও দ্বিধা বিভক্ত হইতে বসিয়াছে। তেলেঙ্গানার অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মী ও নেতা ধীরে ধীরে প্রদেশ কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে এই পৃথক রাজ্য গঠন সম্পর্কিত দাবীর অংশীদার হইয়া উঠিতেছেন।

১৩৭৫ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র অশান্তি এবং বিক্ষোভও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সব ছাত্র বিক্ষোভের কারণ ছিল বিবিধ। অনেক ক্ষেত্রে এই সব আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায় এবং শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য পুলিশকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। এই জাতীয় ছাত্র বিক্ষোভের ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একবার পদত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশে বারাণসী, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিও ছাত্রবিক্ষোভের ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন রাজ্যে শিক্ষকরাও নিজেদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই বৎসর উত্তর প্রদেশে মাসাধিক কালব্যাপী যে শিক্ষক ধর্মঘট হয় তাহার ফলে রাজ্যের অধিকাংশ বিদ্যালয় নিস্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

বোম্বাই শহরে এবৎসর শিবসেনার হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে দেশের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। এই আন্দোলন দমনের জন্য মহারাষ্ট্র সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। শিবসেনার হিংসাত্মক বিক্ষোভের ফলে এবং পুলিশের গুলিবর্ষণে অন্তত ৬০ জন নিহত হয় এবং আহত হয় দুই শতাধিক।

মোটামুটি ইহাই হইল ১৩৭৫ সালে ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিবরণ। আলোচ্য বৎসরে ভারতের যে কয়টি রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন হইয়াছে এবং যে সব রাজ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা নীচে দেওয়া হইল।

॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥

আলোচ্য বৎসরের অধিকাংশ সময় পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থাই চালু ছিল। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এই সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজ্যপাল কর্তৃক জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে আইনভঙ্গ আন্দোলন, শিক্ষক, শ্রমিক ও ছাত্রবিক্ষোভ প্রায় প্রতিনিয়ত লাগিয়াই ছিল। শ্রীধর্মবীর যেভাবে ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া হাজার হাজার নরনারী কারাবরণ করিয়াছিল। অবশেষে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিন

ঘোষিত হওয়ার পরে ধীরে ধীরে এই বিক্ষোভ ও অশান্তি প্রশমিত হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে।

আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের উপর ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছিল। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে তিস্তানদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে জলপাইগুড়ি শহর গভীর জলের নীচে ডুবিয়া যায়; ইহার ফলে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়। লক্ষ লক্ষ গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া ভয়ঙ্কর দুর্দশার সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে ধস নামার ফলে দার্জিলিং জেলারও বিশেষ ক্ষতি হয়। উত্তরবঙ্গের এই দুর্দশা ছাড়াও মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি কয়েকটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাতেও বন্যার ফলে প্রভূত শস্যহানি ঘটে এবং অধিবাসীদের ভয়ানক দুর্দশায় পড়িতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ও সহায়তায় রাজ্যসরকার আর্তত্রাণের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ৯ই ফেব্রুয়ারী মধ্যবর্তী নির্বাচন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস বরাবরের মত একক শক্তিতে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বিধানসভায় মোট ২৮০টি আসনের জন্যই প্রার্থী দিবার ব্যবস্থা করে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী দলগুলি ইউনাইটেড লেফট্ ফ্রন্ট বা উল্‌ফ এবং প্রোগ্রেসিভ ইউনাইটেড লেফট্ ফ্রন্ট বা পাল্‌ফ—এই দুইটি স্বতন্ত্র মোর্চায় বিভক্ত হইয়া নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছিল। পরে নির্বাচনী সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া এবং জনমতের চাপে পড়িয়া এই দুইটি মোর্চা একত্রিত হইয়া শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করিয়াছিল। পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে স্থির হয় যে ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই বামপন্থী দলগুলি সম্মিলিত ভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করিয়া শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস বিরোধী নির্বাচনে অবতীর্ণ হইবে এবং কংগ্রেসের মত ২৮০টি আসনেই প্রার্থী দিবার সিদ্ধান্ত করে।

কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট ছাড়াও আরও কয়েকটি ছোটোখাটো দল আলাদা আলাদা ভাবে নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই দলগুলির মধ্যে ছিল শ্রীহুমায়ুন কবিরের লোকদল, শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের জাতীয় দল, শ্রীআশুতোষ ঘোষের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট, প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ, প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্রপার্টি প্রভৃতি। এবারকার নির্বাচনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল ভোটদাতাদের তূষ্ণীভাব। নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বেও কোন দল ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ভোটদাতাদের আনুকূল্য তাঁহারা কি পরিমাণে পাইবেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীহুমায়ুন কবিরের মত একজন প্রবীণ বিচক্ষণ

নেতাও মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদের মর্জি পূর্বাহ্নে আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তাই নির্বাচনের সামান্য কয়েকদিন আগেও তিনি সদর্পে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তাঁহার দল হইতেই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হইবেন। তাঁহার দাবীর মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস কিংবা যুক্তফ্রন্ট কেহই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না এবং ফলে উভয় দলের যে দলই নির্বাচনে দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করুক না কেন, সে দলকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁহার লোকদলের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল শ্রীকবিরের লোকদল একটি আসনও না পাইয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যুক্তফ্রন্ট এত বেশি আসন লইয়া অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে যে সরকার গঠনের জন্য অন্য কোন দলের সহযোগিতার কোন প্রয়োজনই তাহার নাই। যাহাহোক নির্বাচনের বিস্তারিত তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান 'দেশ বিদেশের নির্বাচন' শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইল। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের নিকট নূতন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্ট নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় হন মুখ্যমন্ত্রী এবং মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু হন উপমুখ্যমন্ত্রী। তিনজন প্রতিমন্ত্রীসহ মোট মন্ত্রীসংখ্যা হয় ৩০। পরে পি. এস. পি. গোষ্ঠীর একজন পূর্ণমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৩১। সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এই দল হইতে এখনও কেহ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। এই দল হইতে একজন পূর্ণমন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী লইবার কথা আছে। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ৩৩ হইতে পারে। যুক্তফ্রন্ট শাসনভার হাতে লইয়াই অবিলম্বে শ্রীধর্মবীরের অপসারণের দাবী তোলে। এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কিছুটা টানা পোড়েনের পর ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল শ্রীধর্মবীর দুই মাসের ছুটিতে যান এবং পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল নিযুক্ত হন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ। বাতিল বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন বিধানসভার স্পীকার নির্বাচিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য ১৯৬৭ সালের শেষ দিকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল হইবার পর পশ্চিমবঙ্গে শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি ও তাহার ফলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনে শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বড় ভূমিকা ছিল।

॥ বিহার ॥

১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরে বিহারে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় সেখানে দলত্যাগের ফলে মন্ত্রিসভার অনিশ্চিতি দেখা দিয়াছিল। ২।৩ বার মন্ত্রিসভা ভাঙাভাঙির পর ১৩৭৫ সালের শেষ দিকে শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রীর নেতৃত্বে বিহারে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু এই মন্ত্রিসভাও তিন মাসের বেশি স্থায়ী হয় নাই। ২৫শে জুন, ১৯৬৮ শ্রীশাস্ত্রী রাজ্যপালের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানান এবং রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙিয়া দিবার পরামর্শ দেন। ফলে ২৯শে জুন এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয় এবং বিধানসভা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মত বিহারেও ১৯৬৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিহার বিধানসভায় মোট আসন সংখ্যা ৩১৮ হইলেও একটি কেন্দ্রে প্রার্থীর মৃত্যুর ফলে নির্বাচন স্থগিত থাকায় ৩১৭টি আসনের জন্য নির্বাচন হয়। বিহারে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষের উপর। কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমঝোতার অভাবে কোন যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। একমাত্র লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস, পি. এস. পি. এবং এস. এস. পি.র মধ্যে একটা ত্রিদলীয় নির্বাচনী সমঝোতা করা সম্ভব হইয়াছিল। এই নির্বাচনের বিশদ বিবরণ 'দেশ বিদেশের নির্বাচন' শীর্ষক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। কোন দলই উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারায় নির্বাচনের পরেও বিহারে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর হয় না। এই অবস্থায় অন্য দুই একটি দলের সহযোগিতায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে অগ্রসর হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যপাল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের নেতা সর্দার হরিহর প্রসাদ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। রাজ্যপালের এই আচরণের প্রতিবাদ করিয়া যে তিনটি দলের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হইয়াছিল, সেই তিনটি দলের নেতা অর্থাৎ লোকতান্ত্রিক কংগ্রেসের শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রী, পি-এস-পির শ্রীরামানন্দ তেওয়ারী ও এস-এস-পির শ্রী ভোলা সিং দাবী করেন যে বিধানসভায় তাঁহাদের দলেরই সংখ্যাধিক্য। যাহা হউক, কংগ্রেস দলের সর্দার হরিহর প্রসাদ সিং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কংগ্রেস পরিচালিত কোয়ালিশন সরকার গঠনের বিশেষ অনুমতি লাভ করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিহারে কংগ্রেস পরিচালিত কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। রামগড়ের রাজা কামাখ্যা নারায়ণ সিংহকে একবার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিয়া পরে কংগ্রেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁহাকে বাদ দেওয়ায় প্রথমেই মন্ত্রিসভা সঙ্কটের মুখে পড়ে।

রামগড়ের রাজার ভাইকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিয়া হরিহর সিং কোন মতে এ ফাঁড়া কাটাইয়া ওঠেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন না। জুন মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটে দলত্যাগের ফলে। অতঃপর শ্রীভোলা পাশোয়ান মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁহারও খেল এক সপ্তাহেই শেষ হয়। অতঃপর বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা হয়। তবে বিধানসভা বাতিল করা হয় নাই।

॥ পাঞ্জাব ॥

পাঞ্জাবেও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুণ ১৯৬৮ সালের মে মাসের শেষে বিধানসভা বাতিল করিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়। একটা অভিনব পরিস্থিতির মধ্যে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে পাঞ্জাবে লছমন সিং গিলের মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থনে সংখ্যালঘু জনতা পার্টির নেতা লছমন সিং গিল দলত্যাগীদের সহযোগিতায় মুখ্যমন্ত্রী হন। ইহাতে বিরোধী যুক্তফ্রন্টে তীব্র বিদ্বেষ দেখা দেয় এবং আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রভৃতি চলিতে থাকে। এই অবস্থায় পাঞ্জাব বিধানসভার অধ্যক্ষ সর্দার যোগীন্দর সিং মান বিধানসভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখিয়া নূতন সাংবিধানিক নজির সৃষ্টি করেন। রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভা আহ্বানের একাধিক প্রয়াসকে তিনি ব্যর্থ করিয়া দেন এবং ফলে পরিষদীয় শাসন চালু রাখা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বাজেট পাশ করিতে না পারায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় অচল হইয়া পড়ে। ১৯৬৮ সালের ২০শে মে বিধানসভার অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ করা হয়। কিন্তু ২২শে মে তারিখে স্পীকার পুনরায় বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখেন। ফলে পাঞ্জাবেও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ১৯৬৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি, পাঞ্জাবেও মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যান 'দেশ বিদেশের নির্বাচন' বিভাগে পাওয়া যাইবে।

নির্বাচনে আকালী-জনসংঘ মোর্চা মিলিতভাবে ৫১টি (আকালী ৪৩ ও জনসংঘ ৮) আসন পায়। মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে এই শক্তি পর্যাপ্ত নহে। কিন্তু নির্বাচিত ৪ জন নির্দলীয় সদস্যের মধ্যে দুই জন আকালী-জনসংঘ দলকে সমর্থন করায় এই দল অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারী নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করে। আকালী জনসংঘ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন অকালী পরিষদীয় দলের নেতা গুরনাম সিং। একমাত্র কাপুরতলায় বিচ্ছিন্ন এক আধটি ঘটনা ছাড়া পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন

রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলার বিচার করিয়া ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী সেনবর্মা পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবকে নির্বাচনের দিক হইতে 'খুব ভাল রাজ্য' আখ্যা দেন।

॥ উত্তর প্রদেশ ॥

উত্তর প্রদেশে ১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সংযুক্ত বিধায়ক দলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং পদত্যাগ করায় রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এই সঙ্কট মুহূর্তে সংযুক্ত বিধায়ক দল নূতন কোন নেতা খুঁজিয়া পায় না এবং বিধান সভায় কংগ্রেসের শক্তি এত কম ছিল যে তাহার পক্ষেও সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় উত্তর প্রদেশে ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়—তবে বিধানসভা বাতিল করা হয় না। উত্তর প্রদেশে সংবিধান সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখা হয়। এই অভিনব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক দলগুলিকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়া। দুই মাস এই অবস্থা থাকা সত্ত্বেও যখন সঙ্কট সমাধানের কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তখন রাজ্যপালের সুপারিশ অনুসারে ১৫ই এপ্রিল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। তদনুযায়ী ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর প্রদেশে মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের বিস্তারিত বিবরণ 'দেশ বিদেশের নির্বাচন' অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস দল মোট ২০৯টি আসন লাভ করিয়া একক বৃহত্তম দল হইয়াছে বটে তবে, মাত্র ৪টি আসনের জন্য অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। কার্যতঃ কংগ্রেসের সংখ্যাশক্তি ২০৮, কারণ একজন কংগ্রেসী নির্বাচিত সদস্যের মৃত্যু হওয়ায় তাহার আসনটি শূন্য আছে। ভারতীয় ক্রান্তিদল ৯৮টি আসন লাভ করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

যাহাহোক, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৪টি আসনের জন্য না পাইলেও উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের এই শক্তি বৃদ্ধি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। রাজ্যপাল কংগ্রেস দলের নেতা শ্রী সি. বি. গুপ্তকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিধানসভায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা শ্রীচরণ সিং স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মুখ্যমন্ত্রী রূপে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হইয়াছে তাহাতে তাঁহার নূতন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠনের স্পৃহা নাই। এই অবস্থায় বিধানসভায় নব নির্বাচিত নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে চারজন কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ১৯৬৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী মন্ত্রিসভা গঠন করে। দুই বৎসর পরে উত্তর প্রদেশে পুনরায় কংগ্রেস

মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তী সময়ে রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস্ দলের আরও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

॥ হরিয়ানা ॥

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের প্রথম যে রাজ্যটিতে মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন হয় সেটি হইল হরিয়ানা। হরিয়ানার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় আলোচ্য বর্ষের গোড়ায়—১৯৬৮ সালের ১২ই মে ও ১৪ই মে। এই রাজ্যের বিধানসভায় মোট আসন সংখ্যা ৮১। মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসদল মোট ৪৮টি আসন পাইয়া অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয় বিশাল হরিয়ানা পার্টি —লব্ধ আসন সংখ্যা ১৪। এই সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যাদি 'দেশ-বিদেশের নির্বাচন' বিভাগে পাওয়া যাইবে। শ্রীবংশীলাল সর্বসম্মতি ক্রমে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং ২১শে মে তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্বে ১৪ মাস পরে হরিয়ানায় পুনরায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু হরিয়ানায় কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ লাগিয়াই আছে এবং তাহার ফলে গত এক বৎসরে মাঝে মাঝেই বংশীলাল মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়াছে।

১৯৬৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর শ্রীবংশীলালের প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস নেতা শ্রীভগবৎ দয়াল শর্মার নেতৃত্বে প্রায় ১৫ জন কংগ্রেসী বিধানসভা সদস্য দলত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগ দেন বলিয়া প্রকাশ। তাহার পরেই শ্রীভগবৎ দয়াল শর্মার উদ্যোগে "হরিয়ানার সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হয় এবং এই দলের তরফ হইতে বংশীলাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার দাবী উঠে। তখন বিধানসভার অধিবেশন চালু না থাকায় রাজ্যপাল এই দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই এবং ইহাতে বিরোধী দলের মধ্যে প্রচুর বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে শ্রীবংশীলাল দাবী করেন যে দলত্যাগী কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্য পুনরায় কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তিনি আরও তিনজন নির্দলীয় সদস্যের সমর্থনও পাইয়াছেন। তাহার ফলে বিধান সভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার দাবীর সমর্থনে তিনি ২০শে জানুয়ারি বিধান সভার অধিবেশন ডাকেন এবং বলেন যে বিরোধী দল বিধান সভার অধিবেশনেই নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণের সুযোগ পাইবেন। বিধানসভা আহূত হইবার পর সংযুক্ত বিধায়ক দল নিজেদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় নাই। ৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলাল তাঁহার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেন এবং শ্রীরাম সিংকে তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন। তিনি জানান যে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ইহা

প্রথম দফা। শ্রীরাম সিং প্রথমে তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন এবং পরে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। ডিসেম্বরের ৯ তারিখে তিনি আরও কয়েকজন বিধান সভার সদস্যসহ শ্রীবভগবৎ দয়াল শর্মার নেতৃত্বে বিরোধী দলে যোগ দেন। পরে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপার অনুরোধে দলত্যাগী কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্যসহ তিনি পুনরায় কংগ্রেস দলে ফিরিয়া আসেন। এইভাবে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীবংশীলাল এপর্যন্ত হরিয়ানার রাজনীতিতে নিজের এবং কংগ্রেসের আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

॥ নাগাল্যাণ্ড ॥

নাগাল্যাণ্ডে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন আলোচ্য বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নাগাল্যণ্ডে বিধান সভার সদস্য সংখ্যা ৫২ হইলেও ইহার মধ্যে তুয়েনসাঙ এলাকা হইতে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ১২। সুতরাং নির্বাচন হয় ৪০টি আসনের ক্ষেত্রে। নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল দুইটি—ক্ষমতায় আসীন নাগা ন্যাশানাল অর্গানিজেশন এবং গুপ্ত বিপ্লবী নাগাদল সমর্থিত ইউনাইটেড ফ্রন্ট। নির্দলীয় প্রার্থীর সংখ্যাও ছিল বেশ কয়েক জন। ৪০টি আসনের মধ্যে নাগা ন্যাশানাল অর্গানিজেশন পাইয়াছে ২২টি আসন, ১০টি আসন পাইয়াছে বিরোধী ইউনাইটেড ফ্রন্ট এবং নির্দলীয় প্রার্থীরা জয়লাভ করিয়াছেন ৮টি আসনে। তুয়েনসাঙ এলাকা হইতে মনোনীতি ১২ জন সদস্য নাগা ন্যাশানাল অর্গানিজেশনে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করায় এই দলের সংখ্যা শক্তি হয় ৩৪। পরে নির্বাচিত ৮ জন নির্দলীয় প্রার্থীও ক্ষমতায় আসীন দলে যোগ দেওয়ায় এই দলের সংখ্যা শক্তি ৪২-এ বৃদ্ধি পায়। বিরোধী ইউনাইটেড ফ্রন্ট দলেরও একজন সদস্য ক্ষমতায় আসীন দলে যোগ দেওয়ায় এই দলের মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৪৩ এবং বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯। নাগাল্যাণ্ড বিধান সভায় ইহাই প্রথম দলত্যাগের ঘটনা।

দুই বৎসর আগে শ্রীশিলু আও পদত্যাগ করায় শ্রীআঙ্গামী নাগা ন্যাশানাল অর্গানিজেশনের পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। এবারেও তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং দলীয় নেতা নির্বাচিত হইলে আরও পাঁচ বৎসর মুখ্যমন্ত্রী থাকিতে রাজী আছেন এ কথাও তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু নাগা ন্যাশানাল অর্গানিজেশনের পরিষদীয় দলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হন আঙ্গামী মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শ্রীহোকিশে সেমা। তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্বে ২২শে ফেব্রুয়ারী নাগাল্যাণ্ডে ১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআঙ্গামীও শ্রীসেমার মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়াছেন।

বিরোধী ইউনাইটেড ফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ১০ জনের কম হওয়ায় বিধান সভায় উহা বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই

দ্বিতীয় নাগাল্যাণ্ড সাধারণ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য এই যে বিশেষ শান্তিপূর্ণভাবে ও গভীর উৎসাহের মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে বিশ্বাসী ও শান্তির পথে নাগাল্যাণ্ডের উন্নতিতে বিশ্বাসী নাগা ন্যাশানাল অর্গানিজেশন প্রার্থীদের জয়লাভও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বয়ং ফিজোর গ্রাম খোনোমাতেও ভোট দাতাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। এই গ্রামের মোট ভোট দাতা ৯৪৩ জন নরনারীর মধ্যে ৬০০ জন ভোট দিয়াছিল।

মনে হয় নাগাল্যাণ্ড সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি সাফল্য লাভ করিতে চলিয়াছে। গত এক বৎসরে নাগাল্যাণ্ডে পূর্বের তুলনায় হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংখ্যা অনেক কম। নাগাবিদ্রোহীরা যে ক্রমশ নাগা জনসাধারণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে শান্তিপূর্ণ দ্বিতীয় নাগা সাধারণ নির্বাচন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইতিমধ্যে ভারত সরকার নাগা বিদ্রোহী সরকারের সহিত সম্পাদিত 'যুদ্ধবিরতি' চুক্তির মেয়াদ প্রতি মাসে একবার করিয়া বাড়াইয়া চলিয়াছেন। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে চীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগাবিদ্রোহীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়াছে এবং সশস্ত্র নাগাবিদ্রোহী সরকারের অন্যতম নায়ক কুঘাটো সুকাই প্রকাশ্যে এই প্রথম বলিয়াছেন যে ভারত সরকারের কাছে সার্বভৌম নাগাল্যাণ্ডের দাবী গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া তাঁহারা আলাপ আলোচনায় এই দাবীর উপর জোর দিবেন না। ১৬ই মার্চ, ১৯৬৯ ভোর বেলা নাগাল্যাণ্ডে ভারতীয় রক্ষী বাহিনী কোহিমার ৮০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে একটি বিদ্রোহী ঘাঁটির উপর আক্রমন চালাইয়া চীন প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র সহ এক দল সশস্ত্র নাগাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন বিদ্রোহী নাগাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মৌ আঙ্গামী ও তাঁহার সহ-নায়ক লেঃ কঃ লোভি আঙ্গামী এই নাগা বিদ্রোহীরা সম্প্রতি চীন হইতে সামরিক শিক্ষা লইয়া এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নাগাভূমিতে ফিরিয়াছিল। সর্দার শরন সিং সম্প্রতি লোক সভায় জানান যে, ১৯৬৮ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৬৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ১৪৩৫ জন সশস্ত্র নাগাবিদ্রোহী ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে ধরা পড়িয়াছে। ১৯৬৯ এর মার্চ-এপ্রিলে চীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত আরও ২৫৮ জন সশস্ত্র নাগাবিদ্রোহী ধরা পড়ে।

॥ পণ্ডিচেরী ॥

১৯৬৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর পণ্ডিচেরীতে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। দুঃখের বিষয় ঘন ঘন দল বদলের

ফলে মন্ত্রিসভার সঙ্কট দেখা দেয় এবং কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি ভেঙকটসুব্বা রেড্ডিয়ার বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে আসে রাষ্ট্রপতির শাসন।

১৯৬৯ সালের ৫ই মার্চ পণ্ডিচেরী রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রথম মাদ্রাজের ডি. এম. কে. দল প্রার্থী দেয় এবং প্রথম নির্বাচনেই এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করে। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত পণ্ডিচেরীর পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে ডি. এম. কে. প্রার্থীরা সাফল্য অর্জন করায় ডি. এম. কে. বিধানসভার মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। ডি. এম. কে. কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা নির্বাচনী সমঝোতাও হয়। ডি. এম. কে. মোট ১৯টি আসনে প্রার্থী দেয় আর কংগ্রেস প্রার্থী দেয় মোট ৩০টি আসনে। ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীফারুক মারিকার ডি. এম কে. দলে যোগ দিয়া সে দলের নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইলে দেখা যায় যে ডি. এম. কে. পাইয়াছে ১৫টি আসন, কংগ্রেস পাইয়াছে ১০টি আসন, কম্যুনিষ্ট পার্টি পাইয়াছে ৩টি আসন ও দুইটি আসনে নির্দলীয় প্রার্থী জয়ী হইয়াছেন। মুসলিম লীগ প্রার্থী জয়ী হইতে পারেন নাই। একজন নির্দলীয় প্রার্থী ডি. এম. কে. দলকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত করায় ডি. এম. কে. কম্যুনিষ্ট দলের সম্মিলিত সংখ্যা শক্তি দাঁড়ায় ১৯। শ্রীফারুক মারিকার ডি. এম. কে. পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হইবার পর তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্বে ১৭ই মার্চ নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

॥ মহীশূরে নূতন মন্ত্রিসভা ॥

মহীশূরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এস. নিজলিঙ্গাপা শ্রীকানরাজের স্থলে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এই বৎসর মহীশূরে মন্ত্রিসভার রদ-বদল করিতে হয়। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইবার পরও কিছুদিন পর্যন্ত শ্রীনিজলিঙ্গাপা মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৮ সালের মে মাসে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন এবং ২৩শে মে মহীশূর বিধান সভার পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল। শ্রীপাতিলের মুখ্যমন্ত্রিত্বে ২৯শে মে ২৮ জন সদস্য বিশিষ্ট নতুন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

॥ 'মেঘালয়' ও আসাম পুনর্গঠন ॥

আসামের দুইটি পার্বত্য জেলা—গারো এবং খাসী ও জয়ন্তী পাহাড় লইয়া একটি স্বতন্ত্র পার্বত্যরাজ্য গঠনের দাবী পুরাতন। এই দাবীর উদ্যোক্তা আসামের

সর্বদলীয় পার্বত্য সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ। বিগত বৎসর এই স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবী ও আন্দোলন বিশেষ জোরদার হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, এই দাবী মানিয়া লওয়ার বিরুদ্ধে আসামে একটা বড় জনমত ছিল। বিশেষ করিয়া আসামে এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বড় বিরোধী ছিল আসাম কংগ্রেস। সুতরাং এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। বিগত বৎসরে আসাম কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল এবং পার্বত্য নেতাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে একাধিকবার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আলাপ আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে একটা মোটামুটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে এ বিষয়ে কেন্দ্র যে পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তাহাতে দেখা যায় যে আসামের উল্লিখিত দুইটি পার্বত্য জেলা লইয়া আসামের মধ্যেই নূতন একটি স্বয়ংশাসিত উপরাজ্য গঠিত হইবে। প্রস্তাবিত রাজ্যটির নিজস্ব আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ থাকিলেও উহা একটি পূর্ণ অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা পাইবে না। আসাম ও এই উপরাজ্যের রাজ্যপাল হইবেন একই ব্যক্তি এবং উহারও রাজধানী হইবে শিলং। নূতন রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থাকিবে আসাম সরকারের উপর। তাহা ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। এই উপরাজ্যটির নাম 'মেঘালয়' হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। আলোচ্য উপরাজ্যটির আয়তন হইবে ৭,১৯১ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হইবে ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ৬,৮৯,০০০। সর্বদলীয় পার্বত্য নেতারা ১৯৬৮ সালের ১৫ই অক্টোবর দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হওয়ায় আপাতত একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার আংশিক সমাধান ঘটে। পার্বত্য নেতারা তাঁহাদের ঘোষণায় বলেন যে তাঁহারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আসামের পাঁচটি জেলা লইয়া একটি স্বতন্ত্র অঙ্গরাজ্য গঠনের জন্য প্রয়াস করিয়া চলিবেন।

যাহা হউক, কেন্দ্রের এই অভিনব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন আবশ্যক। বিরোধীদলগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ লোকসভায় সংবিধান (২২তম সংশোধন) বিলটি আনিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সরকার পক্ষ হইতে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন না করায় এই বিলটি লোকসভা সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন না পাওয়ায় আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। বাধ্য হইয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহা প্রত্যাহার করিয়া নেন এবং জানান যে পুনরায় ঐ অধিবেশনেই তিনি নূতন করিয়া উক্ত

বিল উত্থাপন করিবেন। ১০ই এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচ্য বিলটি পুনরায় লোকসভায় উত্থাপন করেন। ১৫ই এপ্রিল প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্যে বিলটি লোকসভায় গৃহীত হয়।

॥ শিবসেনার তাণ্ডব ॥

বেশ কিছুকাল হইল মহারাষ্ট্রে শিবসেনা নামক এক বেসরকারী বাহিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহার মূল কর্মকেন্দ্র বোম্বাই শহরে এবং এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আছেন শ্রীবাল থ্যাকারে, শ্রীমনোহর যোশী ও শ্রীসুধীর যোশী। মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের মধ্যে যে সীমানা বিরোধ আছে গায়ের জোরে তাহার একটা মীমাংসা করা শিবসেনাদের অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া প্রকাশ। এই ঘোষিত লক্ষ্য পূরণের জন্য তাহাদের অন্যতম কার্যক্রম হইল যতদিন এই সীমানা বিরোধের সুষ্ঠু সমাধান না হয় ততদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোন সদস্যকে নির্বিঘ্নে বোম্বাই প্রবেশ করিতে না দেওয়া। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে কয়েকটি রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মুখে অকস্মাৎ বোম্বাইতে তিনদিনব্যাপী শিবসেনাদের তাণ্ডব বোম্বাই-এর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ৭ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কর্ম উপলক্ষে বোম্বাই যান। তাঁহার এই আগমনকে কেন্দ্র করিয়া শিবসেনাগণ ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যে মাতিয়া ওঠে। এই আন্দোলন দমন করিতে বোম্বাই-এর বহু এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করিতে হইয়াছিল এবং পুলিশকে বহুবার গুলি ছুঁড়িতে হইয়াছিল। রেলওয়ে, সরকারী পরিবহণ প্রভৃতির ক্ষতিসাধন এবং বহু বেসরকারী দোকানপাট লুণ্ঠন করা হইয়াছিল। তিনদিনের হাঙ্গামাকালে ধৃত হাঙ্গামাকারীর সংখ্যা বারো শতাধিক। হাঙ্গামায় ও পুলিশের গুলি বর্ষণে নিহতদের সংখ্যা ৬০ এবং আহতদের সংখ্যা দুই শতাধিক। একটি সরকারী সংবাদে প্রকাশ ভারতে বর্তমানে যে ৫৩টি বেসরকারী সেনা আছে তাহার মধ্যে শিবসেনার সংখ্যা সর্বাধিক—প্রায় ৮০ হাজার।

॥ অন্ধ্রপ্রদেশ ও স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা ॥

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে পুনর্গঠিত করা হয়। রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় ভাষার যে একটা বড় ভূমিকা আছে ইহার মধ্যে সেই স্বীকৃতিই পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে মাদ্রাজের তেলুগু ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির সহিত ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য 'হায়দরাবাদের' তেলুগু ভাষাভাষী অঞ্চলকে সংযুক্ত

করিয়া নূতন অন্ধ্রপ্রদেশ গড়িয়া তোলা হয়। হায়দরাবাদের এই অঞ্চলই তেলেঙ্গানা নামে পরিচিত এবং অপরাংশকে বলা হয় অন্ধ্র। তেলেঙ্গানায় ৯টি জেলার লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং অন্ধ্র এলাকায় ১১টি জেলার লোক সংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ। অন্ধ্রের তুলনায় তেলেঙ্গানা অঞ্চল অনগ্রসর বলিয়া রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তেলেঙ্গানার জন্য কতকগুলি রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। এই রক্ষা কবচগুলির মধ্যে ছিল তেলেঙ্গানা এলাকার বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১০৪ জন সদস্যবিশিষ্ট আঞ্চলিক কমিটি সংগঠন, সরকারী চাকুরিতে তেলেঙ্গানাবাসীদের বিশেষ কতকগুলি সুবিধাদান, মুখ্যমন্ত্রী অন্ধ্রপ্রদেশের লোক হইলে একজন তেলেঙ্গানাবাসীকে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ, তেলেঙ্গানার রাজস্বের উদ্বৃত্ত তেলেঙ্গানার উন্নয়নে বিনিয়োগ প্রভৃতি। গত বারো বৎসরে অন্ধ্রপ্রদেশে বরাবর কংগ্রেসই রাজত্ব করিতেছে। দুঃখের বিষয়, তেলেঙ্গানার বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সেরূপ কোন প্রয়াসই করা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এ পর্যন্ত এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে অন্ধ্র এলাকার লোকই নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন। অথচ শ্রীসঞ্জীবায়ার স্বল্পকালস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে তেলেঙ্গানা হইতে কোন উপমুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় নাই। তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক কমিটি বর্তমান থাকিলেও কংগ্রেস প্রভাবিত এই কমিটি তেলেঙ্গানার বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণে কোন দৃঢ় কার্যক্রমের পরিচয় দিতে পারেন নাই। চাকুরিক্ষেত্রে নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে তেলেঙ্গানাবাসীদের অগ্রাধিকার দিবার উদ্দেশ্যে যে আইন রচিত হইয়াছিল সুপ্রীম কোর্টের অভিমতে তাহা সংবিধান বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তদুপরি আছে তেলেঙ্গানার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সহিত অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের অন্তর্বিরোধ। এতগুলি কারণ মনে রাখিলে অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা প্রদেশে যে বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার হেতু অনুধাবন করা যাইবে। এ বিক্ষোভ মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিক্ষোভ এবং ইহাতে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। গত তিন চার মাস কালের আন্দোলনে তেলেঙ্গানার স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। লুটপাট, দোকানপাটে অগ্নি-সংযোগ, অন্ধ্রবাসী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, তেলেঙ্গানার নন-গেজেটেড কর্মচারী সংস্থার কর্মবিরতি, সরকারী পরিবহণে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি গত তিন চার মাসের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রথমে রক্ষা কবচের দাবীতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা এখন তেলেঙ্গানায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের দাবীতে পর্যবসিত হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেসও বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত। তেলেঙ্গানার একাধিক কংগ্রেসী মন্ত্রী ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির মন্ত্রিসভা হইতে

পদত্যাগ করিয়া তেলেঙ্গানা আন্দোলনে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। অথচ প্রথম পর্যায়ে তেলেঙ্গানা সমস্যা সমাধানের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিভিন্ন নেতা ও সংসদের বিরোধী দলের সভ্যদের সহিত এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর ১১ই এপ্রিল লোকসভায় তেলেঙ্গানা সমস্যা সমাধানের সূত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় তেলেঙ্গানার প্রতি অন্যায় ও অবিচার নিবারণের জন্য কয়েকটি কর্মপন্থার কথা বলা হয়। মূলতঃ আপস আলোচনার মাধ্যমে এবং একাধিক কমিটি গঠন করিয়া এই অবিচার নিবারণের প্রস্তাব করা হয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা তেলেঙ্গানায় বিক্ষোভকারীদের কোন অংশকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। এমন কি তেলেঙ্গানার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরাও ইহাকে যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। ফলে তেলেঙ্গানার বিক্ষোভ ও অশান্তি ক্রমশই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।

॥ কাশ্মীর কংগ্রেসে অন্তর্বিরোধ ॥

জম্মু ও কাশ্মীর কংগ্রেসে কংগ্রেস নেতা মীরকাশিম ও কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি. এম. সাদিকের মধ্যে সম্প্রতি যে বিরোধ বাধিয়াছে তাহার সঠিক কারণ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। অকস্মাৎ ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে জম্মু ও কাশ্মীর কংগ্রেসের সভাপতি মীরকাশিম পদত্যাগ করিয়া বসেন। ইহা মীরকাশিম ও শ্রীসাদিকের ব্যক্তিগত কলহজনিত বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীর রাজনীতি হইতে বক্সী গোলাম মহম্মদের অপসারণের পরবর্তী কালে এই দুই নেতা একত্রে জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই দেড় বৎসরাধিককাল পূর্বে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শেখ আবদুল্লাকে বিনাশর্তে মুক্তি দেন। একদিকে শেখ আবদুল্লা ও তাঁহার গণভোট ফ্রন্ট কাশ্মীর রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছেন, অপরদিকে কংগ্রেসে এই অন্তর্বিরোধ—স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। শেখ আবদুল্লা ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার গণভোট ফ্রন্ট অতঃপর কাশ্মীরের সকল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে। তাঁহার এই নূতন কৌশলের সম্মুখীন হইতে হইলে কাশ্মীর কংগ্রেসকেও ঐক্য ও সংহতিতে অটুট থাকিতে হইবে। মীরকাশিম-সাদিক বিরোধ সেই প্রয়োজনীয় ঐক্যের পরিপন্থী।

এই বিরোধের ফলে কাশ্মীর কংগ্রেস দুর্বল হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায়

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী উভয় নেতাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। প্রধান মন্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনও ইতিমধ্যে একাধিকবার শ্রীনগরে গিয়া শ্রীসাদিক ও মীরকাশিমের বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। এই বিরোধের একটা সুষ্ঠু সমাধান খুঁজিয়া না পাইলে কাশ্মীর কংগ্রেস নিঃসন্দেহে দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে শেখ আবদুল্লার ভারত-বিরোধী গণভোট ফ্রন্টের প্রভাব অর্জন সহজ হইয়া উঠিবে।"

॥ মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের পুনর্বাসন ॥

মধ্যপ্রদেশের রাজনীতিতে হেরফেরের ফলে ১৯৬৯ সালের ২৭শে মার্চ মধ্যপ্রদেশে পুনরায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। ২০মাস পূর্বে কংগ্রেস হইতে ব্যাপক দলত্যাগের সুযোগ লইয়া গোয়ালিয়রের রাজমাতার কূট কৌশলে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসদলত্যাগী শ্রী জি. এন. সিং-এর নেতৃত্বে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। দলত্যাগ সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ বিধান সভায় কংগ্রেসের শক্তি নগণ্য ছিল না। ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি শ্রী জি. এন. সিং তাঁহার মন্ত্রিসভার কিছুটা রদ বদল করেন। তাহার পরেই সংযুক্ত বিধায়ক দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভার বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপাল শ্রী কে. সি. রেডিড যখন ইংরেজিতে ভাষণ দিতে আরম্ভ করেন তখন সংযুক্ত বিধায়ক দলের অন্তর্ভুক্ত সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির চারজন সদস্য প্রতিবাদে বিধান সভা ত্যাগ করেন।

শ্রী জি. এন. সিং সংযুক্ত বিধায়ক দলকে জানাইয়া দেন যে অন্তর্ভুক্ত দলগুলি তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট নন বলিয়া তিনি পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক এবং তাঁহার স্থলে নূতন মুখ্যমন্ত্রী যেন নির্বাচন করা হয়। অনেক শলাপরামর্শের পর শরনগড়ের রাজা নরেশচন্দ্র সিংকে শ্রী জি. এন. সিংএর স্থলে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা স্থির হয়। ১২ই মার্চ রাজ্যপাল রাজা নরেশচন্দ্রকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অনুরোধ করেন। এই দিন মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টের আদেশের ফলে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রী ডি. পি. মিশ্রের বিধানসভায় নির্বাচন বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। রাজা নরেশচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী হইয়াও কিন্তু সংযুক্ত বিধায়ক দলের ভাঙন রোধ করিতে পারেন না।

শ্রী ডি. পি. মিশ্র দাবী করেন যে কংগ্রেস দল বিধান সভায় পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। এই অবস্থায় মধ্যপ্রদেশে পুনরায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রী ডি. পি. মিশ্রের নির্বাচন সম্পর্কে হাইকোর্টের

রায় আছে বলিয়া তাঁহার স্থলে দলের ডেপুটি লীডার শ্রীশ্যামাচরণ শুক্ল বিধান সভায় নূতন দলপতি নির্বাচিত হন। শ্রীশুক্লর মুখ্যমন্ত্রিত্বে ২৭শে মার্চ পুনরায় মধ্য প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

॥ আন্নাবিহীন তামিলনাডু ॥

মাদ্রাজ রাজ্যের নাম বদলাইয়া তামিলনাডু রাখা এবং ডি. এম. কে. দলের সর্বজনপ্রিয় নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আন্নাদুরাই-এর দেহাবসান মাদ্রাজ রাজ্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাজ্যের এই নাম পরিবর্তন ডি. এম. কে. দলের ঘোষিত লক্ষ্য গুলির অন্যতম ছিল। এই বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে এই নাম পরিবর্তন করা সম্ভব হইয়াছে। এবৎসরে আন্নাদুরাই-এর মৃত্যুর ফলে ডি. এম. কে. দলের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। শ্রী আন্নাদুরাই কণ্ঠনালীর ক্যানসারে ভুগিতেছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের ফলে রোগের কিছুটা উপশম হওয়ায় তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি পুনরায় কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এবার আর তাঁহাকে বিদেশে লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। কঠিন রোগের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন লড়াই করিয়া ১৯৬৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর ফলে শুধু তামিলনাডুতে নয়, সারা দেশে গভীর শোক নামিয়া আসে। অল্পদিনের মধ্যে শ্রী আন্নাদুরাই ভারতের বর্তমান রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ বিধান সভায় ডি. এম. কে. দলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাঁহার মৃত্যুর পরে এই দলের নেতৃত্ব লইয়া কিছুটা বিরোধের সূত্রপাত হইলেও অদূর ভবিষ্যতে ডি. এম. কে. দলের কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

আন্নাদুরাই-এর মৃত্যুর পরে তাঁহার মন্ত্রিসভার প্রবীনতম সদস্য শ্রী আর. নেড়ুনচেজিয়ান অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রিরূপে কাজ চালান। ১৫৭ জন সদস্য বিশিষ্ট ডি. এম. কে. পরিষদীয় দলের নেতা কে নির্বাচিত হন—তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক ছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী পরিষদীয় দলে নির্বাচনের ফলে আন্নাদুরাই মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী ৪৫ বৎসর বয়স্ক শ্রী এম করুণানিধি দলীয় নেতা নির্বাচিত হন এবং তাহার মুখ্যমন্ত্রিত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ভূতপূর্ব সহকর্মী শ্রী আর নেড়ুনচেজিয়ানকে নূতন মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে সম্মত করিতে পারেন নাই।

তামিল নাড়ুর কিছু এলাকায় এবার ভীষণ খরার ফলে কয়েক লক্ষ মানুষের দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা দেখা গিয়াছিল। তবে ডি. এম. কে. সরকারের কর্মতৎপরতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার ফলে এ অবস্থা কাটাইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। সুখের বিষয় এই খরার প্রকোপ দীর্ঘ স্থায়ীও হয় নাই। কিছুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বৃষ্টিপাত হওয়ায় পুনরায় খরাপীড়িত এলাকায় শস্যোৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

॥ কেরল ও নাম্বুদ্রিপাদ সরকার। ॥

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতা শ্রী ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদের যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রথম দুই বৎসর কাটাইয়া তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। আলোচ্য সময়ে কেরলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বড় কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বরং নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মাত্রা যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। নাম্বুদ্রিপাদ সরকারই ভারতে প্রথম কম্যুনিষ্ট দল পরিচালিত 'যুক্তফ্রন্ট সরকার'। আজ বেশ কয়েক বৎসর এই সরকার প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে কেরলে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন। সুতরাং এই সরকারের কাছে বামপন্থী দলগুলির প্রত্যাশাও অনেক। কিন্তু এ পর্যন্ত নাম্বুদ্রিপাদ সরকার জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা মোচনে এবং রাজ্যে অন্তত পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে নূতন ধরণের কোন পন্থা নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

শ্রী ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ শুধু কেরলের মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন প্রথম শ্রেণীর সর্বভারতীয় নেতা। সুষ্ঠু শাসন কার্য পরিচালনায় তাঁহার দক্ষতার অভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু কেরলের রাজনীতির গতি প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে নিজের দলের স্বার্থে তিনি অনেক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিরপেক্ষ কর্মনীতি, হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন এবং তাহার ফলে জনমানসে তাঁহার পূর্বগৌরবও বোধ হয় অক্ষুন্ন নাই। যুক্তফ্রন্ট সরকারে তাঁহার দল সংখ্যাধিক হইলেও কম্যুনিষ্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের মন্ত্রীও তাঁহার মন্ত্রিসভায় আছেন। ভিন্ন দলের সহকর্মীদের সঙ্গে শ্রী নাম্বুদ্রিপাদের সম্বন্ধকে আর যাহাই হোক আদর্শ বলা যায় না। মুখ্য মন্ত্রীর সহিত অন্যান্য দলের মন্ত্রীদের মতভেদের যে সব সংবাদ প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়, সেগুলি শোভন নয় এবং তাহার ফলে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার

মর্যাদা বাড়ে নাই। অতি সম্প্রতি যে অবস্থার মধ্যে দুর্নীতির দায়ে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী শ্রী পি. কে. কুঞ্জুকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে তাহা তাঁহার মন্ত্রিসভার মর্যাদার পরিপন্থী। শ্রীকুঞ্জু সোস্যালিস্ট দলের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি পদত্যাগের পূর্বে একাধিক বিবৃতিতে দেশবাসীদের জানাইয়াছেন যে লঘু অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও করিয়াছেন যে তিনি দলীয় স্বার্থের খাতিরে নিজের দলের অধিকতর দুর্নীতিগ্রস্থ মন্ত্রীদের আগলাইয়া চলেন। দল নির্বিশেষে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে ন্যায় বিচার না পাইবার অভিযোগ বিশেষ ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের কার্যক্রমের সহিত মতভেদের দরুণ অন্ততঃ একজন মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট এম. এল. এ. এপর্যন্ত দল ত্যাগ করিয়া বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট দলে ভিড়িয়াছেন।

কেরলের মুসলিম লীগের প্রতি অকারণ পক্ষপাতিত্ব শ্রী নাম্বুদ্রিপাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ। তাঁহার কর্মনীতি দেখিয়া মনে হয় যে অন্যান্য বামপন্থী দলের উপর ততটা নির্ভর না করিয়া এই সাম্প্রদায়িক দলটির উপর তিনি বিশেষ নির্ভর করেন। কেরলে মুসলমান প্রধান স্বতন্ত্র জেলা মালপ্পুরাম গঠন তাঁহার এই লীগ প্রীতির বড় নিদর্শন। তাঁহার এই কাজে তাঁহার নিজের দলের যতই সুবিধা হউক না কেন, এই প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত তাঁহাকে কেরলে ও কেরলের বাহিরে প্রভূত সমালোচনাভাগী করিয়া তুলিয়াছে। কেরলে তাঁহার এই কাজের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনও দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। অশান্তি ও বিক্ষোভ কেরলের জনজীবনের প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা না করিতে পারার অভিযোগ নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়তই আনা হইয়া থাকে। এ অভিযোগের পিছনে কোন ভিত্তি নাই—এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। কেরলে বেকার সমস্যা বেশ প্রবল অথচ সে পরিমানে নূতন কাজের সৃষ্টি সরকার করিতে পারেন নাই। বাধ্য হইয়া নূতন কলকারখানা সৃষ্টির জন্য বিড়লার মত পুঁজিপতিদেরও যুক্তফ্রন্ট সরকার আহ্বান জানাইতেছেন। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করিয়া গণজীবনের বিক্ষোভ কতদিন দাবাইয়া রাখা চালে? ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশও যুক্তফ্রন্টের কার্য নীতিতে অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে নক্‌সালপন্থী কম্যুনিষ্ট আন্দোলনও ক্রমশ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। নকসালপন্থীরা ইতিমধ্যে একাধিকবার থানা আক্রমণ করিয়া কেরলের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছে। মুসলমান-প্রধান মালাপ্পুরাম জেলা গঠনের বিরুদ্ধেও কেরলে জনমত খুব প্রবল। একসঙ্গে এত বিরোধের সম্মুখীন হইয়া কেরলে যুক্তফ্রন্ট সরকার টিঁকিয়া আছেন এবং হয়তো

থাকিবেনও। কিন্তু জনকল্যাণ ও প্রগতিশীল গণতন্ত্র প্রবর্তনে কোন নূতন পথের ইঙ্গিত এই সরকার আজও দিতে পারেন নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে দিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

॥ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল ॥

১৯৬৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার মন্ত্রিসভার, দপ্তর রদবদল সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। দুই বৎসর পুর্বে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পর এই ধরণের পরিবর্তন এই প্রথম। এই পরিবর্তনের ফলে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দপ্তর রদবদল ত হয়ই, কয়েকটি দপ্তর পুনর্গঠনের কথাও ঘোষণা করা হয়। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশের কথা স্মরণ রাখিয়া এই পরিবর্তন সাধন করা হয় বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এতদিন পররাষ্ট্র দপ্তর নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন এবং প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শ্রীদীনেশ সিং এই দপ্তর দেখাশোনা করিতেন। নূতন ব্যবস্থায় শ্রীদীনেশ সিংকে পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়া তাঁহাকে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়া শ্রীমতী গান্ধী নিজের হাতে রাখিয়াছেন শুধু পারমাণবিক শক্তি ও পরিকল্পনা। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নূতন নামকরণ হয় বৈদেশিক বাণিজ্য ও সরবরাহ মন্ত্রণালয় এবং ইহার ভারপ্রাপ্ত পূর্ণমন্ত্রী হন প্রতিমন্ত্রী শ্রী বি. আর. ভগৎ। ইস্পাত ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটি নূতন দপ্তর সৃষ্টি করিয়া রেলমন্ত্রী শ্রী সি. এম. পুনাচাকে সেই দপ্তরের ভার দেওয়া হয়। ভূতপূর্ব যোগাযোগ ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ডঃ রামসুভগ সিংকে নূতন রেলমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। পরিবহন ও জাহাজ চলাচল মন্ত্রী, ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাওকে ভারতের নূতন শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের কারিগরী ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সুযোগ ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে পেট্রোকেমিক্যাল, খনি ও খনিজদ্রব্য নামক নূতন একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ ও নাগরিক উন্নয়ন একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনিয়া তাহার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী করা হয় শ্রী কে. কে. শাহকে। যোগাযোগ সহ তাঁহার পূর্বতন তথ্য ও বেতার বিভাগের ভার দেওয়া হয় শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের উপর। উপমুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই. বি. চাবন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং-এর ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয় নাই।

॥ দলত্যাগীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা ॥

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আইন সভার সদস্যদের মধ্যে একটা দলত্যাগের হিড়িক দেখা গিয়াছিল এবং ইহার ফলে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। দলত্যাগ নিবারণ করিয়া কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে একটা রাজনৈতিক সুস্থিরতা ফিরাইয়া আনার উপায় নির্দেশের জন্য গত বৎসর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওয়াই. বি. চ্যবনের নেতৃত্বে সকল দলের একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। ১৯৬৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় এই কমিটির সুপারিশগুলি উপস্থাপিত করেন। দেখা যায় যে, দলত্যাগ নিবারণের জন্য কমিটি মাত্র একটি বিষয়ে একমত হইয়াছেন। তাহা হইল এই যে, এক বৎসরের জন্য কিংবা দলত্যাগী পদত্যাগ করিয়া পুনরায় নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কোন দলত্যাগীকে মন্ত্রী কিংবা স্পিকার কিংবা অন্য কোন পদে নিয়োগ করা চলিবে না। দলত্যাগ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ও বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু কমিটি এসব বিষয়ে একমত হইতে না পারায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় নাই। কমিটির আর একটি সুপারিশ হইল এই যে কেন্দ্রে কিংবা রাজ্যে কোন ব্যক্তি নিম্নতন আইনসভার প্রতিনিধি না হইলে তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা চলিবেনা। বর্তমানে যাঁহারা এই ধরণের পদাধিকারী আছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে এ সুপারিশ প্রযোজ্য হইবেনা। কমিটির সম্মুখে দলত্যাগীদের শাস্তি বিধান সম্বন্ধে আর একটি প্রস্তাবও ছিল। সেই প্রস্তাব হইল দলত্যাগীকে পার্লামেন্ট কিংবা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্যপদচ্যুত করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে তাঁহাকে ছয় বৎসরের জন্য বেতনভোগী পদগ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা। মতৈক্যের অভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। রাজনৈতিক দলগুলির আচরণবিধি সম্বন্ধে ও কমিটি একমত হইতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টি সম্বন্ধে ইতি. কর্তব্য নির্ধারণের ভার ভিন্ন ভিন্ন দলের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভার আয়তন নির্ধারণ সম্বন্ধেও সর্বদলীয় কমিটি একমত হইতে পারেন নাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ আরও সাতজন সদস্য অভিমত দেন যে একমাত্র বিধান সভা যেখানে বর্তমান সেখানে মন্ত্রিসভার আয়তন শাসকদলের মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ এবং দ্বিপক্ষ-বিশিষ্ট বিধান মণ্ডলী থাকিলে শতকরা ১১ ভাগের বেশি হওয়া উচিত নয়। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীমধু লিমায়ে ও শ্রীবলরাজ মাধোক্ সহ চারজন সদস্য মন্ত্রিসভার সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা পূর্বোক্ত দুইটি ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩০ ও ৪৫ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

॥ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘট ॥

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট আলোচ্য বর্ষে ভারতের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ১৯৬৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর এই ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অর্ডিন্যান্সও পাশ করিয়াছিলেন। নির্ধারিত দিনে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারিগণ ভারতের সর্বত্র ধর্মঘট পালনের ব্যবস্থা করেন; ধর্মঘট কোথাও সফল, কোথাও আংশিক সফল হয়। কিন্তু ইহার জের দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মঘটী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিপুলসংখ্যক কর্মচারীকে সাময়িকভাবে 'সাসপেণ্ড' করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে কর্মচারিগণ তীব্র বিক্ষোভ জানাইতে থাকেন। উল্লেখযোগ্য যে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর মনোভাব ত্যাগ করেন এবং প্রায় সমুদয় কর্মচারীকেই চাকুরীতে ফিরাইয়া নেন। কিন্তু এই ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহার প্রভাব বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্বর্তী নির্বাচনগুলির উপরও প্রতিফলিত হইয়াছে।

॥ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ॥

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া গৃহীত হইয়াছে এবং এই বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যারম্ভও হইয়াছে। বলা বাহুল্য প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া না পাওয়ার উপর এই পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করিবে। নীচে মোটামুটি এই পরিকল্পনার কিছুটা পরিচয় দেওয়া হইল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনে, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যে ভারতকে স্বনির্ভর করিয়া তোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য স্থিরীকৃত লক্ষ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল খাদ্যের উৎপাদন ১২ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন করা, কাঁচা ইস্পাত উৎপাদন ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন করা, সারের ক্ষেত্রে ৩০০০ মেট্রিক টন নাইট্রোজেন ও ১৫০০ মেট্রিক টন ফসফেট উৎপাদন করা। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য ২ কোটি ২০ লক্ষ কিলোওয়াট ও বিদ্যালয়ের নির্ধারিত লক্ষ্য ৯ কোটি ৭২ লক্ষ।

চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট ২৪,৩৯৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী উদ্যোগের বরাদ্দ ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকা। সরকারী চলতি বৎসরের বরাদ্দের পরিমাণ ২,১৪৬ কোটি টাকা। সরকারী উদ্যোগে মোট বিনিয়োগের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৭,২০৭ কোটি টাকা; কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচী বাবদ ৭২৭ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৬,০৬৬ কোটি টাকা। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির বরাদ্দ ৩৯৮ কোটি টাকা। সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন প্রধান খাতে বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নোক্তরূপঃ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে ২২১৭.৫ কোটি টাকা; সেচ খাতে ২০৮৪.৫ কোটি টাকা; খনি ও শিল্পোদ্যোগ খাতে ৩০৮৯.৯ কোটি টাকা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩১৭৩.১ কোটি টাকা। পরিকল্পনার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বৈদেশিক বাণিজ্যে লাভের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

॥ ডিউক ও পিনাকীর সাগর অভিযান ॥

আলোচ্য বর্ষে লেঃ জর্জ ডিউক ও শ্রীপিনাকী চ্যাটার্জী দাঁড়বাহী নৌকায় সাগর পাড়ি দিয়া আন্দামানে উপনীত হইয়া দুঃসাহসী অভিযানের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাহা হইতে নিঃসন্দেহে ভারতীয় যুবশক্তি নূতন প্রেরণা লাভ করিবে। এই যুবকদ্বয় ১৯৬৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার প্রিনসেপ ঘাট হইতে যাত্রা স্বরু করেন। তাহাদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত নৌকাটির নাম রাখা হয় "এডমিরাল কনোজী আংরে"। কলিকাতার 'এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের' উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হয়। বিখ্যাত সাঁতারু ব্যারিষ্টার শ্রীমিহির সেন এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। "এডমিরাল কনোজী আংরে" কেবলমাত্র দাঁড়ের সাহায্যে চালিত হইয়াছিল। উহাতে পাল কিংবা কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। যাহা হোক ডিউক ও পিনাকী দিবারাত্রি তাহাদের ক্ষুদ্র নৌকাটি চালনা করিয়া ৩৫ দিনে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আন্দামানে উপনীত হন। তাহারা ৫ই মার্চ আন্দামানের উপকূলবর্তী ল্যাণ্ডফলের মাটি স্পর্শ করেন। ভারতবাসীমাত্রই তাহাদের এই অসাধারণ অভিযানের সাফল্যে আনন্দিত হন এবং তাহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়।

॥ বিয়োগ পঞ্জী ॥

আলোচ্য বর্ষে ভারতের বহু কৃতি সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বড়ে গোলাম আলি খা, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর), ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র, প্রখ্যাত যাত্রা অভিনেতা ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, বাবা সোহন সিং ভাকনা, প্রতিমা দেবী, ডঃ সম্পূর্ণানন্দ, ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র, সি. এন. আন্নাদুরাই, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মীরা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শরৎ পণ্ডিত ব্যতীত আর সকলের বিষয় '১৩৭৫ সালে উল্লেখযোগ্য মৃত্যু' বিভাগে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং নিম্নে আমরা কেবলমাত্র শরৎ পণ্ডিতের বিষয় লিখিতেছি।

॥ শরৎ পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) ॥

শরৎ পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর বিগত শতকের এক আশ্চর্য পুরুষ। তাঁহার চরিত্রে বহু বৈচিত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। আবাল বৃদ্ধ সকলেরই তিনি আপন জন, তাই তিনি 'দাদাঠাকুর'। ব্যাঙ্গ ও শ্লেষাত্মক রচনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিংশ দশকের মধ্যভাগে দাদাঠাকুরের ব্যাঙ্গ কবিতা বাঙ্গালী সমাজে হাসির ঢেউ তুলিয়াছিল। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে তাঁহার নিজের প্রেস হইতে এক পয়সা দামের 'বিদূষক' কাগজ প্রকাশিত হইত; তিনি নিজেই ছিলেন ঐ কাগজের সম্পাদক ও 'হকার'। সর্বদা নগ্নপায়ে চলা ছিল তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় দুই দশকের অধিককাল তিনি আকাশবাণীর শিশুমহল ও লোকরঞ্জন শাখার সহিত যুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া 'দাদাঠাকুর' বাংলা চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হইয়াছিল। ঐ চিত্রখানা ১৯৬২ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে 'রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক' লাভ করিয়াছে। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৮ হাওড়ায় ৮৯ বৎসর বয়সে দাদাঠাকুরের জীবন দীপ নির্বাপিত হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র বিদ্যমান।

॥ রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের জীবনাবসান ॥

৩রা মে, ১৯৬৯ শনিবার বেলা ১১টা ২০ মিনিটের সময় নয়া দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবনে ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন-এর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে

তাঁহার ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ডঃ হোসেনই ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি কার্যরত অবস্থায় মারা যান। ১৯৬৭ সালের ১৩ই মে তিনি রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ১৩ দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়; এই ১৩ দিন ভারতের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিল। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু উপলক্ষে ৩ দিন সবেতন ছুটি ঘোষণা করা হয়।

॥ কিভাবে মৃত্যু ঘটে ॥ মৃত্যু আসে অতি আকস্মিক ভাবে। সকালে যথারীতি স্নানাহার করার পরে তিনি পড়ার ঘরে যান। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় ডাক্তারগণ তাঁহাকে নিয়ম মাফিক পরীক্ষা করিতে আসেন। তিনি তাঁহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু স্নান-ঘর হইতে তিনি আর বাহিরে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখিয়া ডাক্তারগণ উদ্বিগ্ন হন ও স্নান-ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে রাষ্ট্রপতির মৃতদেহ মেঝেতে পড়িয়া আছে। ভয়ঙ্কর হৃদরোগের আক্রমণে রাষ্ট্রপতি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারান।

॥ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ॥ ডঃ হোসেনের মরদেহ ৩রা মে'র সন্ধ্যা হইতে ৫ই মে পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দরবার হলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শায়িত রাখা হয়। ৫ই মে সোমবার বিকাল ৫টায় মৃতদেহ লইয়া সমাধিস্থলের উদ্দেশ্যে শোকযাত্রা সুরু হয়। যমুনার তীরে ওখলায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার গোলাপ বাগানে জাকির হোসেনের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়; বিশ্বের নানা দেশের বিশিষ্ট নেতাগণ অন্তিম যাত্রায় যোগ দেন। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিণ তাঁহাদের অন্যতম।

॥ রাষ্ট্রপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

১৮৯৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদের এক পাঠান পরিবারে জাকির হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন আইনজীবী। তাঁহার যখন ৮ বৎসর বয়স তখন পিতা সপরিবারে উত্তর প্রদেশের এটোয়ায় চলিয়া আসেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি আলিগড়ে এম. এ. ও. কলেজে ভর্তি হন। সেখান হইতে তিনি বার্লিনে যান উচ্চ শিক্ষার জন্য। বার্লিনে তিনি অর্থনীতিতে গবেষণা চালাইয়া 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। আলিগড়ে শিক্ষাকালে গান্ধীজীর আহ্বানে কয়েকজন সহকর্মীকে লইয়া দিল্লীতে জাকির হোসেন 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' নামে একটি নূতন

ধরণের বিদ্যাকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই কেন্দ্রে লেখাপড়ার সঙ্গে বৃত্তি শিক্ষাও দেওয়া হইতে। বার্লিন হইতে দেশে ফিরিয়া তিনি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার উপাচার্যের পদগ্রহণ করেণ। এই পদে তিনি ১৯২৬ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৩৭ সালে গান্ধীজী 'নঈ তালিম' পরিকল্পনা রচনা করিয়া উহার রূপায়নের ভার দেন ডঃ হোসেনকে। 'হিন্দুস্থান তালিমি সংঘের সভাপতি পদে গান্ধীজী ডঃ হোসেনকে মনোনীত করেন (১৯৩৮-৫০)। ডঃ জাকির হোসেন ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি 'ইউনেস্কো'র কার্য নির্বাহক বোর্ডের সদস্য ছিলেন (১৯৫৬-৫৮)। ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভার সভ্য মনোনীত হন (১৯৫২); বিহারের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত (১৯৫২) এবং ঐ পদে একাদিক্রমে ১০ বৎসর (১৯৫২-৬২) অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬২ সালে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। অতঃপর ১৯৬৭ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ডঃ হোসেনের পুত্রসন্তান নাই। তাঁহার দুই কন্যা ও সাতটি নাতি নাতনী বর্তমান। তিনি বহুভাষাবিদ ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ও উর্দু রচনা খুব সুখপাঠ্য। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

॥ চেকোশ্লোভাকিয়া ॥

ওয়ারশ চুক্তির অন্যতম শরিক চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রীয় আদর্শে ১৯৬৮ সালের প্রারম্ভেই একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি রাষ্ট্রপরিচালনায় অধিকতর উদারনীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন এবং উহাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ঢালিয়া সাজার নির্দেশ দেন। এই পরিবর্তনের পথ সুগম করার জন্য পূর্বতন নেতা আন্তনিন নভোৎনিকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-এর পদ এবং পার্টির প্রধান সম্পাদকের পদ ত্যাগ করতে হয়। তাঁহার পরিবর্তে আলেকজাণ্ডার ডুবচেক পার্টির প্রধান সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হন জেনারেল লুডভিক স্ববোদা। এই বিষয়ে ১৩৭৫ সালের বর্ষপঞ্জীতে লেখা হইয়াছিল। এই পরিবর্তন সত্ত্বেও রাষ্ট্রের নূতন নেতৃত্ব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না কিংবা পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহিত মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করিবে না। কিন্তু তাহার এই ঘোষণা সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের মনে বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হয় না।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে রাশিয়ায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। অবশেষে জুলাইমাসের মধ্যভাগে রাশিয়া পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া ও পূর্বজার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাগণ ওয়ারশ-তে চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। তাঁহারা চেকোশ্লোভাকিয়াকেও এই বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়াইতে অস্বীকার করিয়া ঐ বৈঠক বর্জন করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের দেশে ঐ সকল রাষ্ট্রের সহিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হইতে রাজী আছে বলিয়া জানায়। সোভিয়েট রাশিয়া এই অপমান নীরবে সহ্য করে; চেক নেতাদের দাবী মানিয়া লইয়া সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ৩০ সে জুলাই, ১৯৬৮ চেকনেতাদের সহিত সিয়ার্ণা টিসোতে আলোচনা বৈঠকে বসেন। ঐ বৈঠকে স্থির হয় যে আগামী ৩রা আগস্ট ব্রাতিশ্লাভিয়ায় চেকোশ্লোভাকিয়ার পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গারী ও পূর্বজার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির শীর্ষ সম্মেলন বসিবে। তদনুসারে ৩রা আগষ্ট ঐ সম্মেলন শুরু হয়। আলোচ্য সম্মেলনের ঘোষণাপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে উভয় পক্ষের মতবৈষম্য দূর হইয়া তাহাদের মধ্যে আপাততঃ একটা ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা যে ভুল অচিরেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২০শে আগষ্ট, ১৯৬৮ সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গারী ও বুলগেরিয়ার সেনাবাহিনী একসঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিয়া চেকভূমি অধিকার করে। সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস' ঘোষণা করে যে 'চেক সরকার ও দলনেতাদের' অনুরোধে সৈন্য পাঠান হইয়াছে। ইহা কতদূর সত্য তাহা সহজেই অনুমেয়। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই বলিয়া আবেদন জানান যে তাহারা যেন যুদ্ধ করিতে না নামেন; তাহারা যেন আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর সহিত শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগিতা করেন।

সামরিক আক্রমণের অব্যবহিত পরেই ডুবচেক ও স্ববোদা মস্কো যান ও সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া আপস মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেন। ২৪শে আগস্ট ঘোষণা করা হয় যে চেক প্রেসিডেন্ট লুডভিক স্ববোদা সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে সম্মানজনক চুক্তিতে উপনীত হইয়াছেন। চুক্তিতে এই সকল শর্ত আছে:— রাশিয়া (১) চেক নেতাদের মুক্তি দিবে, (২) বর্তমান চেক নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিবে এবং চেকভূমি হইতে সৈন্য সরাইয়া লইবে। আর চেক নেতৃবৃন্দ (১) সংবাদপত্র ও বেতার প্রচারে সেন্সার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনে এবং (২) পশ্চিম জার্মানীর সীমান্ত-সংলগ্ন চেক ভূমিতে সোভিয়েট সৈন্য রাখিতে দিতে সম্মত হইয়াছেন। ২৮শে

আগষ্ট চেক জাতীয় পরিষদ আলোচ্য মস্কো চুক্তি অগ্রাহ্য করেন। চেক-পশ্চিম-জার্মানী সীমান্তে সোভিয়েট সৈন্য মোতায়ন পরিষদ সভ্যরা কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নহেন। পক্ষান্তরে ডুবচেক ও স্ববোদা জাতির উদ্দেশ্যে 'শুভ বুদ্ধি ও শৃঙ্খলার' জন্য আবেদন জানান। স্ববোদা বলেন যে জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনাই এখন সর্বাপেক্ষা বড় কাজ; ইহার উপরই দখলকার সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে। যাহাহোক, শেষ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সভ্যগণ বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। চেকভূমিতে 'সাময়িক ভাবে' রুশ দখলকার বাহিনী রাখা সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৮ জাতীয় পরিষদ ২২৮-৪ ভোটে অনুমোদন করেন। ভোট দানের পর সভ্যগণ বাহিরে আসিলে জনতা তাঁহাদিগকে ধিকার দেয়।

॥ ফ্রান্স ॥

আলোচ্য বৎসরে ফ্রান্সের রাজনীতি এবং জাতীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে—ফ্রান্সে 'দ্য গলে যুগ'-এর অবসান ঘটিয়াছে। দশ বৎসব পূর্বে জাতীর এক চরম সঙ্কট লগ্নে দ্য গলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় তরণীর হাল ধরিয়াছিলেন। ফ্রান্সের অস্থির রাজনীতিতে তিনি আনিয়াছিলেন স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা, জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন আত্মবিশ্বাসে। আজ আর এক সমস্যাসঙ্কুল মুহূর্তে দ্য গলে ফ্রান্সের রাজনীতি হইতে বিদায় লইলেন।

১৩৭৫ সালে সমগ্র ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ ছাত্রবিক্ষোভ ও শ্রমিক ধর্মঘটের উন্মাদনা। এই বিক্ষোভ ও ধর্মঘট ছিল এত ব্যাপক ও বিরাট যে ইহার ফলে ফ্রান্সের আথিক বনিয়াদ ও জীবনযাত্রা অচল হইবার পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায়। ছাত্র বিক্ষোভের মাধ্যমে এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত। ১৯৬৮ সালের মে মাসে প্যারিসের নানতোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র তাহাদের কতকগুলি অভিযোগ লইয়া কর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাদের অভিযোগে কর্ণপাত না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেন। সঙ্গত কারণেই ছাত্রসম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠেন। এই ঘটনার পরে পরেই সারবোন বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রবিক্ষোভ ঘটে। এখানেও কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন ব্যবহারে ছাত্রমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি দখল করিয়া বসিয়া থাকেন। কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকেন। পুলিস তাহার স্বভাবসিদ্ধ চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়া ছাত্রমণ্ডলীকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করে। এই ঘটনার পরিণতি হিসাবে সুরু হয় ছাত্র-

পুলিশে সংঘর্ষ। ছাত্ররা রাজপথে অবরোধ সৃষ্টি করিয়া ৭ দিন ধরিয়া পুলিশের সহিত লড়াই চালায়। ছাত্র বিক্ষোভ ধীরে ধীরে শ্রমিক মহলেও সংক্রামিত হইতে থাকে। ১১ই মে, ১৯৬৮ ছাত্রদের দাবী দাওয়ার সমর্থনে প্যারিসের শ্রমিকসম্প্রদায় ধর্মঘট পালন করেন। ১৩ই মে সারা ফ্রান্সে ছাত্র ও শ্রমিকগণ ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ এই সকল ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ প্রধানমন্ত্রী জর্জ পঁপিদু এই সময়ে বৈদেশিক রাষ্ট্রে শুভেচ্ছা সফরে গিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট দ্য গলেও আলোচ্য বিক্ষোভ ও ধর্মঘটে বিচলিত না হইয়া ১৪ই মে রুমানিয়া সফরে গমন করেন। কিন্তু ১৮ই মে দ্য গলে তাঁহার সফর সমাপ্ত না করিয়াই দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন, কারণ ধর্মঘট দাবাগ্নির মত সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং ফ্রান্স সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে। ধর্মঘটি শ্রমিকরা হাজার হাজার কল কারখানা দখল করিয়া বসিয়া থাকেন। ২১শে মে'র সংবাদে প্রকাশ যে 'সরকার বিরোধী ধর্মঘটে' ৮০ লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়াছিলেন।

যাহাহোক, প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু দেশে ফিরিয়া শ্রমিকদের সহিত আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, শ্রমিকদের তরফ হইতে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু আলাপ আলোচনায় বিশেষ কোন ফল হয় না। পঁপিদু শ্রমিক নেতাদের সহিত শ্রমিকদের শর্তাদি লইয়া আলোচনা করেন এবং শ্রমিকদের প্রতি কাজে যোগদানের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু শ্রমিকগণ অবিচল, তাহারা ধর্মঘট চালাইতে বদ্ধ-পরিকর। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট দ্য গলে গণভোটের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে জনতা যদি গণভোটের মাধ্যমে তাঁহার নীতি সমর্থন না করে তবে তিনি পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি গণভোটের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। অথচ জাতি কি চায়, কি ধরণের সরকার গঠিত হইলে জনতা খুশী হয় তাহা জানা দরকার। তাই দ্য গলে ৩০শে মে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ঐ ঘোষণা বাণীতে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ বাতিল করিয়া দেন।

॥ ফ্রান্সের ১৯৬৮ সালের নির্বাচন ॥

ফরসী সংবিধানের বিধান—জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার তারিখ হইতে সুরু করিয়া ২০ হইতে ৪০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তদনুসারে ২৩শে জুন, ১৯৬৮ নির্বাচনের প্রথম পর্যায় এবং ৩০শে জুন শেষ পর্যায় অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়। জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ৪৮৭। উহার জন্য ৫টি দলের

পক্ষ হইতে মেটে ২২৬৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ৫টি দলের নাম—(১) পঁপিদুর নেতৃত্বাধীন গোঁড়া দ্য গল-পন্থী, (২) দ্য গল-পন্থীদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ইনডিপেনডেন্ট রিপাবলিকান, (৩) কম্যুনিষ্ট পার্টি, (৪) মধ্যপন্থী (প্রগতি ও নয়াগণতান্ত্রিক দল), (৫) অকম্যুনিষ্ট বাম ফেডারেশন।

আলোচ্য নির্বাচনে দ্য গল-পন্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করে ২৩শে জুন প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে তাহারা ১৬০টি আসনের মধ্যে ১৫২টি আসন অধিকার করে। বিরোধী দলগুলি সকলে মিলিতভাবে পায় মাত্র ১২টি আসন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে দ্য গল-পন্থীরা পাইয়াছিল ৬৬টি আসন। ৩০শে জুন দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পরে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হইলে দেখা যায় যে দ্য গলে-পন্থীরা আভানীয় সাফল্য লাভ করিয়াছে, আর বিরোধী দলগুলির অবস্থা স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাওয়া তৃণের মত। মোট ৪৮৭টি আসনের মধ্যে দ্য গল-পন্থীরা দখল করিয়াছে ৩৫৮টি আসন। অবশ্য এই ৩৫৮টি আসনের মধ্যে ৫৬টি পাইয়াছে দ্য গলে জোটের অন্যতম শরিক ইনডিপেনডেন্ট রিপাবলিকান পার্টি। রাজধানী প্যারিসের ২৮টি আসনের মধ্যে ২৭টিই পাইয়াছে দ্য গল-পন্থীরা। নির্বাচনের এই ফলাফল সম্পূর্ণ অভাবিত ও বিস্ময়কর। মাত্র একমাস আগে ফ্রান্সে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের যে প্রচণ্ড বান ডাকিয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল যে দ্য গলেপন্থীরা ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু কার্যতঃ হইল তাহার বিপরীত। কম্যুনিষ্ট পার্টির পরাজয় শোচনীয়। বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা এইরূপ :—

দ্য গলে-পন্থী—৩৫৮, অকম্যুনিষ্ট বাম ফেডারেশন—৫৭, কম্যুনিষ্ট—৩৪, মধ্যপন্থী—২৭ এবং অন্যান্য ৯।

কিন্তু এই বিপুল জয়লাভ সত্বেও দ্য গলে ফরাসী রাজনীতি হইতে বিদায় লইয়াছেন পররর্তী গণভোটের ফলে। নিম্নে এই গণভোটের বিষয় লেখা হইল।

॥ ফ্রান্সের গণভোট ॥

প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য ১৯৬৯ সালের ২৭শে এপ্রিল দ্য গলে গণভোট গ্রহণের আহ্বান জানান্। তিনি পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যদি অনুমোদন লাভ না করে তবে তিনি পদত্যাগ করিবেন। গণভোটের ফলাফলে দেখা যায়, যে ৫৩% ভোট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পড়িয়াছে। এই ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দ্য গলে তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত

পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে আলেন পোহের অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্ট-এর পদগ্রহণ করেন। পরে যথা সময়ে ভ্য গলে মন্ত্রিসভার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জর্জ পঁপিদু ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

॥ ভিয়েতনাম ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জনসনের ১লা নভেম্বরের নাটকীয় ঘোষণা সত্বেও আলোচ্য বর্ষে ভিয়েতনাম সমস্যার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। ১৯৬৮ সালের ১লা নভেম্বর প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা বর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এই আদেশের উদ্দেশ্য হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, উত্তর ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকং-এর রাজনৈতিক শাখা 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট'-এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শান্তি আলোচনার পথ প্রশস্ত করা। এই বোমা বর্ষণ নিঃশর্তভাবে বন্ধ করার জন্য উত্তর ভিয়েতনাম দীর্ঘকাল যাবৎ দাবী জানাইতেছিল। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রই বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর নিকট আবেদন জানাইয়াছিল। সুতরাং মার্কিণ প্রেসিডেন্ট-এর ঘোষণা বিশ্ব জনমতেরই স্বীকৃতি মাত্র। কিন্তু এই ঘোষণা সম্পর্কে উত্তর ভিয়েতনাম কর্তৃপক্ষ যে সকল বিবৃতি দেন তাহা ঠিক অনুকূল পরিবেশ গঠনের উপযুক্ত নহে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট হো চি মিন "শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের সংকল্পকে দৃঢ়তর" করার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান। হানয় রেডিও হইতে ঘোষণা করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোমাবর্ষণ বন্ধ উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষে এক বিরাট জয়। যে পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনাম সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত মে মাস হইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে প্যারিসে একটি শান্তি বৈঠক চলিতেছিল। ৩১শে মার্চ, ১৯৬৮ প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আকাশ ও স্থলপথে সকল আক্রমণ বন্ধ করিবে। উত্তর ভিয়েতনাম সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত শান্তি আলোচনায় মিলিত হইতে রাজী হয়। শান্তি বৈঠকের স্থান হিসাবে উভয় পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদের পরে প্যারিসে বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তে উভয়পক্ষ একমত হয়। তদনুসারে ১৩ই মে, ১৯৬৮ প্যারিসে উভয় পক্ষের শান্তি আলোচনা সুরু হয়। এভারেল হ্যারিম্যান মার্কিন প্রতিনিধি দলের এবং জুয়ান থুই উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। বৈঠকে উত্তর ভিয়েতনামের

প্রতিনিধিদলের নেতা দাবী করেন যে যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে বোমাবর্ষণ বন্ধ করা সহ উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সকল প্রকার 'সামরিক কর্মকলাপ' বন্ধ করিবে'। পক্ষান্তরে মার্কিন দলের নেতা দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাটি হইতে উত্তর ভিয়েতনামের সকল সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করার দাবী জানান। অতঃপর উভয়পক্ষ অনেকবার আলোচ্য শান্তি বৈঠকে মিলিত হন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট জনসন ১লা নভেম্বর তাঁহার পূর্বোক্ত ঘোষণা প্রচার করেন। পূর্বেকার শান্তি বৈঠক চলিতেছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে। নভেম্বরের ঘোষণায় উহাকে প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টকে উহাতে যোগদানের সুযোগ দান করা হয়। সম্প্রসারিত শান্তি আলোচনার প্রথম বৈঠক ৬ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

যাহা হোক, উত্তর ভিয়েতনাম ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট সম্প্রসারিত শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে রাজী হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও জানাইয়া দেয় যে, শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণের অর্থ এই নয় যে তাহারা সায়গণের 'পুতুল সরকারকে' স্বীকার করিয়া লইতেছে। ঐ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের বিরোধিতা অটুট থাকিবে। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার একেবারে বাঁকিয়া বসেন। তাঁহারা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সহিত শান্তি আলোচনায় মিলিত হওয়ার প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট থিউ ঘোষণা করেন যে, জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্টকে স্বীকৃতি দান করিলে তাঁহারা আলোচনা বর্জন করিবেন। তবে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট উত্তর ভিয়েতনাম প্রতিনিধি দলের অংশ হিসাবে আলোচনায় যোগ দিতে পারে বলিয়া তিনি জানান। প্রেসিডেন্ট থিউ-এর অনমনীয় মনোভাবের ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ৬ই নভেম্বরের প্রস্তাবিত বৈঠক স্থগিত রাখা হইল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে প্রেসিডেন্ট নগুয়েন ভান থিউকে শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে রাজী করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। অবশেষে প্রেসিডেন্ট থিউ ২৭শে নভেম্বর এক ঘোষণায় জানান যে দক্ষিন ভিয়েতনাম সম্প্রসারিত শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে প্রস্তুত। তবে তাঁহার ঘোষণায় তিনি এই বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন :—(ক) প্যারিসে প্রস্তাবিত শান্তি বৈঠক হইবে দ্বিপাক্ষিক, (খ) জাতীয় মুক্তিফ্রন্টকে তাঁহারা স্বীকার করেন না, তবেউহাকে হানয় প্রতিনিধিদলের অংশ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে, (গ) প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের (দক্ষিণ ভিয়েতনামের) প্রতিনিধিদল আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে এবং (ঘ) দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ কর্তৃক অবাধে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত নহে এরূপ কোন সরকারকে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দিবে না।

প্রেসিডেন্ট থিউ আরও বলেন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট কাও কী দক্ষিণ ভিয়েতনাম দলের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে প্যারিসে যাইবেন তবে, আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি দলের নেতৃত্ব করিবেন না। তদনুসারে ভাইস প্রেসিডেন্ট কী ৮০ জন সদস্য সমন্বিত এক প্রতিনিধি দল সহ ৮ই ডিসেম্বর প্যারিসে উপনীত হন। তিনি বলেন যে, আমরা চাই না অন্য পক্ষ আমাদের বশ্যতা স্বীকার করুক, তবে আমরা ন্যায় বিচার চাই।

অবশেষে ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ প্যারিসে আলোচ্য সম্প্রসারিত শান্তি আলোচনা সুরু হয়। আনুষ্ঠানিক আলোচনার পরে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদলের সহকারী নেতা প্রস্তাব করেন যে মূল সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহে এক পূর্ণাঙ্গ বৈঠক ডাকা হোক।

সম্প্রসারিত শান্তি আলোচনার দ্বিতীয় বৈঠক বসে ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৯। ঐ বৈঠকে মার্কিণ ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদ্বয় প্রস্তাব করেন যে, অবিলম্বে ভিয়েতনামের নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল (Demilitarised zone) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হোক। কিন্তু হানয় প্রতিনিধিদল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল পুনঃ প্রতিষ্ঠায় মার্কিণ প্রস্তাবের উত্তর দিতে যাইয়া হানয় প্রতিনিধিদলের প্রধান মুখপাত্র যুয়ান থুই বলেন—"কেবলমাত্র রাজনৈতিক ভিত্তিতেই আমরা সামরিক প্রশ্নগুলির সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিব। ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তিতে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় বিষয়ের উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ই প্রধান। নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলের উপর জোর দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ লোকের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে চায় যে, ভিয়েতনামের বর্তমান যুদ্ধ উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ এবং উহাতে প্ররোচনা দিতেছে উত্তর ভিয়েতনাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ আক্রমণকারী মার্কিণ সৈন্য ও মার্কিণ দালালদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনতা ও মুক্তি ফৌজের যুদ্ধ।

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সম্প্রসারিত শান্তি আলোচনা বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে গুরুতর অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বৈঠকে হানয় ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধিগণ দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধি বলেন যে, যতদিন সায়গণে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সহিত আলোচনা করিতে সম্মত না হইবে ততদিন ভিয়েতনামে শান্তিপ্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত। ইহার পরে দীর্ঘকাল আর বৈঠকের কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় নাই।

॥ চন্দ্র-অভিযান ॥

॥ অ্যাপোলো-৮-এর চন্দ্র পরিক্রমা ॥

১৯৬৮ সালের ২১ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা বাজিয়া ২১ মিনিটে আমেরিকার কেপ কেনেডি মহাকাশ-বন্দর হইতে মহাকাশযাত্রী ফ্র্যাংক বোরম্যান, জেমস লোভেল এবং উইলিয়াম অ্যাণ্ডার্স অ্যাপোলো-৮ মহাকাশ যানে পৃথিবী হইতে যাত্রা শুরু করেন। অ্যাপোলোর বাহক রকেট স্যাটার্ন ছিল এক বিপুল শক্তির অধিকারী। মহাকাশযানের সহিত ইহার যুক্ত ওজন ছিল ৩০০০ টনের মত এবং মোট উচ্চতা ছিল ৩৬৩ ফুট। এই অভিযানে মোট কয়েকশ' কোটি ডলার খরচ হইয়াছে।

অ্যাপোলো প্রথমে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছিয়া পৃথিবীকে পরিক্রমা করিল। তারপর ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইলের বেগ নিয়া সোজা ছুটিয়া যায় চাঁদের দিকে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহের দিকে যাত্রা করিতে হইলে এই পরিমাণ বেগ তৈরী করিতেই হইবে। অ্যাপোলোকে পাড়ি জমাইতে হইবে ২,৪০,০০০ মাইলের মত পথ। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে অ্যাপোলোকে এক সুনির্দিষ্ট অভ্রান্ত লক্ষ্য পথ স্থির রাখিতে হইয়াছিল।

পৃথিবীর কক্ষপথ হইতে যাত্রা শুরুর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে রকেট বাহকের কাজ স্তব্ধ হইয়া আসে, এবং সেই সঙ্গে অ্যাপোলোর মহাকাশ যাত্রীরা এক সম্পূর্ণ ওজন বিহীন অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়েন। ওজন বিহীন অবস্থার সঙ্গে মহাকাশ যাত্রীদের ইতিপূর্বে নানাভাবে পরিচয় ঘটিয়াছে। মহাকাশযাত্রী বোরম্যান এবং লোভেল বেশ কিছুদিন আগে মহাকাশযান জেমিনি ৭-এর যাত্রীরূপে মোট চোদ্দদিন সম্পূর্ণ ওজন বিহীন অবস্থায় পৃথিবীকে পরিক্রমা করিয়া আসিয়াছেন।

॥ অ্যাপোলোর ভিতরে ॥

মহাকাশে মহাজাগতিক রশ্মি, সূর্যদেহজাত অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি এবং সৌর কনিকা স্রোতের যে তীব্রতা, মানব দেহের পক্ষে তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতি-কারক। বিশেষ করিয়া পৃথিবী হইতে বিভিন্ন দূরত্বে যে তিনটি বিকিরণ বলয় পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের তেজস্ক্রিয় কণিকারা যাহাতে অ্যাপোলোর যাত্রীদের উপর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব তৈরী করিতে না পারে, বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কে সমস্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগেই করিয়াছিলেন। যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়

রশ্মি অ্যাপোলোর যাত্রীরা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার একটা হিসাব অ্যাপোলোর অভ্যন্তরীণ তেজস্ক্রিয়তা পরিগণক যন্ত্রের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে। পরপর তিনটি এক্স-রে ছবি তোলার পর যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তাকে আমরা গ্রহণ করি, তাহার তুলনায় এই পরিমাণ বেশী নয়। এইটুকু তেজস্ক্রিয়তা আমাদের শরীরের কোন ক্ষতি সাধন করে না।

বায়ুহীন মহাকাশে অ্যাপোলোর যে পিঠ ছিল সূর্যের দিকে ফিরানো, সেদিক যেমন প্রচণ্ড তাপে তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি উল্টা বা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটা ছিল শূন্য ডিগ্রীরও নীচে এক পরম শীতলতায় আচ্ছন্ন। তাপের এই অসম অবস্থার ফলে মহাকাশযান যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার জন্য অ্যাপোলোর দেহ সংলগ্ন রকেটের ছোট গ্যাস জেটের সাহায্যে মহাকাশযানটিকে প্রতি এক ঘন্টায় একবার সম্পূর্ণ আবর্তিত করিয়া তাপের সমবন্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

মহাকাশ হইতে অ্যাপোলোর যাত্রীরা পৃথিবী ও চাঁদের কিছু আশ্চর্য সুন্দর টেলিভিসন ছবি পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিয়াছেন।

॥ চন্দ্র-পরিক্রমা ॥

২৩শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত প্রায় দুইটা নাগাদ অ্যাপোলো পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ তিন হাজার মাইল দূরে আসিয়া পৌছিল। এই অঞ্চলে পৃথিবীর অভিকর্ষ অপেক্ষা চাঁদের অভিকর্ষের জোর বেশী। অ্যাপোলোর বেগ দাঁড়াইয়াছে ঘন্টায় ২২০০ মাইল, অর্থাৎ মাঝে রাস্তায় তাহার ঘন্টায় ২৩০০০ মাইলের মত বেগ খোয়া গিয়াছে। চাঁদের অভিকর্ষ সাম্রাজ্যে ৪০,০০০ মাইল পথ পার হইয়া অ্যাপোলো যখন চাঁদের কাছে আসিয়া পৌছিল, তখন তাহার বেগ ঘন্টায় দাঁড়াইয়াছে ৫৮০০ মাইল। সুদীর্ঘ স্তব্ধতার পর অ্যাপোলোর রকেটের এঞ্জিনকে আবার চালু করিয়া এই বেগকে বাড়ান হইল যাহার সাহায্যে অ্যাপোলো চাঁদের চারপাশে প্রথমে এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে এবং পরে এক বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমা করে। চাঁদের জমি হইতে এই বৃত্তাকার কক্ষপথের দূরত্ব ছিল মাত্র ৭০ মাইল।

॥ একেবারে চাঁদের কাছে ॥

চাঁদের কোলের কাছে এই সর্বপ্রথম চাঁদের বায়ুহীন, জলহীন, প্রাণহীন প্রকৃতির ছবি অত্যন্ত কাছে হইতে পৃথিবীর মানুষের চোখে ধরা দিল। মহাকাশ যাত্রী

বোরম্যান, লোভেল এবং অ্যাণ্ডার্স-এর কাছে চাঁদের জমির গঠনটা মনে হইতেছিল যেন পিউমিস ষ্টোন বা ঝামার মত। চাঁদে ধূসরবর্ণ ছাড়া আর কোন রঙের বালাই নাই বলিলেই চলে। চাঁদের জমির যেদিকেই অ্যাপোলোর যাত্রীরা তাকাইয়াছেন সেদিকেই মাইলের পর মাইল জুড়িয়া মনে হইয়াছে যেন এক প্রাণহীন মরুর রাজত্ব। মাঝে মাঝে ছোট বড় মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলি, খোঁচা খোঁচা চেহারার বিরাট পাহাড়গুলি এবং চাঁদের মেরিয়া বা জমাট বাঁধা লাভার বিরাট সমুদ্রগুলিও তাঁহাদের চোখে পড়িয়াছে। দুই একটি জ্বালা মুখের পাশে তাহারা চাঁদের রহস্যময় রশ্মিরও সন্ধান পাইয়াছেন। অ্যাপোলোর যাত্রীদের কাছে এটাই বিশেষভাবে মনে হইয়াছে যে, পৃথিবীর রূপ রস, শব্দ, গন্ধ, বর্ণের মত মানুষের মনকে আকর্ষণ করার কোন উপকরণই চাঁদের নাই।

দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল ফেলিয়া আসার পৃথিবীর দিকে যখন মহাকাশযাত্রীরা ফিরিয়া তাকাইয়াছেন, তখন অসীম মহাকাশের বুকে পৃথিবীকে দেখাইতেছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি উজ্জ্বল বস্তুর মত। পৃথিবীর অর্ধাংশ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। মহাকাশযাত্রী লোভেল জানাইয়াছেন যে, মহাসাগরের জলের নীল রং ও মহাদেশর জমির সবুজ রঙে ভরা পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া পৃথিবীতে আদৌ প্রাণীজগত রহিয়াছে কিনা তা এতদূর হইতে তাকাইয়া কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।

এই তিন অসম সাহসিক মহাকাশযাত্রীকে নিয়া অ্যাপোলো-৮ ২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত ৯-২১ মিঃ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করে।

॥ দ্বিতীয়বার চন্দ্র অভিযান ॥

'এ্যাপোলে-৮' এর প্রথম চন্দ্র অভিযানের পরে দ্বিতীয় অভিযান চালিত হয় ১৯৬৯ সালের মে মাসে। ১৮ই মে, ১৯৬৯ ইউজিন কারনান, স্ট্যাফোর্ড ও জন ইয়ং এই তিন মার্কিণ নভশ্চারী 'এ্যাপোলা-১০' মহাকাশযানে চড়িয়া চন্দ্র অভিযানে পাড়ি দেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল আগামী জুলাই মাসে চন্দ্রে অবতরনের জন্য একটি নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া বাহির করা। চন্দ্রে অবতরণের প্রস্তুতি পর্বের ইহাই ছিল শেষ মহড়া। পৃথিবীর অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন করার জন্য এ্যাপোলো-১০ ঘণ্টায় ২৪ হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলে। ২১শে মে এ্যাপোলো-১০ চাঁদের অভিকর্ষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং চন্দ্র পরিক্রমা সুরু করে। ২২শে মে এই অভিযানের সর্বাধিক দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর অধ্যায় শুরু হয়। ঐ দিন ইউজিন কারনান ও ষ্ট্যাফোর্ড এ্যাপোলো-১০ পরিত্যাগ করিয়া একখানি ছোট

ভেলায় চড়িয়া চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে চলিয়া যান এবং ভবিষ্যতে চাঁদে নামার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য অনুসন্ধান করেন। এই ভেলা বা চন্দ্রযান এ্যাপোলো-১০ এর সহিত যুক্ত ছিল। অনুসন্ধান কার্য শেষ করিয়া কারনান ও ষ্ট্যাফোর্ড পুণরায় এ্যাপোলো-১০ এর মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনজন নভশ্চারীকে লইয়া 'এ্যাপোলো-১০' ২৬শে মে নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে।

॥ চন্দ্রে অবতরণ ॥

চন্দ্র অভিযানের যে কর্মসূচী নির্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে মানুষ চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করিবে। কম্যাণ্ডার নিল আর্মস্ট্রং মাইকেল কলিনস্ এবং এডুইন আলড্রিন এই ৩ জন মার্কিণ নভশ্চারী 'এ্যাপোয়লা-১১' মহাকাশযানে উড়িয়া গিয়, চাঁদে অবতরণ করিবেন। সমগ্র পৃথিবী সাগ্রহে সেই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

॥ সয়ুজ-৪ এবং সয়ুজ-৫ ॥

১৯৬৯ সালের ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়ন সআরোহী দুইটি পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী ব্যোমযান মহাশূন্যে পাঠায়। এই ব্যোমযান দুইটির নাম সয়ুজ-৪ এবং সয়ুজ-৫।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, মহাকাশ অভিযানে সোভিয়েটের অগ্রণী ভূমিকা সারা বিশ্বে স্বীকৃত। তাহারাই প্রথম মহাজাগতিক যুগের সূচনা করে। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে তাহার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উপহার দেন। তারপর ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ভুবনবিজয়ী সোভিয়েট মহাকাশচারী ইউরি গাগরিন পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা করিয়া নিরাপদে সোভিয়েট ভূমিতে ফিরিয়া আসেন। ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম চাঁদের জমির উপর এক মহাজাগতিক রকেট ছুঁড়িয়া দেন। পৃথিবী ও চাঁদ দুই-ই গতিশীল বস্তু। তাই ঐ সাফলের মধ্য দিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা গতিবিজ্ঞানের এক জটিল সমস্যা সমাধান করিয়াছিলেন।

সয়ুজ-৪ এবং সয়ুজ-৫-এর মহাশূন্যে অভিযানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হইল যে, মহাশূন্যে এই দুই ব্যোমযানের এক ব্যোমযান হইতে অন্য ব্যোমযানে যাত্রীরা যান বদল করিয়াছেন। মহাকাশ অভিযানে ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অর্থাৎ একটি চলন্ত ষ্টেশন তৈরী করার ঘটনা।

॥ স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশন ॥

১৯৬৯ সালের ৫ এবং ১০ জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬ নামে দুইটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশনকে শুক্রের দিকে পাঠাইয়াছেন। এই দুইটি ১৯৬৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি প্রায় ২৪ কোটি কিলোমিটার পথ পাড়ি জমাইয়া শুক্রের কাছে গিয়া পৌছিবে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, ১৯৬৭ সালের ১২ই জুন রাশিয়া ভেনাস-৪ স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশনকে শুক্রের দিকে পাঠাইয়াছিল। সুদীর্ঘ চার মাস ধরিয়া ৩৫ কোটি কিলোমিটার পথ পাড়ি জমাইয়া ১৮ই অক্টোবর যন্ত্রটি শুক্রের জমিতে গিয়া অবতরণ করে। ইহার পূর্বে সোভিয়েট বিজ্ঞানিরা আরও তিনটি স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন শুক্রের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমটি ১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী, দ্বিতীয়টি ১৯৬৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং তৃতীয়টি ১৯৬৫ সালের ১লা মার্চ পাঠান হয়। আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও এই পর্যন্ত পাঁচবার শুক্রের উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন পাঠান। কিন্তু শুক্রের উপর কোন স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশনকে তাঁহারা নামাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মেরিনার-৫ স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশনটি শুক্রের প্রায় কাছাকাছি গিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। কিন্তু সোভিয়েটের ভেনাস-৪ শুক্রের জমিতে নিরাপদে অবতরণ করিয়াছিল। এই ভেনাস-৪-এর আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য অর্থাৎ শুক্র-গ্রহের গঠন প্রকৃতি, দিন ও রাতের পরিমাণ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করার জন্য ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬ এই দুইটি স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশন শুক্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়।



প্রথম চাঁদে অভিযানকারীদল

ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান, উইলিয়াম এণ্ডার্স ও জেমস এ. লোভেল

১৯৬৮'র ডিসেম্বরে 'এপোলো-৮'এ চড়িয়া প্রথম চন্দ্র অভিযানে যান।

ঘটনাপঞ্জী

১৩৭৫ সালে (ইং ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৮ হইতে ১৩ই এপ্রিল, ১৯৬৯ পর্যন্ত) বিশ্বে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উহাদের চুম্বক দেওয়া হইল।

এপ্রিল—১৯৬৮

১৩—(১লা বৈশাখ)ঃ কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বাংলা নববর্ষের আনন্দানুষ্ঠান।

১৬—**উত্তর প্রদেশঃ** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন লোকসভায় উত্তর প্রদেশকে রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে আনয়নের ঘোষণাটি উপস্থাপিত করিলে বিরোধী সদস্যগণ উহার প্রতিবাদে লোকসভা ত্যাগ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারকে ভিয়েৎনাম শান্তি আলোচনার জন্য স্থান বাছাই করার কাজটি দ্রুত করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিঃ দলের কেরালা রাজ্য কমিটি এক প্রস্তাবে ভারতকে প্রদত্ত সোভিয়েট সাহায্যের সমালোচনা করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গঃ শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্টের এক বৈঠকে ভারতীয় ক্রান্তি দল যুক্তফ্রন্টে থাকিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই বৈঠকে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল অনুপস্থিত ছিলেন।

চীনঃ চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের কাছে সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রকে উচ্ছেদ করিবার আবেদন করিয়াছেন।

এশিয়ান প্রেস সংস্থাঃ সিওলে এশীয় সংবাদপত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রেস ফাউণ্ডেশন অব এশিয়া নামক নূতন সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংস্থার সদস্য রহিয়াছে: ২৫০টি এশীয় সংবাদপত্র, ৬টি প্রকাশনা সংস্থা এবং ৬টি প্রেস ইনষ্টিট্যুট। সংস্থার প্রধান কাজ হইল, এশিয়া মহাদেশে সংবাদ পত্রের প্রকাশনা এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করা।

সিঙ্গাপুর ঃ সিঙ্গাপুরের কার্যকরী রাষ্ট্রপতি পি কুমারস্বামী এই রাষ্ট্রের নূতন মন্ত্রিসভাকে শপথ গ্রহণ করান। ৫৮টি আসন বিশিষ্ট সিঙ্গাপুর পার্লামেণ্টের প্রত্যেকটি আসন দখল করেন প্রধান মন্ত্রী লি কুয়ান ইউ-র দল পিপলস অ্যাকশন পার্টি।

১৭—**ভিয়েৎনাম ঃ** হ্যানয় সরকার ভিয়েৎনাম শান্তি আলোচনার স্থল হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাবিত ভিয়েনতিয়েন, রেঙ্গুন, জাকার্তা এবং নতুন দিল্লীর নাম অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ অথবা কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন।

উত্তর প্রদেশ ঃ এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের দরুণ শহরে কার্ফু জারী করা হইয়াছে।

কোসিগিন ঃ চারিদিনব্যাপী পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন রাওয়ালপিণ্ডিতে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

রোডেশিয়া ঃ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারত, আলজেরিয়া, ইথিওপিয়া, পাকিস্তান এবং সেনেগাল দাবী করে যে, রোডেশিয়ার আয়ান স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

দলত্যাগ ঃ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রণালয় দলত্যাগ সম্পর্কিত কমিটির জন্য রচিত এক রিপোর্টে বলেন যে, সাংবিধানিকভাবে দলত্যাগের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা সম্ভব হইবে না।

১৮—**সিয়েরা লিওন ঃ** সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ বিভাগ যুক্তভাবে এই রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন শাসকরা যুগ্মভাবে জাতীয় সংস্কার পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

কোসিগিন-আয়ুব বৈঠক ঃ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এক নাগাড়ে চারি ঘন্টাব্যাপী আলোচনা করেন।

উত্তর প্রদেশ ঃ লোকসভায় উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য অনুমোদন করা হয়।

মহাকাশ অভিযান ঃ সোভিয়েট রাশিয়া পরিচালকহীন উপগ্রহ কসমস ২১৪ মহাকাশে পাঠাইয়াছে।

ভিয়েৎনাম ঃ বিরাটকায় মার্কিন বোমারু বিমানসমূহ উত্তর ভিয়েৎনামের উত্তরাঞ্চলের আশাউ উপত্যকায় অবস্থিত সামরিক বস্তুগুলির উপর বোমা বর্ষণ করে।

উত্তর প্রদেশ ঃ এলাহাবাদের অবস্থা বর্তমানে শান্ত আছে।

নেপাল ঃ নেপালের মন্ত্রী পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডাঃ তুলসী গিরিকে নেপাল সরকার আটক করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বর্ধমান জেলার নতুন মহকুমা দুর্গাপুরের উদ্বোধন করেন।

কলিকাতা ঃ লালবাজারের পুলিশ সদর কার্যালয় হইতে জানান হইয়াছে যে, কলিকাতায় খুনের ঘটনার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে।

লোকসভা ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই লোকসভায় প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিল উপস্থাপিত করেন।

আন্নাদোরাই ঃ মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদোরাই ভাটিক্যান সিটিতে উপস্থিত হইলে পোপ পল তাঁহাকে স্বাগত জানান।

১৯—**কোসিগিন-আয়ুব বৈঠক ঃ** পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর সহিত বৈঠক শেষ করিবার পর সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন লাহোরে আগমন করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন ঃ শ্রীগোবিন্দ দে এবং শ্রীশিবকুমার খান্না যথাক্রমে আগামী বছরের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন।

রিক্সা ঃ দিল্লীতে ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে। উহাতে উড়িষ্যা সরকার টানা রিক্সা ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার জন্য এক প্রস্তাব দিয়াছেন। এই ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে অটোরিক্সা যাহাতে কিনিতে পারেন সেইজন্য রাজ্য সরকারসমূহকে টানা রিক্সার মালিকদিগকে অটো রিক্সার ক্রয় মূল্যের শতকরা ৩০ ভাগ ঋণ দিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বলেন যে, কলিকাতায় ৩০০০০ টানা রিক্সা রহিয়াছে। এই বিপুল সংখ্যক টানা রিক্সা তুলিয়া সেখানে অটোরিক্সার জন্য প্রস্তাবিত ঋণ দিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ এই রাজ্যের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য হাসপাতালে অতিরিক্ত ৫৩৭টি বেডের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

আসাম ঃ উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা পর্ষদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহাতে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই।

ত্রিপুরা ঃ কমলপুরে পুলিশের গুলী চালনার প্রতিবাদে আগরতলায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

রোডেশিয়া ঃ নিরাপত্তা পরিষদে অ্যাফ্রো-এশীয় দেশগুলি রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনীতিক বয়কটের নীতি গ্রহণ এবং কড়াকড়িভাবে তাহা কার্যকরী করার প্রস্তাব করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কের হার ৪½% হইতে ৫½% বর্ধিত করা হইয়াছে।

পশ্চিম এশিয়া ঃ ইজরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্বা এবান তেল আভিবে বলেন যে, ইজরাইলের মন্ত্রিসভা পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে।

২০—**সার কারখানা ঃ** উত্তর প্রদেশের গোরখপুরে ৩১ কোটি টাকা মূলধনের সার কারখানাটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উদ্বোধন করেন।

ব্রহ্মদেশ ঃ জেনারেল নে উইন সিঙ্গাপুর সফরে উপনীত হন।

সশস্ত্র আন্দোলনকারী ব্রহ্ম কম্যুনিষ্টদের প্রধান সেনাপতি বো জেয়া আরও ৯ জন কমরেডসহ সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে নিহত হইয়াছেন।

নির্বাচনী আইন ঃ ভোটকেন্দ্রে ভোটসংক্রান্ত গোপনীয়তা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার জন্য কণ্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস ১৯৬১-এর ৩৯নং আইনটি সংশোধন করা হয়।

২১—**কোসিগিন ঃ** পাকিস্তান সফর শেষ করিয়া সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন দিল্লীতে আগমন করেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। অতঃপর মস্কোতে ফিরিয়া যান।

বৈরী নাগা ঃ বৈরী নাগারা ৩১ জুলাই পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির সময়সীমা প্রসারিত করিতে রাজী বলিয়া শান্তি পর্যবেক্ষকদের জানাইয়াছেন।

পাক-রুশ যুক্ত বিবৃতি ঃ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই যুক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, পাক-ভারত বিরোধগুলি তাসখন্দের চেতনায় মীমাংসা করা উচিত।

দিল্লী ঃ দিল্লীতে মদ্যপান করার ফলে ৮ জন ব্যক্তি মারা যায়।

কচ্ছ সত্যাগ্রহ ঃ কচ্ছ সমর্পণ বিরোধী সমিতির ১৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ৭ মাস বন্ধ থাকিবার পর হাওড়ার বার্ণ এণ্ড কোং পুনরায় ২৯শে এপ্রিল খুলিবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

বিহার ঃ গয়া পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে একজন পরীক্ষার্থিনীকে অপহরণ করা হয়।

ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ঃ শ্রী আর পি নায়েক ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের নূতন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

২২—**মেক্সিকো অলিম্পিকস ঃ** লৌসানে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কার্যকরী কমিটি এক বৈঠকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এই ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ না জানাইবার সুপারিশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ৫০টি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমন্ত্রণ জানাইলে মেক্সিকো অলিম্পিক বয়কট করিবে বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করে।

বৈরী নাগা ঃ ডিমাপুরে অস্ত্রবিরতিপালন সংক্রান্ত বৈঠকে সেমা উপজাতিভুক্ত নাগারা সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে, তাহারা বৈরী নাগা সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করিবেন।

নির্বাচন কমিশন ঃ ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস, পি, সেন ভার্মা কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত নয়টি আচরণবিধি প্রণয়ণ।

২৩—**মেক্সিকো অলিম্পিক ঃ** এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ৩৬টি রাষ্ট্র ভোট দেয়।

কংগ্রেস ঃ পশ্চিমবঙ্গ কিংবা উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস দল হইতে কোন দলত্যাগীকে প্রার্থীপদ দেওয়া হইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিয়াছেন।

সংবাদপত্র ঃ সংবাদপত্র মালিক সংস্থা ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটি এবং কর্মচারী সংস্থা অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপার এমপ্লয়িজ ফেডারেশন দিল্লীতে এক বৈঠকে এক চুক্তিতে সহি করিয়াছেন। ফলে কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালব্যাপী ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত আপাততঃ স্থগিত রহিল।

হিন্দুস্থান ইস্পাত কোম্পানী ঃ ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী কে, টি, চাণ্ডী হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

আংকটাড ঃ দিল্লীতে দ্বিতীয় আংকটাড অনুষ্ঠানের জন্য ভারত সরকার এই পর্যন্ত ৫২.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

রোডেশিয়া : নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটেনের প্রতিনিধি আফ্রোএশীয় দেশগুলির প্রস্তাবিত স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে আর্থনীতিক বয়কট সমর্থন করিলেও পর্তুগাল কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকাকে এই বয়কট মানিতে অনুরোধ করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন।

পি এণ্ড টি : ১৫ মে হইতে পোষ্টকার্ড, খাম প্রভৃতি বর্ধিত হারে বিক্রয় হইবে।

২৪—পাকিস্তান : পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরীফুদ্দীন পীরজাদা পদত্যাগ করিয়াছেন এবং দিল্লীস্থিত পাক হাইকমিশনার আরশাদ হুসেন নূতন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হইলেন।

ব্রিটেন : কমন্স সভায় Race Relations Bill গৃহীত হয়।

বৈরী নাগা : বৈরী নাগা এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে, বৈরী নাগারা চীনের সহিত তাহাদের যোগসাজসের বিষয় লইয়া কোন আলোচনা করিবার পক্ষপাতী নয়।

পশ্চিমবঙ্গ : নকসালবাড়ী হাঙ্গামার জন্য দার্জিলিং-এর সাবজজ শ্রী এম, আর, মল্লিক শ্রীজঙ্গল সাঁওতাল ও আরও ছয় জনের প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়াছেন।

হুগলী ব্রীজ : রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়াছেন যে, হুগলী নদীর উপর দ্বিতীয় সেতু এখনই অত্যাবশ্যক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হাওড়া ব্রীজ দিয়া দৈনিক ৪৪০০০ গাড়ী (তন্মধ্যে ১৪০০০ শ্লথগতি যানবাহন) চলাচল করিয়া থাকে।

বাণিজ্য : বুলগেরিয়া হইতে টাটা লোকোমোটিভ ওয়ার্কস-এর কাছে ১১৪টি ট্রাকের অর্ডার আসিয়াছে।

চীন : চীন ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যিক কাজকর্ম ফরাসী মুদ্রা ফ্র্যাঙ্কের মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে।

ভেনেজুয়েলা : ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট রউল লিওনির সরকার পদত্যাগ করিয়াছেন।

কানাডা : কানাডায় বর্তমান পার্লামেন্ট বাতিল এবং ২৫ জুন নূতন নির্বাচনের দিন নির্দিষ্ট করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ : কোণার বাঁধে দৃষ্ট ফাটল মেরামত করিবার জন্য রাজ্যসরকার সোভিয়েট সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব: ১৯৬৮ সালে কলিকাতা প্রথম ডিভিসন হকি লীগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করিয়াছেন।

২৫—**আলজেরিয়া:** আলজিয়ার্স-এ আলজেরিয়ার প্রেসিডেণ্ট বুমেদ্দিয়েনকে হত্যার একটি ব্যর্থ চেষ্টা হয়।

লোকসভা: লোকসভায় বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক অন্ধ্রের কৃষি মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা হইয়াছে।

শিক্ষা: ইকাফে'র (ECAFE) এক রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রতি বৎসর শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ১০০ মিলিয়ান ডলার নষ্ট হইতেছে।

মরিশাস: সদ্য স্বাধীন মরিশাসকে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ১২৪ তম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

রুমানিয়া: বুদাপেষ্টের কম্যুনিষ্ট শীর্ষ সম্মেলনে রুমানিয়া যোগদান করিবে না বলিয়া জানাইয়াছে।

শিক্ষা: পশ্চিমবঙ্গে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ২৫ লক্ষ ছেলে মেয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত।

মেক্সিকো অলিম্পিকস: ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশন নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে স্থির করেন যে, ভারত হইতে মেক্সিকো অলিম্পিকে ৫৪ জন সদস্য বিশিষ্ট এক দল পাঠান হইবে।

২৬—**দাদাঠাকুর:** শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দাদাঠাকুর নামেই খ্যাত) ৮৯ বৎসর বয়সে হাওড়াতে পরলোক গমন করেন।

পাব্লিক একাউণ্টস কমিটি: পার্লামেণ্টের এই কমিটি এক রিপোর্টে বলেন যে, গত বৎসর মন্ত্রীদের দ্বারা সরকারের ৭০ কোটি টাকার অধিক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

খাদ্যে ভেজাল: কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং শহর উন্নয়ন দপ্তরের বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হয় যে, খাদ্যে ভেজাল মিশান ভয়ানকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৬৫ সালে ভেজালের শতকরা হার যেখানে ছিল ১৬·৯% ১৯৬৭ সালে তাহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৫১·২৭%।

ইরাক: ইরাক ব্রিটেনের সহিত ১ মে হইতে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করিবে।

পশ্চিমবঙ্গ: দি ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানী (বার্ণপুর) আগামী ৬ মে পুনরায় খুলিবে। ১৫ অক্টোবর ১৯৬৭ হইতে কারখানা লক আউট ছিল।

২৭—**চেনা রেড্ডী :** কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী শ্রীচেনা রেড্ডী পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্ট শ্রীচেনা রেড্ডীর নির্বাচন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

কেরালা : রাজ্যের পৌর সভাসমূহের নির্বাচনে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস বিপুল সাফল্য লাভ করেন।

পারমানবিক চুক্তি : সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে আবেদন করিয়াছেন।

শিক্ষা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজসমূহে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ শতকরা ৩৫ ভাগ কমাইয়া দিয়াছেন।

পাক-চীন বাণিজ্য : রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান ও চীন সরকার ১১ কোটি টাকার এক বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সিয়েরা লিওন : মিঃ সাইকা ষ্টিভেন্স সিয়েরা লিওনের নূতন প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

ডেভিস কাপ : গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের (বি, সেকসন) খেলায় ভারত সিংহলকে হারাইয়া দিয়াছে।

২৮—**টিটো :** যুগোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো মস্কোতে এক শুভেচ্ছা মূলক সফরে উপস্থিত হইয়াছেন।

হাইলে সেলাসি : ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি দিল্লীতে উপনীত হইয়াছেন।

আসাম : ধুবড়ীতে ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া ও কোকরাঝাড় প্রভৃতি স্থানের জেলা কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গোয়ালপাড়া জেলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়।

২৯—**বৈরী নাগা :** বৈরী নাগাদের 'সামরিক সরকারে'র প্রধান মিঃ কাইতো নাগাভূমিতে চীনের প্রভাব বিস্তারে বাধা দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

হাইলে সেলাসি : ইথিওপিয়ার সম্রাট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত বিশ্ব-পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করেন।

৩০—**মধ্য প্রদেশ :** রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত এক রিপোর্টে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী কে, সি রেড্ডী বলেন যে, জনসংঘ দলের মন্ত্রীদের পদত্যাগের ফলে রাজ্যে এক প্রশাসনিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

ইরাণ : ইরাণে এক ভূমিকম্পের ফলে ৪২ জন নিহত হয়।

শেখ আবদুল্লা : দিল্লীস্থিত পাকিস্তানী হাই কমিশনার আরশাদ হুসেন এবং তাঁহার পত্নীকে ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে এক বিদায়ভোজে শেখ আবদুল্লা আপ্যায়িত করেন।

উরুগুয়ে : উরুগুয়ের সরকার তদ্দেশীয় মুদ্রা 'পেসো'র মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ অবনমনের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

"মে—১৯৬৮"

১—**মস্কো :** মস্কোতে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ও সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ব্রেজনেভ এক যুক্ত আলোচনার শেষে এই বিষয়ে ঐক্যমত হইয়াছেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রগতিশীল ও বামপন্থী শক্তিগুলির একজোট হইয়া কাজ করা উচিত।

ভারত-ইথিওপিয়া : দিল্লীতে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি ভারত সরকারের প্রধানদের সহিত আলোচনায় জানাইয়াছেন যে, তিনিও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন সংগঠিত করার পক্ষপাতী।

বিহার : ভোলা পাশোয়ান মন্ত্রিসভার পাঁচজন নূতন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। রামগড়ের রাজা সংযুক্ত বিধায়ক দল পরিত্যাগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ : বাংলা কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় তৃতীয় জোট গঠনের বিরোধী।

ইন্দোনেশিয়া : প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বর্তমানে বোগোর প্রাসাদে অন্তরীণ হইয়া আছেন। তিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহাকে জাকার্তায় ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হউক।

২—**ভিয়েৎনাম :** উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার ইন্দোনেশীয় সরকারের প্রস্তাবিত ইন্দোনেশীয় জাহাজে শান্তি আলোচনায় যোগদান করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন।

ভারত-মালয়েশিয়া : দিল্লীতে মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী তুন আব্দুল রেজাক জানান যে, উভয় দেশের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ভারত ও মালয়েশিয়া মাঝে মাঝে আলোচনা বৈঠকে বসিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ সেনকে একদল ছাত্র ঘেরাও করে।

তৈল : আসামের গালেকিতে নূতন তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন।

কেরালা : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রের সহিত কেরালার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র : প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অনুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখিবার জন্য চীনের সাংবাদিকদের প্রেরণ করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার চীন সরকারকে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইয়াছেন।

৩—**ভিয়েৎনাম :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার—উভয়েই প্যারিসে ভিয়েৎনাম শান্তি আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভূটান : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৭৪ কিলোমিটার ব্যাপী ফুন্টসলিং-থিমপু সড়ক উদ্বোধন করিয়াছেন।

উত্তর প্রদেশ : লোকসভায় উত্তর প্রদেশের বাজেট গৃহীত হয়।

লোকসভা : লোকসভায় কম্যুনিষ্ট দলের নেতা শ্রীহীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পূর্ব জার্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এক প্রস্তাব পেশ করেন।

৪—**লাহিড়ী কমিশন :** কলিকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ীর সভাপতিত্বে ১৯৬৫-৬৬ সালের খাদ্য সম্পর্কিত সংঘটিত দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত।

প্রেস কাউন্সিল : এন রাজাগোপাল আয়েঙ্গার কাউন্সিলের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৫—**ভিয়েৎনাম :** দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি ফ্রন্ট একযোগে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ১২০টি শহর এবং সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়।

সিকিম : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সিকিমকে সর্বরকম সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি গ্যাংটকে এই ঘোষণা করেন।

রোডেশিয়া : নিরাপত্তা পরিষদের অ্যাফ্রোএশীয় দেশ সমূহ রোডেশিয়া সম্পর্কে তাহাদের পূর্ববর্তী দাবী সংশোধিত করিয়াছেন। তাহারা রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীটিকে ঠিকই রাখিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাপারে ব্রিটেনের উপর চাপ সৃষ্টি করার দাবীটি বাদ দিয়াছেন। ইহার ফলে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ সমূহের পূর্ণ সমর্থন অ্যাফ্রোএশীয় দেশগুলি লাভ করিল।

৬—**কলিকাতা কর্পোরেশন:** কর্পোরেশনের ৭১নং ওয়ার্ড উপনির্বাচনে ইউ সি সি প্রার্থী শ্রীঅজয় সিংহ কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ বিভাস রায়কে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ: লোকসভায় ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাজেট গৃহীত হইয়াছে।

৭—**ভিয়েৎনাম:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিদলের নেতৃদ্বয় যথাক্রমে শ্রীএভারেল হ্যারীম্যান ও জুয়ান থুই প্যারিসের পথে রওনা দিয়াছেন।

ভুটান: ভুটানের রাজা জিগমে দোরজী থিমপুতে বলেন যে, ভুটান কেবলমাত্র ভারতের নিকট হইতেই সাহায্য লইবে।

পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাসের দ্বিতীয় শনিবার বন্ধ রাখার নিয়ম তুলিয়া লইয়াছেন। ফলে ১১ মে হইল এই নিয়মাধীন সর্বশেষ দ্বিতীয় শনিবার।

কাশ্মীর: কাশ্মীর মুক্তি ফ্রন্ট নাশকতামূলক কার্যের জন্য গঠিত হইয়াছে বলিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন মন্তব্য করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে ছাত্ররা পুনরায় ঘেরাও করিয়াছে।

রেলওয়ে: কেন্দ্রীয় রেলদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, রেলওয়ে দুর্ঘটনা সমূহের মধ্যে শতকরা ৭২ ভাগই সংঘটিত হইতেছে কর্মীদের গাফিলতির জন্য এবং ১১ ভাগ যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য।

৮—**ভিয়েৎনাম:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ওয়াশিংটনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের সহিত সম্মানজনক সর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিলেই তাঁহার সরকার ভিয়েৎনাম হইতে সৈন্য সরাইয়া লইবেন।

চীন—পিকিং রেডিও হইতে ঘোষণা করা হয় যে, চীনকে জব্দ করিবার জন্যই সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতেছে।

পাকিস্তান: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মিঃ পদগোর্নীকে এক বার্তায় উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উপর জোর দিয়াছেন।

ফরাক্কা: পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীআব্দুল সবুর ঘোষণা করেন যে, ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে যদি ফরাক্কা সমস্যার সমাধান করিতে না পারে তবে পাকিস্তান এককভাবেই আন্তর্জাতিক সংস্থার শরণ লইবে।

৯—ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি ফৌজ তিন দিক হইতে সায়গণের উপর আক্রমণ চালায়।

উত্তর ভিয়েৎনাম : প্যারিসের শান্তি আলোচনায় উত্তর ভিয়েৎনাম দলের প্রতিনিধি দলের নেতা জুয়ান থুই বলেন যে, উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখার বিষয়টি সর্বাগ্রে আলোচনা করিতে হইবে।

কচ্ছ চুক্তি : লোকসভায় কচ্ছ রোয়েদাদ সম্পর্কিত এফিডেভিটের উপর শ্রীমধু লিমায়ে কর্তৃক আলোচনার দাবী স্পীকার অগ্রাহ্য করিয়া দেন।

মস্কো শীর্ষ সম্মেলন : চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলী নিয়া বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ এক শীর্ষসম্মেলনে বসেন।

১০—পাঞ্জাব : পাঞ্জাব ও হরিয়াণার হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ পাঞ্জাবের গিল সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট এবং অর্ডিন্যান্সকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আই. এন. টি. ইউ. সি. : বাঙ্গালোরে আই এন টি ইউ সি-র ১৭শ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আসাম : আসাম বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীহরেশ্বর গোস্বামী পরলোকগমন করেন।

১১—ভিয়েৎনাম : প্যারিসে শান্তি আলোচনায় উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে একমত হইয়াছেন।

প্যারিস : ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে স্থানীয় শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ৭৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন।

কায়রো : প্রেসিডেন্ট নাসের রাষ্ট্রের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন আরব সোসালিষ্ট ইউনিয়নের পুনর্গঠনের জন্য রচিত এক ডিক্রীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

শিক্ষামন্ত্রী : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন ইঞ্জিনীয়ারদের বেকার দশা ঘুচাইবার জন্য ১৩ দফার একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কথা কলিকাতায় ঘোষণা করিয়াছেন।

১২—হরিয়াণা : অদ্য হরিয়াণা বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইরাণ : ভূমিকম্পের ফলে ইরাণে ৪০ জন অধিবাসী নিহত।

দলত্যাগ : দলত্যাগ সংক্রান্ত এক কমিটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের

সভাপতিত্বে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া দলত্যাগরোধের প্রসঙ্গাদি আলোচনা করেন।

ভারতীয় ইস্পাত : চলতি বৎসরে ভিলাই ইস্পাত কারখানার উৎপন্ন ইস্পাত রপ্তানী করিয়া ভারত ৩৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে।

১৩—**ফরাক্কা :** ফরাক্কা বাঁধ সংক্রান্ত বিবাদ বিষয়ে আলোচনার জন্য পাকিস্তান হইতে একদল প্রতিনিধি দিল্লীতে আগমন করেন।

ফ্রান্স : ফ্রান্সের ছাত্র ও শ্রমিকগণ ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

পাঞ্জাব : ভারতের সুপ্রীম কোর্ট পাঞ্জাব সরকারকে কর সংগ্রহ এবং ব্যয়ের জন্য অর্থ তোলার অনুমতি দিয়াছেন।

আই. এন. টি. ইউ. সি. : বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত আই এন টি ইউ সি'র ১৭শ বার্ষিক সম্মেলনে শ্রীআবিদ আলী সভাপতি নির্বাচিত হন।

লেনিন পুরস্কার : শান্তির জন্য লেনিন পুরস্কার বিশ্ব শান্তি সংসদের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীরমেশ চন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে।

কাশ্মীর : ভারত সরকার চীন ও পাকিস্তান সরকারকে গিলগিট ও সিংকিয়াং-এর মধ্যে যোগ রক্ষাকারী সড়ক নির্মাণের জন্য দুটি প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিয়াছেন।

১৪—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচন নভেম্বরে অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ। অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু দুজনেই প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নভেম্বরেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর জোর দেন।

দ্য গল : রুমানিয়া সফরে আসিয়া ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল বলেন যে, পূর্ব ইউরোপের দেশ গুলির উচিত সোভিয়েটের প্রাধান্য হইতে নিজেদের মুক্ত করা।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন : কমিশন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার সুপারিশ করিয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো বর্তমানে আর সেনাধ্যক্ষের কাজ করিবেন না।

রাষ্ট্রসংঘ : খসড়া পারমানবিক চুক্তিতে ভারত স্বাক্ষর করিবে না বলিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদে ঘোষণা করেন।

চীন : চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুং বলেন যে, প্যারিস মিটিং-এ যোগদান করা উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষে উচিত হয় নাই।

১৫—আসাম : আসাম পুনর্গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবের সহিত চালিহা মন্ত্রিসভা একমত হইয়াছেন।

কলিকাতা : কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর শ্রমিকরা আকস্মিকভাবে ধর্মঘট করেন।

পাঞ্জাব : পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ডঃ ডি. সি. পাভাতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করার সুপারিশ জানাইয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া : প্রধানমন্ত্রী সানিক অস্বীকার করেন যে, সাম্প্রতিক সোভিয়েট সরকারের সহিত চেক সরকারের আলোচনার ফলে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : মধ্যবর্তী নির্বাচন নভেম্বরেই অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া শ্রীসেনবর্মা ঘোষণা করেন।

১৬—পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট পুরাপুরিভাবে সফল হয়।

জাপান : জাপানের ভূমিকম্পে ৩৭ জন লোক মারা যান।

আসাম : আসাম পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের নেতারা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত দিল্লীতে সাক্ষাৎ করেন।

হরিয়াণা : কংগ্রেস দল হরিয়াণার মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ফারাক্কা : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পাক-ভারত বৈঠকে ভারত তাহার সম্মতি জানায় এই বলিয়া যে, জুন মাসে পাকিস্তানী ইঞ্জিনীয়ারগণ ফারাক্কা বাঁধ পরিদর্শনে আসিতে পারেন।

পশ্চিম এশিয়া : ইসরায়েল এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত পশ্চিম এশিয়াতে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও একাডেমিক কাউন্সিল নূতনভাবে গঠিত হইয়াছে।

১৭—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী ডি. আর. গ্যাডগিল প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস করার পক্ষপাতী বলিয়া ঘোষণা করেন।

ভিয়েৎনাম : প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনায় উত্তর ভিয়েৎনামের

প্রতিনিধি দল জানান যে, তাঁহাদের নিজস্ব মৌলিক দাবীসমূহের ব্যাপারে কোন রকম আপোষ চলিবে না।

ব্রহ্মদেশ : সাইক্লোনের ফলে ব্রহ্মদেশে ১০৭৩ জন মারা যান।

পশ্চিমবঙ্গ : নদীয়া জেলার মুড়াগাছা এবং বেথুয়াডহরীর মধ্যে লালগোলা প্যাসেঞ্জারের উপর একদল ডাকাত আক্রমণ করে। যাত্রীদের প্রায় ১০,০০০ টাকার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়।

১৮—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় ক্রান্তিদল ও মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের যুক্ত বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, তাঁহারা আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তভাবে কাজ করিবেন।

ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রাক্তন শিক্ষক ৬৪ বৎসর বয়স্ক ত্রাণ ভন হুয়াং নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট হইলেন নগুয়েন ভন থিউ।

ফ্রান্স : ফ্রান্সের সর্বত্র শ্রমিকদের ধর্মঘট ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং প্রেসিডেন্ট দ্য গল তাঁহার রুমানিয়া সফর বাতিল করিয়া দেশে ফিরিতেছেন।

ভিয়েৎনাম : প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনায় উত্তর ভিয়েৎনাম প্রতিনিধি দল মার্কিন প্রতিনিধি দলকে বলেন যে, তাঁহারা যদি প্রাথমিক শান্তি আলোচনায় অন্ততঃ আংশিক সাফল্যও চান তবে যেন উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা বর্ষণ বন্ধ রাখেন।

আসাম : উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা পরিষদের চীফ এক্জিকিউটিভ সদস্য মিঃ এস. আর. থাওসেন বলেন যে, তাঁহার জেলা (উত্তর কাছাড়) পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার চায়।

চাউল : চীন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম চাউল রপ্তানীকারী। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানীকারী হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও থাইল্যাণ্ড।

১৯—**হরিয়াণা :** শ্রীবংশীলাল (৪১ বৎসর বয়স্ক) হরিয়াণার নূতন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি হিসার জেলা হইতে আগত একজন আইনজীবী।

ফ্রান্স : শ্রমিক ধর্মঘটের তরঙ্গাঘাতে ফ্রান্স অচল হইয়া পড়িয়াছে।

ইটালী : ইটালীতে জাতীয় সংসদের নির্বাচন সুরু হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত। শতকরা ৪৫ জন ভোটদাতা ভোট দিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সিঙ্গাপুরে উপনীত হইয়াছেন।

ন্যাটো : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর অন্যান্য শরিকদের জানাইয়া দিয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে আর ৩০০,০০০ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখিতে পারিবে না।

২০—**পাঞ্জাব :** রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগিলের সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলের উপর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ফ্রান্স : ফ্রান্সের হাজার হাজার কারখানা ধর্মঘটি শ্রমিকরা দখল করিয়া আছেন।

প্রধানমন্ত্রী : সিঙ্গাপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কোন বিদেশী সৈন্যবাহিনী রাখিবার প্রয়োজন নাই।

২১—**লোকসভা :** কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন।

পাঞ্জাব : চলতি বৎসরের বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে পাঞ্জাব বিধানসভাকে সুপ্রীম কোর্ট অনুমতি দিয়াছেন।

ফ্রান্স : ফ্রান্সের সরকারবিরোধী ধর্মঘটে ৮০ লক্ষ শ্রমিক যোগদান করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে স্নাতক কেন্দ্র হইতে কম্যুনিষ্ট সদস্য শ্রীগোপাল হালদার ও কংগ্রেস সদস্য শ্রীনন্দ কিশোর ঘোষ পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

যুব উৎসব : কলিকাতার ইডেন উদ্যানে নয়দিনব্যাপী যুব উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

আসাম : গৌহাটি পীড়িতজন সংঘ সেন কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন যে, গৌহাটি দাঙ্গা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

প্রধানমন্ত্রী : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অস্ট্রেলিয়াতে উপস্থিত হইয়াছেন।

২২—**ফ্রান্স :** ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু ধর্মঘটি শ্রমিকদের সহিত আলোচনা করিতে রাজী হইয়াছেন এবং তাহাতে শ্রমিকরা অসম্মত হন নাই।

পাঞ্জাব: পাঞ্জাব বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়।

বন্দর ধর্মঘট: বোম্বাই বন্দরে কর্মরত লোকোশেড কর্মীরা ধর্মঘট করিলে বন্দরে আমদানী রপ্তানী সংক্রান্ত সমস্ত কাজ বন্ধ থাকে।

আসাম: কোকরাঝাড় লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন উপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে ২৭ জন আহত হন।

কলিকাতা বন্দর: ১৯৬৭-৬৮ সালে কলিকাতা বন্দরের ৩'১১ কোটি টাকা ক্ষতি সাধিত হয়।

২৩—**ফ্রান্স:** ফ্রান্সের সংকট কাটাইবার জন্য প্রেসিডেণ্ট দ্য গল জুন মাসে গণভোটের অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন।

মহীশূর: শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল মহীশূরের নূতন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন।

বৈরী নাগা: বৈরী নাগা নেতা কুঘাতে সুখাই বলিয়াছেন যে, নাগাদের চীনা সাহায্য গ্রহণ করিবার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

চীন: রুশ সংবাদপত্র 'ইজভেস্তিয়া' মন্তব্য করেন যে, চীন ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক সমাধান করার পক্ষপাতী নয়।

২৪—**ফ্রান্স:** জাতির নিকট এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল বলেন যে, তিনি পদত্যাগ করিবেন যদি রেফারেণ্ডামের ফলাফল তাঁহার বিরুদ্ধে যায়।

বেলজিয়াম: বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয় দখল করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহাদের দাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান গভর্ণিং বডিকে বাতিল করিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নূতন সংস্থা গঠন করা।

২৫—**আসাম:** আসাম পার্বত্য সম্মেলনের নেতৃবর্গ বিধানসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

ফ্রান্স: প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু ধর্মঘট প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিকদের শর্ত লইয়া শ্রমিক নেতাদের সহিত আলোচনা করেন।

চীন: চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও স্বীকার করিয়াছেন যে, চীনের সামরিক বাহিনীর পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে।

২৬—**ফরাক্কা:** দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ফরাক্কা বাঁধ সংক্রান্ত পাক-ভারত বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

রাজস্থান : রাজ্যের বিরোধী দলগুলি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত এক স্মারক-লিপিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুখাদিয়ার পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন।

২৭—**ফ্রান্স :** ফ্রান্সের শ্রমিকরা নেতৃবৃন্দের কথা অগ্রাহ্য করিয়া ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

নেহরু পুরস্কার : ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার কাজে সহায়তা করার জন্য নিগ্রো নেতা পরলোকগত মার্টিন লুথার কিংকে নেহরু পুরস্কার দেওয়া হয়।

বেহালা বনধ্ : ইণ্ডিয়া ফ্যানের একজন শ্রমিককে নিহত করার প্রতিবাদে সমগ্র বেহালায় বনধ্ পালিত হয়।

ভিয়েৎনাম : ভিয়েৎনামের শান্তি আলোচনায় হ্যানয় ও ওয়াশিংটন সরকার উভয়েই তাহাদের মনোভাব দৃঢ় করেন।

জাতীয় শ্রম কমিশন : কলিকাতায় জাতীয় শ্রম কমিশনের নিকট সাক্ষ্য-দান কালে বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে বলা হয় যে, কোন শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হইবে কি হইবে না তা ব্যালট প্রথার মাধ্যমে ঠিক করিতে হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই কমিশনের চেয়ারম্যান হইলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডঃ গজেন্দ্র গাদকার।

প্রধানমন্ত্রী : অষ্ট্রেলিয়া সফর শেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিউজিল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন।

২৯—**রাজন্যবর্গ ভাতা :** প্রাক্তন দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই ভি চ্যবন ঘোষণা করেন যে, রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করিয়া দেওয়া হইবে।

মহীশূর : শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলের নেতৃত্বে ২৮ জন সদস্য বিশিষ্ট নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

কেরালা : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলেন যে, সি পি আই কেরালাতে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কোণঠাসা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিউজিল্যাণ্ড সফর শেষ করিয়া মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে উপস্থিত হইয়াছেন।

৩০—**ফ্রান্স :** প্রেসিডেন্ট দ্য গল জাতীয় পরিষদ বাতিল এবং পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া : চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আন্তন নভোটনিকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

আসাম : আবার আসামে বন্যার ফলে ১৫০০ পরিবার গৃহহীন হয়।

ইজরায়েল : পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের জন্য ইজরায়েল ৪ দফার এক শান্তি প্রস্তাব দিয়াছে।

৩১—**ফ্রান্স :** প্রধানমন্ত্রী পপিছু নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

ভিয়েৎনাম : প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি বৈঠকে উঃ ভিয়েৎনাম দলের নেতা জুয়ান থুই ঘোষণা করেন যে, উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন সরকারকে অবিলম্বে বোমা বর্ষণ বন্ধ করিতে হইবে।

কৃষি : ভারতের শতকরা ২৫ ভাগ কৃষকের কোন জমি নাই বলিয়া সেন্সাস কমিশনার ও রেজিষ্ট্রার জেনারেল ঘোষণা করেন।

জুন—১৯৬৮

১—**প্রধানমন্ত্রী :** দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সফর শেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

আসাম : উত্তর আসামের উত্তর লখিমপুর অঞ্চলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জায়গা এখনও জলমগ্ন। ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখা নদীগুলিতে জল বাড়িয়া যাইবার ফলে লোকের দুর্দশার অন্ত নাই।

পাঞ্জাব : রাজ্যপাল শ্রী ডি সি পাভাতে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন বাতিল করিয়াছেন।

ছাত্রবিক্ষোভ : ইতালীর রাজধানী রোমে প্রচণ্ড ছাত্রবিক্ষোভে ছাত্রদের সহিত পুলিশের এক সংঘর্ষ ঘটে।

দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিকেরা তাঁহাদের ১১ দফা দাবীর সমর্থনে ১ দিনের সফল প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

২—**কংগ্রেস :** নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দলের অন্তবিরোধ প্রকাশ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

ফ্রান্স : ফ্রান্সের ধর্মঘটী ১ কোটি শ্রমিক এখনও কাজে ফিরিয়া যাইতে রাজী হন নাই।

বিহার : রাঁচী হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত চিরি গ্রামে এক উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ আদিবাসী জনতার উপর পুলিশ গুলী বর্ষণ করিলে তাহাতে ছয় জন আদিবাসী নিহত হয়।

আসাম : লখিমপুর অঞ্চলে বন্যার ফলে ৩,০০,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হন।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন : শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত এক কমিটির

সমীক্ষা রিপোর্ট এবং সুপারিশসমূহ ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার ৪১'৬৩০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করিয়াছেন।

৩—**কংগ্রেস:** শ্রী এস এন মিশ্র যে তিরস্কার প্রস্তাব আনিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের আস্থা সূচক প্রস্তাবে পরিণত হওয়ায় কংগ্রেস অধিবেশনে শান্তি অক্ষুন্ন থাকে।

উড়িষ্যা: খরার ফলে উড়িষ্যার ৮০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ: রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রদত্ত সাসপেনসন আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

ফ্রান্স: প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি কাজে যোগ দানের অনুরোধ জানান।

বিহার: বিহারের ডাহা নদীর জল বারৌণির পেট্রোলিয়ম কারখানা হইতে নিঃসৃত তরল পদার্থ দ্বারা দূষিত হইবার ফলে উত্তর বিহারের ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোক ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

ছাত্রবিক্ষোভ: পুলিশ রোম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বামপন্থী ছাত্রদের বলপূর্বক বহিষ্কার করিয়া দেয়।

ছাত্রবিক্ষোভ: যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে।

৪—**ভারতীয় ক্রান্তিদল:** ভারতীয় ক্রান্তি দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিকে বাতিল করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত লন। শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ধাড়া এই সিদ্ধান্তের পরে দলের বৈঠক হইতে বাহির হইয়া আসেন।

পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গে ৪৪০,০০০ জন বেকার রহিয়াছেন বলিয়া জাতীয় কর্মসংস্থান সার্ভিস ঘোষণা করিয়াছেন।

সিনেমা: সিনেমা হলের মালিকদের সহিত কর্মচারীদের এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে কলিকাতার দশটি সিনেমা হল পুনরায় খুলিল।

ছাত্রবিক্ষোভ: যুগোশ্লোভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে ছাত্রবিক্ষোভ নিষিদ্ধ করিয়া সরকারী আদেশ প্রচারিত।

কংগ্রেস: নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ভিয়েৎনামের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা ৩'৫ মিলিয়ান ছাড়াইয়া গিয়াছে।

৫—**রবার্ট কেনেডী:** লস এঞ্জেলেস-এর একটি বিলাসিতাপুর্ণ হোটেলে আততায়ীর গুলীতে রবার্ট কেনেডী গুরুতররূপে আহত হন।

ভারতীয় ক্রান্তি দল: ভারতীয় ক্রান্তি দলের কার্যনির্বাহক কমিটি হইতে শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট তাঁহাদের নির্বাচনী ইস্তাহার ঘোষণা করিয়াছেন।

যুগোশ্লাভিয়া: যুগোশ্লাভিয়ার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী দ্বিগুণ করার কথা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্বে মাসিক ন্যূনতম মজুরী ছিল ১৫০ দিনার, নূতন ঘোষণায় তাহা ৩০০ দিনার-এ দাঁড়াইল।

ইতালী: ইতালীর প্রধানমন্ত্রী অল্ডো মোরো পদত্যাগ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি: ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লাভিয়ায় ১০ দিন ব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে বুদাপেষ্ট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আব্দুল রহমান বর্তমানে ভিয়েৎনাম হইতে মার্কিন সৈন্য অপসারণের পক্ষপাতী নন বলিয়া সাংবাদিকদের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন।

৬—**রবার্ট কেনেডী:** আততায়ীর গুলীতে গুরুতর আহত রবার্ট কেনেডী ৪২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

রাষ্ট্রপতি: রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্তে উপনীত হন।

ইন্দোনেশিয়া: প্রেসিডেন্ট সুহার্তো মন্ত্রিসভার আটজন সদস্যকে মন্ত্রিসভা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

পাকিস্তান: পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আরশাদ হোসেন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তান ধীরে ধীরে সেন্টো ও সিয়াটো সামরিক জোট হইতে সরিয়া আসিতেছে।

৮—**পাকিস্তান:** পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করিয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন যে, পাকিস্তানের সামরিক বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

আউরঙ্গাবাদ: আউরঙ্গাবাদ শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবার ফলে সামরিক বাহিনীকে দাঙ্গা দমনের জন্য ডাকিতে হয়।

উগাণ্ডা : প্রেসিডেন্ট মিল্টন ওবোতে উগাণ্ডার প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

৯—**বৈরী নাগা :** ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সহিত সংঘর্ষের ফলে কোহিমার নিকটস্থ এক জঙ্গলে ১০০জন বৈরী নাগা নিহত হয়।

আউরঙ্গাবাদ : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত এই শহরে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইল।

১০—**রাষ্ট্রপতি :** ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন যুগোশ্লাভিয়া সফরে বেলগ্রেড উপনীত হন।

বৈরীনাগা : ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বৈরী নাগাদের সহিত স্বাক্ষরিত অস্ত্রবিরতি চুক্তি বজায় রাখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

যুগোশ্লাভিয়া : ছাত্র বিক্ষোভের উত্তরে প্রেসিডেন্ট টিটো ঘোষণা করেন যে, তিনি হয় ছাত্রদের বিক্ষোভের মীমাংসা করিবেন নয় পদত্যাগ করিবেন।

ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ : লোকদল নেতা ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য আরো ১২ জন সদস্য কংগ্রেসের সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন।

আসাম : আসামে আরও একটি তৈল শোধনাগার নির্মাণের দাবী করেন গৌহাটির ছাত্রগণ।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়া : বৃটেনের প্রতিরক্ষা সচিব মিঃ ডেনিস হীলে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত পাঁচটি দেশের প্রতিরক্ষা সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, দরকার হইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাহায্যার্থে ইউরোপে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্য আগাইয়া আসিবে।

১১—**সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা :** মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এবং উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ১৭ জন নিহত হন।

রাষ্ট্রসংঘ : রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি বিপুল ভোটাধিক্যে পারমাণবিক অস্ত্ররোধ চুক্তি অনুমোদন করেন।

চীন : চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ঈ রাষ্ট্রসংঘের রাজনৈতিক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পারমাণবিক চুক্তির তীব্র নিন্দা করেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম : মুক্তি সেনাদের আক্রমণের ফলে সায়গনস্থিত ভারতীয় বাণিজ্য দূতাবাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১২—**ফ্রান্স :** ফরাসী সরকার ফ্রান্সে সমস্ত রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং সাতটি চরম পন্থী দলকে বেআইনী ঘোষণা করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : নাগপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নিহতদের সংখ্যা ২৩-এ দাঁড়াইল।

রাষ্ট্রপতি : যুগোশ্লোভ সফরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন প্রেসিডেন্ট টিটোর সহিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করেন।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল : কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সমূহের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বর্ধিত করা হইয়াছে।

হরিয়াণা : হরিয়াণা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরাম কৃষেণ গুপ্ত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভগবতী দয়াল শর্মাকে কংগ্রেস হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

১৩—**বিমান দুর্ঘটনা :** দম দম বিমান বন্দরে একটি মার্কিন বিমান (প্যান আমেরিকান বোয়িং ৭০৭) দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ছয় জন যাত্রী নিহত হন এবং অবশিষ্ট ৫৭ জন রক্ষা পান।

হরিয়াণা : কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার আদেশে শ্রীভগবতী দয়াল শর্মার উপর বরখাস্তের নোটিশ প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয়।

আসাম : দিল্লীতে আসাম পার্বত্য নেতৃবৃন্দের সহিত প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদিগকে এক মাস কাল অপেক্ষা করিতে বলেন।

কলিকাতা : কলিকাতায় পর পর কতিপয় ট্যাক্সি চালক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে কলিকাতায় ট্যাক্সি চালকরা বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তাঁহাদের ট্যাক্সি রাস্তায় বাহির করেন নাই। তাঁহারা নিহত ট্যাক্সি চালক রাম ভরত রামের শবদেহ লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশান অভিমুখে যান।

রেকর্ড কৃষি উৎপাদন : হরিয়াণার জনৈক কৃষক শ্রীপূরণলাল বাতরা ১৯৬৬-৬৭ সালে রেকর্ড কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রতি হেক্টরে তিনি ৯,২৮৫ কিলো গম ফলাইয়াছেন।

১৪—**বৈরী নাগা :** নাগাভূমি ও আসামের রাজ্যপাল শ্রী বি, কে নেহরু কোহিমায় মন্তব্য করেন যে, বৈরী নাগারা চীনাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় : ডাঃ পি কে ডুরাইস্বামী ভারতের স্বাস্থ্য সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও শহর উন্নয়ন দপ্তরের নূতন ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৫—**ভিয়েৎনাম :** ভারত সরকার মার্কিন সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে

১৭শ অক্ষ রেখার উত্তরে তাহারা যদি বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখেন তবেই উত্তর ভিয়েতনাম সরকার বিরোধের এলাকা সম্প্রসারণ বন্ধ রাখিবেন।

ভারত-যুগোশ্লাভিয়া : ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের যুগোশ্লাভিয়া সফর শেষে তিনি ও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ধর্মঘট : ১৭ জুন হইতে প্রস্তাবিত ধর্মঘট একমাসের জন্য স্থগিত।

১৬—রাষ্ট্রপতি : যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরী সফর শেষ করিয়া রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

লোকদল : শ্রীহুমায়ুন কবীর ও শ্রী অজিত রায় মুখার্জী যথাক্রমে লোকদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক কোষাধ্যক্ষ।

ভিয়েৎনাম : সায়গণের উপর মুক্তি বাহিনীর সৈন্যরা রকেট চালান।

মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি : পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুন্দরায়া ঘোষণা করেন যে, অন্ধ্রের টি নাগি রেড্ডী সহ আরও তিনজন নেতাকে পার্টি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

আসাম : আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গৌহাটিতে এক বৈঠক শেষে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন মতেই আসামকে বিভক্ত করা চলিবে না।

যুগোশ্লাভিয়া : পশ্চিম জার্মানী ঘোষণা করিয়াছে যে, যুগোশ্লাভিয়ার ইউরোপীয় সাধারণ বাণিজ্যভুক্ত দেশগুলির সহিত সহযোগিতার প্রচেষ্টাকে তাহারা সমর্থন করে।

১৭—মাদ্রাজ : শহরে এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়া পড়েন।

চীন : লালরক্ষীদের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই উপদলের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ ক্যান্টনে বাধে। সামরিক বাহিনীকে এই হাঙ্গামা দমনে আসিতে হয়।

পাঞ্জাব : গম মজুত রাখার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব রাজ্য সরকার ১০০টি বাড়ী 'রিকুইজিশন' করিয়াছেন।

সোভিয়েট রাশিয়া : সোভিয়েট রাশিয়া সফরের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হইতে লোকসভার স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর নেতৃত্বে ভারতীয় সংসদ সদস্যদের একটি দল মস্কোতে উপস্থিত হইয়াছেন।

অর্থ কমিশন : শ্রীমহাবীর ত্যাগীর সভাপতিত্বে গঠিত পঞ্চম অর্থ কমিশন তাহাদের কাজ শুরু করেন।

১৮—**রাষ্ট্রসংঘ :** নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যে কোন রকম পারমাণবিক বিপদের আশংকা দেখা দিলে রাষ্ট্রসংঘ দ্রুত তাহার প্রতিকারে আগাইয়া আসিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যক্ষ রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর সেনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের জন্য অনুষ্ঠিত ছয়টি সদস্য নির্বাচন বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

১৯—**নাগাল্যাণ্ড :** ভারত সরকার চীনের কাছে বৈরী নাগাদের সাহায্য ও প্ররোচনা দানের জন্য প্রতিবাদ লিপি পাঠাইয়াছেন।

ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কোহিমার নিকট বৈরী নাগাদের ২৫টি গোপন ঘাঁটি ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।

জাতীয় সংহতি পরিষদ : শ্রীনগরে জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠক শুরু হয়।

পাকিস্তান : 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হইয়াছে।

চৌ এন লাই : চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই ঘোষণা করেন যে, চীন কখনই প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করিবে না।

ভিয়েৎনাম : রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ উ থান্ট বলেন যে, বিবদমান উভয় পক্ষই ভিয়েৎনাম যুদ্ধ সম্প্রসারিত করিতেছে।

২০—**পাকিস্তান :** পাকিস্তান সরকার এক বিবৃতিতে জানান যে, মুজিবর রহমান প্রমুখ ৩৪জন নেতা স্বাধীন বাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র পাকাইয়া ছিলেন।

কলিকাতা : কলিকাতা পুলিশ কর্তৃক সম্পাদিত এক সমীক্ষানুসারে জানা যায় যে, কলিকাতায় প্রায় ৩০,০০০ ফেরিওয়ালা রহিয়াছেন।

২১—**জাতীয় সংহতি সম্মেলন :** শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি কিংবা অপরাধকে কঠোরভাবে দমনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ওয়াশিংটন : হোয়াইট হাউসের নিকট শান্তিপূর্ণ অহিংস শোভাযাত্রাকারীদের উপর পুলিশ টিয়ার গ্যাস চালায়।

২২—**কাশ্মীর :** পাকিস্তানের সহিত কাশ্মীর নিয়া আলোচনা করার জন্য ভারতের

উপর রাশিয়া চাপ সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাহা অস্বীকার করেন।

আসাম : উত্তর লখিমপুরে প্রচণ্ড বন্যা। ব্রহ্মপুত্র নদীর জলস্ফীতি বিপদ সীমানা স্পর্শ করার উপক্রম করিলে সামরিকবাহিনী আক্রান্ত এলাকায় জন সাধারণকে রক্ষা করার কাজে লাগে।

চীন : চীনের সংবাদপত্রাদিতে বার বার এই ঘোষণাই করা হইতেছে যে, চীনের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা রাশিয়া বড় শত্রু।

২৩—**হুবার্ট হামফ্রে :** আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী শ্রীহুবার্ট হামফ্রে নিউইয়র্কে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ভিয়েৎনাম শান্তি আলোচনাকে সফল করার জন্য ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করা উচিত।

বাণিজ্য : ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং ভারত সোভিয়েট বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মস্কোতে গমন করেন।

চাউল উৎপাদন : ভারতে বর্তমানে চাউল উৎপাদনকারী অঞ্চলের পরিমাণ ৩৩,৩৩৪,৭০০ হেক্টর। পূর্ববর্তী বৎসরের চেয়ে এই পরিমাণ ৮১২, ০০০ হেকটর বেশী।

২৪—**ভারত :** ২৮ জুন তারিখে যে ভারত-মার্কিন যুক্ত বৈঠক হইবার কথা ছিল, তাহা হঠাৎ মার্কিন পক্ষ হইতেই স্থগিত রাখা হয়।

চীন : পূর্ব পাকিস্তানে চীন সরকার একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা তৈয়ারী করিয়া দিতেছেন বলিয়া পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ এ আর খাঁ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন।

২৫—**বিহার :** বিহারের শ্রীভোলা পাসোয়ান মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ; বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা পাসোয়ান রাজ্যপালের নিকট মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুপারিশ করিয়াছেন।

মিউনিসিপ্যাল-কর্মচারী : পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পৌর-কর্মচারিগণ এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটি : বাঙ্গালোরে সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভায় যুগান্তর পত্রিকার শ্রীমিহির লাল গাঙ্গুলী আগামী বৎসরের জন্য সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশীয় সরকার স্থানীয় ২০ লক্ষ চীনা অধিবাসীকে নাগরিক অধিকার দিবার প্রস্তাব দিয়াছেন।

ভিয়েৎনাম : হ্যানয় সরকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হামফ্রের যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৬—**কানাডা:** কানাডায় সাধারণ নির্বাচনে উদারনৈতিক দল বিপুল সাফল্য লাভ করে। এই দলের নেতা হইলেন মিঃ ট্রুডু।

বিহার: কংগ্রেসী নেতা শ্রীমহেশ প্রসাদ সিংহ মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সময় চাহিলে রাজ্যপাল তাহা বাতিল করিয়া দেন।

হাইকোর্ট: ভারতের বিভিন্ন হাই কোর্টে ১৯৬৬ সাল হইতে ১,২২,০০০ মামলা এখনো বিচারাধীন আছে।

২৭—**বিহার:** বিহারের রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো রাষ্ট্রপতির নিকট রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করেন।

ভিয়েৎনাম: মার্কিন সামরিক কম্যাণ্ড ঘোষণা করিয়াছে যে তাহারা খে সান সামরিক ঘাঁটি হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে।

আসাম: গারো পার্বত্য অঞ্চলের ফুলবাড়ী এলাকায় প্রবল বন্যার ফলে ১৫,০০০ লোক গৃহহীন হইয়া পড়েন।

২৮—**উড়িষ্যা:** কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যার খরা পীড়িত অঞ্চলের জন্য ৫.৫ কোটি টাকা সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

নাগাভূমি: এই অঞ্চলে অস্ত্রবিরতি চুক্তি এক মাসের জন্য প্রসারিত করা হইয়াছে।

নির্বাচন: পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এই রাজ্যের অন্তবর্তী নির্বাচন ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী।

পশ্চিমবঙ্গ: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত, হিউম্যানিটিজ গ্রুপের প্রথম দশটি স্থানই মেয়েরা দখল করিয়াছে। তবে বিজ্ঞান গ্রুপের প্রথম দশটি স্থানই ছেলেদের দখলে রহিয়াছে।

পাকিস্তান: পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল অস্ত্র সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনার জন্য মস্কোতে উপনীত হইয়াছেন।

কেরালা: কেরালায় যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের হারে মাগ্গী ভাতা দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

২৯—**বিহার:** বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে এবং রাজ্য বিধানসভা বাতিল করা হইয়াছে।

আসাম: ব্রহ্মপুত্র নদী ডিব্রুগড়ে বিপদ সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

পি টি আই: ডঃ পি বি গজেন্দ্র গাদকার পি টি আই-এর পরবর্তী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

৩০—**পি এস পি :** বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত পি এস পি দলের কার্য নির্বাহক কমিটির এক বৈঠকে স্থির হয় যে, এই দল পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টে থাকিবে না কিন্তু আসন বন্টনের ভিত্তিতে তাহারা সহযোগিতা করিতে রাজী আছে।

বৈদেশিক মুদ্রা : রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রীএল কে ঝা বলেন যে, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

জাপান : জাপানের প্রধান মন্ত্রী শ্রী এসাকু সাতো বলেন যে, জাপানে মার্কিন ঘাঁটি, বিশেষ করিয়া বিমানঘাঁটি রাখার দরকার আছে।

জুলাই—১৯৬৮

১—**পার্কষ্ট্রীট ডাকাতি :** সকাল ৮-৩০ মিঃ পার্কষ্ট্রীট পোষ্ট অফিসের বাহিরে অপেক্ষমান এক পোষ্টালভ্যান হইতে ৩,১৭, ৯৫০ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারী : কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এ কে সেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৭৪৬ জন কর্মচারীকে গণছুটি গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ দিয়াছেন। ১৭০০ কর্মচারী শোভাযাত্রা সহকারে হাইকোর্টে যান।

২—**জঙ্গল সাঁওতাল :** কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজঙ্গল সাঁওতালের প্রতি দার্জিলিং-এর জেলা ও সেসন জাজ ৫ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ : সংযুক্ত বিধায়ক দলে জনসংঘ দুই মাস পরে পুনরায় যোগদান করিয়াছে কিন্তু সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীরা দল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

৩—**বার্লিন :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স সম্মিলিতভাবে রুশ সরকারের নিকট বার্লিন অভিমুখে এবং বার্লিনে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

কলিকাতা কর্পোরেশন : ছাত্র ফেডারেশনের দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে একদল ছাত্র কর্পোরেশনের সভাকক্ষে অতর্কিতে উপস্থিত হইয়া ডেপুটি মেয়র শিবকুমার খান্নার উপস্থিতিতেই নকল সভা পরিচালনা করে।

৪—**মাদ্রাজ :** তেনকাশী বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ডি এম কে প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়াছেন।

কংগ্রেস : পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীবিজয় সিং নাহার বহুবাজার কেন্দ্র হইতে তাঁহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়াছেন। তিনি আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বাছাই-এর ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হইয়া এই কাজ করিয়াছেন।

৫—**কংগ্রেস :** পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ভবনে উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর আগমন উপলক্ষে কংগ্রেসের দুইটি উপদলের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে।

পাক-ভারত সম্পর্ক : 'আগরতলা-মামলা' নামক মামলায় ভারতকে জড়াইবার জন্য পাক-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ভারত সরকার।

তাঞ্জানিয়া : ৪ জুলাই তাঞ্জানিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, রোডেশিয়ার ব্যাপারে সরকার ব্রিটেনের সহিত যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন তাহা পুনরায় স্থাপিত হইবে।

বায়াফ্রা : সংবাদে প্রকাশ নাইজেরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন বায়াফ্রা রাষ্ট্রে অনাহারে প্রতিদিন ৩০০০ জন মারা যাইতেছে।

৬—**নাসের :** সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের মস্কোতে বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল মুক্ত করিয়া মিশরের হাতে দিবে।

ফুটবল : ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে প্রথম ডিভিসন লীগের খেলার শেষে মহমেডান দলের সমর্থকরা তাহাদের দলের তাঁবু আক্রমণ করেন। খেলায় মহমেডান দল ৩-২ গোলে পরাজিত হয়।

চীন : সোভিয়েট সাপ্তাহিক 'নিউ টাইমস' মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভূটান, সিকিম, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং আসামকে চীনা অঞ্চল বলিয়া দাবী করার পিছনে চীন সরকারের সম্প্রসারণবাদী নীতি কাজ করিয়াছে।

৭—**রেলওয়ে :** দক্ষিণ এবং দক্ষিণমধ্য রেলওয়েতে ফায়ারম্যানরা ধর্মঘট শুরু করার ফলে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে রেল চলাচল অচল হইয়া পড়ে।

চন্দ্রপুরা : ডি ভি সি'র ২০তম বার্ষিক দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চন্দ্রপুরাতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প-এর তৃতীয় জেনারেটারের উদ্বোধন করেন।

আশুতোষ কলেজ : ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে ছাত্র ও কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠায় কর্তৃপক্ষ কলিকাতার আশুতোষ কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেন।

কানাডা : পি. ট্রুডুর নেতৃত্বে কানাডার নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

৮—**চিকিৎসকদের বিক্ষোভ :** 'আনকোয়ালিফায়েড' চিকিৎসকদের স্বীকৃতি-দানের ব্যাপারে সরকারী অনুমোদন সহ প্রস্তাবিত আইন আনার বিরুদ্ধে

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে কলিকাতার চিকিৎসকরা রাজ্যপালের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে মেডিকেল ছাত্ররা সাড়ে চার ঘণ্টা ঘেরাও করেন এবং এই সম্পর্কে ঘটনাস্থলে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। শেষ পর্যন্ত উপাচার্য পুলিশ ডাকিয়া পাঠান। ছাত্রদের দাবী ছিল, প্রস্তাবিত এম বি বি এস পরীক্ষার দিন পিছাইয়া দিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতিঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন রাশিয়া সফরে মস্কোতে উপনীত হইলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দিত করা হয়।

আণবিক পরীক্ষাঃ—ফ্রান্স ঘোষণা করিয়াছে যে, দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলে সে নূতন পর্যায়ে আণবিক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে।

৯—**কলিকাতাঃ** কলিকাতায় ৫০ বৎসরের ইতিহাসে প্রবলতম বারিপাত ঘটে।

প্রধান মন্ত্রীঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলিকাতায় আসেন। প্রবল বারিপাতের দরুণ তিনি দমদম বিমান বন্দর হইতে বাসে চড়িয়া রাজভবনে যান।

নাসের-জাকির হোসেন বৈঠকঃ মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন।

ফ্রান্সঃ পঁপিদু সরকারের অর্থ সচিব এম মরিস কাভে দ্য মারভিলকে প্রেসিডেণ্ট দ্যগল পঁপিদুর স্থলে নূতন প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

১০—**রুশ-ভারত সম্পর্কঃ** প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিনকে এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, সোভিয়েট সরকার কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র দানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে পারে।

আসামঃ শিবসাগর অঞ্চলে প্রবল বন্যার ফলে ১২০টি গ্রামের ৭৫,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরঃ প্রেসিডেণ্ট নাসের যুগোশ্লাভিয়া সফরের উদ্দেশ্যে বেলগ্রেডে উপনীত হইয়াছেন।

১১—**কলিকাতাঃ** প্রবল বারিপাতের ফলে কলিকাতায় ১০ জন লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

রুশ-ভারত সম্পর্ক : সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন বলেন যে, রাশিয়া ভারতের সহিত তাহার সম্পর্ক কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, রাজ্যসমূহকে দেয় কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ স্থির হইবে মাথা পিছু আয়ের ভিত্তিতে এবং অনুন্নত অঞ্চল সমূহে বেশী হারে কেন্দ্রীয় শিল্পোদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

বিহার : বিহার রাজ্য সরকারের নন গেজেটেড কর্মচারীরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন।

১২—**পশ্চিমবঙ্গ :** হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা প্রভৃতি জেলায় প্রবল বারিপাতের ফলে ৬৬,০০০ পরিবার ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

বিহার : রাজ্য সরকারের নন গেজেটেড কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে বিহারের হাসপাতাল সমূহের কাজ যাহাতে বন্ধ হইয়া না যায় তাহার জন্য সেখানে হোম-গার্ড নিয়োগ করা হইয়াছে।

দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয় হিন্দুস্থান ষ্টীল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে।

কোসিগিন : ষ্টকহোমে এক সম্বর্ধনা সভায় রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, ইউরোপের সীমানা পাল্টাইবার কোন চেষ্টা করা হইলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য।

১৩—**চেকোশ্লোভাকিয়া :** সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান মিঃ ব্রেজনেভের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলী নিয়া অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সহিত আলোচনা করার জন্য ওয়ারশ-তে উপস্থিত হন।

মধ্যপ্রদেশ : এই রাজ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত রহিয়াছে। এই ধর্মঘট ৬ই জুলাই হইতে শুরু হইয়াছিল।

ঘেরাও : জাতীয় শ্রম কমিশন কর্তৃক গঠিত একটি সমীক্ষা দল (পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামের জন্য) তাহাদের প্রতিবেদনে মন্তব্য করিয়াছেন যে, দাবী আদায়ের জন্য ঘেরাও নীতি শ্রমিকদের গ্রহণ করা উচিত নয়।

ক্ষুদ্র শিল্প : দিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পের অধিকর্তাদের এক সম্মেলনে এই মত প্রকাশ করা হয় যে, ভারতবর্ষে আরও দশলক্ষ ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা গঠন করা দরকার।

মোরারজী দেশাই: ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ইরাণ সফরে তেহেরাণে উপনীত হইয়াছেন।

১৫—**চেকোশ্লোভাকিয়া:** চেকোশ্লোভাকিয়ায় অবস্থিত রুশ সৈন্যদের এক অংশ গত রাত্রে চেকোশ্লাভাকিয়া ত্যাগ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

১৬—**ভারত-পাক বৈঠক:** পাক-ভারত সীমানা বিরোধসমূহ মীমাংসা করার জন্য দুই দেশের প্রতিনিধিদল কলিকাতায় এক বৈঠকে মিলিত হন।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত: শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ব্যক্তিগত কারণে লোকসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

আসাম: কাছাড় অঞ্চলে বন্যার ফলে ৪০০,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

কলিকাতা: কলিকাতার ৬টি বাস রুট প্রাইভেট বাসের মালিকদের হাতে অর্পণ করার এক সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য কলিকাতা রাজ্য পরিবহন দপ্তরের কর্মীরা এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করেন।

১৭—**জাতীয় শিক্ষানীতি:** কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অবশেষে জাতীয় শিক্ষানীতিরূপে নিম্নলিখিত বিষয় স্থির করিয়াছেন: ত্রিভাষা ফর্মূলা; বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম করা; শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করা।

ইরাক: ইরাকে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট আরেফ পদচ্যুত হইয়াছেন।

ভিয়েৎনাম: হ্যানয় সরকার ও মার্কিন সরকারের মধ্যে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দীর্ঘতম বৈঠকের পরেও কোন মীমাংসায় আসা সম্ভব হয় নাই।

রাজস্থান: রাজস্থানে বন্যার ফলে ৪৫ জন লোক প্রাণ হারান।

মহীশূর: সরকার পরিচালিত হিন্দুস্থান মেসিন টুলস কারখানায় লকআউট ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৮—**বিহার:** রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন এবং রাজ্যপালকে দুই মাস সময় দিয়াছেন যাহাতে তিনি তাঁহাদের দাবীদাওয়া বিষয়ে সুবিচার করিতে পারেন।

মধ্যপ্রদেশ: মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়া এখানকার রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

বন্যা: কেরালাতে বন্যার ফলে ৩৭ জন মারা যান।

চেকোশ্লোভাকিয়া: রাশিয়া এবং চারিটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ চেকোশ্লোভাকিয়ার উদারনীতি করণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

ফায়ারম্যান ধর্মঘট: দক্ষিণ এবং মধ্য দক্ষিণ রেলওয়ের ফায়ারম্যানরা তাঁহাদের ১৪ দিন ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি: রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন সোভিয়েট সফরশেষে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯—**চেকোশ্লোভাকিয়া:** চেক নেতৃবৃন্দ রাশিয়ার সহিত দেশের সংকট নিয়া আলাপ আলোচনার ব্যাপারে দলের আস্থা দাবী করেন। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত ঐ দেশের সংকট লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ: মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি পদত্যাগ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গে বন্যার জন্য ৫০০,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: প্রতিনিধিসভায় প্রেসিডেন্ট জনসনের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২ বিলিয়ন ডলারের নীচে হ্রাস করা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে চতুর্থ পরিকল্পনা কালে বিভিন্ন মূল্যবান সাময়িক পত্র কিনিবার জন্য ৩,৯০,০০০ টাকা দিয়াছেন।

সিংহল: ফেডারেল পার্টির ইয়ুথ লীগ সিংহলে পৃথক তামিলনাদের দাবী করিয়াছেন।

পাকিস্তান: জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করিয়াছেন।

পুলিশ সার্ভিস: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে, এইবার হইতে ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তর আই, পি, এস এসোসিয়েশনের দাবী অনুসারে এই সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

ইরাক: ইরাকে নূতন সামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন লেঃ কঃ আব্দেল রাজ্জাক অল নায়েফ।

২০—**বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ:** ভারত সরকার ভারতে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি দেখাশোনা করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন।

তৈল পাইপ লাইন: আসামের জোড়হাট হইতে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত লাকওয়াতে লাকওয়া-মোরোন অয়েল পাইপ লাইনের উদ্বোধন করা হয়।

বিহার: আই এন টি ইউ সি-নেতা মিঃ এ পি শর্মা বিহার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

নকশালবাড়ী সংগ্রাম সহায়ক কমিটি: ময়দানে অনুষ্ঠিত এই বিপ্লবী কম্যুনিষ্টদের এক সভায় আগামী নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

২১—**রুশ-ভারত সম্পর্ক:** ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীনাক্ষ পাইকে জানাইয়াছেন যে পাকিস্তানকে অস্ত্রদানের জন্য রাশিয়ার নিকট ভারতের উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য সংসদে কোন প্রস্তাব আনার প্রয়োজন নাই। অকম্যুনিষ্ট দলগুলির এক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী এক চরম পত্রে প্রধানমন্ত্রীকে এই ধরণের প্রস্তাব আনিবার জন্য দাবী জানান হইয়াছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়া: কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কোর নেতাদের সহিত রাশিয়াতে গিয়া বৈঠক করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন।

নাইজিরিয়া-বায়াফ্রা: নাইজিরিয়া বায়াফ্রার মধ্যে শান্তি-আলোচনা শুরু হইয়াছে।

পাকিস্তান: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁকে মস্কোতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন সোভিয়েট সরকার।

২২—**চেকোশ্লোভাকিয়া:** রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত চেক ভূমিতে আলোচনা করিতে প্রস্তুত বলিয়া জানাইয়াছেন।

রুশ-ভারত সম্পর্ক: পাকিস্তানকে রাশিয়ার অস্ত্র দানের সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া সংসদে অকম্যুনিষ্ট দলগুলি প্রস্তাব আনিতে চাহিলে তাহা বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

এস এস পি: শ্রীমধু লিমায়ে লোকসভায় এস এস পি দলের নেতার পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

২৩—**সংবাদপত্র:** নিখিল ভারত সংবাদপত্র ফেডারেশনের আহ্বানে কলিকাতা বোম্বাই ও দিল্লী সহ ভারতের সর্বত্র অধিকাংশ বড় বড় সংবাদপত্রে ধর্মঘট শুরু হইয়াছে।

মহীশূর: সরকার পরিচালিত হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্-এর কারখানা হইতে লকআউট প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

এস এস পি: শ্রীমধু লিমায়ে লোকসভায় এস এস পি দলের নেতৃপদ ত্যাগ করায় শ্রীরবি রায় দলের নেতা নির্বাচিত হন।

শিক্ষা : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্য স্বেচ্ছা-মূলক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও পেনসন প্রকল্পটি চালু করার জন্য রাজ্য সরকার 'অনুমোদিত বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পেনসন বিধি' জারী করিয়াছেন।

২৪—**সংবাদপত্র :** সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে ২৫শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংবাদপত্রের সাংবাদিক ও অ-সাংবাদিক কর্মীরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্ত করেন।

মধ্যপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশ সরকার রাজ্যের সমস্ত কৃষি জমির উপর হইতে ভূমি রাজস্ব বিলোপের এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

ভিয়েৎনাম : প্যারিস বৈঠকে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি দলের নেতা য়ুয়ান থুই বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমাবর্ষণ বন্ধ না করিলে তাহাদের পক্ষেই সঙ্কট বাড়িবে। ভিয়েৎনাম সংক্রান্ত শান্তি আলোচনার চতুর্দশ অধিবেশন আজ মাত্র ৩ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি : কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি সংক্রান্ত যে প্রস্তাব গত সপ্তাহে গ্রহণ করিয়াছেন, আজ তাহা সংসদের উভয় সভায় পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবের মূলনীতিগুলি হইল : ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, মাধ্যমিক স্তরে ত্রিভাষা সূত্র চালু করা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জন্য অভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

বৈরী নাগা : আত্মগোপনকারী বৈরী নাগারা নিজেরাই একতরফা ভাবে অস্ত্রসম্বরণ চুক্তির মেয়াদ এই বৎসরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিয়াছেন।

২৫—**সংবাদপত্র ধর্মঘট :** ধর্মঘটী সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের সমর্থনে সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া সমস্ত সংবাদপত্রের অফিসে এইদিন সমস্ত রকম কাজ বন্ধ ছিল।

২৬—**পাকিস্তান :** সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানের আণবিক শক্তির সমৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে প্রস্তুত বলিয়া জানাইয়াছে।

ভারত-মার্কিন আলোচনা : দিল্লীতে উভয় দেশের মধ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং বিবিধ দ্বিপাক্ষিক বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য বৈঠক শুরু হয়।

নাসের : সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের চিকিৎসার জন্য রাশিয়াতে আসিয়াছেন।

২৭—**সংসদ :** সংসদের বিশেষ অধিকার কমিটি এক সুপারিশে বলিয়াছেন যে, সংসদ সদস্যদের দৈনিক ভাতা ৩১ টাকা হইতে ৪১ টাকা বর্ধিত করা উচিত।

শিক্ষা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ও স্নাতক শ্রেণীর বিজ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ বাড়াইতে সম্মত হইয়াছেন।

২৮—**যুক্তফ্রণ্ট:** পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভা দিয়া ফ্রন্টের নির্বাচনী অভিযান আরম্ভ করেন।

২৯—**অটোহান:** বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক অটোহান জার্মানীর গোটেনজেনে মারা গিয়াছেন। তিনি আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী বিজ্ঞানী ছিলেন।

৩০—**সংবাদপত্র ধর্মঘট:** কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীজয়সুখ লাল হাতী কর্তৃক আহুত ধর্মঘটী সংবাদপত্র কর্মচারী ও মালিকদের এক বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শিক্ষা: বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এইবার হইতে অবসর গ্রহণের পরে পেন্সন ভোগ করার অধিকারী হইলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৩১—**চেকোশ্লোভাকিয়া:** সিয়ের্ণা নাদ টিসুতে চেক ও সোভিয়েট নেতারা এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হইয়াছেন।

ইরাক: ইরাকের প্রেসিডেন্ট আহমেদ হাসান অল বক্র দেশের নূতন প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাসিত করিয়াছেন, মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং নিজের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা রাখিয়াছেন।

বার্ষিক বাজেট: ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য ভারতের বার্ষিক বাজেট ২,৩০৭ কোটি টাকায় নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অর্থ কমিশন: শ্রীমহাবীর ত্যাগী পঞ্চম অর্থ কমিশনের পুরা সময়ের জন্য চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

আগষ্ট—১৯৬৮

১—**চেকোশ্লোভাকিয়া:** সিয়ের্ণা নাদ টিসুতে অনুষ্ঠিত চেক ও রুশ কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক বৈঠকে স্থির হয় যে, ৩ আগষ্ট পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট দেশগুলির এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলনে চেক পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

সমূহের কিছু ক্ষমতা হ্রাস করিয়া কমিশনারের উপর সেই ক্ষমতা অর্পণ করিবার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

রোডেশিয়া : রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ কমিটির অন্যতম সদস্য হইয়াছে ভারত।

ইরাক : ইরাকের প্রেসিডেন্ট আমেদ হাসান অল বকরের প্রধান মন্ত্রিত্বে ২০ জন সদস্য বিশিষ্ট নূতন ইরাকী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

২—**ফিলিপাইন :** এক ভূমিকম্পের ফলে রাজধানী মানিলায় ৪০০ জন লোক নিহত হন।

৩—**বিহার :** তিরহুত ডিভিসনের চম্পারণ, মজঃফরপুর এবং দ্বারভাঙ্গা জেলায় প্রবল বন্যার ফলে বিহারের চারলক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

আসাম : তেজপুর মহকুমার বিস্তৃত ভূখণ্ড বন্যার কবলে পুনরায় পড়ায় প্রায় ৫০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বৈরী নাগা : বৈরী নাগাদের মধ্যে বিদ্রোহী নেতা জেনারেল কাইতো কোহিমাতে আততায়ীর হাতে গুলীবিদ্ধ হন।

চেকোশ্লোভাকিয়া : চেক ভূখণ্ড হইতে রাশিয়ার সৈন্য সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়া আসে।

ইরাক : নূতন সরকার কুর্দীদের স্বায়ত্ত্বশাসনের পুরাতন দাবী মানিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

৪-**চেকোশ্লোভাকিয়া :** ব্রাতিশ্লাভায় অনুষ্ঠিত সোভিয়েট রাশিয়া, হাঙ্গেরী বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব জার্মানীর কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক শীর্ষ সম্মেলনে পূর্ণ মতৈক্য স্থাপিত হইয়াছে।

ভিয়েৎনাম : গত তিনদিনে উত্তর ভিয়েৎনাম বাহিনী ৪টি মার্কিন বিমান ভূপাতিত করায় সর্বমোট ৩,০৭৩টি মার্কিন বিমান উত্তর ভিয়েতনাম বাহিনীর হাতে ধ্বংস হইল।

বৈরী নাগা : গতকাল কোহিমাতে আহত কাইতো সেমা আজ পরলোক গমন করিয়াছেন।

রপ্তানী : ভারতে প্রস্তুত টেলিফোন যন্ত্রপাতির রপ্তানী ১৯৬৬-৬৭ সালে ৮১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার মূল্যের হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের অপেক্ষা এই পরিমাণ নয় গুণ বেশি।

৫—**ব্যাঙ্কিং আইন বিল :** লোকসভায় এই বিলটি আলোচনার্থ গৃহীত হইয়াছে।

৬—**পশ্চিমবঙ্গ:** মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িত অধিবাসীদের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের নিকট ত্রাণবাবদ ২ কোটি টাকা চাহিয়াছেন।

গুজরাট: বন্যার প্রবল কোপে পতিত সুরাট জেলায় সামরিক বাহিনী তলব করা হইয়াছে।

৭—**পশ্চিমবঙ্গ:** মেদিনীপুরের বন্যার কোপে পতিত কাঁথি শহরেরই ২০০০ বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। সামরিক বাহিনী বন্যাত্রাণে নামিয়াছে।

গুজরাট: দক্ষিণ গুজরাটে প্রবল বন্যার ফলে বোম্বাই দিল্লী ট্রেণ চলাচল এবং টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছে।

সিনেমা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক আদেশনামা জারী করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য শতকরা ২০ ভাগ শো নির্দিষ্ট করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সিনেমা লাইসেন্স দেওয়া হইবে।

ব্যাঙ্ক: সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ১ দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্মঘটের কারণ হইল যে, তাঁহারা সংসদে উত্থাপিত ব্যাঙ্কিং আইন (সংশোধন) বিলটির ৩৬-এডি এবং ৫৪-এএ ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

আয়ারল্যাণ্ড: আয়ারল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলিণ্ডন লিঞ্চ নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৮—**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাব্লিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে রিচার্ড এম নিকসন মনোনীত হইয়াছেন।

নাইজিরিয়া বায়াফ্রা আলোচনা: নাইজিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য আদ্দিস আবাবায় উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে দু ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা হয়।

চিকিৎসা: সাম্প্রতিক প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেজিষ্টার হইতে জানা যায় যে, ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাক্তারদের সংখ্যা হইল ৭৫৮১৮। তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রেজিষ্ট্রিকৃত ডাক্তারের সংখ্যা সর্বাধিক—২০,২৮৬। অতঃপর মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ—যথাক্রমে ১৫,৩৫০ এবং ১১,১১৭।

৯—**পাক-ভারত সম্পর্ক:** পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় ছিট এলাকায় (enclave) ভারতীয় পুলিশবাহিনীকে যাইতে দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

নেপাল: নেপালের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকীর্তি নিধি বিস্তা

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরশাদ হোসেন এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ঈ কে নেপাল-পরিভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

১০—**পশ্চিমবঙ্গ:** কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের একটি গাড়ী হইতে ২৫০০০ টাকা লুঠ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। লুণ্ঠনকারীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মার্শাল টিটো: যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো প্রাগে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে তিনি চেক নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনা করেন।

১১—**মার্শাল টিটো:** যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে চেকোশ্লোভাকিয়ার সংস্কার মূলক নীতি সমর্থন করিয়াছেন।

গুজরাট: দক্ষিণ গুজরাটের বন্যায় ১০০০ ব্যক্তি মারা গিয়াছে বলিয়া আশংকা করা হইয়াছে।

১২—**কলিকাতা কর্পোরেশন:** ডেপুটি মেয়র শ্রীশিব কুমার খান্না কর্পোরেশনের সভায় কংগ্রেসী ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে মাথায় আঘাত পান।

৩ টি শিল্পে ধর্মঘট: বেতন বোর্ডের রায় চালু করিতে অস্বীকার করার ফলে চটকল, সূতাকল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা একযোগে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী প্রতীক ধর্মঘট সাফল্যের সহিত পালন করিয়াছেন।

হাইকোর্ট: কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিংহ কর্তৃক এডভোকেট জজের চেয়ে ব্যারিষ্টার জজদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা দানের অভিযোগে কলিকাতা বার এসোসিয়েশনের অ্যাডভোকেটগণ হাইকোর্টের সমস্ত আদালত বর্জন করিয়াছেন।

১৩—**পশ্চিমবঙ্গ:** রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্যের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণ কার্যের জন্য ৭ কোটি টাকা চাহিয়াছেন।

হাইকোর্ট: কলিকাতা হাইকোর্টের আডভোকেটগণ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বিচারকক্ষের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বিক্ষোভ চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

কংগ্রেস: দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় স্থির হইয়াছে পাঞ্জাবের গিল মন্ত্রিসভাকে কংগ্রেস আর সমর্থন করিবে না।

১৪—**কলিকাতা বন্দর:** লোকসভায় যোগাযোগ ও জাহাজী মন্ত্রী ভি কে ভি আর রাও এক প্রশ্নোত্তরে জানান যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে কলিকাতা বন্দরে এক

কোটি টাকা লোকসান হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর শ্রী পি. সি. ভট্টাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৫—ভারত : দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সূচী পালন করা হয়।

১৬—জীবন বীমা কর্মচারী : বিবিধ দাবীর অনুকূলে কলিকাতার ৫০০০ জীবনবীমা কর্মচারী একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

১৭—মাদ্রাজ : মাদ্রাজ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে মাদ্রাজ রাজ্যের নাম তামিলনাড়ু রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়

রাজ্য সমূহের ঋণ : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন রাজ্যের নিকট ঋণ বাবদ মোট ৫০০০ কোটি টাকা পাওনা রহিয়াছে।

১৮—ট্রেন দুর্ঘটনা : বর্ধমান-হাওড়া লোক্যালের গাংপুরে দণ্ডায়মান একটি ট্রেনের সহিত সংঘর্ষের ফলে ৫জন মারা যান।

ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি বাহিনী প্রচণ্ড ও ব্যাপক ভাবে মিত্রবাহিনীর ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালান।

মার্কিন সৈন্যদের সহিত সায়গনের সরকারী সেনাদের বচসার পরিণতি স্বরূপ মার্কিন সৈন্যরা ৩০ জন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী সৈন্যকেই গুলীবিদ্ধ করিয়া মারে।

১৯—পাঞ্জাব : পাঞ্জাব গিল মন্ত্রিসভার দুইজন সদস্য রাজস্বমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রী—পদত্যাগ করিয়াছেন।

অনাস্থা প্রস্তাব : শ্রীমধু লিমায়ে কর্তৃক আনীত উপ প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় ১৯৩-৫৭ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

পাক-ভারত সম্পর্ক : শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের জনসভায় পাক-ভারত যুদ্ধ বর্জন চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তৃতীয় বারের মত এই ধরণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

২০—ভিয়েৎনাম : মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ জনসন ডেট্রয়েটে প্রবীন মার্কিন যুদ্ধ বিশারদদের সভায় বলিয়াছেন যে, উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবর্ষণ কোন মতেই বন্ধ করা হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ : বেলঘড়িয়াতে অবস্থিত টেক্সম্যাকোর ১২৮ দিন ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

২১—চেকোশ্লোভাকিয়া : সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড. পূর্ব জার্মানী,

হাঙ্গেরী এবং বুলগারিয়ার সৈন্যরা চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন।

পাঞ্জাব: পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীলছমন সিং গিল পদত্যাগ করিয়াছেন।

সংসদ সদস্য গ্রেপ্তার: চাণক্যপুরীতে সোভিয়েট দূতাবাসের সম্মুখে চেক ভূমিতে সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদে এস এস পি দলের সংসদ সদস্যদ্বয় শ্রীমধু লিমায়ে এবং শ্রী জে এস প্যাটেল বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

২২—**অশোক মেহতা:** কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ম মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাশিয়া সহ সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতিতে বিক্ষুব্ধ হইয়া মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

পাঞ্জাব: পাঞ্জাবের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন।

ইন্দিরা গান্ধী: ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় ঘোষণা করেন যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে তিনি সোভিয়েট সামরিক বাহিনী যাহাতে চেকোশ্লোভাকিয়া ত্যাগ করিয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন।

জাতীয় আয়: কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা এক প্রতিবেদনে জানাইয়াছেন যে ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় শতকরা ৯·১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২৩—**পাঞ্জাব:** রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদ: সোভিয়েট রাশিয়া ভিটো প্রয়োগের ফলে পরিষদে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রসংগ আলোচিত হইতে পারে নাই।

চেকোশ্লোভাকিয়া: মস্কোর নেতাদের সহিত চেকপরিস্থিতি লইয়া আলোচনার জন্য চেক প্রেসিডেন্ট সোবোদা মস্কোতে গিয়াছেন।

চীন: চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাশিয়া সহ অন্য কয়েকটি সমাজতন্ত্রী দেশের সৈন্য প্রবেশ করায় চীন রাশিয়ার তীব্র নিন্দা করিয়াছে। তাহার মতে ইহা সাম্রাজ্য-বাদী আচরণ।

আসাম: এই রাজ্যে আরেকটি সরকারী তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সমস্ত রাজ্যে ১২ ঘন্টা ব্যাপী হরতাল পালিত হয়।

২৪—**কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:** বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিল: লোকসভায় স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিল গৃহীত হইয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া: মস্কোতে চেক নেতৃবৃন্দের সহিত রুশ নেতৃবৃন্দের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু হয়।

শিক্ষা : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগকে জাতীয় শিক্ষার স্বার্থে আরও ব্যবহার করার উদ্দেশ্য নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তাহাদের মধ্য হইতে একটি নামের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬—**চেকোশ্লোভাকিয়া :** মস্কোতে সোভিয়েট ও চেক নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক আলোচনা বৈঠকের পর চেক ভূখণ্ড হইতে সৈন্য অপসারণ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

২৭—**আসাম :** আসাম বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের আসাম পুনর্গঠন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

২৮—**পশ্চিমবঙ্গ :** এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালু থাকিবার কথা ছিল। উহার মেয়াদ আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়।

বেকারী : পশ্চিমবঙ্গে চরম বেকারী। একটি ব্যাঙ্কে কয়েকটি কেরানীর পদের জন্য ২৮,০০০ প্রার্থী আবেদন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩০০ ইঞ্জিনীয়ার।

আসাম : হরেশ্বর গোস্বামীর মৃত্যুর ফলে বিধান সভায় স্পীকারের শূন্য আসনে শ্রীমহীকান্ত দাস নির্বাচিত হন।

২৯—**গুয়াটেমালা :** গুয়াটেমালা সিটিতে মার্কিন দূত আততায়ীর গুলীতে মারা গিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : হুবার্ট হামফ্রে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন।

আসাম : রাজ্য বিধান সভায় কম্যুনিষ্ট দলের নেতা ফণী বরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলা প্রসাদ চালিহার বিরুদ্ধে এক অনাস্থা সূচক প্রস্তাব আনিয়াছেন।

৩০—**লোকসভা :** লোকসভায় পি এস পি সদস্য শ্রী এস এন দ্বিবেদী চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণের দেশের রাজনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিকীকরণ এবং উদারনীতিকরণের প্রতি সমর্থন জানাইয়া যে প্রস্তাব আনেন তাহা বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। কম্যুনিষ্ট সদস্যরা বিরোধিতা করেন। সরকার পক্ষ দ্বিবেদীর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বিহার : বিহারে প্রবল বন্যার ফলে মুঙ্গেরের ১ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৩১—**আসাম :** কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চল পুনর্গঠন সংক্রান্ত তিনটি পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়াছেন। এই অঞ্চলে অবস্থিত আছে আসাম নাগাভূমি, ত্রিপুরা এবং মণিপুর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : প্রেসিডেন্ট জনসন রাশিয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন আক্রমণই চুপচাপ বসিয়া দেখিতে পারেনা।

কলিঙ্গ পুরস্কার : ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক মিঃ ফ্রেড হয়েল বিজ্ঞানচর্চ্চাকে জনপ্রিয় করার জন্য কলিঙ্গ পুরস্কার পাইয়াছেন। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য হইল ১০০০ ষ্টার্লিং।

সেপ্টেম্বর—১৯৬৮

১—**ইকুয়েডর :** ইকুয়েডরের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জোস মারিয়া ভেলাসকো ইবেরা পঞ্চমবারের জন্য প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া : চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২০ জন সদস্য নিয়া নূতন ভাবে প্রেসিডিয়াম সংগঠিত করিয়াছেন।

ইরাণ : ইরাণে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ১০,০০০ লোক নিহত।

২—**পাকিস্তান :** পাকিস্তানস্থিত মার্কিন প্রচার কেন্দ্রের (USIS) প্রধান মিঃ জন ম্যাকার্থির প্রদত্ত বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে মোট ৬৪০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্রের মোট মূল্য ১০০ মিলিয়ন ডলার।

আসাম : আসাম বিধান সভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার বিরুদ্ধে শ্রীফণী বরা কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব ৬৭-৩৭ ভোটে বাতিল হইয়া যায়।

৩—**কলিকাতা :** বাস কণ্ডাকটরের সহিত কিছু কলেজ ছাত্রের বচসার পরিণতিতে শ্যামবাজার—বারাসত ও শ্যামবাজার—বসিরহাট লাইনে বাস ধর্মঘট হয়।

তুরস্ক : তুরস্কে ভূমিকম্পের ফলে ১০ জন নিহত হয়।

৪—**আসাম :** আসামের পার্বত্য অঞ্চল সমূহের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবী সফল করার জন্য সর্ব দলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলন অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়াছেন।

কলিকাতা : বেসরকারী বাস মালিকদের ধর্মঘটের ফলে শহরের ১৮টি রুটে বাস বাহির হয় নাই।

হিন্দুস্থান ষ্টীল : দুর্গাপুরে হিন্দুস্থান ষ্টীল প্লাণ্টের আই এন টি ইউ সি পরিচালিত ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কর্মীরা প্লাণ্টের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। ৩৬ জনকে ইহার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৫—**পশ্চিমবঙ্গ :** প্রশাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের নীতি কলিকাতা ও হুগলীতে চালু করা হয়। এই উপলক্ষে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এক

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-চীন সম্পর্ক: ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিদেশী সংবাদদাতাদের কাছে এক বক্তৃতায় বলেন যে, ভারত চীনের সহিত উপযুক্ত পরিবেশে এবং উপযুক্ত পরিস্থিতিতে আলোচনা বৈঠকে বসিতে রাজী।

কলিকাতা: প্রাইভেট বাস মালিকদের ধর্মঘট অব্যাহত।

৬—**সোভিয়েট রাশিয়া:** চেকোশ্লোভাকিয়া সংক্রান্ত যুগোশ্লাভ নীতির জন্য সোভিয়েট রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান।

হিন্দুস্থান ষ্টীল: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার রোলিং মিলস এবং হুইল এণ্ড অ্যাক্সল প্ল্যান্টের ৪০০০ শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ 'লেড অফ' করিয়া দেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এক জরুরী টেলিগ্রাম করিয়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ ডি এন সেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট রিপোর্ট তাঁহাকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন।

৭—**সোয়াজিল্যাণ্ড:** আফ্রিকার এই রাষ্ট্রটি ব্রিটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত হইল। এই রাষ্ট্রের রাজার নাম রাজা ২য় সোভূজা।

৮—**প্রধানমন্ত্রী:** প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া পরিদর্শনে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন।

ভিয়েৎনাম: উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো চি মিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণ থামাইবার জন্য এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে সরিয়া যাইবার জন্য বলিয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া: চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ পশ্চিম জার্মানী-চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত এলাকা পাহারা দিবার জন্য রুশ সৈন্য মোতায়েন করিতে রাজী হইয়াছেন।

কংগ্রেস: মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় রাজ্য কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে শ্রী ডি পি মিশ্র পুনরায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ: নকশালবাড়ী আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীবাবুলাল বিশ্বকর্মা পুলিসের সহিত এক সংঘর্ষে নিহত হইয়াছেন।

৯—**আসাম:** সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃবর্গের সম্মেলনের ডাকে হরতাল সাফল্যের সহিত পালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ: বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণকার্যে সহায়তা করার জন্য সামরিক বাহিনী ডাকা হইয়াছে।

ফ্রান্স : দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফ্রান্স দ্বিতীয় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে।

১০—**চেকোশ্লোভাকিয়া :** মস্কোতে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী কোসিগিন ও চেক প্রধান মন্ত্রী সার্ণিকের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে আর্থ নৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

আসাম : সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃবৃন্দের স্বেচ্ছাসেবকরা শিলং-এ তাহাদের পৃথক পার্বত্য রাজ্যের দাবীতে সত্যাগ্রহ চালাইয়া যাইতেছেন।

কলিকাতা : আলীপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে এক দাঙ্গার ফলে ২৪ পরগণা জেলার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আহত হন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষতের কর্মীবৃন্দ তাঁহাদের উন্নততর চাকুরী ব্যবস্থার দাবীতে অনশন ধর্মঘট করেন।

অলিম্পিক : ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন মেক্সিকো অলিম্পিকের জন্য ৩৯ জন সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় দলের নামের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করিয়াছেন।

কাশ্মীর : কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসি. এম সাদিক শেখ আবদুল্লা আয়োজিত পিপলস কনভেনশনে যোগ দিবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

১১—**আসাম :** গারো, খাসি এবং জোয়াই পার্বত্য জেলাসমূহ নিয়া আসামের মধ্যে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন ভারত সরকার। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করার কথাও ঘোষণা করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

কলিকাতা : ১৯৬৬ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুইজন প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

১২—**চেকোশ্লোভাকিয়া :**—চেকোশ্লোভাকিয়ার বড় বড় শহর হইতে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সৈন্য অপসৃত হইতেছে।

অধ্যাপকদের কর্মবিরতি : পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা একদিনের কর্মবিরতি কর্মসূচী পালন করেন।

১৩—**কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী :** রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিনান্সবলে রেল, বন্দর ও বিমান বিভাগে ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা করিয়াছেন।

উত্তরপ্রদেশ : এটাওয়া জেলায় একজন হরিজনকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে

হরিজনদের বিক্ষোভ প্রদর্শন; পুলিশের সহিত সংঘর্ষে পুলিশের গুলীতে চার ব্যক্তি নিহত। সমগ্র জেলায় কার্ফু জারী করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন: শ্রীজে, সি, সেনগুপ্ত কর্পোরেশনের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

মাথাপিছু আয়: বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও কেরালার মাথাপিছু আয় ভারতের জাতীয় আয়েরও কম বলিয়া জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ জানাইয়াছেন।

১৫—**কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী:** কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেন যে আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর যে সব সরকারী কর্মচারী কাজে যোগ দিবেন না তাহাদের চাকুরীর ধারাবাহিকতা ছিন্ন হইবে।

আসাম: সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃবৃন্দের সম্মেলন তাঁহাদের পৃথক পার্বত্য রাজ্য আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন।

১৬—**প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন:** কমিশন সরকারের নিকট উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনে বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১৬ জনের বেশী সদস্য থাকা উচিত নয়।

চেকোশ্লোভাকিয়া: ব্রাতিস্লাভা হইতে রাশিয়ার সৈন্যরা সরিয়া আসে।

শিক্ষক অনশন: কলিকাতার রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পেনসনের দাবীতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে ১২১ জন শিক্ষক অনশন ধর্মঘট সুরু করেন।

তাইওয়ান: জনসংঘ, পি এস পি, এস এস পি, স্বতন্ত্র, ডি এম কে প্রভৃতি দলভুক্ত সংসদের ১২৫ জন সদস্য তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

১৭—**বন্যা নিয়ন্ত্রণ:** পশ্চিমবঙ্গে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ১৩·২৭ কোটি টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ: রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে লাগাতার ধর্মঘটের পথে পা বাড়াইবেন। বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ রক্ষা করিবার জন্য সামরিক বাহিনীর লোক নিযুক্ত হইবে।

উত্তরপ্রদেশ: রুদ্রপ্রয়াগে অবস্থানরত বদ্রীনাথগামী ৩০ জন যাত্রী রাত্রিবেলায় ধ্বসের ফলে মারা যান।

সংবাদপত্র ধর্মঘট : কেন্দ্রীয় সরকার সংবাদপত্র কর্মী-মালিক বিরোধকে সালিশীতে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করেন।

আসাম : আসাম কংগ্রেস কমিটি আসাম রাজ্যের ভিতর স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য রাজ্য গঠনের কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান।

গ্রীস : গ্রীসের জন্য নূতন খসড়া সংবিধান গণমতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮—**পশ্চিমবঙ্গ :** রাজ্য সরকার রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পণ্ডিচেরী : পণ্ডিচেরীতে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইল।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী : ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের মোকাবিলা করার জন্য সামরিক বাহিনীকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ধর্মঘটের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৯—**কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট :** ভারতবর্ষব্যাপী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সাফল্যের সহিত পালিত হয়। পাঁচজন গুলী চালনায় মারা যান। ৫০০০ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারীরা ধর্মঘট আরম্ভ করেন।

২০—**সংবাদপত্র ধর্মঘট :** ৫৯ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের শেষে আজ সংবাদপত্র কর্মীরা কাজে যোগ দেন।

ন্যূনতম বেতন : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের দাবী অগ্রাহ্য করেন।

লাটিন আমেরিকা যাত্রা : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শেষ রাত্রে লাটিন আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট : আসাম রাজ্যের ৮০০০ জন ডাক ও তার কর্মীদের ধর্মঘটে যোগদানের জন্য বরখাস্ত করা হইয়াছে।

২১—**পশ্চিমবঙ্গ :** ভারতের প্রধান নির্বাচনী কমিশনার শ্রীএস. পি. সেনবর্মা কলিকাতায় ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন : ডেপুটি মেয়র শ্রীশিবকুমার খান্নার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়।

রেল দুর্ঘটনা : ডায়মণ্ড হারবার রেল ষ্টেশনে এক দুর্ঘটনার ফলে ৪ জন মারা যান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ উপাচার্য ডাঃ এস. এন. সেনের পদত্যাগ পত্র রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর গ্রহণ করেন।

২২—**মহাকাশাভিযানঃ** রাশিয়া ১৫ সেপ্টেম্বর যে জোণ্ড-৫ মহাকাশযান চন্দ্রলোকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহা আজ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কেরালাঃ মুখ্যমন্ত্রী ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ বলিয়াছেন যে, কেরালা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

২৩—**কেরালাঃ** কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারীদের প্রতি কেরালা সরকারের মনোভাব মানিয়া লইতে পারেন না।

প্রধানমন্ত্রীঃ ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেরিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উপস্থিত হইয়াছেন।

মোরারজী দেশাইঃ কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের অর্থসচিব সম্মেলনের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন যে, বৈদেশিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশঃ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ মেনন কোচিনে এক বক্তৃতায় বলেন যে, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ কোন রাজ্যে পাঠাইবার ব্যাপারে সেই রাজ্যের সরকারের সহিত পূর্বে আলোচনা করিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য নহেন।

২৪—**কেরালাঃ** সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ কেরালাতে পাঠাইবার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সহিত আলোচনা করেন নাই বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ অভিযোগ করেন।

স্বীকৃতি প্রত্যাহারঃ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯শে সেপ্টেম্বরের প্রতীক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারী ছ টি রেল ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া লন।

২৫—**দিল্লীঃ** ১৯শে সেপ্টেম্বর ইন্দ্রপ্রস্থ এষ্টেটে পুলিশের বর্বরোচিত ব্যবহারের জন্য দায়ী দিল্লীর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহীন্দর সিংকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে।

নেপালঃ নেপালের মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘঃ গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট আরেনালেস কাটালান রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

মার্কিন সাহায্য : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রদত্ত সাহায্যের মোট আশীভাগ ভোগ করে ১৫টি রাষ্ট্র। এই পনেরটি হইল—দঃ ভিয়েৎনাম, ভারত, ব্রাজিল, পাকিস্তান, কলম্বিয়া, দঃ কোরিয়া, তুরস্ক, লাওস, চিলি, থাইল্যাণ্ড, ডমিনিকান রিপাব্লিক, ইন্দোনেশিয়া, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া ও পানামা।

২৬—**ভারতীয় বিজ্ঞানী :** প্রায় ৪০০০ ভারতীয় বিজ্ঞানী ভারতের বাহিরে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছেন।

২৭—**নিয়মমাফিক কাজ :** ডাক ও তার বিভাগের কর্মীরা নিয়ম মাফিক কাজ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

পর্তুগাল : মি. মার্শেলো কাটেনো পর্তুগালের নূতন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে সালাজারের আমলে গৃহীত পর্তুগালের আফ্রিকা নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।

২৮—**শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী :** ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্তমানে উরুগুয়ে সফরে ব্যাপৃত আছেন। উরুগুয়ের ইক্ষুসমস্যা সমাধানে ভারত সাহায্য করিবে বলিয়া তিনি এক ভাষণে প্রতিশ্রুতি দেন।

আংশিক চিনি নিয়ন্ত্রণ : ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, চিনির আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকিবে।

২৯—**শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী :** ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর্জেন্টিনার রাজধানী ব্যুয়নাস আয়ার্সে উপস্থিত হইয়াছেন।

৩০—**গ্রীস :** গ্রীসের নাগরিকেরা সামরিক শাসকদের খসড়া সংবিধান সমর্থন করিয়াছেন।

ভিয়েৎনাম : সায়গন সরকার বোমা বন্ধ কিংবা যুদ্ধের এলাকা সম্প্রসারণ না করা নীতির বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অক্টোবর—১৯৬৮

১—**গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী :** আজ হইতে গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের সূত্রপাত।

ভুপাল : মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হইয়াছে।

মোরারজী দেশাই : ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বিশ্ব-

ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ সম্পর্কে উদার নীতি অবলম্বনের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাঙ্কের অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়াছেন।

কিউবা: কিউবা সরকার রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় বোটানিষ্ট ডঃ বাসুদেবকে মুক্তি দান করেন। তাঁহাকে বিষাক্ত গাছপালা লাগাইবার অভিযোগে আটক করা হইয়াছিল।

২—চেকোশ্লোভাকিয়া: রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ-পরিষদে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক রাশিয়াকে চেকোশ্লোভাকিয়া ত্যাগ করিতে বলেন।

প্রধানমন্ত্রী: প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে উপনীত হইয়াছেন।

চীন: চীনের ১৯শ স্বাধীনতা বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে পদমর্যাদা অনুসারে দশজনের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহাতে লিও শাও চী-র নাম নাই। উক্ত তালিকার প্রথম স্থানে আছেন মাও সে তুং; মাও পত্নীর নাম পাঁচজনের পরে। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর নাম লিন পিয়াওর পরে।

৩—চেকোশ্লোভাকিয়া: চেক নেতৃগণ মস্কোতে গিয়া রুশ নেতাদের সহিত আলোচনা সুরু করিয়াছেন।

রুশ মহাকাশযান: চন্দ্র প্রদক্ষিণ করার পর মহাকাশযান জোণ্ড-৫ গোপনীয় ভাবে বোম্বাইতে উপস্থিত হইয়াছে।

পেরু: এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট ফার্ণাণ্ডো বি. টেরি ক্ষমতাচ্যুত হইয়ছেন।

প্রধানমন্ত্রী: প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পেরুতে সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য ঐ রাষ্ট্রে তাঁহার সফরসূচী বাতিল করেন।

মোরারজী দেশাই: ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতায় শ্রী দেশাই বলেন যে ভারতভূমি হইতে চীনাদিগকে বিতাড়িত করিতে হইবে।

৫—উত্তরবঙ্গে বন্যা: অভূতপূর্ব প্রবল বর্ষণের ফলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বন্যা। ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন; ১৮০ জনের মৃত্যু।

পেরু: সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক জেনারেল জুয়ান ভেলাসকো আলভারাডো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র পার্টি: পার্টির পঞ্চম জাতীয় কনভেনশন ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

বলিভিয়া: দেশের সামরিক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন।

৬—জলপাইগুড়ী: প্রলয়ঙ্কর বন্যার ফলে জলপাইগুড়ী শহর জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং প্রচুর ধনসম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে।

ইরাক : আরও একটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া : আসামের বিখ্যাত সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবঁড়ুয়ার জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন হয়।

৭—**উত্তরবঙ্গ :** ভয়ঙ্কর বন্যার ফলে উত্তরবঙ্গের বহুস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

আকালী দল : সন্ত আকালী দল ও মাষ্টার আকালী দলের মধ্যে মিলন ঘটিয়াছে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়া : মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন রাস্ক নিউ ইয়র্কে বলিয়াছেন যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছাড়িবেনা।

৮—**উত্তরবঙ্গ :** বন্যার জল নামিয়া যাইতেছে, কিন্তু বন্যাজনিত দুঃখ দুর্দশায় বিপুলসংখ্যক নরনারী মৃতপ্রায়।

ডি. ভি. সি : ডি. ভি. সি'র পাওয়ার টাওয়ার অকর্মণ্য হইয়া পড়ায় বর্ধমান শহর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

এটর্ণী জেনারেল : ভারতের বর্তমান সলিসিটার জেনারেল শ্রীনীরেন দে ভারতের এটর্ণী জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

পি. টি. আই : প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ অকস্মাৎ হৃদরোগে মারা যান।

৯—**নোবেল পুরস্কার :** শান্তির জন্য ১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ৮১ বৎসর বয়স্ক ফরাসী আইনবিদ রেনে কাসিন।

বিশেষজ্ঞগণ : অর্থনৈতিক ও গবেষণা ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে পরিচালিত এক সমীক্ষা হইতে জানা যায় যে, ভারতের কারিগরী বিশেষজ্ঞদের শতকরা ৯৯ জনই বিদেশাগত। ইঁহাদের জন্য বৎসরে ব্যয় হয় ২৫ কোটি টাকা।

ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামে থিউ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

১০—**জলপাইগুড়ী :** উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বন্যাপীড়িত জলপাইগুড়ী শহর পরিদর্শন করিতে যান। বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁহাকে বিরূপ সম্বর্ধনা জানায়।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী : কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের চারটি শ্রমিক সংস্থার নেতা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ : উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ পিছাইয়া দিবার জন্য অনেকগুলি রাজনৈতিক দল দাবী জানান।

কাশ্মীর: শ্রীনগরে শেখ আবদুল্লার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'কাশ্মীর কনভেনশনে' শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন-এর মধ্যেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

রোডেশিয়া: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন ও রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ স্মিথ 'ফিয়ারলেস' নামক ব্রিটিশ জাহাজে রোডেশিয়া সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় বসেন।

প্রধানমন্ত্রী: প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভেনেজুয়েলায় উপনীত হন।

১১—**উত্তর বঙ্গ:** বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জন্য জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী সাহায্য পাঠান হয়।

বিদ্যুৎ কর্মী ধর্মঘট: বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা যে ধর্মঘট চালাইতেছেন তাহা হইতে 'রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ান' একতরফা ভাবে সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লন। এই ইউনিয়ান মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বারা প্রভাবিত।

চন্দ্র অভিযান: মার্কিন চন্দ্রযান এপোলো-৭ নিরাপদে পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়া আসে।

কাশ্মীর: কাশ্মীর কনভেনশনে শেখ আবদুল্লা পুনরায় স্বাধীন কাশ্মীরের ধুয়া তোলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী: ১৯শে সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের চারজন নেতা অনশন ধর্মঘট সুরু করেন।

১২—**অলিম্পিক ক্রীড়া:** মেক্সিকো নগরীতে ১৯শ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন।

১৩—**রাষ্ট্রপতি:** রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন নেপাল পরিদর্শনের জন্য কাঠমাণ্ডুতে উপনীত হন।

রোডেশিয়া: ব্রিটেন ও রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বর্তমানে যে বৈঠক চলিতেছে তাহাতে তাঁহারা কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই।

পানামা: এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট আরনুলফো আরিয়াস গদীচ্যুত হন।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষৎ: পর্ষৎ কর্মচারীরা তাহাদের ধর্মঘট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিয়া লন।

১৪—**রাষ্ট্রসংঘ :** ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন।

মধ্যপ্রদেশ : গোয়ালিয়রের রাজমাতা লোকসেবক দল ত্যাগ করেন।

১৫—**আসাম :** গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃবৃন্দ সম্মেলন ঘোষণা করেন যে, তাহারা আসামের অভ্যন্তরে গারো এবং খাসি পার্বত্য এলাকা নিয়া স্বায়ত্তশাসিত জেলা গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া : মস্কোতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ও চেক প্রধানমন্ত্রী সার্ণিকের মধ্যে চেক সমস্যা সমাধান বিষয়ে এক চুক্তি হয়।

উত্তর বঙ্গ : উত্তর বঙ্গের বন্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী শ্রী এস এন রায়কে ভার দিয়াছেন।

পণ্ডিচেরী : পণ্ডিচেরী বিধান সভায় কংগ্রেসী দলের নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীফারুক মারিকর ডি এম কে দলে যোগ দিয়াছেন।

১৬—**জলপাইগুড়ী :** রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম জলপাইগুড়ী পরিদর্শনে যাইয়া সেখানকার ব্যবসায়ী ও কৃষকদের পুনর্বসতির জন্য যথাসাধ্য ঋণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

নোবেল পুরস্কার : ১৯৬৮ সালের শারীর বিদ্যা ও ঔষধের জন্য পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা, অধ্যাপক রবার্ট ডব্লিউ হলে এবং ডঃ মার্শাল ডব্লিউ নিরেনবার্গ। প্রথমজন ভারতীয় এবং শেষোক্ত দুইজন মার্কিন অধিবাসী। ডঃ খোরানা বর্তমানে মার্কিন নাগরিক।

বিসমিল্লা খান : ভারতের বিখ্যাত সানাই-বাদক বিসমিল্লা খান নেপাল আর্ট একাডেমী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ভিয়েৎনাম : মার্কিন বোমারু বিমানগুলি উত্তর ভিয়েৎনামের উপর পুনরায় বোমা বর্ষণ করে।

১৭—**প্রধানমন্ত্রী :** তিন সপ্তাহ ব্যাপী ল্যাটিন আমেরিকা সফরের শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

বৈরী মিজো : সরকারী সূত্র হইতে বলা হয় যে, ১ সেপ্টেম্বর (১৯৬৮) হইতে ১২৫০ জন বৈরী মিজো আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

১৮—**কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী :** কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ছাঁটাই নোটিশ যেসব অস্থায়ী কর্মচারীর উপর জারী করা হইয়াছিল, সেইগুলি তুলিয়া লওয়া হইবে।

নেতাদের অনশন ভঙ্গ : যে চারিজন নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন করিতেছিলেন তাঁহারা অনশন প্রত্যাহার করেন।

নাগাভুমি : বৈরী নাগারা একতরফা ভাবে যুদ্ধবিরতির সময়কাল তিন মাস পিছাইয়া দিয়াছে।

বিশ্বের জনসংখ্যা : রাষ্ট্রসংঘের বর্ষপঞ্জীতে দেখান হইয়াছে যে, বিশ্বের জনসংখ্যা দৈনিক ১৪০,০০০ হারে বাড়িতেছে অর্থৎ বৎসরে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

নোবেল পুরস্কার : ১৯৬৮ সালের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন জাপানের ইয়াসুনারি ব্যাওয়াবাতা।

১৯—কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী : ডাক ও তার বিভাগের কর্মীরা নিয়ম মাফিক কাজের প্রোগ্রাম প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

মেক্সিকো : ভারতস্থিত মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত কটাভিয়া পাজ রাষ্ট্রদূতের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগের কারণ—মেক্সিকোর ছাত্রদের আন্দোলন সরকার যেভাবে দমনের চেষ্টা করিয়াছেন তহার সহিত তিনি একমত হইতে পারেন নাই।

চেকোশ্লোভাকিয়া : চেক জাতীয় পরিষদ চেকোশ্লোভাকিয়ার বন্ধুরাষ্ট্র সমূহের সৈন্যদের অবস্থান সংক্রান্ত মস্কোচুক্তি অনুমোদন করিয়াছেন।

২০—ভারত-বার্মা সীমান্ত : ভারত-বার্মা যুক্ত সীমানা কমিশন রেঙ্গুনে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে স্থির হয় যে, ৯০০মাইল দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা শীঘ্রই চিহ্নিত করা হইবে।

জেকেলীন কেনেডী : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিহত প্রেসিডেন্ট জে. এফ্. কেনেডির পত্নী শ্রীমতী জেকেলীন কেনেডী গ্রীসের কোটিপতি জাহাজ ব্যবসায়ী মিঃ এরিষ্টটল ওনেসিসকে গ্রীসের স্কোরপিওসে বিবাহ করেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া : ৮জন মার্কিন নিগ্রো ক্রীড়াবিদ অলিম্পিক নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। মার্কিন অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক অলিম্পিক নগর হইতে টমি স্মিথ এবং জন কার্লোসকে বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

চা-রপ্তানি : বড়ুয়া কমিটি সরকারের নিকট উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনে চা-রপ্তানী শুল্ক তুলিয়া লওয়ার পক্ষে সুপারিশ করিয়াছেন।

পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউনসিলের এক সভায় স্থির হয় যে, শেখ মুজিবর রহমান দলের চেয়ারম্যান হইবেন।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র: মিশরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আলী সাবরি (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন।

২২—**মহাকাশ অভিযান:** মার্কিন মহাকাশযান এপোলো-৭ এগার দিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার পর প্রত্যাবর্তন করে।

সদর ষ্ট্রীট ডাকাতি: কলিকাতার সদর ষ্ট্রীটে ক্যালকাটা সিগারেট সাপ্লাই কোম্পানীর ১,১২,১৭৪ টাকা ট্যাক্সি হইতে লুণ্ঠিত হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়া: চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে হাঙ্গারীর সৈন্যদল চলিয়া আসিয়াছেন।

কেরালা: মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ "কেরালা বন্ধ"-এর ডাক দিয়াছিল, কিন্তু উহা সফলভাবে পালিত হয় নাই। একাধিক স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে।

ইঞ্জিনীয়ার বেকার: ভারতের বিভিন্ন কর্মসংস্থান কেন্দ্রে রেজেষ্ট্রিকৃত চাকুরীপ্রার্থী ইঞ্জিনীয়ারদের মোট সংখ্যা ৪০,৫০০।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা: সংস্থার প্রাক্তন ডিরেকটর জেনারেল বিনয় রঞ্জন সেনের নামে সংস্থা একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার মূল্য হইবে ২০০০ ডলার। এই পুরস্কার সংস্থার অধীনে কার্যরত শ্রেষ্ঠ ফিল্ড অফিসারকে দেওয়া হইবে।

২৪—**জলপাইগুড়ী:** প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জলপাইগুড়ী পরিদর্শনে আসেন। এই উপলক্ষে পুলিশ ও সমবেত যুবকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৪৬ জন আহত হন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী: ৪৪,০০০ ধর্মঘটী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর হইতে ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশ: জনসঙ্ঘ দল রাজ্যের সংযুক্ত বিধায়ক দল পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

বদ্রীনাথ: বিখ্যাত হিন্দু তীর্থস্থান বদ্রীনাথে বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিয়াছেন উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ।

কলিকাতা কর্পোরেশন: কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মচারীসংখ্যা হইল ৩২,২১৩।

২৫—**পশ্চিমবঙ্গ:** নির্বাচন কমিশন দিল্লীতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচন ৯ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হইবে।

বোকারো : বোকারো ইস্পাত লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে এম জর্জ পদত্যাগ করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী : সরকার কর্মচারীদের মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধি ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গায়ানা : গায়নার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। পিটার দণ্ডয়ারের ইউনাইটেড ফোর্স দল মন্ত্রিসভা হইতে বাহির হইয়া আসায় এই পতন ঘটে।

২৬—**ভারত-পাক সম্পর্ক :** পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ভারতের সহিত 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক, তবে একটি শর্তে। শর্তটি হইল : উভয় দেশের মধ্যে বিরোধমূলক বিষয়গুলির কীভাবে মীমাংসা করা হইবে এই সম্পর্কে স্পষ্ট পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া আরেকটি চুক্তি করিতে হইবে।

মহাকাশযান : রাশিয়া মনুষ্য পরিচালিত মহাকাশযান সউজ-৩ মহাকাশে প্রেরণ করিয়াছেন।

২৭—**উড়িষ্যা :** উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল ঝড় বৃষ্টি।

অলিম্পিক ক্রীড়া : মেক্সিকো নগরীতে ১৯শ অলিম্পিকের সমাপ্তি ঘটে।

২৮—**উড়িষ্যা :** পুরী জেলার অধিকাংশ অঞ্চল এখনও জলমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

বারানসী : বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছুরিকাহত হইয়াছেন।

তামিলনাডু : মাদ্রাজ শহরে পৌর নির্বাচনে ডি এম কে দল কংগ্রেসের কাছে বহু কেন্দ্রে হার স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন : লণ্ডনে ভিয়েৎনামের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে বিরাট যুব সমাবেশ ঘটে।

গায়ানা : ব্রিটিশ গায়ানার প্রধানমন্ত্রী ফোর্বেস বার্ণহাম পার্লামেন্ট বাতিল করা এবং নূতন সাধারণ নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করেন।

২৯—**ইন্দোনেশিয়া :** ইন্দোনেশিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা সুদিসম্যান, নজোনো প্রমুখ ৬ জনকে সুহার্তো সরকার ফাঁসি দিয়াছেন।

৩০—**নেপাল :** নেপালের জনপ্রিয় নেতা শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা দীর্ঘ ৮ বৎসর বাদে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ভিয়েৎনাম : ভিয়েৎনামে শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নূতন প্রস্তাব দিয়াছে। প্রস্তাবটি হইল, যদি উত্তর ভিয়েৎনাম ধীরে ধীরে তাহার সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে সরাইয়া আনে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে সরিয়া আসিবে।

মহাকাশযান: রাশিয়ার মহাকাশযান সউজ—৩ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

রোডেশিয়া: রাষ্ট্রসংঘের ৪১টি সদস্য রাষ্ট্র রোডেশিয়ার স্মিথ সরকারকে খতম করার জন্য ব্রিটেন কর্তৃক সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দাবী করে।

৩১—**সদর ষ্ট্রীট:** সদর ষ্ট্রীটে সংঘটিত বড় ডাকাতির ব্যাপারে পুলিশ এই পর্যন্ত ছয় জনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কানু সান্যাল: নকসালবাড়ী আন্দোলনের নেতা শ্রীকানু সান্যাল এবং তাঁহার সহকর্মী শ্রীকেশব সরকার উভয়েই ধরা পড়িয়াছেন।

নেপাল: নেপাল সরকার স্বুবর্ণ সমসের সহ ২১ জন রাজনৈতিক কর্মীকে দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়াছেন।

নভেম্বর—১৯৬৮

১—**ভিয়েৎনাম:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমা বর্ষণ বন্ধ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

চীন:—চীনের প্রেসিডেন্ট লিও শাও চীকে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ:—মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভা হইতে ২০ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

২—**ভিয়েৎনাম:** প্যারিসের শান্তি বৈঠকে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের (ভিয়েৎকং) সহিত এক সংগে বসিতে রাজী নহেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গ:—উত্তরবঙ্গের বন্যা সম্পর্কে এস এন রায় কমিটি রিপোর্টে বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নদীর জলবৃদ্ধি সম্পর্কে তড়িৎগতিতে প্রচার অভিযান চালাইতেন, তবে বহু জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাইত।

বৈরীনাগা: বৈরী নাগাদের ফেডারেল সরকার বাতিল করা হইয়াছে। বৈরী নাগাদের অন্যতম নেতা স্থাই বলেন যে, বাতিল করার উদ্দেশ্যই হইল নাগাভূমিতে শান্তি ফিরাইয়া আনা।

৩—ভিয়েৎনাম: প্যারিস শান্তি বৈঠকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট দলের নেত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীমতী নগুয়েন থি বিন।

সদর ষ্ট্রীট ডাকাতি: এই ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট আরও তিন জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

৪—ভিয়েৎনাম: দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি বাহিনীর প্রতিনিধি দল প্যারিস বৈঠকে যোগদানের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন।

৫—মার্কিন নির্বাচন: আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন নাগরিকগণ প্রেসিডেন্ট, ভাইসপ্রেসিডেন্ট, ২১টি প্রদেশের গভর্ণর, প্রতিনিধি সভার ৪৩০ জন সদস্য এবং সেনেটের এক তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দেন।

ভিয়েৎনাম: প্যারিসে অনুষ্ঠিত ভিয়েৎনাম শান্তি আলোচনা সায়গণ সরকারের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি হেতু স্থগিত রাখা হয়।

৬—মার্কিন নির্বাচন: রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী মিঃ রিচার্ড এম. নিকসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হুবার্ট হামফ্রে পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু ডেমোক্র্যাট দল সেনেট ও প্রতিনিধি সভা উভয় সভাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছেন

কেরালা: প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার্থে কেরালা সরকার রাজ্যে মালাপুরম ও ঝালনাদ নামক আরও দুইটি জেলা গঠন করিবেন।

৭—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: নূতন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বলিয়াছেন যে, ভারতকে সাহায্য দিয়া যাইতে হইবে। ইহা সেখানকার গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।

৮—ভিয়েৎনাম: দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট নগুয়েন ভি থিউ বলেন যে প্যারিস শান্তি আলোচনায় দুইটি মাত্র প্রতিনিধি দল থাকিবে। দুইটি হইল দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ও উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি দল।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়:—গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষ বাধে; উহা আজও অব্যাহত থাকে।

৯—পাকিস্তান: রাওয়ালপিণ্ডিতে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে দুইজন মারা যান। ছাত্ররা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিলে পুলিশ গুলী চালায়।

উত্তর প্রদেশ: পাঁচ ট্রাক ভর্তি রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এলাহাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে এবং সেখানেই অবস্থান করিতেছে। তাহারা বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে।

ভিয়েৎনাম : হ্যানয় সরকার প্যারিস শান্তি বৈঠক সম্পর্কে সায়গনের প্রেসিডেন্ট থিউ ঘোষিত প্রতিনিধি ফর্মূলা অগ্রাহ্য করেন।

১০—**পাকিস্তান :** পেশোয়ারে এক জনসভায় গুলী করিয়া প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ-র প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গুলী নিক্ষেপকারী যুবকটি ধৃত হয়। আয়ুব খাঁ-র দশ বৎসরের প্রেসিডেন্ট জীবনে এই ধরণের ঘটনা প্রথম ঘটিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট : নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের দায়ে পিতা এবং দুই পুত্র ধৃত হয়। তাহারা জর্ডানের অধিবাসী বলিয়া প্রকাশ।

কয়লা খনি : মধ্যপ্রদেশের বৈলাডিলা কয়লা খনির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং। ইহা এশিয়ার যন্ত্রচালিত সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লা খনি বলিয়া বর্ণিত।

১১—**লোকসভা :** লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া আলোচনা চলে।

১২—**পাকিস্তান :** পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মুসার সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে আয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

উত্তর প্রদেশ : এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের সহিত ছাত্রদের সংঘর্ষ চলে। ৩২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চ্যবন : লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর কোনও পরিবর্তন হইবে না বলিয়া জানান।

উত্তর বঙ্গের বন্যা : কেন্দ্রীয় সরকারনিযুক্ত উত্তর বঙ্গ বন্যা সম্পর্কিত সমীক্ষা দলের নিকট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, উত্তরবঙ্গের বন্যায় ২৭০৪ জন লোক মারা গিয়াছেন, কিন্তু বন্যার ফলে ১২ লক্ষ লোকের নানা ভাবে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

কম্যুনিষ্ট সম্মেলন : পোল্যাণ্ড কম্যুনিষ্ট পার্টির ৫ম কংগ্রেসের উদ্বোধন।

১৩—**পাকিস্তান :** জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জাতীয় আওয়ামী পার্টির প্রেসিডেন্ট খান আব্দুল ওয়ালি খান সহ পশ্চিম পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

লোকসভা : কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনসংঘের অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য

হইয়া যায়। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিতর্কের উত্তর দিবার পূর্বেই অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোট গৃহীত হয়। ফলে সভায় চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

উত্তর প্রদেশ : কর্তৃপক্ষ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

রোডেশিয়া : স্যালিশবারিতে রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ আয়ান স্মিথ ও ব্রিটেনের রোডেশিয়া সংক্রান্ত মন্ত্রী মিঃ জর্জ টমসন রোডেশিয়ার সমস্যা নিয়া আলোচনা শুরু করিয়াছেন।

১৫—গ্র্যান্টস্-ইন-এড : পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যকে অর্থ কমিশনের সুপারিশ-ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রান্টস-ইন-এড মঞ্জুর করিয়াছেন। এতদিন এই দুইটি রাজ্য এই ধরণের সাহায্য পাইত না।

কলিকাতা কর্পোরেশন : কর্পোরেশনের মেয়রের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজে-শনের জন্য ৮০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬—মহাকাশযান : রাশিয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকহীন মহাকাশযান প্রোটোন—৪ মহাকাশে প্রেরণ করিয়াছে।

রেল দুর্ঘটনা : পূর্ব রেলের শোননগর ষ্টেশনে দুটি গাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ১৩ জন নিহত এবং ১০০ জন আহত হইয়াছেন।

গ্রীস : গ্রীসে নতুন সংবিধান গৃহীত হইয়াছে।

ন্যাটো : ন্যাটোর শক্তিবর্গ রাশিয়াকে সতর্ক করিয়াছে এই বলিয়া যে, ভূমধ্য সাগরে কিংবা ইউরোপে রাশিয়া যদি হস্তক্ষেপ করে তবে তাহার ফল খুবই বিপজ্জনক হইবে।

১৭—ম্যাকনামারা : বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা দিল্লীতে উপনীত হন।

ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি ফৌজ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের সামরিক শহর দানাং-এর উপর আক্রমণ চালান। শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

শিক্ষা : পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা ১৯৬৯ সালের পরীক্ষাসমূহ বর্জন করিবেন। সমিতির দাবী হইল যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন একই রকম এবং ৩৫০—৯৫০ টাকার বেতন হার চালু করিতে হইবে।

১৮—**মহাকাশযান :** সোভিয়েট রাশিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে, মহাকাশযান জোণ্ড—৬ঃ (ইহা এক সপ্তাহ পূর্বে মহাকাশে প্রেরিত হইয়াছিল) চন্দ্রের চারিপাশ পরিক্রমণ শেষে ফিরিয়া আসিয়াছে।

তেলকর্মী ধর্মঘট : বার্মাশেল ও ক্যালটেক্সের কর্মীদের ৩১ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। বার্মাশেলের ৩০৪ জন কর্মীকে বরখাস্তের আদেশ দেওয়ার ফলে ধর্মঘট শুরু করা হইয়াছিল। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ফলে এই আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

মাল্টা : মাল্টা দ্বীপের প্রধানমন্ত্রী জর্জিও বর্গ ওলিভার দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৯—**কেরালা :** স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন লোকসভায় বলেন, ১৯ সেপ্টেম্বরের কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশ কেরালা সরকার অমান্য করেন নাই।

চীন : চীন গণপ্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট লিউ শাও চীর বিরুদ্ধে তিনটি অপরাধের একটি তালিকা ঘোষিত হইয়াছে।

২০—**ম্যাকনামারা :** বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট মিঃ ম্যাকনামারার কলিকাতা সফর উপলক্ষে দমদম বিমান বন্দরে ও কলেজ ষ্ট্রীট এলাকায় বিক্ষোভ দেখান হয়। মিঃ ম্যাকনামারাকে দমদম হইতে হেলিকপ্টারে রাজভবনে আনা হয়।

মালি : মালির প্রেসিডেন্ট মবিডো কাইতোর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। কাইতোকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২১—**ম্যাকনামারা :** আজও কলিকাতায় ম্যাকনামারা-বিরোধী বিক্ষোভ ঘটে।

ইসরাইল : ইসরাইলের অধিকৃত জেরুজালেম বাজারে এক বিস্ফোরণের ফলে ১১ জন নিহত এবং ৫৫ জন আহত হয়।

২৩—**ফ্রান্স :** প্রেসিডেন্ট দ্য গল প্যারিসে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফরাসী মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইবে না।

২৪—**সোমালি :** সোমালিল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট আবদি রসিদ আলী শেরমার্কে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

কায়রো : মিশরের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের পরিণতিতে সরকার এই সিদ্ধান্ত লইয়াছেন

যুগোশ্লাভিয়া : যুগোশ্লাভিয়ায় আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে

সম্ভবতঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতেই বিপদের আশঙ্কায় সরকার এই ঘোষণা করিয়াছেন।

জনসংঘ : জনসংঘ দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনসংঘ একাই লড়িবে ও পাঞ্জাবে আকালী দলের সহিত মোর্চা করিবে।

২৫—পাকিস্তান : পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে লাহোরের সমস্ত দোকান পাট বন্ধ রাখা হয়।

ফ্রাঙ্ক ও পাউণ্ড : ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্ক ও ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিং তাহাদের সঙ্কটাবস্থা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে।

২৬—উত্তরপ্রদেশ : লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত পুলিশের এক সংঘর্ষের ফলে ৯০ জন আহত হন।

উড়িষ্যা : কটক শহরে দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য উড়িষ্যা সরকারের অনুরোধে তথায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্সের পুলিশ পাঠান হইয়াছে।

আয়কর : কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, ভারতে বকেয়া আয়করের পরিমাণ হইল ৬০০ কোটি টাকা।

ভিয়েৎনাম : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্য বাহিনী ভিয়েৎনামের সমরমুক্ত এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে।

২৭—কেরালা : ওয়েনাদ পর্বতে উগ্রপন্থী কম্যুনিষ্টদের সন্ধানে মালাবার স্পেশাল পুলিশ পাঠান হইয়াছে।

জুনাগড় : জুনাগড়ের ভেরাভল শহরে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায় সেখানে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।

ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার প্যারিস শান্তি বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারত-সিংহল : সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডাডলে সেনানায়ক দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

২৮—ভারত সিংহল সম্পর্ক : দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডাডলে সেনানায়ক উভয় দেশের সাধারণ সমস্যা নিয়া আলোচনা শুরু করেন।

উত্তর প্রদেশ : ছাত্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষের ফলে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

উড়িষ্যা : কটকের অবস্থা এখন বেশ শান্ত।

লোকসভা : লোকসভায় ভারতীয় রেলওয়ে (সংশোধনী) বিল গৃহীত হয়। বিরোধী পক্ষের লোকেরা বিলের প্রতিবাদে সভাকক্ষ পূর্বেই ত্যাগ করেন।

২৯—**মিজো :** লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ঘোষণা করেন যে, বৈরী মিজোদের নেতা লালডেঙ্গা বর্তমানে পাকিস্তানে রহিয়াছেন।

৩০—**ছাত্রবিক্ষোভ :** উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের ছাত্ররা নিকটবর্তী রামনাথপুর রেলষ্টেশন আক্রমণ করে। এলাহাবাদ শহরেও ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আক্রমণ ও ধনসম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে।

জাপান : জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সাতো তাঁহার মন্ত্রিসভার একজন বাদে সমস্ত সদস্যকে বর্জন করিয়া নূতনভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

ভারত-সিংহল সম্পর্ক : আগামী পাঁচ বৎসর সময়ে ভারত সিংহলকে বাণিজ্যিক ঋণ স্বরূপ ২০ কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

ডিসেম্বর—১৯৬৮

১—**আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সম্মেলন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দিল্লীতে ২১শ আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। পোল্যাণ্ডের অধ্যাপক এস লেজোজিকা ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের জন্য এই আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন।

পাকিস্তান : প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ছাত্র-বিক্ষোভকারীদের কতিপয় দাবী মানিয়া লইয়াছেন।

২—**ব্রিটেন :** ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব মাইকেল ষ্টুয়ার্ট ঢাকা হইতে নয়দিন ব্যাপী ভারত সফরের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে পৌছেন।

ছাত্রবিক্ষোভ : হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ছাত্ররা বিজ্ঞান বিভাগ আক্রমণ করিয়া ইহার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

পশ্চিম এশিয়া : ইজরায়েলের বিমানবাহিনী ইজরায়েল-জর্ডান সীমান্তে জর্ডান এলাকার উপর সমানে আক্রমণ চালায়।

৩—**জর্ডন :** ইজরাইলী বোমারু বিমান জর্ডানের উপর বিমান আক্রমণ চালায়।

পশ্চিমবঙ্গ : হাওড়ার দীনবন্ধু কলেজের ছাত্রদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। ফলে ২৫ জন আহত হয়।

রবীন্দ্রভারতী : ব্রাবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ রমা চৌধুরী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনিই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মহিলা উপাচার্য।

ইজরাইল : ইজরাইলী বিমানের এক ঝাঁক ইরাকের উপর বিমান আক্রমণ চালায়।

ভারত-সিংহল : দিল্লীতে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী ডাডলে সেনানায়কের আট দিনব্যাপী অবস্থান শেষে ভারত ও সিংহলের প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়। উহাতে কচ্ছতিভু সংক্রান্ত বিরোধ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই।

৫—**ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক :** ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ষ্টুয়ার্ট দিল্লীতে বলেন যে, ব্রিটেন কাশ্মীরের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ সমর্থন করিবে না।

পাকিস্তান : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ঢাকায় আগমণ করিলে সেখানে তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়।

ইটালী : ইটালীর ১৫ লক্ষ শ্রমিকের ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী প্রতিবাদ ধর্মঘট।

জম্মু ও কাশ্মীর : গজেন্দ্র গাদকার কমিশনের মতে, জম্মু ও কাশ্মীর মন্ত্রিসভায় দুই অঞ্চল হইতে সম সংখ্যক প্রতিনিধি রাখা উচিত।

মালি : জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের লেঃ মুসা ট্রাওরে মালির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

৭—**পাকিস্তান :** ঢাকায় মিছিলের উপর পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে দুইজন মারা যান; সামরিক বাহিনী তলব করা হয়।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় : হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। বহু ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৮—**উত্তরপ্রদেশ :** উত্তরপ্রদেশ ছাত্র সংগ্রাম কমিটি তাহাদের বিক্ষোভের কর্মসূচী প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। বিবৃতিতে তাহারা বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজ্য বি কে ডি দলের নেতা শ্রীচরণ সিংয়ের সাহায্যে তাহারা তাহাদের দাবীদাওয়ার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করিবেন।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় : বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিক্ষোভ অব্যাহত রহিয়াছে।

৯—**হরিয়াণা :** রাজ্য বিধানসভার ১৫ জন কংগ্রেসী এম এল এ দলত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বিরোধী দলের সদস্যদের সহিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলালকে অপসারণ করিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সাধারণ বীমা : লোকসভায় সাধারণ বীমার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিল গৃহীত হইয়াছে।

১০—**পাকিস্তান :** রাওয়ালপিণ্ডিতে জনৈক সাংবাদিক গুলীবিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তানের সাংবাদিকরা সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

১১—**বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় :** বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১২ ডিসেম্বর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকিবে।

সাহিত্যিকের দণ্ড : 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'প্রজাপতি' উপন্যাসের লেখক সমরেশ বসু অশ্লীলতার দায়ে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ : ব্রহ্মদেশের সরকার দেশের ৩০টি সিনেমা হল রাষ্ট্রায়ত্ত করেন।

১২—**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :** নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট রিচার্ড নিকসন তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান : ঢাকায় প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ঘোষণা করেন যে, তাঁহার সরকার বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত আছেন।

১৩—**পাকিস্তান :** চট্টগ্রামে আয়ুববিরোধী মিছিলের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত বড় শহরেই এই ধরণের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কলিকাতা পৌরসভা : পৌরসভার ষ্ট্যাণ্ডিং ফিন্যান্স কমিটির নিকট উপস্থাপিত বাজেটে ৬.০৭ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেয়।

পাক ভারত সম্পর্ক : ভারত সরকার শ্রী ডি. পি. ধরকে রাশিয়াতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করায় পাকিস্তান আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছে।

ইতালী : মিঃ মারিয়ানো রুমার তিনপার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রধান নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতালীর প্রেসিডেণ্ট গিয়াসেপ সারাগাত এই নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

১৪—**এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ :** কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর বার্ষিক অধিবেশনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ভাষণ দেন। তিনি গ্রামে বেশী আয়ের লোকেদের উপর কর বসাইবার পক্ষপাতী বলিয়া জানান।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় : রাষ্ট্রপতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠনের আদেশ দিয়াছেন।

১৫—পাকিস্তান: রাওয়ালপিণ্ডিতে সমস্ত রকম সভাসমিতি পাকিস্তানসরকার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

আসাম: চতুর্থ পরিকল্পনায় রাজ্যের শহর-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পর্যটন শিল্প: চতুর্থ পরিকল্পনায় এই শিল্পের উন্নতিকল্পে ৭০.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১৬—বস্ত্রশিল্প: রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পঙ্গু কাপড়ের মিলগুলির দায়িত্ব নিতে সমর্থ নন।

১৭—গায়ানা: গতকাল ব্রিটিশ গায়ানায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিড়লা বাড়ী: লোকসভায় সরকার-পক্ষ ঘোষণা করেন যে, বিড়লাবাড়ী সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ দখল করা হইবে না।

ব্রহ্মদেশ: ব্রহ্মদেশের সরকার দেশের ১৬৮টি শিল্পসংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন।

১৮—কেরালা: কেরালা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ১৯শে সেপ্টেম্বরের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘটে যোগদানকারী ১৩০জন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইবে।

অত্যাবশ্যক বিভাগ বিল: লোকসভায় এই বিলটি গৃহীত হয়। ভোটাভুটির সময় বামপন্থী সংসদ সদস্যরা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যান।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স: ১৯৬৭-৬৮ সালে এই সংস্থা ১.৩২ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে।

১৯—হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড: লোকসভায় ইস্পাত ও খনি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী পি সি শেঠী কর্তৃক ঘোষিত এক তথ্য হইতে জানা যায় যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে এই সংস্থার নীট ক্ষতি হইয়াছে ৪০.১ কোটি টাকা।

গায়ানা: ব্রিটিশ গায়ানায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মিঃ ফোর্বেস বার্নহাম-এর 'পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস' দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে।

২০—জাম্বিয়া: কেনেথ কাউণ্ডা জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভিয়েৎনাম: মাও সে তুং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি ফ্রন্টের কাছে এক চিঠিতে প্যারিস শান্তি চুক্তি বৈঠকের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহাকে সোভিয়েট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ ষড়যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন।

২১—চন্দ্রলোক অভিযান: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চন্দ্রলোকগামী মহাকাশযান 'এপোলো-৮' ফ্রাঙ্ক বোরমেন, জেমস লোভেল এবং মেজর উইলিয়াম অ্যাণ্ডার্স এই তিনজন যাত্রীসহ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকের পথে ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬-২১ মিঃ এপোলো-৮ যাত্রা সুরু করিয়াছে।

২২—নির্বাচনী অভিযান: প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরে মধ্যবর্তী নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন।

এস কে দে: প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীএস কে দে কংগ্রেস দল হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

২৩—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন চেয়ারম্যান রূপে ডঃ পি বি গজেন্দ্র গাদকর নিযুক্ত হইয়াছেন।

পোয়েবলো: মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ পোয়েবলোকে উত্তর কোরিয়া সরকার মুক্তি দিয়াছেন। ১১ই মার্চ. ১৯৬৮ এই জাহাজটিকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে উত্তর কোরিয়া সরকার আটক করিয়াছিলেন।

কলিকাতা পৌরসভা: পৌরসভার কমিশনার শ্রী জে সি সেনগুপ্ত সহকারী কমিশনার শ্রীপ্রিয় গুহকে দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

২৪—এপোলো-৮: তিনজন মহাকাশযাত্রী নিয়া মার্কিন মহাকাশযান এপোলো-৮ চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে।

চতুর্থ পরিকল্পনা: প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সভাপতিত্বে যোজনা কমিশনের এক বৈঠকে স্থির হয় যে এই পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগসমূহে ১৪৮০০ কোটি টাকা খরচ হইবে।

২৫—এপোলো-৮: তিনজন মহাকাশ যাত্রী নিয়া মার্কিণ মহাকাশযান এপেলো-৮ পৃথিবীর অভিকর্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। এপোলো-৮ মোট ৪৪ ঘণ্টা ৯ মিনিট চাঁদের এলাকার মধ্যে ছিল এবং ২০ ঘণ্টা চাঁদ প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

ত্রিরাষ্ট্র শীর্ষ সম্মেলন: করাচীতে ইরাণ, তুরস্ক এবং পাকিস্তানের নেতৃবর্গ এক শীর্ষ সম্মেলনে বসেন। ইহাতে যোগদান করেন—ইরাণের শাহ, প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী সুলেমান ডেমিরেল।

২৬—পাকিস্তান: রাওয়ালপিণ্ডিতে ছাত্ররা এই মর্মে শপথ নেন যে আয়ুব শাসনের অবসান না করা পর্যন্ত তাহাদের সংগ্রাম শেষ হইবে না।

পাঞ্জাব : রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা জ্ঞান সিং রারেওয়ালা আকালী দলে যোগদান করেন।

মাদ্রাজ : এই রাজ্যের তাঞ্জোর জেলায় কিভালুর অঞ্চলে ৪৩ জন ক্ষেত মজুরকে তাহাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানসহ আগুনে পুড়াইয়া হত্যা করা হইয়াছে।

২৭—**এপোলো-৮ :** চন্দ্রলোক অভিযাত্রী তিনজন মাকিন মহাকাশযাত্রী নিয়া এপোলো-৮ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারী মহার্ঘ ভাতা : মূল্যমান ১৭৫ পয়েন্ট পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা পুরোপুরিভাবে মূল বেতনের সহিত যুক্ত করা হইল। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘকালীন এই দাবী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘোষণা করিলেন।

২৮—**হিমপ্রবাহ :**—প্রচণ্ড হিম প্রবাহের ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মোট ১৭ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

রেশন বরাদ্দ : পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণ রেশন এলাকায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ১০০ গ্রাম অতিরিক্ত চালের বরাদ্দ বাড়িল।

গুজরাট : গুজরাটের শতকরা ৫০টি গ্রাম খরা-কবলিত হইয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া : চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী অল্ডরিচ সার্নিকের পরামর্শমত সর্বসম্মতিক্রমে চেকোশ্লোভাকিয়ার মন্ত্রিসভা নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পথ সুগম করার জন্য পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৯—**পশ্চিম এশিয়া :** লেবাননের উপর ইজরাইলী বিমান আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হিমপ্রবাহ : বিহারে প্রচণ্ড শীতে আরও চারিজন প্রাণ হারাইয়াছে।

মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি : এর্নাকুলামে অনুষ্ঠিত মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে পি সুন্দরায়া পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

৩০—**ট্রাম ভাড়া :** ২ জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় ট্রামভাড়া বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া রাজ্য সরকার ঘোষণা করিয়াছেন।

৩১—**হিমপ্রবাহ :** প্রবল হিমপ্রবাহে পশ্চিমবঙ্গে ২০ জনের প্রাণহানি হইয়াছে।

জানুয়ারী ১৯৬৯

১—**চীন ভারত সম্পর্ক :** নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চীনের সহিত বিরোধ মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক বলিয়া জানান।

পশ্চিম এশিয়া : রাষ্ট্রসংঘে ইজরাইলকে বেইরুটে বিমান আক্রমণের জন্য নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পাকিস্তান : আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজ ও বিরোধী দলসমূহ আজ 'কৃষ্ণ দিবস' পালন করেন।

কংগো ব্রাজাভিল : সামরিক প্রধান ম্যারিয়েন নতুয়াবি কংগো ব্রাজাভিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর মধ্যবর্তী নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশ চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া : অল্ডরিচ সার্নিক চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন।

২—**ইরাণের শাহ :** ইরাণের শাহ ভারত পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহার পত্নীসহ দিল্লীতে আগমন করেন।

পশ্চিম এশিয়া : ইজরাইল জর্ডনের উপর রকেট আক্রমণ চালায়।

নির্বাচনী অভিযান : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওয়াই ভি চ্যবন বারাসতে নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গেলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

৩—**নূতন অর্ডিন্যান্স :** বিদেশী দ্রব্য যেমন—ঘড়ি, সিগারেট, প্রসাধনী দ্রব্য, ক্যামেরা, ট্রানজিস্টর রেডিও প্রভৃতির বেআইনীভাবে ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক অর্ডিন্যান্স ভারত সরকার জারী করিয়াছেন।

ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি : আজ হইতে কলিকাতার ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪—**ইরাণ :** উত্তরপূর্ব ইরাণে আবার ভূমিকম্প ঘটে। ফলে প্রায় ২০০০ লোক গৃহহীন হইয়া পড়ে।

৫—**বিমান দুর্ঘটনা :** ইংল্যাণ্ডের গ্যাটউইকে এক বিমান দুর্ঘটনায় ৫০ জন যাত্রী নিহত হন। যাত্রীদের অধিকাংশই ভারতীয়।

প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন। মস্কোতে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করেন।

মহাকাশ অভিযান : সোভিয়েট ইউনিয়ন মহাকাশযান ভেনাস-৫ শুক্র গ্রহের উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপ করিয়াছে।

৬—**মাদ্রাজ :** হিন্দী বিরোধী বিক্ষোভকারী ছাত্ররা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৫টি ট্রেন আটক করিয়াছে।

ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ লে মিন ট্রি সায়গণের রাস্তায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হইয়াছেন।

ইরাণের শাহ : ইরাণের শাহ জামসেদপুর পরিদর্শনে আসেন।

কেরালা : কেরালায় থানা আক্রমণ বিষয়ে কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হইবে না বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বিধানসভায় ঘোষণা করেন।

শিক্ষা : কেরালার শিক্ষামন্ত্রী মহম্মদ কোয়া ঘোষণা করেন যে, আগামী শিক্ষা বৎসর হইতে রাজ্যের মাধ্যমিক স্তরে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে।

৭—**কমনওয়েলথ সম্মেলন :** লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলন আরম্ভ হয়। কমনওয়েলথভুক্ত ২৮টি দেশের প্রতিনিধিরা ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

ফ্রান্স : ফরাসী সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ইজরাইলকে কোনরকম অস্ত্রশস্ত্র ফ্রান্স সরবরাহ করিবে না।

৮—**উপনির্বাচন :** তামিলনাড়ুর নাগেরকায়েল কেন্দ্রে লোকসভার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শতকরা ৮০ জন ভোটার ভোট দেন।

৯—**কচ্ছ রায় :** সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন যে, কচ্ছ রোয়েদাদ কার্যকরী করার ফলে ভারতের কোন অংশের বিচ্ছিন্নতা বুঝায় না।

তামিলনাড়ু : হিন্দী বিরোধী বিক্ষোভের ফলে ২৫টি ট্রেনের চলাচল ব্যাহত হয়।

উপনির্বাচন : নাগেরকায়েলের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকামরাজ বিপুল ভোটাধিক্যে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ডঃ মাথিয়াসকে পরাজিত করেন। সি পি এম প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়।

১০—**মহাকাশযান :** সোভিয়েট ইউনিয়ন আরও একটি মহাকাশযান শুক্র গ্রহের দিকে প্রেরণ করে। এই মহাকাশযানটির নাম ভেনাস-৬। ইহা পরিচালকহীন।

কমনওয়েলথ সম্মেলন : জাম্বিয়ার প্রেসিডেণ্ট কাউণ্ডা সম্মেলনে দাবী করেন যে, রোডেশিয়ায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

কৃষি ঋণ : ছয়টি রাজ্যের জন্য কৃষি ঋণ কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে। ছয়টি রাজ্য হইল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, রাজস্থান এবং কেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্য।

১১—**বিহার :** কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বিহারে গেলে তাঁহার গাড়ী এক ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। পুলিশ গুলী চালাইলে দুইজন মারা যায়।

১২—**মিশর:** রাষ্ট্রের পার্লামেন্টারী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নাসেরের আরব সোস্যালিষ্ট ইউনিয়ন দল বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছেন।

১৩—**ইরাণের শাহ:** ইরাণের শাহ ভারত সফর শেষে এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের সহিত ভারতের সম্পর্ক উন্নত করার প্রয়াসের প্রশংসা করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি: আজ সোসাইটির ১৮৫ বৎসর পূর্ণ হইল।

১৪—**গঙ্গাসাগর মেলা:** সাগর দ্বীপের কাছে যাত্রীবাহী লঞ্চ ডুবিয়া যাওয়ায় ১৬ জন তীর্থযাত্রী মারা যান; ২৭৯ জনকে উদ্ধার করা হয়।

মহাকাশযান: সোভিয়েট ইউনিয়ন মহাকাশযান সউজ—৪ মহাকাশে প্রেরণ করিয়াছে। কর্ণেল ভ্লাদিমির সাটালভ উহার চালক।

কমনওয়েলথ সম্মেলন: সম্মেলনে ব্রিটেন ঘোষণা করে যে, সে উন্নয়নশীল কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়: খ্যাতনামা সাহিত্যিক মোহন লাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমণ করিয়াছেন।

রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়: খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমণ করিয়াছেন।

১৫—**মহাকাশযান:** সোভিয়েট ইউনিয়ন ৩ জন যাত্রী সমন্বিত সউজ—৫ মহাকাশযান মহাকাশে প্রেরণ করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিন কংগ্রেসে তাঁহার বিদায় ভাষণ দিয়াছেন।

পার্ল হারবার: বিশালকায় মার্কিন যুদ্ধজাহাজে এক বিস্ফোরণের ফলে ২৫ জন মারা গিয়াছেন।

১৬—**মহাকাশযান:** দুইজন সোভিয়েট মহাকাশযাত্রী সাটালভ ও বরিশ ভলিনভ চালিত দুইটি মহাকাশযান যথাক্রমে সউজ—৪ এবং সউজ—৫ মহাকাশে পরস্পরের সহিত যোগাযোগ করায় এক ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

বৈদেশিক সাহায্য: ইন্টারন্যাশানাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ওয়াশিংটনে গতকাল ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারা ভারতকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিবেন।

লেবানন: লেবাননের প্রধান মন্ত্রী কারামী ১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

১৭—সউজ—৪ : সোভিয়েট মহাকাশযান সউজ-৪ নিরাপদে মর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়াছে।

বন্দর উন্নয়ন : কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী ডঃ ভি কে আর ভি রাও জাতীয় বন্দর বোর্ডের সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে. চতুর্থ পরিকল্পনায় বন্দর উন্নয়নের জন্য ২৯৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

১৮—ভিয়েৎনাম : প্যারিসে শান্তি আলোচনায় যে অচলাবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য চারি পক্ষের—দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ভিয়েৎনাম ও মুক্তি ফ্রণ্টের প্রতিনিধিরা মিলিত হন।

সউজ—৫ : সোভিয়েট মহাকাশযান সউজ—৫ কর্ণেল ভলিনভসহ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

১৯—তেলেঙ্গানা : অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী প্রতিশ্রুতি দেন যে, তেলেঙ্গানার বিভিন্ন দাবীদাওয়া সম্পর্কে বাস্তব কর্মসূচী নেওয়া হইবে; এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে সমস্ত রাজনৈতিক দল আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

২০—তেলেঙ্গানা : সর্ব্বদলীয় সিদ্ধান্ত সত্বেও আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয় নাই। ছাত্ররা সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে পুলিশ গুলী চালায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : প্রেসিডেণ্ট নিকসন মার্কিন কংগ্রেসে প্রথম ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি শান্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইবেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

২১—পাকিস্তান : রাওয়ালপিণ্ডি ও ঢাকায় আয়ুব বিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে ১৯ জন আহত হন।

চেকোশ্লোভাকিয়া : চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্র চালনার ব্যাপারে সোভিয়েট হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে একজন চেক যুবক অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন।

সাহসিকতার জন্য পুরস্কার : বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৮ জন কিশোর কিশোরী সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে একদল যুবক 'কাজ চাই' ধ্বনি তুলিয়া ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

২২—চেকোশ্লোভাকিয়া :—আরও একজন যুবকের আত্মাহুতি।

তেলেঙ্গানা : পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবীতে ছাত্ররা ষ্টেশন আক্রমণ করে ও কিছু ওয়াগনে আগুন লাগায়।

বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী : বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ টোডোর ঝিকভ দিল্লীতে আগমন করেন।

যুগোশ্লাভিয়া : যুগোশ্লাভিয়ার সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল জেনারেল মিলোস স্মোঞ্জা দিল্লীতে আগমন করেন।

২৩—**নেতাজী জন্মোৎসব :** কলিকাতায় শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজীর অশ্বারোহী মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হয়

তেলেঙ্গানা : পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবীতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের একাংশ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া নেন।

পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তানের রেলকর্মীরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটে যোগদান করেন। ধর্মঘটী কর্মচারীদের উপর পুলিশ গুলী চালাইলে ৫৬ জন রেলকর্মী আহত হন।

২৪—**পাকিস্তান :** ঢাকায় আয়ুববিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে ৭ জন মারা যান। সংবাদপত্র অফিস ও সেক্রেটারিয়েটে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

ডঃ মার্টিন লুথার কিং : মিসেস লুথার কিং (কোরেটা কিং) তাঁহার স্বর্গত স্বামীর পক্ষে দিল্লীতে 'নেহরু পুরস্কার' গ্রহণ করেন। মার্টিন লুথার কিং গত বৎসর আততায়ীর হাতে নিহত হন।

২৫—**ভিয়েৎনাম :** প্যারিস বৈঠকে উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি ফ্রন্টের প্রতিনিধিরা মার্কিন প্রস্তাবিত অসামরিক এলাকা পুনর্গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তানের খুলনায় আয়ুববিরোধী বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষে ২ জন ছাত্র নিহত হন।

চীন : হল্যাণ্ডে নিযুক্ত চীনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিঃ লিয়াও হো স্যু হল্যাণ্ড সরকারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন।

ইতালী : ইতালি সরকার চীনের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

২৬—ভারতের সর্বত্র প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান।

২৭—**পাকিস্তান :** পাকিস্তানের লাহোর ও করাচী শহরে আয়ুববিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য সামরিক বাহিনী তলব করা হইয়াছে।

মোহন রানাড়ে : গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা মোহন রানাড়ে পর্তুগালে লিসবন জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

ইরাক: ইরাকী সরকার গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে ১৫ জন ইরাকী ইহুদিকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন: কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীমুকুর সর্বাধিকারী তাঁহার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। ইহার পূর্বে অন্য একজন কাউন্সিলার শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

অনুকূল ঠাকুর: সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী অনুকূল ঠাকুর দেওঘরে দেহত্যাগ করেন।

নজরুল ইসলাম: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজী নজরুল ইসলামকে লবণ হ্রদ এলাকায় কৃষ্ণপুরে বাড়ী নির্মাণের জন্য দশ কাঠা জমি উপহার দিয়াছেন।

২৮—**নে উইন:** বার্মার বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান নে উইন পাকিস্তান সফরে রাওয়ালপিণ্ডিতে উপস্থিত হন এবং প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন।

অনুপ সিং: সংসদ সদস্য ডঃ অনুপ সিং কায়রোতে এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন।

২৯—**তেলেঙ্গানা:** পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের দাবীতে উত্তাল বিক্ষোভকে দমনের জন্য সামরিক বাহিনী তলব করিতে হইয়াছে।

৩০—**পাকিস্তান:** পশ্চিম পাকিস্তানের গুজরানওয়ালাতে আয়ুববিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ গুলী চালায়। ফলে তিনজন নিহত হন।

কলিকাতা: ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের গভর্ণর স্যার লেসলি ও ব্রিয়েন সি এম পি ও-র কর্মচারীবর্গের সহিত পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

৩১—**কলিকাতা:** ষ্টেটসম্যানের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় একটি লেখাকে কেন্দ্র করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে ৪ জন নিহত হন।

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৯

১—**পাকিস্তান:** পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ বলেন যে, পাকিস্তানের সংবিধান পরিবর্তন করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে তিনি বিরোধী দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

আন্দামান অভিযান: কলিকাতা হইতে দুইজন যুবক লেফটেন্যাণ্ট জর্জ

ডিউক ও শ্রীপিনাকী চ্যাটার্জী 'এডমিরাল কনোজী আংরে' নামক দাঁড়বাহী নৌকাতে চড়িয়া আন্দামান অভিযানে যাত্রা করিয়াছেন।

কলিকাতা: কলিকাতার অবস্থা শান্ত। ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইয়াছে।

২—**আন্নাদুরাই:** তামিলনাডুর মুখ্যমন্ত্রী সি এন আন্নাদুরাই মাদ্রাজে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর হইয়াছিল।

পাকিস্তান: পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর ও খুলনা শহরে পুলিশের গুলী চালনা।

ক্রিকেট: বাঙ্গালোরে পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশূরের মধ্যে অনুষ্ঠিত রণজী ট্রফির সেমি-ফাইনাল খেলার সময় দর্শকরা আম্পায়ারকে আক্রমণ করে; ফলে খেলাটি বন্ধ হইয়া যায়।

৩—**পশ্চিম এশিয়া:** পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট চারিটি বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ দাবী করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের এম কম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠোর হওয়ার প্রতিবাদে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজস্থিত পরীক্ষাকেন্দ্রে গোলযোগ। এম এস সি পরীক্ষায় পাশ করার পরও বিশেষ শিক্ষা কোর্সের ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন। বিষয়টি হইল এপ্লায়েড জিওলজি।

৪—**ট্রেন দুর্ঘটনা:** তামিলনাডু রাজ্যের চিদাম্বরমের নিকটে সংঘটিত এক ট্রেন দুর্ঘটনায় ২৮ জন যাত্রী নিহত হইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান: পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিকরা ধর্মঘট করিয়াছেন।

পশ্চিম এশিয়া: পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানে প্রেসিডেন্ট নিকসন প্রস্তাবিত চতুঃশক্তির বৈঠকে যোগদানে সম্মতি জানাইয়াছেন।

৫—**উত্তরপ্রদেশ:** উত্তরপ্রদেশে মধ্যবর্তী নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। শতকরা ৪৫ হইতে ৬০ জন ভোটদাতা ভোট দেন।

হরিয়াণা: হরিয়াণা বিধানসভার বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভায় অনির্দিষ্টকাল এক ধর্ণা শুরু করেন।

৬—**ইতালী:** ইতালীতে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে দেশের সমস্ত শিল্প অচল হইয়া পড়ে।

নাগাল্যাণ্ড: নাগাল্যাণ্ডের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন শুরু। শতকরা ৯০ জন ভোটদাতা ভোট প্রদান করেন।

ভিয়েৎনাম: ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

৭—**পাকিস্তান:** প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ পাকিস্তান হইতে আপৎকালীন অবস্থা প্রত্যাহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়াছেন।

৮—**পাকিস্তান:** প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সংবিধান পরিবর্তন করিতে সম্মত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

নাগাল্যাণ্ড: বৈরীনাগা-অধ্যুষিত এলাকায় শান্তিপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

বোম্বাই: দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী একদল শিবসেনা স্বেচ্ছাসেবকদের উপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করে।

৯—**পশ্চিমবঙ্গ:** পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচন সম্পন্ন। শতকরা ৬৫ জন লোক ভোটদান করিয়াছেন।

বোম্বাই: দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী শিবসেনাদের উপর গুলী চালনার ফলে ৭ জন মারা যায়। শিবসেনা-প্রধান ঠকরে সহ ৬০০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাঞ্জাব: পাঞ্জাব রাজ্যে অন্তবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিহার: বিহারে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধার ফলে পুলিশকে গুলী চালনা করিতে হয়। তাহার ফলে ৪ জন নিহত এবং ৮০ জন আহত হয়।

তামিলনাড়ু: শ্রী এম করুণানিধি ডি এম কে দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন।

১০—**বোম্বাই:** দাঙ্গাবিধ্বস্ত বোম্বাই শহরে শান্তি ফিরিয়া আসিতেছে।

পাকিস্তান: জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোকে তাঁহার স্বগৃহে অন্তরীণ করা হইয়াছে।

১১—**উত্তরপ্রদেশ:** এই রাজ্যের ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী কে, ডি মালব্য সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের প্রার্থী জানেশ্বর মিশ্রের নিকট পরাজিত হইয়াছেন।

পাঞ্জাব: আকালী-জনসঙ্ঘ যুক্ত মোর্চা পাঞ্জাবে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

১২—**পশ্চিমবঙ্গ:** মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

উত্তরপ্রদেশ : বিধানসভার মোট ৪২৫টি আসনের মধ্যে ৪২০টি আসনের জন্য অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কংগ্রেস দল ২০৮টি আসন পাইয়াছে।

বিহার : বিহারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কোন দলই কিংবা কোন মোর্চা নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই।

১৩—**কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা :** কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে।

সাহিত্য একাডেমি : ১৯৬৮ সালের সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বাংলা সাহিত্যে কেহই পুরস্কার লাভ করেন নাই।

থাইল্যাণ্ড : ইউনাইটেড থাই পিপলস পার্টি নব নির্বাচিত প্রতিনিধি সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

১৪—**পশ্চিমবঙ্গ :** যুক্তফ্রন্টের সর্ববৃহৎ দল হিসাবে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দল রাজ্যের মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ দাবী করিয়াছে।

পাকিস্তান : জুলফিকার আলি ভুট্টো ও ন্যাপের প্রেসিডেণ্ট ওয়ালিখানকে পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিয়াছেন। ইহারা পাকিস্তান রক্ষা আইনে ধৃত হইয়াছিলেন। পাকিস্তানে আয়ুব-সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সমগ্র দেশে এক দিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট পালন করেন।

নাগাল্যাণ্ড : নাগাল্যাণ্ড বিধানসভার মোট ৪০টি আসনের মধ্যে ২২টি আসন এন, এন. ও পার্টি দখল করিয়াছে।

১৫—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট দলের নেতা নির্বাচনের সমস্যার সমাধান হয় নাই।

পাকিস্তান : জুলফিকার আলি ভুট্টোর জীবন নাশের এক ব্যর্থ চেষ্টা লাহোরে হয়।

১৬—**পাকিস্তান :** প্রেসিডেণ্ট আয়ুব পাকিস্তানে আপৎকালীন অবস্থা প্রত্যাহার করেন।

কংগ্রেস : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন।

গালিব শতবার্ষিকী উৎসব : বিখ্যাত উর্দু কবি গালিব-এর স্মৃতি স্মরণে গালিব শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহ ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন।

১৭—সংসদ : ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন সংসদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

চতুর্থ পরিকল্পনা : পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন করিয়াছেন।

পাঞ্জাব : রাজ্যের আকালী-জনসংঘ মন্ত্রিসভা গুরনাম সিংয়ের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮—পশ্চিমবঙ্গ : নেতা নির্বাচন ও মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টন সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে অচল অবস্থা।

লোকসভা : লোকসভায় বিরোধী দল আনীত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। জনসংঘ, স্বতন্ত্র, পি এস পি ও ডি এম কে দলসমূহ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন নাই। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বাম কম্যুনিষ্ট সদস্য পি রামমূর্তি

পাকিস্তান : জুলফিকার আলি ভুট্টো ও মৌলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সহিত বৈঠকে আলোচনায় বসিতে রাজী হন নাই।

নেপাল : নেপালের রাজা মহেন্দ্র বলিয়াছেন যে নেপালে কোন রাজনৈতিক দলের স্থান নাই।

১৯—পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব বিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলিচালনার ফলে ৭ জন নিহত এবং ৫০ জন আহত হইয়াছেন।

রেল বাজেট : লোকসভায় রেলমন্ত্রী ডঃ রাম সুভগ সিং ১৯৬৯-৭০ সালের উদ্বৃত্ত রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপন করেন। গত চারি বৎসরের রেল বাজেটে এই প্রথম উদ্বৃত্ত দেখান হইল।

২০—যুক্তফ্রন্ট : যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা ও সহকারী নেতা নির্বাচন সম্পন্ন। শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু যথাক্রমে দলের নেতা ও সহকারী নেতা নির্বাচিত হন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা : লোকসভায় বিরোধী দল কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ২১৫-৮৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। একমাত্র স্বতন্ত্র দল ছাড়া আর সকল বিরোধী দলই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।

২১—পাকিস্তান : প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি আগামী নির্বাচনে পুনরায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইবেন না।

পৃথক উত্তরগাঁও রাজ্য : লোক সভায় উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল সমূহ নিয়া উত্তর গাঁও রাজ্য গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

২২—পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত আগরতলা মামলা পাক সরকার প্রত্যাহার করিয়া লন।

বিহার : শ্রীহরিহর সিং বিহার বিধানসভায় কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন।

বহু বিবাহ : শ্রী এম সি চাগলা দিল্লীতে এক সেমিনারে ভাষণ দিতে গিয়া মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার তীব্র সমালোচনা করেন।

ইন্দোনেশিয়া : ভারতে সফরকারী ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ডঃ আদম মালিক দিল্লীতে বলিয়াছেন যে, চীনের বিরুদ্ধে কোন সাধারণ ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা নাই।

আগা খাঁ প্রাসাদ : পুণার ঐতিহাসিক আগা খাঁ প্রাসাদ (যেখানে মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ দিন বন্দী ছিলেন) গান্ধী স্মারক নিধিকে উপহার স্বরূপ দান করিয়াছেন প্রিন্স করিম আগা খাঁ।

২৩—রাজা সউদ : সৌদী আরবের রাজা সউদ এথেন্সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ : নির্বাচনী বিজয়োৎসব অনুষ্ঠানের জন্য যুক্তফ্রণ্টের ডাকে কলিকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান : শেখ মুজিবর রহমান রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আয়ুব কর্তৃক আহুত বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হইয়াছেন।

পি এস পি : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের কার্যকরী সমিতির সভায় পশ্চিমবঙ্গের চারিজন দলীয় এম এল এ-কে যুক্তফ্রণ্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সাসপেণ্ড করিয়াছেন।

২৪—পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের নিকট যুক্তফ্রণ্ট তাহাদের মন্ত্রীদের নামের তালিকা পেশ করিয়াছেন।

ভারত ইন্দোনেশিয়া : ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্রীদীনেশ সিং ও ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব শ্রীআদম মালিকের এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারত-পাক বিবাদে ইন্দোনেশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবার নীতি প্রকাশ করিয়াছেন।

২৫—পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র : সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে।

২৬—**বিহার :** জনতা পার্টি ও ঝাড়খণ্ড দলকে নিয়া গঠিত কংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শপথ লইয়াছেন।

লেভী এসকোল : ইসরাইলের প্রধান মন্ত্রী লেভী এসকোল জেরুজালেমে পরলোক গমন করিয়াছেন।

পাকিস্তান : জুলফিকার আলী ভুট্টো কাশ্মীরে মুক্তি সংগ্রাম আবার শুরু হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

২৮—**বাজেট :** কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই পার্লামেন্টের উভয় সভায় ১৯৬৯-৭০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। ইহাতে ২৫০ কোটি টাকার ঘাটতি দেখান হইয়াছে।

পশ্চিম এশিয়া : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছে যে, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে চতুঃশক্তির বৈঠক অনুষ্ঠানের এখনো কোন সম্ভাবনা নাই।

মার্চ—১৯৬৯

১—**সিরিয়া :** সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল হাফিজ এল. আসাদ এবং বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ক্ষমতাসীন দলকে উৎখাত করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আতাসিকে স্বগৃহে আটক করা হইয়াছে।

কংগ্রেস : হাওড়া জেলা কংগ্রেস-এর এক সাধারণ সভা আহ্বান করা হইয়াছিল ; উহাতে সাধারণ কর্মীবৃন্দ বিক্ষোভ জানাইতে থাকিলে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অনেক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন।

ভারতীয় ক্রান্তিদল : বিহার রাজ্য বিধানসভায় বি. কে. ডি. দল তাহাদের নেতা শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিং-এর বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে। শ্রীখাদেরণ সিং দলের নূতন নেতা নির্বাচিত হন।

আর. জি. কর হাসপাতাল : হাসপাতালের জনৈক মৃত রোগীর পুত্রের হাতে গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারী চিকিৎসকগণ লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে হাসপাতালের হাউসষ্টাফ্ কার্য বিরতি ঘোষণা করেন।

২—**রুশ-চীন সীমান্ত :** সশস্ত্র চীনা বাহিনী রুশ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সোভিয়েট সীমান্ত রক্ষী দলের উপর গুলী বর্ষণ করে। সোভিয়েট বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে চীনারা পিছে হটে। ইহা 'তাস'-এর সংবাদ।

আর. জি. কর হাসপাতাল : স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য আশ্বাস দেন যে, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঘটনা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবেন।' ইহার পর হাসপাতালের হাউসস্টাফ এবং কলেজের ছাত্রগণ কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেন।

পরীক্ষা বর্জন : পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির এক বিশেষ সাধারণ সভায় অধ্যাপকদের পরীক্ষা বর্জনের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বিপুল ভোটে বাতিল হইয়া যায়।

রাজধানী এক্সপ্রেস : বেলা ১০-৫০ মিঃ 'রাজধানী এক্সপ্রেস' সর্বপ্রথম হাওড়া ষ্টেশনে পৌছায়। দিল্লী-হাওড়ার দূরত্ব ১৪৪৫ কিলোমিটার; রাজধানী এক্সপ্রেস উহা ১৭ ঘণ্টা ২০ মিনিটে অতিক্রম করেন।

মার্শাল গ্রেচকো : সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল এ. এ. গ্রেচকো ৭ দিনের জন্য ভারত পরিদর্শনের জন্য নয়া দিল্লীতে উপনীত হন।

কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক বিষয় : ভারত সরকার ১৯৬৯-৭০ সালে রাজ্যগুলিকে মোট ১৮৪৫ কোটি টাকার সম্পদ হস্তান্তর করেন।

৩—**ধর্মবীর :** লোক সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ঘোষণা করেন যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধর্মবীরকে ৬ই মার্চের মধ্যে সরান হইবে না। যুক্তফ্রন্টের দাবী—৬ই মার্চের মধ্যে ধর্মবীরের অপসারণ।

অ্যাপোলো-৯ : ১০ দিন পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমার উদ্দেশ্যে মার্কিন উপগ্রহ অ্যাপোলো-৯ তিন জন যাত্রীসহ যাত্রা সুরু করে।

পিকিং : গতকাল রুশ বাহিনী কর্তৃক চীনের সীমানা অতিক্রম করার প্রতিবাদে পিকিংস্থিত রুশ দূতাবাস অবরোধ করা হয়।

৫—**পিনাকী-ডিউক :** পিনাকী চ্যাটার্জী ও লেঃ জর্জ ডিউক দাড় বাহী নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিয়া আন্দামানের উপকূলবর্তী ল্যাণ্ডফল-এ উপনীত হন। তাহারা গত ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের অভিযান সফল হয়।

অ্যাপোলো-৯ : মহাকাশে অ্যাপোলো-৯ হইতে ২ জন যাত্রী অন্য একটি মহাকাশ যানে প্রবেশ করে এবং পুনরায় অ্যাপোলো-৯ তে ফিরিয়া আসে।

পশ্চিম জার্মানী : সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের প্রার্থী গুস্‌তাফ্‌ হাইনেম্যান পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ : হুগলীর তেলেনিপাড়া এবং ২৪ পরগণার টিটাগড়ে প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা।

৬—**রাজ্য বিধানসভা :** অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উদ্বোধন হয়। রাজ্যপাল তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণের কিছু অংশ পাঠ করেন নাই, ইহা দ্বারা এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হইল।

শ্রীবিজয় কুমার ব্যানার্জী রাজ্য বিধান সভার স্পীকার এবং শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা : পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন ১৬ ঘণ্টা পরে একদল অধ্যাপক কর্তৃক ঘেরাও মুক্ত হন।

গিনি : গিনির প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস্কো মাকিয়াস-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

৭—**মস্কো :** মস্কোয় চীনা দূতাবাসের সম্মুখে বিশাল জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিহার : বিহারে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন;

পাকিস্তান : পাকিস্তান বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আটক ছাত্রদের মুক্তি দান ও তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করার দাবী মানিয়া লইয়াছেন।

৮—**পিনাকী-ডিউক :** অভিযাত্রী পিনাকী চ্যাটার্জী ও লেঃ জর্জ ডিউক আজ আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে উপনীত হন; তাঁহারা বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন।

ক্রিকেট : করাচীতে ইংল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের শেষ টেষ্ট খেলা পণ্ড: বিক্ষুব্ধ জনতা ষ্টেডিয়াম আক্রমণ করিলে খেলোয়াড়গণ প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া পলায়।

কংগ্রেস : বিহারে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে কংগ্রেস দলে সঙ্কট; রামগড়ের রাজাকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের অনুমতি দেওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান; ফলে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা পদত্যাগ করেন, অতঃপর শ্রীসুব্রহ্মণ্যম ও পদত্যাগ করেন।

কাশ্মীর : শ্রীনগরে হাঙ্গামা; ১৩ জন পুলিশসহ ৭৭ জন আহত। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসাদিক জানান যে, স্থানীয় একটি দৈনিকপত্রে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি করা হইতেছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়; ইহার ফলেই হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন : কলিকাতার মারকাস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়।

৯—কংগ্রেস : সহকর্মীদের অনুরোধে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা তাঁহার পদত্যাগ প্রত্যাহার করেন, কিন্তু শ্রীসুব্রহ্মণ্যম তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

পণ্ডিচেরী : পণ্ডিচেরীতে আজ মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

হকি : কোচিনে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় পাঞ্জাব ১—০ গোলে গতবারের বিজয়ী রেলওয়েকে পরাজিত করিয়া চ্যাম্পিয়ান হয়।

১০—পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট উপস্থাপন করেন। আলোচ্য বাজেটে রাজস্ব খাতে ১৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি, পক্ষান্তরে রাজস্ব বহির্ভূত খাতে ৭ কোটি ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত। গত বৎসরের জের ধরিয়া ১৯৬৯-৭০ সালে মোট ঘাটতির পরিমাণ ৩৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমার বলেন যে আপাততঃ রাজ্যের খাদ্য নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নূতন আই, জি, শ্রীশচীন্দ্র মোহন ঘোষ আজ কার্যভার গ্রহণ করেন।

মধ্যপ্রদেশ : রাজমাতা বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া জানান যে, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ সিং পদত্যাগ করিয়াছেন।

পণ্ডিচেরী : অন্তবর্তী নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। ডি, এম, কে ১৫টি আসন লাভ করিয়া একক বৃহত্তম দলের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

১১—পিনাকী-ডিউক : আন্দামান অভিযাত্রী শ্রীপিনাকী চ্যাটার্জী ও লেঃ জর্জ ডিউক আজ আন্দামান হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। দম দম বিমান বন্দরে বিশাল জনতা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানায়।

মধ্যপ্রদেশ : রাজ্য বিধানসভার সংযুক্ত বিধায়ক দলের ৪০ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া কংগ্রেস দলের উপনেতা শ্রী এস. সি. শুক্ল জানান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : নকশালপন্থী ছাত্র ফেডারেশন উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনকে ৪৮ ঘণ্টা মেয়াদের এক চরম পত্র দান করে।

ক্রিকেট : ওয়েলিংটনে ২য় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড ৬ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে।

১২—মধ্যপ্রদেশ : রাজ্যবিধান সভায় সংযুক্ত বিধায়ক দলের নব নির্বাচিত নেতা শরণগড়ের রাজা নরেশচন্দ্র সিং নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য রাজ্যপালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট রাজ্যবিধানসভায় কংগ্রেস দলের নেতা শ্রী ডি. পি. মিশ্রের নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন।

কংগ্রেস : শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীমোরারজী দেশাই-এর নিকট দুঃখ প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার উপর 'শো-কজ' নোটীশ জারীর সিদ্ধান্ত করেন। শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীদেশাই-এর বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন।

পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তান সরকার জন নিরাপত্তা আইন এবং রাজনৈতিক দল আইনের বলে ছাত্র ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা চালইতেছিলেন তৎসমুদয় তুলিয়া লন।

১৩—পাকিস্তান : প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ রাউলপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে বিরোধী দলের 'পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের' দাবী মানিয়া লন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী : লোকসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডি. সি. শুক্ল ঘোষণা করেন যে গতবৎসর ১৯শে সেপ্টেম্বর সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটে যে সকল সরকারী কর্মচারী যোগ দিয়াছিলেন সরকার তাহাদের প্রায় সকলকেই কাজে ফিরাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ : রাজা নরেশ চন্দ্র সিং মধ্যপ্রদেশের নূতন মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : নকশালপন্থী ছাত্র ফেডারেশন উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনকে ঘেরাও করে। আর একদল ছাত্রবাহিনী রাত্রি ৮॥০ নাগাদ তাঁহাকে মুক্ত করে।

১৪—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : গতকাল উপাচার্য সেনকে ঘেরাও মুক্ত করিতে যাইয়া বোমার আঘাতে শ্রীকৃষ্ণ রায় নামক এক যুবক প্রাণ হারান। আজ তাঁহার মৃতদেহ লইয়া একটি মৌন মিছিল বাহির হয়।

কফিহাউস : কলেজ ষ্ট্রীটের জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ 'কফি হাউস' বিধ্বস্ত করা হয়। ইহা গত কালের ছাত্রহাঙ্গামার জের বলিয়া সন্দেহ করা হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : উপাচার্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ পদত্যাগ করেন।

কংগ্রেস : ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য ও তামিলনাডু কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসি সুব্রহ্মণ্যাম ওয়ার্কিং কমিটি হইতে তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন।

এডভোকেট জেনারেল : যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রীস্নেহাংশু আচার্যকে পশ্চিমবঙ্গের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত লন।

১৫—রুশ-চীন সীমান্ত ঃ সোভিয়েট সরকার অভিযোগ করেন যে, গতকাল ও আজ চীনা সৈন্য সোভিয়েট ভূমি আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহাদের গোলায় কিছু রুশ সৈন্য নিহত হয়।

কংগ্রেস ঃ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে সাম্প্রতিক অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় সম্পর্কে যে চারিটি কমিটি গঠিত হইবে কংগ্রেস সভাপতি আজ সেই কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করেন। হায়দারাবাদ হইতে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য ডঃ জি. এস. মেলাকাটে পশ্চিমবঙ্গ কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন।

FICCI ঃ নয়াদিল্লীতে 'ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিস'-এর ৪২শ বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভাষণ দেন।

পাকিস্তান ঃ পূর্বপাকিস্তানে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও লুঠতরাজ শুরু হইয়াছে।

১৬—পাকিস্তান ঃ প্রেসিডেন্ট আয়ুব জেনারেল মহম্মদ মুসাকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণরের পদ হইতে অপসারণ করিয়া ইউসুফ হারুণকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। ইহার দ্বারা তিনি জনগণের আরও একটি দাবী মানিয়া নেন। এদিকে মৌলানা ভাসানি মুলতানের নিকটে ট্রেণের মধ্যে আক্রান্ত হন।

বৈরী নাগা ঃ ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কোহিমার নিকটে চীন প্রত্যাগত বৈরী নাগা 'জেনারেল' মউ আংগামীকে ২০০ শত সঙ্গী সহ বন্দী করেন। তাঁহার সঙ্গে প্রচুর চীনা অস্ত্র ছিল। তাহাদিগকে দিল্লীতে আনা হয়।

পি. এস. পি ঃ আজ কলিকাতায় আর একটি পি. এস. পি গঠিত হয়; ইহারা যুক্তফ্রন্ট সমর্থক কিন্তু সর্বভারতীয় কমিটির অনুমোদন প্রত্যাশী নহে।

১৭—পাকিস্তান ঃ ধর্মঘটের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অচল; নোয়াখালি জেলায় জনতার আক্রমণে ৪ জন পুলিশ নিহত।

কংগ্রেস ঃ কংগ্রেস পুনরুজ্জীবনের জন্য কি করা দরকার তাহা নির্ধারণের জন্য পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেস একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেন।

পণ্ডিচেরী ঃ শ্রীফারুক মারিকরের নেতৃত্বে পণ্ডিচেরীর মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

১৮—ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ঃ গত ১০ই মার্চ কলিকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা তদন্ত করার জন্য রাজ্যসরকার কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীরেণুপদ

মুখার্জিকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ১০ই মার্চ হইতে ঐ কলেজের ছাত্র, হাউসস্টাফ ও নার্সগণ হাসপাতালের কতিপয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে অপসারণের দাবীতে ধর্মঘট চালাইয়া যাইতেছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন :—অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী ১৯৬৯-৭০ সালের উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করেন। ইতিপূর্বে প্রাক্তন কমিশনার শ্রী জে, সি. সেনগুপ্ত ঘাটতি বাজেট পেশ করিয়া ছিলেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা : আজ হইতে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সুরু হয়

১৯—মধ্যপ্রদেশ : রাজ্য বিধান সভার সংযুক্ত বিধায়ক দলের ২০ জন সদস্য ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। ইহার ফলে বিধান সভায় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজা নরেশচন্দ্র সিং পদত্যাগ করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট শ্রী ডি. পি, মিশ্রের নির্বাচন অবৈধ বলিয়া যে রায় দিয়াছেন শ্রীমিশ্র তাহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করার অনুমতি লাভ করেন।

রতিবাটি কয়লাখনি : রাণীগঞ্জের কাছে রতিবাটি কয়লাখনির ছাদ ধ্বসিয়া ১৪ই মার্চ হইতে চারজন শ্রমিক খনিগর্ভে আটক রহিয়াছেন।

২০—সামরিক বাহিনী : লে: জেনারেল এস, এইচ, এফ, জে মানেকশ আগামী ৮ই জুন ভারতীয় স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করিবেন। বর্তমানে তিনি ইষ্টার্ণ কমাণ্ড-এর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং।

রতিবাটি কয়লাখনি : খনিগর্ভ হইতে ১২৫ ঘণ্টা পরে ৪ জন বন্দী শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়।

মধ্যপ্রদেশ : রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী রাজা নরেশচন্দ্র সিং-এর পদত্যাগ গ্রহণ করেন; স্পীকার রাজ্য বিধানসভা ২৬শে মার্চ পর্যন্ত মুলতুবী রাখেন।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ : দশদিন কর্মবিরতির পর আজ কলেজের ছাত্র, হাউসষ্টাফ ও নার্সগণ কার্যে যোগদান করেন।

২১—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'রাজ্য বিধান পরিষদ বিলোপ' বিলটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। কংগ্রেস দলের সদস্যগণ প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দেন। বিধানসভার ২৮০জন সদস্যের মধ্যে ২২৩ জন উপস্থিত ছিলেন

কলিকাতা কর্পোরেশন : কর্পোরেশনের ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট বরাদ্দ

৫০-৪৩ ভোটে গৃহীত। ১৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা আয় এবং ১৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয়।

২২—**হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রী :** রাঁচীতে অবস্থিত হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রীর কারখানায় অগ্নিসংযোগের ষড়যন্ত্র মামলায় ৪ জন আসামীর প্রত্যেকেই ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দণ্ডিত আসামীদের নাম—নিশার আহ্মদ, আলি হুসেন, আলাউদ্দীন ও ইউনুস। ইহারা নয়াদিল্লীর পাক দূতাবাসের যোগসাজসে আলোচ্য কারখানায় অগ্নিসংযোগের জন্য ষড়যন্ত্র এবং খোদিয়া তানজিমা নামে একটা সংস্থা গঠন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

পাকিস্তান : সংবাদে প্রকাশ পূর্ববঙ্গের গভর্ণর মোনেম খাঁ প্রাণভয়ে সপরিবারে ঢাকা হইতে পলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে ডঃ এম. এন. হুদা গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রোঃ ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেন তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ঘাটতি বাজেট ; উহাতে ঘাটতির পরিমাণ ১,০৮,৮৭,১৫৮ টাকা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : উপাচার্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন।

২৩—**দক্ষিণ আফ্রিকা :** দক্ষিণ আফ্রিকার স্কুলগুলিতে ভারতীয় ছাত্র ছাত্রীরা গান্ধীজীর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ছুটি পাইবে না বলিয়া সরকারী ঘোষণা প্রকাশ।

২৪—**দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা :** কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ কারখানার ভিতরে গুলী বর্ষণ করে। রাজ্য পুলিশ এই ঘটনায় চীফ্ সিকিউরিটি অফিসার সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।

আসাম : দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার স্থাপনের দাবীতে সারা রাজ্যের বহুস্থানে গণ-অনশন পালন করা হয়।

২৫—**পাকিস্তান :** ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট-এর পদ পরিত্যাগ করেন। স্থল বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খাঁ প্রধান সামরিক প্রশাসকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। সংবিধান, জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক আইনসভাদ্বয় বাতিল ও মন্ত্রিগণকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতা ট্রাম কোং: আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ট্রামের ভাড়া দুই পয়সা করিয়া কমান হইবে বলিয়া রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ঘোষণা করেন।

২৬—মধ্যপ্রদেশ: রাজ্যবিধান সভায় কংগ্রেস দলের নূতন নেতা শ্রীশ্যামাচরণ শুক্ল আজ রাজ্যের নূতন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ: কেন্দ্রীয় সরকার আজ সংসদে ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ পশ্চিমবঙ্গে থাকিবেই; তবে রাজ্যসরকার না চাহিলে তাহারা কিছু করিবে না।

২৭—পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী: পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেন যে রাজ্য সরকারী কর্মচারিগণকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সমহারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হইবে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইবে। ইহার ফলে রাজ্যসরকারের বছরে ৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

প্রধানমন্ত্রী: ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রেঙ্গুনে উপনীত হন।

২৮—পাকিস্তান: মৌলানা ভাসানি স্বগ্রামে অন্তরীন; ছাত্র সংগ্রাম কমিটি নিষিদ্ধ ঘোষিত। গত ২ দিনে পূর্বপাকিস্তানে ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিহার: জনতা পার্টির নেতা রামগড়ের রাজা কামাখ্যা নারায়ন সিং আজ বিহার মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন।

সাঁতার: পক প্রণালী সাঁতার প্রতিযোগিতা; শ্রীবৈদ্যনাথ নাথ প্রথম ও লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক দ্বিতীয় হন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী: স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর যে সকল সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকেই কার্যে পুনর্বহাল করা হইবে।

২৯—কলিকাতা: রেলওয়ে দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ কলিকাতায় ঘোষণা করেন যে আগামী ৪ মাসের মধ্যেই কলিকাতা চক্ররেল-এর কাজ আরম্ভ হইবে। বরানগর হইতে প্রিনসেপ ঘাট পর্যন্ত ১৪ মাইল পথে উহা নির্মিত হইবে; খরচ হইবে ২৯ কোটি টাকা।

পিনাকী—ডিউক: কলিকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে আন্দামান অভিযাত্রী শ্রীপিনাকী চ্যাটার্জী ও লেঃ জর্জ ডিউককে কলিকাতা পৌরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ফুটবল : জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় মহীশূর ১-০ গোলে পশ্চিমবাংলাকে পরাজিত করিয়া সন্তোষ ট্রাফি লাভ করে।

৩০—**প্রধানমন্ত্রী :** প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ব্রহ্মদেশ সফর সমাপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ : হুগলী জেলার তেলেনিপাড়া অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ; বস্তি ও দোকান ভস্মীভূত।

৩১—**কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ; অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী ডি এস কোঠারী।

পাকিস্তান : পাকিস্তানের মুখ্য সামরিক প্রশাসক ঘোষণা করেন যে, তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট-এর পদ গ্রহণ করিলেন।

এপ্রিল—১৯৬৯

১—**ইডেন গার্ডেন :** আজ হইতে রাজ্যসরকার ইডেন গার্ডেন ও রঞ্জী ষ্টেডিয়ামের ভার গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ : কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সকল সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সমহারে ১০ টাকা বৃদ্ধি করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা। গত ২৭ শে মার্চ হইতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে।

২—**কংগ্রেস :** পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, একমাত্র সভাপতি শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র ছাড়া কার্য-নির্বাহক সমিতির সকল সদস্য পদত্যাগ করিবেন। তদনুসারে সকল সদস্য পদত্যাগ করেন।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি : কলিকাতার নিউ আলিপুরে ন্যাশনাল এণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কের অফিস হইতে দেড় লক্ষাধিক টাকা লুণ্ঠিত হয়।

নেপাল : নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসূর্যবাহাদুর থাপা পদত্যাগ করেন।

৩—**পশ্চিম এশিয়া :** নিউইয়র্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ান, ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর প্রতিনিধিগণ পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা সুরু করেন।

প্রাথমিক শিক্ষক : ২৭ দফা দাবী লইয়া রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকরা রাইটার্স বিল্ডিং-এ গণ ডেপুটেশনে যান।

কংগ্রেস : কংগ্রেস সংসদীয় দলের কার্য নির্বাহক কমিটির বৈঠকে রাজ্যসভার কংগ্রেসী সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখরকে ভর্ৎসনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কানু সান্যাল : নকশালপন্থী নেতা শ্রীকানু সান্যাল ও আরও ২১ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়।

৪—**বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন :** মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩২শ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ; শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পকিস্তান : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ মৌল অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলি বাদ দিয়া পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধান আবার চালু করেন।

৫—**চেকোশ্লোভাকিয়া :** চেকভূমিতে আরও তিন ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হইতেছে। এখন দখলকারী বাহিনীতে আছে ৭০ হাজার সৈন্য। উহা বাড়িয়া হইবে ১ লক্ষ ১৫ হাজার।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আজ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক লইয়া যে আলোচনা হয় তাহাতে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরাও যোগ দেন। তাঁহারা সবাই একবাক্যে বলেন যে কেন্দ্রকে শক্তিশালী রাখাই উচিত।

৬—**রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়াম :** এক বিচিত্রানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া ভয়ঙ্কর হাঙ্গামা ঘটে। বিক্ষুব্ধ জনতা দুধের ডিপো ও ষ্টেটবাসে, আগুন ধরায়, ষ্টেডিয়ামে বোমা নিক্ষেপ করে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে ও লাঠি চালায় এবং শেষ পর্যন্ত ৪ রাউণ্ড গুলী চালায়। একজন নিহত হয়, আহতের সংখ্যা ৫০।

৮—**কলিকাতা :** কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীতে প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা বাহিনীর গুলীতে ৪ জন কর্মী নিহত হন। কারখানার মধ্যে আরও এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আছেন ম্যানেজার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ডি. পি. চক্রবর্তী এবং দুইজন এসিস্টেন্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ম্যানেজার জে. এন. ঘোষ ও বি. এন. গুপ্ত।

৯—**কলিকাতা :** কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীতে গুলীচালনার প্রতিবাদে বরানগর, কাশীপুর অঞ্চলে পূর্ণ হরতাল। নিহত ব্যক্তিদের শব লইয়া এসপ্ল্যানেড ইষ্ট-এ অবস্থিত ডাইরেক্টর জেনারেল অব অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর অফিসের সম্মুখে বিশাল জনতা বিক্ষোভ জানায়।

মধ্যপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভায় ৩৪ জন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন।

১০—**পশ্চিমবঙ্গ :** কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীতে গুলী চালনার প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হরতাল পালন করা হয়।

আসাম : সরকারী উদ্যোগে আসামে দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার স্থাপনের আর্থিক ও কারিগরী সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ কমিটি নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন।

১১—**কেন্দ্রীয় সরকার :** লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন পশ্চিমবঙ্গে গতকালের হরতাল সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন নাই।

তদন্ত কমিশন : কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীতে গুলী চালনা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী এস. কে. দাসকে লইয়া এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সরকার।

তেলেঙ্গানা : তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অভিযোগ অনুসন্ধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় একটি প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন।

রাইটার্স বিল্ডিং : পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জীর ঘরের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি হয়।

১৩—**জালিয়ানওয়ালা বাগ :** জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সারা ভারতে বিশেষ অনুষ্ঠান। কলিকাতায় বহু জনসভা।

১৩৭৫ সালে উল্লেখযোগ্য মৃত্যু

॥ বড়ে গোলাম আলি খাঁ ॥

ভারতীয় সঙ্গীত জগতের অন্যতম দিকপাল বড়ে গোলাম আলি খাঁ ২৫শে এপ্রিল, ১৯৬৮ হায়দরাবাদে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯০২ সালের ২রা এপ্রিল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার কাকা ওস্তাদ কালে খাঁর নিকট সঙ্গীতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পিতা আলি বক্স খাঁর নিকটও শিক্ষালাভ করেন। সাধারণ সঙ্গীত-আসরে তিনি সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করেন ১৯১৯ সালে লাহোর সঙ্গীত সম্মেলনে। তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

॥ হরেশ্বর গোস্বামী ॥

আসাম বিধানসভার স্পীকার শ্রীহরেশ্বর গোস্বামী ১০ই মে, ১৯৬৮ পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গৌহাটির কটন কলেজ হইতে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ইংল্যাণ্ডে যান ও কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও স্নাতক হন। অতঃপর তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিস্টার হন। কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে লেকচারার রূপে কর্মজীবন আরম্ভ; কিছুকাল কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ নেন ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া সোসালিষ্ট পার্টি গঠনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫২-৬২ এই এক দশক তিনি আসাম বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হন। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে নির্বাচনে জয়ী হইয়া বিধান সভার স্পীকার হইয়াছিলেন।

॥ কুমারী হেলেন কেলার ॥

২রা জুন, ১৯৬৮ হেলেন কেলার ওয়েষ্টপোর্টে (কনেক্টিকাট) ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। হেলেনকেলার একটি বিশ্ববিশ্রুত নাম; তিনি অন্ধত্ব ও বধিরত্বের দুর্জয় বাধা অতিক্রম করিয়া খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঅব্দে তাসকামবিয়ায় (আলাবামা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় তিনি

অন্ধ বা বধির ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ মাস তখন অকস্মাৎ গুরুতর পীড়ায় (ব্রেন ফিভার) তাঁহার চোখের দৃষ্টি ও বাকশক্তি লোপ পায়। হেলেন কেলারের বয়স যখন ৭ বৎসর তখন কুমারী অ্যানি স্থলিভান তাঁহার গৃহশিক্ষিকা নিযুক্ত হন। কুমারী কেলারের সাফল্য ও খ্যাতির মূলে এই মহিলার অবদান সমধিক। পরস্পরের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ১৯৩৬ সালে অ্যানি স্থলিভানের মৃত্যু হইলে তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হন। ১৬ বৎসর বয়সে কুমারী কেলার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কুমারী স্থলিভানও তাঁহার সহিত নিয়মিত স্কুলে যাইতেন এবং তাহাকে সকল প্রকারে সাহায্য করিতেন। ৮ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর হেলেন কেলার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডক্লিফ কলেজ হইতে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতক হন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'The story of my life' রচনা করেন। তিনি অন্ধ ও বধির জনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষেও ২ বার আসিয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

॥ কে. ঈশ্বর দত্ত ॥

প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কে ঈশ্বর দত্ত ৬৯ বৎসর বয়সে নয়াদিল্লীতে মারা যান। ১৯৫৪-৫৫ সালে তিনি এলাহাবাদের 'লিডার' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। সহকারী সম্পাদক হিসাবে মাদ্রাজের 'হিন্দু', দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকাতেও কাজ করেন। তিনি কতিপয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

॥ বঙ্কিম চন্দ্র সেন ॥

'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ৭৬ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি বৈষ্ণব দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন ; কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৮৯২ সালে টাঙ্গাইল মহকুমায় (অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত) তাঁহার জন্ম হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'বেঙ্গলী' কাগজে তাঁহার সংবাদিকতার হাতে খড়ি। ১৯২৬ সালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। পরবর্তী কালে তিনি 'দেশ'-এর সম্পাদক হন। ১৯৫৬ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

॥ স্যার হার্বার্ট রীড ॥

প্রখ্যাত কবি ও কলা-সমালোচক ; ১২ই জুন, ১৯৬৮ মারা যান। ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৩ তিনি ইয়র্কশায়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি

লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যদলে যোগ দেওয়ায় তাঁহার শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিনি ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে জার্মান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের শেষে তিনি বিবিধ কর্মে লিপ্ত হন। ১৯৫০ সালে তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। ঐ বৎসরই হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে তিনি রয়েল কলেজ অব আর্টস্‌-এর ফেলো নির্বাচিত হন। সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান অনন্যসাধারণ। বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

॥ অধ্যাপক অটো হান ॥

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানী অটোহান ৮৯ বৎসর বয়সে ২৮শে জুলাই, ১৯৬৮ দেহত্যাগ করেন। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মন্ট্রীলে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের অধীনে তিনি পড়াশুনা ও গবেষণা করেন। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে তিনি এক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। উহার নাম দেওয়া হয় 'রেডিওথর'। ১৯৩৮ সালে হান পরমাণু-বিভাজন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কিন্তু জার্মানী তখন পরমাণু বোমা তৈয়ারী করিতে পারে নাই, কারণ অর্থাভাবে এসম্পর্কে গবেষণা বন্ধ রাখা হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ ডঃ রাধাকমল মুখার্জি ॥

ডঃ রাধাকমল মুখার্জি ৮০ বৎসর বয়সে ২৪শে আগষ্ট, ১৯৬৮ লক্ষ্ণৌতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য। মৃত্যুকালে তিনি উত্তর প্রদেশ ললিতকলা একাডেমীর চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

॥ নরেশ চন্দ্র মিত্র ॥

প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ পরোলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৮৮৮ সালের ৬ই মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম অভিনয় কারনে ১৯০৮ সালে—কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটুটে। সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২৩ সালে—ষ্টার রঙ্গমঞ্চে। তিনি ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া মঞ্চাভিনয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বহু নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। তিনি একজন সুদক্ষ পরিচালক এবং অভিনয় শিক্ষকও ছিলেন।

॥ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ॥

তপশিলী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ৬৮ বৎসর বয়সে ৫ই অক্টোবর ১৯৬৮ বনগাঁ শহরে মারা যান। শ্রীমণ্ডল অবিভক্ত বাংলায় অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। ভারত বিভাগের পরে তিনি পাকিস্তানে চলিয়া যান এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী হন। দশ বৎসর পরে তিনি পাকিস্তান মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন ও ভারতে চলিয়া আসেন।

॥ আপটন সিনক্লেয়ার ॥

বামপন্থী মার্কিণ ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ার ২৬শে নবেম্বর, ১৯৬৮ নিউ জার্সিতে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯০ বৎসর। ১৮৭৮ সালে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা ছিলেন মদ্য বিক্রেতা। মদ্যপানের প্রতি পিতার অতিরিক্ত আসক্তি দেখিয়া বাল্যকাল হইতেই মদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মে। ১৫ বৎসর বয়সেই তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি স্নাতক হন। ১৯০৬ সালে তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'জাঙ্গল' প্রকাশিত হয় এবং অচিরেই তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আরও কতকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস 'অয়েল' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। তাঁহার এই উপন্যাস মার্কিন সমাজে প্রভূত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল।

॥ ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ ॥

বিখ্যাত যাত্রাভিনেতা ও পালাকার শ্রীফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঐ দিন তিনি নারিকেল ডাঙ্গার মোগলবাগান পার্কে বাঁশের কেল্লা যাত্রায় অভিনয় করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তিনি এই বৎসর (১৯৬৮ সাল) শ্রেষ্ঠ নট হিসাবে সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। যাত্রাজগতে আর কেহ এই সম্মান লাভ করেন নাই। ফণীভূষণের জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দে; তাঁহার শৈশব কাটে সিমলায়। তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করিয়া বেঙ্গল ড্রইং কোম্পানিতে চাকুরী করিতেন। অবসর সময়ে তিনি যাত্রা করিতেন। তিনি পেশাদারী ভাবে প্রথম যোগ দেন ভাণ্ডারী অপেরায়। ফণীভূষণ যাত্রায় প্রায় ২০০ চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন, চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সংখ্যা ২২। ইহা ছাড়া তিনি মনোমোহন থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছেন। তিনি বহু পালা রচনা করিয়াছেন। যাত্রাজগতে তিনি বড়ফণী নামে পরিচিত ছিলেন।

॥ জন স্টাইনবেক ॥

◦ মার্কিন সাহিত্যিক জন স্টাইনবেক ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ নিউ ইয়র্কে ৬৭ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি ১৯৪০ সালে পুলিৎস্‌জার পুরস্কার এবং ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাহার লেখা উপন্যাসগুলি ৩৩টি ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য রচনা—'Of Mice & Men', 'Grapes of Wrath', 'Cannery Row', 'The Wayward Bus', 'East of Eden'.

॥ বাবা সোহনসিং ভাকনা ॥

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ বাবা সোহন সিং অমৃতসর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৯ বৎসর। তিনি গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং কোমাগাটামারুর বিখ্যাত বিপ্লবী। ৫৫ বৎসর পূর্বে তাঁহাকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় কিন্তু পরে তাহা পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। তিনি ২৬ বৎসর কারান্তরালে কাটাইয়াছেন।

॥ ট্রিগভি লাই ॥

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল ট্রিগভি লাই ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ মারা যান ; তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২ বৎসর। মিঃ লাই ১৮৯৬ সালের ১৬ই জুলাই নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া ব্যারিষ্টার হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি নরওয়ে শ্রমিক দলের সেক্রেটারী হন। শ্রম আইনে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লণ্ডনে যে নরওয়ে সরকার গঠিত হয় তিনি ছিলেন তাহার পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হইলে মিঃ ট্রিগভি লাই সর্বসম্মতিক্রমে উহার সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬। ১৯৫৩ সালে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

॥ প্রতিমা দেবী ॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ শান্তিনিকেতনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৫ বৎসর।

॥ ডঃ সম্পূর্ণানন্দ ॥

১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ ডঃ সম্পূর্ণানন্দ বারাণসীর কাশী বিদ্যাপীঠে তাঁহার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

॥ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥

সাহিত্যিক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ বরানগরে ৫৯ বৎসর বয়সে হৃদরোগে মারা যান। তিনি সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র; জন্ম ১৯০৯ সালে। শিক্ষা কলিকাতার হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লণ্ডনের স্কুল অব ইকনমিক্সে। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন; তাহাছাড়া বরানগরের ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিট্যুটের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁহার লেখা ছোট গল্প ও ভ্রমণ কাহিনীর বইগুলি খুব উপভোগ্য; ছোটদের জন্য লেখা 'বাবুই-এর অ্যাডভেঞ্চার' অভিনবত্বে উজ্জ্বল। তিনি বহু কবিতাও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় একজন চেক মহিলা। শ্রীমতী মিলাডা বাংলার মেয়েদের ব্রতকথা, পাঁচালী ইত্যাদি চেকভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

॥ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪ বৎসর বয়সে ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ পরলোক গমন করেন। তিনি ভারতবিখ্যাত ধ্রুপদী শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র; জন্ম ১৯০৫ সালে বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া)। ১৯২৬ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে স্নাতক হন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের ডীন ছিলেন। সুলেখক ও সঙ্গীত সমালোচক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। সঙ্গীত সম্পর্কে কয়েক খানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

॥ ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র ॥

সৎসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬৯ দেওঘর আশ্রমে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮১ বৎসর। অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা জেলার হিমায়েতপুরে শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। আদর্শ শিক্ষা ও সমাজ পুনর্গঠনের জন্য তিনি পাবনাতে সৎসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৬

সালে দেওঘরে সংঘের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রায় এক কোটি লোক ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

॥ সি. এন. আন্নাদুরাই ॥

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী কনজিভরাম নটরাজনা আন্নাদুরাই (সংক্ষেপে সি. এন. আন্নাদুরাই) ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ মাদ্রাজ নগরীতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আন্নাদুরাই ১৯০৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ, পাশ করার পর শ্রীআন্নাদুরাই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং জাষ্টিস পার্টিতে যোগ দেন। শ্রীআন্নাদুরাই শীঘ্রই ই, ভি, রামস্বামী নাইকারের সংস্পর্শে আসেন। শ্রীনাইকার দ্রাবিড় কাজাঘাম দল প্রতিষ্ঠা করিলে শ্রীআন্নাদুরাই তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। দ্রাবিড় কাজাঘাম দলের আদর্শ ছিল স্বতন্ত্র দ্রাবিড় রাজ্য সংগঠন করা। কিন্তু মতদ্বৈধতার জন্য শ্রীআন্নাদুরাই ঐ দল পরিত্যাগ করেন এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম নামক একটি নূতন দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই ডি, এম, কে দল ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাদ্রাজ বিধানসভায় ১৩৮টি আসন অধিকার করিয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। দলের এই সাফল্যের মূলে আছে আন্নাদুরাই-এর সংগঠনী প্রতিভা। আন্নাদুরাই রাজনৈতিক কারণে ৭ বার কারাবরণ করিয়াছেন। তিনি সুবক্তা ও সুসাহিত্যিক। রাজনৈতিক নিবন্ধ ছাড়াও তিনি কতকগুলি নাটক ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি তামিল সাপ্তাহিক 'কাঞ্চি'র সম্পাদক ছিলেন। সারা তামিলনাড়ুর সাধারণ জনতার কাছে তিনি ছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয়; জনতা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিত 'আন্না' অর্থাৎ, দাদা।

॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ॥

কবি ও ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ অকস্মাৎ মারা যান। ঐ দিনটি ছিল তাঁহার জন্মদিন; তিনি যেদিন ৬০ বছরে পদক্ষেপ করেন সেই দিনই তাঁহার নিকট মৃত্যুর পরোয়ানা আসিয়া পৌছায়। কবি ১৯০৯ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালা ও ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন। সাপ্তাহিক পত্র 'আত্মশক্তি'তে তাহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি দীর্ঘকাল প্রখ্যাত মাসিকপত্র 'পূর্বাশা'র সম্পাদনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪০। কবি অকৃতদার ছিলেন।

॥ স্যার হোমি মোদী ॥

৮৭ বৎসর বয়সে ৯ই মার্চ, ১৯৬৯ বোম্বাইতে পরলোক গমন করেন। ১৮৮১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের বহুক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৯ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন (১৯২৯); ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য ছিলেন (১৯৪৮—৪৯); উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল (১৯৪৯—৫২)। তিনি স্বতন্ত্র পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁহার অন্যতম পুত্র পিলো মোদী সংসদের সদস্য।

॥ মীরা দেবী ॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ সন্তান তথা কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী ১৫ মার্চ, ১৯৬৯ কলিকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। মীরা দেবীর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র বংশধারা লুপ্ত হইয়া গেল।

॥ জেনারেল আইসেনহাওয়ার ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জেনারেল ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার ২৮শে মার্চ, ১৯৬৯ ওয়াশিংটনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। তিনি ১৮৯০ সালে টেক্সাসে এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়িক শ্রমের দ্বারা কলেজের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করেন। অতঃপর তিনি সেনাবিভাগে যোগ দেন। দক্ষতার সহিত বহু সামরিক কার্য সম্পন্ন করিয়া সাফল্যের সিংহদ্বারে উপনীত হন। ১৯৪২ সনে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন; ঐ বৎসর মিত্র শক্তির যে সেনাবাহিনী উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা আক্রমণ করিয়াছিল তিনি ছিলেন তাহার কমাণ্ডার-ইন-চীফ। মিত্রশক্তি ফ্রান্স ও জার্মানী অভিযানের যে পরিকল্পনা করেন আইসেনহাওয়ার তাহার সুপ্রীম কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে তাঁহার নেতৃত্বে মিত্র বাহিনী নর্মাণ্ডি আক্রমণ করে। পৃথিবীর সমর ইতিহাসে ইহাই বৃহত্তম অভিযান। এক বৎসর পরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁহাকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর প্রধান হন; ১৯৪৮ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। দ্বিতীয়বার নির্বাচনে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা প্রায় এক কোটি ভোট বেশী পাইয়াছিলেন।

সন্ধি ও চুক্তি

পাক-ভারত ডাক ও তার চুক্তি : ১৯৬৮ সালের ৩ মে রাজ্যসভায় ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুজরাল বলেন যে, পাকিস্তান ও ভারত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের হার বর্ধিত হইয়াছে। সংশোধিত হার অনুযায়ী ভারত হইতে পাকিস্তানে ৩ মিনিটব্যাপী টেলিফোন কলের জন্য ১২ টাকা এবং পাকিস্তান হইতে ভারতে ৭'৫০ টাকা হইল।

ভারত-মার্কিন ঋণ চুক্তি : ১৯৬৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি দিল্লীতে স্বাক্ষরিত উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক ঋণ চুক্তি দ্বারা ভারত ১৬৮'৭৫ কোটি টাকার মার্কিনঋণ পাইবে। এই ঋণ মুখ্যতঃ ব্যয় হইবে বিদেশ হইতে কৃষি সম্বন্ধীয় এবং শিল্প সংক্রান্ত পণ্য আমদানী করার জন্য।

ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক চুক্তি : ১৯৬৮ সালের ২১ মে দিল্লীতে উভয় দেশের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে উভয় দেশ বিজ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা, সিনেমা, বেতার, টেলিভিশন, কলা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা করিবে।

ভারত-বিশ্ব ব্যাঙ্ক ঋণচুক্তি : রপ্তানী-আমদানী ব্যাঙ্ক ১৯৬৮ সালের ২ জুন ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারা ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ২ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভারত-সিংহল যুক্ত চা বাণিজ্য : ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংহ ও সিংহলের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীহিউ কার্ণাণ্ডো নয়া দিল্লীতে ৬ জুন, ১৯৬৮ এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুসারে উভয় দেশ নিজেদের বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিশ্বের চায়ের বাজারে মূল্যমান স্থির রাখার ব্যাপারে যৌথ প্রচেষ্টা চালানো, শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ নেওয়া, পর্যটন শিল্পের সমৃদ্ধিতে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি ব্যাপারে ঐক্যমত ঘোষণা করিয়াছে।

ভারত-নেপাল যোগাযোগ চুক্তি : ১৯৬৮ সালের ২৪ জুন কাঠমাণ্ডুতে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে উভয় দেশের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রেডিও-টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হইবে।

ইহা ছাড়া ঐ একই সময়ে স্বাক্ষরিত আর একটি চুক্তি অনুসারে কলিকাতা-কাঠমাণ্ডুর মধ্যে টেলিপ্রিন্টার লিঙ্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। এই লিঙ্কের জন্য ব্যয় পড়িবে ৩'৪ লক্ষ টাকা।

ভারত-সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র বাণিজ্য চুক্তি: ১৯৬৮ সালের ২৬ জুন দিল্লীতে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে ভারত চা, পাট, তামাক ছাড়াও ইস্পাত, ডিজেল ইঞ্জিন, টায়ার টিউব এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে রপ্তানী করিবে।

ভারত-ব্রিটেন ঋণ চুক্তি: নূতন দিল্লীতে ১৯৬৮ সালের ২৭ জুন স্বাক্ষরিত দুইটি চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ভারতকে ২৮'৮ কোটি টাকা ঋণ দিবে। ইহার মধ্যে ১৫'৩ কোটি টাকা সাধারণ কাজে ব্যয় হইবে এবং বাকী ১৩'৫ কোটি টাকা ঋণ-ত্রাণ (Debt Relief) হিসাবে ব্যয় হইবে।

ভারত-মার্কিন ঋণচুক্তি: নয়াদিল্লীস্থিত মার্কিণ দূতাবাস হইতে ৫ই জুলাই, ১৯৬৮ ঘোষণা করা হয় যে ট্রম্বের সারকারখানার জন্য মার্কিণ সরকার ২৭'৭ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করিয়াছেন। প্রস্তাবিত পরিকল্পনানুসারে ট্রম্বের সার কারখানা হইবে ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় সার কারখানা। ১৯৭১ সালে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হইবে।

ভারত-মালয়েশিয়া বাণিজ্য চুক্তি: কুয়ালালামপুরে ৯ই জুলাই, ১৯৬৮ এক স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে উভয় দেশের মধ্যে আর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়।

ভারত-ইরাণ যুক্তউদ্যোগ: ১৮ই জুলাই, ১৯৬৮ তেহেরাণে ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারত ও ইরাণ গুজরাটে এক পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি স্থাপনে যৌথ উদ্যোগে সম্মত হইয়াছে। এই উদ্যোগ নির্মাণ করিতে ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে।

ভারত-মার্কিণ ঋণ চুক্তি: দিল্লীতে ১৯ জুলাই, ১৯৬৮ স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, বহির্দেশ হইতে সার আমদানীর জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ২৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিবে। এই ঋণ আগামী ৪০ বৎসরে পরিশোধ করিলে চলিবে। প্রথম দশ বৎসর গ্রেস পিরিয়ড বলিয়া গণ্য হইবে। এই গ্রেস পিরিয়ডে ঋণের সুদের হার হইবে বার্ষিক শতকরা ২ টাকা এবং বাকী বৎসরগুলির জন্য সুদের হার হইবে বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা।

ভারত-নেপাল চুক্তি : ২০ আগষ্ট, ১৯৬৮ কাঠমাণ্ডুতে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে নেপাল ভারতের নিকট হইতে ৫৬ লক্ষ টাকার সাহায্য পাইবে।

ভারত-ইরাক চুক্তি : দিল্লীতে ১৯৬৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ২.৩৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

ভারত-নরওয়ে ঋণ চুক্তি : ১৯৬৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে নরওয়ে ভারতকে নিজ দেশের মুদ্রায় ১.৫ কোটি টাকা ঋণ দিবে। মৎস্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জাহাজ, প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য এই অর্থ ব্যয় হইবে। ভারতবর্ষ ১৫ বৎসর ধরিয়া নরওয়ে হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আজ পর্যন্ত নরওয়ের নিকট হইতে ভারত মোট ৮.৭০ কোটি টাকার সাহায্য লইয়াছে।

ভারত-ব্রাজিল সাংস্কৃতিক চুক্তি : ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়া শহরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোস ত্ম মাগালহেস পিন্টো উভয় দেশের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত করেন। এই চুক্তি অনুসারে উভয় দেশ শিল্পী সফরের ব্যবস্থা করিবেন, রেডিও মারফত উভয় দেশের সংস্কৃতি প্রচার করিবেন, শিক্ষাবিদদের সফরের ব্যবস্থা করিবেন ইত্যাদি।

ভারত-বুলগেরিয়া বাণিজ্য চুক্তি : ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৮ বুলগারিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে সফরকারী এক ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি দল বুলগারিয়ার সরকারের সহিত এক বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৬৯ সালের জন্য এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার ফলে উভয় দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যাদি বিনিময় হইবে। এই দ্রব্যসমূহের মোট আর্থিক মূল্য হইল ৩৮ কোটি টাকা।

এই চুক্তি অনুসারে বুলগারিয়া ভারতকে দিবে সীসা, ট্রাক্টর, যন্ত্রপাতি এবং ইস্পাতজাত দ্রব্য ও শিল্পের কাঁচা মাল

ভারত বুলগারিয়াকে দিবে রোলড ষ্টীল প্রোডাক্টস, মেসিন টুলস, তৈরী পোষাক, চামড়ার দ্রব্য, পেট্রোল পাম্প, তারের দড়ি ইত্যাদি।

ভারত-রুমানিয়া চুক্তি : ১৫ অক্টোবর, ১৯৬৮ বুখারেষ্টে ভারত ও রুমানিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে রুমানিয়া ভারতকে দশটি উপকূলবর্তী কয়লাবাহী জাহাজ নির্মাণ করিয়া দিবে। ১৯৭১ হইতে ১৯৭৪ সালের মধ্যে এই দশটি জাহাজের নির্মাণ কার্য শেষ হইবে। ভারতের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ভারতের যানবাহন ও জাহাজ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও।

ভারত-নেপাল চুক্তি : কাঠমাণ্ডুতে ১৯ নভেম্বর, ১৯৬৮ ভারত ও নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে নেপাল ভারতকে সিন্থেটিক দ্রব্য ও ষ্টেইনলেস ষ্টীলের বাসনপত্র রপ্তানী করিতে থাকিবে। ভারত এই সব জিনিষ আমদানী করিতে আপত্তি করায় উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা চলে। আলোচনার শেষে ভারত রাজী হয় যে, নেপাল ভারতকে ঐ দুইটি জিনিষ রপ্তানী করিবে।

ভারত-মার্কিণ বাণিজ্য চুক্তি : ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ নতুন দিল্লীতে ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও বেসরকারী দাতব্য সংস্থাগুলি কর্তৃক দানসামগ্রী ভারতে বিনা শুল্কেই আমদানী করা যাইবে।

ভারত-বৃটেন ঋণ চুক্তি : ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইকেল ষ্টুয়ার্ট নতুন দিল্লীতে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ভারতকে ৩৬ কোটি টাকার ঋণ দিবে। ইহার ফলে এই বৎসরে (১৯৬৮ সালে) ভারতকে দেয় প্রতিশ্রুতির মোট ৩৫ মিলিয়ন পাউণ্ডের সবটাই দেওয়া হইল।

ভারত-থাই বাণিজ্য চুক্তি : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ব্যাঙ্ককে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এক চুক্তি হয়। চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং।

ভারত ব্রাজিল পারমাণবিক চুক্তি : রিও ডি জেনিরোতে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুসারে উভয় দেশ পারমাণবিক গবেষণা, কৃষি ক্ষেত্রে পরমাণবিক শক্তির প্রয়োগ এবং তথ্য বিনিময় ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করিবে।

ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্য চুক্তি : ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ মস্কোতে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত এক বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, ভারত সোভিয়েট রাশিয়ায় শতকরা ২০ ভাগ রপ্তানী বৃদ্ধি করিবে। রপ্তানী দ্রব্য সমূহের মধ্যে রেলওয়ে ওয়াগন উল্লেখযোগ্য।

ভারত-কানাডা ঋণ চুক্তি : ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ নূতন দিল্লীতে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, কানাডা হইতে সার ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কানাডা সরকার ভারতকে ২০.৮২ কোটি টাকা ঋণ দিবে।

ভারত-মার্কিণ খাদ্য চুক্তি : ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ নয়া দিল্লীতে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পাবলিক ল' ৪৮০ অনুযায়ী ভারতের নিকট ২.৩ মিলিয়ন টন গম বিক্রয় করিবে। এই গমের মূল্য হইল ১৬৭.১ মিলিয়ন ডলার অথবা ১২৫.৩৩ কোটি টাকা।

ভারত-মার্কিণ ঋণ চুক্তি : ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ নয়া দিল্লীতে উভয় দেশের মধ্যে দুইটি ঋণ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। একটি ঋণের পরিমাণ হইল ১০৩.২৫ কোটি টাকা এবং অপরটির পরিমাণ ২৭.৭৫ কোটি টাকা। প্রথম ঋণ চুক্তি অনুসারে ভারত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে শিল্প ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিবে। দ্বিতীয় চুক্তি ট্রম্বে আণবিক কারখানায় সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহৃত হইবে।

ফ্রান্স-ভারত সাহায্য চুক্তি : ৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে নয়া দিল্লীতে এক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ভারতকে মোট ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ফ্রাঁ সাহায্য দিবে। উহার মধ্যে ৬ কোটি ২৫ লক্ষ ফ্রাঁ সরকারী ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট ৬ কোটি ২৫ লক্ষ ফ্রাঁ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হইবে। সরকারী ঋণের টাকা ২০ বৎসরে আর ব্যাঙ্কের ঋণ ১০ বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে।

ইরাণে বিদ্যুৎ সরঞ্জাম সরবরাহের চুক্তি : ভারতের কামানি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন ইরাণে ১৫.৫ কোটি টাকা মূল্যের বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন টাওয়ার ও কণ্ডাক্টর সরবরাহ করার জন্য ইরাণ সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য রপ্তানীর ইতিহাসে ইহাই একক বৃহত্তম চুক্তি। এই উপলক্ষে ১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ কামানি শিল্প গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান বোম্বাই-এর তাজমহল হোটেলে এক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে ইরাণের শাহ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইরাণের শাহ তখন ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন।

ভারত-আই. ডি. এ. ঋণ চুক্তি : বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহযোগী সংস্থা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (International Development Association) ভারতকে ১২ কোটি ডলার ঋণ দান করিয়াছেন। ৫০ বছরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে ; প্রথম ১০ বৎসর ইহার জন্য কোন সুদ দিতে হইবে না।

ভারত পূর্বজার্মানী বাণিজ্য চুক্তি : ২০শে জানুয়ারী, ১৯৬৯ ভারত ও পূর্ব জার্মানীর মধ্যে তিন বৎসর মেয়াদী বাণিজ্য ও টাকাপয়সা লেনদেন সম্পর্কে এক চুক্তি হয়।

রাষ্ট্রীয় সম্মান-পুরস্কার ও পদক

১৯৫৪ সাল হইতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদিগকে সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করার প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছে। যাঁহারা শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা, সঙ্গীত, ক্রীড়া ও সমাজসেবায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই এই সম্মান লাভ করেন। 'ভারতরত্ন' ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি 'পদ্মবিভূষণ', 'পদ্মভূষণ' ও 'পদ্মশ্রী' এই তিন শ্রেণীর সম্মান বিতরণ করেন।

এপর্যন্ত মাত্র ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধি লাভ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া হইল।

'ভারতরত্ন' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঃ

১৯৫৪—সি. রাজাগোপালাচারী
১৯৫৪—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
১৯৫৪—চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ
১৯৫৫—ভগবান দাস
১৯৫৫—এম. বিশ্বেশ্বরায়া
১৯৫৫—জওহরলাল নেহরু
১৯৫৬—গোবিন্দবল্লভ পন্থ
১৯৫৮—ডি. কে. কার্ভে
১৯৬১—বিধানচন্দ্র রায়
১৯৬১—পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন
১৯৬২—রাজেন্দ্রপ্রসাদ
১৯৬৩—জাকির হোসেন
১৯৬৩—পি. ভি. কানে
১৯৬৬—লালবাহাদুর শাস্ত্রী (মরণোত্তর)

॥ ১৯৬৯ সালের উপাধি বিতরণ ॥

১৯৬৯ সালে ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান পদ্মবিভূষণ, ২৯ জনকে পদ্মভূষণ ও ৫৫ জনকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য বর্ষেও কেহ সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত রত্ন' লাভ করেন নাই।

পদ্মবিভূষণ (৫ জন)

ভারতীয় বংশোদ্ভব নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সচিব ডি, এস, যোশী, বহির্বিষয়ক দপ্তরের প্রাক্তন সচিব রাজেশ্বর দয়াল, হিন্দুস্থান ষ্টীল-এর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান জি. পাণ্ডে এবং শিক্ষাবিদ এম, এস মেহতা। এপর্যন্ত মোট ৪২ জনকে এই সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছে।

পদ্মভূষণ (২৯ জন)

শিল্পপতি এন, এইচ টাটা, শিল্পপতি কস্তুরভাই লালভাই, শিল্পপতি কে, পি, গোয়েঙ্কা, ধানবাদের সেন্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটুট-এর পরিচালক ডঃ আদিনাথ লাহিড়ী; সাংবাদিক গোবিন্দবিহারী লাল (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো), শিক্ষাবিদ হারুন খান শেরোয়ানি (হায়দরাবাদ), বয়ন বিশেষজ্ঞ কস্তুরিস্বামী শ্রীনিবাসন (কোয়েম্বাটুর), সঙ্গীত পারদর্শিনী কেশরবাঈ কেরকার (পুণা), চিকিৎসক কেশবরাও কৃষ্ণরাও দাতে (বোম্বাই), লেখক কৃষ্ণচন্দ্র (বোম্বাই), সাহিত্য আকাদেমীর সম্পাদক কৃষ্ণ রামচাঁদ কৃপালনী (নয়া দিল্লী), কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী লতা মুঙ্গেশকর (বোম্বাই), অর্থনীতিক অধ্যাপক মোহনলাল লাল্লুভাই দাঁতওয়ালা (বোম্বাই), দৈনিক 'সকল'-এর সম্পাদক ডঃ নরভান ভিকাজী পারুলেকার (পুণা), ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিস-এর পরিচালক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় (সিমলা), শল্য চিকিৎসক ডঃ প্রফুল্ল কুমার সেন (বোম্বাই), অভিনেতা পৃথিরাজ কাপুর (বোম্বাই), সঙ্গীতজ্ঞ রহিমুদ্দীন খান ডাগর (নয়া দিল্লী), লেখক রাজারাও টেক্সাস, (যুক্তরাষ্ট্র), 'ট্রিবিউন' সম্পাদক রমন মাধবন নায়ার (আম্বালা), উর্দু কবি সমাদ ইয়ার খান (নয়া দিল্লী), সঙ্গীতজ্ঞ সেম্মানগুড়ি শ্রীনিবাস আয়ার (মাদ্রাজ), চিত্র প্রযোজক সুব্রামণিয়াম শ্রীনিবাসন ভাসান (মাদ্রাজ), সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), চিকিৎসক ডঃ বল্লভদাস বিঠলদাস শাহ (বোম্বাই), সঙ্গীত শাস্ত্রকার ডঃ বাতাক্কে কুরুপথ নারায়ণ মেনন (বোম্বাই), চিত্র প্রযোজক বিঠল ভাই ঝাভেরী (বোম্বাই), সমাজসেবী বিঠল লক্ষ্মণ ফড়কে ওরফে মামা সাহেব ফড়কে (আমেদাবাদ) এবং কবি যশোবন্ত দিনকর পেনঢারকর (পুণা)।

এপর্যন্ত ২৭৩ জন এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

পদ্মশ্রী (৫৫ জন)

কৃষি কমিশনার ডঃ আমরিক সিং চীমা, কবি শ্রীমতী অমৃত প্রীতম (নয়া দিল্লী), কবিরাজ আশুতোষ মজুমদার (নয়া দিল্লী), চিত্রাভিনেতা বলরাজ সাহানী (বোম্বাই) অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এর ভাইস ডীন ডঃ বালকৃষ্ণ আনন্দ

(নয়া দিল্লী), সেণ্ট্রাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইনস্টিট্যুট-এর পরিচালক কর্ণেল বিষণলাল রায়না (নয়াদিল্লী), উর্দু লেখক ও কবি ব্রহ্মনাথ দত্ত (অমৃতসর), চিত্রাভিনেত্রী বীরাপ্পা সরোজা দেবী (মাদ্রাজ), ক্রিকেট খেলোয়াড় চন্দ্রকান্ত গুলাবরাও বোরদে (পুণা), চিত্রাভিনেতা ডেভিড এব্রাহাম (বোম্বাই), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডি. পি, সিং (পন্থ নগর), কবি ও নাট্যকার জি, ডি, মুদ্গলকর (পুণা), সমাজসেবী গোপালদাস নিয়োগী চৌধুরী (মুর্শিদাবাদ), সমাজসেবী এইচ, বি, কাপাড়িয়া (বোম্বাই), থুম্বা রকেট ষ্টেশনের পরিচালক এইচ. জি. .শ্রীনিবাস মূর্তি (ত্রিবান্দ্রাম), নৃত্য শিল্পী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান (নয়া দিল্লী), সমাজসেবী কল্যাণ সিং গুপ্ত (নয়া দিল্লী), কে. এস. জি, আর, এইচ শরীফ, চিত্র প্রযোজক খাজা আমেদ আব্বাস (বোম্বাই), হোমিওপ্যাথ ডঃ কে, জি শকসেনা (নয়া দিল্লী), ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব কুমার নন্দন প্রসাদ, সমাজসেবী শ্রীমতী লীলা ইন্দ্রসেন (পণ্ডিচেরী), মডার্ণ স্কুল-এর অধ্যক্ষ মহেন্দ্রনাথ কাপুর (নয়া দিল্লী), সমাজসেবী এম, জি, উইকে (নইনপুর), শল্যবিদ ডঃ নন্দকিশোর ভার্মা (গ্যাংটক, সিকিম), চিত্রকর এন. এস. বেন্দ্রে (বরোদা), সলিড ষ্টেট ফিজিক্স লেবরেটরীর পরিচালক ডঃ এন. বি. ভাট (দিল্লী), সমাজসেবী এন. বি, রেড্ডী (নেলোর), সমাজসেবী ডঃ পি. আর ঘোগরে (ধুলিয়া), লেখক পি. ভি. গ্যাডগিল (বোম্বাই), সমাজসেবী শ্রীমতী রাজম রামস্বামী (মাদ্রাজ), উইলিংডন হাসপাতালের চিকিৎসক ডঃ রামকুমার কারোলি (নয়াদিল্লী), শিল্পপতি রামলাল রাজঘরিয়া (কলিকাতা), ইনস্টিট্যুট অব ট্রপিক্যাল মেটিরিওলজি'র পরিচালক ডঃ আর. অনন্তকৃষ্ণণ (পুণা), শল্যবিদ ডঃ আর. বি. পাতিল (হুবলি), সমাজসেবী শ্রীমতী রোসন ফুকন (গৌহাটি), সঙ্গীত পরিচালক শচীনদেব বর্মণ (বোম্বাই), গবেষক সদাশিব রথশর্মা (পুরী), শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী সাবিত্র সাহ্নি (লক্ষ্ণৌ), জনসেবী শ্যামলাল গুপ্ত (দিল্লী), শিল্পী এস. এন স্বামী (মহীশূর), নয়া দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভাপতি শ্রী চাঁদ ছাবা, শিক্ষাবিদ এস. নটরাজন (মাদ্রাজ), মোককচং-এর ডেপুটি কমিশনার সুবোধ চন্দ্র দেব, সীমান্ত সড়ক উন্নয়ন বোর্ড-এর সম্পাদক সুধীর কৃষ্ণ মুখার্জী, প্রামাণ্য চিত্রের প্রযোজক সুখদেব (বোম্বাই), 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ (লক্ষ্ণৌ), সাংবাদিক ডঃ তারাপদ বসু (লণ্ডন), ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ টি. ভি. মহালিঙ্গম (মাদ্রাজ), কারিগরী শিক্ষা পরিচালক টি মুথিয়ান (মাদ্রাজ), সমাজসেবী অধ্যাপক টি, ভি, রামানুজম (বোম্বাই), ইনষ্টিট্যুট অব ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিজাইন-এর পরিচালক উপেন্দ্র মহারথী (পাটনা), তামিল লেখক পি,.ভি, এস, পিল্লাই (মাদ্রাজ), অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুট অব মেডিকেল সায়েন্স-এর প্যাথলজির অধ্যাপক ভি. রামলিঙ্গস্বামী (নয়া দিল্লী) এবং দিল্লীর সমাজসেবী যোগেশ্বর দয়াল।

সাধারণ জ্ঞানের তথ্যাদি

॥ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ॥

বিলাতযাত্রী – রাজা রামমোহন রায়
রয়াল সোসাইটির ফেলো—এ. কারসেৎজী
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্য—মুঞ্চেরজী ভাওয়ানাগ্রী
কে. সি. এস আই.—রাধাকান্ত দেব বাহাদুর
বি. এ. ডিগ্রিলাভ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৫৮)
সি. ডব্লু. থামোথরন পিল্লাই ও বিশ্বনাথ পিল্লাই (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৫৮)
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য—কে. জি. গুপ্ত
ব্যারনেট—কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর
আই. এম. এস.—গুডিভ চক্রবর্তী
কেমব্রিজের র‍্যাংলার – আনন্দমোহন বসু
লণ্ডনের ডি. এস. সি —জগদীশচন্দ্র বসু
ব্যারিষ্টার – জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য—আমির আলি
কংগ্রেস সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কংগ্রেস মহিলা সভাপতি – সরোজিনী নাইডু
মহিলা এম. এ.—চন্দ্রমুখী বসু
ইংরাজী ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত
মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী
হাইকোর্টের বিচারপতি—রমাপ্রসাদ রায়
হাইকোর্টের মহিলা বিচারপতি—আন্না চান্দি (কেরালা)
এ্যাডভোকেট জেনারেল—বি. ভি. আয়েঙ্গার
আই. সি. এস – সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ—অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি
নোবেল পুরস্কার লাভ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পীয়ার—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
প্রদেশের গভর্ণর—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
স্যার উপাধি ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইঞ্জিনীয়ার – নীলমণি মিত্র
রয়্যাল আর্টিষ্ট সোসাইটির ফেলো – অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহিলা এম বি.– ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার—গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়
ভিক্টোরিয়া ক্রশ লাভ—নায়েক খুদাদাদ খান
চিত্র পরিচালক—দাদাভাই ফালকে
কলিকাতার মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি—ইব্রাহিম রহিমতুল্লা
আই. সি. এস. পদত্যাগ – সুভাষচন্দ্র বসু
গবর্ণর জেনারেল – চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী
প্রধানমন্ত্রী—জওহরলাল নেহরু
মহিলা প্রধানমন্ত্রী—ইন্দিরা গান্ধী
মহিলা রাজ্যপাল—সরোজিনী নাইডু (ইউ. পি)
ভারতের রাষ্ট্রপতি— ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
মহিলা রাষ্ট্রদূত—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (রাশিয়া)
লোকসভার স্পীকার—জি. ভি. মবলঙ্কর
মহিলা মন্ত্রী—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (ইউ. পি)
মহিলা মুখ্যমন্ত্রী - সুচেতা কৃপালনী (ইউ. পি.)
মহিলা স্পীকার—সুশীলা নায়ার (দিল্লী)
মহিলা মেয়র—সুলোচনা মোদী (বোম্বাই
মহিলা ব্যারিষ্টার—কর্ণেলিয়া সোরাবজী
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি - বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
মার্কিণ কংগ্রেসের সভ্য—দিলীপ সিং সৌন্দ
স্মিথ পুরস্কার লাভ - ভুপতিমোহন সেন
লেনিন শান্তি পুরস্কার লাভ – সফিউদ্দীন কিচলু
কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ - জগজিৎ সিং
জাতীয় অধ্যাপক – সি. ভি. রমণ
ভারতরত্ন—চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

স্থল বাহিনীর প্রধান – কে. এম. কারিয়াপ্পা
বিমান বাহিনীর প্রধান – সুব্রত মুখার্জি
নৌবাহিনীর প্রধান – আর ডি. কাটারী
টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় – রণজিৎ সিংজী
(ইংলণ্ডের পক্ষে, ১৮৯৩.)
ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম – মিহির সেন
ঐ মহিলা – আরতি সাহা
মহিলা প্যারাশুটিষ্ট – গীতা চন্দ
পক প্রণালী অতিক্রম – মিহির সেন
জিব্রাল্টার, বসফরাস, ও দার্দানেলিস প্রণালী এবং পানামা খাল অতিক্রম – মিহির সেন
নৌকায় আন্দামান পাড়ি – পিনাকী চ্যাটার্জী ও লেঃ জর্জ ডিউক

॥ ভারতে শীর্ষস্থানীয় ॥

বৃহত্তম রাজ্য – মধ্যপ্রদেশ (১,৭১,২১৭ বর্গমাইল)
সর্বাধিক জনাকীর্ণ রাজ্য – উত্তর প্রদেশ
(জনসংখ্যা ৭,৩৭,৪৬,৪০১)
সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য – কেরালা
(বসতি ১,১২৭ জন প্রতি বর্গমাইলে)
সর্বাধিক শিক্ষিত রাজ্য – কেরালা (৪৭'২%)
সর্বাধিক জনাকীর্ণ শহর – বৃহত্তম বোম্বাই
(জনসংখ্যা ৪১,৫২,০৫৬)
সর্বাধিক শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য – মহারাষ্ট্র
সর্বাধিক বৃষ্টিপাত – চেরাপুঞ্জী (৫০০")
উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ – নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫ ফিট)
বৃহত্তম হ্রদ – উলার হ্রদ (কাশ্মীর)
দীর্ঘতম রেলপথ – দক্ষিণ রেলপথ
সর্বাধিক ব্যস্ত রেলষ্টেশন – শিয়ালদহ
দীর্ঘতম সেতু – জওহর সেতু (সোন নদী, ১০,০৪৪ ফুট)
দীর্ঘতম সড়ক সেতু – মহানদী সেতু (৭৩৯২ ফিট)
দীর্ঘতম বাঁধ – হীরাকুণ্ড বাঁধ (১৫,৭৪৮ ফিট)
উচ্চতম বাঁধ – ভাকরানাঙ্গাল বাঁধ (৭৪০ ফিট)
দীর্ঘতম ক্যান্টিলিভার সেতু হাওড়া ব্রীজ
দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম – ছাপরা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম
বৃহত্তম মসজিদ – জুম্মা মসজিদ, (দিল্লী)
উচ্চতম মূর্তি – গোমতেশ্বরের মূর্তি (মহীশূর)
(৫৭ ফিট)
দীর্ঘতম সড়ক – গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড
বৃহত্তম গম্বুজ – গোল গম্বুজ (বিজাপুর)

॥ ভারতে প্রথম আরম্ভ ॥

ডাকটিকিট ঃ ১৮২৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম প্রদেশ সিন্ধুতে সর্বপ্রথম ডাকটিকেট প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ডাকটিকেট চালু করা হয় ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে।

টেলিগ্রাফ ঃ ১৮৩৯ সালে কলিকাতা ও ডায়মণ্ড হারবারের মধ্যে সর্বপ্রথম সরকারী কার্যোপলক্ষে টেলিগ্রাফ প্রেরিত হয়। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৮৫৩ সালে কলিকাতা ও আগ্রার মধ্যে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন পত্তন করা হয়।

টেলিফোন ঃ ১৮৮১ সালে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম কলিকাতায় টেলিফোন চালু করা হয়। অটোমেটিক টেলিফোন সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯১৩ সালে সিমলায়।

রেলগাড়ী ঃ ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল বোম্বাই-কল্যাণ পথে ভারতে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী চলাচল শুরু হয়।

বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী: ১৯২৫ সালে বোম্বাই-কুরলা পথে সর্বপ্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

বিমান ডাক: ১৯১১ সালে এলাহাবাদ হইতে নৈনী পর্যন্ত ৬ মাইল পথে বিমানযোগে ডাক বাহিত হয়। ইহা শুধু ভারতে নহে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম বিমানডাক।

বেতার: ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে বোম্বাইতে সর্বপ্রথম বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

ছাপাখানা: হায়দরাবাদের নিজামকে উপহার দিবার জন্য ১৭৭০ সালে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণ-যন্ত্র আনা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম ছাপার কার্য আরম্ভ হয় মাদ্রাজে ১৭৭২ সালে।

সংবাদ পত্র: ১৭৮১ সালের ২৯শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'হিকিস বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল এ্যাডভারটাইজার' ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র।

বিজলী বাতি: ১৮৯৭ সালে দার্জিলিং-এ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র স্থাপন করা হয়।

সিনেমা: ১৮৯৬ সালের ৭ই জুলাই বোম্বাইতে সর্বপ্রথম নির্বাক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

ক্রিকেট খেলা: ১৭৯৩ সালে কলিকাতায় সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলা হয়। ১৮০৮ সালে বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত 'পার্শী ক্রিকেট ক্লাব' ভারতীয়দের সর্বপ্রথম ক্রিকেট ক্লাব।

ফুটবল খেলা: ১৮০২ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত মিলিটারী বনাম বোম্বাই আইল্যাণ্ড-এর খেলাটি ভারতে সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা।

॥ ভারতীয় ডোমিনিয়নের গবর্ণর জেনারেলগণ ॥

(১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর হইতে ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা পর্যন্ত)

১৯৪৭-৪৮—লর্ড মাউন্টব্যাটেন

১৯৪৮-৪৯—চক্রবর্তী সি. রাজাগোপালাচারী

॥ ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতিদের নাম ॥

১৯৫০-৬২—ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে নির্বাচিত)

১৯৬২-৬৭—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৯৬৭-৬৯—ডঃ জাকির হোসেন

১৯৬৯—ভি. ভি. গিরি (অস্থায়ী)

॥ ভারতীয় ইউনিয়নের উপরাষ্ট্রপতিদের নাম ॥

১৯৫২-৬২—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (২ বার নির্বাচিত ১৯৫২ ও ১৯৫৭)
১৯৬২-৬৭—ডঃ জাকির হোসেন
১৯৬৭-৬৯—ভি. ভি. গিরি

॥ লোকসভার স্পীকারদের নাম ॥

১৯৫২-৫৬—জি. ভি. মবলঙ্কর
১৯৫৬-৬২—এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার
১৯৬২-৬৭—সর্দার হুকুম সিং
১৯৬৭ হইতে—নীলম সঞ্জীব রেড্ডী

॥ রাজ্যসভার সভাপতিদের নাম ॥

১৯৫২-৬২—ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণণ (২ বার নির্বাচিত ১৯৫২ ও ১৯৫৭)
১৯৬২-৬৭—ডঃ জাকির হোসেন
১৯৬৭-৬৯—ভি. ভি. গিরি

॥ সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের নাম ॥

১৯৪৮-৫১—হরিলাল জে. কানিয়া
১৯৫১-৫৩—পাতঞ্জলী শাস্ত্রী
১৯৫৩-৫৪—মেহেরচাঁদ মহাজন
১৯৫৪-৫৬—বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়
১৯৫৬-৫৯—সুধীরঞ্জন দাশ
১৯৫৯-৬৪—ভুবনেশ্বরী প্রসাদ সিংহ
১৯৬৪-৬৬—পি. বি. গজেন্দ্রগাদকর
১৯৬৬—অমলকুমার সরকার
১৯৬৬—কে. সুব্বারাও†
১৯৬৭—কৈলাসনাথ ওয়াংচু
১৯৬৮—এম. হিদায়েতুল্লা

॥ ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রধানদের নাম ॥

"স্থলবাহিনী"

১৯৪৮—জেনারেল আর এম লখার্ট
১৯৪৮—জেনারেল এফ, আর. আর. বুশার
১৯৪৯—জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা
১৯৫৩—জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজী
১৯৫৫—জেনারেল এল. এম. শ্রীনাগেশ
১৯৫৭—জেনারেল থিমায়া
১৯৬১—জেনারেল পি. এন. থাপার
১৯৬২—জেনারেল জে. এন. চৌধুরী
১৯৬৬—জেনারেল পি. এম. কুমারমঙ্গলম্
১৯৬৯—লেঃ জেনারেল এস. এইচ. এফ. জে. মানেকশ

'নৌবাহিনী"

১৯৪৮—ভাইস এ্যাডমিরাল ই. পেরী
১৯৫১—ভাইস এ্যাডমিরাল সি. টি, এস. পিজে
১৯৫১—ভাইস এ্যাডমিরাল এস. এইচ. কার্লিল
১৯৫৮—ভাইস এ্যাডমিরাল আর. ডি. কাটারি
১৯৬৫—ভাইস এ্যাডমিরাল এ. ডি. সোমান
১৯৬৬ হইতে—এ্যাডমিরাল এ. কে. চ্যাটার্জি

† পদত্যাগ করেন।

"বিমান বাহিনী"

১৯৫৮—এয়ার মার্শাল আর. জে চ্যাপমান
১৯৫১—এয়ার মার্শাল জি. ই. গিবস্
১৯৫৪—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী
১৯৬০—এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ার
১৯৬৪—এয়ার মার্শাল অর্জুন সিং

॥ 'পরমবীর চক্র' বিজয়ীদের নাম ॥

('পরমবীর চক্র' ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক সামরিক ভূষণ)

১৯৪৭—* মেজর সোমনাথ শর্মা, ৪র্থ কুমায়ুন রেজিমেন্ট
১৯৪৮—লেঃ আর. আর. রানে, ইঞ্জিনিয়ারিং বাহিনী
১৯৪৮—নায়েক করম সিং, শিখ রেজিমেন্ট
১৯৪৮—*মেজর পিরু সিং, রাজপুতানা রাইফেলস্
১৯৪৮—নায়েক যদুনাথ সিং, রাজপুতানা রেজিমেন্ট
১৯৬২—"ক্যাপ্টেন জি. এস. সালারিয়া গোর্খা রাইফেলস্
১৯৬২—মেজর ধনসিং থাপা, গোর্খা রাইফেলস্
১৯৬২—সুবেদার যোগিন্দর সিং, শিখ রেজিমেন্ট
১৯৬২—মেজর সৈতন সিং, কুমায়ুন রেজিমেন্ট
১৯৬৫—আবদুল হামিদ
১৯৬৫—এ. বি. তারাপোর,. যান্ত্রিক বাহিনী

॥ ভারতের জাতীয় অধ্যাপকগণ ॥

১৯৪৯—ডঃ সি. ভি. রমণ
১৯৫৮—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস
১৯৫৮—ডঃ কে. এস. কৃষ্ণাণ
১৯৫৯—ডঃ রাধাবিনোদ পাল
১৯৫৯—ডঃ পি ভি. কানে
১৯৬২—অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র
১৯৬২—ডঃ ডি এন ওয়াদিয়া
১৯৬২—ডঃ পি. আর. খানোলকর
১৯৬৪—ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি
১৯৬৫—ডঃ এস. আর রঙ্গনাথন

॥ রয়্যাল সোসাইটির ভারতীয় ফেলোগণ ॥

১৮৪১—এ. কারসেৎজি
১৯১৮—শ্রীনিবাস রামানুজম
১৯২০—জগদীশচন্দ্র বসু
১৯৩০—চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ
১৯৩১—মেঘনাদ সাহা
১৯৩৬—বীরবল সাহানী
১৯৪০—কে এস. কৃষ্ণণ
১৯৪১—হোমি জে. ভাবা
১৯৪৩—শান্তিস্বরূপ ভাটনগর
১৯৪৪—এস. চন্দ্রশেখর
১৯৪৫—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ
১৯৫৬—ডি এন. ওয়াদিয়া
১৯৫৮—সত্যেন্দ্রনাথ বসু
১৯৫৯—শিশিরকুমার মিত্র
১৯৬০—টি. আর. শেষাদ্রি
১৯৬৪—পঞ্চানন মহেশ্বরী
১৯৬৭—ডঃ সি. রাধাকৃষ্ণ রাও

॥ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় সভ্যগণ ॥

১।* এম. ভাওয়ানাগ্রী, ২। দাদাভাই নৌরজী, ৩। এস. সাকলাৎওয়াল্লা, ৪। লর্ড এস. পি. সিংহ এবং ৫। লর্ড অরুণকুমার সিংহ।

॥ ব্রিটিশ প্রিভিকাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যগণ ॥

১। স্যার বি. সি. মিত্র, ২। সৈয়দ আমীর আলি, ৩। ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ৪। লর্ড এস পি সিংহ, ৫। স্যার ডি, এফ, মোল্লা, ৬। স্যার সাদিলাল, ৭। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ৮। মহামান্য আগা খাঁ, ৯। স্যার আকবর হায়দারী ১০। ডঃ এম, আর, জয়াকর এবং ১১। স্যার সি মাধবন নায়ার।

॥ মার্কিণ কংগ্রেসের ভারতীয় সদস্য ॥

দিলীপ সিং সৌন্দ

॥ লর্ড উপাধিপ্রাপ্ত ভারতীয়গণ ॥

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও উত্তরাধিকারসূত্রে তদীয় পুত্র লর্ড অরুণকুমার সিংহ

॥ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয়গণ ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩, সাহিত্য), সি, ভি, রমণ (১৯৩০, পদার্থবিজ্ঞান) হরগোবিন্দ খোরানা (১৯৬৮, শারীরবৃত্ত। উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীখোরানা ভারতীয় হইলেও বর্তমানে মার্কিণ নাগরিক।)

॥ লেনিন-শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয়গণ ॥

ডঃ সফিউদ্দিন কিচলু, (১৯৫২), মেজর জেনারেল এস. এস, সোখে (১৯৫৩), স্যার সি, ভি, রমণ (১৯৫৮), শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু (১৯৬০), শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি (১৯৬৫) ও শ্রীরমেশচন্দ্র (১৯৬৮)।

॥ বিশিষ্ট ভারতীয়গণের জন্ম ও মৃত্যুর সন ॥

	জন্ম	মৃত্যু		জন্ম	মৃত্যু
রাজা রামমোহন রায়	—১৭৭৪	—১৮৩৩	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	—১৮২৪	—১৮৭৩
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	—১৮১৭	—১৯০৫	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	—১৮৩৪	—১৮৮৬
উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	—১৮৪৪	—১৯০৬	স্যার রাসবিহারী ঘোষ	—১৮৪৪	—১৯২১
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—১৮৩৮	—১৮৯৪	অশ্বিনীকুমার দত্ত	—১৮৫৬	—১৯২৩
রমেশচন্দ্র দত্ত	—১৮৪৮	—১৯০৯	স্যার অশুতোষ মুখোপাধ্যায়	—১৮৬৫	—১৯২৪
কেশবচন্দ্র সেন	—১৮৩৮	—১৮৮৩	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	—১৮৭০	—১৯২৫
স্বামী বিবেকানন্দ	—১৮৬৩	—১৯০২	স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	—১৮৪৮	—১৯২৫

	জন্ম মৃত্যু		জন্ম মৃত্যু
লর্ড এস. পি. সিংহ	—১৮৬৩—১৯২৮	স্যার ফিরোজশা মেহ্‌টা	—১৮৪৫—১৯২০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	—১৮২০—১৮৯১	এম, জি. রাণাডে	—১৮৪২—১৯০১
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	—১৮৪৪—১৯১৮	মহম্মদ ইকবাল্‌	—১৮৮৭—১৯৩৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—১৮৬১—১৯৪১	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য	—১৮৬১—১৯৪০
স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	—১৮৬৪—১৯৩৮	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	—১৮৬১—১৯৪৪
বিপিনচন্দ্র পাল	—১৮৫৮—১৯৩৩	অরবিন্দ ঘোষ	—১৮৭২—১৯৫০
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু	—১৮৫৮—১৯৩৭	স্যার যদুনাথ সরকার	—১৮৭৯—১৯৫৮
মেঘনাদ সাহা	—১৮৯৩—১৯৫৬	সরোজিনী নাইডু	—১৮৭৯—১৯৪৯
মহেন্দ্রলাল সরকার	—১৮৩৩—১৯০৪	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—১৮৭৬—১৯৩৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নাট্যকার)	—১৮৪৩—১৯১১	শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	—১৯০১—১৯৫৩
অম্বিকাচরণ মজুমদার	—১৮৫১—১৯২২	লালা লাজপৎ রায়	—১৮৬৫—১৯২৮
লালমোহন ঘোষ	—১৮৪৯—১৯০৯	এম, এ. আন্সারী	—১৮৮০—১৯৩৬
স্যার আর. এন. মুখার্জি	—১৮৫৪—১৯৩৬	স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু	—১৮৭৫—১৯৪৮
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	—১৮৮৫—১৯৩৩	শ্রীনিবাস শাস্ত্রী	—১৮৬৯—১৯৪৬
বালগঙ্গাধর তিলক	—১৮৫৬—১৯২০	জি. কে, গোখেল	—১৮৩৯—১৯১৫
স্যার জামসেদজী টাটা	—১৮৩৯—১৯০৪	পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ	—১৮৮৭—১৯৬১
কৃষ্ণদাস পাল	—১৮৩৪—১৮৮৪	আবুল কালাম আজাদ	—১৮৮৮—১৯৫৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—১৮৭১—১৯৫১	বিধানচন্দ্র রায়	—১৮৮২—১৯৬২
সৈয়দ আমীর আলি	—১৮৪৯—১৯২৯	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	—১৮৮৫—১৯৬৩
দয়ানন্দ সরস্বতী	—:৮২৪—১৮৮২	এম. বিশ্বেশ্বরায়া	—১৮৬১—১৯৬১
দাদাভাই নৌরজী	—১৮২৫—১৯১৭	ডি. কে. কার্ভে	—১৮৫৮—১৯৬১
মহাত্মা গান্ধী	—১৮৬৯—১৯৪৮	জওহরলাল নেহেরু	—১৮৮৯—১৯৬৪
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু	—১৮৬১—১৯৩১	লালবাহাদুর শাস্ত্রী	—১৯০৪—১৯৬৬
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	—১৮৭৫—১৯৫০	জাকির হোসেন	—১৮৯৯—১৯৬৯

॥ ভারতীয় ইতিহাসের স্মরণীয় তারিখসমূহ ॥

খৃষ্টপূর্ব

৫৬৩-৪৮৩—বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যু।

৩২৭—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।

৩০৫—চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পরাজিত করেন।

২৭৩—অশোকের সিংহাসনে আরোহণ।

খৃষ্টাব্দ

৭৮—কুশানরাজ কনিষ্কের রাজত্ব।

৩২০—সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক।

৩৭৫—চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) ও কালিদাসের কাল।

৪০৫—ফা-হিয়েন ভারতে আগমন করেন।

৬০৬-৪৭—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল।

৬৪৩—হিউয়েন সাঙ্‌ ভারতে আগমন করেন;

৮২০—শঙ্করাচার্যের মৃত্যু।

১০০৮—ভারতের উপর প্রথম মুসলমান আক্রমণ; গজনীর সুলতান মামুদ আক্রমণকারী।

১০২৬—সুলতান মামুদ কর্তৃক 'সোমনাথ মন্দির' লুণ্ঠন।

১১৯২—দিল্লীর সর্বশেষ রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত।

১২৩৬—বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন।
১৩৪৭—দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৯৮—তৈমুরলঙ্গের ভারত অভিযান।
১৪০৯—গুরু নানকের জন্ম।
১৪৮৫-১৫৩৪—শ্রীচৈতন্য যুগ।
১৪৯৮—ভারতীয় বন্দর কালিকটে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডি-গামার প্রথম আগমন।
১৫১০—পর্তুগীজগণ কর্তৃক গোয়া অধিকার।
১৫২৬—পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ—বাবর ও লোদী।
১৫৩৯-৪৫—শের শাহের রাজত্বকাল।
১৫৫৬-১৬০৫—আকবরের রাজত্বকাল।
১৫৯৭—মহারাণা প্রতাপ সিংহের মৃত্যু।
১৫৯৯—ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়া পত্তন।
১৬৩০—শিবাজীর জন্ম।
১৬৩৩-৪৫—তাজমহল নির্মাণ।
১৬৫১—হুগলীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম কুঠি স্থাপন।
১৬৫৮-১৭০৭—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।
১৬৬১—যৌতুক স্বরূপ ইংরাজদের বোম্বাই নগরী লাভ।
১৬৮০—শিবাজীর মৃত্যু।
১৬৯০—জব চার্ণক কর্তৃক বর্তমান কলিকাতা নগরীর গোড়া পত্তন।
১৬৯৭—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ।
১৭৩৬—নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।
১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলায় বৃটিশ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা।
১৭৬৫—সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী হস্তান্তর।
১৭৭৪—ক্লাইভের আত্মহত্যা ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত।
১৭৭৫—মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি।
১৭৮০—পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ কর্তৃক শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
১৭৯৩—বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু।
১৮২৫—ভারতে সর্বপ্রথম ডাক টিকেটের প্রচলন।
১৮২৫—রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৮২৯—সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ।
১৮২৯—রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।
১৮৩৯—ভারতে কলিকাতা ও ডায়মণ্ড-হারবারের মধ্যে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইনের উদ্বোধন।
১৮৫৩—ভারতে সর্বপ্রথম রেলগাড়ি চলাচল-বোম্বাই ও কল্যাণের মধ্যে।
১৮৫৬—হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন।
১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ।
১৮৫৮—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপসাধন ও ইংল্যাণ্ডের রাণী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ।
১৮৬২—কলিকাতা হাইকোর্টের পত্তন।
১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।
১৯০০—বঙ্গভঙ্গ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান।
১৯১১—দিল্লীর দরবার; বঙ্গভঙ্গ রদ।
১৯১১—ভারতে সর্বপ্রথম বিমানে ডাক বহন; এলাহাবাদের বামরৌলি হইতে নৈনীতে উক্ত ডাক বহন করা হয়।
১৯১২—কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত।
১৯১৬—লক্ষ্ণৌ চুক্তি; হোমরুল লীগ গঠিত।
১৯১৯—মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার।
১৯১৯—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।
১৯২০—ভারতে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন।
১৯২৬—ভারতে সাইমন কমিশন।
১৯৩০—গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ; ডাণ্ডি অভিযান।
১৯৩০—লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক।
১৯৩১—দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক।
১৯৩১—গান্ধী- আরউইন চুক্তি।
১৯৩১—সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা।

১৯৩২—গান্ধীজীর আমরণ অনশন সংকল্প ও পুণা চুক্তি।
১৯৩৪—ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৫—নূতন ভারত শাসন আইন প্রবর্তন।
১৯৩৭—নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন চালু হয়।
১৯৪১—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গোপনে দেশত্যাগ
১৯৪১—ক্রিপস্ মিশন।
১৯৪২—ভারত ছাড় আন্দোলন।
১৯৪২—বাংলাদেশে 'ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ'।
১৯৪৬—'ক্যাবিনেট মিশন' পরিকল্পনা।
১৯৪৬—ভারতীয় গণপরিষদ গঠিত।
১৯৪৭—ভারত বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা।
১৯৪৮—পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ।
১৯৪৮—মহাত্মা গান্ধী নিহত।
১৯৫০—ভারতে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
১৯৫১—স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন।
১৯৫১—ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ।
১৯৫৬—ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যসমূহ পুনর্গঠিত।
১৯৬০—বোম্বাই রাজ্য বিভক্ত করিয়া মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য গঠিত।
১৯৬১—ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের উচ্ছেদ সাধন; গোয়া, দমন, দিউ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।
১৯৬২—চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ।
১৯৬৫—ভারতীয়গণ কর্তৃক এভারেস্ট জয়।
১৯৬৫—ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ।

॥ বিশ্ব ইতিহাসের স্মরণীয় তারিখ সমূহ ॥

খৃষ্টপূর্বাব্দ

৮০০—কার্থেজ নগরী নির্মাণ।
৭৫৩—রোম মহানগরীর পত্তন।
৬০৯—নিনেভের পতন।
৬০৫—পারস্যে জোরোয়াষ্টারের উদ্ভব।
৫৬৩—চীনে কনফুসিয়াস ও লাওসের জীবিতকাল।
৪৯৫—গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের জন্ম।
৪৯০—ম্যারাথনের যুদ্ধ।
৪৮০—থার্মপলি ও সালামিসের যুদ্ধ।
৪৮০—গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের জন্ম।
৪২৭—দার্শনিক প্লেটোর জন্ম।
৩৯০—বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু।
৩৮৪—ডেমোস্থিনিসের জন্ম।
৩০৪—এ্যারিষ্টটলের জন্ম।
৩৫৬—মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জন্ম।
৩৩৬—ফিলিপ নিহত, আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।
৩৩২—আলেকজাণ্ডারের মিশর বিজয় ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন।
৩২৩—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।
২৮৭—আর্কিমিডিসের জন্ম।
২১৪—চীনের প্রাচীর নির্মাণারম্ভ।
১০২—জুলিয়াস সিজারের জন্ম।
৫৫—জুলিয়াস সিজারের বৃটেন আক্রমণ।
৪৪—জুলিয়াস সিজার নিহত, অ্যাণ্টনি কর্তৃক রোম অধিকার।
৪—যীশুখৃষ্টের প্রকৃত জন্ম সাল।

খৃষ্টাব্দ

৩০—ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখৃষ্ট নিহত।
৫৪—নীরোর সিংহাসন লাভ।
৬৪—নীরো কর্তৃক রোম নগরী ভস্মীভূত।
৭৫—পম্পিয়াই শহর ধ্বংস।
৩২৩—কনষ্টাণ্টিনোপলের গোড়াপত্তন।
৩৫৪—সেণ্ট আগষ্টিনের জন্ম।
৪১১—রোমান সেনাদলের বৃটেন ত্যাগ।

৪৫২—ভেনিসের পত্তন।
৫৩০—ইংল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্মের সূত্রপাত।
৫৯০—হজরত মহম্মদের জন্ম।
৬১১—মহম্মদের ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ।
৬২২—হিজিরা তারিখ গণনা আরম্ভ।
৬৩৭—খলিফা ওমরের জেরুজালেম দখল।
৭৬২—বাগদাদের প্রতিষ্ঠা।
৭৮৬—বাগদাদের খলিফাপদে হারুণ-অল-রসিদ।
৮২৮—ইংল্যাণ্ডের প্রথম রাজার পদে এলবার্ট।
১০১৬—ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজপদে ক্যানিউট।
১০৬৬—নর্মাণ্ডির ডিউক উইলিয়াম কর্তৃক ইংল্যাণ্ড বিজয়।
১০৯৫—প্রথম ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড)।
১০৯৭—ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল নির্মাণ।
১১৪৭—দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ।
১১৮৯—তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ।
১২০২—চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ।
১২১৪—চেঙ্গিস খাঁর পিকিং অধিকার।
১২১৫—ম্যাগ্‌না কার্টা সংরক্ষিত।
১২১৭—পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ।
১২২৭—চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু।
১২২৮—ষষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ, খৃষ্টানগণ জেরুজালেম দখল করে।
১২৪৪—সপ্তম ধর্মযুদ্ধ, মিশরের সুলতান কর্তৃক জেরুজালেম পুনরায় দখল।
১২৬৫—ইংল্যাণ্ডে প্রথম কমন্স সভার অধিবেশন।
১২৬৫—মহাকবি দান্তের জন্ম।
১২৭১—মার্কো পলোর ভেনিসে ভ্রমণ আরম্ভ
১২৮৮-৯৩—ভারতে মার্কো পলো।
১২৯৫—মার্কো পলোর ভেনিসে প্রত্যাবর্তন।
১২৯৫—ইংল্যাণ্ডের প্রথম নিয়মিত পার্লামেন্টের কার্যারম্ভ।
১৪০০—'কেন্টারবেরী টেল্‌স' রচয়িতা প্রথম ইংরাজ কবি চসারের মৃত্যু।
১৪০৫—তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু।
১৪৩১—জোয়ান অব আর্ক অগ্নিদগ্ধ।
১৪৬৯—ম্যাকিয়াভেলির জন্ম।
১৪৯২—কলম্বাসের সমুদ্র যাত্রা।
১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।
১৬১৬—সেক্সপীয়রের মৃত্যু।
১৬১৮—ইউরোপে ৩০ বৎসরের যুদ্ধারম্ভ।
১৬৪৯—ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের ফাঁসি।
১৬৪৯—ক্রমওয়েল কর্তৃক ক্ষমতা অধিকারণ
১৬৫৮—ক্রমওয়েলের মৃত্যু।
১৬৯৯—রাশিয়ায় পিটার দি গ্রেটের রাজত্ব।
১৭৬৯—নেপোলিয়নের জন্ম।
১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা।
১৭৮৮—অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট জ্যাকসনে বৃটিশের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন।
১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ।
১৭৮৯—আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে জর্জ ওয়াশিংটন।
১৭৯৩—ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই ও সাম্রাজ্ঞী ম্যারি আঁতোয়ানের ফাঁসি।
১৮০৪—ফ্রান্সের সম্রাট পদে নেপোলিয়ন।
১৮১২—নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও মস্কো হইতে পশ্চাদপসরণ।
১৮১৪—নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ।
১৮১৫—ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় ও সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী।
১৮২১—নেপোলিয়নের মৃত্যু।
১৮২৩—আমেরিকা কর্তৃক মনরো নীতি ঘোষণা।
১৮২৫—ইংল্যাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অনুমোদিত।
১৮৩৭—রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভ।
১৮৪৮—কার্লমার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্ কর্তৃক 'কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার' প্রচার।
১৮৮১—চার্লস ডারউইনের মৃত্যু।
১৮৮৩—কার্লমার্ক্সের মৃত্যু।
১৯০৪-৫—রুশ জাপান যুদ্ধ।
১৯০৯—রবার্ট ই পিয়ারী কর্তৃক উত্তরমেরু আবিষ্কার।

১৯০৯—ফ্রান্স হইতে এরোপ্লেনযোগে মঁসিয়ে ব্লেরিয়োর ইংল্যাণ্ডে আগমন।

১৯১২—চীন প্রজাতন্ত্রের জন্ম।

১৯১৪—প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ;

১৯১৭—রাশিয়ায় দুইদফা-বিদ্রোহ; বলশেভিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত।

১৯১৮—প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান।

১৯১৯-২০—ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৯২০—জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন।

১৯২১—আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ।

১৯২৪—বৃটেনে প্রথম শ্রমিক গভর্ণমেন্ট।

১৯২৪—লেনিনের মৃত্যু।

১৯২৮—নিউইয়র্কে প্রথম সবাক-চিত্র প্রদর্শন।

১৯৩৩—জাপানের জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ।

১৯৩৩—লণ্ডনে ৬৬টি দেশের বিশ্বসম্মেলন।

১৯৩৩—আফগানিস্থানের আমীর নাদির শাহ নিহত।

১৯৩৪—জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ফন হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু এবং প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলরপদে হের হিটলার।

১৯৩৪—সোভিয়েট রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্য শ্রেভুক্ত।

১৯৩৪—স্পেনে বিপ্লব আরম্ভ।

১৯৩৫—আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর যুদ্ধ: ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ-ব্যবস্থা প্রয়োগ।

১৯৩৮—হিটলার কর্তৃক অষ্ট্রীয়া দখল: মিউনিক চুক্তি; জার্মানী কর্তৃক সুদেতেন ল্যাণ্ড দখল।

১৯৩৯—জার্মান-সোভিয়েট পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৯৩৯—জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।

১৯৪১—জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

১৯৪১—বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা।

১৯৪৫—জার্মানীর আত্মসমর্পণ।

১৯৪৫—জাপানের আত্মসমর্পণ।

১৯৪৬—লণ্ডনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন।

১৯৪৭—প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৯—সমগ্র চীনে কমুনিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা, চিয়াং কাইসেকের ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ।

১৯৫৩—তেনজিং নোরকে ও অ্যাডমণ্ড হিলারী কর্তৃক এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ বিজয়।

১৯৫৬—বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণ।

১৯৫৭—রাশিয়া কর্তৃক মহাকাশে উপগ্রহ প্রেরণ।

১৯৬১—রাশিয়া কর্তৃক মহাশূন্যে মনুষ্য প্রেরণ। ইউরি গাগারিন পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসেন।

১৯৬৭—আরব ইসরাইল যুদ্ধ।

১৯৬৯—তিন জন মাকিণ অভিযাত্রী চন্দ্র পরিক্রমা করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসেন।

মহাকাশ বিজয়

মহাকাশ বিজয়ের প্রথম পাদক্ষেপ হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ প্রেরণ করে। উহার নাম 'স্পুটনিক-১'। প্রতি ৯৬·২ মিনিটে উহা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। অতঃপর রাশিয়া ও আমেরিকা পরীক্ষামূলক ভাবে অনেকগুলি মানব বিহীন উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করার পরে আবার রাশিয়াই প্রথম মানববাহী উপগ্রহ প্রেরণ করে (১২ই এপ্রিল, ১৯৬১)।

॥ প্রথম দশজন নভশ্চারীর রেকর্ড ॥

ইউরি গ্যাগারিন (সোভিয়েট রাশিয়া)—১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে ১ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

কম্যাণ্ডার আলান শেপার্ড (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)—১৯৬১ সালের ৫ই মে ১৬ মিনিট কাল মহাশূন্যে মহাকাশযান পরিচালনা করেন।

মেজর টিটভ (সোভিয়েট রাশিয়া)—৬ই আগষ্ট, ১৯৬১, টিটভ ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন (২৫ ঘঃ ১৮ মিঃ)।

লেঃ কর্ণেল জন. এইচ. গ্লেন (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)—১৯৬২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ৩ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন (৪ ঘঃ ৫৬ মিঃ)।

লেঃ কম্যাণ্ডার স্কট কার্পেন্টার (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)—১৯৬২ সালে ২৪শে মে ৩ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন (৪ ঘঃ ৫৬ মিঃ)।

কর্ণেল পাভেল পাপোভিচ (সোভিয়েট রাশিয়া)—১৯৬২ সালের ১২ই আগষ্ট হইতে শুরু করিয়া ৭০ ঘঃ ৫৯ মিঃ সময়ে ৪৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

মেজর আঁদ্রে নিকোলায়েভ (সোভিয়েট রাশিয়া)—১৭ই আগষ্ট, ১৯৬২, যাত্রা শুরু করিয়া ৯৪ ঘঃ ১৫ মিঃ সময়ে ৬৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

ওয়াল্টার সিরা (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)—৩রা অক্টোবর ১৯৬২, পৃথিবীর কক্ষপথে ৬ বার পরিক্রমা করেন (৯ ঘঃ ৭ মিঃ)।

গর্ডন কুপার (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)—১৫ই মে, ১৯৬৩, যাত্রা আরম্ভ করিয়া ৩৫ ঘঃ ১৩ মিঃ সময়ে ২২ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

ভ্যালরি বিকোভস্কি (সোভিয়েট রাশিয়া) – ১৪ই জুন, ১৯৬৩, যাত্রা শুরু করিয়া ৮২ বার পৃথিবী পরিক্রমা করেন (১১৯ ঘ: ৫৪ মিঃ)।

॥ সর্বপ্রথম মহিলা নভশ্চারী ॥

ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা (সোভিয়েট রাশিয়া) সর্বপ্রথম মহিলা নভশ্চারী। ১৬ই জুন, ১৯৬৩, যাত্রা শুরু করিয়া ৭০ ঘঃ ৫০ মিঃ সময়ে ৪৯ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

॥ একই যানে একাধিক নভশ্চারী ॥

কর্ণেল ভ্লাডিমির কোমারভ, চিকিৎসক বোরিস ইগোরভ এবং বিজ্ঞানী ফিওকটিস্তভ (সোভিয়েট রাশিয়া)—এই তিনজন মহাকাশচারী সর্বপ্রথম

একই যানে মহাকাশ পরিক্রমা করেন। তাঁহারা ১২ই অক্টোবর, ১৯৬৫, একটি মহাকাশযানে যাত্রা শুরু করিয়া ১৬ বার পৃথিবী পরিক্রমা করেন (২৪ ঘঃ ১৭ মিনিট)।

॥ মহাকাশে প্রথম পদচারণা ॥

লেঃ কর্ণেল আলেক্সিস লিওনেভ (সোভিয়েট রাশিয়া)—সর্বপ্রথম মহাশূন্যে পদক্ষেপ করেন। তিনি ১৮ই মার্চ, ১৯৬৫, যাত্রা শুরু করার দেড় ঘণ্টা পরে মহাকাশযান হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং ১০ মিনিট মহাশূন্যে চলাফেরা করিয়া আবার যানে প্রবেশ করেন। টেলিভিশনে এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখা যায়। তিনি ১৩ বার পৃথিবী পরিক্রমা করেন (২৬ ঘণ্টা ২ মিনিট)। তাঁহার যানের পরিচালক ছিলেন কর্ণেল পাভেল বেলিয়ায়েভ।

॥ মহাকাশযানের কক্ষ পরিবর্তন ॥

ভার্জিল গ্রিসম ও জন ইয়ং (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)—এই দুই জন মার্কিণ নভশ্চারী ২৩শে মার্চ, ১৯৬৫, মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হন এবং মহাকাশ পরিক্রমা করিতে করিতে দুই বার তাঁহাদের যানের কক্ষপথ পরিবর্তন করেন। ঐ দিনই তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করেন।

॥ মহাশূন্যে দীর্ঘতম অবস্থান ॥

ফ্রাঙ্ক বোরম্যান এবং জেম্‌স্ লোভেল (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)—১৯৬৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁহারা 'জেমিনি ৭' যানে করিয়া মহাকাশ যাত্রা শুরু করেন। এই দুই নভশ্চারী মহাশূন্যে দীর্ঘকাল অবস্থানের রেকর্ড স্থাপন করেন। তাঁহারা মোট ১৪ দিন মহাকাশে ছিলেন এবং ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটে অতলান্তিক মহাসমুদ্রে অবতরণ করেন।

॥ মানব উপগ্রহ ॥

৫ই জুন, ১৯৬৬, মার্কিণ নভশ্চারী ইউজেন সারনান মহাকাশ যান 'জেমিনি-৯' হইতে বাহিরে আসিয়া ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট মহাকাশে বিচরণ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ২ বার বিশ্ব প্রদক্ষিণ করেন। সুতরাং সারনানই প্রথম মানব-উপগ্রহ। ৩রা জুন, ১৯৬৬ 'জেমিনি-৯' যাত্রা শুরু করে। লেঃ কর্ণেল টমাস ষ্ট্যাফোর্ড ও লেঃ কমোডোর ইউজেন সারনান উহার আরোহী ছিলেন।

॥ উল্লেখযোগ্য অভিযান ॥

১৯শে জুলাই, ১৯৬৬, মার্কিণ মহাকাশযান 'জেমিনি-১০' পৃথিবী হইতে ৪৭৪ মাইল উর্ধ্বে উঠিয়া সোভিয়েট রেকর্ড ভঙ্গ করে। সোভিয়েট যান ৩১০ মাইল উর্ধ্বে উঠিয়াছিল। জন ইয়ং ও মাইকেল কলিন্স এই যানের আরোহী। ২০শে জুলাই কলিন্স 'জেমিনি-১০' হইতে বাহির হইয়া হস্তচালিত জেটের সাহায্যে মহাশূন্যে হাঁটাচলা করিয়া 'জেমিনি-৮' রকেটে কাজ সারিয়া আসেন। ইহা মহাকাশ অভিযানে এক বিস্ময়কর সাফল্য।

॥ সর্বোচ্চে ওঠার রেকর্ড ॥

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬, মার্কিণ মহাকাশ যান 'জেমিনি ১১' সর্বোচ্চ উর্ধ্বে ওঠার রেকর্ড স্থাপন করে। উহা পৃথিবী হইতে ৮৫০ মাইল উর্ধ্বে ওঠে।

॥ শুক্রগ্রহে অভিযান ॥

বিশ্বের বিজ্ঞানমনীষা আকাশের সন্ধ্যা-তারাকে স্পর্শ করিয়াছে। প্রায় আড়াই কোটি মাইল দূর হইতে ছুটিয়া গিয়া মানুষের তৈয়ারী একটি মহাকাশযান সেখানকার মৃত্তিকা স্পর্শ করে। ১৯৬৭ সালের ১৮ অক্টোবর রাশিয়ার মহাকাশযান ভেনাস-৪ শুক্রের বুকে একটি যন্ত্র নামাইয়া দেয়। শুক্রগ্রহের বুকে বসিয়া এই যন্ত্র পৃথিবীকে সংকেত পাঠাইয়াছিল। মহাকাশ বিজ্ঞানে ইহা এক মহাবিস্ময়।

॥ চন্দ্র অভিযান ॥

মানুষ চাঁদের রাজ্যে পৌছিতে পারিয়াছে। ইহা ১৩৭৫ সালের বৃহত্তম ঘটনা। এই অভিযান পরিচালনা করিয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান, জেমস্ লোভেল এবং উইলিয়ম অ্যাণ্ডার্স অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানে চড়িয়া চাঁদের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। তাঁহারা সাফল্যের সহিত চন্দ্র পরিক্রমা করিয়া ২৭শে ডিসেম্বর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচ্য অভিযানের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইল।

॥ বিখ্যাত আবিষ্কারসমূহ ও আবিষ্কারকদের নাম ॥

খৃষ্টাব্দ	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
৯৯৬	ঘড়ি (যান্ত্রিক)	পোপ সিলভেষ্টার	(ফ্রান্স)
১৪৫০	আধুনিক ছাপাখানা	জোহান গুটেনবার্গ	(জার্মানী)
১৫৯৩	থারমোমিটার	গ্যালিলিও গ্যালিলি	(ইতালী)
১৬০৮	দূরবীন	হানস্ লিপার্সি	(হল্যাণ্ড)
১৬৫৩	ব্যারোমিটার	ই. টোরিসেল্লি	(ইতালী)
১৬৫৬	পেণ্ডুলাম ঘড়ি	সি হুইগেনস্	(নেদারল্যাণ্ডস্)
১৬৭৫	মাইক্রোস্কোপ ও প্রথম জীবাণু দর্শন	লিউবেনহোক	(হল্যাণ্ড)
১৬৮২	হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ও রক্তের সঞ্চালন	উইলিয়াম হার্ভে	(ইংল্যাণ্ড)
১৬৮৭	মাধ্যাকর্ষণ	আইজ্যাক নিউটন	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৪৫	লিডেনজার কণ্ডেন্সার	ফন ক্লাইষ্ট	
১৭৫৬	হাইড্রোজেন	হেনরী ক্যাভেণ্ডিস	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৬৫	ষ্টীম ইঞ্জিন	জেমস্ ওয়াট্	(স্কট্‌ল্যাণ্ড)
১৭৭৪	অক্সিজেন	জোসেপ্ প্রিষ্টলি	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৮৩	বেলুন	মনগোলফিয়ের	(ফ্রান্স)
১৭৮৬	বসন্তের টিকা	এডওয়ার্ড জেনার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮০০	চলমান বিদ্যুৎ ও সেল	কাউন্ট এলেসাণ্ডো ভোল্টা	(ইতালী)
১৮০৭	ষ্টীম বোট	রবার্ট ফুলটন	(আমেরিকা)
১৮১৫	কয়লা খনির আলো	হামফ্রে ডেভি	(ইংল্যাণ্ড)
১৮১৯	ষ্টেথেস্কোপ	রেনে লেনেক	(ফ্রান্স)
১৮২৭	দেশলাই	জন ওয়াকার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮২৯	ষ্টিম লোকোমোটিভ	জর্জ স্টিফেনসন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৩১	ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইণ্ডাকসন	মাইকেল ফ্যারাডে	(ইংল্যাণ্ড)
,,	ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ	স্যেমুয়েল মর্স	(আমেরিকা)
১৮৩৫	রিভলভার	সেমুয়েল কোল্ট	(আমেরিকা)
১৮৩৯	ফটোগ্রাফি	লুই ডেগুয়েরে	(ফ্রান্স)
,,	বাইসাইকেল	কে. ম্যাকমিলিয়ান	(স্কট্‌ল্যাণ্ড)
১৮৪২	ইথার	লং	(আমেরিকা)
১৮৪৬	সেলাইকল	ইলিয়াস হাউয়ে	(আমেরিকা)
১৮৫২	লিফট্	ওটিস	(আমেরিকা)
১৮৫৬	ইস্পাত	হেনরী বেসেমার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৫৯	অভিব্যক্তিবাদ	চার্লস ডারুইন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৬১	মেসিনগান	আর. জে. গেটলিং	(আমেরিকা)
১৮৬৫	বংশগতির সূত্র	গ্রিগার মেণ্ডেল	(অষ্ট্রিয়া)
১৮৬৬	ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	(সুইডেন)

খৃষ্টাব্দ	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
১৮৬৮	টাইপরাইটার	ক্রিষ্টোফার সোলস	(আমেরিকা)
১৮৬৯	এয়ার ব্রেক	ওয়েষ্টিং হাউস	(আমেরিকা)
১৮৭৬	টেলিফোন	গ্রেহাম বেল	(আমেরিকা)
১৮৭৭	মাইক্রোফোন	বার্লিনার	(আমেরিকা)
"	ফনোগ্রাফ	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৭৯	ইলেকট্রিক বালব	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৮০	টিটেনাস বীজাণু	নিকোলেয়ার	
"	টাইফয়েড বীজাণু	এবার্টগ্যাফ্কি	
১৮৮৪	ফাউনটেন পেন	লুই. ই. ওয়াটারম্যান	(আমেরিকা)
১৮৮৫	লাইনোটাইপ মেসিন	ওটমার মার্গেন্থেলার	(জার্মানী)
"	ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার	ষ্টানলি	
১৮৮৭	ইলেকট্রিক মোটর	নিকোলা টেস্‌লা	(চেকোশ্লোভাকিয়া)
১৮৮৮	ক্যামেরা	ইষ্টম্যান কোডাক	(আমেরিকা)
১৮৯১	রঙ্গিন ফটোগ্রাফি	গেব্রিয়েল লিপম্যান	(ফ্রান্স)
১৮৯৩	ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ ডিজেল	(জার্মানী)
"	মুভি প্রোজেক্টার	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৯৫	ফটো ইলেকট্রিক সেল	এলম্যার ও গাইটেল	(জার্মানী)
"	এক্স রে	কনরেড উইলেম রোয়েনজেন	(জার্মানী)
১৮৯৬	বেতার বার্তা প্রেরণ	জি. মার্কনি	(ইতালী)
১৮৯৭	ইলেকট্রন	জে. জে. টমসন্	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৯৮	রেডিয়াম	পিয়েরে ক্যুরী ও ম্যাডাম ক্যুরী	(ফ্রান্স)
১৮৯৮	সাবমেরিন	হল্যাণ্ড	(আমেরিকা)
১৯০২	আলোর গতি	এ. এ. মাইকেলসন	(আমেরিকা)
১৯০৩	এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	(আমেরিকা)
১৯১৩	পারমাণবিক সংখ্যা	মোজলি	(ইংল্যাণ্ড)
১৯১৪	যুদ্ধের ট্যাঙ্ক	সুইনটন	(ইংল্যাণ্ড)
১৯১৮	অটোমেটিক রাইফেল	জন, এম, ব্রাউনিং	(আমেরিকা)
১৯২৪	টেলিভিসন	বেয়ার্ড	(স্কটল্যাণ্ড)
১৯৩২	ডয়েটেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন)	হ্যারল্ড উরে	
১৯৩২	সালফা ড্রাগস্	জেরার্ড ডোম্যাক	(জার্মানী)
১৯৩৪	ভারীজল	হ্যারল্ড উরে	
১৯৩৭	নাইলন	ডব্লিউ. এইচ. কেরোথার্স	(আমেরিকা)
১৯৩৮	পেনিসিলিন	এ, ফ্লেমিং ও হাওয়ার্ড ফ্লোরি	(ইংল্যাণ্ড)
১৯৪১	ডি, ডি, টি	পলমুলার	(সুইজারল্যাণ্ড)

পৃথিবীর বৃহত্তম, দীর্ঘতম, সর্বোচ্চ ইত্যাদি

সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ—মাউণ্ট এভারেষ্ট, নেপাল। ২৯,০০২ ফুট উচ্চ।

সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা—এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং নিউইয়র্ক। ১০২ তলা, ১২৫০ ফুট উচ্চ।

সর্ব্বোচ্চ মূর্ত্তি—স্বাধীনতার মূর্তি, নিউইয়র্কবন্দরের মুখে বেডলোর দ্বীপে। ৩১০ ফুট উচ্চ।

সর্ব্বোচ্চ গির্জা—উলস্ ক্যাথিড্রাল, জার্মানী। ৫২৯ ফুট উচ্চ।

সর্ব্বোচ্চ মালভূমি—পামির, মধ্য এশিয়া।

সর্ব্বোচ্চ টাওয়ার—এইফেল টাওয়ার, প্যারিস। ৯৮৪½ ফুট উচ্চ।

সর্ব্বোচ্চ নগর—ফারি, তিব্বত। ১৫,৩০০ ফুট।

সর্ব্বোচ্চ বাঁধ—নিউরেক বাঁধ, তাজাকিস্তান (সোভিয়েট রাশিয়া) ৯১৮ ফুট উচ্চ।

সর্ব্বোচ্চ ঝুলান সেতু—রয়েল জর্জ, কলোরাডো (আমেরিকা)। ১০৫৩ ফুট উচ্চ।

সর্ব্বোচ্চ লাইট হাউস—বিশপ রক (ইংল্যাণ্ড) ১৪৬ ফুট উচ্চ।

সর্ব্বোচ্চ বিমান ক্ষেত্র—লাদাক বিমানক্ষেত্র (কাশ্মীর) ১৪.২৩০ ফুট উচ্চ।

দীর্ঘতম বারান্দা—রামেশ্বর মন্দির, ভারত। ৫০০০ ফুট দীর্ঘ।

দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম—ছাপরা রেল ষ্টেশন, প্ল্যাটফর্ম ২৫২১ ফুট।

দীর্ঘতম রেলযাত্রা—রিগা থেকে ভ্লাডিভষ্টক, (সোভিয়েট রাশিয়া) ৬০০০ মাইল।

দীর্ঘতম সড়ক সুরঙ্গ—মণ্ট ব্লাঙ্ক (ফ্রান্স-ইতালী) ৭.২ মাইল দীর্ঘ।

,, বাঁধ—হীরাকুণ্ড, ভারত। ১৫.৮ মাইল দীর্ঘ।

দীর্ঘতম রেল সেতু—লোয়ার জাম্বেরী, মোজাম্বিক (আফ্রিকা) ১১,৬৫০ ফিট।

,, ক্যান্টিলিভার সেতু—কুইবেক (সেন্ট লরেন্স নদীর উপর কানাডা।) ৩২৩৯ ফিট দীর্ঘ।

দীর্ঘতম ঝুলান সেতু—ভেরাজানো-ন্যারোস নিউইয়র্ক হারবার) ১৩, ৭০০ ফিট দীর্ঘ।

দীর্ঘতম রাজপথ—ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)।

দীর্ঘতম প্রাচীর—চীনের প্রাচীর, ১৪০০ মাইল।

দীর্ঘতম নদী—মিসিসিপি মিসৌরী, আমেরিকা।

দীর্ঘতম নাব্য খাল—সুয়েজ খাল, মিশর। ১০৪½ মাইল

বৃহত্তম যাত্রী জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ গ্রেট ব্রিটেন)। ৮৩৬৭৩ টন।

বৃহত্তম হীরক খনি—কিম্বারলি, দক্ষিণ আফ্রিকা

বৃহত্তম হীরক—কুল্লিনান, ১॥০ পাউণ্ডের অধিক।

বৃহত্তম মন্দির—আঙ্করভাট, কম্বোডিয়া।

বৃহত্তম গির্জা—সেণ্ট পিটার্স গির্জা, ভ্যাটিক্যান সিটি (রোম)।

বৃহত্তম মসজিদ—জুম্মা মসজিদ (দিল্লী)।

বৃহত্তম রেলওয়ে ষ্টেশন—গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল, নিউইয়র্ক। ৪৭টি প্ল্যাটফর্ম।

বৃহত্তম ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা, ২০০ টন ওজন।

বৃহত্তম রাষ্ট্র—সোভিয়েট রাশিয়া ; ৮৬,৪৯.৫৫০ বর্গমাইল।

বৃহত্তম দেশ—ব্রেজিল, দক্ষিণ আমেরিকা। ৩২,৮৬, ১৭০ বর্গ মাইল।

বৃহত্তম নগর—টোকিও, জাপান। জনসংখ্যা ১,০০,০৩,০৫৫।

বৃহত্তম অট্টালিকা—গিজের পিরামিড, মিশর।

,, মহাদেশ—এশিয়া, ১,৬৯,৯০,০০০ বর্গমাইল।

বৃহত্তম মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর, ৬,৩৮,০১,০০০ বর্গমাইল।

বৃহত্তম মরুভূমি—সাহারা, আফ্রিকা। ৩০,০০,০০০ বর্গমাইল।

বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি—মৌনালোয়া হাওয়াইদ্বীপ।

বৃহত্তম দ্বীপ—গ্রীনল্যাণ্ড ; ৬,৩৩,৫১৯ বর্গ মাইল।

বৃহত্তম মিউজিয়াম—ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লণ্ডন।

সর্বাধিক বৃষ্টিপাত—চেরাপুঞ্জী, আসাম। বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০০ ইঞ্চি।

সর্বাধিক উষ্ণ অঞ্চল—আজিজিয়া লিবিয়া (উত্তর-পশ্চিম সাহারা)।

সর্বাধিক শীতল স্থান—ভারখোয়ানস্ক (উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়া)

সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা—ফিলিপাইন ডীপ প্রশান্ত মহাসাগরে)। গভীরতা ৩৫,৪০০ ফুট।

সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ—বাইবেল।

বিবিধ অভিযানের বিবরণ

উত্তর মেরু অভিযান

১৬শ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপীয় নাবিকগণ 'আর্কটিক মহাসাগর'-এর ভিতর দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে যাইবার একটি জলপথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ইহা হইতেই ধীরে ধীরে তাহাদের মনে উত্তরমেরু বিজয়ের বাসনা অঙ্কুরিত হয়। ইংরেজ নাবিকদ্বয় স্যার রিচার্ড চ্যান্সেলের ও ষ্টিফেন বারো যথাক্রমে ১৫৫৩ ও ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে আর্কটিক মহাসাগরে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু ঝঞ্ঝা বাত্যার দ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৫৮৫ খৃঃ জন ডেভিস 'ডেভিস প্রণালী'তে প্রবেশ করেন। ১৫৯৫ খৃঃ ওলন্দাজ নাবিক বারেণ্ডস নোভায়া জেমলিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬১০ খৃঃ হেনরি হাডসন পথের সন্ধান করিতে যাইয়া 'হাডসন উপসাগর' আবিষ্কার করেন; কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই একটি নির্ভরযোগ্য নৌবহ পথ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। নেপোলিয়নের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ শেষ হইলে ব্রিটিশ নৌবাহিনী অনেকগুলি অভিযান চালনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ স্যার জন ফ্র্যাঙ্কলিনের নেতৃত্বে যে অভিযানটি চালিত হইয়াছিল তাহা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হয়। উহার দুইটি জাহাজ বরফে বেষ্টিত হইয়া ধ্বংস হয় এবং ফ্রাঙ্কলিন নিজে ও লস্করগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাদের খোঁজে আরও কয়েকটি দল প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে আর. জে. এম. ক্লিউ-এর নেতৃত্বে যে দলটি প্রেরিত হয় তাহা সাফল্যের সঙ্গে সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়। তবে তাঁহারা তাঁহাদের জাহাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার ৩০ বৎসর পরে নরওয়ের রোওয়াল্ড এমণ্ডসেন পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে আর্কটিক মহাসাগর পাড়ি দেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে অভিযাত্রিগণ 'উত্তর মেরু বিজয়' তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। নানসেন ১৮৯৩ খৃঃ মেরুতে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। অবশেষে মার্কিণ অভিযাত্রী রবার্ট ই. পিয়ারী উত্তর গ্রীনল্যাণ্ডে কয়েকটি অভিযান চালাইয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জমাটবাঁধা তুষার ক্ষেত্রের উপর দিয়া শ্লেজ গাড়ীতে চড়িয়া উত্তর মেরুতে উপনীত হন; তাঁহার সঙ্গে ছিল এস্কিমো সহচরগণ। ইহার পর হইতে উত্তর মেরু বিজয়ের জন্য উড়োজাহাজ (Air-ship) ও বিমান ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৯২৬ খৃঃ এ্যাডমিরাল ব্যায়ার্ড উত্তর মেরুর উপর দিয়া সর্বপ্রথম

উড়িয়া যান। ঐ বছরেই আরও যে তুই ব্যক্তি আকাশপথে উত্তর মেরু পাড়ি দেন তাঁহারা হইলেন এমগুসেন ও লিঙ্কলন এলস্‌ওয়ার্থ। তুই বৎসর পরে একটি ইতালিয়ান বিমান উত্তর মেরু জয় করিয়া ফেরার পথে ধ্বংস্ হয়। উহার চালক ছিলেন নোবাইল। এমগুসেন উক্ত বিমানের আহতদের উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন। জলপথে সর্বপ্রথম উত্তর মেরু বিজিত হয় ১৯৫৮ সালে। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে আণবিক শক্তিচালিত মার্কিণ সাবমেরিণ 'নটিলাস' আর্কটিক সাগরের নীচ দিয়া উত্তর মেরু অতিক্রম করিয়া যায়।

দক্ষিণ মেরু অভিযান

প্রাচীনকালে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উত্তর মেরুর ন্যায় দক্ষিণ মেরু অঞ্চলেও বিশাল ভূখণ্ড আছে ; কিন্তু ১৮শ শতাব্দীতে ক্যাপ্টেন কুক দক্ষিণ মেরু মণ্ডলে অভিযান চালাইবার পর এই বিশ্বাস শিথিল হইতে থাকে। ১৮২০ খৃঃ লেঃ এডোয়ার্ড ব্রান্সফিল্ড তুষারাবৃত গ্রেহামল্যাণ্ডস্-এর উপকূলরেখা দেখিতে পান। ১৮৪১ খৃঃ ক্যাপ্টেন জেমস ক্লার্ক রস ৭৮° দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া বিরাট 'রস তুষার বেষ্টনী' আবিষ্কার করেন। ১৮৯০ খৃঃ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সমীক্ষা চালাইবার জন্য একটি 'আন্তর্জাতিক গবেষণা পরিকল্পনা' রচিত হয়। ১৮৯৮-১৯০০ সালে সি. ই. বর্চগ্রেভিঙ্ক নামক জনৈক নরওয়েবাসী দক্ষিণ মেরুতে সর্বপ্রথম শীত ঋতুতে অবস্থান করিয়া তুষার বেষ্টনীর উপর বহুল ভ্রমণ করেন। ১৯০১ সালে ক্যাপ্টেন আর. এফ. স্কট নামক ব্রিটিশ অভিযাত্রী শ্লেজগাড়ীর সাহায্যে তুষার বেষ্টনী পার হইয়া ৮২° ১৭′ দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ মেরুর 'নিকটতম অঞ্চলে' যাওয়ার রেকর্ড স্থাপন করেন। ইহার স্বল্পকাল পরে আর্নেষ্ট স্তকল্টন দক্ষিণ মেরুর আরও নিকটে (১০০ মাইলের মধ্যে) গমন করেন। ১৯১০ সালে ক্যাপ্টেন স্কট দ্বিতীয়বার দক্ষিণ মেরু অভিযান আরম্ভ করেন। স্কট যাত্রা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর মেরু বিজয়ী এমগুসেন ঘোষণা করেন যে, তিনিও দক্ষিণ মেরু বিজয়ে যাত্রা করিলেন। এমগুসেন তুষার বেষ্টনীর পূর্ব সীমান্তে তাঁহার শিবির স্থাপন করেন এবং কুকুরে টানা শ্লেজ গাড়ীতে চড়িয়া ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১১, তারিখে দক্ষিণ মেরুতে যাইয়া উপস্থিত হন। এদিকে ক্যাপ্টেন স্কট ইহার ঠিক একমাস পরে মানুষ-বাহিত শ্লেজ গাড়ীর সাহায্যে দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হন। ফেরার পথে অত্যধিক শ্রম ও ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্যাপ্টেন স্কট দলবলসহ তাঁহার শিবির হইতে অল্প দূরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের

পর তিমি শিকার উপলক্ষে দক্ষিণ মেরু অভিযান আরও জোরদার হইয়া উঠে। আকাশপথে ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম এ্যাডমিরাল আর. ই. বিয়ার্ড দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়া উড়িয়া যান। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ অভিযানকালে এই অঞ্চলে জরিপের কাজ করা হয় এবং ১৯৪০ সালে মার্কিন অভিযানকালে আকাশ হইতে দক্ষিণ মেরুর বহু ফটোগ্রাফ তোলা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে 'আন্তর্জাতিক জিওফিজিক্যাল বৎসরে' দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এক ব্যাপক আন্তর্জাতিক অভিযান চালান হইয়াছিল। উহাতে বহুদেশের বৈজ্ঞানিকগণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় স্যার ভিভিয়ান ফুকস্ ও এভারেস্ট বিজয়ী স্যার এডমণ্ড হিলারীর নেতৃত্বে দুইটি স্বতন্ত্র দল বিপরীত দিক হইতে রওয়ানা হইয়া দক্ষিণ মেরুতে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন।

এভারেস্ট অভিযান

১৯২১ সালে তিব্বত সরকারের অনুমতিক্রমে সর্বপ্রথম এভারেস্ট অভিযান চালিত হয়। ইংল্যাণ্ডের 'রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি' ও 'এলপাইন ক্লাবে'র যুগ্ম উদ্যোগে এবং কর্ণেল সি, কে. হাওয়ার্ড বেরীর নেতৃত্বে প্রথম প্রভিযান চালিত হইয়াছিল। উহার পর হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আরও পাঁচটি অভিযান চালনা করা হয়, কিন্তু কোনটিই সাফল্যমণ্ডিত হয় না। ইহাদের মধ্যে ১৯২৪ সালের অভিযান উল্লেখযোগ্য ; কর্ণেল ই. এফ. নর্টন ঐ অভিযান উপলক্ষে ২৮,১৬৩ ফিট উর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন। ঐ অভিযানের অপর দুইজন অভিযাত্রী জি. এল. ম্যালোরী এবং এণ্ড আরভিনও অনুরূপ উর্ধ্বে আরোহণ করার পর নিখোঁজ হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেপাল সরকার অনুমতি দিলে দক্ষিণ দিক হইতে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করার চেষ্টা করা হয় ; কারণ রাজনৈতিক কারণে তিব্বত হইতে অভিযান চালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা হউক ১৯৫১ সালে এরিক শিপটনের নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান চালিত হয় ; অতঃপর ১৯৫২ সালে ডঃ ই, উইজ ডুনান্ট-এর নেতৃত্বে আরও একটি ব্যর্থ অভিযান চালিত হইয়াছিল। এই অভিযান ২৮,২০০ ফিট উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৫৩ সালে কর্ণেল জন হান্ট-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়। উক্ত অভিযানের অন্যতম অভিযাত্রী এডমণ্ড হিলারী ও শেরপা তেনজিং নোরকে ২৯শে জুন, ১৯৫৩, এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেন। ইহার পর আরও কয়েকবার এভারেস্টের চূড়ায় মানুষের পায়ের ছাপ পড়িয়াছে। ১৯৫৬ সালে ডঃ ই এগলার-এর নেতৃত্বে একটি সুইস অভিযান ২৩শে ও ২৪শে জুন এভারেস্ট

চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। চীন দাবী করে যে, ১৯৬১ সালের মে মাসে একটি চীনা অভিযান উত্তর দিক হইতে এভারেস্টে আরোহণ করিয়াছিল।

১৯৬৩ সালে নরমান ডাইরেনফোর্থ-এর নেতৃত্বে মার্কিন অভিযানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১লা মে, ১৯৬৩, এই দলের অভিযাত্রী জেমস্ হুইটেকার ও নাওয়াং গোম্বু (তেনজিং-এর ভাগিনেয়) দক্ষিণ গিরিশিরার পরিচিত পথ ধরিয়া এভারেস্টে আরোহণ করেন। অতঃপর পুনরায় ২৩শে মে অভিযাত্রিগণ দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পশ্চিম গিরিশিরা ও দক্ষিণ গিরিশিরা বাহিয়া যুগপৎ এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন। পশ্চিমদিক দিয়া যাঁহারা শীর্ষে উঠেন তাঁহাদের নাম উইলিয়ম এফ. আনসোল্ড ও টমাস এফ. হরন্‌বিল। ইতিপূর্বে পশ্চিমদিক হইতে কোন অভিযান সাফল্যলাভ করে নাই। দক্ষিণ দিক হইতে যে দুইজন শীর্ষে আরোহণ করেন তাঁহাদের নাম বেরী সি বিশপ ও লুথার জি জারষ্টাড।

ভারতীয়গণের এভারেস্ট বিজয়: ১৯৬৫ সালে একদল ভারতীয় অভিযাত্রী কেবলমাত্র এভারেস্ট জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা পর পর ৪ দিন এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া 'রেকর্ড' সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন লেঃ কম্যাণ্ডার এম. এস. কোহলি। অভিযাত্রিগণের মধ্যে ক্যাপ্টেন এ. এস. চীমা ও নওয়াং গোম্বু সর্বপ্রথম ২০শে মে, ১৯৬৫, এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেন। দ্বিতীয়বার আরোহণ করেন সোনাম গিয়াৎসো ও সোনাম ওয়াংগিয়াল, ২২শে মে। অতঃপর ২৪শে মে সি. পি. ভোহরা ও আংকামি তৃতীয়বার এভারেস্টে ওঠেন। চতুর্থ ও শেষ দলে ছিলেন ক্যাপ্টেন এইচ. এস. আলুওয়ালিয়া, এইচ. এস. রাওয়াত ও সর্দার ফু দোরজি। তাঁহারা ২৯শে মে, ১৯৬৫, এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০ সালে ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং এবং ১৯৬২ সালে মেজর জন ডিয়াজ-এর নেতৃত্বে ২টি ভারতীয় অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল।

অতলান্তিক রেকর্ডস (Atlantic Records)

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস তাঁহার পালতোলা জাহাজে চড়িয়া ৭০ দিনে অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কলের জাহাজ ১৭ দিনে অতলান্তিক অতিক্রম করে। ১৯৫২ খৃঃ মার্কিন জাহাজ 'ইউনাইটেড স্টেটস' অতলান্তিকের ২৯৪২ মাইল দীর্ঘ জলপথ মাত্র ৩ দিন, ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে পার হইয়া যে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আজ পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ খৃঃ ব্রিটিশ জাহাজ 'কুইন মেরী' ৩ দিন ২০ ঘণ্টা ১২ মিনিটে অতলান্তিক পার হইয়াছিল।

॥ মনুষ্যসৃষ্ট বিস্ময় ॥

মিশরের পিরামিড : নীল নদের পশ্চিম তীরে ঘিজের দক্ষিণে প্রায় ৬০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পিরামিডগুলি অবস্থিত। ফ্যারাওগণের সমাধিস্থানরূপে ৩১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ১৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে নির্মিত। সর্ববৃহৎ পিরামিডের আদি উচ্চতা ছিল ৪৮২ ফুট—বর্তমানে ইহার উচ্চতা ৪৫০ ফুট। ভিত্তির নিকটে ব্যাসের পরিমাপ ৭৪৬ বর্গফুট এবং ১০ একর জমির উপর ইহা অবস্থিত। যথন অক্ষত অবস্থায় ছিল তখন মোট ২৩ লক্ষ নীল প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা ইহা নির্মিত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার আশেপাশে মোট ছোটখাটো আরও ৭০টি পিরামিড আছে।

রোডস্-দ্বীপের কলোসাস্ : ২৮৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে লিণ্ডাসের ক্যারেস কর্তৃক গ্রীক সূর্যদেবতা হেলিয়স্ বা অ্যাপোলোর ১২০ ফুট উচ্চ এই প্রতিমূর্তিটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরের রোডস দ্বীপে নির্মিত হইয়াছিল। পিতল কিংবা ব্রোঞ্জের নির্মিত এই মূর্তিটি ২২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের ভূমিকম্পে বিনষ্ট হয়। রোমে ১১০ ফুট উচ্চ নীরোর প্রতিমূর্তি ছিল এই ধরণের আর একটি কলোসাস্।

ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান : ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজা নেবুকাডনেজ্জার বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে ইউফ্রেটিস্ নদীর নিকটে এই শূন্যোদ্যানটি নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ৭৫ হইতে ৩০০ ফুট পর্যন্ত মৃত্তিকার উর্ধ্বে ইহার অবস্থিতি ছিল বলিয়া জনশ্রুতি।

জিউসের প্রতিমূর্তি : প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াস কর্তৃক চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রীসের অলিম্পাস মন্দিরে গ্রীক দেবরাজ জিউসের এই ৫৮ ফুট উচ্চ প্রতিমূর্তিটি স্থাপিত হইয়াছিল। শ্বেতমর্মর, হস্তিদন্ত ও স্বর্ণ-নির্মিত এই মূর্তিটি রত্নশোভিত একখানি সুদৃশ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে খৃষ্টান আক্রমণকারিগণ এই মূর্তিটি ধ্বংস করিয়াছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার ফ্যারোস্ : ৪০০ ফুট উচ্চ শ্বেতমর্মর নির্মিত বিশ্ব-বিখ্যাত বাতিঘর। ২৬৫ হইতে ২৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রাজা টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া পোতাশ্রয়ের মুখে ফ্যারোস্ দ্বীপে এই বাতিঘরটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ভূমিকম্পে ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা বিনষ্ট হয়।

আল্‌হামব্রা : দক্ষিণ স্পেনের গ্রাণাডায় পাহাড়ের উপরে ১২৪৮ হইতে ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুর রাজা আল্ আহ্‌মার কর্তৃক নির্মিত বিরাট প্রাসাদ। চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারিধারে নির্মিত বৃহৎ হলঘর ও প্রকোষ্ঠ ইহার বৈশিষ্ট্য।

নির্মাণকার্যের মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকলা লক্ষণীয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মুরগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইবার পর ভ্যাণ্ডালগণের আক্রমণে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাজমহল : ভারতবর্ষে আগ্রায় গম্বুজশীর্ষসমন্বিত চতুষ্কোণাকৃতি একটি সমাধি। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিরক্ষার্থে সম্রাট শাহ্‌জাহান ১৬৩৩ হইতে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু অর্থব্যয়ে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার উচ্চতা ২১০ ফুট। তাজমহলের বহির্ভাগের অনেক অংশ হীরামুক্তা মাণিক্যাদি দ্বারা সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত ছিল। সমাধি প্রকোষ্ঠের ঠিক ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রধান গম্বুজটির উচ্চতা ৮০ ফুট ও ব্যাস ৫৮ ফুট।

মিশরের স্ফিংক্স : উত্তর মিশরের ঘিজে নামক স্থানে অবস্থিত প্রস্তর নির্মিত নরমুণ্ড-বিশিষ্ট অর্ধশায়িত সিংহের মূর্তি। আনুমানিক ৩৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ফ্যারাও চেফ্রেস ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। স্ফিংক্সটির উচ্চতা প্রায় ৬৬ ফুট, দেহের দৈর্ঘ্য ১৮৯ ফুট, লম্বালম্বিভাবে মুখের আয়তন ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি, নাকের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থে মুখের আয়তন ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি।

চীনের প্রাচীর : উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়ার সমগ্র সীমান্তে বিস্তৃত মৃত্তিকা ও প্রস্তরে নির্মিত প্রায় ১৪০০ মাইল দীর্ঘ প্রাচীর। চীন সম্রাট্ শি হোয়াং-এর আমলে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলেও ইহার অধিকাংশ সমাপ্ত হইয়াছিল মিঙ সম্রাটগণের আমলে ১৩৬৮ হইতে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। প্রতি ১০০ গজ অন্তর ৪০ ফুট উচ্চ এক একটি গম্বুজ আছে। প্রাচীরের পাদদেশের বিস্তৃতি ১৫ হইতে ৩৫ ফুটের মধ্যে, উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ ফুট পর্যন্ত ও প্রাচীরের উপরিভাগের বিস্তৃতি ১৫ ফুট।

জাভার বুদ্ধ মন্দির বা বড় বুদুর : ৮ম কিংবা ৯ম শতাব্দীতে জাভাদ্বীপে আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত লাভার দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ, সিঁড়ির আকারে নির্মিত সাতটি দেওয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঊর্ধ্বে ৫২ ফুট পরিধির একটি চূড়া। পাদদেশের প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২০ ফুট।

রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জা : পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা। রোমের অভ্যন্তরে পোপশাসিত 'ভ্যাটিকান সিটি'তে ১৮ হাজার বর্গগজ পরিমিত স্থানের উপর নির্মিত। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সময় ইহার কার্যারম্ভ হয় এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইহার কাজ শেষ হয়। এই গির্জাটির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৬৩৬ ফুট। উপাসনাদি উপলক্ষে এই গির্জায় ৪৫ হাজার নরনারীর স্থান সঙ্কুলান হয়।

তিব্বতের পোতালা ঃ তিব্বতের ভূতপূর্ব ধর্মগুরু ও শাসক দালাই লামার আবাস গৃহ। কিয়ু চূ নদীর তীরে রাজধানী লাসার কাছে পোতালা পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। এই বাসগৃহের দৈর্ঘ্য ৯০০ ফুট। গিরিদুর্গের মত দেখিতে। মাটি হইতে সর্বোচ্চ গম্বুজের উচ্চতা ৪০০ ফুট। এই গৃহের মধ্যে দালাই লামার বাসস্থান, অতিথি অভ্যাগতগণের অভ্যর্থনার স্থান ও বহু উপাসনার মন্দির আছে।

শোয়ে ড্যাগন প্যাগোডা ঃ ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অবস্থিত; বুদ্ধদেব ব্রহ্মের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নিজের আটগাছা চুল উপহার দিয়াছিলেন। তাহা রাখিবার জন্য এই প্যাগোডা নির্মিত হয়। প্যাগোডার চারিদিকে আরও বহু ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ইহার পাদদেশের পরিধি ১৩৫০ ফুট এবং শীর্ষদেশ 'স্বর্ণপত্রে' আবৃত।

রোমের কলোসিয়াম ঃ একটি ডিম্বাকৃতি রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। ইহার পরিধি ১৬৮০ ফুট। ৭৫ খৃষ্টাব্দে ভেসপাসিয়ান ইহার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেন ও পাঁচ বৎসর পরে টাইটাস্ নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। মর্মর পাথর ও কংক্রিটে নির্মিত এই অ্যাম্পিথিয়েটারে পর পর তিন সারি খিলান ছিল এবং অক্ষত অবস্থায় এই কলোসিয়ামে ৮০ হাজার দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল ; ১৫৭ ফুট এবং মঞ্চের দৈর্ঘ্য ছিল ২৮৫ ফুট ও প্রস্থ ছিল ১৮২ ফুট।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ঃ ১০২ তলা সমন্বিত ও ১২৫০ ফুট উচ্চ নিউইয়র্কের এই অট্টালিকা পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। ১৯১১ সালে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ৮৬তম তলার উপরে পর্যবেক্ষণের জন্য যে গ্যালারি আছে সেখান হইতে ২৫ মাইল পর্যন্ত দৃশ্যাদি দৃষ্টিপথে পড়ে।

স্বাধীনতার মূর্তি ঃ নিউইয়র্ক বন্দরে পোতাশ্রয়ের মুখে বেডলোর দ্বীপে এই মূর্তিটি স্থাপিত আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী গভর্ণমেন্ট এই মূর্তিটি মার্কিণ জনসাধারণকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফ্রেডারিক বার্থল্ডি কর্তৃক নির্মিত। ইহা হাতে জ্বলন্ত আলোকবর্তিকা-ধারিণী একটি নারীমূর্তি। মূর্তির নিজ উচ্চতা ১৫১ ফুট, কিন্তু ভিত্তির পাদদেশ হইতে মূর্তির হাতের আলোকবর্তিকা পর্যন্ত উচ্চতা ৩১০ ফুট। মূর্তিটি ধাতুনির্মিত ও ভিতর ফাঁপা হইলেও ইহার ওজন ২২৪ টন। মূর্তির অভ্যন্তরে প্রায় শীর্ষদেশ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি আছে। মূর্তির পাদদেশে এমা ল্যাজারসের একটি কবিতা খোদাই করা আছে।

॥ পৃথিবীর কতকগুলি আদিম উপজাতি ॥

অ্যাপাচেস্ ঃ আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকোনিবাসী যাযাবর রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি গোষ্ঠী।

আজ্‌টেক্ ঃ মেক্সিকোর হিস্পানীয় যুগের পূর্ববর্তী সভ্যতা-স্থাপনকারী জাতি।

বাস্কস্ ঃ ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে বসবাসকারী একটি উপজাতি—হয়তো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের গোষ্ঠী গঠিত। ইহাদের ভাষার উদ্ভব-সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় অসাধ্য—বর্তমানে ইহাই ইউরোপের একমাত্র অনার্য ভাষা।

বেদুইন্ ঃ আরবদেশ ও উত্তর আফ্রিকার সেমিটিক জাতীয় যাযাবর গোষ্ঠী।

বার্বার ঃ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সর্বাধিক সংখ্যাবিশিষ্ট উপজাতি। ইহাদের মধ্যে ইউরোপীয়, আরব ও নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পুরাতন হামিটিক ভাষার সঙ্গে ইহাদের ভাষার গভীর সম্বন্ধ দেখা যায়। ধর্মের দিক হইতে ইহারা মুসলমান।

বুশমেন্ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোয়েড শ্রেণীর আদিম উপজাতি।

কসাক ঃ ডন ও নীপার নদীর তীরে রাশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের অধিবাসী।

ক্রোসীয় ঃ সার্ব জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট শ্লাভ শ্রেণীর একটি শাখা—দক্ষিণ ইউরোপে দেখা যায়।

এস্কিমো ঃ উত্তর আমেরিকা ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সুমেরু অঞ্চলস্থিত অধিবাসী। ইহাদিগকে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা হয়। ভৌগোলিক দিক হইতে ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহু দূরে বাস করিলেও ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

জিপসী ঃ এক শ্রেণীর যাযাবর মানব-গোষ্ঠী। পৃথিবীর বহু দেশে ইহাদের দেখা যায়। ইহাদিগকে ভারতীয় কোন উপজাতির বংশধর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। হাঙ্গারী ও রুমানিয়ায় জিপসীদের বিরাট কেন্দ্র আছে।

হ্যামাইট্ ঃ কৃষ্ণকায় অথচ নিগ্রো নয়; ইহাদিগকে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় দেখা যায়।

হটেনটট্ : দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাবাসী নিগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি।

রেড ইণ্ডিয়ান : আমেরিকায় ইহাদিগকে ইণ্ডিয়ান বলা হয়। কলম্বস্ ইহাদিগকে এই নাম দিয়াছিলেন। ইহারা দেখিতে তাম্রবর্ণ, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ খাঁড়া খাড়া চুল। ইহারা উত্তর-পূর্ব এশিয়ার জনগণ হইতে উদ্ভূত—ইহাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

মাগিয়ার : মধ্য হাঙ্গারীর অধিবাসী একটি উপজাতি—তাতার উপজাতি হইতে উদ্ভূত। ইহারা ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষায় কথা বলে।

মালয় : বাদামী রঙের উপজাতি—মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

মাওরী : নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী—সভ্য পলিনেশীয় উপজাতি।

মেলানেশীয় : অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকস্থিত মেলানেশীয় দ্বীপের নিগ্রোয়েড শ্রেণীর অধিবাসী।

মূর : মরক্কোর জনগণকেই এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা কৃষ্ণকায় এবং ইহাদের দেহে আরব ও বার্বার রক্তের সংমিশ্রণ আছে। ইহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

নেগ্রিলো : পীতবর্ণের একটি নিগ্রোয়েড উপজাতি। আফ্রিকার কঙ্গো দেশে ইহাদিগকে দেখা যায়।

নেগ্রিটো : আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও মালয় উপদ্বীপে দৃষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি নিগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি।

পলিনেশীয় : প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তস্থিত দ্বীপপুঞ্জের বাদামী দেহবর্ণ-বিশিষ্ট অধিবাসী। ইহাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ।

শ্লাভ : কেন্দ্রীয় ও পূর্ব-ইউরোপের অধিবাসিগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে রুশ, বুলগেরীয়, সার্ব, ক্রোট, শ্লোভেনীয়, হাঙ্গারীয়দের একাংশ, চেক, শ্লোভাক ও পোলিশ—ইহারা সকলেই শ্লাভজাতির পর্যায়ে পড়ে। জাতি অপেক্ষা ভাষার সম্পর্কই ইহাদের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

॥ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ॥

সিপাহী বিদ্রোহ : ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সতীদাহ নিবারণ ও

অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন, দেশীয় রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা হরণ, পেশবা বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ, ভারতীয় সিপাহিগণকে পশু চর্বিতে প্রস্তুত টোটা ব্যবহারে বাধ্য করা প্রভৃতি নানাকারণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারত-ব্যাপী অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারত হইতে অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্যাপসারণের সুযোগ লইয়া ১৮৫৭ সালের মে মাসে প্রথম বাংলাদেশের বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে এবং দেখিতে দেখিতে উহা উত্তর ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। দিল্লীর মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাট ঘোষণা করিয়া নানাসাহেব, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁন্তিয়া তোপীর নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ শতদ্রু হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড দখল করিয়া লন। কিন্তু একতা ও সুপরিচালনার অভাবে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহিগণ পরাজিত হন। নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে আত্মগোপন করেন; লক্ষ্মীবাঈ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন এবং তাঁন্তিয়া তোপী শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। ১৮৫৯ সালের ৮ই জুলাই শান্তি ঘোষিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ: বাংলার শক্তিকে খর্ব করিয়া ভারতের স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালীর নেতৃত্বকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ বিভক্ত করেন। ঐ বৎসর ১৬ই অক্টোবর সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গকে আসামের সহিত যুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। অতঃপর ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের উপস্থিতিতে দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার: মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। উহাতে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয় যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম লক্ষ্য 'ডোমিনিয়াম স্টেটাস' বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। ১৯১৭ সালে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড মন্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড-এর যুক্ত অনুমোদনের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইনের সংস্কারকল্পে একটি বিল আনয়ন করা হয়। দীর্ঘ দুই বৎসর আলোচনান্তে বিলটি ১৯১৯ সালে যথারীতি গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। আইনটি কার্যকরী হয় আরও দুই বৎসর পরে অর্থাৎ, ১৯২১ সালে।

আলোচ্য আইনে এই সকল ব্যবস্থা ছিল:—(১) ভারত সচিবের পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস, (২) লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার পদের সৃষ্টি

ও উহাতে ভারতীয় নিয়োগ, (৩) বড়লাটের শাসন পরিষদে তিনজন ভারতীয় গ্রহণ, (৪) 'Legislative Assembly' ও 'Council of State' নামক দুই সভা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভার সৃষ্টি এবং উহাতে নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি। আলোচ্য আইনের মেয়াদ দশ বৎসর ধার্য করা হইয়াছিল।

রাউলাট আইন: মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠে এবং নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হন। ঠিক ঐ সময়েই তুরস্কের সুলতানের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 'খিলাফৎ আন্দোলন' দানা বাঁধিয়া ওঠে। এই সকল আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড 'রাউলাট আইন' প্রবর্তন করেন এবং ইহার ফলেই ভারতে এক বিভীষিকাময় 'নরমেধ যজ্ঞে'র অনুষ্ঠান হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড: ১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। ঐ বৎসর ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল ঘোষিত হয়। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসর নগরীর জালিয়ান-ওয়ালাবাগ নামক স্থানটিতে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য এক সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর জেনারেল ও'ডায়ারের আদেশে বেপরোয়া গুলী চালাইয়া নির্মমভাবে বহু নরনারীকে হত্যা করা হয়। ইহাই 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

সাইমন কমিশন: ১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বর স্যার জন সাইমন-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাতজন সদস্য লইয়া ভারতের শাসন সংস্কার সম্পর্কে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়। প্রধানতঃ এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় এবং উহার বিচার্য বিচারসমূহ হইতে অবিলম্বে ভারতকে 'ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিবার' প্রশ্নটি কার্যতঃ বাদ দেওয়ায়, দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কমিশন ভারতে আগমন করিলে সর্বত্র উহাকে বয়কট করা হয়। কমিশনের রিপোর্ট যাহাতে গৃহীত না হয় তজ্জন্য ১৯৩০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। অবশেষে গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করা স্থগিত রাখা হয়।

ডাণ্ডি অভিযান: ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ প্রাতঃকালে গান্ধীজী ৭৯ জন সত্যাগ্রহীসহ লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সবরমতী আশ্রম হইতে সমুদ্রোপকূলবর্তী ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাই 'ডাণ্ডি অভিযান' নামে পরিচিত। গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল, ১৯৩০, আইন ভঙ্গ করেন; ৫ই মে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোলটেবিল বৈঠক : ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিত আপস-রফা করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণের পক্ষে উক্ত শাসন-সংস্কার অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। সুতরাং উহাতে আন্দোলন হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থায় তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরুইন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ আলোচনার জন্য ১৯২৯ সালে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। তিনি অক্টোবর (১৯২৯) মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন ও ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণা প্রচার করেন। উহাতে তিনি এইরূপ আভাস দেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে শীঘ্রই লণ্ডনে এক 'গোলটেবিল বৈঠক' আহ্বান করিবেন এবং উহাতে সকল রাজনৈতিকদল ও ভারতীয় নৃপতিগণ আমন্ত্রিত হইবেন। অতঃপর বৈঠকের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে (১৯৩০ সালের মার্চ মাসে) কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে ও গান্ধীজী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হন। যাহাহোক, ১২ই নবেম্বর,১৯৩০ সম্রাট পঞ্চম জর্জ লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করেন। উহাতে কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি' সম্পন্ন হওয়ায় ২য় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের তরফ হইতে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠক ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল। তৃতীয়-গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হয় ১৭ই নবেম্বর, ১৯৩২ এবং শেষ হয় ১৪ই ডিসেম্বর। এই তিনটি বৈঠকে অনুষ্ঠিত বিস্তৃত অলোপ আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়াই ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন প্রণয়ন করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন : তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন আইনের সংস্কার সম্পর্কে তাঁহাদের প্রস্তাব সমূহ একটি 'শ্বেত-পত্র'-এর আকারে প্রকাশ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি 'জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি' নিয়োগ করা হয়। উক্ত কমিটি বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করিয়া যে রিপোর্ট দান করেন তাহার ভিত্তিতেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত-শাসন আইন' বিল উপস্থাপন করা হয়। দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার পরে

১৯৩৫ সালের ২২শে আগষ্ট উহা গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া কেন্দ্রে একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federation) গঠন করাই ছিল এই আইনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু বিবিধ 'রক্ষাকবচ' (Safeguards), 'সংরক্ষণ' (Reservations) ও 'বিশেষ দায়িত্ব' (Special Responsibilities) প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশে আইনটি এমন একটি রূপ ধারণ করে যে, উহা কোন দলকেই খুশী করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ব্রিটিশ-প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দান করা হয়। তদনুসারে প্রদেশগুলিতে ১৯৩৬-৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী হয়। কিন্তু আইনের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা আর কার্যে পরিণত করা যায় নাই। কারণ ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং বিপর্যয়ের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ভারত অবশেষে স্বাধীনতা লাভ করে।

ক্রীপস্ মিশন: ১৯৪১ সালের প্রারম্ভে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি মিত্রশক্তির পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর ও ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন ঘটায় ভারতের উপর জাপানী আক্রমণ প্রত্যাসন্ন বলিয়া মনে হয়। ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতীয় জনমত তখন স্বাধীনতার দাবীতে বিক্ষুব্ধ। পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নির্দেশে প্রগতিশীল ব্রিটিশ রাজনীতিক স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সহিত আপস মীমাংসার জন্য নয়াদিল্লী আগমন করেন (মার্চ, ১৯৪১)। ইহাই 'ক্রীপস্ মিশন' নামে আখ্যাত। বলাবাহুল্য. ক্রীপস্-এর দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছিল।

ক্যাবিনেট মিশন: তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে ভারতে এক মিশন প্রেরণ করেন। তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী উক্ত মিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহাদের নাম: (১) লর্ড পেথিক লরেন্স (ভারত সচিব), স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ (বাণিজ্য মন্ত্রী) ও (৩) মিঃ এ. ভি. আলেক্জাণ্ডার (নৌ-সচিব)। ইহাই 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে পরিচিত। প্রধানতঃ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের বিরোধী দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুষ্ঠু পন্থা নির্ধারণের জন্যই এই মিশন প্রেরিত হইয়াছিল। মিশন ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ ভারতে পদার্পণ করেন এবং তিনমাসকাল কর্মব্যস্ত থাকিয়া ২৯শে জুন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

র‍্যাডক্লিফ কমিশন: ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের জন্য ৩০শে জুন বড়লাট দুইটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করেন। ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ উল্লিখিত উভয় কমিশনেই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। দুইটি কমিশনের সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া লইল :—

॥ বাংলা সীমানা কমিশন ॥ বিচারপতি বি. কে. মুখার্জি, বিচারপতি সি. সি. বিশ্বাস, বিচারপতি মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এস. এ. রহমান।

॥ পাঞ্জাব সীমানা কমিশন ॥ বিচারপতি দীন মহম্মদ মুনসী, বিচারপতি মেহের চাঁদ মহাজন ও বিচারপতি তেজা সিং।

ভারতীয় গণপরিষদ: ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে 'ক্যাবিনেট মিশন' ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করেন তাহাতে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার্থ একটি 'গণপরিষদ' (Constituent Assembly) গঠনের আবশ্যকতা উল্লিখিত হয়। সংবিধান রচনার কাজ অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন; কিন্তু ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে 'গণপরিষদ' গঠনে বহু বিলম্ব হইবে। এই অবস্থায় স্থির হয় যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকেই যথারীতি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা গণপরিষদ গঠন করা হইবে। তদনুসারে প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা উহার সভ্যদের মধ্য হইতে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করিয়া পাঠান। এই প্রথায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়: (১) প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসী পিছু একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন, (২) প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যসংখ্যা নির্ধারিত হয়, (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায় পৃথক পৃথক ভাবে তাহাদের সদস্য নির্বাচন করে।

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। উহাতে ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ অস্থায়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুসলীম লীগ এই অধিবেশন বর্জন করিয়াছিল। ১১ই ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সহকারী সভাপতির আসনে নির্বাচিত হন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি ও স্যার টি. ভি, কৃষ্ণমাচারী। ১৯৪৯ সালের ২৫শে নভেম্বর গণপরিষদ্ সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত করেন এবং ২৬শে নভেম্বর উহা গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে অর্থাৎ, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে

গণপরিষদ ভারতের পার্লামেন্ট রূপেও কাজ করিতেছিলেন। ১৯৫০ সালে ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর উহার দ্বৈতরূপের অবসান ঘটে।

॥ বিবিধ আন্তর্জাতিক ঘোষণা সনদ ইত্যাদি ॥

মনরো নীতি (Monroe Doctrine): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে নীতি উদ্ভাবন করেন তাহাই 'মনরো নীতি' নামে খ্যাত। মার্কিন রাজনীতিতে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত কোন ইউরোপীয় উপনিবেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহাই হইল মনরো নীতির মূলকথা।

ব্যালফোর ঘোষণা (Balfore Declaration): ২রা নভেম্বর ১৯১৭, তদানীন্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব এ. জে. ব্যালফোর 'ব্রিটিশ জিয়নিষ্ট ফেডারেশন'-এর সভাপতি লর্ড রথচাইল্ডকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাতৃভূমি স্থাপনের প্রতি সরকারবাহাদুর-এর মনোভাব অনুকূল ও আন্তরিকতাপূর্ণ। উহার সাফল্যের জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তবে একথা স্পষ্ট করিয়া জানান যাইতেছে যে, প্যাস্টোইনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের নাগরিক বা ধর্মীয় অধিকার কোনরূপে ক্ষুন্ন হয় এরূপ কোন কাজ করা যাইবে না, অথবা বর্তমানে ইহুদীরা অন্যান্য দেশে যে অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করিতেছে তাহাও সঙ্কুচিত করা হইবে না।" ইহাই 'ব্যালফোর ঘোষণা' নামে আখ্যাত। এই ঘোষণা উপলক্ষ্য করিয়া তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহাহোক, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিবৎসর প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইহুদীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে 'স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্র' স্থাপন করা হইয়াছে।

চতুর্বিধ স্বাধীনতা (Four Freedoms): প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪১ সালের ৬ই জানুয়ারী মার্কিন কংগ্রেসে এক ভাষণ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, মানুষের পক্ষে চারিপ্রকার স্বাধীনতা অপরিহার্য। এই চারিটি স্বাধীনতা হইল: (১) বাক্য ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, (২) নিজের ইচ্ছামত পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনার স্বাধীনতা, (৩) অভাব ও দারিদ্র্য হইতে মুক্তি এবং (৪) ভয় হইতে মুক্তি।

অতলান্তিক সনদ (**Atlantic Charter**) **:** ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট রুজভেল্ট ও চার্চিল যুক্তভাবে স্বাক্ষর করিয়া এই সনদ প্রচার করেন। এই সনদে ৭টি প্রধান বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। (১) আঞ্চলিক বা অন্যবিধ সম্প্রসারণ বন্ধ করা, (২) কোন অঞ্চলবিশেষের অধিবাসিগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ব্যতীত উক্ত অঞ্চলের সীমা পরিবর্তন না করা. (৩) প্রত্যেক জাতির নিজের ইচ্ছামত গভর্ণমেন্ট গঠনের অধিকার স্বীকার করা, (৪) যে সকল জাতির স্বাধীনতা জোর করিয়া হরণ করা হইয়াছে তাহাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা. (৫) বাণিজ্য ও কাঁচামাল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একই রকম শর্ত প্রয়োগ করা, (৬) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা এবং (৭) নাজিবাহিনী ধ্বংস করিয়া সমগ্র জগতে শান্তি স্থাপন করা।

পঞ্চশীল : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই 'পঞ্চশীল'-এর মূলকথা। 'পঞ্চশীল' বলিতে বোঝায় : (১) পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, (২) অনাক্রমণ, (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমমর্যাদা ও পারস্পরিক উপকার সাধন এবং (৫) শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে নয়াদিল্লী হইতে শ্রীনেহরু ও শ্রীচৌ এন্‌-লাই-এর যুক্ত বিবৃতিতে এই মহান্ নীতি সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়; অতঃপর বান্দুং সম্মেলনে উহার বহুল আলোচনা হয়।

॥ বিবিধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ॥

মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা : দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ইউরোপের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মার্শাল যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তাহাই 'মার্শাল পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। ১৯৪৭ সালের ৫ই জুন তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে তাঁহার পরিকল্পনার বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১২ই জুলাই প্যারিসে ১৬টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের একটি বৈঠক বসে এবং উহাতে তাহারা এক অর্থনৈতিক কার্যসূচী রচনা করেন। সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থদ্বারা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই উক্ত রাষ্ট্রগুলি আপন আপন দেশের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করিবে—ইহাই ছিল উক্ত কার্যসূচীর লক্ষ্য। ৪ বৎসর কার্য করার জন্য ১৬টি রাষ্ট্রের পক্ষে ২২,৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলিয়া দাবী করা হইয়াছিল। যাহা হউক, মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থসাহায্য লাভ করে ও পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ করে।

কলম্বো পরিকল্পনা : ৬ বৎসর মেয়াদী এই পরিকল্পনার কার্য ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ করা হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশ-গুলির আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া কম্যুনিজমের প্রসার প্রতিরোধ করাই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ১৯৫০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কার্যসূচী স্থির করা হয়। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ড উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দেয় চাঁদা প্রভৃতি দ্বারা ১৮৬৮ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করিয়া আলোচ্য অঞ্চলের দেশগুলির শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং রেলওয়ে ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ইহার সহিত সহযোগিতা করে।

সুম্যান পরিকল্পনা : ১৯৫০ সালের ৯ই মে ফ্রান্সের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সুম্যান এক প্রস্তাব করেন যে, পশ্চিম ইউরোপের সমুদয় ইস্পাত ও কয়লা এক সমবায় ব্যবস্থার অধীনে আনা হউক। ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস ও লুক্সেম-বুর্গ উহা গ্রহণ করে। তদনুসারে ১৯৫২ সালের ১৬ই জুন তারিখে তাহারা এক চুক্তি সম্পাদন করে।

॥ বিবিধ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা ॥

আরবলীগ : ১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া, 'আরব লীগ' প্রতিষ্ঠা করে। মিশর, ইরাক, জর্ডন, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন এবং ইয়েমেন ইহার অন্তর্ভুক্ত।

কমনওয়েলথ : গ্রেটব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড. দক্ষিণ আফ্রিকা. ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, 'রোডেসিয়া ও ন্যায়াসাল্যাণ্ড ফেডারেশন' —এই ৯টি স্বাধীন রাষ্ট্র লইয়া 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ' পত্তন করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহু দেশ স্বাধীন হইয়া কমনওয়েলথ-এ যোগ দিয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কেবলমাত্র 'কমনওয়েলথ' নামে পরিচিত। বর্তমানে এই সকল রাষ্ট্র কমনওয়েলথ-এর সদস্য :—ব্রিটেন. কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া. নিউজিল্যাণ্ড. সিংহল, সিয়েরা লিওন, লেসোথো, সোয়াজিল্যাণ্ড, মাল্টা, বারবাডোস, জামেইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, গায়না, মরিশাস, ভারত, পাকিস্তান, ঘানা, সাইপ্রাস, নাইজিরিয়া, কেনিয়া, সিঙ্গাপুর, তানজানিয়া, বতসোয়ানা, মালোয়াই, উগাণ্ডা এবং জাম্বিয়া। ইহা ছাড়া

প্রায় ৫০টি উপনিবেশ, এবং অছি অঞ্চল ও কমনওয়েলথ-এর অংশবিশেষ বলিয়া গণ্য হয়।

কমনওয়েলথ-এর কোন লিখিত সংবিধান নাই। সাধারণ আদর্শ ও স্বার্থের বন্ধনে রাষ্ট্রগুলি একতাবদ্ধ। ইংল্যাণ্ডের রাণী কমনওয়েলথ-এর সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতীক বলিয়া স্বীকৃত।

কাউন্সিল অফ ইউরোপ : ৫ই মে, ১৯৪৯, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আয়ারল্যাণ্ড, ইতালী, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, নরওয়ে, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্য এই সংস্থার পত্তন করে। ইহা দুইটি শাখায় বিভক্ত :—(১) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমিতি ও (২) আলোচনাকারী সভা। প্রতিরক্ষা ব্যতীত এই সভায় সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট যে কোন বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সভা পররাষ্ট্র সমিতির নিকট সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করার কোন ক্ষমতা ইহার নাই। 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' ও 'ন্যায় বিচার' যে রাষ্ট্রের আদর্শ সেরূপ যে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র ইহার সভ্য হইতে পারে। ১৯৪৯ সাল হইতে অস্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড এবং তুরস্কও ইহার সদস্য।

॥ বিবিধ সামরিক চুক্তি ॥

ভার্সাই চুক্তি (Versailles Treaty) : প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী ও মিত্রশক্তির মধ্যে ২২শে জুন, ১৯১৯ যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাই 'ভার্সাই চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানীকে তাহার সাম্রাজ্যের বহু ভূখণ্ড মিত্রশক্তির নিকট ছাড়িয়া দিতে হয় এবং স্থির হয় : (১) জার্মান সৈন্যবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা চলিবে না, (২) জার্মান সামরিক-বাহিনীতে এক লক্ষের অধিক সৈন্য রাখা চলিবে না, (৩) জার্মানী ছয়টি যুদ্ধজাহাজ, ছয়টি ক্রুজার ও ছয়টি ডেস্ট্রয়ার-এর অধিক নৌবাহিনীতে রাখিবে না, (৪) কোন সাবমেরিন, সামরিক বিমান, ভারী কামান বা কোন দুর্গ নির্মাণ করা চলিবে না। বিজয়ী শক্তিবর্গ ১৫ বৎসর 'রাইনল্যাণ্ড' দখল করিয়া রাখিবে এবং 'সার' অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক অঞ্চলে পরিণত করা হইবে। জার্মানী মিত্রশক্তির যুদ্ধজনিত সকল ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে ; ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ ৬৬০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড বলিয়া ধার্য করা হয়। কিন্তু নাজি পার্টি ক্ষমতায় আসার পর হইতে সকল সামরিক বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করা হইতে থাকে। ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ ক্রমশঃ কমাইতে কমাইতে ১৯৩২ সালে উহা একেবারেই অস্বীকার করা হয়।

পটস্‌ডাম চুক্তি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে জার্মানীর পটস্‌ডাম শহরে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৪৫ সালে ১৭ই জুলাই হইতে ১লা আগষ্ট পর্যন্ত এক বৈঠকে মিলিত হয়। ১৯৪৫ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টা সম্মেলনে মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানী সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এই বৈঠকে তাহাই অনুমোদন করা হয়। ইহাই 'পটস্‌ডাম চুক্তি' নামে পরিচিত। যে সকল বিষয়ে এই বৈঠকে মতৈক্য হয় তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান : (১) আপাততঃ জার্মানীতে কোন কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে না, (২) জার্মানীর আর্থিক বনিয়াদ বিকেন্দ্রীকরণ করা হইবে, (৩) জার্মানীতে ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ও সামরিক অর্থনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হইবে, (৪) কেনিংসবার্গ নগরী ও উহার সংলগ্ন এলাকাসমূহ সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হস্তান্তর করা হইবে ও (৫) পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তরেখা ওডার-নীসে লাইন বরাবর টানা হইবে।

এনজাস (ANZUS) : অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (Australia, Newzealand and the United States) এই তিনটি রাষ্ট্র ১৯৫১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর স্যানফ্রান্সিস্‌কো নগরীতে যে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে 'এনজাস' নামে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই তিনটি পক্ষের যে কোন একটির উপর আক্রমণ করিলে অন্যপক্ষ তাহা প্রতিরোধ করিবে।

বলকান চুক্তি (Balkan Pact) : গ্রীস, তুরস্ক ও যুগোশ্লোভিয়ার মধ্যে সামরিক মৈত্রী চুক্তি। ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে ব্লেড শহরে ইহা স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে একটি স্থায়ী 'পরিষদ' গঠন করা হয় ; ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আঙ্কারায় ইহার প্রথম বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে ২০ জন পার্লামেণ্টের সদস্য লইয়া একটি পরামর্শসভা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তিন পক্ষের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও অনুমোদন লাভ করে।

॥ বিবিধ সামরিক গোষ্ঠি ॥

ন্যাটো (NATO) : North Atlantic Treaty Organisation বা উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম 'ন্যাটো'। ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব ও সম্প্রসারণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে

পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির চুক্তিবদ্ধ সংস্থা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড, ইতালী, বেলজিয়াম, লুক্সেমবর্গ ও পর্তুগাল এই কয়টি রাষ্ট্র ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ ওয়াশিংটনে চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে এই সংস্থা জন্মলাভ করে। অতঃপর ১৯৫২ সালে গ্রীস ও তুরস্ক এবং ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানী ইহার সদস্য হয়।

সিয়াটো (SEATO): South-East Asia Treaty Organisation বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কম্যুনিজমের প্রসার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ম্যানিলায় ৮টি রাষ্ট্র চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রগুলির নাম: মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তান। ব্যাঙ্ককে ইহার সদর দপ্তর অবস্থিত।

মেডো (MEDO): 'বাগদাদ্ চুক্তি' সাধারণতঃ Middle East Defence Organisation বা সংক্ষেপে 'MEDO' বলিয়া পরিচিত। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় বাগদাদে। অতঃপর ক্রমে ক্রমে ব্রিটেন, ইরাণ ও পাকিস্তান এই চুক্তিতে যোগদান করে; ১৯৫৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও বাগদাদ্ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ইরাক বিপ্লবের ফলে এই সংস্থার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমানে ইহা 'সেণ্টো' নামে আখ্যাত।

সেণ্টো (CENTO): ১৯৫৮ সালে ইরাকে বিপ্লবের পর ইরাক 'বাগদাদ্ চুক্তি' বর্জন করিলে উহার নাম পরিবর্তন করিয়া Central Treaty Organisation (সংক্ষেপে Cento) রাখা হয় ও উহার সদর দপ্তর বাগদাদ্ হইতে আঙ্কারায় স্থানান্তরিত করা হয়।

ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact): 'ন্যাটো'র জবাবে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রজোট পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য আলোচ্য চুক্তি সম্পাদন করে। ১৪ই মে, ১৯৫৫ সোভিয়েট রাশিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড রুমানিয়া এবং হাঙ্গারী এই কয়টি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ওয়ারশতে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহার মেয়াদ ২০ বৎসর; মস্কোতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং একটি যুক্ত সামরিক বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

॥ বিবিধ তথ্য ॥

ম্যাকমেহন লাইন ঃ ম্যাকমেহন লাইনের স্রষ্টা জেনারেল স্যার আর্থার হেনরি ম্যাকমেহন। ১৮৬২ সালের ১৮ই নবেম্বর তিনি সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ইনি সৈনিক ছিলেন; পরে তিনি ভারতের সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন ও কালক্রমে বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী হন। তিনি বাল্যকালে ভূবিদ্যা ও জরীপের কার্যে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৯১ সালে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সীমানা ইনি নির্ধারণ করেন। ১৯১০ সালে চীনা সামরিক বাহিনী তিব্বত আক্রমণ করিয়া লাসা অধিকার করিলে ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমানা স্থির করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তদনুসারে ১৯১৩-১৪ সালে স্যার আর্থার হেনরি ম্যাকমেহন যে সীমারেখা নির্দেশ করিয়া দেন তাহাই 'ম্যাকমেহন লাইন নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক সময়রেখা (International Date Line) ঃ ১৮০° দ্রাঘিমা (Longitude) আন্তর্জাতিক সময় নিরূপণ করার সীমারেখা। উক্ত দ্রাঘিমার পশ্চিমে ও পূর্বে সময় একদিন অগ্রপশ্চাৎ ধরা হয়। ১৮০° দ্রাঘিমা হইতে কোন ব্যক্তি পশ্চিমদিকে যাত্রা শুরু করিলে সময় একদিন অগ্রগামী ও পূর্বগামী যাত্রীর পক্ষে সময় একদিন পশ্চাৎবর্তী বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ১৮০° দ্রাঘিমার পশ্চিমদিকে যখন ১লা জানুয়ারী পূর্বদিকে তখন ৩১শে ডিসেম্বর।

সর্বপ্রথম সংবাদপত্র ঃ রোম হইতে প্রকাশিত 'য্যাক্টাডার্ণা' নামক সংবাদপত্রই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত। ভারতে সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের নাম 'হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট' (ইংরাজী)। ১৭৮০ সালে উহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম 'বাঙ্গাল গেজেট'; ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রধান ধর্মগ্রন্থ সমূহ ঃ হিন্দু ঃ বেদ; বৌদ্ধ ঃ ত্রিপিটক; খৃষ্টান ঃ বাইবেল; পার্শী ঃ জেন্দ আবেস্তা; মুসলমান ঃ কোরাণ; শিখ ঃ গ্রন্থসাহেব।

নবরত্ন ঃ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যে নয়জন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারাই 'নবরত্ন' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ঃ কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, বরাহ-মিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ ও ধন্বন্তরি।

বার ভুঁইয়া: প্রতাপাদিত্য (যশোহর), চাঁদ রায় ও কেদার রায় (বিক্রমপুর), কন্দর্পনারায়ণ (চন্দ্রদ্বীপ), লক্ষ্মণমাণিক্য (ভুলুয়া), চাঁদগাজি (চাঁদ প্রতাপ), গণেশ রায় (দিনাজপুর), হাম্বীর মল্ল (বিষ্ণুপুর), কংসনারায়ণ (তাহিরপুর), রামচন্দ্র ঠাকুর (পুঁটীয়া), ফজলগাজি (ভাওয়াল) ও ইশা খাঁ মসনদ আলি (খিজিরপুর)। ইহারাই প্রাচীন বাংলার বার ভুঁইয়া নামে আখ্যাত।

দশাবতার: মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

দ্বাদশ রাশি: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

নবগ্রহ: সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

সপ্তর্ষি: বশিষ্ঠ (অরুন্ধতীসহ), অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত, পুলহ ও ক্রতু।

॥ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক হত্যা সমূহ ॥

(১) ফ্রান্সের রাজা ৪র্থ হেনরী—১৬১০ সালে রেভেইলাক নামক জনৈক ধর্মোন্মাদ কর্তৃক নিহত হন; (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন—ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি এক শ্রেণীর মার্কিন নাগরিকের তীব্র অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ১৮৬৫ সালে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন; (৩) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জেমস এ গ্যারফিল্ড—১৮৮১ সালে রাজনৈতিক কারণে নিহত হন; (৪) রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার—১৩ই মার্চ, ১৮৮১ সেণ্টপিটার্সবার্গে নিহিলিষ্টগণ জারের গাড়ীর নীচে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে; (৫) অষ্ট্রীয়ার আর্ক ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাণ্ড—২৮শে জুন, ১৯১৪, সারাজেভোতে নিহত হন এবং এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করিয়া একমাসের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়; (৬) লিয়ো ট্রট্স্কি—রুশ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা। স্টালিনপন্থীদের সহিত মতদ্বৈধতার দরুন কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বিতাড়িত হন ও মেক্সিকোতে নির্বাসন-জীবন যাপন করিতে থাকেন। তথায় ১৯৪০ সালে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন, (৭) মহাত্মা গান্ধী—৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ নয়াদিল্লীর প্রার্থনা সভায় নাথুরাম বিনায়ক গডসে কর্তৃক গুলীর আঘাতে নিহত হন; (৮) আউঙ্গ সঙ্গ—ব্রহ্মদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯শে জুলাই, ১৯৪৭, শাসন পরিষদের বৈঠক চলিবার সময় গুণ্ডাদল অতর্কিত আক্রমণে তাঁহাকে এবং অপর নয়জন মন্ত্রীকে গুলী করিয়া হত্যা করে; (৯) জর্ডানের রাজা আবদুল্লা—২০শে জুলাই, ১৯৫১, নিহত হন; (১০) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

লিয়াকৎ আলী খাঁ—১৬ই অক্টোবর, ১৯৫১, এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে গুলীর আঘাতে নিহত হন; (১১) ইরাকের রাজা ফৈজল—১৩ই জুলাই, ১৯৫৮ সামরিক বিপ্লবের ফলে নিহত হন; (১২) সিংহলের প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক—১৯৫৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর গুলীর আঘাতে আহত হন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর মারা যান; (১৩) ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আবদুল করিম কাশেম—৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ সামরিক বিদ্রোহের ফলে নিহত হন; (১৪) দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নো দিন এম—১৯৬৩ সালের ১লা নবেম্বর সামরিক বিদ্রোহের ফলে নিহত হন; (১৫) মার্কিণ প্রেসিডেন্ট জে, এফ, কেনেডি—২২শে নবেম্বর, ১৯৬৩ আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। (১৬) ভূটানের প্রধানমন্ত্রী জগমী দোরজী—৫ই এপ্রিল, ১৯৬৪, আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। (১৭) মার্টিন লুথার কিং—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো অধিবাসীদের নেতা। বর্ণ বিদ্বেষ প্রসূত কারণে জনৈক শ্বেতাঙ্গের গুলীতে ১৯৬৮ সালের ৫ই এপ্রিল নিহত হন। (১৮) রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিহত প্রেসিডেন্ট জে, এফ, কেনেডির ভ্রাতা ও মার্কিণ সিনেটের সদস্য। ৫ই জুন, ১৯৬৮ জনৈক জর্ডানবাসীর গুলীতে নিহত হন।

॥ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রিগণের নাম ॥

১৭২১ স্যার আর ওয়ালপোল (হুইগ)
১৭২৪ আর্ল অব উইমিংটন (হুইগ)
১৭৪৩ হেনরী পেলহাম (হুইগ)
১৭৫৪ ডিউক অব নিউক্যাসল (হুইগ)
১৭৫৬ ডিউক অব ডেভনশায়ার (হুইগ)
১৭৫৭ *উইলিয়াম পীট (হুইগ)
১৭৬২ আর্ল অব বুট (টোরি)
১৭৬৩ জর্জ গ্রেনভিল (হুইগ)
১৭৬৫ মার্কুইস অব রকিংহাম (হুইগ)
১৭৬৬ আর্ল অব চ্যাথাম (হুইগ)
১৭৬৭ ডিউক অব গ্র্যাফটন (হুইগ)
১৭৭৬ লর্ড নর্থ (টোরি)
১৭৮২ লর্ড রকিংহাম (হুইগ)
১৭৮২ † আর্ল অব সেলবুর্ণ (হুইগ)
১৭৮৩ ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড (যৌথ
১৭৮৩ উইলিয়াম পীট (ছোট) (হুইগ)
১৮০১ হেনরী এ্যাডিংটন (টোরি)
১৮০৪ উইলিয়াম পীট (টোরি)
১৮০৬ লর্ড গ্রেনভিল (হুইগ)
১৮০৭ ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড (টোরি)
১৮০৯ স্পেন্সার পার্সিভাল (টোরি)
১৮১২ লর্ড লিভারপুল (টোরি)
১৮২৭ জর্জ ক্যানিং (টোরি)
১৮২৮ লর্ড গোডরীচ (টোরি)
১৮২৮ ডিউক অব ওয়েলিংটন (টোরি)
১৮৩০ আর্ল গ্রে (হুইগ)
১৮৩৪ ভাইকাউন্ট মেলবোর্ণ (হুইগ)
১৮৩৪ স্যার রবার্ট পীল (টোরি)

* পরে আর্ল অব চাথাম ও ডিউক অব নিউ ক্যাসল। † পরে মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন।

১৮৩৫ ভাইকাউন্ট মেলবোর্ণ (হুইগ)
১৮৪১ স্যার রবার্ট পীল (টোরি)
১৮৪৬ লর্ড জন রাসেল (হুইগ)
১৮৫২ আর্ল অব ডার্বি (টোরি)
১৮৫২ আর্ল অব এ্যাবাডিন
১৮৫৫ ভাইকাউন্ট পামারস্টোন (লিবা)
১৮৫৮ আর্ল অব ডার্বি (কন)
১৮৫৯ ভাইকাউন্ট পামারস্টোন (লিবা)
১৮৬৫ লর্ড জন রাসেল (লিবা)
১৮৬৬ আর্ল অব ডার্বি (কন)
১৮৬৮ * বেঞ্জামিন ডিসরেলী (কন)
১৮৬৮ উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন (লিবা)
১৮৭৪ আর্ল অব বিকন্‌স্‌ফিল্ড (কন)
১৮৮০ ডব্লু. ই. গ্ল্যাডস্টোন (লিবা)
১৮৮৫ মার্কুইস অব সল্‌জ্‌বেরী (কন)
১৮৮৬ ডব্লু. ই. গ্ল্যাডস্টোন (লিবা)
১৮৮৬ মার্কুইস অব সল্‌জ্‌বেরী (কন)
১৮৯২ ডব্লু ই. গ্ল্যাডস্টোন (লিবা)
১৮৯৪ আর্ল অব রোজবেরী (লিবা)
১৮৯৫ মার্কুইস অব সল্‌জ্‌বেরী (কন)
১৯০২ আর্থার জেমস ব্যালফুর (কন)
১৯০৫ স্যার এইচ, কাম্পবেল ব্যানারম্যান (লিবা)
১৯০৮ হারবার্ট হেনরী এসকুইথ (কোয়া)
১৯১৫ হারবার্ট হেনরা এসকুইথ (কোয়া)
১৯১৬ ডেভিড লয়েড জর্জ (কোয়া)
১৯২২ এণ্ড্রু বোনারল (কন)
১৯২৩ স্ট্যানলী বলডুইন (কন)
১৯২৪ জে. র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড (লেবার)
১৯২৪ স্ট্যানলী বলডুইন (কন)
১৯২৯ জে. র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড (লেবার)
১৯৩১ জে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (ন্যাঃ. গভঃ)
১৯৩৫ স্ট্যানলী বলডুইন (ন্যাঃ. গভঃ)
১৯৩৭ এন. চেম্বারলেন (ন্যাঃ. গভঃ)
১৯৪০ ডব্লু. এস. চার্চিল (কোয়া)
১৯৪৫ সি. আর. এ্যাটলী (লেবার)
১৯৫০ সি. আর. এ্যাটলী (লেবার)
১৯৫১ স্যার ডব্লু. এস. চার্চিল (কন)
১৯৫৫ স্যার এন্টনি ইডেন (কন)
১৯৫৬ হ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলান (কন)
১৯৬৩ স্যার আলেক ডগলাস হিউম (কন)
১৯৬৪ হ্যারল্ড উইলসন (লেবার)
১৯৬৬ হ্যারল্ড উইলসন (লেবার)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণের নাম

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট
১৭৮৯	জর্জ ওয়াশিংটন (ফেডা)
১৭৯২	,,
১৭৯৬	জন এ্যাডামস (ফেডা)
১৮০০	টমাস জেফারসন (রিপা)

* পরে আর্ল অব বিকনসফিল্ড।

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট	নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট
১৮০৪	টমাস জেফারসন্ (রিপা)	১৮৮৮	বেঞ্জামিন হ্যারিসন্ (রিপা)
১৮০৮	জেমস্ ম্যাডিসন্ (রিপা)	১৮৯২	গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড (ডেম)
১৮১২	,,	১৮৯৬	উইলিয়ম ম্যাক্কিন্লি (রিপা)
১৮১৬	জেমস মনরো (রিপা)	১৯০০	,,
১৮২০	,,	১৯০১	থিয়োডোর রুজভেল্ট (রিপা)
১৮২৪	জন কুইন্সি এ্যাডাম্স (রিপা)	১৯০৪	,,
১৮২৮	এ্যাণ্ড্রু জ্যাক্সন্ (ডেম)	১৯০৮	উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্রাফট্ (রিপা)
১৮৩২	,,	১৯১২	উড্রো উইলসন্ (ডেম)
১৮৩৬	মার্টিন ভ্যান বুরেন্ (ডেম)	১৯১৬	,,
১৮৪০	উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন (হুইগ)	১৯২০	ওয়ারেন গ্যামালিয়েন হার্ডিং (রিপা)
১৮৪১	জন টাইলার (হুইগ)	১৯২৩	ক্যালভিন কুলিজ (রিপা)
১৮৪৪	জেমস্ নক্স পোক্ (ডেম)	১৯২৪	,,
১৮৪৮	জ্যাকারি টেইলর্	১৯২৮	হারবার্ট কার্ল হুভার (রিপা)
১৮৫০	মিলার্ড ফিলমোর (হুইগ)	১৯৩২	ফ্রাঙ্কলিন্ ডেলানো রুজভেল্ট (ডেম)
১৮৫২	ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স (হুইগ)		
১৮৫৬	জেমস বুকানন (ডেম)		
১৮৬০	এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন্ (রিপা)	১৯৩৬	,,
১৮৬৪	,,	১৯৪০	,,
১৮৬৫	এ্যাণ্ড্রু জনসন (রিপা)	১৯৪৪	,,
১৮৬৮	ইউলিসিস সিম্পন গ্রাণ্ট (রিপা)	১৯৪৫	হ্যারী এস. টুম্যান (ডেম)
১৮৭২	,,	১৯৪৮	,,
১৮৭৬	রাদারফোর্ড বি হেইয়েস (রিপা)	১৯৫২	ডি. ডি. আইসেনহাওয়ার (রিপা)
১৮৮০	জেম্স্ এ্যাব্রাহাম গারফিল্ড (রিপা)	১৯৫৬	,,
		১৯৬০	জন্ ফিটজারেল্ড কেনেডি (ডেম)
১৮৮১	চেস্টার এ আর্থার (রিপা)	১৯৬৩	লিনডন বি জনসন (ডেম)
১৮৮৪	গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড (ডেম)	১৯৬৪	,,
		১৯৬৮	রিচার্ড এম, নিক্সন (রিপা)

ভৌগোলিক বিবরণ

মহাদেশসমূহ

মহাদেশ	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
এশিয়া	১,৭৬,০০.০০০	১,১৫,৫০,০০,০০০
আফ্রিকা	১,১৫,০০,০০০	২২,৫০,০০,০০০
ইউরোপ	৩৯,০০,০০০	৫৩,৩০,০০,০০০
উত্তর আমেরিকা	৮৭,০০,০০০	১৮,৫০,০০.০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	৭৩,০০,০০০	৮,০০,০০,০০০
অস্ট্রেলিয়া	২৯,৭৫,৫৮১	১,০০,০০,০০০

মহাসাগর ও সাগরসমূহ

মহাসাগর	গভীরতা	আয়তন
১। আতলান্তিক মহাসাগর	৩০,৪২৬ ফুট	৩,১৮,৩০,০০০ বর্গমাইল
২। প্রশান্ত মহাসাগর	৩৫,৪০০ „	৬,৩৮,০১,০০০ „
৩। ভারত মহাসাগর	২২,৯৬৮ „	২,৮৩,৫৬,০০০ „
৪। আর্কটিক মহাসাগর	১৭.৮৫০ „	৫৪,৪০,০০০ „
৫। আন্টার্কটিক মহাসাগর	১৮,৮৫০ „	৫৭,০০,০০০ „
৬। ক্যারিবিয়ান সাগর	২৩,৭৪৮ „	৭,৫০,০০০ „
৭। ভূমধ্য সাগর	১৪,৪৫০ „	১১,৪৫,০০০ „
৮। বেরিং সাগর	১৩,৪২২ „	৮,৭৬,০০০ „
৯। ওখটস্ক্ সাগর	১০,৫৫৪ „	৫,৯০,০০০ „
১০। পূর্বচীন সাগর	১০,৫০০ „	৪.৮২,০০০ „
১১। হাড্সন উপসাগর	১,৫০০ „	৪,৭৫,০০০ „
১২। জাপান সাগর	১০,২০০ „	৩,৮৯,০০০ „
১৩। উত্তর সাগর	১,৯৯৮ „	২,২২,০০০ „
১৪। লোহিত সাগর	৭,২৫৪ „	১,৬৯,০০০ „
১৫। কৃষ্ণ সাগর	৭,২০০ „	১,৬৫,০০০ „
১৬। বাল্টিক সাগর	১,২০০ „	১,৬৩,০০০ „

প্রধান নদীসমূহ

নাম	দৈর্ঘ্য	নাম	দৈর্ঘ্য
১। মিসিসিপি-মিসৌরী (উঃ আমেরিকা)	৪২৪০ মাইল	১৩। মারে (অস্ট্রেলিয়া)	২৩১০ মাইল
২। নীল (আফ্রিকা)	৪১৯৪ "	১৪। ভলগা (রাশিয়া)	২৩০০ "
৩। এমাজন (দঃ আমেরিকা)	৪০০০ "	১৫। ইউকন (উঃ আমেরিকা)	২৩০০ "
৪। ইয়াংসী (চীন)	৩১০০ "	১৬। সেণ্ট লরেন্স (কানাডা)	১৯০০ "
৫। আমুর (মধ্য এশিয়া)	২৯০০ "	১৭। সেলুইন (বার্মা)	১৭৫০ "
৬। কঙ্গো (আফ্রিকা)	২৯০০ "	১৮। ডেনিউব (ইউরোপ)	১৭২৫ "
৭। লেনা (সাইবেরিয়া)	২৮৬০ "	১৯। ইউফ্রেটিস (ইরাক)	১৭০০ "
৮। ইনিসি (সাইবেরিয়া)	২৮০০ "	২০। সিন্ধু (ভারত)	১৭০০ "
৯। হোয়াংহো (চীন)	২৭০০ "	২১। ব্রহ্মপুত্র (ভারত)	১৬৮০ "
১০। নাইজার (আফ্রিকা)	২৬০০ "	২২। গঙ্গা (ভারত)	১৫৪০ "
১১। ম্যাকেঞ্জী (কানাডা)	২৫১৪ "	২৩। নীপার (ইউরোপ)	১৪০০ "
১২। মেকং (ইন্দোচীন)	২৫০০ "	২৪। রাইন (")	৮০০ "

জাহাজ চলাচলের প্রধান খালসমূহ

নাম	দৈর্ঘ্য	গভীরতা
১। সুয়েজ (মিশর)	১০৪·৫ মাইল	৩৯ ফুট
২। কীয়েল (জার্মানী)	৬১ "	৪৫ "
৩। হাউস্টন (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)	৫৭ "	৩৪ "
৪। পানামা (আমেরিকা)	৫০·৭২ "	৪৫ "
৫। ম্যাঞ্চেস্টার (ইংল্যাণ্ড)	৩৫·৫ "	২৬ "

প্রধান পর্বতশৃঙ্গসমূহ

নাম	উচ্চতা	নাম	উচ্চতা
১। এভারেস্ট (নেপাল)	২৯০০২ ফুট	৫। ধবলগিরি (নেপাল)	২৬৭৯৫ ফুট
২। গডুইন অস্টিন (K2) (পাকিস্তান)	২৮২৫০ "	৬। অন্নপূর্ণা "	২৬৫০৪ "
৩। কাঞ্চনজঙ্ঘা (ভারত)	২৮১৪৬ "	৭। হিমলচুলি "	২৫৮০১ "
৪। মাকালু (নেপাল)	২৭৭৯৫ "	৮। নাঙ্গা পর্বত (ভারত)	২৬৬২০ "
		৯। নন্দাদেবী "	২৫৬৪৫ "

নাম	উচ্চতা	নাম	উচ্চতা
১০। মিন্যা কোংস্কা (চীন)	২৪৬০০ ফুট	১৫। চিমবোরাজো (ইকুয়েডর)	২০৭০২ ফুট
১১। উলুঘ মুজতাগ (তিব্বত)	২৩৮৯০ „	১৬। মাউন্ট ম্যাক্‌কিনলে (আলাস্কা)	২০৩০০ „
১২। টেংরি খাঁ (তুর্কীস্থান)	২৩৬০০ „	১৭। কিলিমাঞ্জারো (টাঙ্গানাইকা)	১৯৩১৯ „
১৩। টুপুঙ্গাটো (চিলি)	২১৮১০ „	১৯। মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক (ফ্রান্স)	১৫৭৮১ „
১৪। মাউন্ট ইল্লাম্পূ (বোলিভিয়া)	২১৪৮৯ „		

প্রধান দ্বীপসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
১। গ্রীণল্যাণ্ড	৭৩৬৫১৮	৮। হনসু	৮৮০৩১
২। নিউগিনি	৩১০০০০	৯। গ্রেটব্রিটেন	৮৪১৮৬
৩। কলিমাস্তান (বোর্ণিও)	৩০৬৯০৬	১০। ভিক্টোরিয়া	৮০৪৫০
৪। বাফিন	২৩৬০০০	১১। জাভা	৪৮০০০
৫। মালাগাসি (মাডাগাস্কার)	২৪১০৯৪	১২। সেলিবিস	৭৩১৬০
৬। ফিলিপাইন	১১৫৭০৭	১৩। লুজন	৪৬৬৩৬
৭। আন্দালাস (সুমাত্রা)	১৬৪১৪৬	১৪। কিউবা	৪৪২০৬
		১৫। সিংহল	২৫৩৩২

বৃহৎ হ্রদসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
ক্যাস্‌পিয়ান সাগর (এশিয়া)	১,৭০,০০০	চাদ (আফ্রিকা)	২০,০০০
সুপিরিয়ার (উঃ আমেরিকা)	৩১,৮২০	বৈকাল (সাইবেরিয়া)	১২,১৫০
ভিক্টোরিয়া (আফ্রিকা)	২৬,২০০	গ্রেট বিয়ার (উঃ আমেরিকা)	১২,২৭৫
আরল (এশিয়া)	২৪,৪০০	গ্রেট শ্লেভ „	১০,৯৮০
হুরন (উঃ আমেরিকা)	২৩,০১০	উইনিপেগ „	৯,৫৬৪
মিচিগান „	২২,৪০০	ল্যাডোগা (ইউরোপ)	৭,১০০

ওনেগা (ইউরোপ) ৩,৭৬৫ বর্গমাইল

বৃহৎ আগ্নেয় গিরিসমূহ

নাম	উচ্চতা (ফিট)	নাম	উচ্চতা (ফিট)
গুয়াল্লাতিরি (চিলি)	১৯,৮৮২	মাউন্ট ব্যাঙ্কেল (যুক্তরাষ্ট্র)	১৪,০০০
লাস্কার "	১৯,৫৫২	মৌনালোয়া (হাওয়াই)	১৩,৬৭৫
কটোপাক্সি (ইকুয়েডর)	১৯,৫৫০	ফুজিয়ামা (জাপান)	১২,৩৯৫
স্যাঙ্গে "	১৭,১৪৯	এরোবাস (এন্টার্কটিক)	১৩,০০০
টুঙ্গুরা হুয়া "	১৬,৫১২	এটনা (সিসিলি)	১০,৭৪১
কোটাকাচি "	১৬,১৯৭	ভিসুবিয়াস (ইতালি)	৩,৭৮০

প্রধান মরুভূমিসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
সাহারা (আফ্রিকা)	৩০,০০,০০০	গোবি মরুভূমি (সাইবেরিয়া)	৪,০০,০০০
অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি	৬,০০,০০০	কালাহারি (আফ্রিকা)	২,০০,০০০
আরবের মরুভূমি	৫,০০,০০০	থর মরুভূমি (ভারত)	১,০০,০০০

বিশ্বের বৃহত্তম নগরীসমূহ

নাম	লোকসংখ্যা	নাম	লোকসংখ্যা
টোকিও (১৯৬২)	১,০০,০৩,০৫৫	চিকাগো (১৯৬০)	৩৫,৫০,৪০৪
লণ্ডন (১৯৬২)	৮১,৭৬,৮১০	বার্লিন (১৯৬০)	৩০,০২,২০০
নিউইয়র্ক (১৯৬০)	৭৭,৮১,৯৮৪	কায়রো (১৯৬০)	৩৩,৪৬,০০০
সাংহাই (১৯৫৭)	৬৯,০০,০০০	লেনিনগ্রাড (১৯৫৯)	৩৩,০০,০০০
মস্কো (১৯৫৯)	৫০,৩২,০০০	রিও-ডি-জেনারো (১৯৬০)	৩২,৮৮,০০০
মেক্সিকো (১৯৬০)	৪৮,২৯,৪০২	ওসাকা (১৯৬২)	৩১,৪০,০০০
বুয়োনো এয়ারেস (১৯৫৮)	৪৫,০০,০০০	প্যারিস (১৯৬২)	৩০,৭৫,৬৭৮
বৃহত্তর বোম্বাই (১৯৬১)	৪১,৫২,০৫৬	ম্যানিলা (১৯৬০)	৩০,০৬,৬২৭
পিকিং (১৯৫৭)	৪০,১০,০০০	জাকার্তা (১৯৬০)	৩০,০০,০০০
সাওপাউলো (ব্রেজিল, ১৯৬০)	৩৮,৫০,০০০	কলিকাতা (১৯৬১)	*২৯,২৬,৪৯৮

* ইহা মিউনিসিপ্যাল কলিকাতার জনসংখ্যা। বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা ৫৫ লক্ষের অধিক।

সৌরজগৎ

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী সৌরজগতের অন্তর্গত একটি গ্রহ। পৃথিবী ব্যতীত আরও ৮টি গ্রহ সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই সূর্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। গ্রহগুলির নাম, সূর্য হইতে উহাদের দূরত্ব ও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে কতদিন সময় লাগে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

গ্রহের নাম	সূর্য হইতে দূরত্ব	পরিক্রমণকাল
বুধ	৩৬০ লক্ষ মাইল	৮৮ দিন
শুক্র	৬৭০ " "	২২৫ "
পৃথিবী	৯৩০ " "	৩৬৫$\frac{১}{৪}$ "
মঙ্গল	১৪২০ " "	৬৮৭ "
বৃহস্পতি	৪৮৪০ " "	১১.৮৬ বৎসর
শনি	৮৮৭০ " "	২৯.৪৫ "
ইউরেনাস	১৭৮৫০ " "	৮৪ "
নেপচুন	২৭৯২৯ " "	১৬৫ "
প্লুটো	৩৬৭২০ " "	২৪৮ "

পৃথিবীর দূরত্ব : যে কক্ষপথে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা সম্পূর্ণ গোল নহে, তাই সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব ৯,৪৫,০০,০০০ মাইল ও সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ৯,১৫,০০,০০০ মাইল। সুতরাং গড়ে দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। ১লা জুলাই তারিখে সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বাধিক ও ৩১শে ডিসেম্বর দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম।

পৃথিবীর উপগ্রহ (চন্দ্র) : চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব ২,৩৮,৮৫৭ মাইল। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। চন্দ্রের ব্যাস ২,১৬০ মাইল।

পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি : পৃথিবীর নৈরক্ষিক পরিধি ২৪,৯০২ মাইল ও দুই মেরু প্রদেশের দিকে পরিধির মাপ ২৪,৮৩০ মাইল। নৈরক্ষিক ব্যাসের পরিমাণ ৭,৯২৬ মাইল ও দুই মেরুর দিকে ব্যাস ৭,৮৯৯ মাইল। পৃথিবীর মোট আয়তন প্রায় ১৯,৬৯,৫০,০০০ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ প্রায় ৫,৭৫,১০,০০০ বর্গমাইল, অবশিষ্টাংশ জলভাগ।

পৃথিবীর ওজন : ৬,৫৭,২০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ টন।

পৃথিবীর বয়স : নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হ্যারল্ড ইউরের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বর্তমান বয়স ৩০০০ কোটি বৎসর।

পৃথিবীর গতি : পৃথিবীর দুইটি গতি—আহ্নিক (Rotation) ও বার্ষিক (Revolution) গতি। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় আপন মেরুরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বে একবার ঘোরে, ইহাই আহ্নিক গতি। ইহার ফলে দিবা ও রাত্রি হয়। আবার পৃথিবী আপন কক্ষপথে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিটে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে, ইহাই বার্ষিক গতি। ইহার ফলে দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি : পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরিবার সময় ৬৬½° কোণ করিয়া সর্বদা ধ্রুবতারার দিকে হেলিয়া থাকে, এই কারণে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সমান ভাবে সূর্যকিরণ পতিত হয় না; সুতরাং দিবারাত্র সমান হইতে পারে না। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের নিকটবর্তী হয় তখন ঐ অংশে সর্বত্র অধিক সূর্যকিরণ পড়ে; তাই ঐ অংশে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। অনুরূপভাবে যখন দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের নিকটে থাকে তখন ঐ অংশে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র সর্বাপেক্ষা বড় দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। আবার ২২শে ডিসেম্বর সর্বাপেক্ষা ছোট দিন ও দীর্ঘতম রাত্রি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক ইহার বিপরীত হয়। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয়, কারণ পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ দুই দিন এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়, যেখান হইতে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য হইতে সমদূরবর্তী থাকে, তাই উভয় গোলার্ধেই সমান ভাবে আলো পায়। মেরুপ্রদেশে একাদিক্রমে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত্রি থাকে।

ভু-বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত (Equator) : উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে ঠিক সমান দূরে অবস্থিত এই কল্পিত রেখাদ্বারা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ।

মেরুরেখা (Earth's Axis) : ভূগর্ভের ভিতর দিয়া যে কল্পিত শলাকা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবিন্দুদ্বয় সংযুক্ত করিতেছে তাহাই মেরুরেখা।

ভারতীয় পঞ্জিকা প্রসঙ্গ

ভারতীয় বর্ষগণনা-বিধি

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে বর্ষ গণনার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা বুঝিতে হইলে রাশি, নক্ষত্র, রাশিচক্র, অয়নগতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুতরাং সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে সরলভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

রাশিচক্র : রাশি রাশি নক্ষত্রের দ্বারা গঠিত যে নক্ষত্রবলয় আকাশপথে রবিকক্ষের উভয় দিকে ৮ ডিগ্রী করিয়া মোট ১৬ ডিগ্রী স্থান চক্রাকারে জুড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে বলা হয় রাশিচক্র। রবি এই চক্রপথে দৈনিক প্রায় ১ ডিগ্রী করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করে ; এই কারণে উহাকে রবিমার্গ বা সবিতৃমণ্ডলও বলা হইয়া থাকে। রাশিচক্র ৩৬০ ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ এবং উহা ১২ রাশি ও ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। এই হিসাবে প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ ডিগ্রী এবং প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট। প্রত্যেক রাশি ২¼ নক্ষত্র লইয়া গঠিত।

রাশিসমূহের নাম : তারার সমষ্টি লইয়া রাশিগুলি যেভাবে গঠিত তাহার সহিত জীবজন্তুর আকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন আকাশের যে স্থানে নক্ষত্রপুঞ্জের সম্মিলনে একটি মেষের মত দেখায় সেই স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে মেষ রাশি। এইভাবে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই ১২টি রাশির নামকরণ হইয়াছে। zoo পশুশালা হইতেই পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশিচক্রের নাম zodiac হইয়াছে।

নক্ষত্র : ভারতীয় জ্যোতিষে আগে নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হইয়াছে, পরে রাশিবিভাগ। বৈদিক ঋষিগণ নক্ষত্রচক্রকে বলিতেন সোমগৃহ বা চন্দ্রগৃহ। 'অথো নক্ষত্রাণামেষা সোম আহিত' অর্থাৎ নক্ষত্রগণের ভিতরে চন্দ্রকে স্থাপন করা হইয়াছে। চীন ও আরবদেশেও নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হইয়াছে।

২৭ নক্ষত্রের নাম : ১। অশ্বিনী—অশ্বমুখসদৃশ, ২। ভরণী—যোনীসদৃশ ৩। কৃত্তিকা—কর্তারিকা বা কাটারি সদৃশ, ৪। রোহিণী—রুহ ধাতু, (আরোহণ) হইতে রোহিণী. অতএব 'শকট' সদৃশ, ৫। মৃগশিরা—মৃগের মস্তকের ন্যায়, ৬। আর্দ্রা—আর্দ্র ভিজা অর্থে গামলা সদৃশ, ৭। পুনর্বসু—গৃহ সদৃশ, ৮। পুষ্যা—

বাণ সদৃশ, ৯। অশ্লেষা—চক্রাকার বা সর্পাকার সদৃশ, ১০। মঘা—গৃহ সদৃশ, ১১। পূঃ ফল্গুনী—শয্যা সদৃশ, ১২। উঃ ফল্গুনী—মঞ্চশয্যা সদৃশ. ১৩। হস্তা—হস্ত সদৃশ, ১৪। চিত্রা—মুক্তা সদৃশ, ১৫। স্বাতী—প্রবাল সদৃশ, ১৬। বিশাখা—তোরণ সদৃশ, বিশাখার অন্য নাম রাধা, ১৭। অনুরাধা—বলি সদৃশ, রাধার পরে অনুরাধা থাকায় সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইবে, ১৮। জ্যেষ্ঠা—কুণ্ডল, মতান্তরে জ্যেষ্ঠী সদৃশ, ১৯। মূলা—সিংহ পুচ্ছ, মতান্তরে মূল সদৃশ, ২০। পূঃ ষাঢ়া—মঞ্চ সদৃশ, ২১। উঃ ষাঢ়া—হস্তিদন্ত সদৃশ, ২২। শ্রবণা—ত্রিপদ (বিষ্ণুর ত্রিপদ), মতান্তরে কর্ণ সদৃশ, ২৩। ধনিষ্ঠা—মৃদঙ্গ সদৃশ, ২৪। শতভিষা—চক্র সদৃশ, ২৫। পূঃ ভাদ্রপদ—যমলদ্বয় সদৃশ, ২৬। উঃ ভাদ্রপদ—উভয় নক্ষত্র ভদ্রাসন সদৃশ ; ২৭। রেবতী—মৃদঙ্গ সদৃশ।*

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন : রাশিচক্রের উপর বিষুববৃত্ত ২৩° ২৮′ মিনিট বক্রভাবে অবনত থাকায় দুইটি কোণের সৃষ্টি হয় ; উক্ত কোণ দুইটির নাম যথাক্রমে মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি। মকরক্রান্তি হইতে সূর্যের যে গতি হয় তাহাকে বলা হয় উত্তরায়ণ বা উত্তরপথে গমন এবং কর্কটক্রান্তি হইতে যে গতি হয় তাহাকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। উত্তরায়ণের আরম্ভ মাঘ মাস হইতে। ঐ সময় সূর্য বিষুবের উপরে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগগনে উঠিতে থাকে ও রাশি অতিক্রম করিতে অধিক সময় লাগে, সুতরাং সূর্যের আলোক ভূপৃষ্ঠে অধিক সময় থাকে। এই জন্য তখন উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও তদনুপাতে রাত্রিভাগ কমিতে থাকে। অনুরূপভাবে সূর্যের দক্ষিণায়ন গতিকালে (শ্রাবণ মাস হইতে) দক্ষিণ গোলার্ধে দিবাভাগ বৃদ্ধি ও রাত্রির পরিমাণ কমিতে থাকে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতির জন্য দিবারাত্রির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

ক্রান্তিপাত : বিষুববৃত্তের গতির ফলে যে দুইটি স্থানে ক্রান্তিবৃত্তের সহিত সম্পাত বা মিলন হয় সেই স্থানদ্বয়কে যথাক্রমে বাসন্তিকা এবং শারদ ক্রান্তিপাদবিন্দু বলে। ঐ দুইটি বিন্দুতে সূর্য পৌছিলে দিবারাত্রের মান সমান হয়। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত হয় ৭ই চৈত্র এবং শারদ ক্রান্তিপাতের তারিখ ৭ই আশ্বিন। উক্ত দুই দিনই দিবারাত্র সমান হয়।

অয়ন : অয়ন অর্থে গমন বা চলন। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপার্কাস অয়নগতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, বিষুববৃত্তের (celestial equator) শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে (গ্রহগণের

* নক্ষত্রসমূহের আকৃতি জ্যোতির্বিদ্ শ্রীপতিকৃত রত্নমালা গ্রন্থের সাহায্যে বর্ণিত।

বিপরীত দিকে) গমন-জনিত গতিই অয়নগতি। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী গতিশীল থাকায় বিষুববৃত্ত (আকাশ বিষুব) ও ভূ-বিষুব উভয়ে সমার্থক এবং উভয়ের গতিও এক হইয়াছে। বিষুববৃত্তের গতির জন্য ক্রান্তিবৃত্তের (রাশিচক্রের) অন্তর্বর্তী কোণের পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই অন্তর্বর্তী কোণ বলিতে যে দুই সমতল ক্ষেত্রের উপর ভূ-বিষুব এবং ক্রান্তিবৃত্ত অবস্থিত, সেই দুই সমতল ক্ষেত্রের ঘন কোণকে বুঝিতে হয়; উহাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর অক্ষরেখা ভূ-বিষুবের সমতলের উপরে লম্বভাবে অবস্থিত। সুতরাং ভূ-বিষুবের গতির বেগের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখা বেগে ঘূর্ণ্যমান লাটিমের ন্যায় মৃদু মৃদু ভাবে বলয়াকারে শূন্যে আবর্তনক্রমে ঘুরিতে থাকে। অতএব ভূপৃষ্টে অক্ষরেখা হইতে মহাশূন্যে রাশিচক্র মধ্যস্থ স্থির নক্ষত্র পর্যন্ত কল্পনা প্রসারিত করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ অক্ষরেখা রাশিচক্রের উপর মৃদু মৃদু গতিতে একটি বৃত্ত রচনা করিতে থাকিবে। এই গতির বার্ষিক মান বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে ৫০ সেকেণ্ড, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে ৫০.৩ সেকেণ্ড। এই গতি পশ্চাদ্‌গতি, ইহার ফলে অয়নের ৭২ বৎসরে ১ ডিগ্রি (স্থূলতঃ একদিন) পশ্চাৎগমন হয়। এই নিয়মে অয়নগতি ৩৬০ ডিগ্রি পরিমিত সম্পূর্ণ রাশিচক্র ২৫,৯২০ (৩৬০ × ৭২) সৌরবর্ষে আবর্তন করে। এই গতির জন্য সায়ন বর্ষ প্রতি ৭২ বৎসরে একদিন পিছাইয়া আরম্ভ হয়।

এই অয়নগতির মান সম্পর্কে জ্যোতিষসিদ্ধান্তকারদের মধ্যে মতৈক্য না থাকায় সায়ন বর্ষ আরম্ভে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মতে অয়নগতি দ্বিবিধ এবং উহার বার্ষিকগতির মানও বহুবিধ। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে অয়নগতির বিভিন্ন মান ধরিয়া পঞ্জিকা গণনা করা হইতেছে, ফলে পঞ্জিকাসমূহের গণনায় স্বভাবতঃ অনৈক্য ঘটে। নিম্নে দ্বিবিধ অয়নগতি এবং উহার বার্ষিকগতির বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

দুই স্বতন্ত্র মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মতে অয়নগতি দুই প্রকার, যথা—১। ঘড়ির দোলকের ন্যায় এপাশে ওপাশে দোলায়মান গতি। (Pendulum Theory)। ২। পূর্ণ রাশিচক্র আবর্তনশীল অয়নগতি (Revolving Theory)। দোলায়মান গতিতে রাশিচক্রের উভয়দিকে ২৭°+২৭°=৫৪° ডিগ্রি করিয়া অয়নের মোট ১০৮° ডিগ্রি মাত্র গতি হয়। অয়নগতির এই মত সর্বজন-গ্রাহ্য নহে, কারণ রাশিচক্র মোট ৩৬০ ডিগ্রিতে সম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে কোন নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে অয়নগতির আরম্ভ ধরিয়া সম্পূর্ণ রাশিচক্র আবর্তন করিয়া আসার যে মত প্রচলিত আছে তাহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত।

দোলক অয়নগতির মান	পূর্ণ আবর্তনশীল গতির মান
সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থমতে—৫৪″	মুঞ্জালভট্ট গ্রন্থমতে—৫৯″ ৯‴
সোম সিদ্ধান্ত ” — ”	ভাস্বতী ” —৬০″
সাকল্য সিদ্ধান্ত ” — ”	গ্রহলাঘব ” —৬০″
লঘুবশিষ্ট ” — ”	সিদ্ধান্ত দর্পণ
পরাশর সিদ্ধান্ত ” —৫২″ ৩৫‴	(উড়িষ্যার চন্দ্রশেখর সামন্ত) গ্রন্থমতে—৫৭″
আর্যশত শতিকা” —৪৬″ ২৫‴	আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ” —৫০″
(মুনিশ্বর)	বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ” ৫০″ ৩‴

উপরোক্ত মতবাদসমূহের উপর নির্ভর করিয়া ভারতে বহু পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ফলে এক পঞ্জিকার সহিত অপর পঞ্জিকার গণনার পার্থক্য হয় এবং পঞ্জিকা ব্যবহারকারী সাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পঞ্জিকা বিভ্রাটের বিবিধ কারণের মধ্যে ইহাই প্রধান। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই ভারত সরকার পঞ্জিকা সংস্কার করিয়াছেন।

চান্দ্রবর্ষ: চন্দ্রের বার্ষিক গতি দ্বারা চান্দ্রবর্ষ গণিত হয়। চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ হইতে স্থূলতঃ ১১ দিন কম থাকায় উহার বর্ষমান ৩৫৪ ধরা হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক পঞ্জিকা সংস্কার

ভারত সরকার ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ, ১৯৫৭) হইতে এক নূতন সৌরপঞ্জী প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সায়ন মতে একজাতীয় (uniform) পঞ্জিকা প্রচলন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। উপরোক্ত তারিখটিতে সরকারী পঞ্জিকায় ১লা চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ বলিয়া ধরা হইয়াছে। আলোচ্য পঞ্জিকায় কাল নিরূপণের জন্য কেবলমাত্র শকাব্দ ব্যবহৃত হইবে। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাতের (বঙ্গাব্দ ৭ই চৈত্র, ইং ২১শে মার্চ) পর দিন হইতে সরকারী নববর্ষ আরম্ভ। সুতরাং এই হিসাবে বাংলা ৮ই চৈত্র সরকারী পঞ্জিকায় ১লা চৈত্র।

[দ্রষ্টব্য—এই সম্পর্কে ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ সালের বর্ষপঞ্জীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠকগণ এ বিষয়ে আরও তথ্যাদি জানিতে চাহিলে বর্ষপঞ্জীর ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ সালের সংস্করণ পাঠ করিবেন—সম্পাদক, বর্ষপঞ্জী]

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন অব্দ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুপ্রকার অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, নিম্নে কতিপয় অব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

পাণ্ডবকাল বা যুধিষ্ঠিরাব্দ : যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময় হইতে এই অব্দ প্রবর্তন করা হইয়াছিল। সপ্তর্ষিগণ তখন মঘানক্ষত্রে অবস্থান করিতেন। বরাহ উহার কাল গণনা করিয়াছেন খৃষ্টপূর্ব ২৪৪৯। সপ্তর্ষিগণ প্রতি নক্ষত্রে শতবর্ষ অবস্থান করেন।

কল্যব্দ : পৃথিবীতে ঘূর্ণ্যন মতবাদের প্রথম প্রবর্তক আর্যভট্ট (পাটনা) এই অব্দ প্রচলন করেন।

বিক্রমসম্বৎ অব্দ : উজ্জয়িনীর সম্রাট বিক্রমাদিত্য এই অব্দ প্রচলন করেন। চৈত্রমাসে ইহার বৎসর আরম্ভ ; মাস পূর্ণিমান্ত। এই অব্দ উত্তর ভারতে অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে।

শকাব্দ : সম্রাট শালিবাহন এই অব্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

গুপ্তাব্দ : গুপ্তযুগে ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র পূর্ণিমায় বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলনস্থল হইতে এই অব্দ প্রচলিত হয়।

ফসলী : সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকার্যের সুবিধার জন্য 'হিজরা' নামক সাধারণ মুসলমানী চান্দ্রবর্ষের পরিবর্তে একটি সৌরবর্ষ প্রবর্তন করিয়াছিলেন (৯৬৩ হিজরা, ২।৩ রবি ; ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬)। ফসল সংগ্রহ কালের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উহার নাম হয় 'ফসলী' সন (Harvest Year) ৯৬৩ হিজরী বর্ষটিকেই কার্যতঃ সৌর ফসলী বর্ষে রূপান্তরিত করা হয়, অর্থাৎ ফসলী সন যখনই আরম্ভ হইল তখন হইতেই ৯৬৩ ফসলী বলিয়া গণনা করা হইতে থাকিল। পূর্ব প্রচলিত চান্দ্র আশ্বিন মাস হইতে ফসলীর বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছিল।

বিলায়তী : উড়িষ্যায় আকবর প্রবর্তিত ফসলী বর্ষের নামকরণ হইল বিলায়তী সন। ৯৬৩ বিলায়তী সনের বর্ষারম্ভ হইয়াছিল সৌর আশ্বিন মাসের ১লা তারিখ হইতে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৫৫৫)।

বঙ্গাব্দ : বঙ্গদেশে ফসল সন বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন নামে পরিচিত। ৯৬৩ হিজরী ৯৬৩ বঙ্গাব্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ১৪৭৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ [২৭শে মার্চ, ১৫৫৬] তারিখ হইতে বঙ্গাব্দের বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছিল।

বিশ্ব-পরিচয়

অষ্ট্রীয়া : রাজধানী : ভিয়েনা। আয়তন : ৩২,৩৭৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৭০,৭৩,৮০৭। ভাষা : জার্মান। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : স্কিলিং।

ইতালী ও জার্মানীর মধ্যবর্তী মধ্য ইউরোপের অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বাহিনী অস্ট্রীয়া অধিকার করে। পরে মিত্রশক্তি জার্মান্ বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া অস্ট্রীয়া দখল করে। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে দখলকারী ৪টি মিত্রশক্তির মধ্যে এক চুক্তি অনুসারে ঐ বৎসর জুলাই মাসে অস্ট্রীয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সংশোধিত সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট হইলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনিই চ্যান্সেলারকে (প্রধানমন্ত্রী) নিয়োগ করেন এবং চ্যান্সেলারের পরামর্শক্রমে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। পার্লামেন্টে দুই সভ-বিশিষ্ট —'বুন্দেস্রাৎ' (উচ্চ সভা : ৫০ জন সদস্য) ও 'ন্যাশনালরাৎ' (নিম্ন সভা : ১৬৫ জন সদস্য)। সদস্যগণ চার বৎসরের ভিত্তিতে গোপন-ভোটে নির্বাচিত হন। কৃষিসম্পদ : গম, রাই, যব, ওট, আলু। পশুসম্পদে অস্ট্রীয়া বিশেষ সমৃদ্ধ। জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ আসে বনজ কাঠ হইতে। খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রধান : লিগনাইট (বাদামী কয়লা), লৌহপিণ্ড, ম্যাগনেসাইট, কয়লা, সীসা, দস্তাপিণ্ড, তাম্রপিণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়া : রাজধানী : ক্যানবেরা। আয়তন : ২৯,৭১,০৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ১,০৫,০৮,১৮৬। ভাষা : ইংরেজী। ধর্ম : সংবিধান অনুসারে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠার নিয়ম যেমন নাই, তেমনি প্রচলিত ধর্মমত নিষেধ করিবার নির্দেশ নাই। মুদ্রা : অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড।

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী একটি সুবৃহৎ দ্বীপ মহাদেশ। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী ব্রিটিশ রাজশক্তির সার্বভৌমত্বের ছায়াতলে নিউ সাউথ ওয়েলস্, টাসমানিয়া, ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়া, সাউথ অষ্ট্রেলিয়া ভিক্টোরিয়া ও কুইন্সল্যাণ্ড—এই কয়টি ব্রিটিশ-উপনিবেশ 'কমনওয়েলথ অব অষ্ট্রেলিয়া' নামে একটি স্বয়ংশাসিত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯১১ খ্রীঃ অব্দে 'সাউথ অস্ট্রেলিয়া' রাজ্য হইতে 'নর্দার্ন টেরিটরি' নামক অঞ্চলটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আসে এবং সমস্ত অঙ্গরাজ্যেই নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিভূ হিসাবে এক এক জন গভর্ণর আছেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী রীতিতে। পার্লামেন্ট দুই সভাবিশিষ্ট: সিনেট (৬০ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (১২৪ জন সদস্য)। অঙ্গরাজ্যের জনগণের নির্বাচনে সিনেটের সদস্যরা ছয় বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর অর্ধসংখ্যক সদস্য অবসর গ্রহণ করিলে শূন্য আসনগুলির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নসভার সদস্যরা তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অস্ট্রেলিয়ায় ভোটদান বাধ্যতামূলক।

আইভরি কোস্ট রিপাব্লিক্: রাজধানী: আবিদজান। আয়তন: ১,২৪,৫০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৩৭,৫০,০০০। ভাষা: ফরাসী ও স্থানীয় আফ্রিকান। ধর্ম: শতকরা ৬৫ জন অ্যানিমিষ্ট, ২৩ জন মুসলমান এবং ১২ জন খ্রীষ্টান। মুদ্রা: স্থানীয় ফ্রাঁ। গিনি উপসাগরের তীরবর্তী পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ৭ই আগস্ট ফরাসী আধিপত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে আইভরি কোস্ট-ই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

আপার ভোল্টা রিপাব্লিক্: আয়তন: ১,০৫,৯০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৪৫,০০,০০০। ভাষা: ফরাসী ও স্থানীয় আফ্রিকান। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: স্থানীয় ফ্রাঁ।

পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ৫ই আগষ্ট ফরাসী আধিপত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া একটি প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

আফগানিস্তান: রাজধানী: কাবুল। আয়তন: ২,৫০,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,৫২,৭১,৬৮১। ভাষা: (সরকারী) পারসিক ও পুশ্তু। ধর্ম: ইসলাম। মুদ্রা: আফগানি।

ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে আফগানিস্তান ১৯শ শতকে একটি বাফার স্টেটে পরিণত হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটেন ইহাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিলে ক্রমশঃ অন্যান্য রাষ্ট্রও অনুরূপ স্বীকৃতিদান করে। ইহা একটি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দের সংবিধান অনুসারে বিধানিক ক্ষমতা

ন্যস্ত হইয়াছে পার্লামেন্টের উপর। রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাজা, 'সিনেট' ও 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী' লইয়া পার্লামেন্ট গঠিত। রাজা কর্তৃক মনোনীত ৫০ জন সদস্য লইয়া 'সিনেট' গঠিত এবং 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী'র নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১৭১। জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আছে 'গ্রাণ্ড অ্যাসেম্বলী'। প্রধান কৃষিদ্রব্য : ফলমূল ও খাদ্যশস্য। পশুপালনই অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা।

আলজেরিয়া : রাজধানী : আলজিয়ার্স। আয়তন : ৮,৫৫,৯০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১,২০,০০,০০০।

উত্তর আফ্রিকার অন্যতম রাজ্য আলজেরিয়া ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে ৩রা জুলাই, ১৯৬২, আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। পশুপালন জীবিকা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে মদ, খাদ্যশস্য, চামড়া, ফল, লৌহ, জিঙ্ক, তামাক ও পেট্রোলিয়াম প্রধান।

১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট এ. বেন বেল্লা এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তাঁহার সহকর্মী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্ণেল এইচ. বৌমেদিয়েন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করেন। ১৯৬৮ সাল হইতে আলজেরিয়ায় সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে।

আয়ার্ল্যাণ্ড : রাজধানী : ডাবলিন। আয়তন ২৭,১৩৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ২৮,১৮,৩৪১। ভাষা : আইরিশ ও ইংরেজী। মুদ্রা : আইরিশ পাউণ্ড। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক।

১১শ শতাব্দী পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ড বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১১৫২ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজ আক্রমণকারিগণ সর্বপ্রথম আয়ার্ল্যাণ্ডে হানা দেয় ও এই দেশ অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু আইরিশ জনগণ ইংরাজের অধীনতা নীরবে মাথা পাতিয়া লয় নাই ; বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইংরাজ ও আইরিশদের মধ্যে তীব্র বিরোধ লাগিয়া ছিল। বৃটেনের উদারপন্থী গ্ল্যাড্‌স্টোন সরকার আইরিশ কৃষকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। উক্ত সরকার ১৮৮৭ ও ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য 'হোমরুল' আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে 'হোমরুল' আইন পাস হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য উহার প্রয়োগ বন্ধ রাখা হয়। এই সময় দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের চরমপন্থী

জাতীয়তাবাদীরা 'সিন-ফিন' আন্দোলন শুরু করে ও ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে ডাবলিনে ঐতিহাসিক 'ইস্টার বিদ্রোহ' ঘটে। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের ২১শে জানুয়ারী আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং ডি. ভ্যালেরা হন প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আবার সশস্ত্র সংগ্রাম বাধে। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যে 'আয়ার্ল্যাণ্ড আইন' পাস হয় তাহাতে উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা থাকে। সিন-ফিন অন্দোলনকারিগণ বলপ্রয়োগের দ্বারা উক্ত আইন প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পায়। এই প্রতিরোধ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান' নামক বিশেষ পুলিশবাহিনী নিয়োগ করেন। উক্ত বাহিনী হিংস্র অত্যাচারের জন্য যে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার তুলনা নাই। যাহা হউক ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে আলোচ্য আইন প্রত্যাহার করিয়া একটি নূতন আইনের মাধ্যমে 'ডোমিনিয়ান অব ফ্রী আইরিস স্টেট' নামক নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুলাই আয়ার্ল্যাণ্ড একটি নূতন সংবিধান রচনা ও গণভোটের মাধ্যমে উহা গ্রহণ করে। ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে আয়ার্ল্যাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট ৭ বৎসরের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হন। পার্লামেণ্ট দুই সভাবিশিষ্ট—'হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস' (ডেইল আয়্যার অ্যান): সদস্য-সংখ্যা—১৪৪; 'সিনেট' (সিনাদ আয়ার অ্যান): সদস্য-সংখ্যা—৬০। কৃষি সম্পদ: গম, ওট, যব, আলু। পশুপালন ও মৎস চাষ আয়ের দুইটি প্রধান উপায়। শিল্প-সম্পদেও এই দেশ সমৃদ্ধ।

আর্জেণ্টিনা: রাজধানী: বুয়েনস্ এয়ার্স। আয়তন: ১০,৭২,৪১৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ২,২৫,০০,০০০। ভাষা: স্প্যানিশ ও ইতালীয়ান। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: পেসো।

দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে আর্জেণ্টিনা, স্পেনীশ শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। ছয় বৎসরের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-প্রধান 'প্রেসিডেণ্ট' প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন। 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' (আইন পরিষদ) দুই সভা-বিশিষ্ট—'সিনেট' (৪৬ জন সদস্য) ও 'হাউস অব ডেপুটিজ' (১৫৯ জন সদস্য)। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে

তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জুয়ান পেরোন সরকারের পতন হয়। কৃষিদ্রব্য ও পশু সম্পদ উৎপাদন ও রপ্তানীর ব্যাপারে আর্জেন্টিনা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম দেশ। প্রধান কৃষিদ্রব্য: আখ, গম, তিসি, ওট, যব। খনিজ তৈলেও এই দেশ সমৃদ্ধ।

আলবেনিয়া: রাজধানী: তিরানা। আয়তন: ১১,০৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১৮,০০,০০০। ভাষা: ঘেগ ও তোস্ক। ধর্ম: ইসলাম ও খ্রীষ্ট। মুদ্রা: লেক।

গ্রীসের উত্তরে অবস্থিত এই বলকান রাষ্ট্রটি পুরাপুরি কম্যুনিষ্টপন্থী। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে নভেম্বর এই দেশ ৪৪৫ বৎসরের তুর্কী-শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলে এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মান প্রিন্স উইলহেলম হন প্রথম রাজা। প্রথম যুদ্ধের সময় আলবেনিয়া পালাক্রমে অষ্ট্রিয়ান. ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান ও সার্বিয়ান বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে দুইবার রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের পর আহমেদ জগু নামক এক উপজাতি-প্রধানের নেতৃত্বে আলবেনিয়াতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন ও ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্র শাসন করেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দে এই দেশ ইতালীর অধিকারভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আলবেনিয়ায় একটি কম্যুনিষ্ট-পন্থী রাজনৈতিক দল জাতীয় সরকার গঠন করে। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারী আলবেনিয়ার 'পীপলস্ অ্যাসেম্বলী' (আইন পরিষদ) আলবেনিয়াকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেন। এই 'পীপলস্ অ্যাসেম্বলী'ই 'প্রেসিডিয়াম, (সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতাবিশিষ্ট পরিষদ) নির্বাচন করে। তাহাতে একজন চেয়ারম্যান, ৩ জন ডেপুটি চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী ও ১০ জন সভ্য থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ তথা সরকার গঠিত হয় 'পীপলস্ অ্যাসেম্বলী' কর্তৃক। প্রধান-সম্পদ: খনিজ তৈল (অপরিশোধিত), বেঞ্জিন, পেট্রোল, কয়লা, সূতীবস্ত্র, পশমীবস্ত্র।

ইকুয়েডর: রাজধানী: কুইটো। আয়তন: ২,২৬,০০০, বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৫০,০০,০০০। ভাষা: স্প্যানিশ। ধর্ম: ক্যাথলিক। মুদ্রা: সুক্রে।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। ইহার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্বে ও দক্ষিণে পেরু, উত্তরে কলম্বিয়া। স্পেনীয় শাসনের অবসানে ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে ইহা কলম্বিয়ার সহিত যুক্ত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই

যে কলম্বিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহা একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হইয়াছে। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের সর্বশেষ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দেশের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কংগ্রেস (বা আইন পরিষদ) চেম্বার অব ডেপুটিজ ও সিনেট লইয়া গঠিত। প্রাদেশিক জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর ডেপুটিগণ এবং চার বৎসর অন্তর সিনেটের সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন বলিয়া সংবিধানে নির্দেশ আছে।

ইথিওপিয়া: উত্তর আফ্রিকার অন্যতম রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। রাজধানী: আদ্দিস আবাবা। আয়তন: ৪,০০,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ২,২০,০০,০০০ ভাষা: আমহারিক। ধর্ম: খ্রীষ্ট ও ইসলাম। মুদ্রা: ইথিওপিয়ান ডলার।

ইথিওপিয়া আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম আবিসিনিয়া। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম খ্রীষ্টান দেশগুলির অন্যতম। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে ইতালী এই দেশ আক্রমণ করিয়া ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া প্রদেশ দুইটি অধিকার করিয়া লয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইথিওপিয়া ইরিত্রিয়া অঞ্চল ফিরিয়া পায়। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে দেশের জন্য নূতন সংবিধান রচিত হইয়াছে। উহাতে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও দুইটি সভা-বিশিষ্ট আইন পরিষদ অর্থাৎ (১) চেম্বার অব্ ডেপুটিজ (২৫০) ও (২) সিনেট গঠনের নির্দেশ আছে। প্রশাসনিক ব্যাপারে কার্যতঃ সম্রাটই সকল ক্ষমতার অধিকারী। অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। ইথিওপিয়া প্রচুর কফি উৎপাদন ও রপ্তানি করিয়া থাকে।

ইতালী: রাজধানী: রোম। আয়তন: ১,৩১,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৫,২৫,০০,০০০। ভাষা: ইতালীয়ান। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক মুদ্রা: লীরা।

ইতালী ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত দক্ষিণ ইউরোপের অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে বেনিটো মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট পার্টির অভ্যুদয় ইতালীর বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯২৫-৪৫ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মুসোলিনি সর্বশক্তিমান ডিক্টেটাররূপে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমণ করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান করে। ১৯৪০ সালে জার্মানীকে সাহায্য করার জন্য ইতালী বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। ইতালীর সৈন্যবাহিনী মিত্রশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ -পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। পরাজয়ের পরে মুসোলিনী তাঁহার নিজদলের লোকের হাতে ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে নিহত হন। অতঃপর রাজা তৃতীয় ইমানুয়েল সিংহাসন ত্যাগ

করেন ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় উমবার্টো রাজা হন। কিন্তু ইতালীর জনসাধারণ গণভোটের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে (১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ১০ই জুন)। সিনেট (২৪৬) ও চেম্বার অব ডেপুটিজ (৫৯৬) এই দুই সভা লইয়া ইতালীর পার্লামেন্ট গঠিত। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্ন সভার সদস্যগণ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন এবং সিনেটের সদস্যগণ নির্বাচিত হন আঞ্চলিক অধিবাসীদের ভোটে প্রতি ছয় বৎসর অন্তর।

ইয়েমেন: রাজধানী: সানা। আয়তন: ৭৫,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৫০,০০,০০০। ভাষা: আরবি। ধর্ম: ইসলাম। মুদ্রা: রিয়াল।

আরব অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌদি আরব ও লোহিত সাগরের সীমান্তে অবস্থিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইয়েমেনে যে সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তাহার ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সামরিক নায়ক মার্শাল আবদুল্লা সাল্লালের নেতৃত্বে নূতন প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই এপ্রিল 'প্রথম অন্তর্বর্তী সংবিধান' ঘোষিত হয়। তাহাতে প্রেসিডেন্টই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৬৭ সালের ৫ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট সাল্লাল গদীচ্যুত হন।

ইরাক: রাজধানী: বাগদাদ। আয়তন: ১,৭৫,১০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৮২,৬১,৫২৭। ভাষা: আরবি। ধর্ম: ইসলাম। মুদ্রা: ইরাকী দিনার।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম আরব-রাষ্ট্র। টাইগ্রীস ও উইফ্রেটিস নদী দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীন নাম মেসোপোটেমিয়া। ইরাক পূর্বে তুরস্কের অন্যতম প্রদেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট-এর ফলে ইহা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মক্কার রাজা হুসেন-এর পুত্র আমির ফৈজলকে ফরাসী কর্তৃপক্ষ সিরিয়া হইতে বিতাড়িত করিলে ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে এই নবগঠিত রাজ্যের রাজা নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে লাউসেন চুক্তির শর্তানুসারে তুরস্ক ইরাকের উপর তাহার দাবী পরিত্যাগ করে। ম্যাণ্ডেটের শর্তানুযায়ী ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে ইরাক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জাতিসংঘের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে সামরিক বিপ্লবের ফলে রাজা ফৈজল নিহত হন এবং দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ খ্রীঃ

অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং তদানীন্তন প্রধান-মন্ত্রী কাসেম নিহত হন। খনিজ তৈলই ইহার প্রধান শিল্পসম্পদ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্বপ্রধান উৎস।

ইরাণ: রাজধানী: তেহরাণ। আয়তন: ৬,২৮,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ২,৩০,০০,০০০। ভাষা: পারসিক। ধর্ম: ইসলাম। মুদ্রা: রিয়াল।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। প্রাচীন নাম পারস্য। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে শাহ-এর স্বৈরাচারী শাসন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ইরাণের 'মজলিস' অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ইরাণে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। শাহ প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন; মন্ত্রিসভা মজলিস (পার্লামেন্ট)-এর নিকট দায়ী। শাহ মজলিস বাতিল করিতে পারেন। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের সাধারণ নির্বাচনে ইরাণের মহিলারা ভোটাধিকার ও নির্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে মজলিস্ তৎকালীন কাজার বংশের শাহ্ বা রাজাকে পদচ্যুত করিয়া রেজা খাঁ পহ্‌লেভি নামক জনৈক সামরিক অফিসারকে শাহ্ নিযুক্ত করেন। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া ইরাণ আক্রমণ করিলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদ রেজা পহ্‌লেভি ১৯৪২ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া ইরাণের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দান করিলে ইরাণ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কথা ছিল যে, যুদ্ধের পরেই ইরাণ হইতে সকল বৈদেশিক সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইরাণের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আজারবৈজানে সোভিয়েট সৈন্য থাকিয়া যায়। এই অঞ্চলে এক স্বাধীন কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হয়। অবশেষে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে সোভিয়েট সৈন্য ফিরাইয়া লওয়া হয়। খনিজ তৈল ইরাণের প্রধান সম্পদ। প্রধান কৃষিদ্রব্য: গম, যব, ধান, তুলা, তামাক, খেজুর, আঙুর। পশুপালন স্থানীয় অধিবাসীদের একটি প্রধান উপজীবিকা।

ইন্দোনেশিয়া: রাজধানী: জাকার্তা। আয়তন: ৭,৩৫,৮৬৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১১,২৩,০০,০০০। ভাষা: বাহাসা, ইন্দোনেশিয়া। ধর্ম: ইসলাম (বালি দ্বীপে হিন্দুধর্ম প্রচলিত)। মুদ্রা: রুপিয়া।

পূর্বে যাহা ওলন্দাজ অধিকৃত নেদারল্যাণ্ডস ইষ্ট ইণ্ডিজ বলিয়া পরিচিত ছিল তাহাই বর্তমানে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া। জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও সেলিবিস এই ৪টি বৃহৎ দ্বীপ এবং বালি, মলাক্কাস প্রভৃতি ছোট বড় তিন হাজার দ্বীপ লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত। ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দ

পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ ওলন্দাজের অধিকারে ছিল। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে জাপানী সৈন্য ইহা অধিকার করিয়া একটি 'জাতীয় সরকার' গঠন করে। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের দুইদিন পরে ডঃ সুকর্ণ ও ডঃ মহম্মদ হাট্টা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ ও মার্কিণ মুক্তিফৌজ এই সরকারকে স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু ওলন্দাজগণ ইহার বিরোধিতা করে ও উহাকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে। ইহার পর গৃহযুদ্ধের আকারে ইন্দোনেশিয়ায় অশান্তি দেখা দেয়। মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করে এবং দুইটি 'মিশন' প্রেরণ করে। তাহাদের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে ২৭শে ডিসেম্বর সরকারীভাবে ইন্দোনেশীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়। তবে এই ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা হইতে পশ্চিম ইরিয়ানকে (নিউগিনি) বাদ দেওয়া হয়। এই দ্বীপটিকে লইয়া ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব গুরুতর হইয়া উঠে। অবশেষে ১৯৬২ সালে এক মীমাংসার ফলে পর্যায়ক্রমে ইহার শাসন ব্যবস্থা ইন্দোনেশিয়ার নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে সংবিধান গৃহীত হয়। ইন্দোনেশিয়ার প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেন এবং একাধারে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও সামরিক বাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রাজনীতিক দলের ১৩০ জন সদস্য ও 'ফাংশনাল গ্রুপ'-সমূহের ১৫৩ জন সদস্য লইয়া নূতন পার্লামেন্ট (মিউচুয়াল কো-অপারেশন হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভ) গঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে মে মাসে ডঃ সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার 'আজীবন প্রেসিডেন্ট' নির্বাচিত হন। কিন্তু অকস্মাৎ চাকা ঘুরিয়া যায় এবং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৬৫ সালে ১লা অক্টোবর জাকার্তায় কম্যুনিষ্ট প্ররোচিত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তদানীন্তন সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আবদুল হারিস নসুসন অভ্যুত্থান চূর্ণ করেন। ইহার পরে সারা ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিষ্ট বিরোধী আন্দোলন প্রবল হইয়া ওঠে। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়কদের সহিত প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের সংযোগ ছিল এই অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলিতে থাকে। জনতা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের পদচ্যুতি ও বিচারের দাবী করে। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল সুহার্তো প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করেন (মার্চ ১৯৬৭)। বর্তমানে সুকর্ণ বোগোর প্রাসাদে অন্তরীণ।

কৃষিদ্রব্য : ধান, চা, কফি, কোকো, আখ ও রবার। পশুপালন ও মৎস্যচাষ স্থানীয় অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য উপজীবিকা। খনিজদ্রব্য : জ্বালানী তৈল, অপরিশোধিত তৈল, বেঞ্জিন, টিন, বক্সাইট, কয়লা।

ইসরায়েলঃ রাজধানী ঃ জেরুজালেম। আয়তন ঃ ৭.৯৯৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ২৭,২৫,৬০০। ভাষা (সরকারী)ঃ হিব্রু ও আরবি। ধর্ম ঃ ইহুদী। মুদ্রা ঃ (ইসরায়েলী) পাউণ্ড।

পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র, ভূমধ্যসাগরের পূর্বতটে অবস্থিত এবং ইহার সীমান্ত লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, মিশর প্রভৃতি শত্রুভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা বেষ্টিত। প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট-এর মেয়াদ শেষ হইলে ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই মে, এক ঘোষণা দ্বারা ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র ও একটি আরবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ করে এবং রাষ্ট্র দুইটির সীমানাও নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ভূতপূর্ব প্যালেস্টাইনের শতকরা ৭৭ ভাগ লইয়া ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই মিশর, লেবানন, ইরাক, জর্ডান ও সিরিয়া একযোগে উহা আক্রমণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শান্তিরক্ষার জন্য যে 'ত্রিপাক্ষিক' ঘোষণা প্রকাশ করেন তাহা আবহাওয়া শান্ত করিতে সাহায্য করে। ইসরায়েলের পার্লামেণ্ট (নেসেৎ) একসভা বিশিষ্ট। সদস্য সংখ্যা—১২০। সদস্যগণ চার বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। মন্ত্রিপরিষদে 'নেসেৎ' বহির্ভূত লোকও থাকিতে পারেন।

উগাণ্ডাঃ রাজধানী ঃ কামপালা। আয়তন ঃ ৯৩,৯৮১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ৬৮,৪৪,৬০০। ভাষা ঃ ইংরেজী ও বাণ্টু। ধর্ম ঃ আফ্রিকানদের বহুবিচিত্র ধর্ম, রোমান ক্যাথলিক, হিন্দু ও ইসলাম।

পূর্ব-আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর ব্রিটিশের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন পরিষদ)—৯২ জন সদস্য লইয়া গঠিত। প্রধান সম্পদ্ ঃ কৃষিদ্রব্য (তূলা, কফি, চা. তামাক, আখ); কাঠ; মাছ ও তামা।

কঙ্গোঃ রাজধানী ঃ লিওপোল্ডভিল্। আয়তন ঃ ৯,০৫,৩৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ১,৫০,০৭,০০০। ভাষা ঃ বেলজিয়াম, ইংরেজী এবং স্থানীয় আফ্রিকান ভাষা। ধর্ম ঃ খ্রীষ্ট (রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট), ইসলাম। মুদ্রা ঃ ফ্রাঙ্ক।

১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে কঙ্গো বেলজিয়াম উপনিবেশে পরিণত হয়; ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে জুন ইহা স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের পরেই টিশোম্বের

নেতৃত্বে কাতাঙ্গা প্রদেশটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমগ্র দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেইসময় রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতে সামরিকবাহিনী প্রেরিত হয় অশান্তি দমনের জন্য। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা কাতাঙ্গার আদিবাসীদের দ্বারা অপহৃত হইয়া নিহত হন ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই আগস্ট সিরিল আদোলার নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয় রাষ্ট্রপুঞ্জ তাহা স্বীকার করিয়া লন। কিন্তু কাতাঙ্গা প্রদেশে অশান্তির আগুন নিভে না। অবশেষে ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিকবাহিনী কাতাঙ্গার প্রধান প্রধান শহরগুলি অধিকার করিয়া বিদ্রোহ দমন করে। ১৯৬৫ সালের নবেম্বর মাসে কঙ্গোর সেনাপতি যোশেফ মবতু বল-পূর্বক কাসাভুবুকে পদচ্যুত করিয়া প্রেসিডেন্টের পদ অধিকার করেন। ১৯৬৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কঙ্গো চাদ ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাব্লিকের সহিত মধ্য আফ্রিকা যুক্তরাজ্য গঠন করিয়াছে। প্রধান সম্পদ: কৃষিদ্রব্য (কফি, কলা, রবার, তুলা), কাঠ; খনিজদ্রব্য (তামা, হীরা, সোনা, রূপা, ইউরেনিয়াম্, রেডিয়াম) প্রভৃতি।

কলম্বিয়া: রাজধানী: বোগোটা। আয়তন: ৪,৪০,৫০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,৬০,০০,০০০। ভাষা: স্প্যানিশ। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: পেসো।

ভূতপূর্ব স্পেনিশ উপনিবেশ (১৫৩৬-১৮১৯); বৃহত্তর কলম্বিয়ার অংশরূপে ইহা ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে স্বাধীনতা অর্জন করে, এবং ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৪৯ হইতে ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত যে গৃহযুদ্ধ চলে তাহাতে প্রেসিডেন্ট গোমেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডিক্টেটারী শাসন চূর্ণ করা হয়। সিনেট (৯৮) ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ (১৮৫) লইয়া কংগ্রেস গঠিত। উভয় সভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হন।

কানাডা: রাজধানী: অটোয়া। স্থল ও জলভাগের মোট আয়তন—৩৮,৫১,৮০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,৯৭,৮৫,০০০। ভাষা: ইংরাজী ও ফরাসী। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: ডলার।

ডোমিনিয়ান রাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ-এর সদস্য। ১৬শ শতাব্দীতে ফ্রান্স প্রথম এই দেশ অধিকার করে। কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে ইহা ব্রিটিশ শক্তির হাতে চলিয়া যায়। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন অনুসারে (ক) নিউ ব্রুন্সউইক, (খ) নোভাস্কোটিয়া, (গ) অন্টারিও এবং (ঘ) কুইবেক—কানাডার এই কয়টি প্রদেশ মিলিত হইয়া ফেডারেশন গঠন করে। তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, ব্রিটিশ সংবিধানের অনুকরণে তাহাদের সংবিধান রচিত হইবে।

'সিনেট' ও 'হাউস অব কমন্স' এই দুইটি সভা লইয়া কানাডার পার্লামেন্ট গঠিত। সিনেটের ১০২ জন সভ্য গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং হাউস অব কমন্সের ২৬৫ জন সদস্য সর্বসাধারণের ভোটে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি প্রদেশ ও অঞ্চল ফেডারেশনে যোগদান করিয়াছে। তাহাদের নাম:—অ্যালবার্টা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, মানিটোবা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ, সাস্কাচিউয়ান, ইউকন অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল।

১৯৬৯ সালে কানাডায় সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে লিবারেল দল জয়ী হইয়া সরকার গঠন করিয়াছে।

কামেরুণ রিপাব্লিক: রাজধানী: ইয়াউন্দ্। আয়তন: ১,৮৩,৩১১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৪৯,০৭,০০০। ভাষা: (জার্মান ও ইংরেজী। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: ফ্রাঁ।

১৯১৬ খ্রী: অব্দে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী জার্মান উপনিবেশ কামেরুণ ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যগণ কতৃক অধিকৃত হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে বৃহত্তর অংশের শাসনভার গ্রহণ করে ফরাসীরা। ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী ফরাসী-শাসিত কামেরুণ আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা লাভ করে। ইহার ঠিক এক বৎসর পরে ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী এই রাজ্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যে অংশ ব্রিটিশ শাসিত ছিল তাহার উত্তরভাগ ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে নাইজেরিয়ার সহিত যুক্ত হয় এবং দক্ষিণভাগ ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে কামেরুণ রিপাব্লিকে যোগ দেয়।

কাম্বোডিয়া: রাজধানী: নম্ পেন্। আয়তন: ৭০,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৫৫,৭০,০০০। ভাষা: ক্মের ও ফরাসী। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: রিয়াল।

নবম ও দশম শতাব্দীতে শক্তিশালী ক্মের সম্রাটগণ কাম্বোডিয়ায় রাজত্ব করিতেন। ১৪শ শতাব্দী হইতে ফরাসীদের আগমন পর্যন্ত এখানে কোন সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে নাই। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে এই দেশ ফরাসীদের অধীনে একটি 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত হয়। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দে কাম্বোডিয়া আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে জেনেভা বৈঠকে ইহার স্বাধীনতার গণ্ডি প্রসারিত হয়; ইহা অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ও চুক্তি স্বাক্ষর এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করার অধিকার লাভ

করে। দেশে বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত; রাজ্যের আইন পরিষদ ৭৭ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত।

কিউবাঃ রাজধানী: হাভানা। আয়তন: ৪৪,২০৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৭৩,০০,০০০। ভাষা: ইংরেজী ও স্প্যানিশ। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: পেসো।

মধ্য আমেরিকায় একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ইহা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত বৃহত্তম দ্বীপ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকরণে রচিত কিউবার সংবিধান অনুসারে এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একজন প্রেসিডেন্ট। কংগ্রেস বা আইন পরিষদ দুই সভাবিশিষ্ট—(ক) সিনেট ও (খ) হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্। ১৯৫২ খ্রীঃ অব্দের ১০ই মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সোকারাস-সরকারের পতন হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন—মেজর জেনারেল বাটিস্টা। ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী কম্যুনিষ্টপন্থী ফিডেল ক্যাষ্ট্রোর নেতৃত্বে বিপ্লব ঘটে। তাহাতে বাটিস্টা সরকারের পতন ঘটে। ঐ বৎসর জুন মাসে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আখ ও চিনি উৎপাদনে কিউবা পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। আখ ব্যতীত প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য: তামাক, কলা ও কফি।

কুয়াইত্ঃ রাজধানী: কুয়াইত্। আয়তন: ৬,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৫,০০,০০০। ভাষা: আরবি ও ইংরেজী। ধর্ম: ইসলাম। মুদ্রা: দিনার।

আরব উপসাগরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি পূর্ণ স্বাধীন আরব রাষ্ট্র। উত্তরে ইরাক, দক্ষিণে সৌদি আরব। তুর্কী আক্রমণের ভয়ে ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন শেখ্ ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে এক রাজনৈতিক চুক্তি করেন। তাহার ফলে ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে কুয়াইত্ হয় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের রক্ষিত রাজ্য। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে কুয়াইত্ পুনরায় সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কুয়াইত্ সরকারের রাজস্বের প্রধান উৎস হইল খনিজ তৈলের শুল্ক। এখানকার তৈলক্ষেত্রগুলি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। শাসনকর্তা শেখ-এর পরিবারের লোকজনই বিভিন্ন সরকারী বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

কেনিয়াঃ রাজধানী: নাইরোবি। আয়তন: ২,২৪,৯৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৯০,০০,০০০। ভাষা: আরবি, সোহলী-বান্টু। ধর্ম:

আফ্রিকানদের বহুবিচিত্র ধর্ম, খ্রীষ্ট (রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট) ও ইসলাম। মুদ্রা: পাউণ্ড।

১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ১১ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে, আফ্রিকার এই দেশটি ব্রিটিশের পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (৪১ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ (১২৯ জন সদস্য)। উভয় সভার সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত। সিনেট-সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। প্রধান সম্পদ: কৃষিদ্রব্য (ভুট্টা, আখ, বাদাম, আলু, কোকো, কফি, চা ও তুলা); কাঠ; খনিজ-দ্রব্য (সিমেন্ট, সোডা অ্যাশ, তামা, লবণ, সোনা)।

কোরিয়া: উত্তর-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র; ইহা **উত্তর কোরিয়া** ও **দক্ষিণ কোরিয়া** নামক দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উত্তর সীমান্ত চীনের সহিত সংলগ্ন এবং দক্ষিণে জাপান সমুদ্র ইহাকে জাপান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কোরিয়া পাঁচশত বৎসর চীনের অধীনে ছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে জাপান ইহাকে দখল করে। সোনা, তামা, কয়লা, লোহা, গ্রাফাইট প্রভৃতি বিবিধ খনিজ সম্পদে কোরিয়া খুব সমৃদ্ধ এবং ইহার ভূমি সাতিশয় উর্বরা। সামরিক দিক হইতে কোরিয়ার অবস্থিতি রাশিয়া, চীন ও জাপানের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত মহাযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই রাশিয়া ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫, কোরিয়ায় প্রবেশ করে। তখন রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে ইহাকে ৩৮ অক্ষাংশ বরাবর ভাগ করিয়া ২টি অধিকৃত অঞ্চল সৃষ্টি করে। এই ২টি অঞ্চল পরে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

উত্তর কোরিয়া: রাজধানী: পিয়ংইয়াং। আয়তন: ৪৬,৮১৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,২১,০০,০০০। ভাষা: কোরিয়ান জাপানী। ধর্ম: বৌদ্ধ, কনফুসিয়ান। মুদ্রা: ওআন্।

রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর উত্তর কোরিয়া নিজেকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্বীকার করিলেও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ইহাকে মানিয়া লয় নাই। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে ২৫শে জুন এই রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যার্থে রাষ্ট্রপুঞ্জ-বাহিনী প্রেরণ করে। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে জুলাই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩৮ অক্ষাংশের কাছাকাছি যুদ্ধবিরতি সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৯৬: সালের :৮ই

সেপ্টেম্বর কোরিয়ায় যে পলিটব্যুরো গঠিত হয় তাহারাই দেশের শাসনব্যবস্থার রূপ দিয়াছেন। প্রধান কৃষিদ্রব্য : ধান।

দক্ষিণ কোরিয়া : রাজধানী : সিওল। আয়তন : ৩৮,৪৫২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ২,৮৮,১৬,০০০। ভাষা : কোরিয়ান, (উরাল-আলটাইক গোষ্ঠীর), জাপানী। ধর্ম : আনিমি, বৌদ্ধ ও কনফুসিয়ান। মুদ্রা : হ্বান্।

১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই আগষ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাশিয়া ও তাহার মিত্রশক্তিগণ এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করেন না। ১০ই মে, ১৯৪৮, রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশনের তত্ত্বাবধানে জাতীয় পরিষদের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় কোরিয়ার জনগণ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদ্ গঠন করিবে এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর কোরিয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করায় তাহার জন্য ১০০টি আসন পৃথক রাখা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য ২০৩টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। অতঃপর সংবিধান গৃহীত ও প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে এই রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হয়। (এই বিষয়ে উত্তর কোরিয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে)। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিংম্যান রী'র দীর্ঘকালব্যাপী আধিপত্যের অবসান ঘটে। তিনি পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ডেমোক্রাটিক নেতা পোমুন উইন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু সামরিক বিদ্রোহের ফলে নবনির্বাচিত মন্ত্রিসভাও বাতিল হইয়া যায়। (১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে)। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই ডিসেম্বর একটি নূতন সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের সাধারণ-নির্বাচন অনুসারে একসভা বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

গাবুন রিপাব্লিক : রাজধানী : লিব রেভিল। আয়তন : ১,০২,২৪০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৪,৫৫,০০০। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : স্থানীয় ফ্রাঁ।

১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ফরাসিগণ এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দেশ ফরাসী সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে এবং ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই আগস্ট ইহা একটি পূর্ণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তৈলখনি ও স্বর্ণখনি দেশের সম্পদ আহরণের প্রধান উৎস।

গ্রীস : রাজধানী : এথেন্স। আয়তন : ৫০,৫৩৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৮৩,৮৮,৫৫৩। ভাষা : গ্রীক। ধর্ম : অর্থডক্স চার্চের মতাবলম্বী। মুদ্রা : ড্রাখ্মা।

ইউরোপের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে বেভিরিয়ার প্রিন্স ওট্টো স্বাধীন গ্রীসের রাজা হন ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে। তাহার পর হইতে গ্রীসের রাজপাট লইয়া বহু গোলোযোগ ঘটিয়াছে। প্রিন্স ওট্টো বিতাড়িত হন (১৮৬২): প্রথম জর্জ নিহত হন: জর্জের দ্বিতীয় পুত্র কনস্ট্যান্টাইন দুইবার পদচ্যুত হন এবং তাঁহার প্রথম পুত্র দ্বিতীয় জর্জ নির্বাসিত হন (১৯২৩-৩৫)। একবার ১৯২৩-৩৫ এবং আর একবার ১৯৪১-৪৬-এর মধ্যে গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ খ্রীঃ অব্দে ইতালী গ্রীস আক্রমণ করিলে প্রবল গ্রীক প্রতিরোধের ফলে ইতালীবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে জার্মান আক্রমণের ফলে গ্রীস পরাজিত হয়। ১৯৪২ খ্রীঃ অব্দে গ্রীকগণ গোপনে একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করিয়া গরিলা আক্রমণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে শত্রুর কবল হইতে তাহাদের মাতৃভূমিকে পুনরুদ্ধার করে। ১৯৫২ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি গ্রীসে নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। ২১ এপ্রিল, ১৯৬৭ সামরিক চক্র দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করে এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেয়। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজা কনষ্টান্টাইন ১৯৬৭ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ সফল না হওয়ায় তিনি সপরিবারে রোমে পলাইয়া যান। ১৯৬৯ খ্রীঃ অব্দে সামরিক চক্রের উদ্যোগে এক নূতন সংবিধান গৃহীত হইয়াছে। প্রধান শিল্পসম্পদ্: তামাক, তুলা, বস্ত্র, পেট্রোলিয়াম, ইস্পাত।

ঘানা: রাজধানী: আক্রা। আয়তন: ৯১,০৬৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬৩): ৭৭,৪০,০০০। ভাষা: ইংরাজী। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: পাউণ্ড (স্টার্লিং)।

পূর্বতন ব্রিটিশ গোল্ড কোষ্ট উপনিবেশই বর্তমানে 'ঘানা' নামে পরিচিত। আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলবর্তী এই দেশটি ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৬ই মার্চ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুলাই ঘানা কমনওয়েলথের আওতায় একটি প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঘানার জাতীয় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা নক্রুমা ঘানার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ তাঁহাকে ঘানার আজীবন প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে নক্রুমা যখন চীন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন তখন ঘানায় বিদ্রোহ ঘটে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া লন। নক্রুমা আজ পর্যন্ত দেশে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন নাই। জাতীয় মুক্তি পরিষদ-এর মাধ্যমে দেশের শাসন কার্য পরিচালিত হইতেছে।

চাদ: রাজধানী: ফোর্ট ল্যামি। আয়তন: ৪,৯৫,৬২৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৩৫,০০,০০০। ভাষা: ফরাসী। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: ফ্রাঁ।

'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে মধ্য আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১১ই আগষ্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৬৮ খ্রীঃ অব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী কংগো (কিনসাসা) ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাব্লিকের সহিত 'চাদ' মধ্য আফ্রিকা যুক্তরাজ্য গঠন করিয়াছে। দেশের প্রধান শিল্প: তুলা ও পশুপালন।

চিলি: রাজধানী: সান্তিয়াগো। আয়তন: ২,৮৬,৩৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৮৪,৯২,৩০১। ভাষা: স্প্যানিস। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: এসকুদো।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। স্পেন-সম্রাটের বশ্যতা উপেক্ষা করিয়া সর্বপ্রথম ১৮১০ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর চিলিতে এক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে চিলি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। জাতীয় কংগ্রেস (বা পার্লামেন্ট) দুই সভা বিশিষ্ট—(ক) সিনেট (৪৫ জন সদস্য) ও (খ) চেম্বার অব ডেপুটিজ্ (১৪৭ জন সদস্য)। উভয় সভার সদস্যই চার বৎসরের জন্য সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাম্র উৎপাদনে চিলি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।

চীন: রাজধানী: পিকিং। আয়তন: ৪৪,০৭,৪১৫ বর্গমাইল (ফরমোসা বাদে)। লোকসংখ্যা: ৭০ কোটির অধিক (ফরমোসা বাদে)। ভাষা: চীনা। ধর্ম: কনফ্যুসিয়ান, তাওপন্থী ও বৌদ্ধ। (খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও কম নহে)। মুদ্রা: ইউয়ান।

১৯১১ খ্রীঃ অব্দে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে কুয়োমিনটাং বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটে। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে সান ইয়াৎ সেন চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন। তাঁহার মৃত্যুর পর চিয়াং কাইসেক হন রাষ্ট্রনায়ক (১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে)। কালক্রমে কুয়োমিনটাং সরকার জনগণের সহিত সংযোগ হারাইয়া নিছক সামরিক শাসনচক্রে পর্যবসিত হয়। ইতিমধ্যে চীনের উত্তর খণ্ডে ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে উহার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে চিয়াং কাইসেক পিকিং কম্যুনিষ্টদের পশ্চাদ্ধাবন করেন ও তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেন।

এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে চীনের উপর পূর্ণ আক্রমণ চালায়। জাতির এই বিপদের দিনে কমুনিষ্ট পার্টি জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কুয়োমিনটাং সরকারের সহিত সহযোগিতা করার প্রস্তাব করে এবং ইহার প্রতিদানে চিয়াং কাইসেক সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া জাতীয়-সরকার গঠন করিতে রাজী হন। ১৯৪৫ সালে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু ইত্যবসরে কম্যুনিষ্টদের ও কুয়োমিনটাংদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যায়। চীনে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন মার্কিণ প্রেসিডেন্ট টুম্যান জেনারেল মার্শালকে তাঁহার ব্যক্তিগত দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় দুইদলের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বটে, কিন্তু কার্যতঃ যুদ্ধ বন্ধ হয় না। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে কুয়োমিনটাং দল সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ফরমোসায় পলায়ন করে এবং চীনের মূল ভূখণ্ডে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ আসে কৃষি হইতে। প্রধান শিল্প : ইস্পাত, কয়লা, রাসায়নিক সার, কাঠ, সিমেণ্ট, সূতীবস্ত্র, চীনামাটির দ্রব্য, কাগজ।

চেকোশ্লোভাকিয়া : রাজধানী : প্রাগ। আয়তন : ৪৯,৩৫৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১,৪০,৪০,০০০। ভাষা : চেক ও শ্লোভাক। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : কোরুনা।

মধ্য ইউরোপের সোভিয়েট শিবিরভুক্ত অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ভূতপূর্ব অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয়ান সাম্রাজ্যের কতিপয় প্রদেশ লইয়া ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে এই রাষ্ট্র গঠিত। বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ার সীমান্ত জেলাসমূহের জার্মান অধিবাসিগণ ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে সুদেতান-জার্মান পার্টি গঠন করে এবং তাহারা চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরেই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের দাবী জানায়। এই দাবী পূরণ করার পরেই হিটলার সুদেতানল্যাণ্ড জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 'মিউনিক চুক্তি' অনুসারে সুদেতানল্যাণ্ড জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার কতিপয় অঞ্চল হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করা হয়। ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে হিটলার যখন চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করেন, তখন চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার্মানীর তত্ত্বাবধানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। জার্মানীর পরাজয়ের পর ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে চেকোশ্লোভাকিয়া পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ইহার যে সীমা ছিল তাহা পুনঃস্থাপিত হয়।

জর্ডান : রাজধানী : আম্মান। আয়তন : ৩৬,৭১৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১৯,৫০,০০০। ভাষা : আরবি। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : জর্ডান দিনার।

পূর্বে তুরস্কের অধীনে আমীর-শাসিত একটি অঞ্চল ছিল। ইসরায়েল, সিরিয়া ইরাক ও সৌদি আরাবিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইহা ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট-এর অধীনে আসে। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ২২শে মার্চ জর্ডান স্বাধীন হাসেমী রাজ্যে পরিণত হয়। কিছুদিন পর্যন্ত ইহার সরকারী নাম ছিল ট্রান্স-জর্ডান। জর্ডান একটি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে। সিনেট (রাজামনোনীত ৩০ জন সদস্য-বিশিষ্ট) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস (৬০ জন নির্বাচিত সদস্য সমন্বিত) লইয়া আইন পরিষদ গঠিত।

জাপান: রাজধানী: টোকিও। আয়তন: ১,৪২,৭৩৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৯,৮২,৮১,৯৫৫। ভাষা: জাপানী। ধর্ম: বৌদ্ধ (মহাযানপন্থী) ও সিণ্টো। মুদ্রা: ইয়েন।

এশিয়ার পূর্বসীমার একেবারে শেষপ্রান্তে জাপান অবস্থিত। এইজন্য ইহাকে 'প্রভাতসূর্যের দেশ' (নিপ্পন কোকু) বলা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হনসু, কিউস্যু, হোকাইডো ও সিকেকু এই চারিটি বৃহৎ দ্বীপ ও আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্বীপ লইয়া 'জাপান রাষ্ট্র' গঠিত। জাপানের বর্তমান রাজবংশ খৃষ্টপূর্ব ৬৬০ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানের জনসাধারণ সম্রাটকে দেবত্বমহিমায় মণ্ডিত বলিয়া মনে করে। ১৯শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিত। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তাহার পর হইতে জাপান অতি দ্রুত আধুনিকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে চীনের সহিত জাপানের সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয়। উক্ত যুদ্ধে এবং ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপান জয়ী হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে মিত্রশক্তি এই দেশ দখল করে এবং জেনারেল ডগলাস্ ম্যাকআর্থার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে জাপানের জন্য যে নূতন সংবিধান রচিত হয় তাহাতে এই শর্ত রহিয়াছে যে জাপান কখনও স্থল, নৌ কিংবা বিমান বাহিনী গঠন করিতে পারিবে না। তবে, ম্যাকআর্থারের সুপারিশক্রমে ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে জাপানকে ৭৫,০০০ লোকের একটি 'জাতীয় পুলিশ বাহিনী' গঠন করিতে দেওয়া হয়। এই পুলিশবাহিনীই বর্তমানে 'দেশরক্ষা বাহিনী'তে পরিণত হইয়াছে। 'ডায়েট' বা আইন পরিষদ 'হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্' (৪৬৭) ও 'হাউস অব কাউন্সিলর' (২৫০ জন সদস্য) লইয়া গঠিত। জাপান এশিয়ার সর্বাধিক শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ।

জামাইকাঃ রাজধানী ঃ কিংস্টন। আয়তন ঃ ৪,৪১১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ১৭,৩৮,৪০০। ভাষা ঃ ইংরাজী। ধর্ম ঃ খ্রীষ্ট (ব্যাপটিস্ট, মেথডিস্ট, রোমান ক্যাথলিক)। মুদ্রা ঃ স্টার্লিং (পাউণ্ড)।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রশান্ত-মহাসাগরীয় এই দ্বীপটি ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ৬ই আগস্ট পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের গৌরব অর্জন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (২১ জন মনোনীত সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ (পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত ৪৫ হইতে ৬০ জন সদস্য)। কৃষিদ্রব্য (আখ, কফি, কলা, লেবু, ধান), খনিজদ্রব্য (বক্সাইট)।

পূর্ব-জার্মানী (জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক)ঃ রাজধানী ঃ পূর্ব বার্লিন। আয়তন ঃ ৪১,৮০২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ (১৯৬১) ১,৭০,৭৯,৩০০। ভাষা ঃ জার্মান। ধর্ম ঃ প্রোটেস্টান্ট। মুদ্রা ঃ মার্ক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানীকে ৪টি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া—প্রত্যেকেই একটি করিয়া অঞ্চলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ খৃঃ অব্দের ৭ই অক্টোবর। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করে নাই। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে পোল্যাণ্ডে চুক্তির মাধ্যমে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক ওডারনীসের স্রোতকে উহার স্থায়ী পূর্বসীমান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দের ৬ই অক্টোবর সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সম্পাদিত চুক্তির ফলে রাশিয়া এই রাষ্ট্রকে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করায় ইহা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা সোভিয়েট সৈন্যকে অবস্থান করার অনুমতি দান করে। অবশ্য অ-কম্যুনিষ্ট কোনো রাষ্ট্র এই দেশকে স্বীকৃতিদান করে নাই। রাষ্ট্রের আইন পরিষদ (ভক্স কাম্মার)-এ ৪০০ জন নির্বাচিত (সাধারণ, গোপন ও প্রত্যক্ষ ভোটে) সদস্য আছেন। কাউন্সিল অব স্টেট ও মন্ত্রিপরিষদ লইয়া সরকার গঠিত।

পশ্চিম-জার্মানী (ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী)ঃ রাজধানী ঃ বন। আয়তন ঃ ৯৫,৭১৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ৫,৮৫,৮৭,৫০০। ভাষা ঃ জার্মান। ধর্ম ঃ প্রোটেস্টান্ট ও রোম্যান ক্যাথলিক। মুদ্রা ঃ মার্ক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর যে তিনটি অঞ্চলের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সংযুক্ত করিয়া ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কার্যতঃ ইহাকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দেওয়া হয় ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই মে। পশ্চিম-জার্মান গণপরিষদ্ কর্তৃক রচিত সংবিধান অনুসারে এই রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু অস্ত্রসজ্জা, ক্ষতিপূরণ দেওয়া, বৈদেশিক নীতি ও উদ্বাস্তু গ্রহণ সম্পর্কে ত্রিশক্তি রচিত পূর্বেকার 'দখলকার আইন'ই চালু থাকে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডন ও প্যারিসে অনুষ্ঠিত চুক্তি অনুসারে উক্ত দখলকার আইন বাতিল হইয়া যায়। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই মে উক্ত প্যারিস চুক্তি কার্যকরী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। ইহা ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে অবস্থানের অনুমতি দান করে। আইন-পরিষদ (ফেডারেল ডায়েট)-এ ৪৯৯ জন নির্বাচিত সদস্য আছেন ; তাঁহারা চার বৎসরের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন ফেডারেল ডায়েট হইতে। চ্যান্সেলার ও মন্ত্রীবর্গের হাতেই প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত। পশ্চিম-জার্মানী ইউরোপের অন্যতম প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র।

টিউনিসিয়া ঃ রাজধানী : টিউনিস। আয়তন : ৬৩,৩৬২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৪৬,৩০,০০০। ভাষা : আরবি ও ফরাসী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা ঃ দিনার।

আফ্রিকার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে টিউনিসিয়া ফরাসী-সরকারের অন্যতম রক্ষিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা আভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। পরবর্তী বৎসরের ২০শে মার্চ টিউনিসিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তখন দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে জুলাই দেশের গণপরিষদ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান। ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ৮ই নবেম্বর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (পার্লামেণ্ট বা আইন পরিষদ) গঠিত হয়। ইহার পূর্বে (১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুন) নূতন সংবিধান গৃহীত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সদস্যরা প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন। প্রধান-শিল্প ঃ কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্য।

ডেনমার্ক ঃ রাজধানী : কোপেনহেগেন। আয়তন : ১৭,১৪৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৪৭,০১,০৭২। ভাষা : ড্যানিশ। ধর্ম : খ্রীষ্ট (লুথেরান চার্চ)। মুদ্রা : ক্রোনার।

ডেনমার্ক ইউরোপের বাল্টিক সাগর-তীরে অবস্থিত অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে ডেনমার্ক ও নরওয়ে একটি অবিভক্ত রাষ্ট্র ছিল কিন্তু সুইডেন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হইলে ডেনমার্ক ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের কিয়েল চুক্তি অনুসারে নরওয়ে হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৯৭০ খ্রীঃ অব্দে ডেনমার্ক জার্মানবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। যুদ্ধাবসানে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত নূতন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের পরিচালন ক্ষমতা রাজা ও সংসদের (ফোকেটিং-এর) উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রাজা মন্ত্রীপরিষদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ফোকেটিং-এর নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১৭৯। তাঁহারা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন।

টাঙ্গানিয়া : রাজধানী : দার্-এস্-সালাম। আয়তন : ৩,৬১,৮০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১,০৫,১৫,০০০। ভাষা : আফ্রিকান ও ইংরেজী। ধর্ম : বেশীর ভাগ স্থানীয় অধিবাসী নাস্তিক। তবে বহিরাগত অধিবাসীদের মধ্যে ভারতীয় হিন্দু, শিখ ও মুসলমান আছে। মুদ্রা : পূর্ব-আফ্রিকান শিলিং।

টাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবারের সংযুক্তির ফলে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। টাঙ্গানিকা ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬১ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর জাঞ্জিবার স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেই জাঞ্জিবারে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটে। বিপ্লবের ফলে দেশের রাজা গদীচ্যুত হন ও আফ্রো-শিরাজী দল শাসনক্ষমতা লাভ করে। এই অবস্থায় ১৯৬৪ সালে জাঞ্জিবার টাঙ্গানিকার সহিত সংযুক্ত হয়। এই রাষ্ট্র কৃষিসম্পদ, পশুসম্পদ, ও বনসম্পদে সমৃদ্ধ।

টোগো : রাজধানী : লোমে। আয়তন : ২১,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১৫,০০,০০০। ভাষা : আফ্রিকান, জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী। ধর্ম : লৌকিক ও রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে ভূতপূর্ব জার্মান-শাসনভুক্ত টোগোল্যাণ্ডের একাংশ ফরাসী ও অপরাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। দাহোমী ও ঘানার মধ্যবর্তী আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে এপ্রিল 'রিপাব্লিক অব টোগোল্যাণ্ড' নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

তিব্বত : রাজধানী : লাসা। আয়তন : ৪,৭০,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : প্রায় ৬০ লক্ষ। ভাষা : তিব্বতী। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : ইউয়ান।

তিব্বত চীনের অন্তর্গত একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্যরূপে পরিচিত হইলেও ইহা বর্তমানে তিব্বতীয় চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তিব্বতের উপর চীনের সরকারী কর্তৃত্ব ছিল খুব শিথিল। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু বিষয়েই তিব্বত প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা ভোগ করিত। কিন্তু কম্যুনিষ্ট আমলে চীন সরকার অতি কঠোরভাবে তিব্বতের উপর আপন অধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিব্বত ও চীনের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে তিব্বতের বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা ও মুদ্রাব্যবস্থা পুরাপুরি চীন-সরকারের অধিকারে আসে। ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে তিব্বতে চীনা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে এবং রাজ্যপ্রধান মহামান্য দালাই লামা তাঁহার অনুচরবর্গ সহ গোপনে দেশত্যাগ করিয়া ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা তিব্বতের রাজ্যপ্রধান। কিন্তু বর্তমানে দালাই লামা ভারতে আশ্রয়প্রার্থী আর পাঞ্চেন লামা চীন সরকার কর্তৃক সর্ব-ক্ষমতাচ্যুত।

তুরস্ক : রাজধানী : আঙ্কারা। আয়তন : ৩,০১,৩০২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৩,১৩,৯১,২০৭। ভাষা : তুর্কী (রোমান হরফে লিখিত হয়)। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : তুর্কী পাউণ্ড।

এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ইউরোপের মধ্যবর্তী একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' চালাইয়া ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে কামাল আতাতুর্ক তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ডিক্টেটারের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং বহু সামাজিক ও ধর্মনৈতিক সংস্কার সাধন করিয়া তুরস্ককে আধুনিক সভ্যতা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। ২৭'শ মে, ১৯৬০ সামরিক বাহিনী তুরস্কের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে। তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ার, প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেস ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। এক বিশেষ আদালতের রায়ে মেণ্ডারেসকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে নূতন সংবিধান গৃহীত হওয়ার ফলে তুরস্কে পুনরায় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। তুরস্কের আইন-পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—(১) গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (৪৫০ জন সদস্য) ও (২) সিনেট (১৫০ জন সদস্য)। উভয় সভার প্রতিনিধিদের সম্মিলিত ভোটে প্রেসিডেন্ট ৭ বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হইবেন—সংবিধানে এইরূপ বিধান আছে।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো : রাজধানী : পোর্ট অব স্পেন। আয়তন :

১,৯৮০ বর্গমাইল (ত্রিনিদাদ—১,৮৬৪ ও টোবাগো—১১৬ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা: ৯,৭৪,৭০০। ভাষা: ইংরেজী। ধর্ম: খৃষ্ট (অ্যাংলিকান; রোমান ক্যাথলিক), হিন্দু ও ইসলাম। মুদ্রা: ডলার ও স্টার্লিং।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের অন্তর্গত এই দেশটি ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (২৪ জন মনোনীত সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ (৩০ জন নির্বাচিত সদস্য)। প্রধান-সম্পদ্: কাঠ; কৃষিদ্রব্য (আখ, কোকো, নারিকেল, লেবু) ও খনিজ তৈল।

থাইল্যাণ্ড (শ্যাম): রাজধানী: ব্যাঙ্কক। আয়তন: ১,৯৮,২৪৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৩,০০,০০,০০০। ভাষা: থাই। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: বাহ্‌ৎ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম স্বাধীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২০শে অক্টোবর এক রক্তশূন্য বিপ্লবের মাধ্যমে ফিল্ড মার্শাল সরিস্‌দি ধনরাজতা ও একদল প্রবীন সামরিক অফিসার থাইল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া পূর্বেকার সংবিধান বাতিল করিয়া দেন। বিপ্লবীদল রাজার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নূতন সরকার গঠন করেন (১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে জানুয়ারী); 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী'র পরিবর্তে ২৪০ জন মনোনীত সদস্য লইয়া 'কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী' গঠিত হয়। এই গণপরিষদ-ই অন্তর্বর্তীকালীন আইন পরিষদ রূপে কাজ করিতেছে। একটি স্থায়ী সংবিধান রচনা করাও গণপরিষদের অন্যতম কাজ। প্রধান সম্পদ: কৃষিদ্রব্য—ধান ও আখ; রবার, কাঠ, লবণ, টিন, মাছ।

দক্ষিণ আফ্রিকা: প্রশাসনিক রাজধানী: প্রিটোরিয়া (আইন-পরিষদ অবস্থিত কেপটাউনে)। আয়তন: ৪,৭২,৩৫৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,৭৪,৭৪,০০০। ভাষা: ইংরেজী ও আফ্রিকান। ধর্ম: খ্রীষ্ট। মুদ্রা: র‍্যাণ্ড।

'রিপাবলিক অব সাউথ আফ্রিকা' স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয় ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে মে। ইতিপূর্বে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যতম 'ডোমিনিয়ান' রাষ্ট্র ছিল। ট্রান্সভাল, কেপ অব গুড্ হোপ্, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও নাটাল এই চারিটি প্রদেশ লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্র গঠিত। পার্লামেন্ট দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (৫৪ জন সদস্য) ও হাউস অব অ্যাসেম্বলী (১৬০ জন সদস্য)। উভয় সভার সদস্যদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার বিধি। দক্ষিণ আফ্রিকা স্বর্ণ

ও হীরক উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ। ইউরেনিয়াম সম্পদেও ইহা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। অন্যান্য খনিজ সম্পদ: অ্যাসবেস্টস, কয়লা, তামা, লৌহপিণ্ড, ম্যাঙ্গানিজ, রূপা। উৎকট বর্ণ বৈষম্যের জন্য এই রাষ্ট্রটি কুখ্যাত। কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র ইহার বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে কমনওয়েলথ-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

দাহোমী রিপাবলিকঃ রাজধানী: কোটোনু; পোর্টে নোভো (রাজনৈতিক রাজধানী)। আয়তন: ৪৭,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ২২,০৩,০০০। ভাষা: ফরাসী ও স্থানীয় আফ্রিকান। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: স্থানীয় ফ্রাঁ।

পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১লা আগস্ট ফরাসী আধিপত্য-মুক্ত হইয়া 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য দেশ রূপে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। আইন পরিষদ 'অ্যাসেম্বলী' এক সভা বিশিষ্ট। সদস্য সংখ্যা—৭০ জন। ১৯৬৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দাহোমিতে নূতন সরকার স্থাপিত হয়।

নরওয়েঃ রাজধানী: ওসলো। আয়তন: ১,২৪,৭১০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৩৭,৫০,০০০। ভাষা: (সরকারী) বোকমল (বা রিক্সমল্) ও ল্যাণ্ডস্মল্ (বা নিনোস্ক)। ধর্ম: খ্রীষ্ট (লুথেরান চার্চ)। মুদ্রা: ক্রোনার।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চলের অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৩৯৭-১৮১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এই রাজ্য ডেনমার্কের সহিত যুক্ত ছিল। অতঃপর ইহা রাজতান্ত্রিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পার্লামেন্টের (স্টার্টিং-এর) মোট সভ্যসংখ্যা—১৫০। তাঁহারা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। রাজা মন্ত্রিপরিষদের (স্টাটস্রাদের) মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত করেন। নরওয়ের বাণিজ্য জাহাজের বহর অতি প্রকাণ্ড; এই বিষয়ে নরওয়ে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। মৎস্যসম্পদে নরওয়ে বিশেষ সমৃদ্ধ। তিমি-শিকারে এই দেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। ইহার বনজ সম্পদও দেশকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছে। খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রধান—লৌহপিণ্ড, তামা, সীসা, দস্তা। প্রধান শিল্পদ্রব্য: কাগজ, ধাতুদ্রব্য, রাসায়নিক সার, মৎস্য। নরওয়েতে গ্রীষ্মকালে ৩ মাস সূর্যাস্ত হয় না এবং শীতকালে ৩ মাস সূর্যোদয় হয় না।

নাইজার রিপাবলিক্ঃ রাজধানী: নিয়ামী। আয়তন: ৪,৮৪,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: প্রায় ৩১ লক্ষ। ভাষা: ফরাসী ও স্থানীয় আফ্রিকান। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: স্থানীয় ফ্রাঁ।

১৯৬০ খ্রী: অব্দের ৩রা আগস্ট পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি ফরাসী আধিপত্য-মুক্ত হইয়া 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য দেশ হিসাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে ১৩ জন মন্ত্রী-বিশিষ্ট এক সরকারের দ্বারা এই প্রজাতন্ত্র শাসিত।

নাইজেরিয়া: রাজধানী: লাগোস। আয়তন: ৩,৫৬,৬৬৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৫,৫৬,২০,২৬৮। ভাষা: ইংরেজী। ধর্ম: ইসলাম ও খ্রীষ্ট। মুদ্রা: পাউণ্ড (নাইজেরিয়ান)।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে গিনি উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই দেশটি ১৯৬০ খ্রী: অব্দের ১লা অক্টোবর 'ফেডারেশন অব নাইজেরিয়া' নামে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইহা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য। তিনটি আঞ্চলিক বিভাগে (উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম) নাইজেরিয়া বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল স্বয়ং-শাসিত। ফেডারেল পার্লামেণ্ট দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (৪৪) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস (৩১২)।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ মে: জে: ইয়োনসির নেতৃত্বে নাইজেরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। বিদ্রোহিগণ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী অলহজ স্যার আবুবকর তাফাওয়া বালেওয়া নিহত এবং প্রেসিডেণ্ট পদচ্যুত হন। মে: জে: ইয়োনসি নিজেকে 'রাষ্ট্রের প্রধান' বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে আর একটি বিদ্রোহের ফলে নিহত হন। পূর্ব নাইজেরিয়া 'ফেডারেশন অব নাইজেরিয়া' ত্যাগ করিয়া স্বাধীন সার্বভৌম 'বায়াফ্রা' রাষ্ট্র গঠন করে। কর্ণেল ওডুমেগু ওজুকু ইহার প্রধান নিযুক্ত হন। নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকার ইহাকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

নিউজিল্যাণ্ড: রাজধানী: ওয়েলিংটন। আয়তন: ১,০৩,৭৩৬ বর্গ-মাইল (দ্বীপ অঞ্চল বাদে)। লোকসংখ্যা: ২৬,২৭,৪৮৮ (দ্বীপ অঞ্চল বাদে)। ভাষা: ইংরেজী ও মাওরি। ধর্ম: খ্রীষ্ট। মুদ্রা: নিউ-জিল্যাণ্ড পাউণ্ড।

১৯০৭ খ্রী: অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম শান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই দেশটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে একটি 'ডোমিনিয়ন' হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে কমনওয়েলথ-এর অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। গভর্ণর জেনারেলই শাসনব্যবস্থার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। সরকার পরিচালিত হয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের মাধ্যমে। বর্তমান আইন পরিষদ (পার্লামেণ্ট) এক সভা-বিশিষ্ট—উহাতে ৮০ জন

নির্বাচিত সদস্য আছেন। পশুপালন ও ডেয়ারী ফার্মিং নিউজিল্যাণ্ডের আয়ের প্রধান উৎস।

নিকারাগুয়া: রাজধানী: মানাগুয়া। আয়তন: ৫৭,১৪৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১৫,০৬,৯০০। ভাষা: স্প্যানিশ, ইংরেজী। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: কোরদোবা।

মধ্য আমেরিকার বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহা স্পেনের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে নিকারাগুয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে; কিছুদিন পর্যন্ত ইহা রিপাব্লিক অব সেণ্ট্রাল আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে পূর্ণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (১৭ জন সদস্য) ও চেম্বার অব ডেপুটিজ (৪২ জন সদস্য)। ছয় বৎসরের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট এবং সিনেট ও চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

নেদারল্যাণ্ডস: রাজধানী: আমস্টার্ডাম (কিন্তু সরকারী দপ্তরসমূহ হেগ-এ অবস্থিত)। আয়তন: ১৩,০২৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,২২,০০,০০০। ভাষা: ড্যানিশ। ধর্ম: প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: গিল্ডার।

বেলজিয়ামের উত্তরে উত্তর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত নেদারল্যাণ্ডস্ পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতি রাষ্ট্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই দেশ নিম্ন। এই কারণে উচ্চ বাঁধ দিয়া সমুদ্রের প্লাবন হইতে দেশ রক্ষা করা হয়। নেদারল্যাণ্ডস্-এ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত। পার্লামেন্টের (স্টেটস্-জেনারেল-এর) দুইটি পরিষদ—ফার্স্ট চেম্বার (ইর্স্টে কামের): ৭৫ জন সদস্য; সেকেণ্ড চেম্বার (টুইদে কামের): ১৫০ জন সদস্য। সেকেণ্ড চেম্বারের সদস্যগণ প্রতি ৪ বৎসর অন্তর প্রাপ্তবয়স্কদের অবাধ ভোটে নির্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত পরামর্শদাতারূপে গঠিত ১৬ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কাউন্সিল অব স্টেট'-ও আছে। জাহাজ নির্মাণ-শিল্পে নেদারল্যাণ্ডস্-এর স্থান অতি উচ্চ।

নেপাল: রাজধানী: কাঠমাণ্ডু। আয়তন: প্রায় ৫৪,৬ মাইল। লোকসংখ্যা: ১,০০,০০,০০০। ভাষা: নেপালী। ধর্ম: হিন্দু ও বৌদ্ধ। মুদ্রা: টাকা।

হিমালয়ের বুকে অবস্থিত পৃথিবীর একমাত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম হিন্দু

রাষ্ট্র। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে রাণাবংশীয় অভিজাতগণ রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া এই ঐতিহ্য স্থাপন করেন যে, তাঁহারাই বংশানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হইবেন। ফলে রাজা নামেমাত্র দেশের শাসক থাকেন, কারণ প্রশাসনিক সকল ক্ষমতাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দে এক গণবিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারী রাণাতন্ত্রের অবসান হয়। নেপালের বর্তমান শাসক রাজা মহেন্দ্রের উদ্যোগে ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে নেপালে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত ও নেপালের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনে নেপালী কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করে। অকস্মাৎ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬০, রাজা মহেন্দ্র নেপালের সংবিধান ও পার্লামেণ্ট বাতিল করিয়া দেন এবং স্বহস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৈরালা ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ কারারুদ্ধ হন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের দাবীতে নেপালে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং বহুক্ষেত্রে সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর রাজা নূতন সংবিধান ঘোষণা করেন। ঐ সংবিধানে 'পঞ্চায়েত রাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী হইতে রাজা তাঁহার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিযুক্ত করেন। কৃষি ও বনভূমির উপরেই নেপালের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় ৮০ লক্ষ একর জমিতে চাষবাস হয়। প্রধান কৃষিদ্রব্য : ধান, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : চাউল, গম, কাঠ, গবাদি পশু, ঘি, পশম ও পাখী।

পর্তুগাল : রাজধানী : লিসবন। আয়তন : ৩৪,৮৩১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৯১,২৪,৫১৪। ভাষা : পর্তুগীজ, স্প্যানিশ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : এস্কুদো।

১১শ শতাব্দী হইতে দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০-২৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে পর্তুগালে ২৪ বার বিদ্রোহ ঘটে এবং শেষবার সামরিক বাহিনী চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বাতিল করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করে। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ সালাজারকে অর্থমন্ত্রীরূপে দেশের আর্থিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য আহ্বান জানান। অতঃপর সালাজার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন ; তিনি একাদিক্রমে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমান সংবিধান (প্রতি দশ বৎসর অন্তর পরিবর্তনযোগ্য) অনুসারে প্রেসিডেণ্ট প্রতি ৭ বৎসরের ভিত্তিতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন

পরিষদ) ও কর্পোরেট চেম্বার (পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত)-এর সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সদস্য-সংখ্যা ৩০। তাঁহারা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

পাকিস্তান : রাজধানী : রাওয়ালপিণ্ডি। আয়তন : ৩,৬৫,৯২৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : (১৯৬১) : ৯,৩৩,২০,৬১৩। ভাষা : (সরকারী) উর্দু ; বাংলা ও ইংরেজী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : টাকা।

ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তানের জন্ম। ভারতের ভূতপূর্ব সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাবের বৃহত্তর অংশ এবং কতিপয় দেশীয় রাজ্য লইয়া পশ্চিম-পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলা লইয়া পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে।

পানামা : রাজধানী : পানামা সিটি। আয়তন : ২৮,৫৭৬ বর্গমাইল (ক্যানাল-অঞ্চল বাদে)। লোকসংখ্যা : ১২,৪৩,৮৬০। ভাষা : (সরকারী) স্প্যানিশ, (প্রচলিত ভাষা—স্প্যানিশ ও ইংরেজী)। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : বাল্‌বোআ।

দক্ষিণ-আমেরিকার এই রাজ্যটি ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে কলম্বিয়ার সহিত যুক্ত হয় এবং যৌথভাবে 'ইউনাইটেড্ স্টেটস্ অব কলম্বিয়া' নাম গ্রহণ করে। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের ৩রা নভেম্বর পানামা বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পানামার বর্তমান সংবিধান বলবৎ হয় ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ১লা মার্চ। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন পরিষদ) এক সভাবিশিষ্ট। উহার সদস্যগণ (৫৩) প্রতি চার বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টও প্রত্যক্ষ নির্বাচনে চার বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রধান-সম্পদ : ফলমূল (কলা), ধান, ভুট্টা, কাঠ (মেহগ্‌নি) ও মাছ (১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে ৪৩,৩৫,৭৭৭ কিলোগ্রাম কুচো চিংড়ি রপ্তানি হয়)।

পারাগুয়ে : রাজধানী : আসুনসিঅন। আয়তন : ১,৫৭,০৪২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ২০,০০,০০০। ভাষা : স্প্যানিশ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : গুয়ারাণী।

দক্ষিণ-আমেরিকার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ; ১৫৩৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮১১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা স্পেনীয় উপনিবেশ ছিল। আইন-পরিষদের (অ্যাসেম্বলী অব ডেপুটিজ) সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন এবং প্রেসিডেন্ট-এর কার্যকাল পাঁচ বৎসর। প্রেসিডেন্ট সরকার গঠন করেন এবং সরকার কর্তৃক সিনেটরগণ (কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্যগণ) নিযুক্ত হন।

পেরু : রাজধানী : লিমা। আয়তন : ৪,৯৬,০৯৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১,০৩,৬৪,৬২০। ভাষা : (সরকারী) স্প্যানিশ (রেড্ইণ্ডিয়ানরা কুয়েচুয়া বা আইমারা ভাষায় কথা বলে)। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : সোল্।

দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ পেরু ১৮২১ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হয় যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে। বর্তমানে এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের আইন পরিষদ দুই সভাবিশিষ্ট—সিনেট (৫৩ জন সদস্য) ও চেম্বার অব্ ডেপুটিজ্ (১৮৪ জন সদস্য)। প্রেসিডেণ্ট ও আইন পরিষদের সদস্যরা ৬ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। প্রধান সম্পদ : কৃষিজ (গম, তুলা, আখ, কফি, ধান) ও খনিজ (সীসা, তামা, লোহা, রূপা, দস্তা ও পেট্রোলিয়াম) দ্রব্য।

পোল্যাণ্ড : রাজধানী : ওয়ারশ। আয়তন : ১,২০,৭৩৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৩,১০,০০,০০০। ভাষা : পোলিশ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : জুলোত্তিস্।

পূর্ব ইউরোপের অন্যতম স্বাধীন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। ১৪শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত পোল্যাণ্ড খুব শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু তাহার পরেই ইহার বিশেষ অবনতি ঘটে। ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড বিভক্ত হয় এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলি যথাক্রমে অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে পিলসুদস্কির নেতৃত্বে পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নাজীবাহিনী সর্বপ্রথম পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) এবং রাজধানী ওয়ারশ সমূলে ধ্বংস ও উহার অর্ধেকের অধিক অধিবাসীদের নিহত করে। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে সোভিয়েট বাহিনীর সাহায্যে পোল্যাণ্ড নিজ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের আইন পরিষদ দুই সভাবিশিষ্ট—সেম্ ও ন্যাশনাল কাউন্সিলস্। সেমের সদস্যগণ ৪ বৎসরের ভিত্তিতে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিলস্-এর সদস্যগণ ৩ বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা 'সেম'-এর হাতে। 'কাউন্সিল অব স্টেট' বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রধানদের লইয়া গঠিত। তাহার চেয়ারম্যানই রাষ্ট্র-প্রধান। প্রধান কৃষিদ্রব্য : গম, রাই, আলু, সরিষা। প্রধান শিল্প : কয়লা-শিল্প। এখানে পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে।

ফরমোসা : (তাইওয়ান) : রাজধানী : তাইপে। আয়তন : ১৩,৮৯০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : ১,১৩,৭৫,০৮৫। ভাষা : চীনা। মুদ্রা : ডলার (তাইওয়ান)।

মূল চীন ভূখণ্ড হইতে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ বর্তমানে কুওমিন্টাং-পন্থী (জাতীয়তাবাদী) চীনাদের অধিকারে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। দেশ-শাসন ব্যবস্থা পাঁচটি 'য়ুয়ান'-এ (বিভাগে) বিভক্ত—(১) এক্সিকিউটিভ; (২) লেজিসলেটিভ; (৩) জুডিসিয়াল, (৪) একজামিনেশন; ও (৫) কন্ট্রোল। প্রত্যেক বিভাগের শীর্ষদেশে আছেন এক একজন প্রেসিডেন্ট, তাঁহাদের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রী। লেজিসলেটিভ য়ুয়ান ৭৭৩ জন নির্বাচিত (জনসাধারণের ভোটে) সদস্যদ্বারা গঠিত। এক্সিকিউটিভ য়ুয়ানকেই মুখ্যত মন্ত্রিপরিষদ বলা যাইতে পারে। কুওমিন্টাং, ইয়ং চায়না পার্টি ও ডেমোক্রাটিক সোস্থালিস্ট পার্টি প্রভৃতি রাষ্ট্রের উল্লেখ্য রাজনৈতিক দল। কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যে ফরমোসা বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রধান কৃষিদ্রব্য আখ, ধান ও রাঙা আলু। প্রধান শিল্প: কয়লা ও সিমেন্ট।

ফিনল্যাণ্ড: রাজধানী: হেলসিঙ্কি। আয়তন: ১,৩০,১৬৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৪৫,৮০,১৯৫। ভাষা: সুইডিশ ও ফিনিশ। ধর্ম: খ্রীষ্ট (লুথেরান চার্চ)। মুদ্রা: মার্কা।

বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। ১১৫৪-১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা সুইডেনের অংশ ছিল। অতঃপর রাশিয়ার অধীনে স্বয়ংশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। রুশ বিপ্লবের পরে ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া ১৬,১৭০ বর্গমাইল ভূমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। পার্লামেন্টের (ডায়েট-এর) মোট ২০০ জন সদস্য প্রতি চার বৎসর অন্তর গোপন ভোটদান প্রথায় নির্বাচিত হন।

ফিলিপাইনস্: রাজধানী: ম্যানিলা। আয়তন: ১,১৫,৭০৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৩,২৩,৪৫,০০০। ভাষা: ইংরেজী। ধর্ম: খ্রীষ্ট (রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট) ও ইসলাম। মুদ্রা: পেসো।

প্রশান্ত মহাসাগর ও চীন সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত ৭,০৮৩টি দ্বীপ লইয়া গঠিত একটি বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা স্পেনের শাসনাধীন ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে ফিলিপাইনস্ মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা লাভ করিয়া ফিলিপাইনস্ একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্ট চার বৎসরের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আইন-পরিষদ দুই সভাবিশিষ্ট—সিনেট (২৪ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ (১০১ জন সদস্য)।

ফ্রান্স ঃ রাজধানী ঃ প্যারিস। আয়তন ঃ ২,১২,৯১৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬৩) ঃ ৪,৭৮,০০,০০০। ভাষা ঃ ফরাসী। ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা ঃ ফ্রাঙ্ক।

ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯-৯৩) ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু নেপোলিয়নের অভ্যুদয় (১৮০৪-১৪) হওয়ায় আবার রাজতন্ত্রের পত্তন হয় (১৮১৪-৪৮)। অতঃপর দ্বিতীয় রিপাবলিকের পত্তন হয় (১৮৪৮-৫২) এবং তৃতীয় রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজী বাহিনী ফ্রান্স অধিকার করে। যুদ্ধান্তে ফ্রান্স পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিলে চতুর্থ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে জেনারেল দ্য গলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া ফ্রান্সের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। উক্ত সংবিধানে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক শাখা গঠনের নির্দেশ রহিয়াছে, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হইবেন উহার প্রধান। ইলেকটোরাল কলেজ কর্তৃক প্রেসিডেন্ট ৭ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। প্রেসিডেন্ট আইনসভা বাতিল ও নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। তিনি কোন বিশেষ প্রসঙ্গে গণভোট-এর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং আপৎকালে চরম ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রধানমন্ত্রী ও কতিপয় অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের লইয়া গঠিত একটি 'একজিকিউটিভ কাউন্সিল' প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করিবে। পার্লামেন্ট গঠিত হইবে 'ন্যাশনাল এসেমব্লি' ও 'সিনেট' লইয়া। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিপুল ভোটাধিক্যে উক্ত সংবিধান গৃহীত হওয়ার ফলে ফ্রান্সে চতুর্থ রিপাবলিক-এর অবসান ঘটিয়া পঞ্চম রিপাবলিক প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রান্সের বহু উপনিবেশ ও অধিকৃত অঞ্চল রহিয়াছে। শিল্পসম্পদে ফ্রান্স পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্র। আণবিক গবেষণা ও মহাকাশ গবেষণায় ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। ১৯৬৬ সালে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করিয়াছে। প্রধান কৃষিদ্রব্য ঃ গম, আলু, ওট, যব, রাই, জোয়ার, সরিষা। প্রধান খনিজদ্রব্য ঃ লোহা, কয়লা, বক্সাইট। প্রধান শিল্পদ্রব্য ঃ মেকানিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি এবং সূতী ও রেশম বস্ত্রাদি।

বলিভিয়া ঃ রাজধানী ঃ সুক্রে। সরকারী দপ্তর সমূহ লাপাজ-এ অবস্থিত। আয়তন ঃ ৪,২৪,১৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ৩৬,৩৮,০০০। ভাষা ঃ স্প্যানিশ। ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা ঃ বলিভিয়ানো।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (স্বাধীনতা লাভ ঃ ১৮২৫

খ্রীঃ অঃ)। এই রাষ্ট্রের সর্বশেষ তথা ১৪শ সংশোধিত সংবিধান বলবৎ হইয়াছে ১৯৬১ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে। শাসনতান্ত্রিক সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের উপর ন্যস্ত। প্রতি চার বৎসর অন্তর তিনি নির্বাচিত হন। 'সিনেট' এবং 'চেম্বার অব ডেপুটিজ' এই দুই প্রতিনিধিমূলক সভাবিশিষ্ট 'কংগ্রেস' (বা আইন-পরিষদ) আছে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বিশ্বে টিন উৎপাদনে বলিভিয়ার স্থান তৃতীয়।

বুলগেরিয়াঃ রাজধানী ঃ সোফিয়া। আয়তন ঃ ৪২,৮১৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ৮৩,৩৪,০০০। ভাষা ঃ শ্লাভ ও তুর্কী। ধর্ম ঃ খ্রীষ্ট (ইস্টার্ণ অর্থডক্স চার্চ)। মুদ্রা ঃ লেভ্।

কৃষ্ণসমুদ্রের পশ্চিম তীরে রুমানিয়া ও গ্রীসের মধ্যে অবস্থিত অন্যতম কম্যুনিষ্টপন্থী রাষ্ট্র। পূর্বে ইহা তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে বার্লিন চুক্তি অনুসারে উক্ত সাম্রাজ্যের অধীনে অন্যতম স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। ফলে, ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যের বহু অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে এই রাষ্ট্রটিতে বহু রাজনৈতিক অশান্তি ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বুলগেরিয়া জার্মান বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দে জার্মান বাহিনী চলিয়া গেলে বুলগেরিয়াতে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে গণভোটের ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। আইন-পরিষদ এক সভাবিশিষ্ট। সদস্যগণ চার বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রের শীর্ষদেশে আছে 'প্রেসিডিয়াম—রাষ্ট্র-প্রধানই তাহার সভাপতি। কৃষিপ্রধান দেশ। প্রধান কৃষিজাতদ্রব্য—গম, তূলা। বনজ সম্পদ ঃ ওক কাঠ।

বেলজিয়ামঃ রাজধানী ঃ ব্রুসেলস্। আয়তন ঃ ১১,৭৭৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ঃ ৯৮,২৮,১০০। ভাষা ঃ ফরাসী ও ফ্লেমিশ। ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা ঃ ফ্রাঁ।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং নিয়মিতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বেলজিয়াম জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হইয়াছিল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড তাঁহার ২১ বৎসর বয়স্ক পুত্রের পক্ষে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি রাজা প্রথম বদ্যুইন নামে পরিচিত হন। দেশের বিধানিক ক্ষমতা রাজা, সিনেট ও চেম্বার অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্-এর উপরে ন্যস্ত। সিনেটের সদস্যসংখ্যা

১৭৫ ; চেম্বার অব ডেপুটিজের সদস্যসংখ্যা ২১২। তাঁহারা ৪ বৎসরের ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন। বেলজিয়াম বিশেষভাবে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। প্রধান শিল্পদ্রব্য : কয়লা, ইস্পাত, ধাতবদ্রব্য, সূতী ও রেশম বস্ত্র, কাগজ. পেট্রোলিয়াম এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি। বেলজিয়ামের 'এন্টোয়ার্প' পৃথিবীর ৪র্থ বৃহত্তম বন্দর এবং হীরা ব্যবসায়ের বৃহত্তম কেন্দ্র।

ব্রহ্মদেশ : রাজধানী : রেঙ্গুন। আয়তন : ২,৬১,৭৮৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ২,৪৭,৩২,০০০। ভাষা : বর্মী। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : কিআৎ।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশ একটি বিশেষ শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু কুবলাই খাঁর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইহার সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তীকালে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে ও ভারতের সহিত যুক্ত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নূতন ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হইলে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দ হইতে কিছুকাল ইহা জাপানী সৈন্যের অধিকারে ছিল। ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দে ২রা মার্চ ব্রহ্মের প্রধান-সেনাপতি জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী দেশের শাসন-ক্ষমতা অধিকার করে। সেই সময়, তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীসহ বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে দেশে সামরিক নেতৃত্বেই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে। ব্রহ্মের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক। প্রধান কৃষিদ্রব্য : ধান, চীনাবাদাম, তুলা, ডাল, আখ, তামাক, জোয়ার ও গম। বনসম্পদেও ব্রহ্মদেশ বিশেষ সমৃদ্ধ। ব্রহ্মদেশের সেগুন কাঠ বিশ্ববিখ্যাত।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (U. K.) : রাজধানী : লণ্ডন। আয়তন : ৮৯,০৩৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৫,২৮,৭২,৭০৮। ভাষা : ইংরেজী। ধর্ম : খ্রীষ্ট (প্রোটেস্ট্যান্ট, রোমান ক্যাথলিক ও এপিস্কোপাল। মুদ্রা : পাউণ্ড।

ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড, ম্যান দ্বীপ, চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য বা 'ইউনাইটেড কিংডম অব্ গ্রেট্ ব্রিটেন অ্যাণ্ড নর্দার্ন আয়ার্ল্যাণ্ড' গঠিত। ইহা ইউরোপের মূল ভূখণ্ড হইতে ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। একমাত্র উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ব্যতীত যুক্তরাজ্যের অন্য কোন অঙ্গরাজ্যই স্বায়ত্তশাসিত নহে। তবে স্কটল্যাণ্ডের আইনব্যবস্থা কিছুটা স্বতন্ত্র। 'হাউস অব কমন্স' ও 'হাউস অব লর্ডস্' এই দুইটি পরিষদ লইয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত। কোন বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হইলেও রাণীর অনুমোদন ব্যতীত আইনে পরিণত হয়

না। রাণী ইচ্ছা করিলে যে কোন বিল 'ভিটো' প্রয়োগ করিয়া নাকচ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি কদাচ আপন 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। মন্ত্রিপরিষদে কমন্সসভা ও লর্ডসভার সদস্যগণ থাকিতে পারেন। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদল বিপুলভাবে জয়ী হইয়া সরকার গঠন করিয়াছে। ১৯৬৭ সালের ১৯শে নভেম্বর ব্রিটিশ মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। ১ পাউণ্ড=১৮ টাকা হইয়াছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ। খনিজ সম্পদেও এই রাষ্ট্র বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

ব্রেজিল: রাজধানী: ব্রাসিলিয়া (রিও-ডি-জিনরিও)। আয়তন: ৩২,৮৬,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৭,৯৮,৩৭,০০০। ভাষা: পর্তুগীজ। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: ক্রুজেইরো।

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম রাষ্ট্র। অধিবাসীদের মধ্যে ১০ শতাংশ কৃষ্ণকায়, ২৭ শতাংশ বাদামী এবং অবশিষ্টাংশ শ্বেতকায়। ব্রেজিল পূর্বে পর্তুগীজ শাসনাধীনে ছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা পর্তুগীজ সম্রাটকে বিতাড়িত করিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে ২৮টি অঙ্গরাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ব্রেজিল বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক কফি উৎপাদনকারী দেশ। 'ফেডারেল সিনেট' ও 'চেম্বার অব ডেপুটিজ' এই দুইটি পরিষদ লইয়া রাষ্ট্রের আইন-পরিষদ্ গঠিত। ব্রেজিল কৃষিপ্রধান দেশ। কফি ব্যতীত প্রধান কৃষিদ্রব্য: চাল, জোয়ার, তূলা, গম, আলু, কলা, কোকো, পেঁয়াজ। বনসম্পদেও ব্রেজিল সমৃদ্ধ। প্রধান খনিজদ্রব্য: লৌহ, কোয়ার্টজ, অভ্র।

উত্তর-ভিয়েৎনাম (ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিক অব্ ভিয়েৎনাম): রাজধানী: হ্যানয়। আয়তন: ৬৩,৩৪৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,৬০,০০,০০০। ভাষা: ভিয়েৎনামীজ ও ফরাসী। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: ডং ভিয়েৎ।

ভূতপূর্ব ইন্দোচীন রাষ্ট্রের অন্যতম দেশ ভিয়েৎনাম রাজনৈতিক কারণে আজ দ্বিধা-বিভক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ভিয়েৎনাম সম্মিলিতভাবে ফরাসীদের অধিকারে ছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা ইন্দোচীন অধিকার করিলে 'ভিয়েৎমিন' দল দেশের অভ্যন্তরে এক দুর্জয় প্রতিরোধ বাহিনী গড়িয়া তোলে। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে ডঃ হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফরাসী-সরকার লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনাম লইয়া যে 'ইন্দোচীন ফেডারেশন' গঠনের চেষ্টা করেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে ভিয়েৎনাম মুক্তিবাহিনী ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া হ্যানয় আক্রমণ করে এবং ৮ বৎসর ধরিয়া বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ চলে। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে

দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে ফরাসীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে, ফরাসী সরকার জেনেভায় ভিয়েৎমিন নেতাদের সহিত এক শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু বৈদেশিক শক্তির চাপে দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের নেতারা চুক্তি স্বাক্ষর না করায় এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সময় ১৭শ অক্ষরেখা বরাবর ভিয়েৎনামকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া, উত্তর-ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম এই দুইটি অঞ্চলে পৃথক্ করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে এই বিভাগ রদ করিয়া পুনর্মিলিত অখণ্ড ভিয়েৎনামের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইতে পারে নাই। উত্তর-ভিয়েৎনাম 'ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিক অব্ ভিয়েৎনাম' নামে পরিচিত। উহা কম্যুনিষ্টপন্থী স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ইহার সংবিধান সোভিয়েট-রাশিয়ার সংবিধান অনুসারী (১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে সংশোধিত)। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন-পরিষদ) সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট। ইহার সদস্যগণ (৩৬২) সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন এবং তাঁহাদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন পাঁচ বৎসরের ভিত্তিতে। কৃষি সম্পদ: ধান, চা, কফি। বনজ-সম্পদ: রবার। খনিজ-সম্পদ: কয়লা।

দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম (রিপাব্লিক অব্ ভিয়েৎনাম): রাজধানী: সাইগন। আয়তন: ৬৬,২৬৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,৫০,০০,০০০। ভাষা: ভিয়েৎনামীজ ও ফরাসী। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: ভিয়েৎনাম ডলার।

দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম ইন্দোচীনের কোচীন-চীন ও আন্নামের দক্ষিণাংশ লইয়া গঠিত। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে অক্টোবর গৃহীত সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। একসভা-বিশিষ্ট ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সদস্য সংখ্যা—১২৩। দক্ষিণ-ভিয়েৎনানের উপর দিয়া ১৯৬৩ সালে দুইবার রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় বহিয়া যায়। প্রেসিডেন্ট নো দিন এম. দীর্ঘকাল যাবৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন মার্কিণ কর্তৃপক্ষের একান্ত বিশ্বাসভাজন। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাকে মুক্তহস্তে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দান করিতেছিল। প্রেসিডেন্ট নো দিন এম ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাঁহার বৌদ্ধ নির্যাতন নীতির প্রতিবাদে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া দেশময় প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এই অবস্থায় ২রা নবেম্বর, ১৯৬৩, জেনারেল ডুয়ং ভ্যান মিনের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট নো দিন এম ও তাঁহার ভাই নু নিহত হন। এই ঘটনার প্রায় ৩ মাস পরে

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬৪, দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে আবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ও জেনারেল নগুয়েন খাঁ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করেন। প্রধান কৃষিসম্পদ : ধান, আখ, কফি, চা। বনজ-সম্পদ : রবার ও কাঠ।

ভুটান : রাজধানী : পুনাখা (শীতকালীন), তাশি-চো-জং (গ্রীষ্মকালীন)। আয়তন : প্রায় ৮,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : প্রায় ৭ লক্ষ। ভাষা : ভুটানী। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : ভারতীয় টাকা।

হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্র। একটি বিশেষ সন্ধির মাধ্যমে ইহার পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয় ভারত সরকার কর্তৃক (১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দের ৮ই আগস্ট সম্পাদিত চুক্তিবলে)। ভারত-সরকার ভূটান সরকারকে বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা ভাতা দিয়া থাকেন এবং তাহার অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। ভূটানে হাতী ও টাটু ঘোড়ার যেমন প্রাচুর্য্য, তেমনি উহার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, ভূট্টা ও যবেরই প্রাধান্য। বনভূমি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ভালো জাতের কাঠ উৎপাদিত হয়। ভূটানের মহারাজাই ভূটানের সর্বময় শাসনকর্তা।

ভেনিজুয়েলা : রাজধানী : কারাকাস। আয়তন : ৩,৫২,১৪৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৮৭,৭২,২১২। ভাষা : স্প্যানিশ ও ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : বলিভার।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তীয় স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ইহা ১৮২১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত যুক্ত ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কনফেডারেশন হইতে বাহির হইয়া ভেনিজুয়েলা স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় যে গণ-অভ্যুত্থান হয় তাহাতে তদানীন্তন সামরিক একনায়কত্বের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের সংবিধান অনুসারে পাঁচ বৎসরের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ; সিনেট ও চেম্বার অব ডেপুটিজ লইয়া দেশের আইন পরিষদ গঠিত।

ভ্যাটিকান সিটি : রাজধানী : ভ্যাটিকান সিটি। আয়তন : ১০৮.৭ একর। লোকসংখ্যা : প্রায় ১০০০। ভাষা : ইতালী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : লীরা।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তি অনুসারে ইতালীর রাজধানী রোম শহরের কেন্দ্রবর্তী ১০৮'৭ একর পরিমিত স্থানে এক স্বাধীন-সার্বভৌম পোপ-শাসিত ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পোপই সর্বময় শাসনকর্তা। তাঁহার অধীনে একজন গভর্ণর পোপ-নির্দেশিত শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করেন। এই রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট বা কোন রাজনৈতিক দল নাই। প্রধান দ্রষ্টব্যস্থল : পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা 'সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা', ভ্যাটিকান প্রাসাদ ও পোপের সরকারী বাসভবন।

মঙ্গোলিয়া : রাজধানী : উলান বাতোর। আয়তন : ৬,০৪,০৯৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১০,৪৪,৯০০। ভাষা : মঙ্গোলিয়ান, চীনা ও রাশিয়ান। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : টাগরিক।

১৬৯১ খ্রীঃ অব্দে মঙ্গোলিয়া মাঞ্চুরিয়া রাজাদের অধিকারভুক্ত হয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিলেও, ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে তাহা চীনা সামরিক বাহিনীর আক্রমণে ব্যাহত হয়। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে বহিঃশত্রুদের সশস্ত্র সংগ্রামে পরাজিত করিয়া মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দে নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মঙ্গোলিয়ান পীপলস্ রিপাব্লিক'। এই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্য সকল দিক চীনের ভূখণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মস্কোতে অনুষ্ঠিত এক চুক্তির দ্বারা রাশিয়া ও চীন 'মঙ্গোলিয়ান পীপলস রিপাব্লিক্'-এর পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

মরক্কো : রাজধানী : রাবাত। আয়তন : ১,৭১,৩০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১,৩৩,২০,০০০। ভাষা : আরবি (সরকারী), ফরাসী ও স্প্যানিশ। মুদ্রা : ডিহাম্।

১৯১২-৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মরক্কো দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ ছিল ফরাসীদের অধিকারে, অন্যভাগ স্পেনীয়দের। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে মরক্কো বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভ করে এবং সুলতানী-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সংবিধান চালু হয় ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর। সুলতান এখন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। দুই সভা বিশিষ্ট আইন পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে—হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভস (জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত) ও হাউস অব কাউন্সিলরস্ (স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত)। প্রধান-কৃষিদ্রব্য (গম ও যব); কাঠ, খনিজ-দ্রব্য (ফসফেট, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ); মাছ।

মরিটানিয়া (ইসলামিক রিপাব্লিক অব্ মরিটানিয়া)। রাজধানী নউআকৃথং। আয়তন : ৪,১৮,৮১০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৭,৮০,০০০। ভাষা : ফরাসী ও আরবি। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

পূর্বতন ফরাসী দক্ষিণ-আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে স্বয়ং শাসনের অধিকার লাভ করে। ৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে নভেম্বর ইহার স্বাধীনতা ঘোষিত হইলেও উহা কার্যকরী হয় ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে। মরিটানিয়া 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র সহিত পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য চুক্তিবদ্ধ। তাম্র ও লৌহপিণ্ডে এই দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ। দেশের আইন পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী) এক সভা বিশিষ্ট। সদস্য-সংখ্যা—৩৪। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তাঁহারা নির্বাচিত হন।

মরিশাস : ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ। এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে পর্তুগীজরা। ১৭৬০ সালে ফরাসীরা এবং পরে ১৮১০ সালে ইংরেজরা দ্বীপটি দখল করে। ১৮১৪ সালে 'ট্রিটি অব প্যারিসে'র শর্ত অনুযায়ী মরিশাস আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৮ সালের ১২ মার্চ এই দ্বীপটি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

দ্বীপটির আয়তন ৭২০ বর্গমাইল। ইহার জনসংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। রাজধানী : পোর্টলুই। এই জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ ভাগ ভারতীয় বংশোদ্ভূত। বর্তমানে এখানকার ক্ষমতাশীল দল হইল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি। প্রধানমন্ত্রীর নাম ডঃ শিউসাগর রামগোলাম।

মালয়েশিয়া ফেডারেশন : রাজধানী : কুয়ালালামপুর। আয়তন : ১,৩০,৪০৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ১,০২,১৫,০০০।

১৯৫৭ সালের ৩১শে আগস্ট 'মালয় ফেডারেশন' স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্মলাভ করে। অতঃপর বৃটিশ সরকার ও মালয় ফেডারেশনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ মালয় ফেডারেশনের আয়তন প্রসারিত করিয়া 'মালয়েশিয়া ফেডারেশন' গঠিত হয়। মালয়, সিঙ্গাপুর, সাবা (ব্রিটিশ উত্তর বোর্ণিও) এবং সারওয়াক উহাতে যোগদান করে। ব্রুনী শেষ মুহূর্তে মালয়েশিয়ায় যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। দুই বৎসর পরে (৯ই আগস্ট ১৯৬৫) সিঙ্গাপুরও মালয়েশিয়া ফেডারেশন ত্যাগ করে। 'মালয়েশিয়া' নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। 'সিনেট' (৫০ জন সদস্য) ও 'প্রতিনিধি পরিষদ' (১৫৯ জন সদস্য) লইয়া ইহার পার্লামেণ্ট গঠিত। বিশ্বে টিন উৎপাদনে মালয়েশিয়ার স্থান প্রথম। এখানে প্রচুর রবার উৎপন্ন হয়।

মালাগাসি রিপাব্লিকঃ রাজধানীঃ টানানারিভ্। আয়তনঃ ২,২৯,৯৭৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২)ঃ ৬০,১৬,০০০। ভাষাঃ ফরাসী। ধর্মঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রাঃ ফ্রাঙ্ক।

আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হইতে ১৪০ মাইল দূরবর্তী এই দ্বীপটী (পূর্বের নাম মাদাগাস্কার) পৃথিবীর মধ্যে ৫ম বৃহত্তম দ্বীপ। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে ফরাসীরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে জুন ইহা 'মালাগাসি রিপাবলিক' নামে একটি পূর্ণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইহা 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য দেশ। দেশের আইন-পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—(১) ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (১০৭) ও (২) সিনেট (৫৪)।

মালিঃ রাজধানীঃ বামাকো। আয়তনঃ ৪,৬৪,৭৫২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যাঃ ৪৩,৯৪,০০০। ভাষাঃ ফরাসী। ধর্মঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রাঃ ফ্রাঙ্ক।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ২০শে জুন 'সুদানীজ রিপাবলিক' নামে স্বাধীনতা লাভ করে এবং 'সেনেগল্ রিপাব্লিক'-এর সহিত যুক্ত হইয়া 'মালি ফেডারেশন' গঠন করে। পরে 'সেনেগল্' বিচ্ছিন্ন হইলে, নাম পরিবর্তন করিয়া ইহা 'রিপাবলিক অব মালি'-তে পরিণত হয়। পার্লামেন্টের সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন। দেশের আইন পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী) এক সভাবিশিষ্ট। উহার সদস্য-সংখ্যা—৭০ জন। মালি 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। কৃষিজ দ্রব্যঃ ভুট্টা, ধান, চীনাবাদাম, তুলা।

মেক্সিকোঃ রাজধানীঃ মেক্সিকো সিটি। আয়তনঃ ৭,৬০,৩৭০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যাঃ ৩,৯৬,৪২,৭০০। ভাষাঃ স্প্যানিশ। ধর্মঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রাঃ পেসো।

উত্তর আমেরিকার এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রটি ১৫২১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮২০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত স্পেন-সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ ছিল। অধিবাসীদের অধিকাংশই উপনিবেশকারী স্পেনীস ও স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের বংশধর। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি মেক্সিকোর প্রথম ফেডারেল রিপাবলিক সংবিধান গৃহীত হয়। ছয় বৎসরের মেয়াদে সার্বজনীন ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আইন-পরিষদ (কংগ্রেস) দুই সভায় বিভক্ত—সিনেট (৬০ জন সদস্য) ও চেম্বার অব ডেপুটিজ (১৬২ জন সদস্য)। ২৯টি অঙ্গরাজ্য লইয়া মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

মোনোকো : রাজধানী : মোনোকোভিল্। আয়তন : ৩৬৮ একর। লোকসংখ্যা ২২,০০০। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

ভূমধ্যসাগরের তীরে ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত রাজতন্ত্রী দেশ। শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় একটি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক। আইন পরিষদ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) ন্যাশনাল কাউন্সিল ও (২) কমিউনাল কাউন্সিল। ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের ১৮ জন সদস্য চার বৎসরের ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন। সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন দেশ। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) : রাজধানী : ওয়াশিংটন। আয়তন : ৩৬,১৫,২১১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১৯,৩৮,৭৬,০০০। ভাষা : ইংরাজী। ধর্ম : খ্রীষ্ট (প্রোটেস্টাণ্ট, রোম্যান ক্যাথলিক) ও ইহুদী। মুদ্রা : ডলার।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয় তখন মাত্র ১৩টি রাজ্য ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহের সংখ্যা ৫০টি। অঙ্গরাজ্যসমূহ ছাড়া 'কলাম্বিয়া জেলা' এই অঞ্চলটিও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। রাজ্যগুলির নাম নীচে দেওয়া হইল :—

১। আলবামা, ২। আরিজোনা, ৩। আরাকানসাস্, ৪। কালিফোর্ণিয়া, ৫। কলোরাডো, ৬। কানেকটিকাট, ৭। ডেলাওয়ার, ৮। ফ্লোরিডা, ৯। জর্জিয়া ১০। ইডাহো, ১১। ইলিনিয়স, ১২। ইণ্ডিয়ানা, ১৩। আইওয়া ১৪। কান্সাস, ১৫। কেন্টাকি, ১৬। লুইসিয়ানা, ১৭। মেইন, ১৮। মেরিল্যাণ্ড, ১৯। ম্যাসাচুসেটস, ২০। মিচিগান, ২১। মিনেসোটা, ২২। মিসিসিপি, ২৩। মিসৌরী, ২৪। মণ্টনা, ২৫। নেব্রাস্কা, ২৬। নেভাডা, ২৭। নিউহ্যাম্পসায়ার, ২৮। নিউ জার্সি, ২৯। নিউ মেক্সিকো, ৩০। নিউইয়র্ক ৩১। নর্থ ক্যারোলিনা, ৩২। নর্থ ডাকোটা, ৩৩। ওহিও, ৩৪। ওকলাহামা, ৩৫। ওরগন্, ৩৬। পেনসিলভেনিয়া, ৩৭। রোডস দ্বীপ, ৩৮। সাউথ ক্যারোলিনা, ২৯। সাউথ ডাকোটা, ৪০। টেন্নেসী, ৪১। টেক্সাস, ৪২। উটাহ, ৪৩। ভারমণ্ট, ৪৪। ভার্জিনিয়া, ৪৫। ওয়াশিংটন, ৪৬। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ৪৭। উইসকন্সিন, ৪৮। উইয়োমিং, ৪৯। আলাস্কা, ৫০। হাওয়াই।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন-পরিষদের নাম কংগ্রেস, উহা সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। সিনেটের সদস্য সংখ্যা

১০০। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্-এর সদস্য সংখ্যা—৪৩৭। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তিনিই স্বয়ং মন্ত্রিমণ্ডলী নির্বাচন করেন। প্রেসিডেন্ট নিজে কিংবা মন্ত্রিমণ্ডলীর কেহই কংগ্রেসের নিকট দায়ী নহেন। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটিক—এই দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল। ১৯৬৯ সালে রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড এম. নিক্সন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। আণবিক গবেষণা ও মহাকাশ বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর সাফল্য বিশ্ববিদিত।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (মিশর)ঃ রাজধানীঃ কায়রো। আয়তনঃ ৩,৮৬,১৯৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যাঃ ২,৮৩,৫৯,০০০। ভাষাঃ আরবি ও ইংরেজী। ধর্মঃ ইসলাম। মুদ্রাঃ মিশরীয় পাউণ্ড।

তুর্কী সার্বভৌমত্বের অধীনে মিশর ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একটি অর্ধস্বাধীন রাজ্য ছিল। রাজপ্রতিনিধি 'খেদিব'-এর পদ ছিল বংশানুক্রমিক। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ সৈন্য মিশর অধিকার করে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে খেদিব বিতাড়িত হন ও মিশর একটি ব্রিটিশ রক্ষণাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ সমর্থক সুলতান ফুয়াদকে মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন মিশরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বটে কিন্তু সুয়েজখাল অঞ্চলে সৈন্য রাখা এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দকে নৌ-ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের অধিকার পরিত্যাগ করে না। ১৯৫২ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে রাজা ফারুক পদত্যাগ করেন ও মহম্মদ নেগিব প্রেসিডেন্ট হন (১৯৫২-৫৪)। নেগিবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে গামেল আবদেল নাসের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সহিত তাহার সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে বিরোধের মীমাংসা হয়। মিশরের আইন পরিষদ্ 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী' নামে অভিহিত। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে 'মিশর', 'সিরিয়া' ও 'ইয়েমেন' যুক্ত হইয়া 'সংযুক্ত আরব-প্রজাতন্ত্র' নামক রাষ্ট্র গঠন করে। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরিয়া সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ বৎসর ২৬শে ডিসেম্বর মিশর ইয়েমেনের সহিতও তাহার সংযুক্তি ছিন্ন করে। তদবধি মিশর একাই 'সংযুক্ত আরব-প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত হইতেছে। মিশরের একটি বিস্তৃত অঞ্চল মরুভূমি।

যুগোশ্লাভিয়া : রাজধানী : বেলগ্রেড। আয়তন : ৯৮,৭২৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১,৯২,৭৯,০০০। ভাষা : 'শ্লাভ'। ধর্ম : সার্বিয়ান অর্থডক্স, রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : দিনার।

সার্বিয়া, ক্রোশিয়া, শ্লোভানিয়া, মন্টিনিগ্রো, বোসনিয়া ও হার্সিগোভিনা এবং ম্যাসিডোনিয়া এই কয়েকটি অঙ্গ-রাজ্য লইয়া 'ফেডারেল পীপলস্ রিপাব্লিক অব যুগোশ্লাভিয়া' গঠিত। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দে রাজা আলেকজাণ্ডার নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ পল নাবালক রাজা পীটারের পক্ষে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান-বাহিনী যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিলে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে বিরাট প্রতিরোধ বাহিনী গড়িয়া উঠে। ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দে বেলগ্রেড মুক্ত করার পর 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং রাজা পিটার সিংহাসনচ্যুত হন। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে মার্শাল টিটো কম্যুনিষ্টপন্থী যুগোশ্লাভিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। দেশের আইন-পরিষদের নাম—'ফেডারেল পীপলস্ অ্যাসেম্বলী'। ইহা দুই সভাবিশিষ্ট—'ফেডারেল কাউন্সিল' (৩১৭ জন সদস্য) ও 'কাউন্সিল অব প্রোডিউসার্স' (২১৬ জন সদস্য)। সরকার পরিচালিত হয় ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মাধ্যমে (৩৯ জন সদস্য)। প্রেসিডেন্ট ইহার সভাপতি।

রুমানিয়া : রাজধানী : বুখারেষ্ট। আয়তন : ৯১,৬৭১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১,৮৯,৮০,০০০। ভাষা : রুমানিয়ান, জার্মান। ধর্ম : গ্রীক অর্থডক্স চার্চ। মুদ্রা : লেউ।

১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে বার্লিন চুক্তির ফলে ইহা স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪০ খ্রীঃ অব্দে রাশিয়া রুমানিয়ার বেসারভিয়া ও উত্তর বুকোভিনা দাবী করিলে তাহাকে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বুলগেরিয়াকে দেব্রুডজা প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে রুশ বাহিনী রুমানিয়ায় উপস্থিত হইলে একটি 'কোয়ালিশন সরকার' গঠিত হয়। রাজা মাইকেল পদত্যাগ করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে ডিসেম্বর 'রুমানিয়ান পীপলস্ রিপাবলিক' নামে রুমানিয়া এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্ত্তমানে ইহা একটি পুরাপুরি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। আইনপরিষদের নাম—গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী। ইহার সদস্যগণ (বর্ত্তমানে ৪৬৫) ৪ বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। রুমানিয়া অতিশয় শিল্পোন্নত দেশ। সর্বপ্রধান সম্পদ : খনিজ তৈল। অন্যান্য খনিজ দ্রব্য : কয়লা ও লোহা।

লাওস : রাজধানী : ভিয়েন্টিয়েন। আয়তন : ৮৮,৭৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৩০,০০,০০০। ভাষা : ক্মের ও ফরাসী। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : কিপ্।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত পূর্বতন ফরাসী ইন্দোচীনের অন্যতম রাষ্ট্র। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে লাওস ফরাসী-আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা এই দেশ অধিকার করিয়া লয়। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই এপ্রিল জাপানীরা লাওসের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং প্রথম স্বাধীন লাওস-সরকার গঠিত হয় তাহাদের রক্ষণাধীনে। চার মাসের মধ্যেই আবার (জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর) ফরাসীরা লাওস অধিকার করে। ইতিমধ্যে দেশে এক অন্তর্বিপ্লব ঘটে। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে সম্পাদিত এক সন্ধি অনুযায়ী লাওস 'ফ্রেঞ্চ ইউনিয়ন'-এর মধ্যে এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ৯ই আগষ্ট ক্যাপ্টেন কংলের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং যুবরাজ সৌভন্না ফউমা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ডিসেম্বর মাসে আবার জেনারেল ফউমার নেতৃত্বে এক সামরিক বাহিনী রাজধানী ভিয়েন্টিয়েন অধিকার করিয়া লয়। তাহার ফলে সৌভন্না ফউমাকে দেশত্যাগ করিতে হয়। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে সৌভন্না ফউমা দেশে ফিরিয়া আসেন এবং প্রধান রাজনীতিক দল পাথেট লাও-এর সমর্থনে জিয়েৎ খউয়াং-এ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে দেশের অন্য অংশের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে ব্রিটিশ ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটে। প্যারিসে তিন যুবরাজের মধ্যে আলোচনার পর ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জুন এক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

লিবিয়া : রাজধানী : বেন্‌গাজী ও ত্রিপোলী। আয়তন : ৬,৭৯,৩৫৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১৫,৬৪,৩৬৯। ভাষা : (সরকারী) আরবি। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : পাউণ্ড।

লিবিয়া এক সময়ে ছিল ইতালীর অধীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালীর পরাজয়ের পরে লিবিয়া ব্রিটিশ ও ফরাসীদের অধিকারে আসে।

১৯৫১ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক প্রস্তাব অনুসারে লিবিয়া এক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে যে সকল রাষ্ট্র স্বাধীন হইয়াছে লিবিয়া তাহাদের মধ্যে প্রথম। দেশের সংবিধান অনুসারে রাজাই নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। আইন-পরিষদ দুই সভা-বিশিষ্ট—সিনেট (২৪ জন সদস্য) ও হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ (৫৬ জন সদস্য)। প্রধান সম্পদ : কৃষিদ্রব্য (তরিতরকারী, তামাক, জলপাই, খেজুর); মাছ; খনিজ দ্রব্য (খনিজ তৈল)।

লুক্সেমবার্গ ঃ রাজধানী ঃ লুক্সেমবার্গ। আয়তন, ৯৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৩,২৮,০০০। ভাষা : (সরকারী) ফরাসী ও লুক্সেমবার্গিজ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

লুক্সেমবার্গ একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা জার্মান কনফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সন্ধিচুক্তি অনুসারে লুক্সেমবার্গের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। 'চেম্বার অব ডেপুটিজ' ৫৬ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত।

লেবানন ঃ রাজধানী : বেইরুট। আয়তন ঃ ৪০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ১৭,৫০,০০০। ভাষা ঃ আরবি, ফরাসী ও ইংরেজী। ধর্ম ঃ খৃষ্ট ও ইসলাম। মুদ্রা : পাউণ্ড (লেবানীজ)।

একসময়ে লেবানন ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি ইহা তুর্কীদের নিকট হইতে অধিকার করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে ফরাসী শাসন বলবৎ ছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী লেবানন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐতিহ্য অনুসারে প্রেসিডেন্ট একজন ম্যারোনাইট খ্রীষ্টান, প্রধানমন্ত্রী একজন সুন্নী মুসলমান এবং পার্লামেন্টের স্পীকার একজন শিয়া মুসলমান হইবেন। প্রেসিডেন্ট ছয় বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টের প্রতিনিধি সংখ্যা ৯৯ (চার বৎসর অন্তর নির্বাচিত)।

সাইপ্রাস ঃ রাজধানী ঃ নিকোসিয়া। আয়তন ঃ ৩,৫৭২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ৫,৮৫,০০০। ভাষা ঃ গ্রীক ও তুর্কী। গ্রীকেরা খ্রীষ্টান (সাইপ্রাসের স্বাধীন চার্চের অধীনে); তুর্কীরা মুসলমান। মুদ্রা ঃ পাউণ্ড (স্টার্লিং)।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট ভূমধ্যসাগরীয় এই দ্বীপ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সংবিধান অনুসারে 'রিপাবলিক অব সাইপ্রাস' একটি মন্ত্রিসভা (৭ জন গ্রীক ও ৩ জন তুর্কী) দ্বারা শাসিত। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট একজন গ্রীক; ভাইস প্রেসিডেন্ট তুর্কী। তাঁহারা প্রতি ৫ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। আইন পরিষদ, অর্থাৎ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর সদস্য সংখ্যা—৫০। তাহার মধ্যে ৩৫ জন গ্রীক, বাকী ১৫ জন তুর্কী। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পরে সাইপ্রাসে গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল।

সিয়েরা লিওন ঃ রাজধানী : ফ্রী টাউন। আয়তন : ২৭,৯২৫ বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা : ২১,৮৩,০০০। ভাষা : ইংরেজী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : পাউণ্ড।

১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে এপ্রিল ব্রিটিশ শাসিত আফ্রিকার এই উপনিবেশটি এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্)-এ ৭৪ জন নির্বাচিত সদস্য (১২ জন আফ্রিকান সর্দার সমেত) আছেন। প্রধান কৃষিসম্পদ : (ধান, কোকো, কফি, বাদাম, তালশাঁস, আদা); মাছ ; খনিজদ্রব্য (লোহা, হীরা)।

সুইডেন : রাজধানী : ষ্টকহোম। আয়তন : ১,৭৩,৬২০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৭৭,৭৭,৭৭৭। ভাষা : সুইডিশ। ধর্ম : খ্রীষ্ট (লুথেরান্ প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ)। মুদ্রা : সুইডিশ ক্রোনা।

উত্তর ইউরোপের একটি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। রাজা তাঁহার মন্ত্রিপরিষদের (স্টাটস্রাদেৎ-এর) মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসন করেন ; মন্ত্রিপরিষদ ডায়েটের বা পার্লামেণ্টের (রিক্স্ট্যা'ডের) নিকট দায়ী। ডায়েট দুই সভাবিশিষ্ট—ফর্স্টা কাম্মারেন (১৫১ জন সদস্য) ও আঁদ্রা কাম্মারেন (২৩২ জন সদস্য)। প্রথমোক্ত সভার সদস্যগণ 'কাউন্টি কাউন্সিল' (আঞ্চলিক পরিষদ)-এর সদস্যদের দ্বারা ৮ বৎসরের ভিত্তিতে এবং শেষোক্ত সভার সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটে ৪ বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচন হন। খনিজ ও ধাতব শিল্পের জন্যই সুইডেনের সমৃদ্ধি। প্রধান খনিজ ও ধাতব দ্রব্য : লৌহপিণ্ড, রূপা. সীসা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা। কাগজশিল্পেও এই দেশ অগ্রণী।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড : রাজধানী : বার্ন। আয়তন : ১৫,৯৪১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৫৪,২৯,০৬১। ভাষা : সুইশ, জার্মান, ফরাসী ও ইতালী। ধর্ম : খ্রীষ্ট, (প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক)। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালী পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্রায়তন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ২২টি স্বয়ংশাসিত অঙ্গরাজ্য (ক্যাণ্টন) লইয়া এই 'ফেডারেল রিপাবলিক' গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব আইনসভা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ আছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত আছে 'ফেডারেল অ্যাসেম্বলী (কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট)-র উপর। উহা দুই সভাবিশিষ্ট—'ন্যাশনালরাৎ' (ন্যাশনাল কাউন্সিল : ২০০ জন নির্বাচিত সদস্য ও 'স্টাণ্ডেরাৎ' (কাউন্সিল অব স্টেট) : স্বয়ংশাসিত প্রতিটি রাজ্যের ২ জন প্রতিনিধি ইহার সদস্য, অর্থাৎ মোট ৪৪ জন সদস্য। 'ফেডারেল কাউন্সিল' (মন্ত্রিপরিষদ)-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। দুগ্ধজাত-দ্রব্য ও ঘড়ি প্রধান শিল্পদ্রব্য। পশুসম্পদেও এই দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ। জাতীয় আয়ের মোটা অংশ আসে পর্যটন শিল্প হইতে।

সুদানঃ রাজধানী ঃ খার্তুম। আয়তন ঃ ৯,৭৬,৫০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ১,৩০,০০,০০০। ভাষা ঃ আরবি। ধর্ম ঃ ইসলাম। মুদ্রা ঃ সুদানীজ পাউণ্ড।

১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই নবেম্বর দেশের সামরিক বাহিনী শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া লয়। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এখন সশস্ত্র বাহিনীর 'সুপ্রীম কাউন্সিলের' হাতে। প্রধান সম্পদ—তুলা চীনাবাদাম, খেজুর।

সেণ্ট্র্যাল আফ্রিকান রিপাবলিকঃ রাজধানী ঃ বাঙ্গুই। আয়তন ঃ ২,৩৮,১৬২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ১২,৫৬,০০০। ভাষা ঃ ফরাসী। ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা ঃ ফ্রাঁ।

১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১২ই আগস্ট মধ্য-আফ্রিকার এই দেশটি ফ্রেঞ্চ কমিউনিটির অন্যতম সদস্যরূপে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ঐ বৎসর ১৭ই আগস্ট। ১৯৬৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী এই রাষ্ট্র চাদ ও কংগোর (কিনশাসা) সহিত একত্রে 'মধ্য আফ্রিকা যুক্তরাজ্য গঠন করিয়াছে। তূলা দেশের প্রধান শিল্প তথা বাণিজ্য সম্পদ।

সিরিয়াঃ রাজধানী ঃ দামাস্কাস। আয়তন ঃ ৭১,২১০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬৪) ঃ ৫৩,৯৮.৭০০। ভাষা ঃ আরবি, ফরাসী ও ইংরেজী। ধর্ম ঃ ইসলাম। মুদ্রা ঃ পিয়াস্ত্রে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিরিয়া ছিল অট্টোমান সাম্রাজ্যভুক্ত। অতঃপর লীগ অব্ নেশনস্-এর অধীনে 'ম্যাণ্ডেটেড' অঞ্চলে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার আমীর ফৈজলকে সিরিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ফরাসী সরকার উহার বিরোধিতা করেন। অবশেষে ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী সরকার পরীক্ষা-মূলকভাবে তিন বৎসরের জন্য সিরিয়াকে স্বাধীনতা দান করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু স্থানীয় ফরাসী অফিসারদের কারসাজিতে সিরিয়ায় বিদ্রোহ ঘটে ও উক্ত প্রস্তাব বানচাল হইয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে মিত্রশক্তি সিরিয়া অধিকার করে এবং অবিলম্বে উহার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে ব্রিগেডিয়ার আদিব শিসাক্লি এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেন। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তাহার ফলে শিসাক্লি পদচ্যুত হন এবং হাসেম আটাসী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে মিশর ও সিরিয়া মিলিত হইয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' গঠন

করিয়াছিল। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়ায় সামরিক বিদ্রোহ ঘটে ও বিদ্রোহিগণ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সিরিয়ার বাৎ সোস্যালিস্টরা এক রক্তপাতহীন গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ অল্ আজেম সরকারকে গদিচ্যুত করিয়া নূতন এক প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ আবার একটি অভ্যুত্থানের ফলে দেশের সরকারের পতন ঘটে।

সিংহলঃ রাজধানী ঃ কলম্বো। আয়তন ঃ ২৫,৩৩২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ১,১২,৩২,০০০। ভাষা ঃ সিংহলী ও তামিল। ধর্ম ঃ বৌদ্ধ। মুদ্রা ঃ রুপি।

ইহা ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহল ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাণীর অধীনে স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আইন পরিষদ (পার্লামেন্ট) দুই সভাবিশিষ্ট—সিনেট (৩০ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ (১৫৭ জন সদস্য)। প্রধান কৃষিদ্রব্য—নারিকেল, চা, রবার ও ধান। পশুসম্পদ ও খনিজ সম্পদেও এই দেশ সমৃদ্ধ। মূল্যবান পাথর (রুবি, স্যাফায়ার) প্রচুর পাওয়া যায়।

স্পেনঃ রাজধানী ঃ মাদ্রিদ। আয়তন ঃ ১,৯৪,৯৪৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ঃ ৩,১৭,৯১,০০০। ভাষা ঃ স্প্যানিশ। ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা ঃ পেসেতা।

স্পেনে ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং রাজা ত্রয়োদশ আলফানসো দেশত্যাগ করেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত উহা চলে। ইহাতে ফ্যাসিস্ট বিদ্রোহীরা জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে জার্মানী ও ইতালী বিদ্রোহীদিগকে এবং সোভিয়েট রাশিয়া স্পেন সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে রাষ্ট্রপুঞ্জ স্পেন হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পরে প্রায় সকল বৃহৎ রাষ্ট্রই স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিয়াছে। আইন পরিষদ বা কর্টস্-এর সদস্য-সংখ্যা ৪৪০। তিন বৎসরের ভিত্তিতে তাঁহারা নির্বাচিত হন। প্রধান কৃষিদ্রব্য ঃ গম, যব, জোয়ার, রাই, আলু। প্রচুর ফল হয় স্পেনে। প্রধান শিল্পদ্রব্য ঃ সূতী বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, পশমী দ্রব্য, রেয়ন, কয়লা, লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, ইস্পাত।

সোভিয়েট ইউনিয়ন (U. S. S. R.): রাজধানী : মস্কো। আয়তন : ৮৬,৫০,০০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬৬): ২৩,২০,০০,০০০। মুদ্রা : রুবল্।

আয়তন হিসাবে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। ১৫টি অঙ্গ রাজ্য লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন (ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্থালিস্ট রিপাবলিকস্) গঠিত। নিম্নে উহাদের নাম ও বন্ধনীর মধ্যে রাজধানীর নাম দেওয়া হইল।

১। রাশিয়ান সোভিয়েট ফেডারেল সোস্থালিস্টিক রিপাবলিক (মস্কো), ২। ইউক্রেন্ (কিয়েভ্), ৩। বায়লো রাশিয়া, (মিন্স্ক), ৪। আরমেনিয়া (এরিভান), ৫। জর্জিয়া (টিফলিস),। ৬। আজারবাইজান (বাকু), ৭। মোল্ডাভিয়া (কিষিনেভ), ৮। লাট্ভিয়া (রিগা), ৯। লিথুয়ানিয়া (ভিল্নিয়াম্) এবং মধ্য-এশিয়ার—১০। কাজাকিস্তান (আলামা আট্টা), ১১। উজবেকিস্তান (তাসখন্দ), ১২। কিরঘিজ (ফ্রানজ), ১৩। তাজিকিস্তান (স্তালিনবাদ), ১৪। তুর্কমেনিস্তান (আসখাবাদ) ও ১৫। এস্তোনিয়া (টাল্লিন)।

১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার জার (সম্রাট ২য় নিকোলাস) পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও কম্যুনিষ্টগণ ক্ষমতা হস্তগত করে। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায় ৫৭টি স্বতন্ত্র জাতির বাস। উহাদের মধ্যে শ্লাভজাতীয় রুশদের সংখ্যা শতকরা ৫৮ জন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তি বলিতে সুপ্রীম সোভিয়েটকে বুঝায়। ইহাই রাষ্ট্রের আইন পরিষদ; উহা দুই সভা বিশিষ্ট—'সোভিয়েট অব দি ইউনিয়ন' ও 'সোভিয়েট অব দি ন্যাশনালিটিজ'। প্রথমোক্ত সভার সদস্যগণ ৪ বৎসরের ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয়োক্ত সভার সদস্যগণ ইউনিয়ন রিপাবলিকস্, অটনমাস রিপাবলিকস্, অটনমাস রিজিওনস এবং ন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্টস্ হইতে নির্বাচিত হন। মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমেই শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা পরিচালিত হয়।

সিঙ্গাপুর : রাজধানী : সিঙ্গাপুর। আয়তন : ২২৪ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ১৮,৪০,০০০।

ভূতপূর্ব ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং প্রাচ্যে বৃহত্তম ব্রিটিশ নৌঘাঁটি। ইহা একটি নাতিবৃহৎ দ্বীপমাত্র। এই দ্বীপের অধিবাসীদের শতকরা ৭৫ জন চীনা বংশোদ্ভব। ১৯শ শতাব্দীতে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীবাহিনী সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া লয়। জাপান আত্মসমর্পণ করিলে সিঙ্গাপুর জাপানী কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হয়।

অতঃপর ইহাকে একটি স্বতন্ত্র ব্রিটিশ উপনিবেশের মর্যাদা দান করা হয়। ১৯৫৯ সালের ৩রা জুন সিঙ্গাপুর নিজেকে স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে, তবে ইহার পররাষ্ট্র নীতি ও প্রতিরক্ষার উপর ব্রিটিশ সরকার আপন কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯৬৩ সালে ইহা মালয়েশিয়া ফেডারেশনে যোগদান করে, কিন্তু ১৯৬৫ সালের ৯ই আগষ্ট ইহা ফেডারেশন-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সিঙ্গাপুর প্রাচ্যের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। টিন ও রবার উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

সোমালিয়া রিপাব্লিক: রাজধানী: মোগাদিশিও। আয়তন: ২,৪৬,১৩৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: প্রায় ২০ লক্ষ। ভাষা: সোমালী (জাতীয়), আরবি, ইংরেজী ও ইতালি সরকারী ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ধর্ম: ইসলাম ও খৃষ্ট (রোমান ক্যাথলিক)। মুদ্রা: পাউণ্ড (স্টার্লিং)।

পূর্ব আফ্রিকার পূর্বতন ব্রিটিশ রক্ষণাধীন সোমালিল্যাণ্ড ও ইতালীর অছিভুক্ত অঞ্চল সোমালিয়া লইয়া গঠিত এই দেশ ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন পরিষদ) ১২১ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত।

সৌদি আরব: রাজধানী: মক্কা (ধর্মীয়) ও রিয়াধ্ (রাজনৈতিক)। আয়তন: ৮,৭৩,৯১২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: প্রায় ৮০ লক্ষ। ভাষা: আরবি। ধর্ম: ইসলাম (ওআহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত)। মুদ্রা: রিয়াল।

আরব উপমহাদেশের প্রায় ৪/৫ অংশ লইয়া এই স্বাধীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত। ইহার পশ্চিম উপকূলে (লোহিত সাগর হইতে ইয়েমেন পর্যন্ত) প্রায় এক হাজার মাইল বিস্তৃত। বর্তমান রাজার পিতা ইবন সৌদি ১৯১৩-২৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে এই দেশ জয় করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ অব্দে ইহার নামকরণ হয় 'সৌদি আরাবিয়া'। রাজাই মন্ত্রিপরিষদের সভায় নেতৃত্ব করেন এবং তিনিই দেশের ধর্মীয় নেতা। দেশে কোনো রাজনৈতিক দল নাই। বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভূমি বলিয়া কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন কম।

হাঙ্গারী: রাজধানী: বুডাপেস্ট। আয়তন: ৩৫,৯১২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ১,০১,৩৫,০০০। ভাষা: হাঙ্গারিয়ান। মুদ্রা: ফোরিন্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্যোগে ইউরোপের এই দেশটিতে একটি স্থানীয় সরকার-প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬

খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হাঙ্গারীকে একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিবার পর ১৯৪৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি প্যারিসে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত হাঙ্গারী একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে। 'পীপলস্ রিপাবলিক অব হাঙ্গারী' সোভিয়েট রাশিয়ার সংবিধানের ধাঁচে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই আগস্ট সংবিধান গ্রহণ করে। পার্লামেন্ট এক সভাবিশিষ্ট ও ৩৩৮ জন সদস্য সমন্বিত। বর্তমান রাজনীতিক দল ১টি (হাঙ্গারিয়ান ও স্যোশালিষ্ট ওআর্কার্স পার্টি); ইহা কম্যুনিষ্ট পার্টি ও স্যোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সমন্বয়ে গঠিত। এই দলের নেতা জানোস্ কাদার। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গারীতে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। উহা শক্ত হাতে দমন করিয়া সরকারী ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হয়।

রাষ্ট্রের নাম	রাষ্ট্রপ্রধানের নাম	প্রধান মন্ত্রীর নাম
চীন	লিউ শাও-চি, চেয়ারম্যান	চৌ এন-লাই
চেকোশ্লোভাকিয়া	লুডভিগ স্লোবোদা, প্রেসিডেন্ট	অলড্রিচ সানিক
জর্ডান	প্রথম হুসেন রাজা	বি. তালহাউনি
জাপান	হিরোহিতো, সম্রাট	ইসাকু সাতো
জামাইকা	ক্লিফোর্ড ক্যাম্বেল, গভঃ জেনাঃ	হগ এল. সিয়ারার
জার্মানী (পূর্ব)	ওয়াল্টার উলব্রিষ্ট, চেয়ারম্যান	উইলি ষ্টোফ
জার্মানী (পশ্চিম)	গুস্তাফ, হাইনেমান, প্রেসিডেন্ট	— —
টিউনিসিয়া	হাবিব বরগুইবা	— —
ডেনমার্ক	৯ম ফ্রেডারিক, রাজা	এইচ, বাউনসগার্ড
টাঞ্জিনিয়া	জুলিয়াস নিয়ারার, প্রেসিডেন্ট	— —
টোগো	ইতিয়েন এয়াডেমা, প্রেসিডেন্ট	— —
তুরস্ক	জেভদেৎ সুনয়, প্রেসিডেন্ট	সুলেমান ডেমিরেল
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	স্যার এস. হোচয়. গবর্ণর জেনারেল	এরিক উইলিয়াম্‌স
থাইল্যাণ্ড	ভূমিবল অদুল্যদেজ, রাজা	ফিল্ডমার্শাল থানম কিত্তিকাচরন
দক্ষিণ আফ্রিকা	জে. কোবাস জাহান্স ফাউচে, প্রেসিঃ	বালথাজার ভোরস্টার
দহোমি	মেজর মরিস কুয়াওতে, প্রেসিঃ	— —
নরওয়ে	৫ম ওলাভ, রাজা	পার বোর্টেন
নাইজার	হামানি দিওরি, প্রেসিডেন্ট	— —
নাইজেরিয়া	লেঃ কর্ণেল ইয়াকুবু গাউয়োন, সামরিক শাসক	— —
নিউজিল্যাণ্ড	স্যার এ. পোরিট, গভঃ জেনারেল	কে. জে. হোলিওক
নিকারাগুয়া	জেঃ এ. এস. ডেবয়েল, প্রেসিডেন্ট	— —
নেদারল্যাণ্ডস্‌	জুলিয়ানা লুই এমা মেরী উইলহেলমিনা, রাণী	পেট্রাস জে. এস. ডি. জং
নেপাল	মহেন্দ্র বীরবিক্রম জং বাহাদুর শাহ বাহাদুর শমসের জং দেব, রাজা	সূর্যবাহাদুর থাপা
পর্তুগাল	রিয়ার অ্যাডমিরাল আমেরিকা দ্য দেয়াস রডরিগার টমাস, প্রেসিডেন্ট	— — এমঃ কেইটানো।
পাকিস্তান	জেঃ ইয়াহিয়া খাঁ, প্রেসিডেন্ট	— —
পানামা	শাসন ব্যবস্থা সামরিক চক্রের অধীন	— —
প্যারাগুয়ে	জেনারেল আলফ্রেডো স্ট্রোয়েসনার, প্রেসিডেন্ট	— —
পেরু	জুয়ান ভি আলভা রেডো, প্রেসিডেন্ট	ই. এস. কোরেলস্‌
পোল্যাণ্ড	এম. স্পাইচালস্কি, চেয়ারম্যান	যোসেফ সিরাঙ্কিউইজ
ফরমোজা	জেনারেল চিয়াং কাইসেক, প্রেসিডেন্ট	সি. কে. ইয়েন
ফিনল্যাণ্ড	উরহো কালেভা কোক্কোনেন, প্রেসিডেন্ট	এম. কৈভিস্টো।
ফিলিপাইনস্‌	ফার্ডিনাণ্ড ই. মারকোস, প্রেসিডেন্ট	— —
ফ্রান্স	এলেন পোহার (অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট)*	

* দ্য গল গণভোটের ফলে পদত্যাগ করেন।

রাষ্ট্রের নাম	রাষ্ট্রপ্রধানের নাম	প্রধান মন্ত্রীর নাম
বলিভিয়া	জেনাঃ রেনে বেরিয়েন্টস ওরটুনু, প্রেসিঃ	— —
বায়াফ্রা	কর্ণেল ওডুমেগু ওজুকু	— —
বুলগেরিয়া	জর্জি ট্রাইকোভ, প্রেসিডেন্ট	টোদোর ঝিবকোভ্
বেলজিয়াম	১ম বদুইন, রাজা	জি, এইস্কেনস্
ব্রহ্মদেশ	জেনারেল নে উইন, চেয়ারম্যান	— —
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	২য় এলিজাবেথ, সাম্রাজ্ঞী	হ্যারল্ড উইলসন
ব্রেজিল	মার্সাল অর্তুরো ডাকোষ্টাই সিলভা, প্রেসিঃ	— —
ভারতবর্ষ	ভি. ভি. গিরি, অস্থায়ী প্রেসিঃ	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
ভিয়েৎনাম (উত্তর)	হো চি মিন, প্রেসিডেন্ট	ফাম ভ্যান-ডং
ভিয়েৎনাম (দক্ষিণ)	নগুয়েন ভন থিউ, প্রেসিডেন্ট	ট্রান ভন হুওং
ভুটান	জিগমি দোরজি ওয়াংচু, মহারাজা	— —
ভেনিজুয়েলা	রাউল লিওনি, প্রেসিডেন্ট	— —
ভেটিকান সিটি	৬ষ্ঠ পল, পোপ	— —
মঙ্গোলিয়া	ঝাম সারাঙ্গান সম্বু, প্রেসিডেন্ট	ওয়াই সেডেনবল
মরক্কো	২য় হাসান, রাজা	মহম্মদ বেনহিমা
মরিটানিয়া	মোখ্তার আউলদ দোদ্দা, প্রেসিডেন্ট	এম. ও. দোদ্দা
মরিশাস	এ. এল. লেন উইলিয়ামস্, গভঃ জেনাঃ	শিউসাগর রামগোলাম
মালয়েশিয়া ফেডাঃ	টুঙ্কু ইসমাইল নাসিরুদ্দিন শাহ, রাজা	টুঙ্কু আবদুল রহমান
মালাগাসি	ফিলিবার্ট সিরানানা, প্রেসিডেন্ট	— —
মালাওই	হেষ্টিংস কে বান্দা, প্রেসিডেন্ট	— —
মালি	মদিবো কিটো, প্রেসিডেন্ট	মবিদো কিটো
মেক্সিকো	জি. দিয়াজ ওর্দাজ, প্রেসিডেন্ট	— —
মোনোকো	প্রিন্স ৩য় রেইনিয়ার, রাজা	— —
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	রিচার্ড এম. নিকসন, প্রেসিডেন্ট	— —
যুগোশ্লোভিয়া	যোশিপ ব্রোজ টিটো, প্রেসিঃ	মাইকা স্পিলজাক
রুমানিয়া	নিকোলাই ছিউসেস্কু, প্রেসিঃ	আইওন জি. মাউরের
লাওস	সভং ভাথান, রাজা	সৌভন্না ফৌমা
লিবিয়া	মহম্মদ ইদ্রিস এল সেনুশী, রাজা	এ. কাদের এলবদ্রি
লুক্সেমবার্গ	গ্রাণ্ড ডিউক জীন, রাজা	পিয়ের ওয়ার্ণার
লেবানন	চার্লস হেলাউ, প্রেসিডেন্ট	আবদুল্লা যাফি
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	গামেল আবদেল নাসের, প্রেসিঃ	— —
সাইপ্রাস	আর্চবিশপ ম্যাকারিওস, প্রেসিঃ	— —
সিয়েরা লিওন	বেঙ্গা তেজানসি, গভঃ জেনাঃ	সিয়েকা স্টেভেন্স
সুইডেন	এডলফ্ ৬ষ্ঠ গুস্তাভ, রাজা	তাগে আর্লেণ্ডার
সুইটজারল্যাণ্ড	উইলিস্পুলার, প্রেসিঃ	— —
সুদান	ইসমাইল অল আঝারি, প্রেসিঃ	মহম্মদ আহমেদ মেঘুব

রাষ্ট্রের নাম	রাষ্ট্রপ্রধানের নাম	প্রধানমন্ত্রীর নাম
সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	কর্ণেল জে. বি. বোকাস্সা, প্রেসিঃ	কর্ণেল জে. বি. বোকাস্সা
সিরিয়া	এন. আঁটাস্সি, প্রেসিঃ	এন. আটাস্সি
সিংহল	উইলিয়ম গোপল্লব, গভঃ জেনাঃ	ডাডলে সেনানায়ক
স্পেন	জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো বাহামোঁদে, রিজেণ্ট বা রাজ প্রতিনিধি	— —
সোভিয়েট ইউনিয়ন	নিকোলাই পদগর্নি, প্রেসিডেণ্ট	আলেক্সী কোসিগিন
সিঙ্গাপুর	ইঙ্কে ইউসুফ বিন ইসাক, প্রেসিঃ	লি কুয়ান ইউ
সোমালিয়া	আব্দিরিসাদ আলী শেরমার্কে, প্রেসিঃ	মহঃ এইচ. ইব্রাহিম ইগল
সৌদি আরব	ফৈজল ইবন-অবদুল আজিজ, রাজা	— —
হাঙ্গারী	পল লোসঙ্কজী, প্রেসিঃ	জেনো ফক

নোবেল পুরস্কার

আলফ্রেড বানার্ড নোবেল (১৮৩৩-৯৬ খ্রীঃ) সুইডেনের একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ বিস্ফোরক ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা। নোবেল তাঁহার জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তির বৃহদংশ উইলদ্বারা ট্রাস্ট করিয়া রাখিয়া যান। এই ট্রাস্টের অর্থভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ১৭,৫০,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি টাকা; এই বিপুল সম্পত্তির বার্ষিক আয় দ্বারা উইলে উল্লিখিত অভিলাষ অনুসারে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে প্রতি বৎসর পাঁচজন মনীষীকে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(১) সাহিত্য (শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, 'সুইডিশ একাডেমী অব লিটারেচার'-এর উপর), (২) শান্তি (নরওয়ে পার্লামেন্টের পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিটি কর্তৃক বিচার্য), (৩) পদার্থ-বিজ্ঞান, (৪) রসায়ন ('সুইডিশ একাডেমী অব সায়েন্স' কর্তৃক বিচার্য) এবং (৫) ভেষজ-বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব ('স্টকহোলম ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন' বিচার করেন)।

দাতার নামানুসারে এই পুরস্কার 'নোবেল পুরস্কার' নামে আখ্যাত। নোবেলের পঞ্চম বার্ষিকী মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হয়।

॥ ১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার ॥

১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার বিবিধ কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ এই বছরে একজন ভারতীয় 'ভেষজ বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব' বিভাগে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এবার সাহিত্য বিভাগের পুরস্কার লাভ করিয়াছেন একজন জাপানী কথা সাহিত্যিক। তৃতীয়তঃ শান্তির জন্য পুরস্কার লাভে সমর্থ এইরূপ একজন লোকের সন্ধান এবার কর্তৃপক্ষ পাইয়াছেন) ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। ১৯৬৮ সালের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য পুরস্কৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই মার্কিণ নাগরিক। এবার বিভিন্ন বিভাগে মোট ৭ জন মনীষী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ৫ জনই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। নিম্নে বিভিন্ন বিভাগের পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

॥ শান্তি ॥

রেনে কাসাঁ (৮১) নামক আইন বিশেষজ্ঞ ফরাসী ১৯৬৮ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক কাসাঁ জাতিপুঞ্জের 'মানবিক অধিকার কমিশন'-এর সভাপতি। মানবিক অধিকার সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের সনদ রচনার জন্য তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি একটি স্বর্ণপদক ও আনুমানিক ৫০ হাজার ডলার পাইবেন।

॥ ভেষজ বিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব ॥

অধ্যাপক হরগোবিন্দ খোরানা, অধ্যাপক রবার্ট ডব্লু হোলি এবং অধ্যাপক মার্শাল নীরেমবার্গ যুক্তভাবে এই বিভাগের পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক খোরানা একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী। কিন্তু বর্তমানে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। অধ্যাপক খোরানা ১৯২২ সালে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষালাভ করেন লাহোরে। উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ পাইয়া ইংল্যাণ্ডে যান। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু দেশে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন ; ২ বৎসর পূর্বে তিনি ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক খোরানা বর্তমানে উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টার।

অধ্যাপক খোরানা ব্যতীত অপর যে ২ জন বিজ্ঞানী এই বিভাগে পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহারাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। "Interpretation of the Genetic Code and its Function in Protein Synthesis" এই সম্পর্কে গবেষণার জন্য ইহারা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ সাহিত্য ॥

জাপানের কথা সাহিত্যিক শ্রীইয়াসুনারী কাওয়াবাতা (৬৯) ১৯৬৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। শ্রীকাওয়াবাতা প্রথম জাপানী ও দ্বিতীয় এশিয়া

বাসী যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইলেন। এশিয়ায় সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে। শ্রীকাওয়াবাতার চিন্তাধারা বৌদ্ধ ধর্মের সহিত গভীর ভাবে বাঁধা। তিনি তাহার শিল্পকর্মে জাপানী মানসিকতাকে নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম উপন্যাস 'য়ুকিওনি (বরফের দেশ) গ্রন্থের জন্য তিনি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

॥ রসায়ন শাস্ত্র ॥

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিবস্ অনসেজার ১৯৬৮ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন তিনি নরওয়েজিয়ান বংশোদ্ভব; তাহার বয়স ৬৫ বৎসর। ১৯৪৫ সালে তিনি মার্কিণ নাগরিক হন এবং সেই বছরেই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। 'তাপ প্রবাহ' সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্যই তিনি এই সম্মান লাভ করেন।

॥ পদার্থ বিজ্ঞান ॥

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুই আলভেরেজ ১৯৬৮ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি পরমাণুগঠন সংক্রান্ত নতুন আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার লাভ করেন।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের তালিকা

সাহিত্য

১৯০১ আর. এফ. এ. সুলীপ্রুধোম	ফ্রান্স
১৯০২ টি. মমসেন	জার্মানী
১৯০৩ বিয়র্ণসেন	নরওয়ে
১৯০৪ এইচ. পি. মিস্ত্রাল ও	ফ্রান্স
যোশে এচেগারে	স্পেন
১৯০৫ এইচ. সিয়ন কিয়েউইৎস	পোল্যাণ্ড
১৯০৬ জি. কারডুচি	ইতালী
১৯০৭ রাডিয়ার্ড কিপলিং	ইংল্যাণ্ড
১৯০৮ রুডলফ অয়কেন	জার্মানী
১৯০৯ সেলমা লাগেরলফ	সুইডেন
১৯১০ পল জোহান লাডুইগণ হেইজ	জার্মানী
১৯১১ মরিস মেতারলিঙ্ক	বেলজিয়াম
১৯১২ জি. হাউপ্টম্যান	জার্মানী
১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতবর্ষ
১৯১৪ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৫ রোমাঁ রোঁলা	ফ্রান্স
১৯১৬ ভি. হেইডেনস্ট্যাম	সুইডেন
১৯১৭ কার্ল গিবল্লেরাপ ও	
এইচ. পন্টাপ্‌পিদান	ডেনমার্ক

১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯ সি, স্পিট্‌লার — সুইটজারল্যাণ্ড
১৯২০ নুট হ্যামসুন — নরওয়ে
১৯২১ আনাতোল ফ্রান্স — ফ্রান্স
১৯২২ জে বেনাভেন্তে — স্পেন
১৯২৩ ডব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স — আয়র্ল্যাণ্ড
১৯২৪ ভ্লাদিস্লি রেমেন্ট — পোল্যাণ্ড
১৯২৫ জর্জ বার্ণার্ড শ — ইংল্যাণ্ড
১৯২৬ গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা — ইতালী
১৯২৭ অঁারী বার্গস — ফ্রান্স
১৯২৮ এস. উন্দসেৎ — নরওয়ে
১৯২৯ টমাস মান — জার্মানী
১৯৩০ সিনক্লেয়ার লিউইস — আমেরিকা
১৯৩১ ই. আক্সেল কার্লফেল্ট — সুইডেন
১৯৩২ জন গলস্‌ওয়ার্দি — ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩ আইভান বুনিন — রাশিয়া
১৯৩৪ লুইগী পিরাণদেলো — ইতালী
১৯৩৫ প্রদত্ত হয় ন্যই
১৯৩৬ ইউজেন ও' নীল — আমেরিকা
১৯৩৭ আর. এম ডুগার্ড — ফ্রান্স
১৯৩৮ পার্ল বাক — আমেরিকা
১৯৩৯ পি. ই. সিল্লান্‌পা — ফিনল্যাণ্ড
১৯৪০-৪৩ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৪ জে. ভি. জেনসেন — ডেনমার্ক
১৯৪৫ গ্যাব্রিয়েলা মিসট্রাল — চিলি
১৯৪৬ হেরম্যান হেস — সুইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯৪৭ অাদ্রে জিদ — ফ্রান্স
১৯৪৮ টি. এস. এলিয়ট — ইংলাণ্ড
১৯৪৯ উইলিয়ম ফক্‌নার — আমেরিকা
১৯৫০ বারট্রাণ্ড রাসেল — ইংল্যাণ্ড
১৯৫১ পার লাগেরকিস্ট — সুইডেন
১৯৫২ এম. ফ্রাসোয়া মোরিয়াক — ফ্রান্স
১৯৫৩ স্যার উইনস্টন চার্চিল — ইংল্যাণ্ড
১৯৫৪ আর্নেস্ট হেমিংওয়ে — আমেরিকা
১৯৫৫ এইচ. কিলজান ল্যাকনেস — আইসল্যাণ্ড
১৯৫৬ জুয়ান র‍্যামন রিমেনেজ — স্পেন
১৯৫৭ আলবিয়র কামু — ফ্রান্স
১৯৫৮ বোরিশ প্যাসটারনাক* — রাশিয়া
১৯৫৯ সালভাতোর কোয়াসিমোদো — ইতালী
১৯৬০ সঁা জঁ্যা পার্স — ফ্রান্স
১৯৬১ ইভো আন্দ্রিক — যুগোশ্লোভিয়া
১৯৬২ জন স্টাইনবেক — আমেরিকা
১৯৬৩ জিওরগাস সেফারিস — গ্রীস
১৯৬৪ জ্যা পল সর্ত্র* — ফ্রান্স
১৯৬৫ মিথাইল শলোখভ — রাশিয়া
১৯৬৬ স্যামুয়েল যোশেফ আগনান — ইসরায়েল
" শ্রীমতী নেলী সাধ্‌স্‌ — ফ্রান্স
১৯৬৭ মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল্‌ এষ্টুরিয়াস — গুয়াতেমালা
১৯৬৮ ইয়াহুনারী কাওয়াবাতা — জাপান

শান্তি

১৯০১ হেনরী ডুনান্ত — সুইট্‌জারল্যাণ্ড
" ফ্রেডারিক পাসি — ফ্রান্স
১৯০২ এলি ডুকম এবং
" আলফ্রেড গোবা — সুইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯০৩ ডব্লিউ. আর. ক্রেমার — ইংল্যাণ্ড
১৯০৪ 'দি ইন্‌স্টিটিউট অব্‌
ইন্টারন্যাশনাল ল' — বেলজিয়াম
১৯০৫ বার্থা বি ফন সুটনের — অষ্ট্রিয়া
১৯০৬ থিওডোর রুজভেল্ট — আমেরিকা
১৯০৭ আর্ণেস্টো টি মোনেটা — ইতালী
" লুই রেণা — ফ্রান্স
১৯০৮ কে. জি. আর্ণল্ডসন্‌ — সুইডেন
" এম এ বাজের — ডেনমার্ক
১৯০৯ ব্যারণ দেস্তুয়রণেল দ্য কঁস্তাঁৎ — ফ্রান্স
" এম্‌ বিয়ারনায়েট — বেলজিয়াম
১৯১০ 'পার্লামেন্ট ইন্টারন্যাশনাল
পীস ব্যুরো' — সুইজারল্যাণ্ড
১৯১১ টি. এম সি, আবোর — নেদারল্যাণ্ডস্‌
" আলফ্রেড ফ্রিয়েড — অস্ট্রিয়া
১৯১২ এলিহ রুট — আমেরিকা
১৯১৩ এইচ. লা ফঁতে — বেলজিয়াম
১৯১৪-১৬ প্রদত্ত হয় নাই

* তাঁহারা পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই

১৯১৭ 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দি রেডক্রশ' জেনেভা
১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯ উড্রো উইলসন আমেরিকা
১৯২০ লেওঁ বুর্জোয়া ফ্রান্স
১৯২১ কে. এইচ. ব্রান্টিং সুইডেন
" খৃষ্টিয়ান এল. ল্যাঙ্গে নরওয়ে
১৯২২ ফ্রিৎজোফ নানসেন নরওয়ে
১৯২৩-২৪ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৫ চার্লস জি. ডাওএস আমেরিকা
" অষ্টেন চেম্বারলেন ইংল্যাণ্ড
১৯২৬ অরিস্তাইদ ব্রিয়াঁ ফ্রান্স
" জি. ষ্ট্রেজমান জার্মানী
১৯২৭ এ. ফবুইস ফ্রান্স
" লুডউইগ কুাইডে জার্মানী
১৯২৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৯ এফ. বি. কেলগ আমেরিকা
১৯৩০ এল. ও. জে. সোমারব্লম আমেরিকা
১৯৩১ মিস্ জেনি এ্যাডামস ও
" এন. এম. বাটলার আমেরিকা
১৯৩২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৩ নর্মান্ এ্যাঞ্জেল ইংল্যাণ্ড
১৯৩৪ আর্থার হেণ্ডারসন্ ঐ
১৯৩৫ কার্ল ফন্ ওজিয়েটস্কি জার্মানী
১৯৩৬ সি. এস. লামাস আর্জেন্টিনা
১৯৩৭ ভাইকাউন্ট সেসিল ইংল্যাণ্ড
১৯৩৮ 'ন্যানসেন ইন্টারন্যাশনাল অফিস ফর রেফিউজিস' জেনেভা
১৯৩৯-৪৩ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৪ 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দি রেডক্রস সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯৪৫ কর্ডেল হাল আমেরিকা
১৯৪৬ এমিলি জি. বালচ্ ও জন আর মট ঐ
১৯৪৭ 'ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কাউন্সিল' ইংল্যাণ্ড
" 'আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি' আমেরিকা
১৯৪৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৯ লর্ড বয়েড অর্ ইংল্যাণ্ড
১৯৫০ ডাঃ রালফ এস. বাঞ্চ আমেরিকা
১৯৫১ লেও জুয়ো ফ্রান্স
১৯৫২ এ্যালবার্ট সোয়েৎজর ঐ
১৯৫৩ জর্জ ক্যাটেল মার্শাল আমেরিকা
১৯৫৪ জি,জে.ভেনহুভে সোহেনহার্ট নেদারল্যাণ্ডস্
১৯৫৫-৫৬ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৫৭ লিষ্টার বি. পিয়ারসন কানাডা
১৯৫৮ ফাদার জি. হেনরী পায়ার বেলজিয়াম
১৯৫৯ ফিলিপ্ নোয়েল বেকার ইংল্যাণ্ড
১৯৬০ এ্যাথালবর্ট লুথুলি দঃ আফ্রিকা
১৯৬১ দাগ হামারশীল্ড নরওয়ে
১৯৬২ ই. সি. পাউলিং আমেরিকা
১৯৬৩ ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রশ কমিটি ও রেডক্রশ লীগ সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯৬৪ রেভাঃ ডঃ মার্টিন লুথার কিং আমেরিকা
১৯৬৫ ইউনিসেফ (জাতিপুঞ্জ) ন্যুইয়র্ক
১৯৬৬-৬৭ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৬৮ রেনে কাসাঁ ফ্রান্স

পদার্থ-বিজ্ঞান

১৯০১ ডব্লিউ. সি. রোয়েন্টেগেন জার্মানী
১৯০২ এইচ. এ. লরেঞ্জ ও পি জীমেন ডেনমার্ক
১৯০৩ এ. এইচ. বেকুইরেল পিয়েরে ক্যুরী ও মেরী ক্যুরী ফ্রান্স
১৯০৪ লর্ড র‍্যালে ইংল্যাণ্ড
১৯০৫ ফিলিপ লেনার্ড জার্মানী
১৯০৬ জে. জে. টমসন ইংল্যাণ্ড
১৯০৭ এ. এ. মিচেলসন আমেরিকা
১৯০৮ জি. লিপম্যান ফ্রান্স
১৯০৯ জি. মারকনি ইতালী
" ও. এফ. ব্রন জার্মানী
১৯১০ জে. ডি. ভ্যানডার ওয়ালস নেদারল্যাণ্ডস্
১৯১১ ডব্লিউ. উইয়েন জার্মানী
১৯১২ গুস্তাফ ডালেন সুইডেন
১৯১৩ এইচ. ক্যামেরলিং ওন্নেস নেদারল্যাণ্ডস্
১৯১৪ এম্. ভন্. লাউএ জার্মানী

১৯১৫	ডব্লিউ. এইচ. ব্র্যাগ ও ডব্লিউ. এল. ব্র্যাগ	ইংল্যাণ্ড
১৯১৬	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৭	সি. জি. বার্কলা	ইংল্যাণ্ড
১৯১৮	ম্যাকস ভন প্ল্যাঙ্ক	জার্মানী
১৯১৯	জে. ষ্টার্ক	ঐ
১৯২০	সি. ই. গুইলোম	স্বইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯২১	আলবার্ট আইনষ্টাইন	জার্মানী
১৯২২	নিয়েলস বর্‌	ডেনমার্ক
১৯২৩	আর. এ. মিলিকান	আমেরিকা
১৯২৪	কে. এম. জি. সিগবান	স্বইডেন
১৯২৫	জেমস ফ্রাঙ্ক এবং গুস্তভ হের্তজ	জার্মানী
১৯২৬	জীন বি. পেরী	ফ্রান্স
১৯২৭	আর্থার কম্পটন	আমেরিকা
„	ও. সি. টি. রীজ ইউল্‌সন	ইংল্যাণ্ড
১৯২৮	ও. ডব্লিউ. রিকার্ডসন	ঐ
১৯২৯	ডুস এল. ভি. ড ব্রগলী	ফ্রান্স
১৯৩০	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ	ভারতবর্ষ
১৯৩১	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩২	ডব্লিউ হাইজেন বের্গ	জার্মানী
১৯৩৩	পি. এ. এম. ডিরাক	ইংল্যাণ্ড
„	এরউইন শ্রডিংগার	অস্ট্রিয়া
১৯৩৪	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩৫	জে. চ্যাড উইক	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬	ভি. এফ. হেস	অষ্ট্রিয়া
„	সি. ডি. এণ্ডারসন	আমেরিকা
১৯৩৭	সি. জে. ডেভিসন	আমেরিকা
„	জি. পি. টমসন	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৮	এনরিকো ফের্মি	ইতালী
১৯৩৯	ই. ও. লরেন্স	আমেরিকা
১৯৪০-৪২	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৪৩	ওটো ষ্টার্ণ	আমেরিকা
১৯৪৪	ইসিডোর আইজাক্‌ র‍্যাবি	ঐ
১৯৪৫	ডব্লিউ. পাউলি	অস্ট্রিয়া
১৯৪৬	পি. ডব্লিউ. ব্রিজম্যান	আমেরিকা
১৯৪৭	স্যার ই. এপ্‌লটন	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৮	পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৯	হিডেকি য়ুকাওয়া	জাপান
১৯৫০	সেসিল এফ. পাওয়েল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১	স্যার জন ডগলাস ককক্রফট্‌	ঐ
„	ই টি. এস. ওয়ালটন	আয়ার্ল্যাণ্ড
১৯৫২	ডঃ ই. পার্সেল	আমেরিকা
„	ডঃ এফ. ব্লক	ঐ
১৯৫৩	ডঃ ফ্রীজ্‌ জারনিক	নেদারল্যাণ্ডস
১৯৫৪	ওয়াল্টার বোথে	জার্মানী
„	ম্যাক্স বর্ণ	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৫	ডঃ ডব্লিউ. ই. ল্যাম্ব	আমেরিকা
„	ডঃ পলিকার্প কুশ	ঐ
১৯৫৬	ডঃ উইলিয়াম শকলে	আমেরিকা
„	ডঃ ডব্লিউ. এইচ. ব্রাটিন	ঐ
„	ডঃ জন বার্ডিন	ঐ
১৯৫৭	ডঃ সুং দাও লী	চীন
„	ডঃ চেন নি ইয়াং	ঐ
১৯৫৮	ডঃ চেরেনকোভ	রাশিয়া
„	ডঃ আই. ফ্রাঙ্ক	ঐ
„	ডঃ আই. ট্যাম	ঐ
১৯৫৯	ডঃ এমিলিও সেগ্রে	আমেরিকা
„	ডঃ ওয়েন চেম্বারলেন	ঐ
১৯৬০	ডোনাল্ড এ, গ্লাসের	ঐ
১৯৬১	আর. হফসট্যাডটার	ঐ
„	আর. মোসাবাউর	জার্মানী
১৯৬২	লেভ. ডি. ল্যাগার্ড	রাশিয়া
১৯৬৩	ই. পি. উইগনার*	আমেরিকা
„	শ্রীমতী এম. জি. মেয়ার	ঐ
„	এইচ. ডি. জেনস্নে	জার্মানী
১৯৬৪	চার্লস্‌ টাউনেস	আমেরিকা
„	নিকোলাই বাসভ	রাশিয়া
„	আলেকজাণ্ডার প্রোমোরভ	ঐ
১৯৬৫	এস. ই. তোমোনাগা	জাপান
„	জে. স্বইংগার	আমেরিকা
„	আর. ফেইসম্যান	ঐ
১৯৬৬	আলফ্রেড কাষ্টলার	ফ্রান্স
১৯৬৭	হ্যান্স এ. বেতু	আমেরিকা
১৯৬৮	লুই আলভেরেজ	আমেরিকা

*অর্ধেক উইগনার ও বাকি অর্ধেক অপর ২ জন

ভেষজবিদ্যা ও শারীরবৃত্ত

১৯০১ ই. এডলফ ফন বেরিং জার্মানী
১৯০২ স্যার রোনাল্ড রস ইংল্যাণ্ড
১৯০৩ এন. আর. ফিনসেন ডেনমার্ক
১৯০৪ আই. পি. প্যাভলভ রাশিয়া
১৯০৫ আর. কক্ জার্মানী
১৯০৬ র‍্যামনি কাজল স্পেন
,, ক্যামিল্লো গলগি ইতালী
১৯০৭ সি. এল. এ. ল্যাভেরান ফ্রান্স
১৯০৮ পল এরলিক জার্মানী
,, ই. মেচনিকফ ফ্রান্স
১৯০৯ টি. কোচের সুইডেন
১৯১০ এ. কোজেল জার্মানী
১৯১১ এ. গুলষ্ট্র্যাণ্ড সুইডেন
১৯১২ এ. ক্যারেল আমেরিকা
১৯১৩ সি রিকেট ফ্রান্স
১৯১৪ আর. ব্যারানি অস্ট্রিয়া
১৯১৫-১৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯ জে. বরডেট বেলজিয়াম
১৯২০ এ. ক্রঘ্ ডেনমার্ক
১৯২১ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২২ এ. ভিহিল্ ইংল্যাণ্ড
,, অট্টো মেয়ারহফ্ জার্মানী
১৯২৩ এফ, জি. ব্যানটিং ও কানাডা
জে. জে, আর. ম্যাকলিয়ড ঐ
১৯২৪ ডব্লিউ. আইনটোভেন হল্যাণ্ড
১৯২৫ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৬ জে. ফাইবিগার ডেনমার্ক
১৯২৭ জুলিয়স ডব্লিউ. জাউরেগ অস্ট্রিয়া
১৯২৮ চার্লস নিকলে ফ্রান্স
১৯২৯ এফ. জি. হপকিনস্ ইংল্যাণ্ড
,, সি. আইয়েকম্যান হল্যাণ্ড
১৯৩০ কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার আমেরিকা
১৯৩১ অটো এইচ. ওয়ারবুর্গ জার্মানী
১৯৩২ স্যার চার্লস শেরিংটন
,, ই. ডি. এ্যাড্রিয়ান ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩ টি. এইচ. মরগান আমেরিকা
১৯৩৪ জি. মিনো ডব্লিউ. পি. মরফি
ও জি. এইচ. হুইপল্ আমেরিকা
১৯৩৫ এইচ. স্পিমান জার্মানী
১৯৩৬ স্যার হেনরী ডেইল ইংল্যাণ্ড
,, অটো লোউই অস্ট্রিয়া
১৯৩৭ এ. এফ. সেন্ট-গিয়রগি হাঙ্গারী
১৯৩৮ সি. হেম্যানস বেলজিয়াম
১৯৩৯ জি. ডোমাগ জার্মানী
১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৩ হেনরিক ডাম ডেনমার্ক
,, এডোয়ার্ড ডয়জি আমেরিকা
১৯৪৪ জোসেফ আর্লেঙ্গার
,, এইচ. গ্যাসার আমেরিকা
১৯৪৫ স্যার এ ফ্লেমিং ইংল্যাণ্ড
,, স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরি ঐ
,, ডঃ ই. বি. চেইন জার্মানী
১৯৪৬ এইচ. জে. মুলার আমেরিকা
১৯৪৭ ডঃ কার্ল এফ কোরি ঐ
,, মিসেস এফ্ কোরি ঐ
,, ডঃ বি. হাউসে অর্জেন্টিনা
১৯৪৮ পল মুয়েলার সুইটজারল্যাণ্ড
১৯৪৯ ডঃ ডব্লিউ আর. হেস ঐ
,, ডঃ মনিজ পর্তুগাল
১৯৫০ এডোয়ার্ড সি. কেণ্ডাল আমেরিকা
,, ফিলিপ এস. হেঞ্চ ঐ
,, টি. রাইখস্টাইন সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯৫১ ম্যাক্স থেইলার আমেরিকা
১৯৫২ এস. এ. ওয়াকস্‌ম্যান ঐ
১৯৫৩ ডঃ এইচ. এডল্ফ ক্রেবস্ ইংল্যাণ্ড
,, ডঃ ফ্রীজ এ. লিপ্‌ম্যান আমেরিকা
১৯৫৪ ডঃ জন এফ. এণ্ডার্স ঐ
,, ডঃ টমাস এইচ্. ওয়েলার ঐ
,, ডঃ ফ্রেডারিক সি. রবিন্‌স ঐ
১৯৫৫ ডঃ হুগো থিয়োরেল সুইডেন
১৯৫৬ ডঃ ডি. রিচার্ডস্ আমেরিকা
,, ডঃ এ. এফ. কুর্ণাণ্ড ঐ
,, ডঃ ডব্লিউ. ফর্স্‌ম্যান পঃ জার্মানী
১৯৫৭ ড্যানিয়েল বোভেট সুইটজারল্যাণ্ড

১৯৫৮ ডঃ জি ডব্লু বিডাল্	আমেরিকা
„ ডঃ ই এল টাটুম	ঐ
„ জে লেডারবার্গ	ঐ
১৯৫৯ ডঃ সেভেরো ওচোয়া	ঐ
„ ডঃ আর্থার কর্ণবার্গ	ঐ
১৯৬০ পি. বি. মেডাওয়ার	ইংল্যাণ্ড
„ ফ্র্যাঙ্ক ম্যাকফারলেন	অষ্ট্রেলিয়া
১৯৬১ জর্জ ভন বেকেসি	আমেরিকা
১৯৬২ জে ডি ওয়াটসন	ঐ
„ এফ. এইচ. কম্পটন ক্রীক	ইংল্যাণ্ড
„ এম. এইচ. ফ্রেডারিক উইলকিনস্	ঐ
১৯৬৩ জে. সি. এক্কলস্	অষ্ট্রেলিয়া
„ এ. এল. হজকিন	ইংল্যাণ্ড
„ এফ্. এ. হাক্সলি	ঐ
১৯৬৪ কনরাড ব্লক	আমেরিকা
„ থিওডর লিনেন	পঃ জার্মানী
১৯৬৫ ফ্রাসোয়া জ্যাকব	ফ্রান্স
„ আঁদ্রে লোফ	ঐ
„ জ্যাক মোনো	ঐ
১৯৬৬ এফ পিটন রাউস	আমেরিকা
„ চার্লস বি হুগিনস্	ঐ
১৯৬৭ ডঃ রাগনার গ্রানিট	সুইডেন
„ ডঃ হল্ডেন কেফার হার্টলাইন	আমেরিকা
„ ডঃ জর্জ ওয়াল্ড	ঐ
১৯৬৮ হরগোবিন্দ খোরানা	আমেরিকা
„ রবার্ট ডব্লু হোলি	ঐ
„ মার্শাল নীরেমবার্গ	ঐ

রসায়ন

১৯০১ জে. এইচ. হফ্	হল্যাণ্ড
১৯০২ এমিল ফিশার	জার্মানী
১৯০৩ এস এ্যারেহেনিয়াস্	সুইডেন
১৯০৪ স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে	ইংল্যাণ্ড
১৯০৫ এ. ফন বেয়ার	জার্মানী
১৯০৬ এইচ মোইজাঁ	ফ্রান্স
১৯০৭ ই. বুকনার	জার্মানী
১৯০৮ আরনেস্ট রাদারফোর্ড	ইংল্যাণ্ড
১৯০৯ ডব্লিউ. ওস্টওয়াল্ড	জার্মানী
১৯১০ অটো ওয়ালাথ	জার্মানী
১৯১১ মারী এস্ কুরী	ফ্রান্স
১৯১২ ভি গ্রিগনার্ড এবং পি সাবেটিয়ে	ঐ
১৯১৩ আলফ্রেড ওয়ারনার	সুইটজারল্যাণ্ড
১৯১৪ টি ডব্লিউ রিচার্ডস	ইংল্যাণ্ড
১৯১৫ আর উইলস্ট্যাটার	জার্মানী
১৯১৬-১৭ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৮ ফিৎস হেবার	জার্মানী
১৯১৯ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯২০ ওয়ালটার নারস্ট	জার্মানী
১৯২১ এফ. সডি	ইংল্যাণ্ড
১৯২২ এফ, ডব্লু. এ্যাস্টন	ঐ
১৯২৩ ফ্রিৎস প্রেগল্	অস্ট্রিয়া
১৯২৪ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯২৫ আর. জিগমণ্ডি	জার্মানী
১৯২৬ টি. সেডবার্গ	সুইডেন
১৯২৭ এইচ. উইল্যাণ্ড	জার্মানী
১৯২৮ এ. উইন্ডস্	ঐ
১৯২৯ এ. হার্ডেন	ইংল্যাণ্ড
„ এইচ. ফন অয়লার চেলপিন	সুইডেন
১৯৩০ হানস ফিশার	জার্মানী
১৯৩১ কার্ল বশ এবং এফ. বেজিয়স	ঐ
১৯৩২ আই. লাংমিউয়ার	আমেরিকা
১৯৩৩ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩৪ এইচ. সি. ইউরে	আমেরিকা
১৯৩৫ এফ জোলিও ক্যুরী ও ম্যাডাম জোলিও ক্যুরী	ফ্রান্স
১৯৩৬ পিটার জে. ডব্লু ডেবাই	জার্মানী
১৯৩৭ ডব্লু. এন. হেওয়ার্থ	ইংল্যাণ্ড
„ পল কারের	সুইটজারল্যাণ্ড
১৯৩৮ আর. কুন *	জার্মানী
১৯৩৯ এ. এফ বুটেনান্ট *	ঐ
„ এল রুজিকা	সুইটজারল্যাণ্ড
১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৪৩ জর্জ ফন হেভেসি	হাঙ্গারী
১৯৪৪ অটো হান	জার্মানী
১৯৪৫ আরটুরি বিরতানেন	ফিনল্যাণ্ড

---

* গ্রহণ করেন নাই।

১৯৪৬	জে. বি. সামনার †	আমেরিকা
,,	জে. এইচ. নরথ্‌প	আমেরিকা
,,	ডব্লু. এম. স্ট্যানলি	আমেরিকা
১৯৪৭	স্যার রবার্ট রবিনসন	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৮	আর্নি টিসেলিয়াস	সুইডেন
১৯৪৯	উইলিয়ম গিয়াউক	আমেরিকা
১৯৫০	অটো ডিয়েল্‌স ও ডক্টর কুর্ট এডলার	জার্মানী
১৯৫১	ডঃ গ্লেন থিওডোর সিবর্গ	আমেরিকা
,,	ডঃ এটুইন ম্যাটিসন ম্যাকমিলান	ঐ
১৯৫২	ডঃ এ. জি. মার্টিন ও আর. এল. এম সিঞ্জ	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৩	হেরম্যান সটাউডিনজার	জার্মানী
১৯৫৪	ডঃ লিনাস পাউলিং	আমেরিকা
১৯৫৫	ভিনসেন্ট দ্য ভিনো	ঐ
১৯৫৬	স্যার সি. হিলসেলউড	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৬	নিকোলাই সেমিনফ	রাশিয়া
১৯৫৭	স্যার আলেকজাণ্ডার টড	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৮	ডঃ ফ্রেডারিক স্যাঙ্গার	ঐ
১৯৫৯	জারোস্লাভ হেরোভস্কি	চেকোশ্লাভাকিয়া
১৯৬০	উইলার্ড এফ লিব্বি	আমেরিকা
১৯৬১	অধ্যাপক ক্যালভিন	ঐ
১৯৬২	জে. সি কেণ্ড্রু	ইংল্যাণ্ড
,,	এম. এফ. পেরুজ	ঐ
১৯৬৩	কার্ল জিগলার	পঃ জার্মানী
,,	গুইলিও নাট্টা	ইতালী
১৯৬৪	শ্রীমতী ডরথি ক্রফ্‌ট হজকিন	ইংল্যাণ্ড
১৯৬৫	রবার্ট বার্নস	আমেরিকা
১৯৬৬	রবার্ট এস. মুলিকেন	ঐ
১৯৬৭	ম্যানফ্রেড আইজেন	পূর্ব জার্মানী
,,	রোণাল্ড নরিস	ইংল্যাণ্ড
,,	জর্জ পোটার	ইংল্যাণ্ড
১৯৬৮	লিবস্‌ অনসেজার	আমেরিকা

কলিঙ্গ পুরস্কার

উড়িষ্যার প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীবিজু পট্টনায়ক বিজ্ঞানচর্চাকে লোকপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে "কলিঙ্গ পুরস্কার" প্রবর্তন করিয়াছেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য এক হাজার পাউণ্ড। ইহা প্রতিবৎসর জাতিসংঘের 'ইউনেস্কো' অর্থাৎ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে বৎসরের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচয়িতা বিজ্ঞানীকে প্রদান করা হয়। এযাবৎ পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৫২	লুই ডি. ব্রগলি	ফ্রান্স
১৯৫৩	জুলিয়ান হাক্সলি	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৪	ডব্লু. কেইম্পফার্ট	আমেরিকা
১৯৫৫	এ পি. সু নিয়ার	ভেনেজুয়েলা
১৯৫৬	জি. গ্যামভ	আমেরিকা
১৯৫৭	বারট্রাণ্ড রাসেল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৮	কার্ল ভন ফ্রিস্ক	অস্ট্রিয়া
১৯৫৯	জীন রোস্টার্ড	ফ্রান্স
১৯৬০	রিচি ক্যাল্ডার	ইংল্যাণ্ড
১৯৬১	আর্থার জি. ক্লার্ক	ইংল্যাণ্ড
১৯৬২	জোরার্ড পিয়েল	আমেরিকা
১৯৬৩	জগজিৎ সিং	ভারত
১৯৬৪	ওয়ারেন উইভার	আমেরিকা
১৯৬৫	ইউজিন রাবিনা উইৎভ	ফ্রান্স
১৯৬৬	পল কিউডার	ফ্রান্স
১৯৬৭	ফ্রেড হয়েল	ইংল্যাণ্ড

† অর্ধেক এবং অপর অর্ধেক অন্য দুইজন।

ভারতে বিজ্ঞানের প্রসার

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ ঃ ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত গবেষণার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগে নানা কারণে এদেশে বিজ্ঞানচর্চায় ভাঁটা পড়ে। তারপর ইংরাজ আমলেও ভারতে বিজ্ঞান সাধনার তেমন কোন সুযোগ ছিল না। জাতির কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব হয় মাত্র ১৯২৯ সালে—কৃষি গবেষণা সংস্থা বা কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্থাপনের ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে বৃটিশ শাসকগণ বাধ্য হইয়া এদেশের কাঁচামালে সমরসম্ভার উৎপাদনের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক শিল্প-গবেষণা ও ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতিবিধানে যত্নবান হন। ইহার ফলে ১৯৪০ সালে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ) গঠিত হয়। অতঃপর ইংরাজ সরকার ১৯৪২ সালে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ) গঠন করিয়া উহার হাতে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকার একটি গবেষণা তহবিল ন্যস্ত করেন। এদেশ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে ইংরাজ সরকার এইভাবে বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত করিয়া যান।

স্বাধীনতা লাভের পর ঃ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নিজ তত্ত্বাবধানে একটি 'বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তর' সৃষ্টি করেন। ১৯৪৮ সালের ১লা জুন এই দপ্তরের অধীনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের সৃষ্টি হয়; এই বিভাগের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিয়া ১৯৫১ সালে ইহাকেই 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা' (ন্যাচারেল রিসোর্সেস অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ) মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (যাহা সংক্ষেপে সি. এস. আই. আর. নামে পরিচিত) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন করেন।

১। রোগ ও ঔষধ সম্পর্কীয় গবেষণা কার্যাদি 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

২। কৃষি গবেষণার দায়িত্ব 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' এবং তুলা, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উন্নয়ন-কার্য স্বতন্ত্র সমিতির হস্তে ন্যস্ত।

৩। কারিগরি বিদ্যার গবেষণা 'বোর্ড অব ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ' কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৪। বিভিন্ন শুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা করে প্রধানতঃ সি. এস. আই. আর. এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (পরমাণু শক্তি সংস্থা); তা' ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণা কার্য চলে।

৫। বিভিন্ন ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা মুখ্যতঃ সি. এস. আই. আর. কর্তৃক পরিচালিত হয়; আর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারেও গবেষণা চলে।

কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্দিনে ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ গঠন করেন, যাহা ১৯৪২ সালে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ নামে পরিচিত হয়। এই কাউন্সিল বা পরিষদ প্রধানতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমবায়ে গঠিত একটি স্বাধীন সংস্থায় পরিণত হয়।

ভারতে সরকারী উদ্যোগে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্পর্কে যে গবেষণা হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। বিবিধ জাতীয় গবেষণাগার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনও কাউন্সিলের দায়িত্ব। কাউন্সিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়া থাকেন। যে সকল উপযুক্ত গুণী ব্যক্তি বিজ্ঞানকে জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে চান কাউন্সিল তাঁহাদিগকে 'ফেলো' নির্বাচিত করেন। বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও তথ্যাদি প্রকাশ ও প্রচার এই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যের অন্তর্গত। পরিষদ ভারতের বিজ্ঞানী ও কারিগরীজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের 'জাতীয় সূচী' (ন্যাশনাল রেজিষ্টার) রক্ষা করেন।

একটি 'গভর্ণিং বডি' কাউন্সিলের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিনিধিগণ এবং অর্থমন্ত্রকের প্রতিনিধিগণকে লইয়া উক্ত গভর্ণিংবডি গঠিত। প্রধানমন্ত্রী উহার সভাপতি এবং শিক্ষামন্ত্রী সহকারী সভাপতি। কাউন্সিলের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার

॥ জাতীয় গবেষণাগারসমূহ ॥

কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ-এর উদ্যোগে যে সকল জাতীয় গবেষণাগার ও প্রদর্শশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

(১) **জাতীয় ধাতুবিজ্ঞান গবেষণাগার** (National Metallurgical Laboratory): ১৯৫০ সালে ২৬শে নবেম্বর তারিখে জামসেদপুরে এই গবেষণাগারের উদ্বোধন করা হইয়াছে। টাটা লৌহ কারখানার সহযোগে এই গবেষণাগারের কার্যাদি পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতুর নিষ্কাষণ, পরিশোধন, উন্নয়ন প্রভৃতি ধাতুবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণা ছাড়াও এখানে ধাতব, খনিজ, ধাতুসংকর প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণাকার্যাদি পরিচালিত হয়।

(২) **কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগার** (Cental Drug Research Institute): লক্ষ্ণৌ-এর 'ছত্রমঞ্জিল' নামক স্থানে ১৯৫১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। এখানে রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জৈব-রসায়ন, জীবাণু তত্ত্ব, রোগ ও নিদান বিষয়ক পাঁচটি বিভাগে গবেষণাকার্য চলে।

(৩) **জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার** (National Physical Laboratory): ১৯৫০ সালের ২১শে জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে। এই গবেষণাগারে নয়টি বিভাগে কাজ হয়—তড়িৎবিদ্যা, আলোক-বিজ্ঞান, ইলেকট্রনতত্ত্ব, শব্দ-বিজ্ঞান, তাপ ও শক্তি, ফলিত যন্ত্রবিদ্যা, ওজন ও মান, রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কীয় পদার্থবিদ্যা।

(৪) **জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার** (National Chemical Laboratory): এই গবেষণাগার ১৯৫০ সালে পশ্চিম ভারতের পুণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রসায়ন বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট আটটি বিভিন্ন বিভাগে এখানে গবেষণাকার্য পরিচালিত হইতেছে—অজৈব রসায়ন, জৈব রসায়ন, তত্ত্বীয় (ফিজিক্যাল) রসায়ন, শারীরবৃত্তীয় রসায়ন, রাসায়নিক যন্ত্রবিদ্যা, প্লাস্টিক ও হাইপলিমার সম্পর্কীয় রসায়ন ও রাসায়নিক তথ্য সমন্বয় প্রভৃতি।

(৫) **কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার** (Central Fuel Research Institute): ১৯৫০ সালে ২১শে এপ্রিল, বিহারের দিগোয়াদি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কঠিন, তরল ও গ্যাস জাতীয় বিভিন্ন জ্বালানি পদার্থের দাহিকা শক্তি সম্পর্কীয় সমস্যাদির সমাধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ৬টি সমীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতীয় কয়লার মান নির্ধারণ, উপযুক্ত ব্যবহার ও অনুজাত পদার্থাদি বিষয়ক গবেষণাও করা হয়।

(৬) **কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার** (Central Glass & Ceramic Research Institute): কলিকাতার যাদবপুর অঞ্চলে ১৯৫০ সালের ২৫শে আগষ্ট এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ ও মৃত্তিকা (চিনামাটি, পোর্সিলেন প্রভৃতি) সম্পর্কীয় গবেষণাই ইহার উদ্দেশ্য।

(৭) **কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (Central Road Research Institute): নূতন দিল্লীতে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ সালের ১৬ই জুলাই খোলা হয়। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বল্প ব্যয়ে রাস্তা তৈয়ারী ও উহা সংরক্ষণের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(৮) **কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (Central Food Technological Research Institute): ১৯৫০ সালের ২১শে অক্টোবর মহীশূরে এই গবেষণা মন্দিরের উদ্বোধন হয়। খাদ্যপুষ্টি ও জৈব রসায়ন, খাদ্যসংরক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় কারিগরি বিদ্যা—এই তিনটি প্রধান বিভাগে এখানে গবেষণাকার্য চলিতেছে। বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগত ও গুণাগুণ বিচার, কৃত্রিম ও পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, ফল সংরক্ষণ ও তার যোগ্য আধারের ব্যবস্থা, ভেজাল নিবারণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে গবেষণা চলে।

(৯) **কেন্দ্রীয় চর্ম শিল্প গবেষণাগার** (Central Leather Research Institute): ১৯৫৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়; ভারতে আধুনিক উন্নত শ্রেণীর চর্মশিল্প প্রবর্তনের জন্য এখানে সকল রকম গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ, প্রস্তুতকরণ, কৃত্রিম চামড়া তৈয়ারী, চামড়ায় শ্রেণী বিভাগ ও পরীক্ষা প্রভৃতি কার্যের সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক কৌশল বাহির করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(১০) **কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ গবেষণা মন্দির** (Central Building Research Institute): ১৯৫৩ সালের ১৩ই এপ্রিল রুড়কিতে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে। ভারতবাসীর গৃহসমস্যা সমাধানের সুলভ উপায় উদ্ভাবন করাই ইহার উদ্দেশ্য। গৃহনির্মাণে বিভিন্ন অঞ্চলে উপযোগী মালমসলা, নির্মাণ-কৌশল স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রভৃতি গৃহসম্বন্ধীয় গবেষণা পরিচালন ও তথ্যাদি পরিবেশন করাই এই গবেষণাগারের কার্য।

(১১) **কেন্দ্রীয় তড়িৎ-রসায়ন গবেষণাগার** (Central Electro-Chemical Research Institute): মাদ্রাজে করাইকুডি নামক স্থানে ১৯৫৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থাই ইহার উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক উপায়ে

রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের উন্নত কৌশল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এখানে গবেষণাকার্য চলিতেছে। ইলেক্ট্রোলাইটিক ও ইলেক্ট্রোথার্মিক এই দুই মুখ্য বিভাগে এখানে গবেষণা হয়।

(১২) কেন্দ্রীয় লবণ ও সামুদ্রিক রসায়ন গবেষণাগার (Central Salt & Marine Chemicals Research Institute): গুজরাটের ভবনগরে ১৯৫৪ সালের ১০ই এপ্রিল এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। খাদ্য-লবণের বিশুদ্ধতা সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য এখানে গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমুদ্র ও হ্রদের যে লবণাক্ত জল হইতে লবণ উৎপাদিত হয় তাহাতে অনেক বিভিন্ন মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে; লবণ উৎপাদনের সময় ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ উপজাত হিসাবে লাভ করিবার জন্যও গবেষণা করা হইতেছে।

(১৩) কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্যা গবেষণাগার (Central Electronics Engineering Research Institute): রাজস্থানের পিলানি নামক স্থানে ১৯৫৭ সালে স্থাপিত হইয়াছে। সকল রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার জন্য কারিগরি গবেষণাই ইহার উদ্দেশ্য। চিকিৎসা কাজের জন্য ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ, এন্সেলোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্র, বিভিন্ন শিল্পকার্যে ও গবেষণাগারে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রেডিও যন্ত্রের ভাল্‌ভ প্রভৃতি দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত করিবার জন্য গবেষণাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

(১৪) জাতীয় উদ্ভিদ্ উদ্যান (National Botanic Garden): লক্ষ্ণৌ-এর 'সেকেন্দার বাগ' নামক প্রাচীন সুবৃহৎ বাগিচাটি ১৯৫৩ সালে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন ভেষজগুণসম্পন্ন লতা, গুল্ম ও গাছগাছড়া উৎপাদন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান করিবার জন্য গবেষণার উদ্যোগ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই একটি উদ্ভিদশালা ও গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

(১৫) কেন্দ্রীয় খনি গবেষণা কেন্দ্র (Central Mining Research Station): ধানবাদে অবস্থিত; খনির অভ্যন্তরে খনন পদ্ধতি ও নিরাপত্তা এবং খনিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ সম্পর্কে এই কেন্দ্রে গবেষণা হইয়া থাকে।

(১৬) আঞ্চলিক গবেষণাগার (Regional Research Laboratory): ১৯৫৬ সালে হায়দরাবাদে স্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের শিল্প ও কাঁচামালঘটিত বিশেষ সমস্যাগুলি সম্পর্কে গবেষণা করাই ইহার কাজ।

(১৭) **ভারতীয় জৈবরসায়ন ও ফলিত ভেষজ গবেষণাগার** (Indian Institute for Bio-Chemistry & Experimental Medicine) : কলিকাতায় ১৯৫৬ সালে স্থাপিত। এই গবেষণাগারে জৈবরসায়নের বিভিন্ন শাখা, ভেষজ বিজ্ঞান এবং জীবাণুতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা হইয়া থাকে।

(১৮) **বিড়লা শিল্প ও কারিগরি প্রদর্শশালা** (Birla Industrial & Technological Museum) : ১৯৫৯ সালে কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে আধুনিক উন্নতির তথ্যাদি বর্ণিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

(১৯) **আঞ্চলিক গবেষণাগার** (Regional Research Laboratory): জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মু তাওয়াই নামক স্থানে ১৯৫৬ সালে স্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের শিল্প ও কাঁচামালের সমস্যা, বিশেষতঃ কাশ্মীর সংলগ্ন হিমালয়ের বনৌষধি সম্পর্কে এখানে গবেষণা করা হইয়া থাকে।

(২০) **কেন্দ্রীয় বলবিদ্যা পূর্ত গবেষণাগার** (Central Mechanical Engineering Research Institute) : পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। বলবিদ্যা ঘটিত পূর্তবিদ্যার সকল বিভাগেই গবেষণা করা হয়।

(২১) **কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য-পূর্ত গবেষণাগার** (Central Public Health Engineering Research Institute) : ১৯৫৯ সালে নাগপুরে প্রতিষ্ঠিত। জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পূর্তবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা এবং উহার সহিত সংযুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

(২২) **জাতীয় বিমানবিদ্যা গবেষণাগার** (National Aeronautical Laboratory) : ১৯৬০ সালে বাঙ্গালোরে স্থাপিত ; বিমানের নক্সা, গঠন ও চালনা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে গবেষণা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

(২৩) **আঞ্চলিক গবেষণাগার** (Regional Research Laboratory) : জোরহাটে ১৯৬১ সালে স্থাপিত ; আসামের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদের অধিকতর ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রয়োজন সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য এই সংস্থাটি স্থাপিত হইয়াছে।

(২৪) **কেন্দ্রীয় ভারতীয় ঔষধি উদ্ভিদ সংস্থা** (Central Indian Medical Plants Organisation) : ১৯৫৯ সালে লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত ; ঔষধিবৃক্ষের চাষ, উন্নয়ন ও সুসংবদ্ধ ভিত্তিতে উহার ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা করা হয়।

(২৫) **কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠান** (Central Scientific Instruments Organisation) : ১৯৫৯ সালে চণ্ডীগড়ে স্থাপিত। শিক্ষা,

শিল্প ও গবেষণা কার্যে ব্যবহার্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের প্রসার ও উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

(২৬) **ভারতীয় পেট্রোলিয়াম প্রতিষ্ঠান** (Indian Institute of Petroleum): দেরাদুনে ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত, পেট্রোল শোধন ও পেট্রোল সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করা হয়।

(২৭) **জাতীয় ভূতত্ত্ববিদ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (National Geophysical Research Institute): হায়দরাবাদে ১৯৬১ সালে স্থাপিত; ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কিত কার্যে সাহায্য ও উৎসাহ দান এবং নূতন গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করাই ইহার লক্ষ্য।

(২৮) **বিশ্বেশ্বরায়া শিল্প ও কারিগরি প্রদর্শশালা** (Visvesvaraya Industrial & Technological Museum): বাঙ্গালোরে ১৯৬২ সালে স্থাপিত। শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে আধুনিক উন্নতির তথ্যাদি বর্ণিত ও প্রদর্শিত হয়।

(২৯) **ভারতীয় সমুদ্র অভিযান** (Indian Ocean Expedition): নয়াদিল্লীতে ১৯৬২ সালে স্থাপিত। সমুদ্রের তলদেশে তৈল ও খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান করা এবং অন্যান্য বিবিধ সামুদ্রিক বিষয়ে গবেষণা করা এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

(৩০) **আঞ্চলিক গবেষণাগার** (Regional Research Laboratory): ১৯৬২ সালে ভুবনেশ্বরে (উড়িষ্যা) প্রতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলের শিল্প এবং কাঁচামাল সম্পর্কিত সমস্যা লইয়া গবেষণা করা ইহার কাজ।

(৩১) **জাতীয় প্রাণিতত্ত্ব গবেষণাগার** (National Biological Laboratory): পাঞ্জাবের কাংরা উপত্যকার অন্তর্গত পালামপুরে এই গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ১৯৬৪ সালে সরকার এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। এখানে প্রাণিতত্ত্বের সকল বিভাগ সম্পর্কে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা হইবে।

(৩২) **গঠনিক পূর্তগবেষণা কেন্দ্র** (Structural Research Centre): ১৯৬৫ সালে রুড়কিতে স্থাপিত। ইমারৎ, সেতু প্রভৃতির নির্মাণ সম্পর্কে নক্সা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করা হইবে।

(৩৩) **শিল্প ও বিষ-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র** (Industrial Toxicological Research Centre): লক্ষ্ণৌতে ১৯৬৫ সালে স্থাপিত। ত্বক্, রক্ত, অন্ত্র, স্নায়ুমণ্ডল ও অস্থির উপর শিল্পজাত বিষের ক্রিয়া সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠান গবেষণা করিবে।

(৩৪) **প্রকাশন ও তথ্য অধিকার** (Publication & Information Directorate): নয়াদিল্লীতে ১৯৫১ সালে স্থাপিত। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ, সাময়িকপত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশন ও পরিকল্পনা এই অধিকারের কাজ।

(৩৫) **ভারতীয় জাতীয় বৈজ্ঞানিক দলিলকরণ কেন্দ্র** (Indian National Scientific Documentation Centre): ১৯৫১ সালে নয়াদিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত। দলিলকরণ সম্পর্কে সকল রকম সুযোগ দান করিয়া থাকে।

(৩৬) **মফৎলাল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রদর্শশালা** (Mafatlal Scientific & Technological Museum): ১৯৬৪ সালে বোম্বাইতে স্থাপিত। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নতির তথ্যাদি বর্ণিত ও প্রদর্শিত হয়।

॥ গবেষণামূলক অন্যান্য সরকারী বিভাগ ॥

পূর্বোক্ত জাতীয় গবেষণাগারসমূহ ছাড়া ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের অধীনে আরও কতকগুলি সংস্থা বিভিন্নক্ষেত্রে গবেষণাকার্য করিয়া থাকে। নিম্নে উহাদের নাম উল্লেখ করা হইল।

'সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইরিগেশন এ্যাণ্ড পাওয়ার'-এর অধীনে ১১টি জলসম্পদ গবেষণাকেন্দ্র আছে। খাড়কভাসলায় (পুণা) কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ ও সেচ গবেষণাকেন্দ্র উহাদের মধ্যে প্রধান।

যোগাযোগ দপ্তরের অধীনে 'ডাইরেকটরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন' নামক বিভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহা বিমান নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ লইয়া গবেষণা করে।

'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' দেশের উদ্ভিদ্ সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা করে। উহার অধীনে ৫টি আঞ্চলিক বিভাগ আছে। উহাদের সদর দেরাদুন, কোয়েম্বাটুর, এলাহাবাদ, পুণা ও শিলং-এ অবস্থিত। উহা ছাড়া এলাহাবাদে 'সেন্ট্রাল বোটানিক্যাল ল্যাবরেটরী' এবং কলিকাতায় 'বোটানিক্যাল মিউজিয়াম' ও 'ন্যাশনাল হারবারিয়াম' আছে। এই বিভাগ শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

'জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' দেশের প্রাণিবিদ্যার সকল গবেষণা চালনা করে। উহার সদর কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার অধীনে শিলং, পুণা, জব্বলপুর, যোধপুর, মাদ্রাজ ও দেরাদুনে ৬টি আঞ্চলিক বিভাগ আছে।

'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' ভারতে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র রচনা করিয়া থাকে। শতবর্ষাধিক পূর্বে এই সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার সদর কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার ৮টি আঞ্চলিক আফিসের মাধ্যমে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা পরিচালিত হইয়া থাকে।

'দি এন্‌থ্রপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (কলিকাতা), নৃতত্ত্বঘটিত সকল বিষয়ে গবেষণা করে।

'ইণ্ডিয়ান মীটিয়রলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট' ১৮৭৫ সালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গঠিত। আবহাওয়া সম্পর্কে আগাম তথ্যাদি পরিবেশন করে। আবহাওয়া-বিদ্যার সকল বিভাগেই ইহা গবেষণা করিয়া থাকে।

'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (দেরাদুন) ভারতের ভৌগোলিক তথ্যাদির জরীপ ও আধুনিক মানচিত্র রচনা করা ইহার কাজ।

'দি ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (**দেরাদুন**) নির্মাণকার্যে প্রয়োজনীয় তক্তা ও কাষ্ঠ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া থাকে।

'দি ন্যাশনাল এটলাস অর্গ্যানাইজেশন: সদর দপ্তর কলিকাতায় অবস্থিত। ইহা ভারতের জাতীয় মানচিত্র রচনার কাজে ব্যাপৃত আছে।

'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' (নয়াদিল্লী) বেতারতরঙ্গ এবং রেডিও রিসিভার সম্পর্কে গবেষণা চালনা করে।

'রেলওয়ে বোর্ড' লক্ষ্ণৌতে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

॥ বেসরকারী বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ ॥

নিম্নে কতিপয় বেসরকারী গবেষণাগারের পরিচয় দেওয়া হইল।

১। **বসুবিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা:** আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণাগার। বর্তমানে ভারতসরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে এবং সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়। মূল গবেষণাগার ৯৩.১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ অবস্থিত। ইহা ছাড়া দার্জিলিং-এর মায়াপুরীতে এবং ২৪ পরগণার শ্যামনগর ও ফলতায় কৃষিক্ষেত্র ও শাখা গবেষণাগার আছে।

২। **ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি, কলিকাতা** (Indian Association for the Cultivation of Science): ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ

মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রচেষ্টায় এই সমিতি গঠিত হয়। উদ্দেশ্য—আধুনিক বিজ্ঞানগবেষণায় ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করা। ক্রমে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সি ভি. রমণ যোগদান করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা-খ্যাতি সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। অধ্যাপক রমণ এখানকার গবেষণার ফলেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এফ. আর. এস. হন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এখান হইতেই ডঃ কে. এস. কৃষ্ণাণও এফ. আর. এস. সম্মান লাভ করেন। এই সমিতির ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতাস্থিত গবেষণাগার এইরূপে ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থানে পরিণত হয়।

গত ১৯৫১ সালে ভারত সরকারের বিপুল অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতির গবেষণাগার যাদবপুরে স্থানান্তরিত হইয়া বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলির অন্যতম। পরলোকগত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহার বর্তমান উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে গবেষণাকার্য চলিতেছে। গবেষণাকার্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও ইহা মোট ২৪ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতির পরিচালনাধীন।

৩। **পরমাণু বিজ্ঞান গবেষণাগার** (Institute of Nuclear Physics)ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকারের যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে এই গবেষণাগার পরিচালিত। পরমাণুশক্তি সম্পর্কীয় তাত্ত্বিক শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে ইহা ভারতের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 'পালিত গবেষণাগারে' ইহার সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রীয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের মাধ্যমে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া বর্তমানে এতদ্বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে এখন স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতেও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থিগণ পরমাণু বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এখানে আসিতেছেন। পরমাণুকেন্দ্রিক বিভাজনের সাইক্লোট্রন যন্ত্রের কাজ এখানেই প্রথম আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইলেক্ট্রন, মাইক্রোস্কোপি, নিউক্লিয়ার ইণ্ডাকসন, বিটা ও গামা-রে, স্পেক্ট্রস্কোপি, সাইক্লোট্রন, সিনক্রোট্রন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পরমাণুশক্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলিতেছে।

৪। **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস**ঃ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে

কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা সর্বপ্রথম ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক সমিতি, সংস্থা প্রভৃতির কার্যাবলীর সংযোগ ও সমন্বয় বিধানে উদ্যোগী হয়। দেশের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা উন্নয়নে ইহার কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এই ইনস্টিটিউটের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সাল হইতে ইহার সদর কার্যালয় দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রকাশন বিভাগটি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনেই রহিয়াছে।

৫। **এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা :** ভারতের প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতি; ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণকে লইয়া প্রাচ্য কৃষ্টির গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠন করেন। ক্রমে ভারতীয়গণও ইহার সভ্যপদে বৃত হন এবং এদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা চলিতে থাকে। তৎকালীন ইংরাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ১নং পার্ক ষ্ট্রীটে সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়; সম্প্রতি ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোসাইটির নূতন ভবন নির্মিত হইয়াছে; তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫, ঐ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইহার অবদান অসামান্য—এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা উন্মেষের পক্ষেও এই সমিতি অশেষ সাহায্য করিয়াছে।

৬। **বীরবল সাহানি ইনস্টিটিউট ফর পলিওবোটানি (লক্ষ্ণৌ) :** উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ লইয়া এই সংস্থা গবেষণা চালাইয়া থাকে।

৭। **ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (বাঙ্গালোর) :** ইহা ভারতের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। ইহার উন্নতির জন্য টাটা কোম্পানী মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বর্তমানে ভারত সরকারও ইহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। গবেষণালব্ধ সকলপ্রকার জ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক অনুসন্ধানকার্য চালনা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

৮। **ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী (আহমেদাবাদ) :** আবহ সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা, মহাজাগতিক রশ্মি, ইলেক্ট্রনিকস প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

৯। **শ্রীরাম ইনস্টিটিউট ফর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ (দিল্লী) :** এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে গবেষণা করিয়া থাকে।

॥ পরমাণুশক্তি গবেষণা ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বা 'অ্যাটম্ বম্' বিস্ফোরণে জগৎবাসী পরমাণুশক্তির প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে: পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে অসীম শক্তি নিহিত আছে। বস্তুতঃ পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন—পদার্থের অন্তর্ধানে শক্তির উদ্ভব হয়। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য খনিজের পরমাণু বিভাজনে এই বিপুল শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অটোহান ইহার জটিল প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এই পরমাণুশক্তির সাহায্যে দেশরক্ষা ও শিল্পোন্নতির কাজে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের জুন মাসে একটি 'পরমাণুশক্তি গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব রিসার্চ ইন অ্যাটমিক এনার্জি) গঠন করেন। শিল্পোন্নয়নে পরমাণুশক্তির প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই সংস্থা গঠিত হয়। পর বৎসর ১৯৪৮ সালে ভারতীয় সংসদে 'অ্যাটমিক এনার্জি বিল' গৃহীত হয় এবং তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর নেতৃত্বাধীনে অতঃপর 'অ্যাটমিক এনার্জি' শান্তিপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তি বিকাশের পরিকল্পনা রচনা করা এবং উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব 'আণবিক শক্তি কমিশন'-এর। কৃষি, জীববিদ্যা, শিল্প, ও ভেষজ বিজ্ঞানে আণবিক শক্তি প্রয়োগে উৎসাহ দান এবং আণবিক শক্তি হইতে স্বল্পমূল্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন করাই উক্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য। বোম্বাই-এর নিকটে ট্রম্বেতে অবস্থিত ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্র' আণবিক গবেষণার বৃহত্তম কেন্দ্র। উক্ত কেন্দ্রে ২৫০০ বিজ্ঞানী ও কারিগর কর্মরত আছেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, পূর্ত, জীববিদ্যা, ভেষজবিজ্ঞান প্রভৃতি ১৫টি বিভাগে উহার কর্মধারা পরিব্যাপ্ত। আলোচ্য কেন্দ্রে তিনটি রিঅ্যাকটার আছে; উহাদের নাম—'অপসরা', 'কানাডা-ভারত রিঅ্যাক্টার' এবং 'জের লিনা'। ৪০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন কানাডা-ভারত রিঅ্যাক্টার পৃথিবীর বৃহত্তম রিঅ্যাকটারগুলির অন্যতম। ট্রম্বের আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে অন্যান্য যেসকল শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার মধ্যে একটি থোরিয়াম কারখানা, একটি ইউরেনিয়াম ধাতু কারখানা, একটি প্লুটোনিয়াম কারখানা, কতিপয় বীক্ষনাগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ট্রম্বে আণবিক কেন্দ্রে যেসকল দ্রব্য উৎপাদন করা হইতেছে তাহা ভারতের আভ্যন্তরীন বাজারে এবং আন্তর্জাতিক হাটে বহুল বিক্রয় হইতেছে। ট্রম্বেজাত আইসোটোপ ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানী, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে।

ভারতে ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগ চিকিৎসায় আইসোটোপ ব্যবহৃত হইতেছে।

আইসোটোপ ল্যাবরেটরী 'রেডিওগ্রাফি ক্যামেরা' নির্মাণ এবং আরও বহু কৃতিত্বপূর্ণ আবিষ্কার করিয়াছে। ইলেক্ট্রনিক ল্যাবরেটরী আণবিকশক্তির কাজে ব্যবহারোপযোগী সকলপ্রকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতেছে। উহাদ্বারা ট্রম্বে আণবিক কেন্দ্র এবং অন্যান্য গবেষণাগারের চাহিদা পুরণ করা হইতেছে। এই সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বহুল উৎপাদনের জন্য সরকারী উদ্যোগে হায়দরাবাদে ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ নামক একটি যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

॥ মিনারেল ডিভিশন ॥

দিল্লীতে অবস্থিত অ্যাটমিক মিনারেল ডিভিশন আণবিক শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্যাদির সমীক্ষা, উন্নয়ন ও সংগ্রহ সম্পর্কে কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ নামক একটি সরকারী যৌথ কোম্পানী বিহারের অন্তর্গত যদুগুদায় একটি ইউরেনিয়াম খনি ও মিল পরিচালনা করিতেছে। দি ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস্ লিঃ নামক আর একটি সরকারী কোম্পানী কেরালা ও মাদ্রাজের উপকূলে খনিজ বালি উৎপাদনে ব্যাপৃত আছে। বোম্বাই-এর নিকটবর্তী তারাপুরে ৩৮০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১৯৬৮ সাল হইতে উৎপাদন সুরু হইয়াছে। রাজস্থানে আরও একটি আণবিক কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। উহা দুই অংশে বিভক্ত ; প্রত্যেকটির শক্তি ২০০ মেগাওয়াট।

পরমাণু শক্তির বিভিন্ন শাখার গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র হইল বোম্বাই-এর টাটা ইনস্টিটুট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ। এই বিষয়ে অন্যান্য উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠানের নাম—সাহা ইনস্টিটুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (কলিকাতা) এবং ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী (আহমেদাবাদ)। গুলমার্গে (কাশ্মীর) ২৭৫০ ফিট উচ্চে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

॥ মহাকাশ গবেষণা ॥

শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ ব্যবহারের জন্য নীতি নির্ধারণ ও উহাকে কার্যে পরিণত করার জন্য 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি অন স্পেস রিসার্চ' গঠিত হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের ২১ নবেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কেরালার থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ ঘাঁটি হইতে সাফল্যের সহিত অনেকগুলি রকেট উৎক্ষেপ করা হইয়াছে। থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটিকে ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ জাতিপুঞ্জের অধীনে একটি

আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসাবে উৎসর্গ করা হইয়াছে। থুম্বার পরেই ভেলি পাহাড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে মহাকাশ গবেষণার একটি কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইতেছে। ভারতে নির্মিত প্রথম রকেট 'রোহিনী আর এইচ-৭৫' এই কেন্দ্রে নির্মিত হয়। উহাকে সাফল্যের সহিত উৎক্ষেপণ করা হইয়াছিল।

॥ স্পনসর্ড গবেষণা ॥

উদার আর্থিক সাহায্যের দ্বারা কারিগরী প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানার বীক্ষনাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত বিজ্ঞানীদিগকে বিজ্ঞানের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ দান করা হয়। ১৯৬৭ সালে ১২০টি কেন্দ্রে গবেষণার্থ মোট ৬৭৬টি এইরূপ আর্থিক মঞ্জুরী প্রকল্প চালু ছিল।

॥ বিজ্ঞান মন্দির ॥

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত অঞ্চল সমূহে 'বিজ্ঞান মন্দির' নামে পরিচিত মোট ৫২টি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্র বীক্ষনাগার সমন্বিত এবং উপযুক্ত অভিজ্ঞতসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত। এই সকল কেন্দ্র পল্লী-অঞ্চলের লোকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যাদি প্রচার করিয়া থাকে। ১৯৬৩ সাল হইতে এই সকল কেন্দ্রের প্রশাসনিক দায়িত্ব রাজ্যসরকারসমূহের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে।

॥ চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা ॥

ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার উন্নতি ও সমন্বয় সাধনের মুখ্য দায়িত্ব বহন করেন 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ'। ইহা ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাউন্সিলের পরিচালনাধীন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ (হায়দরাবাদ), ভাইরাস রিসার্চ সেন্টার (পুণা), টি. বি. কেমোথেরাপি সেন্টার (মাদ্রাজ), কলেরা রিসার্চ সেন্টার (কলিকাতা), পোলিও রিসার্চ ইউনিট এবং ব্লাড গ্রুপ রেফারেন্স সেন্টার (বোম্বাই)। কাউন্সিল উপযুক্ত ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন। চিকিৎসা-গবেষণা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রচার করাও ইহার অন্যতম কর্তব্য। কাউন্সিল দুইটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (নয়া দিল্লী), চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা পরিচালনা করে। ১৯৫৬ সালে সংসদীয় আইনের

দ্বারা ইহা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি সুপরিচিত :—

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ (কলিকাতা), স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন (কলিকাতা), কিং ইনস্টিট্যুট অব প্রিভেন্টিভ মেডিসিন (গুঁইদী, মাদ্রাজ), হফকিন ইনস্টিট্যুট (বোম্বাই), পাস্তর ইনস্টিট্যুট (কুন্নুর), সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট (কাশাউলি), ইণ্ডিয়ান ক্যান্সার সেন্টার (বোম্বাই); চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার (কলিকাতা), সেন্ট্রাল ড্রাগ লেবরেটরী (কলিকাতা) ইত্যাদি।

॥ ভারতের কৃষি গবেষণা ॥

ভারতে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ইংরাজ সরকার কর্তৃক ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম 'ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ্' (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) গঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সমস্যার সমাধান ও উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করাই ইহার প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। পশু চিকিৎসা বিভাগও এই পরিষদের অঙ্গীভূত করা হয়। ক্রমে ইহার কর্মপরিধি পরিবর্ধিত করিয়া গবেষণালব্ধ তথ্যাদি বাস্তব কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিদপ্তরের মাধ্যমে পরিষদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি পরিবেশিত ও কার্যকরী করা হইয়া থাকে।

ভারতে প্রধান প্রধান কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম প্রদত্ত হইল। (১) ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দিল্লী; (২) সেন্ট্র্যাল রাইস রিসার্চ স্টেশন, কটক; (৩) কটন টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, মাতুঙ্গা, বোম্বাই; (৪) ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দেরাদুন; (৫) সুগার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কোইম্বাটুর; (৬) সেন্ট্রাল জুট টেক্নোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, কলিকাতা; (৭) জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হুগলী; (৮) ইণ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাঁচি; (৯) সেন্ট্র্যাল টুব্যাকো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাজামণ্ডী; (১০) বিড়ি টুব্যাকো রিসার্চ স্টেশন, আনন্দ; (১১) সেন্ট্র্যাল কোকোনাট রিসার্চ স্টেশন, কায়মকুলান, কেরালা; (১২) সেন্ট্র্যাল পোট্যাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা; (১৩) সেন্ট্রাল ভেজিটেব্‌ল ব্রিডিং স্টেশন, কুলু (পূর্ব পাঞ্জাব); (১৪) ফ্রুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সাবুর, ভাগলপুর; (১৫) সুগারকেন রিসার্চ স্টেশন, পুণা; (১৬) সুগারকেন রিসার্চ স্টেশন, সাহাজানপুর; (১৭) ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মুক্তেশ্বর ও ইজ্জৎনগর; (১৮) ইণ্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যাঙ্গালোর; (১৯) সেন্ট্র্যাল ইনল্যাণ্ড ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন, বারাকপুর; (২০) সেন্ট্র্যাল মেরিন রিসার্চ স্টেশন, মাদ্রাজ; (২১) ডিপ সি ফিশিং রিসার্চ স্টেশন, বোম্বাই।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

[ঠিকানা : ৬৪ দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭]

প্রধানতঃ দুইজন ইংরাজ বিজ্ঞান-শিক্ষকের প্রচেষ্টার ফলেই "ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; তাঁহাদের নাম অধ্যাপক পি. এস ম্যাকমোহন এবং অধ্যাপক জে. এল. সাইমনসেন। তাঁহারা যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ ও মাদ্রাজে অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহারা ১৯১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক-গণের নিকট একটি প্রচার-পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তাঁহারা একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—প্রতিবৎসর উক্ত সংস্থা ভারতের অন্যতম বড় শহরে একটি বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করিবে, যাহাতে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে। বৈজ্ঞানিকদ্বয় তাঁহাদের আবেদনে আশাতীত সাড়া লাভ করেন। অতঃপর ১৯১৫ সালে একটি বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য সকল ব্যবস্থা করা হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন : বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে, ১৯১৪ সালে, জানুয়ারি মাসের ১৫ হইতে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উক্ত অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং উহার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ডি. হুপার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১০৫ জন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা ও নৃতত্ত্ব এই ৬টি শাখায় মোট ৩৫টি মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। উহার জন্য মোট ব্যয় হইয়াছিল ৫০৪ টাকা ৪৪ পয়সা।

বর্তমানে কেবলমাত্র কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্যই এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। উহাতে পাঁচ হাজারের উপর দর্শক যোগ দিয়া থাকেন এবং ১৫০০-এর অধিক মৌলিক প্রবন্ধ কংগ্রেসের আলোচনার্থ উপস্থাপিত হইয়া থাকে। অধিবেশন এক সপ্তাহ ধরিয়া চলে। কংগ্রেসের কর্মধারা বর্তমানে (১) গণিত, (২) পরিসংখ্যান, (৩) রসায়ন শাস্ত্র, (৪) পদার্থবিজ্ঞান, (৫) ভূতত্ত্ব ও ভূগোল, (৬) উদ্ভিদবিদ্যা, (৭) প্রাণিতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব, (৮) নৃতত্ত্ব ও

প্রত্নতত্ত্ব, (৯) চিকিৎসা ও পশুপালন, (১০) কৃষিবিজ্ঞান, (১১) শারীরবৃত্ত, (১২) মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান এবং (১৩) পূর্ত ও ধাতুবিজ্ঞান এই ১৩টি শাখায় পরিব্যাপ্ত। প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট শাখা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে প্রত্যেক শাখার কার্য পরিচালনা করেন।

পরিচালন ব্যবস্থা : কার্য-নির্বাহক সমিতিই বস্তুতঃ কংগ্রেসের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ১৮ জন সভ্য লইয়া কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত। ইহাদের মধ্যে ৮ জন পদাধিকার বলে (এক্স-অফিসিও) সভ্য হন এবং অবশিষ্ট ১০ জন নির্বাচিত হন। আবার কার্য-নির্বাহক সমিতিকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি 'পরিষদ' রহিয়াছে। ভূতপূর্ব সভাপতিগণ, ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদকগণ, ভূতপূর্ব কোষাধ্যক্ষগণ, চলতি মরসুমের বিভাগীয় সভাপতিগণ, ৬ জন নির্বাচিত সদস্য, 'বিজ্ঞান ও সমাজ' কমিটির আহ্বায়ক এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি লইয়া উক্ত 'পরিষদ' গঠিত হয়।

॥ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৬ শ অধিবেশন ॥

১৯৬৯ সালের ৩ জানুয়ারী হইতে ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ; উহা বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৬শ অধিবেশন। প্রথা অনুযায়ী ডঃ এ. সি. যোশী অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৬৮-৬৯ সালের সভাপতি। ২০০০ প্রতিনিধি আলোচ্য অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ৩০টি প্রতিনিধিদল আগমন করিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন।

১৯৬৯-৭০ সালের সভাপতি : ডঃ এল. সি. বর্মন ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৭০ সালের অধিবেশন হইবে খড়্গপুরে।

॥ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিগণ ॥

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯১৪	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯১৫	ডব্লু. বি. ব্যানারম্যান	মাদ্রাজ
১৯১৬	স্যার এ. বি. বুরব্যাড	লক্ষ্ণৌ
১৯১৭	স্যার আলফ্রেড গীবস বোর্ণ	ব্যাঙ্গালোর
১৯১৮	স্যার জি. টি. ওয়াকার	লাহোর
১৯১৯	স্যার লিওনার্ড রজার্স	বোম্বাই
১৯২০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	নাগপুর
১৯২১	স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯২২	চার্লস এস. মিডলমিস	মাদ্রাজ
১৯২৩	স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া	লক্ষ্ণৌ
১৯২৪	টি. এন. আনাণ্ডেল	ব্যাঙ্গালোর
১৯২৫	স্যার এম. ও. ফরস্টার	বারাণসী
১৯২৬	স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড	বোম্বাই
১৯২৭	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু	লাহোর
১৯২৮	জন লাউনেস সাইমনসেন	কলিকাতা
১৯২৯	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ	মাদ্রাজ
১৯৩০	স্যার রিচার্ড ক্রিস্টোফার্স	এলাহাবাদ
১৯৩১	আর. বি. সীমুর সিউয়েল	নাগপুর
১৯৩২	শিবরাম কাশ্যপ	ব্যাঙ্গালোর
১৯৩৩	স্যার লিউইস লে ফারমোর	পাটনা
১৯৩৪	ডঃ মেঘনাদ সাহা	বোম্বাই
১৯৩৫	জে. এইচ. হাটন	কলিকাতা
১৯৩৬	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	ইন্দোর
১৯৩৭	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ	হায়দরাবাদ
১৯৩৮	স্যার জেমস জীনস	কলিকাতা
১৯৩৯	স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	লাহোর
১৯৪০	ডঃ বীরবল-সাহনি	মাদ্রাজ
১৯৪১	স্যার আর্দেশির দালাল	বারাণসী
১৯৪২	ডি. এন. ওয়াদিয়া	বরোদা

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯৪৩	ডি. এন. ওয়াদিয়া (নেহরুর অনুপস্থিতিতে)	বরোদা
১৯৪৪	ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু	দিল্লী
১৯৪৫	স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর	নাগপুর
১৯৪৬	জনাব আফজল হুসেন	ব্যাঙ্গালোর
১৯৪৭	জওহরলাল নেহরু	দিল্লী
১৯৪৮	রামনাথ চোপরা	পাটনা
১৯৪৯	ডঃ কে. এস. কৃষ্ণাণ	এলাহাবাদ
১৯৫০	পি. সি. মহলানবীশ	পুণা
১৯৫১	ডঃ হোমি জে. ভাবা	ব্যাঙ্গালোর
১৯৫২	ডঃ জে. এন. মুখার্জি	কলিকাতা
১৯৫৩	ডঃ ডি. এম. বসু	লক্ষ্নৌ
১৯৫৪	ডঃ এস. এল. হোরা	হায়দরাবাদ
১৯৫৫	ডঃ এস. কে. মিত্র	বরোদা
১৯৫৬	ডঃ এম. এস. কৃষ্ণাণ	আগ্রা
১৯৫৭	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	কলিকাতা
১৯৫৮	এম. এ. থ্যাকার	মাদ্রাজ
১৯৫৯	ডঃ এ. এল. মুদালিয়ার	দিল্লী
১৯৬০	প্রাণকৃষ্ণ পারিজা	বোম্বাই
১৯৬১	ডঃ এন. আর. ধর	রুড়কী
১৯৬২	ডঃ বি. মুখার্জী	কটক
১৯৬৩ (সুবর্ণ জয়ন্তী)	ডঃ ডি. এস. কোঠারী	নয়াদিল্লী
১৯৬৪-৬৫ (৫১ ও ৫২ তম)	হুমায়ুন কবির	কলিকাতা
১৯৬৬	অধ্যাপক বি. এন. প্রসাদ	চণ্ডীগড়
১৯৬৭	অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি	হায়দরাবাদ
১৯৬৮	ডঃ আত্মারাম	বারাণসী
১৯৬৯	ডঃ অমরচাঁদ যোশী	বোম্বাই

বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নানা বিবর্তন ও ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়া বাংলাভাষা ইহার বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে। ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্য ফুলের মত বিকশিত হয় এবং সাহিত্যের ফসলকেই বলা হয় সংস্কৃতি। বস্তুতঃ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বনিয়াদ প্রায় এক হাজার বৎসরের পুরাতন। অনুধাবনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যকে তিনটি বিশেষ যুগে চিহ্নিত করা চলে। প্রাকতুর্কী যুগ (৯ম-১২শ শতাব্দী), তুর্কী আক্রমণোত্তর যুগ (১২শ-১৮শ শতাব্দী) এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক যুগ (১৮শ শতাব্দী হইতে ইহার সূত্রপাত)। যতদূর জানা যায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ কর্তৃক লিখিত 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম গ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন ; ইহার রচনাকাল দশম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের আপন সীমারেখার মধ্যে সর্বপ্রাচীন যে বাংলাগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইল রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'। মহারাজ ধর্মপালের রাজত্বকালে অর্থাৎ, ১১শ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। আলোচ্য দুইটি গ্রন্থেই বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট। আদিযুগে ধর্মই ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য।

শূন্যপুরাণের পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নাথপন্থ সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। ডঃ জি. এন. গ্রিয়ারসন কর্তৃক আবিষ্কৃত 'মানিকচাঁদের গান' উক্ত সাহিত্যশাখার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মানিকচাঁদ ও তৎপত্নী ময়নামতী ও পুত্র গোপীচাঁদ এই গ্রন্থের প্রধান তিনটি চরিত্র এবং উহার প্রতিপাদ্য হইল নাথপন্থ সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব। 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' এই শ্রেণীর আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সংযোজন। যদিও উহা গ্রন্থাকারে রচিত হয় নাই এবং লোকের মুখে মুখেই উহারা চলিয়া আসিতেছে, তথাপি স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় মাধুর্যে ডাক ও বচন বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। পুষ্করিণী খনন, ধান্য বপন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে করণীয় বিধি ও আচারের কথা ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল ডাক ও বচনের জটিলতা

দেখিয়া ভাষাবিদ্‌গণ অনুমান করেন যে ইহারা ময়নামতীর গান অপেক্ষাও প্রাচীন। পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যও বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে 'গৌড়ীয় যুগ'-এর সূত্রপাত ত্রয়োদশ শতকে। ঐ সময়ে বাংলা-দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান শাসকগণ বাংলার জনমানসে রামায়ণ ও মহাভারতের সুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ দুইটি মহাকাব্য বাংলাভাষায় অনূদিত হয়। কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ ও কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের আরও অনুবাদ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'অনন্ত রামায়ণ'-এর কথা বলা যায়; কাশীরাম দাস ব্যতীত আর যাঁহারা মহাভারত রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয়, শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর-এর নাম উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নাম দিয়া মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে দুইটি বিশিষ্ট কাব্যধারা প্রবহমান ছিল —মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য। মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট কবিগণের নাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম, কানাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও জনার্দন। সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের রস ও রুচি প্রচারে মঙ্গলকাব্যগুলির ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। এই হিসাবে বিচার করিলে মঙ্গলকাব্যগুলিকে মধ্যযুগের বাংলাদেশের 'গণসাহিত্য' বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। পদাবলী-সাহিত্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কোমলকান্ত রচনাসমূহ বঙ্গসাহিত্যের চিরন্তন আনন্দের উৎসস্বরূপ। সাহিত্যানুরাগী রসিকজন চিরদিন এই আনন্দধারায় অবগাহন করিয়া ধন্য হইবেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রান্তিকাল। শ্রীচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া যেমন একদিকে 'বৈষ্ণব পদাবলী' সাহিত্য রূপে রসে বিকশিত হইয়া উঠে তেমনি তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে বাংলার 'চরিত-সাহিত্য'। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও ভক্তগণ তাঁহার জীবনী সম্পর্কে বিবিধ কড়চা বা নোট রাখিয়া যান। সেই সকল নোটের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয় গোবিন্দদাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য যাঁহাদের দানে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, কবি ভারতচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ সেনের নামও

স্মরণীয়; তাঁহার শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই যুগেই বঙ্গভারতীর মন্দির প্রাঙ্গণ আরও একদল পূজারীর সমাগমে মুখর হইয়া ওঠে। তাঁহারা হইলেন বাংলার কবিয়াল—হরু ঠাকুর, রাম বসু, এন্টনি ফিরিঙ্গি, গোজলা গুঁই, রূপচাঁদ পক্ষী সে যুগের পুরোধা কবিয়াল।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জয়যাত্রার যুগ। বাংলার মনীষার সহিত পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সংযোগ ঘটে এই শতাব্দীতেই। বাংলায় এই জাগরণকে অনেকে ইউরোপের ফ্রান্স ও ইতালীর রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদেও বাংলা সাহিত্যের গদ্যের প্রচলন হয় নাই। চিঠি-পত্রে ও দলিল দস্তাবেজে যতটুকু সম্ভব গদ্য ব্যবহৃত হইত। ইতিমধ্যে দেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিশনারী সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষাকে বাহনরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহারা বাংলা অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ হালহেড সাহেব ইংরেজীতে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। তারপর উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই ঘটনা বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করে। শ্রীরামপুর হইতে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষীর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত। ইহার পূর্বে গদ্যরচনার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা হইল মহারাজা নন্দকুমারের লিখিত একখানি চিঠি। তিনি ১৭৭২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে উহা রাধাকৃষ্ণ রায়কে লিখিয়াছিলেন। নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে উক্ত চিঠিখানি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দিল্লীর 'ন্যাশনাল আর্কাইবস'-এ প্রাচীন বাংলা গদ্য রচনার কিছু নমুনা সংরক্ষিত হইয়াছে। উহাও চিঠি; রাণী মরিচমতী ও মহারাণী কমতেশ্বরীর লেখা রাজকার্য পরিচালন সম্পর্কে নির্দেশনামা।

যাহাহোক, শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মণ্ডলী ও রাজা রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্য রচনার প্রকৃত প্রবর্তক। অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা রচনার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং উহাকে অপূর্ব ঋজুতা দান করেন।

মধুসূদন তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' রচনা করিয়া বাংলা ভাষাকে পয়ারের 'নিগড়' হইতে মুক্তি দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা গদ্যকে অপরূপ সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় মণ্ডিত করিয়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সংবাদপত্রের জন্ম। নানাদিক দিয়াই বাংলাদেশে তখন নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এই নবজীবনের কল্লোলধ্বনির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বাংলা সাহিত্যের যে যুগান্তকারী পরিবর্তন তাহা মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার ফলেই সাধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রসাহিত্য বাঙ্গালীর পরম গৌরবময় উত্তরাধিকার। বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক মরমী ধারার প্রবর্তক। বর্তমান শতকের ত্রিশ দশক হইতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারার সূত্রপাত। এই সময় হইতেই আধুনিক জীবন যাত্রার বাস্তব আশা আকাঙ্খা ও বেদনা একশ্রেণীর নবীন লেখকদের রচনায় পরিস্ফুট হইতে থাকে। সাহিত্যের নূতন আঙ্গিক ও উপকরণ হইয়া তরুণ লেখকগোষ্ঠীর সাধনার ফলে সেদিন যে আধুনিক ধারাটি অঙ্কুরিত হইয়াছিল আজ তাহা বিশাল মহীরূহে পরিণত হইয়াছে। নব নব সাহিত্যিকের অবদানে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের দিগন্ত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে।

॥ বিবিধ সাহিত্য সংবাদ—১৩৭৫ ॥

॥ রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান ॥

২৫শে বৈশাখ বাংলা সাহিত্য পল্লীর একটি বিশেষ চিহ্নিত দিন। ঐ দিনটিতে সর্বত্র পরমোৎসাহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ১৩৭৫ সালেও যথোপযুক্ত মর্যাদার সহিত রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হইয়াছিল।

॥ নজরুল জয়ন্তী ॥

নজরুল জয়ন্তী বাংলা সাহিত্যজগতের অন্যতম পরিচিত অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসর ১১ই জৈষ্ঠ বিদ্রোহী কবি নজরুল-এর জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। আলোচ্য বৎসরেও যথারীতি এই অনুষ্ঠান পালিত হইয়াছিল।

॥ কবি নজরুলকে জমি অর্পণ ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবি নজরুলকে তাঁহার বাসভবন নির্মাণের জন্য কলিকাতার ভি. আই. পি. রোডের উপর ১০ কাঠা জমি দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কবির বাসভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর কবিকে অর্পণপত্র প্রদান করেন।

॥ শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ॥

১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ১৩শ শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ১৫ খানি বই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়।

বাংলা ভাষায় শ্রীশৈলেন ঘোষ তাহার 'মিতুল নামে পুতুলটি' বই-এর জন্য আলোচ্য পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য একহাজার টাকা। শ্রীঘোষ শিশু সাহিত্য রচনায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শিশু নাটক 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' ইতিপূর্বে সঙ্গীত নাটক আকাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছে।

॥ পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী ॥

২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৫ কলিকাতায় 'বিড়লা আকাদেমী অব আর্ট অ্যাণ্ড কালচার' ভবনে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের পাণ্ডুলিপির এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র. নরেন্দ্র দেব প্রমুখ লেখকদের পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হয়।

॥ প্রবীণতম সাহিত্যিকের সম্বর্ধনা ॥

শ্রীবিধুভূষণ বসু বর্তমান বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রবীণতম। তাঁহার ৯৪ তম জন্মদিনে বহু সাহিত্যিক তাঁহার বাস ভবনে সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইতে। তিনি ১৯০৫ সালে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর তিনি আরও কয়েকবার কারাবরণ করেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'লক্ষ্মী মেয়ে' ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। 'সোনার স্বপন' ও 'সতীলক্ষ্মী' তাঁহার অপর ২ খানা উল্লেখযোগ্য বই।

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মোৎসব ॥

২০শে জুলাই, ১৯৬৮ কৃষ্ণনগরে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১০৭ তম জন্মতিথি পালন করা হয়। নদীয়ার জেলা শাসক শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

॥ রামপ্রসাদ জন্ম-জয়ন্তী ॥

২৮শে জুলাই (১৯৬৮) কলিকাতার 'উত্তরা' প্রেক্ষাগৃহে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাধক রামপ্রসাদের জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়।

॥ বীরবল শতবার্ষিকী ॥

১০ই আগষ্ট, ১৯৬৮ বীরবল (প্রমথ চৌধুরী)-এর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। ঐ দিন পি. ই. এন. ক্লাবের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে 'বিড়লা আকাদেমী অব আর্টস অ্যাণ্ড কালচার' ভবনে তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

॥ অবনীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী ॥

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৮ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবনীন্দ্র পরিষদ ও রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির যুগ্মউদ্যোগে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

॥ তারাশঙ্কর সম্মাননা ॥

প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান-সূচক ডি-লিট উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। ২৪শে আগষ্ট, ১৯৬৮ মহাজাতি-সদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উক্ত সম্মান দান করা হয়।

॥ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ॥

স্বর্গত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ছিলেন অগ্রগণ্য অসমীয়া সাহিত্যিকদের অন্যতম। গত ১৯শে অক্টোবর, ১৯৬৮ কলিকাতার তথ্যকেন্দ্রে তাঁহার জন্মশত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ঐ দিন বেলভেডিয়ারে ন্যাশনাল লাইব্রেরী ভবনে লক্ষ্মীনাথের রচনাবলীর একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল।

॥ সাহিত্যিকের দণ্ড ॥

প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীসমরেশ বসু তাঁহার রচিত 'প্রজাপতি' উপন্যাসের জন্য অশ্লীলতার দায়ে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছেন। উক্ত উপন্যাস 'দেশ' এর শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

॥ তারাশঙ্কর সাহিত্য আকাদেমীর ফেলো ॥

স্বনামধন্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

॥ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ॥

প্রতি বৎসর বড়দিনের মরসুমে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন বসে, ইহাই সম্মেলনের সাধারণ প্রথা। কিন্তু ১৯৬৮ সালে সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় নাই। স্থির হইয়াছে যে সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন বসিবে শ্রীনগরে (কাশ্মীর) ১৯৬৯ সালের ৬, ৭, ৮ জুলাই। উহা হইবে সম্মেলনের ৪৪শ অধিবেশন।

॥ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ॥

১৯৬৮ সালে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩২শ বার্ষিক অধিবেশন বসিয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে ৪, ৫, ৬, এপ্রিল। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। এই ভাষণে তিনি সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবী জানান।

আলোচ্য অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে তিনি বলেন যে রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেহই পেটের দায়ে সাহিত্যচর্চা করেন নাই, কিন্তু বর্তমানে অনেক সাহিত্যিকই পেশাদার। অভ্যর্থনা সভাপতি ছিলেন শ্রীজগদীশ সিংহ। দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য শাখার উদ্বোধন করেন শ্রীরেজাউল করিম। এই শাখার সভাপতি ছিলেন শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। তিনি তাঁহার ভাষণে বাংলা ভাষার প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করেন। কবিতা শাখায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

॥ গালিব মৃত্যু শতবার্ষিকী ॥

শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি গালিব-এর মৃত্যু শতবার্ষিকী আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য জগতের অন্যতম প্রধান ঘটনা। মীর্জা আসাদুল্লা বেগ গালিব ১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৭৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। গালিবের পিতামহ ছিলেন মুঘল ; সমরখন্দ হইতে তাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ নয়াদিল্লীতে গালিব মৃত্যুশত বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন আনুষ্ঠানিক ভাবে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। কলিকাতায় ২৫শে এপ্রিল, ১৯৬৯ রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে গালিব মৃত্যুশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং উহাতে পৌরোহিত্য করেন সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

॥ বাংলা সাহিত্যের বিবিধ পুরস্কার ॥

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার ঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপুষ্ট সাহিত্য আকাদেমী ১৯৫৫ সাল হইতে প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির জন্য লেখকদিগকে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র দিয়া সম্মানিত করিয়া আসিতেছেন। ১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে বাংলা সাহিত্যে কোন লেখক পুরস্কার লাভ করিতে পারেন নাই। বাংলা সাহিত্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণ এযাবৎ আকাদেমী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ঃ

বৎসর	লেখক	গ্রন্থের নাম
১৯৫৫	জীবনানন্দ দাশ	শ্রেষ্ঠ কবিতা
১৯৫৬	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	আরোগ্য নিকেতন
১৯৫৭	প্রেমেন্দ্র মিত্র	সাগর থেকে ফেরা
১৯৫৮	রাজশেখর বসু	আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প
১৯৫৯	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	কলকাতার কাছেই
১৯৬০	পুরস্কার প্রদান করা হয় নাই	— —
১৯৬১	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য
১৯৬২	অন্নদাশঙ্কর রায়	জাপানে
১৯৬৩	অমিয় চক্রবর্তী	ঘরে ফেরার দিন
১৯৬৪	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	যত দূরেই যাই
১৯৬৫	বিষ্ণু দে	স্মৃতি-সত্তা ভবিষ্যৎ
১৯৬৬	মনোজ বসু	নিশিকুটুম্ব
১৯৬৭	বুদ্ধদেব বসু	তপস্বী ও তরঙ্গিনী
১৯৬৮	পুরস্কার প্রদান করা হয় নাই	— —

রবীন্দ্র পুরস্কার ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সাল হইতে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রবর্তন করিয়াছেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

১৯৬৯ সালের পুরস্কার ঃ ১৯৬৯ সালে ৩ জন সাহিত্যিক এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম ও যে গ্রন্থের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছেন বন্ধনীর মধ্যে তাহার নাম দেওয়া হইল ঃ শ্রীমতী লীলা মজুমদার (আর কোনখানে), শ্রীনারায়ণ সান্যাল (অপরূপা অজন্তা) এবং শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু (বাঙ্গলার লৌকিক দেবতা)।

॥ এযাবৎ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও গ্রন্থের নাম ॥

১৯৫০—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)
" —সতীনাথ ভাদুড়ী : জাগরী (উপন্যাস)
১৯৫১—আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : Ancient Indian Life
" —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ইছামতী (উপন্যাস)
১৯৫২—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বাংলা সাময়িকপত্র, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ইত্যাদি
" —ডঃ কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ : ভারতের বনৌষধি
১৯৫৩—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : (বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা)
১৯৫৪—শ্রীমতী রাণী চন্দ : পূর্ণকুম্ভ (ভ্রমণকাহিনী)
১৯৫৫—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য নিকেতন (উপন্যাস)
" —রাজশেখর বসু : কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প (গল্পগ্রন্থ)
১৯৫৬—সমরেন্দ্রনাথ সেন : বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড
১৯৫৭—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : The History and Culture of the Indian People.
"—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী
১৯৫৮—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : Latterature Mediavali & Moderne Del sub continente Indiano (লাতিন ভাষায় লিখিত)
" —বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
" —প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাগর থেকে ফেরা (কাব্যগ্রন্থ)
১৯৫৯—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান
" —হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় : Origin of the National Education Movement.
১৯৬০—প্রমথনাথ বিশী : কেরী সাহেবের মুন্সী (উপন্যাস)
" —রাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন
১৯৬১—মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ : মহাভারত (অনুবাদ ও টীকা ১৫৩ খণ্ডে সমাপ্ত)
" —স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : Historical Development of Indian Music.
১৯৬২—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) : হাটেবাজারে (উপন্যাস)
" —জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চোপাসনা
১৯৬৩—সুবোধকুমার চক্রবর্তী : রম্যাণি বীক্ষ্য (ভ্রমণকাহিনী)

১৯৬৩—ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী
১৯৬৪—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য : ভারতের সাধক
,,—বিমল মিত্র : কড়ি দিয়ে কিনলাম (উপন্যাস)
,,—ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ : আকাশ ও পৃথিবী
১৯৬৫—ডঃ সুকুমার সেন : ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস
,,—শচীন্দ্রনাথ বসু : প্রাগৈতিহাসিক মানুষ
,,—গজেন্দ্রকুমার মিত্র : পৌষ ফাল্গুনের পালা (উপন্যাস)
১৯৬৬—শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী : প্রথম প্রতিশ্রুতি (উপন্যাস)
,,—শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য : বাঙ্গালী হিন্দুয়োঁকা উর্দু খিদমৎ
,,—অনির্বাণ : বেদ মীমাংসা
১৯৬৭—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : তুঙ্গভদ্রার তীরে
,,—কালিকারঞ্জন কানুনগো : রাজস্থানের কাহিনী
,,—ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী : Tagore on Literature & Aesthetic
১৯৬৮—কালিদাস রায় : পূর্ণাহুতি
,,—সুকুমার বসু : হিমালয়
,,—ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল : দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল
১৯৬৯—শ্রীমতী লীলা মজুমদার : আর কোনখানে
,,—নারায়ণ সান্যাল : অপরূপা অজন্তা
,,—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু : বাঙ্গলার লৌকিক দেবতা

॥ নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার ॥

১৯৪৮ সাল হইতে শ্রীনরসিংদাস আগরওয়ালা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থের জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দাতার নামানুসারে ইহা 'নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার' নামে আখ্যাত। এযাবৎ যাঁহারা এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া হইল :

বৎসর	গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম
১৯৪৮	যাযাবর	দৃষ্টিপাত
১৯৪৯	ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে বিদেশে
১৯৫০	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই	...
১৯৫১	ডাঃ আর. কে. পাল	শারীরবিদ্যা
১৯৫২	শ্রীমতী প্রতিভা গুপ্তা	সমাজ ও শিশুশিক্ষা

বৎসর	গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম
১৯৫৩	দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	বিজ্ঞান ভারতী
১৯৫৪	মনোজ বসু	চীন দেখে এলাম
১৯৫৫	নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাস
১৯৫৬	শঙ্কর	কত অজানারে
১৯৫৭	সমরেন্দ্রনাথ সেন	বিজ্ঞানের ইতিহাস
১৯৫৮	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	বিগত দিন
১৯৫৯	সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
১৯৬০	শ্রীমতী বাণী রায়	নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ
১৯৬১	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই	...
১৯৬২	হরিহরপ্রসাদ সাহা	তুলসীদাসী রামায়ণ
"	ইন্দ্র মিত্র	সাজঘর
১৯৬৩	ডঃ তারকমোহন দাস	আমার ঘরের আশে পাশে
১৯৬৪	অজিতকৃষ্ণ বসু	যাদুকাহিনী
১৯৬৫	ডাঃ আর. কে. পাল	রোগিপরিচর্যা বা নার্সিং শিক্ষা, ২য় ভাগ
১৯৬৬	অপূর্বরতন ভাদুড়ী	মন্দিরময় ভারত
১৯৬৭	কমলেশ রায়	বিশ্ববিজ্ঞান

শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার

অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর ১৯৫৮ সাল হইতে বাংলাভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-রচনার জন্য স্বর্গত শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের নামে প্রতিবৎসর দুইটি করিয়া পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেকটি পুরস্কারের অর্থমূল্য এক হাজার টাকা।

১৯৬৯ সালে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিশিরকুমার পুরস্কার' এবং শ্রীপ্রফুল্ল রায় 'মতিলাল পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন।

এযাবৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

১৯৫৮—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" —শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫৯—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
" —শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী
১৯৬০—প্রবোধকুমার সান্যাল
" —হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৯৬১—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
" —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯৬২ —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার
" —বিমল মিত্র
১৯৬৩—বুদ্ধদেব বসু
" —তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৪—অর্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
" —মনোজ বসু
১৯৬৫—পণ্ডিত সুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
" —আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯৬৬—যোগেশচন্দ্র বাগল
" —সরোজকুমার রায় চৌধুরী
১৯৬৭—ভবানী মুখোপাধ্যায়
" —দীপক চৌধুরী
১৯৬৮—সুধীরচন্দ্র সরকার
" —মহাশ্বেতা দেবী
১৯৬৯—ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়
" —শ্রীপ্রফুল্ল রায়

আনন্দ পুরস্কার

আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ সাপ্তাহিক পত্রের কর্তৃপক্ষ বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ১৯৫৮ সাল হইতে 'প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার' ও 'সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' নামে দুইটি পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। পুরস্কারের প্রত্যেকটির অর্থমূল্য এক হাজার টাকা।

১৯৬৯ সালে স্বর্গত কবি শ্যামাপদ চক্রবর্তীর উদ্দেশে 'প্রফুল্লকুমার পুরস্কার' উৎসর্গ করা হয়। স্বর্গত কবির পুত্র শ্রীসনৎ চক্রবর্তী উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন। 'সুরেশচন্দ্র পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন শ্রীমণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর)।

এযাবৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পুরস্কার পাইয়াছেন :

১৯৫৮—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" —সমরেশ বসু
১৯৫৯—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
" —সুবোধ ঘোষ
১৯৬০—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" —বনফুল
১৯৬১—প্রমথনাথ বিশী
" —সৈয়দ মুজতবা আলী
১৯৬২—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক
" —নরেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯৬৩—রমাপদ চৌধুরী
" —কবিশেখর কালিদাস রায়
১৯৬৪—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
" —নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৬৫—ডঃ সুশীলকুমার দে
" —জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
১৯৬৬—ডঃ সুকুমার সেন
" —শ্রীমতী লীলা মজুমদার
১৯৬৭—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
" —বিমল কর
১৯৬৮—গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য
" —সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১৯৬৯—শ্যামাপদ চক্রবর্তী
" মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর)

মৌচাক পুরস্কার

এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ 'মৌচাক' মাসিকপত্রের নামে প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য রচনার জন্য পাঁচশত টাকার একটি পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। ১৯৬৯ সালে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

এপর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম :

১৯৫৮—হেমেন্দ্রকুমার রায়
১৯৫৯—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৯৬০—শিবরাম চক্রবর্তী
১৯৬১—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৯৬২—শ্রীমতী সুখলতা রাও
১৯৬৩—প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৯৬৪—নরেন্দ্র দেব
১৯৬৫—ধীরেন্দ্রলাল ধর
১৯৬৬—মোহনলাল গাঙ্গুলী
১৯৬৭—অন্নদাশঙ্কর রায়
১৯৬৮—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৯—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

উল্টোরথ পুরস্কার

উল্টোরথ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কবিকে পাঁচশত টাকার একটি পুরস্কার দেন। ১৯৬৮ সালে শ্রীসুনীল চন্দ্র সরকারকে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এই পর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন :—সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৫৭), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯৫৮), অজিত দত্ত (১৯৫৯), মণীন্দ্র রায় (১৯৬০), দীনেশ দাশ (১৯৬১), হরপ্রসাদ মিত্র (১৯৬২), শ্রীমতী উমা রায় (১৯৬৩), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৪), কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৫), অরুণ মিত্র (১৯৬৬), রাম বসু ও নাট্যকার মন্মথ রায় (১৯৬৭), সুনীল চন্দ্র সরকার (১৯৬৮) এবং সুনীলকুমার নন্দী (১৯৬৯)।

॥ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ॥

১৯৬৫ সালে প্রবর্তিত এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক লক্ষ টাকা। ১৯৬৮ সালে প্রখ্যাত কবি সুমিত্রা নন্দন পন্থ তাঁহার রচিত 'চিদাম্বর' গ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত যাঁহারা পুরস্কার পাইয়াছেন :

১৯৬৫—মালয়ালম কবি জি. শঙ্কর কুরূপ
১৯৬৬—তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
১৯৬৭—উমাশঙ্কর যোশী
,, —কে. ভি. পুট্টাপ্পা
১৯৬৮—সুমিত্রা নন্দন পন্থ

গ্রন্থাগার

প্রাচীন যুগ ঃ ব্যাবিলনের "আকাদ গ্রন্থাগার" মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম নিদর্শন। উহার গ্রন্থাগারিকের নাম ছিল আমিলস্। অবশ্য পুস্তক বলিতে ছিল পোড়া টালি। উক্ত টালির উপর লেখা হইত। এইরূপ কয়েকখানি টালি লইয়া একখানা পুস্তক সমাপ্ত হইত। এই গ্রন্থাগার স্থাপনের তারিখ ১৭০০ খ্রীঃ পূঃ। মিশরীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে এডফার নামক স্থানে গ্রন্থাগারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরের পুস্তকগুলি প্যাপিরাস নামক কাগজে লিখিতে হইত। ইহার পরে ৩০০ খ্রীঃ পূঃ কালে ৪ লক্ষ পুঁথি সম্বলিত আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল টলিমিকো গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার আমলে এই দুই দেশে বহু ছোট বড় গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ যুগে এ্যারিস্টটলই প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থবিভাগের নীতি নির্দিষ্ট করেন।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'খ্রীষ্টান মনষ্টারি' বা আশ্রমগুলি গ্রন্থাগারের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ সুষ্ঠুভাবে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মযাজকগণ প্রত্যেক আশ্রম ও গির্জায় পুস্তক রাখার দাবী করিতেন। পঞ্চদশ শতকে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় পুস্তক অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে রেনেসাঁ ও ধর্মসংস্কারের দিকে মানুষ ঝুঁকিয়া পড়াতে গ্রন্থাগারের দিকে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এক কথায় পঞ্চদশ শতকেই ইউরোপে ধারাবাহিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

এই শতকেই মধ্যযুগের গ্রন্থাগারের যে বনিয়াদ ছিল তার মূলে আঘাত আসিল। মধ্যযুগে গ্রন্থাগারগুলির দ্বার জনসাধারণের কাছে রুদ্ধ ছিল। একমাত্র পুরোহিতদের নিকট সে দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগ আরম্ভ হইল বিপ্লবের সূচনা লইয়া এবং তাহা পরিণতি লাভ করিল ফরাসী বিপ্লবে। সাধারণ মানুষ অন্যান্য সর্ব সংস্থাতে যেমন, তেমনি গ্রন্থাগারগুলিতেও তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আওতায় যেমন বড় বড় গ্রন্থাগার সৃষ্ট হইল, তেমনি ব্যক্তি বিশেষের অর্থে ও চেষ্টায় গড়িয়া উঠিল অনেক ছোট বড় গ্রন্থাগার। ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতকে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখা দিলেও আধুনিক পর্বেই ইহাদের গ্রন্থাগার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে থাকে। বড় বড় গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠা তারিখ এইরূপ :

বার্লিন স্টেট লাইব্রেরী—	১৬৬১ খৃঃ অঃ
বৃটিশ মিউজিয়াম—	১৭৫৩ " "
বিব্লিওথেক ন্যাশনাল, প্যারি—	১৭৮৯ " "
লেনিনগ্রাদ লাইব্রেরী—	১৭৯৫ " "
লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, আমেরিকা	১৮০০ " "

আধুনিক যুগে বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও আয়তন বাড়িলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে কোনও সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন দেখা দেয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই যেমন একদিকে গ্রন্থাগারের নিয়ম-কানুন ও পরিচালনাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখা দিল, তেমনি দেশে দেশে গড়িয়া উঠিল গ্রন্থাগারসঙ্ঘ বা সমিতি। ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি সমিতিই প্রধান :

বৃটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (B.L.A.)	১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ প্রতিষ্ঠিত
আমেরিকান্ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (A.L.A)	১৮৭৬ " " "
ফরাসী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (A.B.F.)	১৯০৬ " " "

দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি গড়িল বটে, কিন্তু কোন বিজ্ঞানকে যেমন সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা দুরূহ, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পক্ষেও দেশের সীমা ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিক রূপ লইবার আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই দিকে প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হইল ১৯০৭ সালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ মেলভিল ডিউই-র নেতৃত্বে বৃটেন ও আমেরিকার গ্রন্থাগার সমিতি এই বৎসর একত্রে ও একমত হইয়া গ্রন্থাগার সংগঠিত করিবার নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ করিল। মোটামুটিভাবে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার সংগঠিত হইতেছে।

প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার : ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আজও কোনও গবেষণা কার্য হয় নাই। ফলে যাহা কিছু বলা হউক না কেন, তাহা অনুমান মাত্র। সিন্ধু সভ্যতার যুগে অনেক কিছু সম্পর্কে আলোকপাত হইলেও গ্রন্থাগারের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে সমসাময়িক ব্যাবিলন সভ্যতার মত পোড়া টালিতে লেখা পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য সে লেখার পাঠোদ্ধার আজিও হয় নাই। এমনও হইতে পারে এখানেও পোড়া টালির পুস্তক ছিল এবং তাহা আগারেও রক্ষিত হইত।

পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা পরপর অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদর্শন বা উল্লেখ পাই। যেমন—তক্ষশীলা (খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতক), বলভি (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতক), নালন্দা (খ্রীঃ অঃ পঞ্চম শতক), বিক্রমশীলা (খ্রীঃ অঃ অষ্টম শতক)। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দেখিলে ইহা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সব কেন্দ্রে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। ইহাদের পুস্তকগুলি ছিল ভূর্জপত্রে লিখিত পুঁথি।

বুদ্ধের জীবিতকালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিহারগুলির মধ্যে জেতবন বিহারের কথা পঞ্চম শতকে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান উল্লেখ করেন। তাঁহার বিবরণে এখানে সুন্দর গ্রন্থাগারের উল্লেখ আছে। তিব্বতী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এখানে গ্রন্থাগারের তিনটি বড় বড় গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। গ্রন্থাগারের নাম ছিল 'ধর্মগঞ্জ'। আর ইহার তিনটি গৃহের নাম ছিল—'রত্নদধি', 'রত্নসাগর' এবং 'রত্নরঞ্জক'। প্রত্যেকটি গৃহই ছিল নাকি নয়তলা। রত্নদধিতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র, সমাজ-গুহ্য প্রভৃতি পুস্তক রাখা হইত। রত্নসাগরে ও রত্নরঞ্জকে থাকিত ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য বিদ্যার গ্রন্থ ও টীকা। এত গ্রন্থ এবং তাহা পড়িবার জন্য যেখানে দশ হাজার ছাত্র বাস করিত, সেখানে নিশ্চয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আর এক বিরাট গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাই। বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের ইতিহাসের মত আমাদের দেশেও বৌদ্ধ বিহারগুলি গ্রন্থাগার-কেন্দ্র হইয়া উঠে। মিনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, অধুনা বিহার প্রদেশে ওদন্তপুর মহাবিহারে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল পুস্তক ভাণ্ডার ছিল।

মুসলমান আমলে নবাব বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিতে থাকে। উহাদের মধ্যে দিল্লীর 'বাদশাহী গ্রন্থাগার' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আকবরের যে নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল তাহাতে প্রায় ২০,০০০ পুস্তক ছিল। দ্বাদশ শতকে কাগজের ব্যবহার চালু হওয়ায় মুসলমান যুগে গ্রন্থাগার গঠনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের সূচনায় ইংরাজ পণ্ডিতগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে দেশে যেমন শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয় তেমনি উহার সহযোগী হিসাবে গ্রন্থাগারও দেখা দেয়। একটি বিশেষ ঘটনা এই সম্পর্কে প্রেরণা যোগায়;

এই সময়ে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র আসে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজামকে উপহার দিবার জন্য ভারতে মুদ্রণযন্ত্র আনা হয়। মাদ্রাজে ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে প্রথম ছাপার কাজ হয় ১৭৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ঃ কলিকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও তাহার গ্রন্থাগারের সূচনা হয় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থাগারকে বোধ হয় ভারতের বর্তমান যুগের প্রথম গ্রন্থাগার হিসাবে বলা যাইতে পারে। ইহার পর শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের উদ্যোগে উনবিংশ শতকের প্রথমেই যেমন সংগঠিত ছাপাখানা তৈয়ারী হইল, তেমনি সেখানে মূল্যবান গ্রন্থাগারের সূচনাও হইল। ইহা ছাড়া এই যুগে আরও দুইটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য—গোলকুণ্ডার 'কুতব সাহেব গ্রন্থাগার' এবং পাটনার 'খুদাবক্স গ্রন্থাগার'।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মহম্মদ বক্স তাহার পুত্র খুদাবক্সকে ৩০০ শত পুঁথি দিয়া যান। উপযুক্ত পুত্র এই সংগ্রহকে ১৪০০ পুঁথিতে পরিণত করেন। তিনি দেশ বিদেশ হইতে নানা উপায়ে এই পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থ-সংগ্রহ এত মূল্যবান ছিল যে, একসময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়াম বহু টাকা দিয়া উহা কিনিতে চায়। খুদাবক্স তাহা হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ঃ বাংলা দেশ যেমন প্রথম ইংরাজের অধীন হইয়াছিল তেমনি এই প্রদেশেই প্রথম নবজাগরণ দেখা দেয়। এই জাগরণ সাহিত্যে, কৃষ্টিতে এবং রাজনীতিতেও। নবজাগরণের যজ্ঞে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন তার স্বাভাবিক স্থান অধিকার করে। ১৮৩৫ সালের ২০শে ও ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে দুইটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী উঠে ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলা যায় ইহারই ফলে ১৮৩৬ সালের ৯ই মার্চ ১০নং এসপ্ল্যানেড রো'তে "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ সালে এই গ্রন্থাগার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও তিন বছর পরে মেটকাফ হলে স্থানান্তরিত হয়। সমসাময়িক কালে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও 'পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বা আন্দোলনের বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বোধ হয়, এই সময় শিক্ষাবিদ্ ও বিদ্যোৎসাহীরা বাংলাদেশে এবং অন্যত্র শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কাজে চেষ্টিত হন এবং শিক্ষায়তনগুলিতেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

স্কটিশ চার্চ কলেজ ১৮৩০, বেথুন কলেজ ১৮৪৯, প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৮৫৫ এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ইউনিভার্সিটি ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতকের চতুর্থভাগে সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে নূতন চেতনা দেখা দেয়। ইহা সংগঠনের চেতনা—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি গ্রন্থাগার বিষয়েও। জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে, এবং ইহা ঘটে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই। তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী—১৮৮২, চৈতন্য লাইব্রেরী—১৮৮৯, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ—১৮৯৪, রামমোহন লাইব্রেরী—১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ঃ ভারত সরকার বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি একত্রিত করিয়া ১৮৯১ সালে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী' গঠন করেন। ১৯০২ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সহিত 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী' সংযুক্ত হয়। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত উহা মেটকাফ হলে ছিল, অতঃপর ইহা ৬নং এসপ্ল্যানেড ইস্ট, এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

বরোদার মহারাজার একটি কার্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিদ্যোৎসাহের দৃষ্টান্ত হিসাবে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। মহারাজা সায়জী রাও গাইকোয়াড় ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রাজ্যে সংগঠিতভাবে শিক্ষাপ্রসারের অঙ্গ হিসাবে অসংখ্য ছোটবড় গ্রন্থাগার সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্যকরী করেন।

গ্রন্থাগার সমিতি ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থকের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনা দেখা দিলেও, দ্বিতীয় চতুর্থকের পূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলন স্পষ্টরূপে দেখা দেয় নাই। একে একে এই সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগার সমিতি বা সংঘ দেখা দিতে লাগিল। অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯১৪ সালে, মাদ্রাজে ডঃ রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯২৯ সালে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৫ সালে এবং কর্ণাটক গ্রন্থাগার সমিতি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য আরও কতকগুলি প্রদেশে সমসাময়িক কালে গ্রন্থাগার সমিতি দেখা দেয়। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশনকালে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ভারতীয় গ্রন্থাগার সমিতি (I. L. A.) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৩ সালে।

স্বাধীনতার পরবর্তীযুগ ঃ স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে গ্রন্থাগার অন্দোলন এক নূতন উদ্দীপনা লাভ করে। প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন পাস হইতে লাগিল। এই সম্পর্কে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজই অগ্রণী হয়।

১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাক্ট পাশ লইল। অনুরূপ আইন অন্ধ্রে ১৯৫৩ সালে এবং হায়দরাবাদে ১৯৫৪ সালে চালু হয়।

ভারত সরকারও এই সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন নাই। ১৯৫১ সালের ২২শে মে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর সঙ্গে ভারত সরকার 'দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরী করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। গত কয়েক বৎসরের কার্যের ফলে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী একটি আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার ঃ রূপান্তরিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীই বর্তমানের "জাতীয় গ্রন্থাগার"। ভারত স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করা হয়; তখন হইতে উহা 'জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত হইতে থাকে। ১৯৫৩ সালে উহা এস্‌প্ল্যানেড-এর পুরাতন বাড়ী হইতে আলিপুরে 'বেলভেডিয়ার' ভবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা ঃ ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় বরোদা রাজ্যে। ১৯১০ সালে যখন মহারাজা সায়জী রাও গাইকোয়াড় রাজ্যের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন, তখন তিনি এই কাজে সাহায্যের জন্য মার্কিণ দেশের একজন নামকরা গ্রন্থাগারিক Mr. W. A. Borden-এর সাহায্য নেন। শ্রী বোর্ডেন এদেশে আসিয়া প্রথম গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেন। ইহার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করে। দেশবিদেশখ্যাত গ্রন্থাগারিক ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ১৯২৯ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের নেতৃত্ব ও উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান স্কুল আরম্ভ হয় ১৯৩৭ সালে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে মোট তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স এবং ডিগ্রী কোর্স।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডিপ্লোমা কোর্স এবং গ্রন্থাগার সমিতি গুলিতে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ান হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে M.A. ও D. Phil কোর্স প্রবর্তন করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ-ব্যবস্থা ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; শিক্ষাকাল এক বৎসর। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ্ স্বল্পমেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষা

দিয়া থাকেন। কোন কোন জেলা গ্রন্থাগার সমিতিও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পল্লী পাঠাগার ও মাল্টিপারপাস বিদ্যালয় সমূহের জন্য গ্রন্থাগারিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি 'ট্রেনিং বোর্ড' প্রতিষ্ঠা-করিয়াছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন ইহাই সর্বপ্রথম। যে সকল স্নাতক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এক বৎসরের একটি কোর্স সমাপ্ত করিলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করিতে পারিবেন। আর যে সকল স্নাতক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার অধিকারী নহেন তাঁহাদিগকে দুই বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করিলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেওয়া হইবে।

ডেলিভারী অব বুকস্ (পাবলিক লাইব্রেরীস) অ্যাক্ট: ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার 'ডেলিভারী অব বুকস্ (পাবলিক লাইব্রেরীস) অ্যাক্ট' নামক আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন অনুসারে ভারতীয় প্রকাশকগণকে তাহাদের প্রকাশিত প্রতিটি বই ও সাময়িকপত্রের একখণ্ড করিয়া নিম্নলিখিত ৩টি গ্রন্থাগারে দিতে হয়: (১) ত্যাশনাল লাইব্রেরী, কলিকাতা, (২) সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, বোম্বাই, (৩) কান্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী, মাদ্রাজ।

ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী [National Bibliography of Indian Literature]: ডেলিভারী অব বুকস্ (পাবলিক লাইব্রেরীস্) অ্যাক্ট অনুসারে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রাপ্ত পুঁথি-পত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী' সঙ্কলিত হইয়াছে। একটি কেন্দ্রে সকল পুঁথি-পত্র পাওয়া না গেলে অনুরূপ গ্রন্থপঞ্জী রচনা করা সম্ভব হইত না। ভারতের কোথায় কোথায় কোন্ বিষয়ে কি বই প্রকাশিত হইতেছে নাহা জানিবার জন্য পাঠক, গ্রন্থাগারিক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের পক্ষে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী অপরিহার্য। জাতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সকল ভাষা এবং ইংরাজী ভাষায় ভারতে প্রকাশিত যাবতীয় বই জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। এতগুলি বিভিন্ন ভাষার পৃথক লিপি ব্যবহারের অসুবিধা এড়াইবার জন্য গ্রন্থপঞ্জীতে রোমান হরফ ব্যবহার করা হইতেছে। রেস গাইড, অর্থপুস্তক, ও অন্যান্য মূল্যহীন পুস্তক গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান লাভ করে না। ভাষা-নির্বিশেষে সব বই বিষয়ানুসারে সাজান হইয়া থাকে।

॥ গ্রন্থাগার পরিচিতি ॥

[যে সকল গ্রন্থাগার যথাসময়ে আমাদের নিকট তাঁহাদের বিবরণ পাঠাইয়াছেন নিম্নে তাহাদের পরিচয় প্রকাশ করা হইল। এই বিভাগে বিবরণ প্রকাশ করা সম্পর্কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। যে কোন গ্রন্থাগার অবাধে তাঁহাদের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রতি বৎসর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে উহা আমাদের হস্তগত হইলে বর্ষপঞ্জীর পরবর্তী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে। ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র চিঠি বা বিজ্ঞপ্তি পাঠান হয় না। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যে সকল গ্রন্থাগারের বিবরণ বর্ষপঞ্জীর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদিগকেও আগামী বৎসরের জন্য নূতন করিয়া বিবরণ পাঠাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী সংস্করণে তাহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইবে না।

সম্পাদক—বর্ষপঞ্জী]

॥ বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত ॥

অমৃতলাল স্মৃতি পাঠাগার—নাওরা, পোঃ বোদরা, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ১২৪, পুস্তকসংখ্যা : ১০০০।

আবদারপুর নেতাজী পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৬৩)—গ্রাম, আবদারপুর, পোঃ বিষ্ণুপুর-কুলকুড়ি, জেলা বীরভূম। সভ্যসংখ্যা ৫০, পুস্তকসংখ্যা : ৬০০।

ইছাপুর পাবলিক লাইব্রেরী (স্থাপিত ১৯৬১)—গ্রাম ইছাপুর, পোঃ গোপীনগর, জেলা হুগলী। সভ্যসংখ্যা : ১৩৭, পুস্তকসংখ্যা : ১০৬৭।

ওয়াদিপুর জনশিক্ষা পল্লী পাঠাগার—পোঃ ওয়াদিপুর, জেলা হাওড়া। সভ্যসংখ্যা : ২৬৫, পুস্তক সংখ্যা : ২৪৪৫।

কড়িধ্যা মিলনী সংঘ গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৯৪৪)—গ্রাম ও পোঃ কড়িধ্যা, জেলা বীরভূম। সভ্যসংখ্যা : ৯০, পুস্তক সংখ্যা : ১৫০০।

কাণপুর সেবাসংঘ (স্থাপিত ১৩৫২)—পোঃ কানপুর, জেলা হাওড়া। সভ্যসংখ্যা : ২৮৫, পুস্তকসংখ্যা : ২০৭৫। নিজস্ব গৃহ আছে।

কাগ্রাম নবারুণ সংঘ পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৫৫)—পোঃ কাগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ। সভ্যসংখ্যা : ১২৮, পুস্তকসংখ্যা : ১০০৫।

কিরণমণি স্মৃতিসংঘ (স্থাপিত ১৩৫২) পোঃ বড়বড়িয়া, জেলা মেদিনীপুর। সভ্যসংখ্যা : ২৬৮, পুস্তকসংখ্যা : ২৬৭২।

কুমিরকোলা প্যারী মোহন রুর‍্যাল লাইব্রেরী—পোঃ রূপসা, জেলা বর্ধমান। সভ্যসংখ্যা : ১১৭, পুস্তকসংখ্যা : ১৯৫০।

গড় ভবানীপুর রামপ্রসন্ন বিদ্যানিকেতন প্রাক্তন ছাত্রসমিতি ও সাধারণ (পল্লী) পাঠাগার—পোঃ চিত্রসেনপুর, জেলা হাওড়া। সভ্য সংখ্যা : ৩৬৯, পুস্তকসংখ্যা : ২৬৫৩।

গোঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৫২)—গ্রাম ও পোঃ গোঘাট জেলা হুগলী। সভ্যসংখ্যা : ২৫০; পুস্তকসংখ্যা : ৩১৬৯। নৈশ বিদ্যালয় আছে।

গোহালিয়াড়া উদয়ন গ্রামীণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৩৫৭)—পোঃ তাঁতিপাড়া, জেলা বীরভূম। সভ্যসংখ্যা : ৮২, পুস্তকসংখ্যা : ১৩৩০।

চক-কাশী তরুণ পল্লী পাঠাগার—গ্রাম চক-কাশী, পোঃ বালুরঘাট, জেলা পঃ দিনাজপুর।

চিঁচুড়িয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগার (রুর‍্যাল লাইব্রেরী)—পোঃ চিঁচুড়িয়া, জেলা বর্ধমান। সভ্যসংখ্যা : ২৮০, পুস্তকসংখ্যা : ১২৫০।

জনসংযোগ গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৩৭১)—গ্রাম ও পোঃ বাম্মোয়ান, জেলা বর্ধমান। সভ্যসংখ্যা : ৫৭, পুস্তকসংখ্যা : ৭২১; নিজস্ব গৃহ আছে।

জওহর পাঠাগার এ্যাণ্ড ফ্রী রিডিং রুম (স্থাপিত ১৯৬৫)—১২এ, জগন্নাথ সুর লেন, কলিকাতা-৬। সভ্যসংখ্যা : ৫১, পুস্তকসংখ্যা : ৭০১।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (স্থাপিত ১৩২৮)—পোঃ ও গ্রাম জাড়গ্রাম জেলা বর্ধমান। সভ্যসংখ্যা : ১১৮, পুস্তকসংখ্যা : ১০,০৩৫।

জোতরাম বাণীমন্দির—গ্রাম ও পোঃ জোতরাম, জেলা বর্ধমান। সভ্য সংখ্যা : ১১০, পুস্তকসংখ্যা : ১২৯৫।

জ্ঞানের আলো গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৩৫৪)—গ্রাম ও পোঃ ধানগাঁ, জেলা মেদিনীপুর। সভ্যসংখ্যা : ৬৯৮, পুস্তকসংখ্যা : ৬২৩২।

তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগার—পোঃ তারাগুণিয়া, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ১৭২, পুস্তকসংখ্যা : ২৩০১।

তরুণ পাঠাগার (রুর‍্যাল লাইব্রেরী)—স্থাপিত : ১৯৫৩। পোঃ আসাননগর, জেলা নদীয়া। সভ্যসংখ্যা : ১৭৩, পুস্তকসংখ্যা : ১৫২৭।

নরনারায়ণ গ্রন্থাগার—নরনারায়ণ আশ্রম, বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ৮২, পুস্তক সংখ্যা : ২০৭৫।

নালন্দা সংস্কৃতি (স্থাপিত, ১৩৫০)—৪, কাঁটাপুকুর রোড, কদমতলা, হাওড়া। সভ্যসংখ্যা : ৯০, পুস্তকসংখ্যা : ১১০০।

নিশিন্দ্রা মিলনী পাঠাগার—পোঃ শ্রীমন্তপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। সভ্যসংখ্যা : ৮৯, পুস্তকসংখ্যা : ৮২৮।

নেহরু স্মৃতি পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৬৬)—সুভাষ নগর, পোঃ বনগ্রাম, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্য সংখ্যা : ১২৭, পুস্তক সংখ্যা : ৬৫৫।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, গ্রামীণ পাঠাগার (স্থাপিত : ১৯৪৭)—পোঃ মানকর, জেলা বর্ধমান। সভ্যসংখ্যা : ৩১৬, পুস্তকসংখ্যা : ৪৫৪৬।

পল্লীমঙ্গল সমিতি ও পাঠাগার (পল্লী পাঠাগার)—দুর্গাপুর, পোঃ মায়াপুর, জেলা ২৪ পরগণা। মোট সদস্য : ২০০, পুস্তকসংখ্যা : ৩১২৯।

প্রগতিসংঘ পাবলিক লাইব্রেরী—গ্রাম খণ্ডঘোষ, জেলা বর্ধমান। সভ্যসংখ্যা : ৭০, পুস্তকসংখ্যা : ৩৫০।

বিবেকানন্দ পাঠাগার শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ—পোঃ কেতিকা, জেলা পুরুলিয়া। সভ্যসংখ্যা : ১৬৫, পুস্তকসংখ্যা : ১২৮০।

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার—পোঃ মডেল বেলগড়িয়া, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ২৭৩, পুস্তকসংখ্যা : ২৪৯৩।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখা—'পরিষদ ভবন', মেদিনীপুর। সভ্যসংখ্যা : ২৩৭, পুস্তকসংখ্যা : ৮৭০০।

বাবুপাড়া পাঠাগার (স্থাপিত ১৩৫১) মহাত্মা গান্ধী রোড, জলপাইগুড়ি। সভ্যসংখ্যা : ২০০, পুস্তকসংখ্যা : ৪৪৭১।

বৈষ্ণপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৩৫৮)—পোঃ বৈষ্ণপুর, জেলা বর্ধমান। সভ্যসংখ্যা : ১৪১, পুস্তকসংখ্যা : ২৫৮৫।

ব্যাঁটরা অনাথবন্ধু সমিতি (স্থাপিত ১৯০৫)—৩১।১৮, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কদমতলা, হাওড়া। সভ্যসংখ্যা : ৫০, পুস্তকসংখ্যা : ৬৫৫।

ব্রতী সংঘ (স্থাপিত ১৯৪৬)—২১৬, ধর্মতলা রোড, বজবজ, ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ২১৫, পুস্তকসংখ্যা : ৫২০০।

ভাটপাড়া সাহিত্যমন্দির—৮ গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী রোড, পোঃ ভাটপাড়া, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ৩৫০, পুস্তকসংখ্যা : ১৩,৭৫০।

ভুতাম নিবারণ তরুণ লাইব্রেরী (স্থাপিত ১৯৫১)—পোঃ ভুতাম, জেলা পুরুলিয়া। সভ্যসংখ্যা : ৫৮, পুস্তকসংখ্যা : ১৩৬০।

মহাত্মা পাঠাগার (স্থাপিত ১৩৫৫)—গ্রাম ও পোঃ খলিসানি, জেলা হাওড়া। সভ্যসংখ্যা : ২২১, পুস্তকসংখ্যা : ১৪৮৮।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী (স্থাপিত ১৯১৫)—১৭।১।২, মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা ২৩। সভ্যসংখ্যা : ৫৯৯, পুস্তকসংখ্যা : ১৪,৯৪০।

মালতীপুর শরৎচন্দ্র বাণী মন্দির রুর‍্যাল লাইব্রেরী (স্থাপিত ১৯৪৮) —পোঃ মালতীপুর, জেলা মালদহ। সভ্যসংখ্যা : ১১২, পুস্তকসংখ্যা : ১৩১৩।

মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রী রিডিং রুম (স্থাপিত ১৯০৪)— জি. টি. রোড, মাহেশ, পোঃ রিষড়া, জেলা হুগলী। সভ্যসংখ্যা : ১৮৫, পুস্তকসংখ্যা : ৫৯৬০।

মিলন সাহিত্য ভবন, ঝাপড়া (স্থাপিত ১৩৬১)—পোঃ ঝাপড়া, জেলা পুরুলিয়া। সভ্যসংখ্যা : ২২৮, পুস্তকসংখ্যা : ৮২২।

যোগানন্দ সাধারণ পাঠাগার—রাঙ্গামাটি, পোঃ আড়শা, জেলা পুরুলিয়া। সভ্যসংখ্যা : ১০১, পুস্তকসংখ্যা : ১০০৮।

যোগেশচন্দ্র ক্লাব—যোগেশচন্দ্র টি এস্টেট, পোঃ মালহাটি, জেলা জলপাইগুড়ি। সভ্যসংখ্যা : ৪০, পুস্তকসংখ্যা : ৪৫৫।

রবীন্দ্র পাঠাগার—(স্থাপিত ১৩৫৭)—পোঃ মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর। সভ্যসংখ্যা : ১৭৬, শিশুসভ্য : ৭২, পুস্তকসংখ্যা : ৩৭৩৯।

রবীন্দ্র পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৫১)—গ্রাম পারবাক্‌সী, পোঃ বাকসী, জেলা হাওড়া। সভ্যসংখ্যা : ১৩৪, পুস্তকসংখ্যা : ১৬৮৭।

রাজনগর সাধারণ পাঠাগার—পোঃ রাজনগর, জেলা বীরভূম। সভ্যসংখ্যা : ৮২, পুস্তকসংখ্যা : ১৩৫০।

রামকৃষ্ণ আশ্রম লাইব্রেরী (ফ্রী লাইব্রেরী)—পোঃ নিমপীঠ আশ্রম, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ৫০৫, পুস্তকসংখ্যা : ৯১১৫।

শরৎকুমারী পাঠাগার (স্থাপিত ১৩৬৭)—গ্রাম খাজুরী-বালিচক, পোঃ দশগ্রাম, জেলা মেদিনীপুর। সভ্যসংখ্যা : ৭৯, পুস্তকসংখ্যা : ৭০১।

শালবনী পুর্ণচন্দ্র পাঠাগার (স্থাপিত ১৩৩৯)—গ্রাম ও পোঃ ঘুটিয়া, জেলা মেদিনীপুর। সভ্যসংখ্যা : ৬৬, পুস্তকসংখ্যা : ৯৫৬।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৪৬)—৩২এ, হরিসভা ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা। সভ্যসংখ্যা : ১৫০, পুস্তকসংখ্যা : ১৭০০ ও বিবিধ পত্র পত্রিকা।

শ্যামপুর সারস্বত পাঠাগার (স্থাপিত ১৩২৬)—গ্রাম শ্যামপুর, পোঃ পারশ্যামপুর, জেলা হুগলী। সভ্যসংখ্যা : ৬৫, পুস্তক সংখ্যা : ১৪৬০।

সূর্যোদয় পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৫৭)—তিলিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া। সভ্য সংখ্যা : ১১৯ ; পুস্তক সংখ্যা : ১২৮১।

সমাজসেবী পরিষদ (স্থাপিত ১৯৬৫)—পোঃ ঢোলাহাট, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ৪২, পুস্তকসংখ্যা : ৬১৯।

সরস্বতী লাইব্রেরী—পোঃ মধুতটি, জেলা পুরুলিয়া। সভ্যসংখ্যা : ১২১, পুস্তকসংখ্যা : ১৩৫৪।

সর্বোদয় পাঠাগার—গ্রাম ও পোঃ তিলন্তপাড়া, জেলা মেদিনীপুর। সভ্যসংখ্যা : ২৩৪, পুস্তকসংখ্যা : ১৩৫১।

সাধুজন পাঠাগার (স্থাপিত ১৩৪১)—'সাধুপাঠ মন্দির', পোঃ বনগ্রাম, জেলা ২৪ পরগণা। সংশ্লিষ্ট : মুজিয়াম, নাট্যবিভাগ ও সংগীত বিভাগ। সভ্যসংখ্যা : ১৯৫, পুস্তকসংখ্যা : ৯৮২৩।

সান্ধ্য সমিতি (স্থাপিত ১৯৪২)—গ্রাম নোনা চন্দনপুকুর, পোঃ বারাকপুর, জেলা ২৪ পরগণা। সভ্যসংখ্যা : ১৮০, পুস্তকসংখ্যা : ২২৭৫।

সূত্রাগড় দেশবন্ধু পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৫১)—বিশ্বাসপাড়া, সূত্রাগড় শান্তিপুর, জেলা নদীয়া। মোট পুস্তকসংখ্যা ২১৫০।

সৃজনী (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)—গ্রাম ও পোঃ আইহো, জেলা মালদহ। সভ্যসংখ্যা : ২০৪, পুস্তকসংখ্যা : ১৮২৬, পত্রিকা : ১৩।

স্বামিজী মিলন-মন্দির পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৫০)—পোঃ রসুলপুর, জেলা বর্ধমান। সভ্যসংখ্যা : ১৫৬; পুস্তকসংখ্যা ৪১৮১। আয় : ৪০৫৩ টাকা।

হাড়মাসড়া বাণী মন্দির—গ্রাম ও পোঃ হাড়মাসড়া, জেলা বাঁকুড়া। সভ্যসংখ্যা : ১৩০, পুস্তকসংখ্যা : ৩২০০।

সরকারী আকাদেমী

এশিয়াটিক সোসাইটির পরামর্শ অনুযায়ী দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সমৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার 'জাতীয় সংস্কৃতি নিধি' স্থাপন করেন। এই নিধির পরামর্শ অনুসারে এবং দেশের গুণীজনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে তিনটি আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

॥ সাহিত্য আকাদেমী ॥

"রবীন্দ্র ভবন", ৩৫ ফিরোজশাহ্ রোড, নয়াদিল্লী-১

দেশের চারুশিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ভারত সরকার যে সকল সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সাহিত্য আকাদেমী তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৪ সালের ১২ মার্চ সাহিত্য আকাদেমীর উদ্বোধন হয়। আকাদেমীর প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে একটি সাধারণ পরিষদের উপর। পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৭৫। এই ৭৫ জন সদস্য হইলেন: সভাপতি, আর্থিক উপদেষ্টা, সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সদস্য,—তাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং আর একজন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর প্রতিনিধি, ভারতীয় রাজ্যগুলি হইতে মোট ১৭ জন সদস্য, আকাদেমী-স্বীকৃত ১৭টি ভাষার পক্ষে একজন করিয়া মোট ১৭ জন সদস্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্বাচিত ২০ জন সদস্য, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত বিভিন্ন ভাষার ৮ জন প্রথিতযশা সাহিত্যিক বা সারস্বতজন, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী, ললিতকলা আকাদেমী এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ হইতে দুইজন করিয়া ৬ জন সদস্য। উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় সংবিধানে যে ১৫টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে সাহিত্য আকাদেমী তাহা ছাড়া ইংরাজী এবং মৈথিলী ভাষায় রচিত পুস্তকের জন্যও পুরস্কার দিয়া থাকেন। সাহিত্য আকাদেমী যদিও সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, তথাপি ইহা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা বিশেষ।

প্রাথমিক অবস্থা জানিবার জন্য আকাদেমী রাজ্যগুলিকে স্ব স্ব অঞ্চলের প্রকৃত সাহিত্য-সংস্থাগুলি এবং বিশিষ্ট সাধক ও গবেষকদের সম্পর্কে সংবাদ

পাঠাইতে বলেন। আকাদেমীর প্রধান কর্তব্য হইল ভারতবাসীর সম্মুখে দেখাইতে হইবে যে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের সাধনা চলিয়া আসিতেছে। আকাদেমী ২০শ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটি 'গ্রন্থ পঞ্জী' (National Bibliography of Indian Literature) প্রকাশ করিয়াছেন। কবি কালিদাসের কাব্যনিচয় সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ; 'ভারতীয় কবিতা' এই নামে বাৎসরিক কবিতা সংকলন প্রকাশ করা হইতেছে ; ভারতীয় লেখকদের 'পরিচিতি গ্রন্থ' (Who's who of Indian Writers) প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে অন্য ভাষার ভাল বই অনুবাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে। ইউনেস্কোর অনুরোধে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে প্রত্যেক ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্য উক্ত গ্রন্থের রচয়িতাকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

॥ সাহিত্য আকাদেমীর ১৯৬৮ সালের পুরস্কার ॥

সাহিত্য আকাদেমী ১৯৬৮ সালে ভারতের বিভিন্ন ভাষার ১০ জন সাহিত্যিককে তাঁহাদের সাহিত্য কর্মের জন্য পুরস্কার দানে সম্মানিত করিয়াছেন। নিম্নে পুরস্কারের বিবরণ দেওয়া হইল। উল্লেখযোগ্য এবার বাংলা সাহিত্যে কোন লেখক পুরস্কৃত হন নাই।

ভাষা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থাকারের নাম
অসমীয়া	—অলকানন্দা (কবিতা)	—শ্রীমতী নলিনী বালা দেবী
গুজরাটি	—অবলোকন (সমালোচনা)	—সুন্দরম (ত্রিভুবন দাস লুহার
হিন্দী	—দো চাত্তনে (কবিতা)	—বাচ্চঁা (ডঃ হরিবংশ রায়)
কানাড়া	—সন্নাকথেগেলু (ছোট গল্প)	—শ্রীনিবাস (এম. ভি. আয়েঙ্গার)
মৈথিলী	—পত্রহীন নগ্ন গাছ (কবিতা)	—যাত্রী (বৈদ্যনাথ মিশ্র)
মারাঠী	—যুগান্ত (মহাভারত ব্যাখ্যা)	—শ্রীমতী ইরাবতী কার্ভে
পঞ্জাবী	—নবীন লোক (ছোট গল্প)	—কুলবন্ত সিং ভার্ক
সমস্কৃত	—শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহ চরিতম	—ডঃ সত্যব্রত শাস্ত্রী
সিন্ধী	—সাহ্ তো রাসালো মুজামল	—কে. বি. এডভানী
তামিল	—ভেল্লাই পারাভাই (কবিতা)	—এ. শ্রীনিবাস রাঘবন

॥ সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ॥

'রবীন্দ্রভবন', ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নয়াদিল্লী-১

নৃত্য, নাটক এবং সঙ্গীত ইহার মৌল বিধেয়। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে ইহার পত্তন হয়। ইহার প্রধান লক্ষ্য হইল নৃত্য, নাটক, ছায়াচিত্র এবং সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলা। আকাদেমী অবশ্যই আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মের ঐক্যসাধন করিয়া থাকেন—গবেষণা কার্যে উৎসাহদান, শিক্ষানবীশদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, নৃত্য, নাটক এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মেলা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যবস্থা, ইত্যাদি সকল কার্যই ইহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

সাংগঠনিক ব্যবস্থা : সাধারণ পরিষদ, কার্য নির্বাহক বোর্ড, অর্থনৈতিক কমিটি ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত অন্যান্য কমিটি কর্তৃক আকাদেমীর কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত : (১) একজন সভাপতি (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত) (২) একজন আর্থিক উপদেষ্টা (ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত), (৩) ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সদস্য, (৪) ভারতের প্রত্যেক রাজ্য কর্তৃক একজন করিয়া মনোনীত সদস্য, (৫) কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের একজন প্রতিনিধি, (৬) তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের একজন প্রতিনিধি, (৭) সাহিত্য আকাদেমী ও ললিতকলা আকাদেমী হইতে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি, (৮) সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে আকাদেমীর অনুমোদনপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের পরামর্শক্রমে নির্বাচিত ১২ জন সদস্য, (৯) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি।

রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক আকাদেমী গড়িয়া তোলা ইহার দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় আকাদেমী আঞ্চলিক আকাদেমী ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে।

আকাদেমীর প্রধান প্রধান করণীয় কার্য :

(ক) নৃত্য, নাটক ও লোকনৃত্যে উৎসাহ দানের নিমিত্ত পুরস্কার দানের ব্যবস্থা। (খ) রাষ্ট্রপতির বাৎসরিক সঙ্গীত-পুরস্কারের ব্যবস্থা। (গ) জাতীয় নাটকোৎসবের আয়োজন করা। (ঘ) ছায়াচিত্র-সেমিনারের ব্যবস্থা করা। (ঙ) গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত বিশারদদের সঙ্গীত রেকর্ড করিয়া রাখা এবং দরকার হইলে ছায়াচিত্র তুলিয়া রাখা।

ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একটি পাঠাগার গড়িয়া তোলা হইয়াছে। পুরাতন রেকর্ডের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীর অননুকরণীয় ভঙ্গীকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ছায়াছবির সাহায্য লওয়া হইতেছে।

দিল্লীতে আকাদেমী কর্তৃক জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য সকল রাজ্যের রাজধানীতেও জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই কোন কোন রাজ্যে উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছে। আকাদেমী নয়াদিল্লিতে 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা এ্যাণ্ড এশিয়ান থিয়েটার ইনস্টিটিউট' এবং ইম্ফলে 'মণিপুর ড্যান্স কলেজ' এই দুইটি শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনা করিয়া থাকেন।

১৯৬৮ সালের পুরস্কার

১৯৬৮ সালে নিম্নলিখিত শিল্পিগণ সঙ্গীত-নাটকের বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

(১) **হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীত :** শ্রীমতী মোগুবাই কুর্দিকার
(২) **হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীত (সেতার) :** ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ
(৩) **কর্ণাটক কণ্ঠসঙ্গীত :** এস. শ্রীনিবাস আইয়ার
(৪) **কর্ণাটক যন্ত্রসঙ্গীত (বীণা) :** কে. শিবরাম নারায়ণস্বামী
(৫) **নৃত্য :** চিন্তা কৃষ্ণমূর্তী
(৬) **কথক নৃত্য :** শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী
(৭) **ভরতনাট্যম নৃত্য :** শ্রীমতী কমলা
(৮) **কথাকলি নৃত্য :** কুরিচি কুঞ্জন পানিকার
(৯) **বাংলা নাটক রচনা :** বাদল সরকার
(১০) **হিন্দী নাটক রচনা :** মোহন রাকেশ
(১১) **অভিনয় (গুজরাটি) :** যশোবন্ত ডি. থ্যাকার
(১২) **যাত্রা অভিনয় (বাংলা)** ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ

ফেলো : শ্রীকালিচরণ পট্টনায়ক ১৯৬৮ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

॥ ললিতকলা আকাদেমী ॥

'রবীন্দ্রভবন', ৩৫ ফিরোজশাহ্ রোড, নয়াদিল্লী-১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে ইহার উদ্বোধন হয়। অঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং প্রয়োগবিদ্যা অধ্যয়ন এবং

গবেষণার নিমিত্ত উৎসাহ দান ইহার প্রাথমিক করণীয় কার্য। আঞ্চলিক আকাদেমীগুলির সমন্বয় সাধন, শিল্পশালাগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র গঠন, বিভিন্ন শিল্পরীতির মধ্যে ভাব বিনিময়ের উৎসাহ দান এবং প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধনই—ইহার কর্তব্য।

জাতীয় প্রদর্শনী ঃ আকাদেমী প্রতিবৎসর নয়াদিল্লীতে চারুশিল্পের জাতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। উক্ত প্রদর্শনী পর্যায়ক্রমে প্রতিরাজ্যের রাজধানীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আলোচ্য জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিভাবান শিল্পীদিগকে প্রতিবৎসর পুরস্কার প্রদান করা হইয়া থাকে। আকাদেমী ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে বহু মূল্যবান চিত্র প্রকাশ কবিয়াছেন।

কার্য-পরিচালনা ঃ সভাপতি, সহকারী সভাপতি, আর্থিক উপদেষ্টা ও সম্পাদক এই চারজন ললিতকলা আকাদেমীর প্রধান পদাধিকারী। সভাপতি ৫ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং সহকারী সভাপতি ৫ বৎসরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। ভারত সরকার আর্থিক উপদেষ্টাকে এবং আকাদেমীর কার্য নির্বাহক বোর্ড সম্পাদককে নিযুক্ত করেন। আকাদেমীর সাধারণ পরিষদের গুরুত্ব সমধিক। সাধারণ পরিষদ এই সকল ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয় ঃ—(১) সভাপতি (২) আর্থিক উপদেষ্টা, (৩) ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ডিরেক্টর, (৪) ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ণ আর্টস-এর কিউরেটার, (৫) ভারত সরকার কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত ৫ জন ব্যক্তি, (৬) প্রত্যেক রাজ্যসরকার কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত একজন করিয়া প্রতিনিধি (৭) আকাদেমীর অনুমোদন-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন ব্যক্তি, (৮) সাধারণ পরিষদ ভারতের ৯ জন প্রখ্যাত শিল্পীকে ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচন করিবেন, (৯) সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ও সাহিত্য আকাদেমী হইতে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি, (১০) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ৩ জন সুপরিচিত শিল্প সমালোচক, (১১) অল ইণ্ডিয়া বোর্ড অব টেকনিক্যাল ষ্টাডিজ ইন এপ্লায়েড আর্টস-এর দুইজন প্রতিনিধি এবং (১২) দুইজন প্রসিদ্ধ স্থপতি—একজন ভারত সরকার কর্তৃক ও অপর একজন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত।

আধুনিক চারুশিল্পের জাতীয় প্রদর্শশালা ঃ ১৯৫৪ সালে নয়াদিল্লীতে 'ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ণ আর্ট' নামক জাতীয় প্রদর্শশালা স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে গত একশত বৎসরের মধ্যে অঙ্কিত ২০৫৬ খানি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। যে সকল প্রখ্যাত শিল্পীর ছবি এই প্রদর্শশালায় রক্ষিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

যামিনী রায়, ডি. পি. রায়চৌধুরী, অমৃত শের গিল, সুধীর খাস্তগীর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ ১৯৬৯ সালের জাতীয় পুরস্কার ॥

ললিতকলা আকাদেমী ১৯৬৯ সালে ১০ জন শিল্পীকে জাতীয় পুরস্কার দানে সম্মানিত করিয়াছেন। পুরস্কার হিসাবে নগদ অর্থ ১০০০ টাকা এবং গুণবত্তার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। নিম্নে পুরস্কৃত শিল্পীদের নাম দেওয়া হইল।

শিল্পীর নাম	শিল্পীর নাম
কেবল সোনি (তামার উপর শিল্পকর্ম)	রমেশ পাতোরিয়া (মার্বেল)
পি. খেমরাজ (তেল রং)	বিনোদরায় প্যাটেল (তেল রং)
এম. ভি. কৃষ্ণান (এলুমিনিয়ামের উপর শিল্পকর্ম)	এ. রামচন্দ্রন (তেল রং)
ওম প্রকাশ (তেল রং)	বিনোদ সাহা (তেল রং)
বালকৃষ্ণ প্যাটেল (তেল রং)	শ্রীমতী হাসমী জারিনা (কাঠ খোদাই)

খেলাধূলা

॥ ডেভিস কাপ ॥

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার প্রবর্তকের নাম ডুইট ফিলে ডেভিস (Dwight Filley Davis). তিনি আমেরিকার একজন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। ১৮৯৯ সালে ডেভিস আমেরিকার হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। টেনিসে তখন তাঁহার একাধিপত্য ; দেশের সকল নামকরা প্রতিযোগিতাই জয় করিয়াছেন। সেই সময় টেনিসে বিশ্বজয়ের প্রেরণায় তিনি এক নূতন প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেন—উহাই 'ডেভিস কাপ' প্রতিযোগিতা। তিনি ডেভিস কাপ নির্মাণ করিয়া আমেরিকান লন টেনিস এসোসিয়েশনের হাতে অর্পণ করেন—সেদিন ছিল ১৬ই জানুয়ারী, ১৯০০ সাল। বোস্টনের নিকটে লংউড মাঠে 'ডেভিস কাপ'-এর উদ্বোধন হয় ৮ই আগষ্ট, ১৯০০ সালে। প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেন। আমেরিকার পক্ষে স্বয়ং ডেভিস ও হেভার্ড এবং ব্রিটেনের পক্ষে এ. ডব্লু. গোর, ই. ডি. ব্ল্যাক ও এইচ. রোপার ব্যারেট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডেভিস ও হেভার্ড জয়ী হন। ইংল্যাণ্ডের ডোহার্টি ব্রাদার্স তখন টেনিসে অপরাজেয়। তাঁহাদিগকে ডেভিস কাপের প্রথম প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা খেলেন নাই।

ক্রমশঃ ডেভিস কাপের জনপ্রিয়তা বাড়িতে থাকে। ১৯০৪ সালে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম যোগদান করে এবং ১৯০৫ সালে অষ্ট্রেলিয়া প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে। ১৯২৩ সালে ডেভিস কাপের ২টি স্বতন্ত্র অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়—আমেরিকান অঞ্চল ও ইউরোপীয় অঞ্চল। পরে পূর্বাঞ্চল নামে আরও একটি অঞ্চল সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন 'আন্তর্জাতিক লন টেনিস এসোসিয়েসন।' এই প্রতিযোগিতায় মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। প্রতিযোগিতায় মোট ৫টি খেলার (৪টি সিঙ্গলস্ ও ১টি ডাবলস্) ফলাফলের উপর জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। ডেভিস কাপে জয়লাভের অর্থ টেনিসে দলগতভাবে বিশ্ববিজয়ী হওয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৫-১৮ সাল এবং বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৪০-৪৫ সাল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ১৯০১ ও ১৯১০ সালে যথাক্রমে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া 'ওয়াক-ওভার' পায়, অর্থাৎ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়। ১৯০৫-১৯২২

সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড যুগ্মভাবে 'অষ্ট্রেলেশিয়া' নামে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। অতঃপর অষ্ট্রেলিয়া পৃথকভাবে স্বনামে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া আসিতেছে।

॥ ডেভিস কাপ বিজয়ী ও রানার্সগণের তালিকা ॥

দেশ	বিজয়ী	রানার্স	দেশ	বিজয়ী	রানার্স
আমেরিকা	২১ বার	২২ বার	জাপান	—	১ বার
অষ্ট্রেলিয়া*	২৩ বার	১৪ বার	বেলজিয়াম	—	১ বার
ফ্রান্স	৬ বার	৩ বার	মেক্সিকো	—	১ বার
গ্রেট ব্রিটেন	৯ বার	৮ বার	স্পেন	—	২ বার
ইতালি	—	৩ বার	ভারত	—	১ বার

॥ ডেভিস কাপের বিবিধ রেকর্ড ॥

উপর্যুপরি ডেভিস কাপ জয়

৭ বার — আমেরিকা (১৯২০—২৬)

৬ বার — ফ্রান্স (১৯২৭—৩২)

॥ একটি সিঙ্গলস খেলায় সর্বাধিক গেমস ॥

৭৮টি : জে ড্রবনি (চেকোশ্লোভাকিয়া) বনাম এ কে কুইস্ট (অষ্ট্রেলিয়া), ১৯৪৮ সালে বোষ্টনে ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলা। ড্রবনি ৬-৮, ৩-৬, ১৮-১৬, ৬-৩ ও ৭-৫ গেমে কুইস্টকে পরাজিত করেন।

॥ একটি সেটে সর্বাধিক গেমস ॥

৪৩টি: ব্রেজিল বনাম ইসরাইলের ডাবলস খেলার প্রথম সেট (মন্ত্রিল, ১৯৫৭)

॥ ১৯৬৮ সালের ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড ॥

প্রথম দিন : ক্লার্ক গ্রেবনার (আমেরিকা) ৮-১০, ৬-৪, ৮-৬, ৩-৬ ও ৬-১ গেমে বিল বাউরীকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার এ্যাশ (আমেরিকা) ৬-৮, ৭-৫, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে রে রাকেলসকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিন : ডাবলসে স্ট্যান স্মিথ এবং বব্‌ লুৎজ (আমেরিকা) ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে রে রাফেলস এবং জন আলেকজাণ্ডারকে পরাজিত করেন।

আমেরিকা ৩—০ খেলায় অগ্রগামী হওয়ার সূত্রে ডেভিস কাপ জয়ী হয়।

তৃতীয় দিন : ক্লার্ক গ্রেবনার (আমেরিকা) ৩-৬, ৮-৬, ২-৬, ৬-৩ ও ৬-১ গেমে রে রাফেলসকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। বিল বাউরী (অষ্ট্রেলিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান আর্থার এ্যাশকে (আমেরিকা) পরাজিত করে অষ্ট্রেলিয়াকে মাত্র একটি খেলায় জয়যুক্ত করেন।

॥ উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা ॥

বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড়দের অংশ গ্রহণ, জমকালো পরিবেশ, নিখুঁত ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি মহান ঐতিহ্য—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে অল-ইংল্যাণ্ড টেনিস ক্লাব পরিচালিত উইম্বলডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস আসর হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৬৮ সালের ৮২ তম উইম্বলডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় খ্যাতনামা পেশাদার খেলোয়াড়রাই ছিলেন দর্শকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৯১ বছরের ইতিহাসে পেশাদার খেলোয়াড়দের যোগদান এই প্রথম।

১৯৬৮ সালের মোট পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে যে ১৬ জন খেলোয়াড় উঠেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ১১ জন পেশাদার এবং ৫জন অপেশাদার খেলোয়াড় ছিলেন (মহিলাদের সিঙ্গলসে ১ জন এবং মিক্সড ডাবলসে ৪ জন)। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পাঁচটি খেতাবের চারটি খেতাব পেলেন পেশাদার খেলোয়াড়রা। অষ্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এবং কেন ফ্লেচার (বর্তমানে হংকং) মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ী হয়ে অপেশাদার খেলোয়াড়দের মুখ রক্ষা করেন।

১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলেছিলেন এই পাঁচটি দেশের খেলোয়াড়—অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন এবং রাশিয়া। শেষ পর্যন্ত মাত্র দুটি দেশের খেলোয়াড়রা খেতাব জয়ী হয়েছেন—অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা ৩টি খেতাব এবং আমেরিকার খেলোয়াড়রা ২টি খেতাব।

বিশ্বের এক নম্বর পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার (অষ্ট্রেলিয়া) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়লাভের সূত্রে এই প্রতিযোগিতায় মোট তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন —অপেশাদার খেলোয়াড় জীবনে তিনি উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬১-৬২) এই সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৬৬-৬৮) মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। যুদ্ধোত্তর কালের এই প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬-৬৮) তাঁকে নিয়ে তিনজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি তিনবছর মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। অপর দু'জনও আমেরিকার খেলোয়াড়—লুই ব্রাউ (১৯৪৮-৫০) এবং মরীন কনোলী (১৯৫২-৫৪)। এখানে উল্লেখ্য, যুদ্ধোত্তর কালের এই প্রতিযোগিতায় কোন পুরুষ খেলোয়াড়ের পক্ষে উপর্যুপরি তিনবছর সিঙ্গলস খেতাব জয় সম্ভব হয়নি।

প্রতিযোগিতার প্রধান আকর্ষণ পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব। যুদ্ধোত্তর কালের (১৯৪৬-৬৮) ২৩টি প্রতিযোগিতার আসরে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে অষ্ট্রেলিয়া ১১ বার, আমেরিকা ৯ বার এবং একবার করে ফ্রান্স, ইজিপ্ট এবং স্পেন।

॥ ১৯৬৮ সালের ফাইনাল খেলার ফলাফল ॥

পুরুষদের সিঙ্গলস: ১নং বাছাই এবং পেশাদার রড লেভার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে ১৫নং বাছাই এবং পেশাদার খেলোয়াড় টনি রোচকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: ১নং বাছাই এবং পেশাদার শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ৯-৭ ও ৭-৫ গেমে ৭নং বাছাই এবং অপেশাদার খেলোয়াড় কুমারী জুডি টেগার্টকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: ৪নং বাছাই এবং পেশাদার জুটি জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অষ্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৮-৬, ৫-৭, ১৪-১২ ও ৬-৩ গেমে ২নং বাছাই এবং পেশাদার জুটি কেন রোজওয়াল এবং ফ্রেড স্টোলেকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: গত বছরের বিজয়িনী শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং কুমারী রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা) ৩-৬, ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে কুমারী ফ্রাসোয়াজ ডুর (ফ্রান্স) এবং শ্রীমতী এ্যান জোন্সকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এবং কেন ফ্লেচার (হংকং) ৬-১ ও ১৪-১২ গেমে আলেক্স মেত্রেভেলী এবং ওলগা মোরোজোভাকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

॥ উইম্বলডন প্রতিযোগিতার বিবিধ রেকর্ড ॥

সর্বাধিক যোগদান: ২৯ বার—জ' বোরোত্রা (ফ্রান্স)।

সর্বাধিক খেতাব জয়: ১৯টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)। ইনি ১২টি মহিলাদের ডাবলস খেতাব এবং ৭টি মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ী হন।

সর্বাধিক খেতাব জয় (পুরুষদের) : ১৪টি—উইলিয়ম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)।
ইনি ৭টি সিঙ্গলস খেতাব এবং ৭টি ডাবলস খেতাব জয়ী হন।
সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব জয় : ৮টি—আমেরিকার কুমারী হেলেন উইলস মুডী (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী রোয়ার্ক)।
সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব জয় (পুরুষদের) : ৭টি—উইলিয়ম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)
স্বামী-স্ত্রীর মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় : শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা এল এ গডফ্রি (১৯২৬ সালে)। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির।
মহিলাদের সিঙ্গল ফাইনালে দুই বোন : লিলিয়ান এবং মাউড ওয়াটসন (১৮৮৪ সালে)। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির।

দুর্লভ ত্রিমুকুট সম্মান : সুদীর্ঘ ৫৬ বছরের ইতিহাসে (১৯১৩-৬৮) একই বছরে তিনটি খেতাব জয়ের সূত্রে এই দুর্লভ 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন মাত্র ৯ জন খেলোয়াড় (মহিলা ৫ জন ও পুরুষ ৪ জন) মোট ১২ বার। এঁদের মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সের মহিলা খেলোয়াড় সুজান্ লংলঁ ৩ বার 'ত্রিমুকুট' সম্মান পান (১৯২০ ১৯২২ ও ১৯২৫ সালে)।

॥ একমাত্র নজির ॥

উপর্যুপরি ২ বার 'ত্রিমুকুট' সম্মান : ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা), ১৯৩৮-৩৯ সালে।
প্রথম যোগদানের বছরেই 'ত্রিমুকুট' সম্মান : ১৯৩৯ সালে ববি রিগস (আমেরিকা)
এই বছরে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস খেলায় একটি সেটও না খুইয়ে খেতাব জয় : ১৯৫৫ সালে পুরুষদের সিঙ্গলসে টনি ট্রাবার্ট (আমেরিকা) এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে লুই ব্রাউ (আমেরিকা)।

॥ আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা ॥

১৯৬৮ সালের আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় নিগ্রো অপেশাদার খেলোয়াড় আর্থার এ্যাস পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় লাভের সূত্রে এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে নূতন নজির সৃষ্টি করেছেন। এর আগে কোন নিগ্রো খেলোয়াড়ের পক্ষে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় সম্ভব হয়নি। আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় নিগ্রো খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রথম সিঙ্গলস খেতাব জয় করেন মহিলা নিগ্রো খেলোয়াড় এ্যালথিয়া গিবসন, ১৯৫৭ সালে।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ২৫ বছরের নিগ্রো যুবক আর্থার এ্যাস ৪-৬, ৬-৩, ৮-১০, ৬-০ ও ৬-৪ গেমে আমেরিকারই শ্বেতকায় খেলোয়াড় বব্ লুটজকে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট ৬-২ ও ৬-২ গেমে ব্রেজিলের কুমারী মারিয়া বুনোকে পরাজিত করে এই প্রতিযোগিতায় মোট তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন। কুমারী জীবনে (মার্গারেট স্মিথ নামে) তিনি দুবার সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। অন্যান্য বিভাগে খেতাব জয়ী হয়েছেন : পুরুষদের ডাবলসে আমেরিকার বব্ লুটজ এবং ষ্ট্যান স্মিথ, মহিলাদের ডাবলসে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অষ্ট্রেলিয়া) এবং কুমারী মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং মিক্সড ডাবলসে মেরী এ্যান ইজেল (আমেরিকা) এবং পিটার কার্টিস (বৃটেন)।

॥ টেনিসে দুর্লভ সম্মান ॥

অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স—এই চারটি দেশের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা হিসাবে গণ্য করা হয়। একই বছরে এই চারিটি প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন খেলোয়াড় (দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলা) : আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে; আমেরিকার মিস মরীন ক্যাথেরিন কনোলী (বিবাহিত-জীবনে শ্রীমতী নরম্যান ব্রিঙ্কার) ১৯৫৩ সালে এবং অষ্ট্রেলিয়ার রড লেভার ১৯৬২ সালে।

॥ বিশ্ব টেবল টেনিস ॥

ইণ্টারন্যাশনাল টেবল টেনিস ফেডারেশন নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতাসমূহ ১৯২৬-২৭ সাল হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বযুদ্ধের জন্য মাঝখানে প্রতিযোগিতা কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল।

সোয়েথলিং কাপ : পুরুষদের ইণ্টারন্যাশনাল টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ।

কার্বিয়োঁ কাপ : মহিলাদের ইণ্টারন্যাশনাল টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ : (ক) সেণ্ট ব্রাইড ভাস—পুরুষদের সিঙ্গলস ; (খ) ইরান কাপ—পুরুষদের ডাবলস ; (গ) জি. গিস্ট প্রাইজ—মহিলাদের সিঙ্গলস ; (ঘ) ডব্লিউ. জে. পোপ ট্রফি—মহিলাদের ডাবলস (ঙ) হেড়ুসেক প্রাইজ —মিক্সড্ ডাবলস।

॥ সোয়েথলিং কাপ বিজয়িগণের তালিকা ॥

১৯২৬-২৭ হাঙ্গারী ; ১৯২৭-২৮ হাঙ্গারী ; ১৯২৮-২৯ হাঙ্গারী ; ১৯২৯-৩০ হাঙ্গারী ; ১৯৩০-৩১ হাঙ্গারী ; ১৯৩১-৩২ চেকোশ্লোভাকিয়া ; ১৯৩২-৩৩ হাঙ্গারী ; ১৯৩৩-৩৪ হাঙ্গারী ; ১৯৩৪-৩৫ হাঙ্গারী ; ১৯৩৫-৩৬ অষ্ট্রিয়া; ১৯৩৬-৩৭ আমেরিকা ; ১৯৩৭-৩৮ হাঙ্গারী ; ১৯৩৮-৩৯ চেকোশ্লোভাকিয়া ; ১৯৩৯-৪৬ খেলা বন্ধ ছিল ; ১৯৪৬-৪৭ চেকোশ্লোভাকিয়া ; ১৯৪৭-৪৮ চেকোশ্লোভাকিয়া ; ১৯৪৮-৪৯ হাঙ্গারী ; ১৯৪৯-৫০ চেকোশ্লোভাকিয়া ; ১৯৫০-৫১ চেকোশ্লোভাকিয়া ; ১৯৫১-৫২ হাঙ্গারী ; ১৯৫২-৫৩ ইংল্যাণ্ড ; ১৯৫৩-৫৪ জাপান ; ১৯৫৪-৫৫ জাপান ; ১৯৫৫-৫৬ জাপান ; ১৯৫৬-৫৭ জাপান ; ১৯৫৯ জাপান ; ১৯৬১ চীন ; ১৯৬৩ চীন ; ১৯৬৫ চীন ; ১৯৬৭ জাপান ; ১৯৬৯ জাপান।

॥ কার্বিয়োঁ কাপ বিজয়িগণের তালিকা ॥

১৯৩৩-৩৪ জার্মানী ; ১৯৩৪-৩৫ চেকোশ্লোভাকিয়া ; ১৯৩৫-৩৬ চেকো-শ্লোভাকিয়া ; ১৯৩৬-৩৭ আমেরিকা ; ১৯৩৭-৩৮ চেকোশ্লোভাকিয়া ; ১৯৩৮-৩৯ জার্মানী ; ১৯৩৯—৪৬ খেলা বন্ধ ছিল ; ১৯৪৬-৪৭ ইংল্যাণ্ড ; ১৯৪৭-৪৮ ইংল্যাণ্ড ; ১৯৪৮-৪৯ আমেরিকা ; ১৯৪৯-৫০ রুমানিয়া ; ১৯৫০-৫১ রুমানিয়া ; ১৯৫১-৫২ জাপান ; ১৯৫২-৫৩ রুমানিয়া ; ১৯৫৩-৫৪ জাপান ; ১৯৫৪-৫৫ রুমানিয়া ; ১৯৫৫-৫৬ রুমানিয়া ; ১৯৫৬-৫৭ জাপান ; ১৯৫৯ জাপান ; ১৯৬১ জাপান ; ১৯৬৩ জাপান ; ১৯৬৫ চীন ; ১৯৬৭ জাপান ; ১৯৬৯ রাশিয়া।

বিশ্ব টেবল টেনিসের বিবিধ রেকর্ড—ব্যক্তিগত বিভাগ

॥ সর্বাধিক জয় ॥

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৫ বার—ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গারী)
মহিলাদের সিঙ্গলস : ৬ বার—এঞ্জেলিকা রোজিন্থ (রুমানিয়া)
পুরুষদের ডাবলস : ৮ বার—ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গারী)
মহিলাদের ডাবলস : ৭ বার—এম. মেডনিয়ানস্জকি (হাঙ্গারী)
মিক্সড ডাবলস : পুরুষ : ৪ বার—এফ. সিডো (হাঙ্গারী)
মহিলা : ৬ বার—এম মেডয়ানস্জকি (হাঙ্গারী)

॥ সর্বাধিক ব্যক্তিগত জয় ॥

মহিলাদের পক্ষে : ১৮ বার—এম. মেডনিয়ানস্‌স্কি (হাঙ্গারী)

পুরুষদের পক্ষে : ১৫ বার—ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গারী)

॥ উপর্যুপরি ব্যক্তিগত জয় ॥

মহিলাদের সিঙ্গলস : ৬ বার—এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া)

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৪ বার—ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গারী)

॥ সর্বাধিক দলগত জয় ॥

সোয়েথলিং কাপ : ১১ বার—হাঙ্গারী
হাঙ্গারীর শেষ জয় ১৯৫২ সালে

কার্বিয়োঁ কাপ : ৭ বার—জাপান
জাপানের শেষ জয় ১৯৬৭ সালে

॥ উপর্যুপরি সর্বাধিক জয় ॥

সোয়েথলিং কাপ : ৫ বার—হাঙ্গারী (১৯২৭-৩১)
৫ বার —জাপান (১৯৫৪-৫৭ ও ১৯৫৯)

কার্বিয়োঁ কাপ : ৪ বার—জাপান (১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬১ ও ১৯৬৩)

দ্রষ্টব্য : ১৫৫৭ সাল থেকে প্রতিযোগিতার আসর এক বছর অন্তর বসছে।

॥ একই বছরে সোয়েথলিং ও কার্বিয়োঁ কাপ জয় ॥

৪ বার—জাপান (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭)
১ বার—আমেরিকা (১৯৩৭)
১ বার—প্রজাতন্ত্রী চীন (১৯৬৫)

॥ একই আসরে সর্বাধিক খেতাব ॥

৬টি—জাপান (১৯৫৯ ও ১৯৬৭)

অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

১৯৬৯ সালে ৫৯ তম অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশের হু'জন খেলোয়াড়—পুরুষ বিভাগে রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) এবং মহিলা বিভাগে ইরো জুকি (জাপান) সিঙ্গলস খেতাব জয় করে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। প্রতিযোগিতার দীর্ঘ ৫৯ বছরের ইতিহাসে এশিয়ান খেলোয়াড়রা একই বছরে এই প্রথম পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলেন। এশিয়ান খেলোয়াড়দের পক্ষে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব প্রথম জয় করেন ১৯৫০ সালে মালয়েশিয়ার পেঙ্গ সুন এবং মহিলাদের সিঙ্গল খেতাব প্রথম পান জাপানের ইরো জুকি ১৯৬৯ সালে, প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম যোগদানের বছরেই। ইন্দোনেশিয়ার ১৯ বছরের ছাত্র

রুডি হার্টোনো এই নিয়ে উপর্যুপরি ছ'বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে এশিয়া মহাদেশের ৬ জন খেলোয়াড় ১৩ বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। সর্বাধিক ৪ বার করে পেয়েছেন মালয়েশিয়ার পেঙ্গ স্থন এবং এডি চুঙ্গ।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-১ ও ১৫-৩ পয়েন্টে দার্মাদিকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গল : কুমারী ইরো জুকি (জাপান) ১১-৫ ও ১১-৫ পয়েন্টে কুমারী নোভিকো তাকাগীকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : আরল্যাণ্ড কপস এবং হেনিং বোর্চ (ডেনমার্ক) ১৩-১৫ ১৫-১০ ও ১৫-৯ পয়েন্টে ডেভিড এডি এবং বব্ পাওয়েলকে (ইংল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী মার্গারেট বক্সাল এবং শ্রীমতী সুসান হোয়েটনাল (ইংল্যাণ্ড) ১৫-১১ ও ১৫-১১ পয়েন্টে কুমারী হিরো আমানো এবং কুমারী তোমোকো তাকাহাসীকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : রোগার মিলস এবং গিলিয়ান পেরিন (ইংল্যাণ্ড) ১৫-৫ ও ১৫-৩ পয়েন্টে টনি জর্ডন এবং শ্রীমতী সুসান হোয়েটনালকে (ইংল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

॥ টমাস কাপ ॥

বিশ্ব ব্যাড্মিন্টন খেলায় দলগত প্রতিযোগিতা হইল টমাস কাপ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার অর্থ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলায় দলগত ভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়া। ১৯৪৮ সালে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়; ইহা দুই বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে মালয় উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৮-৪৯, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৪-৫৫) টমাস কাপ জয় করে। ১৯৫৭-৫৮ সালে তাহার একটানা জয়যাত্রা ব্যাহত হয়, ঐ বৎসর ইন্দোনেশিয়া প্রথম টমাস কাপ অর্জন করে। অতঃপর ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালেও ইন্দোনেশিয়া টমাস কাপ জয় করিয়া উপর্যুপরি ৩ বার জয়ী হয়। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে তাহাকে পরাজিত করিয়া মালয়েশিয়া টমাস কাপ লাভ করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট

(১৯৬৮ সালের ৬ই জুন থেকে ১৯৬৯ সালের ১৭ই মার্চ পর্য্যন্ত)

১৯৬৮-৬৯ সালে ক্রিকেট জগতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী টেষ্ট খেলা হয়েছে। এখানে তাদের সংক্ষিপ্ত ফলাফল উল্লেখ করা হল।

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া—১৯৬৮

১ম টেস্ট (ম্যাঞ্চেষ্টার) : অষ্ট্রেলিয়া ১৫৯ রানে জয়ী
২য় টেস্ট (লর্ডস) : খেলা ড্র
৩য় টেস্ট (এজবাষ্টন) : খেলা ড্র (বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত)
৪র্থ টেস্ট (লিডস) : খেলা ড্র
৫ম টেষ্ট (ওভাল) : ইংল্যাণ্ড ২২৬ রানে জয়ী

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ১৯৬৮ সালের টেষ্ট সিরিজটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। অষ্ট্রেলিয়া শেষ 'এ্যাসেজ' খেতাব পেয়েছিল ১৯৬৪ সালে ১-০ খেলায় (ড্র ৪) জয়ী হয়ে। পরবর্তী ১৯৬৬ এবং ১৯৬৮ সালের টেষ্ট সিরিজ ড্র যাওয়াতে অষ্ট্রেলিয়ার হাতেই কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' খেতাব থেকে গেল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ড—১৯৬৯

১ম টেষ্ট (অকল্যাণ্ড) : ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৫ উইকেটে জয়ী
২য় টেষ্ট (ওয়েলিংটন) : নিউজিল্যাণ্ড ৬ উইকেটে জয়ী
৩য় টেষ্ট (ক্রাইষ্ট চার্চ) : ড্র

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ১৯৬৯ সালের টেষ্ট সিরিজটি ১— খেলায় (ড্র ১) অমীমাংসিত থেকে গেছে।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ— ১৯৬৮-৬৯

১ম টেষ্ট (ব্রিসবেন) : ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১২৫ রাণে জয়ী
২য় টেষ্ট (মেলবোর্ণ) : অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৩০ রাণে জয়ী।
৩য় টেষ্ট (সিডনি) : অষ্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়ী।
৪র্থ টেষ্ট (এডিলেড) : ড্র
৫ম টেষ্ট (সিডনি) : অষ্ট্রেলিয়া ৩৮২ রাণে জয়ী।

১৯৬৮-৬৯ সালের টেষ্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়া ৩—১ খেলায় (ড্র ১) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে 'রাবার' এবং সেইসঙ্গে 'ওরেল ট্রফি' জয়ী হয়েছে। এই দুই দেশের টেষ্ট খেলার ফলাফল : খেলা ৩০, অষ্ট্রেলিয়ার জয় ১৭, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৬, ড্র ৬ এবং 'টাই' ১। ৬টি 'টেষ্ট' সিরিজের ফলাফল : অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৫ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১।

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তান—১৯৬৯

১ম টেষ্ট (লাহোর) : ড্র
২য় টেষ্ট (ঢাকা) : ড্র
৩য় টেষ্ট (করাচী) : পরিত্যক্ত। দর্শকদের বিক্ষোভ ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে ৩য় দিনের লাঞ্চের কিছু আগে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের ১৯৬৮ সালের অষ্ট্রেলিয়া সফরের ফলাফল : মোট খেলা ১৯, জয় ৪, পরাজয় ১, ড্র ১২ এবং বৃষ্টির জন্যে খেলা পরিত্যক্ত ২। ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন লক্ষণ সিং (মোট রান ৮৯১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ নটআউট ১৪৭ এবং গড় ৪৬.৮৯)। দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জির ব্যাটিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় : মোট রাণ ৭০১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ নটআউট ১৪৪ এবং গড় ৪১.২৩। বোলিংয়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান পান মহীন্দর অমরনাথ—মোট ৪০টি উইকেট (গড় ১৪.১০)। দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পান দীপঙ্কর সরকার—৮৭১ রাণে ৫৩ উইকেট (গড় ১৬.৪৩)।

॥ সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ॥

(১৯৬৯ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত)

ইংল্যাণ্ড : অষ্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ১৮৭৭ : শেষ খেলা—২৭শে আগস্ট, ১৯৬৮

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অষ্ট্রেলিয় জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৮৮০	২৬	২৫	৪৫	৯৬
অস্ট্রেলিয়া	১৮৭৬-৭৭	৪০	৫৫	১২	১০৭
মোট :		৬৬	৮০	৫৭	২০৩

ইংল্যাণ্ড : দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট ১৮৮৮ : শেষ খেলা—২৩শে আগস্ট, ১৯৬০

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯০৭	২১	৪	১৬	৪১
দঃ আফ্রিকা	১৮৮৮-৮৯	২৪	১৩	১৬	৫৩
মোট :		৪৫	১৭	৩২	৯৪

ইংল্যাণ্ড : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেষ্ট ১৯২৮ : শেষ খেলা—এপ্রিল ৩, ১৯৬৮

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯২৮	১২	৯	৭	২৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯২৯-৩০	৬	৭	১৪	২৭
মোট :		১৮	১৬	২১	৫৫

অষ্ট্রেলিয়া : নিউজিল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অষ্ট্রেলিয়া	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৪৫-৪৬	১	০	০	১
মোট :		১	০	০	১

দক্ষিণ আফ্রিকা : নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৩১-৩২ : শেষ খেলা—৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

স্থান	প্রথম খেলা	দঃ আফ্রিকা জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৩১-৩২	৩	০	১	৪
দঃ আফ্রিকা	১৯৫৩-৫৪	৪	০	১	৫
মোট :		৭	০	২	৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঃ নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৫১-৫২ ঃ শেষ খেলা মার্চ ১৭, ১৯৬৯

স্থান	প্রথম খেলা	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৫১-৫২	৫	২	২	৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
মোট		৫	২	২	৯

ভারতবর্ষ ঃ ইংল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৩২ ঃ শেষ খেলা—জুলাই ১৫, ১৯৬৭

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৩২	১৫	০	৪	১৯
ভারতবর্ষ	১৯৩৩-৩৪	৩	৩	১২	১৮
মোট ঃ		১৮	৩	১৬	৩৭

ইংল্যাণ্ড ঃ নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯২৯ ঃ শেষ খেলা—১৩ই জুলাই, ১৯৬৫

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৩১	৯	০	৯	১৮
নিউজিল্যাণ্ড	১৯২৯-৩০	৮	০	১১	১৯
মোট ঃ		১৬	০	২০	৩৭

ইংল্যাণ্ড ঃ পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ১৯৫৪ ঃ শেষ খেলা—মার্চ ৮, ১৯৬৯

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৫৪	৭	১	৪	১২
পাকিস্তান	১৯৬১-৬২	১	০	৫	৬
মোট ঃ		৮	১	৯	১৮

অষ্ট্রেলিয়া : দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট ১৯০২-৩ : শেষ খেলা—৪ঠা মার্চ, ১৯৫৮

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯১০-১১	১১	৩	১	১৫
দঃ আফ্রিকা	১৯০২-৩	১৪	০	৭	২১
ইংল্যাণ্ড	১৯১২	২	০	১	৩
মোট :		২৭	৩	৯	৩৯

অষ্ট্রেলিয়া : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৩০-৩১ : শেষ খেলা—ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৬৯

স্থান	প্রথম খেলা	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অষ্ট্রেলিয়া	১৯৩০-৩১	১৩	৪	৩০	২০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৪-৫৫	৪	২	৪	১০
মোট :		১৭	৬	৭	৩০

পাকিস্তান : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৫৭ : শেষ খেলা—৩১শে মার্চ, ১৯৫৯

স্থান	প্রথম খেলা	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৭-৫৮	৩	১	১	৫
পাকিস্তান	১৯৫৮-৫৯	১	২	০	৩
		৪	৩	১	৮

পাকিস্তান : নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৫৫-৫৬ : শেষ খেলা— ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

স্থান	প্রথম খেলা	পাকিস্তান জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
পাকিস্তান	১৯৫৫-৫৬	৪	০	২	৬
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৬৫	০	০	৩	৩
	মোট	৪	০	৫	৯

* এই অমীমাংসিত খেলার মধ্যে একটি 'টাই ম্যাচ' আছে। যা টেস্ট খেলার ইতিহাসে একমাত্র নজির।

পাকিস্তান : অষ্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ১৯৫৬-৫৭ : শেষ খেলা—৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪

স্থান	প্রথম খেলা	পাকিস্তান জয়ী	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
পাকিস্তান	১৯৫৬-৫৭	১	২	২	৫
অষ্ট্রেলিয়া	১৯৬৪	০	০	১	১
	মোট :	১	২	৩	৬

ভারতবর্ষ : অষ্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ১৯৪৭-৪৮ : শেষ খেলা—জানুয়ারী ৩১, ১৯৬৮

স্থান	প্রথম খেলা	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অষ্ট্রেলিয়া	১৯৪৭-৪৮	৮	০	১	৯
ভারতবর্ষ	১৯৫৬-৫৭	৫	২	৪	১১
	মোট :	১৩	২	৫	২০

ভারতবর্ষ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৪৮-৪৯ : শেষ খেলা—১৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৭

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৪৮-৪৯	০	৬	৭	১৩
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫২-৫৩	০	৬	৪	১০
	মোট :	০	১২	১১	২৩

ভারতবর্ষ : পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ১৯৫২ : শেষ খেলা ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৫২-৫৩	২	১	৭	১০
পাকিস্তান	১৯৫৪-৫৫	০	০	৫	৫
	মোট	২	১	১২	১৫

ভারতবর্ষ : নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৫৫-৫৬ : শেষ খেলা—মার্চ ১২, ১৯৬৮

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৫৫-৫৬	৩	০	৬	৯
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৬৮	৩	১	০	৪
মোট :		৬	১	৬	১৩

॥ এক নজরে ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলার ফলাফল ॥

	মোট খেলা	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের পরাজয়	ভারতবর্ষের ড্র
ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড	৩৭	৩	১৮	১৬
" " অষ্ট্রেলিয়া	২০	২	১৩	৫
" " ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২৩	০	১২	১১
" " নিউজিল্যাণ্ড	১৩	৬	১	৬
" " পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
মোট :	১০৮	১৩	৪৫	৫০

॥ ভারতীয় টেস্ট সিরিজের ফলাফল ॥

	মোট সিরিজ	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের পরাজয়	ভারতবর্ষের ড্র
ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড	১০	১	৭	১
" " অষ্ট্রেলিয়া	৫	০	৪	১
" " ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫	০	৫	০
" " নিউজিল্যাণ্ড	৩	৩	০	০
" " পাকিস্তান	৩	১	০	২
মোট	২৬	৫	১৬	৫

॥ সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব-রেকর্ড ॥

(১৯৬৯ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত)

প্রত্যেক উইকেটে পার্টনারশিপ রাণের রেকর্ড

উইকেট	রাণ	জুটির নাম	মরসুম
১ম	৪১৩	মানকড় এবং পঙ্কজ রায় (ভারতবর্ষ), নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, মাদ্রাজে ...	১৯৫৫-৫৬
২য়	৪৫১	ডি. জি. ব্র্যাডম্যান এবং পন্সফোর্ড (অষ্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ওভলে ...	১৯৩৪
৩য়	৩৭০	এডরিচ এবং কম্পটন (ইংল্যাণ্ড) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, লর্ডসে ...	১৯৪৭
৪র্থ	৪১১	পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে (ইংল্যাণ্ড) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, বার্মিংহামে ...	১৯৫৭
৫ম	৪০৫	ব্র্যাডম্যান এবং বার্ণেস (অষ্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, সিডনিতে ...	১৯৪৬-৪৭
৬ষ্ঠ	৩৪৬	ব্র্যাডম্যান এবং ফিঙ্গলটন (অষ্ট্রেলিয়া) ইংলণ্ডের বিপক্ষে, মেলবোর্ণে ...	১৯৩৬-৩৭
৭ম	৩৪৭	এ্যাটকিনসন্ এবং ডিপিজ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ব্রিজটাউনে ...	১৯৫৪-৫৫
৮ম	২৪৬	এ্যামস্ এবং জি. এ্যালেন (ইংল্যাণ্ড) নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, লর্ডসে ...	১৯৩১
৯ম	১৯০	আসিফ ইকবাল ও ইনতিকাব আলম (পাকিস্তান) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ...	১৯৬৭
১০ম	১৩০	আর ফোস্টার এবং ডব্লিউ. রোডস (ইংল্যাণ্ড) অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, সিডনিতে ...	১৯০৩-০৪

॥ এক ইনিংসে ব্যক্তিগত তিনশত রাণ ॥

*৩৬৫ রাণ : গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ); পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩য় টেস্টে, কিংস্টোন, (১৯৫৮) সময়—১০ ঘণ্টা ৮ মিনিট।

৩৬৪ রাণ : লেন হাটন (ইংল্যাণ্ড); অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভালে (১৯৩৮); সময়—১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

৩৩৭ রাণ: হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিজটাউনে (১৯৫৮); সময়—১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।

*৩৩৬ রাণ: ডব্লিউ হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড); নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে অকল্যাণ্ডে (১৯৩২-৩৩); সময়—৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

৩৩৪ রাণ: ডন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া); ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডসে (১৯৩০); সময়—৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

৩২৫ রাণ: এ. স্যাণ্ডহাম (ইংল্যাণ্ড); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টোনে (১৯২৯-৩০); সময়—১০ ঘণ্টা।

৩১১ রাণ: ববি সিম্পসন (অষ্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ওল্ড ট্রাফোর্ডে (১৯৬৪); সময়—১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট।

*৩১০ রাণ: জন এডরিচ (ইংল্যাণ্ড) নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডস্ মাঠে, ১৯৬৫ সালে।

৩০৭ রাণ: বব কাউপার (অষ্ট্রেলিয়া); ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে মেলবোর্ণে ১৯৬৫-৬৬ সালে।

৩০৪ রাণ: ডন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া); ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডসে (১৯৩৪); সময়—৪ ঘণ্টা।

॥ টেস্ট খেলার বিবিধ রেকর্ড ॥

দুইবার টেস্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী: হার্বার্ট সাটক্লিফ (ইংল্যাণ্ড) জর্জ হেড্‌লে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) এবং ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ব্যতীত অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়ার টেস্টের উভয় ইনিংসে দুইবার সেঞ্চুরী করিতে সক্ষম হন নাই।

হার্বার্ট সাটক্লিফ:	১৭৬ ও ১২৭	(১৯২৪-২৫; অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)
	১০৪ ও ১০৯ *	(১৯২৯; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে)
জর্জ হেড্‌লে:	১১৪ ও ১১২	(১৯২৯-৩০; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)
	১০৬ ও ১০৭	(১৯৩৯; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)
ক্লাইড ওয়ালকট:	১২৬ ও ১১০	(১৯৫৪-৫৫; অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)
	১৫৫ ও ১১০	(১৯৫৪-৫৫; অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)

*নট আউট

একটি খেলায় সর্বাধিক মোট রাণ: ১৯৮১ রাণ (৩৫ উইকেটে)—দক্ষিণ আফ্রিকা ১০১১ (৫৩০ ও ৪৮১) এবং ইংল্যাণ্ড—৯৭০ (৩১৬ ও ৬৫৪—৫ উইকেটে), ডার্বান (৫ম টেস্ট), ১৯৩৮-৩৯

একটি খেলায় সর্বনিম্ন মোট রাণ: ২৯১ রাণ (৪০ উইকেটে)—অষ্ট্রেলিয়া ১৭৬ (১১৬ ও ৬০) এবং ইংল্যাণ্ড ১১৫ (৫৩ ও ৬২), লর্ডস, ১৮৮৮

একটি খেলায় একদলের সর্বনিম্ন রাণ: ৮১ রাণ (৩৬ ও ৪৫)—দক্ষিণ আফ্রিকা (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ, ১৯৩২

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রাণ: ৯০৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ)—ইংল্যাণ্ড (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া), ওভাল, ১৯৩৮

এক ইনিংসে দলগত সর্ব্বনিম্ন রাণ (১০ উইকেটে): ২৬—নিউজিল্যাণ্ড (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড), অকল্যাণ্ড, ১৯৫৪-৫৫

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ: ৩৬৫ নটআউট—গ্যারী সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টান (৩য় টেস্ট), ১৯৫৭-৫৮

সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরী: ২৯টি—ডন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া)

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী: ৫টি—ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫

একটি সিরিজে একদলের সর্বাধিক সেঞ্চুরী: ১২টি—অষ্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), ১৯৫৪-৫৫

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী (দুই দলের): ২১টি—অষ্ট্রেলিয়া (১২টি) বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৯), ১৯৫৪-৫৫

লাঞ্চের পূর্ব্বে সেঞ্চুরী:

ভিক্টর ট্রাম্পার (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯০২।
সি জি ম্যাকার্টনী (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস, ১৯২৬
ডন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস, ১৯৩০।
শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পার ১০৪ রাণ, ম্যাকার্টনী ১৫১ রাণ এবং ব্র্যাডম্যান ৩৩৪ রাণ সংগ্রহ করে আউট হন।

দ্রুততম সেঞ্চুরী: ৭০ মিনিটে—জে এম গ্রেগরী (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯২১-২২

দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরী: ২১৪ মিনিটে—ডন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস, ১৯৩০

একদিনের খেলায় ট্রিপল সেঞ্চুরী: ৩০৯ নটআউট—ডন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস, ১৯৩০

দ্রষ্টব্য : প্রথম দিনের ৩৪০ মিনিটের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া যে ৪৫৬ রাণ সংগ্রহ করেছিল তার মধ্যে ব্র্যাডম্যানেরই নটআউট ৩০৯ রাণ ছিল। এই খেলায় ব্র্যাডম্যান ৩৩৪ রাণ করেছিলেন।

উপর্যুপরি ৫টি ইনিংসে সেঞ্চুরী : এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)—১৪১ রাণ (কিংস্টোন), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৪৭-৪৮ ; ১২৮ রাণ (নিউদিল্লী), ১৯৪ রাণ (বোম্বাই), ১৬২ ও ১০১ রাণ (কলকাতা)—বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ১৯৪৮-৪৯

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রাণ : ৯৭৪ (গড় ১৩৯'১৪)—ডন ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৩০

টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে সর্বাধিক রাণ : ৭২৪৯ (গড় ৫৮'৪৬)—ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড)। ৮৫টি টেস্টের ১৪০ ইনিংস (নটআউট ১৬ বার) খেলে হ্যামণ্ড এই রাণ সংগ্রহ করেছিলেন।

দীর্ঘতম টেস্ট ম্যাচ : ১০ দিন—ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বান, ১৯৩৮-৩৯

সর্বাধিক রাণ একদিনে (দুইদলের) : ৫৮৮ রাণ (৬ উইকেটে)—ইংল্যাণ্ড ৬ উইকেটে ৩৯৮ রাণ এবং ভারতবর্ষ (কোন উইকেট না পড়ে) ১৯০ রাণ ; ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬

সর্বাধিক রাণ এক দিনে (এক দলের) : ৫০৩ রাণ (২ উইকেটে)—ইংল্যাণ্ড, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, লর্ড'স, ১৯২৪

সর্বনিম্ন রাণ এক দিনে : ৯৫ রাণ (অষ্ট্রেলিয়া ৮০ রাণ এবং পাকিস্তান ১৫ রাণ ২ উইকেটে), করাচী, ১৯৫৬

॥ উইকেট কিপিং ॥

খেলোয়ার জীবনে সর্বাধিক 'ডিসমিস্যাল' : ২১৯টি (কট ১৭৩ ও স্টাম্পড ৪৬)—গডফ্রে ইভান্স (ইংল্যাণ্ড)—৯১টি টেস্ট খেলায়।

এক সিরিজে সর্বাধিক 'ডিসমিস্যাল' : ২৬টি (কট ২৩ ও স্টাম্পড ৩)—জে এইচ বি ওয়েট (দক্ষিণ আফ্রিকা), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ১৯৬১-৬২

একটি খেলায় সর্বাধিক 'ডিসমিস্যাল : ৯টি (কট ৮ ও স্টাম্পড ১)—জি আর ল্যাংলি (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লর্ড'স, ১৯৫৬

এক- ইনিংসে সর্বাধিক 'ডিসমিস্যাল' : ৬টি (সবই কট)—এ টি ডব্লিউ গ্রাউট (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯৫৭-৫৮

॥ বোলিং রেকর্ড ॥

টেস্টে সর্বাধিক উইকেট : ৩০৭টি (৬৭টি টেস্টে) ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড)।

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট : ৪৯টি (গড় ১০.৯৩)—এস. এফ. বার্নেস (ইংল্যাণ্ড)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯১৩-১৪।

একটি ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট : ১৯টি (৩৭ রানে ৯টি এবং ৫৩ রানে ১০টি উইকেট)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ সালে।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট : ১০টি (৫৩ রানে)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৬ সালে।

এক ইনিংসে ৯টি করিয়া উইকেট নিম্নলিখিত সাত জন খেলোয়াড় পাইয়াছেন : জি. লেহম্যান (ইংল্যাণ্ড) ২৮ রানে ; এস. এফ. বার্নেস (ইংল্যাণ্ড) ১০৩ রানে ; এ. মেইলী (অষ্ট্রেলিয়া) ১২১ রানে ; হিউ টেফিল্ড (দঃ আফ্রিকা) ১১৩ রানে ; জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড) ৩৭ রানে ; সুভাষ গুপ্তে (ভারতবর্ষ) ১০২ রানে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ১৯৫৮-৫৯) ; জে. প্যাটেল (ভারতবর্ষ) ৬৯ রানে (অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে)।

॥ টেস্ট ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য প্রথম ॥

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘ ৯১ বছরের ইতিহাসে (১৮৭৭-১৯৬৯) উল্লেখযোগ্য প্রথম নজির :

প্রথম টেস্ট খেলা : ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া, ১৮৭৭ সালের ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মার্চ, মেলবোর্ন মাঠ।

প্রথম টসে জয়ী : অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডি ডবলউ গ্রেগরী (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ, মেলবোর্ন)

প্রথম বোলিং : ইংল্যাণ্ডের টি আর্মিটেজ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ, মেলবোর্ন)

প্রথম ব্যাটিং, প্রথম রাণ, প্রথম বাউণ্ডারী এবং প্রথম সেঞ্চুরী : চার্লস ব্যানারম্যান (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ, মেলবোর্ন। ব্যানারম্যান ১৬৫ রাণ করে আহত অবস্থায় খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রথম জয়-পরাজয় : অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রাণে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে (১৮৭৭ সালের প্রথম টেস্ট, মেলবোর্ন)

প্রথম 'ডাবল' সেঞ্চুরী : ২১১ রাণ, ডবলিউ মার্ডক (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ওভাল, ১৮৮৪

প্রথম 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী : ৩২৫ রাণ, এ স্যাণ্ডহাম (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টোন, ১৯২৯-৩০

প্রথম হ্যাটট্রিক : এফ আর স্পোফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, মেলবোর্ন, ১৮৭৮-৭৯

একটি খেলায় প্রথম ১০ উইকেট : ১৩টি এফ আর স্পোফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, মেলবোর্ন, ১৮৭৯

এক ইনিংসে প্রথম ১০ উইকেট : ৫৩ রাণে ১০ উইকেট—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ (সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে একমাত্র নজির)

একটি খেলায় প্রথম ১০০০ রাণ : ১০৪৯ রাণ, মেলবোর্ন, ১৮৮১-৮২ (ইংল্যাণ্ড ২৯৪ ও ৩০৮ ; অস্ট্রেলিয়া ৩২০ ও ১২৭-৩ উইকেটে)

এক ইনিংসে দলগত প্রথম ৫০০ রাণ : ৫৫১ রাণ—অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ওভাল, ১৮৮৪)

প্রথম অমীমাংসিত খেলা : ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন, ১৮৮১-৮২

প্রথম ইনিংস জয় : ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ২৭ রাণে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে (মেলবোর্ন, ১৮৮২-৮৩)

প্রথম ৭০০০ রাণ : ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড)। ৮৫টি টেস্টের ১৪০ ইনিংস খেলে (নট আউট ১৬ বার) হ্যামণ্ডের রাণ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭২৪৯। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র হ্যামণ্ডই ৭০০০ রাণ করেছেন।

প্রথম ২০০ উইকেট : সি ভি গ্রিমেট (অষ্ট্রেলিয়া)। ৩৭টি টেস্ট খেলায় মোট ২১৬ উইকেট পেয়ে গ্রিমেট টেস্ট খেলা থেকে অবসর নেন।

প্রথম ৩০০ উইকেট : ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড)। ৬৭টি টেস্ট খেলায় ৩০৭টি উইকেট পাওয়ার পর ট্রুম্যান টেস্ট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ট্রুম্যানই ৩০০ উইকেট পেয়েছেন।

॥ অসাধারণ জয়-পরাজয় ॥

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একদল দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত খেলায় পরাজয় বরণ করেছে এমন নজির ৯১ বছরের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে মাত্র এই ৪টি আছে :

(১) ১৯৩৪-৩৫ সালে ইংল্যাণ্ডের কাছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪ উইকেটে, (২) ১৯৪৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে, (৩) ১৯৪৮-৪৯ সালে ইংল্যাণ্ডের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেটে এবং (৪) ১৯৬৮ সালে ইংল্যাণ্ডের কাছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ঐতিহাসিক পরাজয় বরণ করে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২ বার, ইংল্যাণ্ড ১ বার এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ১ বার পরাজিত হয়েছে।

॥ প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই সেঞ্চুরী ॥

খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন মাত্র ৩২ জন খেলোয়াড় : ইংল্যাণ্ডের ১১ জন, অস্ট্রেলিয়ার ৯ জন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫ জন, ভারতবর্ষের ৫ জন এবং নিউজিল্যাণ্ডের ২ জন। এঁদের মধ্যে ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন একমাত্র ইংল্যাণ্ডের আর ই ফস্টার (২৮৭ রাণ, বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, সিডনি ১৯০৩-০৪)।

ভারতবর্ষের পক্ষে এই ৫ জন এই গৌরবের অধিকারী :

রাণ	খেলোয়াড়	বিপক্ষে	স্থান	বছর
১১৮	লালা অমরনাথ	ইংল্যাণ্ড	বোম্বাই	১৯৩৩-৩৪
১১০	দীপক সোধন	পাকিস্থান	কলিকাতা	১৯৫২-৫৩
১০০*	এ জি কৃপাল সিং	নিউজিল্যাণ্ড	হায়দরাবাদ	১৯৫৫-৫৬
১১২	আব্বাস আলী বেগ	ইংল্যাণ্ড	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯
১০৫	হনুমন্ত সিং	ইংল্যাণ্ড	নিউদিল্লী	১৯৬৪

॥ ভারতের টেস্ট খেলার ফলাফল ॥

	মোট খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র
স্বদেশে	৬১	১০	১৫	৩৬
বিদেশে	৪৭	৩	৩০	১৪
মোট	১০৮	১৩	৪৫	৫০

॥ ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিবিধ রেকর্ড ॥

॥ এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রাণ ॥

৫৮৬ রাণ : বিজয় মঞ্জরেকার (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড). ১৯৬১-৬২

॥ এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট ॥

৩৪টি (৫৭১ রাণে) : ভিনু মানকড়, বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৫১-৫২

৩৪টি (৬৬৯ রাণে) : সুভাষ গুপ্তে, বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ১৯৫৫-৫৬

॥ এক ইনিংসে সর্বাধিক রাণ ॥

২৩১ রাণ : ভিনু মানকড় (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড), মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬

॥ একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী ॥

১১৬ ও ১৪৫ রাণ : বিজয় হাজারে (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া) এডিলেড, ১৯৪৭-৪৮

সর্বাধিক মোট রাণ : ৩৬৩১ রাণ (গড় ৪২.২২) পলি উমরীগড়। ৫৯ টি টেস্টের ৯৪ ইনিংস খেলে (নট আউট ৮ বার)। এই রাণ সংগৃহীত হয়।

সর্বাধিক মোট উইকেট : ১৬২ টি (গড় ৩২.৩১) ভিনু মানকড়। ৪৪টি টেস্টে ১৪৬৮৬ টি বল এবং ৫২৩৫ রাণ দিয়ে (মেডেন ৭৭৭) এই উইকেট সংগৃহীত হয়।

সর্বাধিক টেস্ট খেলা : ৫৯ টি—পলি উমরীগড়

সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ১২ টি—পলি উমরীগড়

॥ একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট ॥

১৪টি (১২৪ রাণে) : জে এম প্যাটেল, বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

॥ এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট ॥

৯ টি (১০২ রাণে) : সুভাষ গুপ্তে, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

৯ টি (৬৯ রাণে) : জে এম প্যাটেল, বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

॥ ১ম উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রাণ

৪১৩ রাণ : ভিনু মানকড় এবং পঙ্কজ রায়, বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬ (বিশ্বরেকর্ড)

॥ ১০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট ॥

২১০৯ রাণ এবং ১৬২ উইকেট—ভিনু মানকড়

দ্রষ্টব্য : আন্তর্জাতিক সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভিনু মানকড়সহ মাত্র ৭ জন খেলোয়াড় ২০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট পূর্ণ করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

॥ আন্তর্জাতিক ফুটবল ॥

বিশ্ব অলিম্পিক ফুটবল

বৎসর	স্থান	বিজয়ী দেশ	রানার্স	গোল
১৯০৮	লণ্ডন	গ্রেটবৃটেন	ডেনমার্ক	২—০
১৯১২	স্টকহলম	গ্রেটবৃটেন	ডেনমার্ক	৪—২
১৯২০	এন্টওয়ার্প	বেলজিয়াম	চেকোশ্লোভাকিয়া	২—০
১৯২৪	প্যারী	উরুগুয়ে	সুইটজারল্যাণ্ড	৩—০
১৯২৮	আমস্টারডাম	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	১-১, ২-১
১৯৩২	লস এ্যাঞ্জেলস্	খেলা হয় নাই		
১৯৩৬	বার্লিন	ইতালী	অস্ট্রিয়া	২—১
১৯৪৮	লণ্ডন	সুইডেন	যুগোশ্লাভিয়া	৩—১
১৯৫২	হেলসিঙ্কি	হাঙ্গারী	যুগোশ্লাভিয়া	২—০
১৯৫৬	মেলবোর্ণ	রাশিয়া	যুগোশ্লাভিয়া	১—০
১৯৬০	রোম	যুগোশ্লাভিয়া	ডেনমার্ক	৩—১
১৯৬৪	টোকিও	হাঙ্গারী	চেকোশ্লোভাকিয়া	৩—১
১৯৬৮	মেক্সিকো	হাঙ্গারী	বুলগেরিয়া	৪—১

॥ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা ॥

॥ জুল রিমে কাপ ॥

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয় ১৯৩০ সালে। এই প্রতিযোগিতার "ট্রফি' বা জয়মাল্য 'জুল রিমে কাপ'। ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন (F. I. F. A.)-এর ভূতপূর্ব সভাপতি ফ্রান্সের মঁসিয়ে জুল রিমে-র নামে এই কাপটির নামকরণ হইয়াছে। মঁসিয়ে রিমে ৩৫ বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের দরুণ ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

জুল রিমে কাপ বিজয়ী ও রানার্সদের তালিকা

বৎসর	স্থান	বিজয়ী	রানার্স	গোল
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	৪--২
১৯৩৪	ইতালী	ইতালী	জার্মানী	২—১
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালী	হাঙ্গারী	৪—২
১৯৫০	ব্রেজিল	উরুগুয়ে	ব্রেজিল	৫—৪ পয়েন্ট*
১৯৫৪	বার্নে	জার্মানী	হাঙ্গারী	৩—২
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রেজিল	সুইডেন	৫—২
১৯৬২	চিলি	ব্রেজিল	চেকোশ্লোভাকিয়া	৩—১
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	পঃ জার্মানী	৪—২

॥ এশিয়ার বিবিধ ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ॥

এশিয়ান লন টেনিস (কলিকাতা):

॥ ১৯৬৯ সালের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল ॥

পুরুষদের সিঙ্গলস: জয়দীপ মুখার্জি ৬—২, ৬—২ ও ৬—০ গেমে বিল টিমকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: নিরুপমা বসন্ত ৬—১, ৩—৬ ও ৬—১ গেমে শ্রীমতী এ্যালিস টিমকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল ৪—৬, ৬—৩, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে এম রিবারজেক এবং টি নোউইকিকে (পোল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: কুমারী জুডিথ ডিবার এবং এস ড্রোন (রুমানিয়া) ৭—৬, ৬—৩ ও ৬—১ গেমে কুমারী সুষণ দাস এবং বলরাম সিংকে পরাজিত করেন।

এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন (ম্যানিলা, ২য় অনুষ্ঠান): দলগত প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৩—২ খেলায় মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বিজয়ী: পুরুষদের সিঙ্গলসে মুলজাদী (ইন্দোনেশিয়া), পুরুষদের ডাবলসে পি গুনালন এবং নগ বুন বি (মালয়েশিয়া); মহিলাদের সিঙ্গলসে প্যাং মুল (হংকং) এবং মহিলাদের ডাবলসে লী ইয়ং সুন এবং ক্যাং ইয়ং সীন (দক্ষিণ কোরিয়া)

এশিয়ান যুব ফুটবল : দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে আয়োজিত ১৯৬৮ সালের দশম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ৪—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে। চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম ব্রহ্মদেশ, ২য় মালয়েশিয়া এবং ৩য় ইস্রায়েল এবং দক্ষিণ কোরিয়া। ব্রহ্মদেশ এবার নিয়ে ৫ বার টংকু রহমান কাপ জয় করল।

এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা : ১৯৬৮ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিযোগিতার মোট ১১টি অনুষ্ঠানে জাপানের খেতাব জয় ৯টি (৩টি দলগত এবং ৬টি ব্যক্তিগত)। প্রতিযোগিতার বাকি ২টি খেতাব জয়ী হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া (মহিলাদের দলগত এবং বালিকাদের ব্যক্তিগত)

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

মালয়েশিয়ার কোয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ১৯৬৮ সালের একাদশ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মালয়েশিয়া ৩—০ গোলে ১৯৬৭ সালের যুগ্ম-বিজয়ী ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করিয়া ৪০০০ ডলার মূল্যের সুদৃশ্য 'টুঙ্কু আবদুল রহমান' ট্রফি জয়ী হয়েছে।

গুণানুসারে স্থান বন্টন : ১ম মালয়েশিয়া, ২য় ব্রহ্মদেশ, ৩য় অষ্ট্রেলিয়া, ৪র্থ ইন্দোনেশিয়া, ৫ম দক্ষিণ কোরিয়া, ৬ষ্ঠ ভারতবর্ষ, ৭ম জাপান, এবং ৮ম থাইল্যাণ্ড।

পক-প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতা

১৯৬৯ সালে আয়োজিত দ্বিতীয় পক-প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল : ১ম বৈদ্যনাথ নাথ (ভারতীয় রেলওয়ে), ২য় রতিরঞ্জন ধর (ত্রিপুরা) এবং ৩য় আনায়াকারা (সিংহল)।

॥ ভারতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

ক্রিকেট : রঞ্জি ট্রফি

রঞ্জি ট্রফির খেলা ভারতের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রথম খেলা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গত রঞ্জিত সিংজীর স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে পাতিয়ালার মহারাজা "রঞ্জি ট্রফি" নামে এই স্বর্ণ কাপটি

উৎসর্গ করিয়াছেন। এ পর্যন্ত যে সকল রাজ্য এই ট্রফি লাভ করিয়াছে নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	জয়
১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	নর্দার্ন ইণ্ডিয়া	২০৮ রাণে
১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই	মাদ্রাজ	১৯০ রাণে
১৯৩৬-৩৭	নবনগর	বাংলা	২৫৬ রাণে
১৯৩৭-৩৮	হায়দরাবাদ	নবনগর	১ উইকেটে
১৯৩৮-৩৯	বাংলা	দক্ষিণ পাঞ্জাব	১৭৮ রাণে
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	যুক্তপ্রদেশ	১০ উইকেটে
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	মাদ্রাজ	৬ উইকেটে
১৯৪১-৪২	বোম্বাই	মহীশূর	এক ইনিংস ও ৮১ রাণে
১৯৪২-৪৩	বরোদা	হায়দরাবাদ	৩০৭ রাণে
১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম-ভারত	বাংলা	এক ইনিংস ও ২৩ রাণে
১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই	হোলকার	৩৭৪ রাণে
১৯৪৫-৪৬	হোলকার	বরোদা	৫৬ রাণে
১৯৪৬-৪৭	বরোদা	হোলকার	এক ইনিংস ও ৪০৯ রাণে
১৯৪৭-৪৮	হোলকার	বোম্বাই	৯ উইকেটে
১৯৪৮-৪৯	বোম্বাই	বরোদা	৪৬৮ রাণে
১৯৪৯-৫০	বরোদা	হোলকার	৪ উইকেটে
১৯৫০-৫১	হোলকার	গুজরাট	১৮৯ রাণে
১৯৫১-৫২	বোম্বাই	হোলকার	৫৩১ রাণে
১৯৫২-৫৩	হোলকার	বাংলা	প্রথম ইনিংস্-এর ফলাফলে
১৯৫৩-৫৪	বোম্বাই	হোলকার	৮ উইকেটে
১৯৫৪-৫৫	মাদ্রাজ	হোলকার	৪৬ রাণে
১৯৫৫-৫৬	বোম্বাই	বাংলা	৮ উইকেটে
১৯৫৬-৫৭	বোম্বাই	সার্ভিসেস	এক ইনিংস ও ৩৮ রাণে
১৯৫৭-৫৮	বরোদা	সার্ভিসেস	এক ইনিংস ও ৫১ রাণে
১৯৫৮-৫৯	বোম্বাই	বাংলা	৪২০ রাণে
১৯৫৯-৬০	বোম্বাই	মহীশূর	এক ইনিংস ও ২২ রাণে
১৯৬০-৬১	বোম্বাই	রাজস্থান	৭ উইকেটে
১৯৬১-৬২	বোম্বাই	রাজস্থান	এক ইনিংস ও ২৮৭ রাণে

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	জয়
১৯৬২-৬৩	বোম্বাই	রাজস্থান	এক ইনিংস ও ১৯ রাণে
১৯৬৩-৬৪	বোম্বাই	রাজস্থান	৯ উইকেটে
১৯৬৪-৬৫	বোম্বাই	হায়দরাবাদ	এক ইনিংস ও ১২৬ রাণে
১৯৬৫-৬৬	বোম্বাই	রাজস্থান	৮ উইকেটে
১৯৬৬-৬৭	বোম্বাই	রাজস্থান	প্রথম ইনিংস-এর ফলাফলে
১৯৬৭-৬৮	বোম্বাই	মাদ্রাজ	প্রথম ইনিংসের ফলাফলে
১৯৬৮-৬৯	বোম্বাই	বাংলা	প্রথম ইনিংসের ফলাফলে

রঞ্জি প্রতিযোগিতার কতিপয় রেকর্ড

একটি খেলায় সমষ্টিগত সর্বাধিক রাণ: ২৩৭৬ (৩৮ উইকেটে), বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র; পুণা, ১৯৪৮-৪৯। (প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্ব রেকর্ড)।

পার্টনারশিপ রেকর্ড: ৫৭৭ (৪র্থ উইঃ)—হাজারে (২৫৪) এবং গুল মহম্মদ (৩১৯) বরোদা; হোলকার দলের বিপক্ষে; বরোদা, ১৯৪৬-৪৭: পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে-কোন উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড।

৪৫৫ (২য় উইঃ) বি. বি. নিম্বলকার (৪৪৩*) এবং কে. ভি. ভাণ্ডারকর (২০৫) মহারাষ্ট্র; পশ্চিম ভারত স্টেটের বিপক্ষে; পুণা, ১৯৪৮-৪৯। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ২য় উইকেট পার্টনারশিপে বিশ্ব রেকর্ড।

এক ইনিংসে এক দলের সর্বাধিক সেঞ্চুরী: ৬টি—হোলকার (মহীশূরের বিপক্ষে; ইন্দোর, ১৯৪৫-৪৬)—প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্ব রেকর্ড।

একটি ম্যাচে সর্বাধিক সেঞ্চুরী: ৯টি—বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র ১৯৪৮-৪৯। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড।

সর্বাধিকবার জয়লাভ: বোম্বাই ১৯ বার।

একাদিক্রমে জয়লাভ: বোম্বাই পর পর ১০ বার।

একই ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ: ৪৪৩ নট-আউট – বি. বি. নিম্বলকার (মহারাষ্ট্র), পশ্চিমাঞ্চল রাজ্যদলের বিপক্ষে; পুনা, ১৯৪৮-৪৯।

প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী, ১৫২ ও ১০১ নট-আউট—নরী কন্ট্রাক্টর (গুজরাট); বরোদার বিপক্ষে; বরোদা ১৯৫২-৫৩। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলিতে নামিয়া উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার নজির দ্বিতীয় নাই।

এক মরসুমে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রাণ : ১৩৮৬—আর. এস. মোদী (১৫ ইনিংস. নট-আউট ৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ২৪৫ নট-আউট, গড় ১১৫.৫০, (সেঞ্চুরী-৬). ১৯৪৪-৪৫ ।

দীর্ঘতম ইনিংসের খেলা : ৬৪০ মিনিট—বিজয় মাচেন্ট। এই সময়ে তিনি নট-আউট ৩৫৯ রাণ করেন। বিপক্ষে মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, ১৯৪৩-৪৪ ,

এক ইনিংসে ১০টি উইকেট : ১০ উইকেট (২০ রাণে) পি. চ্যাটার্জি (বাংলা) আসামের বিপক্ষে. জোড়হাট, ১৯৫৬-৫৭।

রোহিন্টন বরিয়া ট্রফি : ১৯৬৮ সালের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ২১০ রাণে ওসমানিয়া বিশবিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে মোট তিনবার 'রোহিন্টন বরিয়া' ট্রফি পেয়েছে।

দলীপ ট্রফি (১৯৬৮-৬৯) : পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যার ভিত্তিতে গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করে।

ভিজি ট্রফি (১৯৬৮-৬৯) : আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। বিজয়ী—পশ্চিমাঞ্চল দল এবং রানার্স আপ—উত্তরাঞ্চল দল।

ভারতীয় ফুটবল

॥ সন্তোষ ট্রফি ॥

আই এফ এ-র ভূতপূর্ব সভাপতি স্বর্গতঃ সন্তোষ-এর রাজার স্মৃতি রক্ষার্থে আই. এফ. এ. কর্তৃক প্রদত্ত 'সন্তোষ মেমোরিয়াল কাপ' জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে পরিচালিত হয়। খেলা আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালে। ১৯৪২, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সালে খেলা হয় নাই। এ পর্যন্ত ২৪ বার খেলা হইয়াছে। এই ২৪ বার খেলার মধ্যে বাংলা ১৭ বার ফাইনালে খেলিয়া ১১ বার সন্তোষ ট্রফি পাইয়াছে। ১৯৪১ সাল হইতে বাংলা উপর্যুপরি ১০ বার ফাইনালে খেলিয়া ৭ বার সন্তোষ ট্রফি পায়। একমাত্র বাংলা দলই উপর্যুপরি ৪ বার (১৯৪৭, ১৯৪৯-৫১) সন্তোষ ট্রফি লাভ করিয়াছে।

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	গোল	স্থান
১৯৪১	বাংলা	দিল্লী	৫—১	কলিকাতা
১৯৪৪	দিল্লী	বাংলা	২—০	দিল্লী
১৯৪৫	বাংলা	বোম্বাই,	২—১	বোম্বাই
১৯৪৬	মহীশূর	বাংলা	২—১	ব্যাঙ্গালোর

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	গোল	স্থান
১৯৪৭	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	১—০	কলিকাতা
১৯৪৯	পশ্চিমবঙ্গ	হায়দরাবাদ	৫—০	কলিকাতা
১৯৫০	পশ্চিমবঙ্গ	হায়দরাবাদ	১—০	কলিকাতা
১৯৫১	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	১—০	বোম্বাই
১৯৫২	মহীশূর	পশ্চিমবঙ্গ	১—০	ব্যাঙ্গালোর
১৯৫৩	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	৩—১	কলিকাতা
১৯৫৪	বোম্বাই	সার্ভিসেস	২—১	মাদ্রাজ
১৯৫৫	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	১—০	এর্ণাকুলাম
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৪—১	ত্রিবান্দ্রাম
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৩—০	হায়দরাবাদ
১৯৫৮	পশ্চিমবঙ্গ	সার্ভিসেস	১—০	মাদ্রাজ
১৯৫৯	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	৩—১	নওগাঁ (আসাম)
১৯৬০	সার্ভিসেস	পশ্চিমবঙ্গ	১—০	কালিকট
১৯৬১	রেলওয়ে	মহারাষ্ট্র	৩—১	বোম্বাই
১৯৬২	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	২—০	ব্যাঙ্গালোর
১৯৬৩	মহারাষ্ট্র	অন্ধ্রপ্রদেশ	১—০	মাদ্রাজ
১৯৬৪	রেলওয়ে	পশ্চিমবঙ্গ	২—১	গৌহাটী
১৯৬৫	অন্ধ্রপ্রদেশ	পশ্চিমবঙ্গ	১—০	কুইলন
১৯৬৬	রেলওয়ে	সার্ভিসেস	২—০	হায়দরাবাদ
১৯৬৭	মহীশূর	পশ্চিমবঙ্গ	১—০	কটক
১৯৬৮	মহীশূর	পশ্চিমবঙ্গ	০—০, ১—০	ব্যাঙ্গালোর

॥ রোভার্স কাপ ॥

প্রথম আরম্ভ ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ। ১৯২৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র বোম্বাই-এর ওয়াই. এম. সি. এ. ভিন্ন অপর কোন অসামরিক ফুটবল দল এই

প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিত না। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব বিশেষ আমন্ত্রণে এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ভারতীয় অসামরিক ফুটবল দল হিসাবে যোগদান করে এবং ফাইনালে ডারহামস এল. আই.-এর কাছে ৪-১ গোলে পরাজিত হয়।

১৯৬৮ সালের ফাইনাল : মোহনবাগান ০-৩, লীডার্স ক্লাব (জলন্ধর) ০-০

॥ গত কয়েক বৎসরের বিজয়ী দল ॥

১৯৪৯—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫০-৫৪—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৫—মোহনবাগান
১৯৫৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৭—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৮—ক্যালটেক্স স্পোর্টিং
১৯৫৯—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৬০—অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬১—ই. অ্যাণ্ড এম. ই. সি.
১৯৬২—ইস্টবেঙ্গল এবং অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬৩—অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ
১৯৬৪—বি. এন. আর.
১৯৬৫—মফৎলাল মিলস স্পোর্টস ক্লাব
১৯৬৬—মোহনবাগান
১৯৬৭—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৮—মোহন বাগান

হায়দরাবাদ পুলিশ উপর্যুপরি ৫ বার (১৯৫০-৫৪) এবং ওয়ারউইচশায়ার রেজিঃ ও চেশায়ার রেজিঃ উভয়েই উপর্যুপরি ৩ বার রোভার্স কাপ জয় করিয়াছে।

॥ ডুরাণ্ড কাপ ॥

১৮৮৮ সালে খেলা শুরু। ১৯৪০ সালের পূর্বে কোন ভারতীয় দল ডুরাণ্ড কাপ জয় করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৪০ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (কলিকাতা) ডুরাণ্ড কাপ জয় করে। ১৯৪৩-৪৯ সাল পর্যন্ত খেলা স্থগিত ছিল। ১৯৫০ সালে পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়।

উপর্যুপরি ৩ বার ডুরাণ্ড কাপ জয় : ১৮৯৩-৯৫—এইচ. এল. আই, ১৮৯৭-৯৯ ব্ল্যাক ওয়াচ এবং ১৯৬৩-৬৫ মোহনবাগান ক্লাব।

১৯৬৮ সালের ফাইনাল : বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (জলন্ধর) ১ : ইস্টবেঙ্গল-০

॥ গত কয়েক বছরের বিজয়ী দল ॥

১৯৫০—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫১—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৩—মোহনবাগান

১৯৫৪—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৫—মাদ্রাজ রেজিঃ সেণ্টার
১৯৫৬—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৭—হায়দরাবাদ্ পুলিশ
১৯৫৮—মাদ্রাজ রেজিঃ সেণ্টার
১৯৫৯—মোহনবাগান
১৯৬০—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল
১৯৬১—অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬২—খেলা হয় নাই
১৯৬৩-৬৫—মোহনবাগান
১৯৬৬—গুর্খা ব্রিগেড
১৯৬৭—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৮—বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (জলন্ধর)

আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী দল

প্রথমারম্ভ—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৯৩-৯৪—রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্‌স্
১৮৯৫—রয়্যাল ফুজিলিয়ার্স
১৮৯৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৮৯৭—ডালহৌসী
১৮৯৮—গ্লস্টারশায়ার রেজিঃ
১৮৯৯—সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার
১৯০০—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০১—রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস্
১৯০২—৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৩-০৪—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০৫—ডালহৌসী
১৯০৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০৭—হাইল্যাণ্ডার্স লাইট ইনফ্যানট্রি
১৯০৮-১০—গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১১—মোহনবাগান
১৯১২-১৩—রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্‌স্
১৯১৪—কিংস্ ওন রেজিমেণ্ট
১৯১৫—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৬—সেকেণ্ড নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্
১৯১৭—দশম মিডলসেক্স
১৯১৮—সপ্তম ট্রেনিং রিজার্ভ
১৯১৯—১ম ব্রেকনকশায়ার
১৯২০—১ম ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯২১—৩য় উস্টারশায়ার
১৯২২-২৪—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৫—২য় রয়্যাল স্কট ফুজিলিয়ার্স
১৯২৬-২৮—২য় সেরউড ফরেস্টার্স
১৯২৯—রয়্যাল আলস্টার রাইফেল্‌স
১৯৩০—সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯৩১—এচ. এল. আই.
১৯৩২—এসেক্স রেজিঃ
১৯৩৩—ডি. সি. এল. আই.
১৯৩৪—কে. আর. আর. ও ডারহামস্
[খেলা অমীমাংসিত]
১৯৩৫—ইস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৭—৬ষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড
১৯৩৮—ইস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৯—পুলিশ এ. সি.
১৯৪০—এরিয়ান্স ক্লাব
১৯৪১-৪২—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৩—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৪—বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে
১৯৪৫—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৬—খেলা হয় নাই
১৯৪৭—মোহনবাগান

১৯৪৮—মোহনবাগান
১৯৪৯-৫১—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫২—মোহনবাগান ২-০ : রাজস্থান ২-০ [খেলা অসমাপ্ত]
১৯৫৩—ইণ্ডিয়া কালচার লীগ (বোম্বাই)
১৯৫৪—মোহনবাগান
১৯৫৫—রাজস্থান
১৯৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৮—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৯—খেলা হয় নাই
১৯৬০—মোহনবাগান
১৯৬১—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল (যুগ্ম বিজয়ী)
১৯৬২—মোহনবাগান
১৯৬৩—বি. এন. আর.
১৯৬৪—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল (১-১) খেলা বাতিল
১৯৬৫—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৬—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৭—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলা অমীমাংসিত
১৯৬৮—অসমাপ্ত

কলিকাতা ১ম বিভাগ ফুটবল লীগ বিজয়ী দল

প্রথমারম্ভ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৯৮—গ্লস্টারশায়ার রেজিমেণ্ট
১৮৯৯—ক্যালকাটা এফ. সি.
*১৯০০-১—রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস্
১৯০২—কে. ও. এস. বি.
*১৯০৩—৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৪—কিংস ওন ল্যাঙ্কাস্টার রেজিমেণ্ট
*১৯০৫—কিংস ওন ল্যাঙ্কাস্টার রেজিমেণ্ট
১৯০৬—হাইল্যাণ্ডার্স লাইট ইনফ্যানট্রি
১৯০৭—ক্যালকাটা এফ. সি.
*১৯০৮—গর্ডনস্ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৯—গর্ডনস্ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১০—ডালহৌসী
১৯১১—লোকো আর. জি. এ.
*১৯১২-১৩—ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১৪—৯১ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১৫—১০ম: মিডলসেক্স
*১৯১৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৭—লিঙ্কনশায়ার
১৯১৮—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৯—১২ নং স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটেলিয়ন
১৯২০—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২১—ডালহৌসী
*১৯২২—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৩—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৪—ক্যামেরনস
১৯২৫—ক্যালকাটা এফ. সি.
*১৯২৬-২৭—নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্
*১৯২৮-২৯—ডালহৌসী
১৯৩০—২য় রয়্যাল রেজিমেণ্ট
১৯৩১-৩৩—ডারহামস্ এল. আই.
১৯৩৪-৩৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৯—মোহনবাগান
১৯৪০-৪১—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪২—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৩-৪৪—মোহনবাগান

১৯৪৫-৪৬—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৭—খেলা হয় নাই
*১৯৪৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৯—ইস্টবেঙ্গল
*১৯৫০—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫১—মোহনবাগান
১৯৫২—ইষ্টবেঙ্গল
†১৯৫৩—খেলা অসমাপ্ত
১৯৫৪-৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৮—ইস্টার্ণ রেলওয়ে
১৯৫৯-৬০—মোহনবাগান
১৯৬১—ইষ্টবেঙ্গল
১৯৬২-৬৫—মোহনবাগান
১৯৬৬—ইষ্টবেঙ্গল
১৯৬৭—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৬৮—অসমাপ্ত

জুনিয়র জাতীয় ফুটবল (১৯৬৮): ফাইনালে পশ্চিম বাংলা ৪—১ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করে।

সুব্রত মুখার্জি কাপ (১৯৬৮): সর্ব্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতার কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউসন (পাইকপাড়া) ১—০ গোলে নাগাল্যাণ্ডের মককচুং গভর্ণমেণ্ট স্কুলকে পরাজিত করে। ইতিপূর্বে বাংলা দেশ থেকে এই কাপ জয়ী হইয়াছে—রাণী রাসমণি স্কুল এবং বাটানগর স্কুল।

ডি. সি. এম. ফুটবল কাপ: (১৯৬৮ সালের ফাইনাল) বিজয়ী মফতলাল মিলস (বোম্বাই), রানার্স আপ—লিডার্স ক্লাব (জলন্ধর)

ভারতীয় হকি

হকি খেলায় ভারতের যে জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল আজ তা' অস্তমিত। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমষ্টার্ডমে, ১৯৩২-এ লস্ এ্যাঞ্জেলসে, ১৯৩৬-এ বার্লিনে, ১৯৪৮-এ লণ্ডনে, ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে এবং ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত উপর্যুপরি ছয়টি বিশ্ব অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারত এই গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে ভারত তাহার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৬৮ সালের অলিম্পিকে ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়াছে।

---

* অপরাজেয় অবস্থায় লীগ বিজয়ী।
† নির্দিষ্ট সময়ে লীগের খেলা হয় নাই বলিয়া প্রতিযোগিতা পরিত্যক্ত হয়।

॥ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

(১৯৫১ সাল হইতে এস রঙ্গস্বামী কাপ নামে আখ্যাত)

বৎসর	বিজয়ীদল	বিজিতদল	স্থান
১৯২৮	যুক্তপ্রদেশ—২	রাজপুতানা—১	কলিকাতা
*১৯৩০	রেলওয়ে	পাঞ্জাব	লাহোর
১৯৩২	পাঞ্জাব—২	বাংলা—০	কলিকাতা
১৯৩৪	খেলা হয় নাই	—	—
১৯৩৬	বাংলা—১	মানভাদার—০	কলিকাতা
*১৯৩৮	বাংলা	ভূপাল	বোম্বাই
১৯৪০	বোম্বাই—২	দিল্লী—০	বোম্বাই
১৯৪২	দিল্লী—২	পাঞ্জাব—০	লাহোর
১৯৪৪	বোম্বাই—৩	গোয়ালিয়র—০	বোম্বাই
১৯৪৫	ভূপাল—১	যুক্তপ্রদেশ—০	গোরক্ষপুর
১৯৪৬	পাঞ্জাব—১	দিল্লী—০	কলিকাতা
১৯৪৭	পাঞ্জাব—২	বোম্বাই—১	বোম্বাই
১৯৪৮	ভূপাল—৩	বোম্বাই—২	বোম্বাই
১৯৪৯	পূর্বপাঞ্জাব—২	পশ্চিমবঙ্গ—০	দিল্লী
১৯৫০	পূর্বপাঞ্জাব—৪	ভূপাল—০	ভূপাল
১৯৫১	পূর্বপাঞ্জাব—১	সার্ভিসেস—০	মাদ্রাজ
১৯৫২	পশ্চিমবঙ্গ—১,২	পূর্বপাঞ্জাব—১, ১	কলিকাতা
১৯৫৩	সার্ভিসেস—১	পূর্বপাঞ্জাব—০	ব্যাঙ্গালোর
১৯৫৪	পূর্বপাঞ্জাব—১, ৩	সার্ভিসেস—১, ২	হায়দরাবাদ
†১৯৫৫	মাদ্রাজ—০, ০ ও	সার্ভিসেস—০, ০	মাদ্রাজ
১৯৫৬	সার্ভিসেস—১, ১	উত্তর প্রদেশ—১, ০	জলন্ধর
১৯৫৭	রেলওয়ে—২	বোম্বাই—১	বোম্বাই
১৯৫৮	রেলওয়ে—১	বোম্বাই—০	বোম্বাই
*১৯৫৯	রেলওয়ে—১	সার্ভিসেস—০	হায়দরাবাদ
১৯৬০	সার্ভিসেস—২, ৪	উত্তর প্রদেশ—২, ০	কলিকাতা
১৯৬১	রেলওয়ে—০, ১	পাঞ্জাব—০, ০	হায়দরাবাদ
১৯৬২	পাঞ্জাব—০, ১	ভূপাল—০, ০	ভূপাল

* লীগ প্রথা অনুসারে খেলা হয়। † যুগ্ম বিজয়ী

বৎসর	বিজয়ীদল	বিজিতদল	স্থান
১৯৬৩	রেলওয়ে—২	সার্ভিসেস—১	মাদ্রাজ
১৯৬৪	রেলওয়ে—১, ২	সার্ভিসেস—১, ১	দিল্লী
১৯৬৫	পাঞ্জাব—৪	বোম্বাই—০	বোম্বাই
†১৯৬৬	রেলওয়ে ০, ০ ও সার্ভিসেস্—০, ০		পুণা
*১৯৬৭	রেলওয়ে ০, মাদ্রাজ ০		মাদুরাই
১৯৬৮	রেলওয়ে—১	মহীশূর—০	উটকামণ্ড
১৯৬৯	পাঞ্জাব—১,১	রেলওয়ে—১, ০	কোচিন

॥ মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

॥ লেডি রতন টাটা ট্রফি ॥

বিজয়ী দলের নাম: ১৯৩৮—খড়্গপুর (বাংলা); ১৯৩৯—কলিকাতা; ১৯৪৭-৪৯—বোম্বাই; ১৯৫০—মধ্যপ্রদেশ. ১৯৫১-৫২—বোম্বাই; ১৯৫৩—বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ (যুগ্মভাবে বিজয়ী); ১৯৫৪-৫৫—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫৭-৫৯—বোম্বাই; ১৯৬০-৬৭—মহীশূর (উপর্যুপরি ৮ বার জয়ী); ১৯৬৮ (২২তম অনুষ্ঠান)—পাঞ্জাব

বেটন কাপ

ইহা ভারতীয় হকির শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক খেলা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই খেলা আরম্ভ হয়। প্রতি বৎসর এপ্রিল-মে মাসে কলিকাতায় এই হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে গত কয়েক বৎসরের বেটন কাপ বিজয়ী দলসমূহের নাম দেওয়া হইল।

১৯৫১—হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট্; ১৯৫২—মোহনবাগান; ১৯৫৩—টাটা স্পোর্টস্ (বোম্বাই); ১৯৫৪—টাটা স্পোর্টস্ (বোম্বাই) ১৯৫৫—ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (বোম্বাই) এবং ইউ. পি. একাদশ (লক্ষ্ণৌ) ১৯৫৬—সার্ভিসেস হকেটস্; ১৯৫৭—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৫৮—মোহনবাগান; ১৯৫৯—কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স; ১৯৬০—মোহনবাগান; ১৯৬১—সেন্ট্রাল রেলওয়ে (বোম্বাই); ১৯৬২—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬৩—সেন্ট্রাল রেলওয়ে; ১৯৬৪—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল (যুগ্মবিজয়ী); ১৯৬৫—কাস্টমস্ ও মোহনবাগান (যুগ্মবিজয়ী); ১৯৬৬—পাঞ্জাব পুলিশ; ১৯৬৭—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬৮—মোহনবাগান; ১৯৬৯—মোহনবাগান এবং কোর অব সিগন্যালস্ (জলন্ধর), যুগ্মবিজয়ী।

† যুগ্মবিজয়ী। * লীগ প্রথানুসারে খেলা হয়।

সর্বাপেক্ষা অধিকবার বেটন কাপ বিজয়ী: ১১ বার—ক্যালকাটা কাস্টমস। উপর্যুপরী বিজয়ী: (১) ক্যালকাটা কাস্টমস—৩ বার (১৯০৮-১০ এবং পুনরায় ১৯৩০-৩২); (২) বি. এন. আর.—৩ বার (১৯৪৩-৪৫)।

কলিকাতা হকি লীগ

গত কয়েক বৎসরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী: ১৯৪১—পুলিশ, ১৯৪২—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৩—রেঞ্জার্স; ১৯৪৪—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৫—মহামেডান স্পোর্টিং; ১৯৪৬—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৭—(খেলা হয় নাই); ১৯৪৮-৪৯—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৫০—কাস্টমস; ১৯৫১-৫২—মোহনবাগান; ১৯৫৩-৫৪—ভবানীপুর; ১৯৫৫-৫৮—মোহনবাগান; ১৯৫৯—মহমেডান স্পোর্টিং; ১৯৬০—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬১—ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টম্স্ (যুগ্মবিজয়ী); ১৯৬২—মোহনবাগান; ১৯৬৩—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬৪—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬৫—বি. এন. আর; ১৯৬৬—বি. এন. আর; ১৯৬৭—বি. এন. আর.; ১৯৬৮—ইষ্টবেঙ্গল; ১৯৬৯-মোহনবাগান।

নিম্নলিখিত দলকয়টি এ পর্যন্ত একই বৎসরে হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ ও বেটন কাপ লাভ করিয়াছে:—১। বি. ই. কলেজ, শিবপুর (১৯০৯) ২। ক্যালকাটা কাষ্টম্স্ (১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯২৬, ১৯৩০. ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৮), ৩। রেঞ্জার্স (১৯১৫, ১৯১৭, ১৯৩৮); ৪। পোর্ট কমিশনার্স (১৯৪৬, ১৯৭৮); ৫। মোহনবাগান (১৯৫২ ও ১৯৫৮)।

উপর্যুপরি ৩ বার হকি লীগ জয়:—রেঞ্জার্স (১৯১৪-১৭); কাষ্টম্স্ ১৯৩১-৩৩ ও ১৯৩৬-৩৯); পোর্ট কমিশনার্স (১৯৪৬, ১৯৪৮-৪৯), মোহনবাগান (১৯৫৫-৫৮) এবং বি. এন. আর. (১৯৬৫-৬৭)।

সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান: ১৭ বার—ক্যালকাটা কাষ্টম্স্।

আগা খাঁ কাপ (বোম্বাই): ১৯৬৮ সালের বিজয়ী ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে এবং রানার্স-আপ মোহনবাগান।

নেহরু হকি কাপ (১৯৬৮): বিজয়ী কোর অব্ সিগনালস (জলন্ধর) এবং রানার্স-আপ ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া।

বোম্বাই গোল্ড কাপ হকি (১৯৬৯): বিজয়ী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (জলন্ধর) এবং টাটা স্পোর্টস ক্লাব (বোম্বাই), যুগ্মবিজয়ী।

॥ ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতাসমূহ ॥

টেবল টেনিস (৩০তম অনুষ্ঠান, জব্বলপুর): দলগত বিভাগের ফাইনালে বিজয়ী: পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে, মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র ('এ' দল) এবং জুনিয়র বিভাগে অন্ধ্রপ্রদেশ।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে বিজয়ী: পুরুষদের সিঙ্গলসে মীর কাশিম আলী (অন্ধ্রপ্রদেশ), মহিলাদের সিঙ্গলসে উষা সুন্দররাজ (মহীশূর), পুরুষদের ডাবলসে কল্যাণ জয়ন্ত এবং বি সইকুমার (মহীশূর), মহিলাদের ডাবলসে প্রিকা রোজারি এবং কে চার্জম্যান (মহারাষ্ট্র) এবং মিক্সড ডাবলসে ফারুক খোদাজি এবং কে চার্জম্যান (মহারাষ্ট্র)

ব্যাডমিণ্টন (৩৩তম অনুষ্ঠান অমৃতসর):

দলগত বিভাগের ফাইনালে বিজয়ী: পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব, মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র এবং বালক বিভাগে মহারাষ্ট্র।

ব্যক্তিগত বিভাগে বিজয়ী: পুরুষদের সিঙ্গলসে সতীশ ভাটিয়া (মহীশূর), মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী দময়ন্তী সুবেদার (উত্তর প্রদেশ), পুরুষদের ডাবলসে রমেন ঘোষ এবং সি ডি দেওরাস (রেলওয়ে) এবং মহিলাদের ডাবলসে কুমারী দময়ন্তী সুবেদার এবং কুমারী জে ফিলিপস (কেরালা)।

মুষ্টিযুদ্ধ (১৫তম অনুষ্ঠান, জব্বলপুর): দলগত ফলাফল—১ম সার্ভিসেস (৫৫ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (২০ পয়েন্ট) এবং ৩য় মহারাষ্ট্র (১০ পয়েন্ট)। পনের বারের প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল এই নিয়ে উপর্যুপরি ৬ বার এবং মোট এগার বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হল।

টেনিস (১৯৬৯, নিউদিল্লী): ফাইনালে বিজয়ী—পুরুষদের সিঙ্গলসে নাস্তাসে (রুমানিয়া), মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী জুডিথ দিবার (রুমানিয়া) পুরুষদের ডাবলসে নাস্তাসে এবং ম্যামেরিউ (রুমানিয়া) এবং মিক্সড ডাবলসে কুমারী নিরুপমা বসন্ত (ভারতবর্ষ) এবং নাস্তাসে (রুমানিয়া)।

বাস্কেট বল (১৯তম অনুষ্ঠান কেরালার কোট্টায়ামে, ১৯৬৯): ফাইনালে বিজয়ী দল: পুরুষ বিভাগ—রেলওয়ে, মহিলা বিভাগ—মহারাষ্ট্র এবং বালক বিভাগ—মহারাষ্ট্র।

ভলিবল (১৭তম অনুষ্ঠান, ত্রিবান্দ্রম): ফাইনালে বিজয়ী দল—পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব এবং মহিলা বিভাগে অন্ধ্রপ্রদেশ।

সাঁতার (২৫তম অনুষ্ঠান, কানপুর) :

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১৬৮ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (৬৫) এবং ৩য় বাংলা (৬১)

মহিলা বিভাগ : ১ম দিল্লী (৬৮), ২য় মহারাষ্ট্র (৫৯) এবং ৩য় রাজস্থান (৪১)

বালক বিভাগ : ১ম বাংলা (৭৪), ২য় দিল্লী (৬৭) এবং ৩য় মহারাষ্ট্র (৫১)

বালিকা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৪৯), ২য় বাংলা (৩৩) এবং ৩য় দিল্লী (২১)

॥ অর্জ্জুন পুরস্কার ১৯৬৯ ॥

হকি : বলবীর সিং (সার্ভিসেস) ; এ্যাথলেটিক্স : যোগিন্দর সিং (সার্ভিসেস) এবং কুমারী মনজিৎ ওয়ালিয়া (পাঞ্জাব) ; ক্রিকেট : ই এ এস প্রসন্ন (মহীশূর) ; স্যুটিং : রাজকুমারী রাজশ্রী (বিকানীর) ; মুষ্টিযুদ্ধ : ডেনিস স্বামী (সার্ভিসেস) এবং বাস্কেট বল : গুরদয়াল সিং (সার্ভিসেস) ।

॥ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

বিশ্বের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিরাটত্বে ও মর্যাদায় 'অলিম্পিক' অতুলনীয়। অলিম্পিকের তুলনা অলিম্পিক। জাতি, ধর্ম বা রাজনৈতিক আদর্শ অলিম্পিক অনুষ্ঠান যোগদানের পক্ষে বাধা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; ইহার দ্বার সকল শ্রেণীর ক্রীড়ামোদীর জন্যই উন্মুক্ত। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন অলিম্পিক : অলিম্পিকের জন্মভূমি গ্রীস। খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ হইতে ৩৯৫ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত প্রতি চতুর্থ বৎসরে গ্রীসের অলিম্পিয়া নামক স্থানে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। তবে, উহা ছিল গ্রীসের জাতীয় অনুষ্ঠান। কেবলমাত্র গ্রীক মল্লবীরগণই উহাতে অংশ গ্রহণ করিত। কোন কারণে গ্রীসের তদানীন্তন রোমান শাসক দ্বিতীয় থিওডিসাস-এর আদেশে অলিম্পিক ক্রীড়া বন্ধ হইয়া যায় এবং অলিম্পিয়ার মন্দির ও স্টেডিয়াম পোড়াইয়া দেওয়া হয়। ২০০ বৎসর পরে প্রবল ভূমিকম্পে মন্দির ও স্টেডিয়ামের ধ্বংসাবশেষ মাটির নীচে সমাধিলাভ করে। এইভাবে শোচনীয় অপমৃত্যুর মধ্যে প্রাচীন অলিম্পিক ক্রীড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে।

অলিম্পিকের আধুনিক পর্যায়ঃ বর্তমানে আমরা অলিম্পিক বলিতে যাহা বুঝি তাহার সূত্রপাত ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে। ঐ বৎসর ২৫শে মার্চ, সোমবার, ইষ্টার উৎসবের অপরাহ্ণে গ্রীসের রাজা এথেন্স-এর প্যানাথেনেইক স্টেডিয়ামে আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধন করেন। ঠিক ১৫০০ বৎসর পরে অলিম্পিকের আবার পুনরুজ্জীবন ঘটে। যাঁহার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় এই পুনরুজ্জীবন ঘটে তিনি হইলেন ফ্রান্সের ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তি। অলিম্পিকের ইতিহাসে পিয়ের দ্য কুবার্তির নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। তিনি অলিম্পিকের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে আন্তর্জাতিক স্পোর্টস্ কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছিলেন।

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের খতিয়ান

বৎসর স্থান	অংশগ্রহণকারী দেশ	প্রতিযোগীর সংখ্যা	বৎসর স্থান	অংশগ্রহণকারী দেশ	প্রতিযোগীর সংখ্যা
১৮৯৬ এথেন্স	১৩	২৮৫	১৯৩২ লস এঞ্জেলস	৩৭	১৪০৮
১৯০০ প্যারিস	২০	১০৬৬	১৯৩৬ বার্লিন	৪৯	৪০৬৯
১৯০৪ সেন্টলুই	১০	৪৯৬	১৯৪৮ লণ্ডন	৫৯	৪৬৮৯
১৯০৮ লণ্ডন	২২	২০৫৯	১৯৫২ হেলসিঙ্কি	৬৯	৪৯৫২
১৯১২ ষ্টকহম	১২	২৫৪১	১৯৫৬ মেলবোর্ণ	৬৯	৩৩২৯
১৯২০ এন্টোয়ার্প	২৯	২৬০৬	১৯৬০ রোম	৮৫	৫৯০২
১৯২৪ প্যারিস	৪৪	৩০৯২	৯৯৬৪ টোকিও	৯৫	৭০০০
১৯২৮ আমষ্টারডাম	৪৬	৩০১৫	১৯৬৮ মেক্সিকো	১১২	৬০৯৬

অলিম্পিক গেমস—১৯৬৮

(মেক্সিকো সিটি, অক্টোবর ১২-২৭)

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে (১২ই-২৭শে) মেক্সিকো সিটিতে আধুনিক কালের অলিম্পিক গেমসের ১৯তম আসর বসেছিল। লাতিন আমেরিকায় অলিম্পিক গেমসের অনুষ্ঠান এই প্রথম। তা'ছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উঁচু জায়গায় এর আগে অলিম্পিক গেমসের কোন আসর বসেনি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,৩৪৭ ফিট উচ্চতায় মেক্সিকো সিটির অবস্থান। উগ্র বর্ণ বৈষমের জন্য কুখ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকাকে মেক্সিকো অলিম্পিক থেকে বাদ দেওয়া এই অলিম্পিকের অন্যতম প্রধান উল্লেখ্য ঘটনা।

অলিম্পিক গেমসের প্রাক্কালে মেক্সিকো সিটিতে বিরাট আকারের রাজনৈতিক হাঙ্গামা ঘটেছিল ; যার ফলে অনেকেই অলিম্পিকের সাফল্য সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

প্রবল উত্তেজনা, প্রখ্যাত এ্যাথলীটদের ব্যর্থতা, অপ্রত্যাশিত ফলাফল, মেক্সিকো সিটির উচ্চতা, আফ্রিকার কৃষ্ণকায় এ্যাথলীটদের অভাবনীয় সাফল্য, আমেরিকার সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে নিগ্রোদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে অলিম্পিক পদক বিজয়ী আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীটদের বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে উদ্যত মুষ্টির মৌন প্রতিবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ডের ছড়াছড়ি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্য মেক্সিকো অলিম্পিক চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে পদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থানে আছে আমেরিকা এবং দ্বিতীয় স্থানে রাশিয়া। আমেরিকার মোট পদক সংখ্যা ১০৬ এবং রাশিয়ার ৯১। স্বর্ণ পদক জয়ের তালিকায় ১ম আমেরিকা (৪৫টি), ২য় রাশিয়া (২৯টি) এবং ৩য় জাপান (১১টি)। ১৮৯৬ সালে অলিম্পিকের সূচনা থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত (মাত্র ১৯৩৬ সাল বাদে) আমেরিকার প্রাধান্য ছিল অবিসম্বাদী; প্রথম স্থান অধিকারী আমেরিকার থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালে অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার প্রথম যোগদানের পর থেকেই প্রথম স্থান অধিকার নিয়ে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা এবং রাশিয়া সমান (৪৯৪) পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রথম স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী তিনটি অলিম্পিক গেমসের (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ চূড়ান্ত পদক জয়লাভ এবং বে-সরকারী পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল রাশিয়া এবং দ্বিতীয় স্থান আমেরিকা।

মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার মোট ১০৬টি পদকের সিংহভাগ সংগ্রহ করেছিলেন তাদের এ্যাথলীট এবং সাঁতারুরা। সাঁতারুরা সংগ্রহ করেছিলেন ৫৮টি (স্বর্ণ ২৩, রৌপ্য ১৫ ও ব্রোঞ্জ ২০) এবং এ্যাথলীটরা ২৮টি (স্বর্ণ ১৫, রৌপ্য ৬ এবং ব্রোঞ্জ ৭)। আমেরিকা অন্যান্য খেলায় পেয়েছে ২০টি পদক (স্বর্ণ ৭, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৭)। আমেরিকার কাছে রাশিয়া দারুণ মার খেয়েছে এই সাঁতার এবং এ্যাথলেটিক্সে। রাশিয়া সাঁতার ও ডাইভিংয়ে পেয়েছে মোট ১১টি পদক (স্বর্ণ ০, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৫) এবং এ্যাথলেটিক্সে ১৩টি (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৮)। রাশিয়া আমেরিকার উপর টেক্কা দিয়েছে অন্যান্য খেলায়। যেখানে অন্যান্য খেলায় আমেরিকা ২০টি পদক জয়ী হয়েছে সেখানে রাশিয়া পেয়েছে ৬৭টি (স্বর্ণ ২৬, রৌপ্য ২৪ ও ব্রোঞ্জ ১৭)।

এ্যাথলেটিকস্‌-এর পুরুষ বিভাগে স্বল্প, মাঝারি এবং দূর পাল্লার দৌড়ে আমেরিকা এবং আফ্রিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরা শ্বেতকায় এ্যাথলীটদের সম্পূর্ণ কোণ-ঠাসা করেছিলেন। স্বর্ণ পদক বিজয়ী নিগ্রো এ্যাথলীটদের নাম যথাক্রমে ১০০ মিটারে জিম হাইন্স (আমেরিকা), ২০০ মিটারে টমি স্মিথ (আমেরিকা), ৪০০ মিটারে লী ইভান্স (আমেরিকা), ১৫০০ মিটারে কিপচোগ কিনো (কেনিয়া), ১০,০০০ মিটারে নাফতালী তেমু (কেনিয়া) এবং ম্যারাথন দৌড়ে মামো ওলডে (ইথিওপিয়া)। মেক্সিকো অলিম্পিকের এ্যাথলেটিক্সে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আমেরিকার দুই নিগ্রো এ্যাথলীট—পুরুষদের লংজাম্পে স্বর্ণ পদক বিজয়ী বব বিমোন এবং মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক বিজয়িনী কুমারী উইমা টিয়াস। লংজাম্পে বব বিমোন অবিশ্বাস্য ২৯ ফিট ২½ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। ১০০ মিটার দৌড়ে কুমারী উইমা টিয়াস নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (১১ সেকেণ্ড) শীর্ষস্থান অধিকার করে এই বিভাগে উপর্যুপরি দু'বার স্বর্ণ পদক জয় করে অসাধারণ নজির গড়েছেন। পুরুষ ও মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে আর কোন এ্যাথলীটের পক্ষে উপর্যুপরি দু'বার স্বর্ণ পদক জয় করা সম্ভব হয়নি। মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে আর একটি অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন ডিসকাস নিক্ষেপে স্বর্ণ পদক বিজয়ী আমেরিকার আলফ্রেড ওর্টার। এই নিয়ে ওর্টার ডিসকাস নিক্ষেপে উপর্যুপরি চারটি স্বর্ণ পদক পেলেন। তাঁর আগে এ্যাথলেটিক্সের কোন একটি বিষয়ে একজন এ্যাথলীটের পক্ষে উপর্যুপরি চারটি স্বর্ণ পদক জয়, এমন কি মোট চারবার স্বর্ণ পদক জয়ও সম্ভব হয়নি।

আলোচ্য অলিম্পিকে এই ৩ জন এ্যাথলিট অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন :

ভেরা কাসলাভাস্কা (চেকোশ্লোভাকিয়া)—মহিলাদের জিমন্যাসটিকে ৪টি স্বর্ণ পদক জয়।

কুমারী ডেবী মেয়ার (আমেরিকা)—সাঁতারের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ৩টি স্বর্ণ পদক জয়।

চার্লস হিক্‌কক্স (আমেরিকা)—সাঁতারে ৩টি স্বর্ণ পদক জয় (২টি ব্যক্তিগত এবং ১টি রীলে অনুষ্ঠানে।

আফ্রিকার সাফল্য

আফ্রিকার এই পাঁচটি দেশ—কেনিয়া, ইথিওপিয়া, তিউনিশিয়া, উগাণ্ডা এবং ক্যামেরুণ মোট ১৬টি পদক (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৪) জয় করে আন্তর্জাতিক

ক্রীড়ামহলকে স্তম্ভিত করেছে। এই পাঁচটি দেশের মধ্যে কেনিয়ার কৃতিত্বই সব থেকে বেশী। সে একাই ১৬টি পদকের মধ্যে ৯টি পদক (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ২) জয় করেছে।

এশিয়ার মুখরক্ষা

এশিয়ার ইজ্জত রেখেছে জাপান। তারা মোট ২৫টি পদক জয় করেছে (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৭)। তবে স্বর্ণ পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকায় জাপানের স্থান ৩য়। এশিয়ার এই চারিটি দেশ এইভাবে স্বর্ণ পদক জয়ী হইয়াছে—জাপান ১১টি, ইরাণ ২টি, তুরস্ক ২টি, এবং পাকিস্তান ১টি।

সাঁতারে আমেরিকা যথারীতি তার প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেছে। সাঁতারে মোট অনুষ্ঠান সংখ্যা ছিল ২৯টি (পুরুষদের ১৫ এবং মহিলাদের ১৪)। এই ২৯টি অনুষ্ঠানের মোট ৮৭টি পদকের মধ্যে আমেরিকা একাই জয় করেছে ৫২টি পদক (স্বর্ণ ২১, রৌপ্য ১৫ ও ব্রোঞ্জ ১৬)।

মেক্সিকোর অলিম্পিক সাঁতারে মোট ২০টি নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপিত হইয়াছে (পুরুষ বিভাগে ১১ এবং মহিলা বিভাগে ১২)। এই রেকর্ডের মধ্যে নতুন বিশ্ব রেকর্ড আছে ৪টি (পুরুষ বিভাগে ৩ এবং মহিলা বিভাগে ১)।

॥ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা ॥

অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে পাকিস্তান, রৌপ্য পদক অষ্ট্রেলিয়া এবং ব্রোঞ্জপদক ভারতবর্ষ। লীগ খেলার চূড়ান্ত ফলাফল এই রকম ছিল: 'এ' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান ভারতবর্ষ এবং রানার্স-আপ পশ্চিম জার্মানী। অপর দিকে 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান এবং রানার্স-আপ অষ্ট্রেলিয়া। ভারতবর্ষ ৭টি খেলায় ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল—জয় ৬ এবং হার ১ (নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ১-২ গোলে)। অপর দিকে 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান ৭টি খেলায় পুরো ১৪ পয়েন্ট পেয়েছিল। সেমি ফাইনালে পাকিস্তান ১—০

গোলে পশ্চিম জার্মানীকে এবং অষ্ট্রেলিয়া ২—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল। ফাইনালে পাকিস্তান ২—১ গোলে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে।

অলিম্পিকের অন্যান্য ফলাফল

ফুটবল ঃ স্বর্ণপদক হাঙ্গারী, রৌপ্যপদক বুলগেরিয়া এবং ব্রোঞ্জপদক জাপান।

ভলিবল ঃ পুরুষ বিভাগ ঃ স্বর্ণপদক রাশিয়া, রৌপ্যপদক জাপান, এবং ব্রোঞ্জ-পদক চেকোশ্লোভাকিয়া। মহিলা বিভাগ ঃ স্বর্ণপদক রাশিয়া, রৌপ্যপদক জাপান এবং ব্রোঞ্জপদক পোল্যাণ্ড।

বাস্কেট বল ঃ স্বর্ণপদক আমেরিকা, রৌপ্যপদক যুগোশ্লাভিয়া এবং ব্রোঞ্জপদক রাশিয়া।

আমেরিকা প্রতিটি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে।

জিমন্যাষ্টিক ঃ পুরুষদের দলগত বিভাগ ঃ স্বর্ণপদক জাপান, রৌপ্যপদক রাশিয়া এবং ব্রোঞ্জপদক পূর্বজার্মানী। মহিলাদের দলগত বিভাগ ঃ স্বর্ণপদক রাশিয়া, রৌপ্যপদক চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ব্রোঞ্জপদক পূর্বজার্মানী।
পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগ : স্বর্ণপদক—সায়াতো কাতো (জাপান)।
মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগ ঃ স্বর্ণপদক—ভেরা কাসলাভাস্কা (চেকোশ্লোভাকিয়া)

অলিম্পিক ইতিহাসে এই প্রথম

মেক্সিকোর ১৯ বছরের এ্যাথলীট কুমারী নর্মা এনরিকোয়েটা ব্যাসিলিও ষ্টেডিয়ামের বৃহৎ আধারে সুদূর অলিম্পিয়া থেকে সংগৃহীত পবিত্র অগ্নি শিখার দ্বারা অগ্নিকুণ্ড রচনা করেন। আধুনিক কালের অলিম্পিক গেমসের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে এই বিশেষ ভূমিকায় নারীর অংশগ্রহণ এই প্রথম।

অলিম্পিক রেকর্ড—এ্যাথলেটিকস্ (ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ড)

দৌড় অনুষ্ঠান

পুরুষ বিভাগ

মিটার	রেকর্ড সময় ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
১০০	৯'৯*	জিম হাইন্স	আমেরিকা	১৯৬৮
২০০	১৯'৮*	টমি স্মিথ	আমেরিকা	১৯৬৮
৪০০	৪৩'৮*	লী ইভান্স	আমেরিকা	১৯৬৮
৮০০	১ ৪৪'৩†	রালফ ডাউবেল	অষ্ট্রেলিয়া	১৯৬৮
১,৫০০	৩ ৩৪'৯	কিপচোগ কিনো	কেনিয়া	১৯৬৮
৫,০০০	১৩ ৩৯'৬	ভ্লাডিমির কুটস	রাশিয়া	১৯৫৬
১০,০০০	২৮ ২৪.৪	উইলি মিলস	আমেরিকা	১৯৬৪
৩০০০ মিটার (১ মাইল ১,৫২০ গজ ১ ফিট) ষ্টিপলচেজ				
	৮ ৩০ ৮	জি রোল্যান্টস	বেলজিয়াম	১৯৬৪
ম্যারাথন (২৬ মাইল ৩৮৬ গজ) দৌড়				
	২ ১২ ১১'২	আবেবে বিকিলা	ইথিওপিয়া	১৯৩৪
হার্ডলস				
১১০	১৩'৩	উইলি ডেভেনপোর্ট	আমেরিকা	১৯৬৮
৪০০	৪৮'১*	ডেভ হেমেরী	বৃটেন	১৯৬৮

* নতুন অলিম্পিক রেকর্ডসহ নতুন বিশ্ব রেকর্ড।   † বর্তমান বিশ্ব রেকর্ডের সমান।

রিলে অনুষ্ঠান

মিটার	রেকর্ড সময় ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
৪ × ১০০	৩৮·২*	আমেরিকা দল	—	১৯৬৮
৪ × ৪০০	২ ৫৬·১*	আমেরিকা দল	—	১৯৬৮
কিলোমিটার		**ভ্রমণ অনুষ্ঠান**		
২০	১ ২৯ ৩৪·০	কেন ম্যাথুজ	বৃটেন	১৯৬৪
৫০	৪ ১১ ১২.৪	এ পামিচ	ইতালী	১৯৬৪
		ফিল্ড ইভেণ্ট		
বিষয়	ফিট ইঞ্চি	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
হাইজাম্প	৭ ৪ ১/৪	রিচার্ড ফসবারী	আমেরিকা	১৯৬৮
লংজাম্প	২৯ ২ ১/২*	বব বিমোন	আমেরিকা	১৯৬৮
ট্রিপল জাম্প	৫৭ ৩/৪*	ভিক্টর সানিভ	রাশিয়া	১৯৬৮
পোলভল্ট	১৭ ৮ ১/২*	বব সীগ্রেন (আমেরিকা), ক্লাউস চিপ্রোয়াস্কি (পঃ জার্মানী) এবং উলফগ্যাং নরডউইগ (নরওয়ে)		১৯৬৮
সটপুট	৬৭ ১০ ১/৪	র‍্যাণ্ডি ম্যাটসন	আমেরিকা	১৯৬৮
ডিসকাস থ্রো	২১২ ৬ ১/২	অল অর্টার	আমেরিকা	১৯৬৮
হ্যামার থ্রো	২৪০ ৮	গাইউলা জিভটজকি	হাঙ্গারী	১৯৬৮
জাভেলিন থ্রো	২৯৫ ৭ ১/২	জেনিস লুসিস	রাশিয়া	১৯৬৮
		ডেকাথলন		
	৮,১৯৩ পয়েন্ট	বিল টুমে	আমেরিকা	১৯৬৮

* নতুন অলিম্পিক রেকর্ডসহ নতুন বিশ্ব রেকর্ড।

দৌড়

মহিলা বিভাগ

মিটার	রেকর্ড সময় ঘঃ মিঃ সেঃ	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
১০০	১১*	উওমিয়া টাইউস	আমেরিকা	১৯৬৮
২০০	২২·৫*	ইরেনা কিরজেনস্টিন	পোল্যাণ্ড	১৯৬৮
৪০০	৫২·০	কোলেটি বেসন	ফ্রান্স	১৯৬৮
		বেটি কাথবার্ট	অস্ট্রেলিয়া	১৯৬৪
৮০০	২ ০·৯*	ম্যাডলিন ম্যানিং	আমেরিকা	১৯৬৮

হার্ডলস

মিটার	রেকর্ড সময়	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
৮০	১০·৩†	মৌরীন কেয়ার্ড	আমেরিকা	১৯৬৮

রিলে

মিটার	রেকর্ড সময়	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
৪ × ১০০	৪২·৮*	আমেরিকার দল	—	১৯৬৮

ফিল্ড ইভেণ্ট

বিষয়	ফিট	ইঞ্চি	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
হাইজাম্প	৬	২$\frac{৩}{৪}$	আইওল্যাণ্ডা বালাস	রুমানিয়া	১৯৬৪
লং জাম্প	২২	৪$\frac{১}{২}$*	ভিওরিকা ভিসকোপোলেনু	রুমানিয়া	১৯৬৮
সটপুট	৬৪	৪*	মার্গারিটা গুমেল	পূঃ জার্মানী	১৯৬৮
ডিসকাস থ্রো	১৯১	২$\frac{১}{২}$	লিয়াম মনোলিভ	রাশিয়া	১৯৬৮
জাভেলিন থ্রো	১৯৮	৭$\frac{১}{২}$	এম পেলেস	রুমানিয়া	১৯৬৮

পেণ্টাথলন

পয়েণ্ট	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
৫,০৯৮ পয়েণ্ট	ইনগ্রিড বেকার	পূঃ জার্মানী	১৯৬৮

* নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সহ নতুন বিশ্ব রেকর্ড। † বর্তমান বিশ্ব রেকর্ডের সমান।

দেশ বিদেশের নির্বাচন

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের পাঁচটি রাজ্যে যুগপৎ বিধানসভা গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পাঁচটি রাজ্য হইল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও নাগাল্যাণ্ড। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র নাগাল্যাণ্ডের নির্বাচন রাজ্যের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। অবশিষ্ট চারটি রাজ্যেই অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ রাজ্যগুলিতে ১৯৬৭ সালে যথারীতি ৪র্থ সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিধানসভা বাতিল করা হইয়াছিল; ফলে এই অন্তর্বর্তা নির্বাচন। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৮ সালের মে মাসে হরিয়াণাতেও অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি পণ্ডিচেরী বিধানসভার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে (মার্চ, ১৯৬৯)। যাহাহোক, নিম্নে আলোচ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

॥ হরিয়াণা ॥

১৯৬৭ সালে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরে সর্বপ্রথম যে রাজ্যটিতে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেটি হরিয়াণা। ১৯৬৮ সালের ১২ ও ১৪ মে এই নির্বাচন হইয়াছিল। হরিয়াণা রাজ্যবিধান সভার মোট আসন সংখ্যা ৮১। কংগ্রেস মোট ৪৮টি আসন অধিকার করিয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। বিশাল হরিয়াণা পার্টি ১৩টি আসন পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কম্যুনিষ্ট পার্টি বা মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি একটিও আসন জয় করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের সকল প্রার্থীর জমানত জব্দ হইয়াছে। পি এস পি বা এস এস পি ও কোন আসন পায় নাই। নিম্নে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যার হিসাব দেওয়া হইল।

বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা : কংগ্রেস—৪৮, বিশাল হরিয়ানা দল—১৩, জনসংঘ—৭, স্বতন্ত্র দল—২, বিকেডি—১, রিপাবলিকান—১, নির্দল প্রার্থীরা—৯ জন।

॥ উত্তর প্রদেশ ॥

উত্তর প্রদেশের অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৫, ৭ ও ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯। রাজ্য বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ৪২৫। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের ৫টি কেন্দ্রের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯। প্রথম দিনে (৫ ফেব্রুয়ারী) ১৫০টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। ঐ সকল কেন্দ্রের মোট ভোটদাতার সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ। দ্বিতীয় দিনে (৭ ফেব্রুয়ারী) ভোট গৃহীত হয় ১৩৫টি কেন্দ্রে; তৃতীয় দিনে (৯ ফেব্রুয়ারী) আরও ১৩৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়; ঐ সকল কেন্দ্রের ভোটদাতার সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ।

আলোচ্য নির্বাচনে বিভিন্ন দলের পক্ষ হইতে মোট ২৮৪০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। একটি ক্ষেত্রে মাতা ও পুত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রামপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন নবাব মূর্তাজা আলি খাঁ; ঐ কেন্দ্রে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁহার মাতা রফৎ জামানি বেগম নির্দল প্রার্থী হিসাবে। এই কৌতুককর নির্বাচনে নবাব তাঁহার মাতাকে ২৪৩৯ ভোটে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হন। আলোচ্য নির্বাচন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে একথা বলা চলে না। কোন কোন কেন্দ্রে হাঙ্গামা ও অশান্তি ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মুজাঃফরনগর জেলার কৈরানা কেন্দ্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভোট গ্রহণের সমাপ্তি দিবসে ঐ কেন্দ্রে কংগ্রেস ও ভারতীয় ক্রান্তি দলের সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমালেক চাঁদ সঙ্গল নিহত হন। এই নির্বাচনে সর্বাধিক ভোটে জয়ী হওয়ার রেকর্ড স্থাপন করেন ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা শ্রীচরণ সিং। তিনি চাপরাউলি কেন্দ্র হইতে ৪৮,০০০ ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন।

আলোচ্য নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। কংগ্রেস অতি অল্পের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে বঞ্চিত হয়, তবে ১৯৬৭ সালের তুলনায় কংগ্রেস ৯টি আসন বেশী অধিকার করিয়া আপন শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।

এই নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাৎ পাইয়াছে জনসংঘ। ১৯৬৭ সালে জনসংঘ ৯৮টি আসন অধিকার করিয়া দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই স্থান কাড়িয়া লইয়াছে ভারতীয় ক্রান্তি দল। বিকেডি এবার ৯৮টি আসন লাভ করিয়া দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের সম্মান অর্জন করিয়াছে। কি আশ্চর্য মিল! জনসংঘ ৪৮টি আসন পাইয়া তৃতীয় স্থানে নামিয়া গিয়াছে। যাহা হোক নিম্নে বিভিন্ন দলের আসন সাখ্যার তালিকা দেওয়া হইল এবং পাশে বন্ধনীর মধ্যে ১৯৬৭ সালের আসন সংখ্যাও উল্লেখ করা হইল।

বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা ঃ কংগ্রেস—২০৮ (১৯৯), বিকেডি—৯৮, জনসংঘ—৪৮ (৯৮), এস এস পি—৩৩ (৫৪), স্বতন্ত্র—৫ (১২), সি. পি. আই —৪ (১৪), সি পি আই (এম) —১ (১), নির্দল—১৮ (৪৬), রিপাবলিকান—১, হিন্দুমহাসভা—১।

পার্বত্য এলাকার নির্বাচন ঃ পার্বত্য এলাকার ৫টি কেন্দ্রে ২০ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ; কংগ্রেস ৩টি কেন্দ্রে জয়ী হয়।

॥ নাগাল্যাণ্ড ॥

নাগাল্যাণ্ডের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালের ৬, ৮, ১০ ফেব্রুয়ারী। ৫২টি আসন লইয়া নাগাল্যাণ্ডের বিধানসভা গঠিত। তবে ইহার মধ্যে ৪০টি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা সদস্য নির্বাচন করা হয়। অবশিষ্ট ১২টি আসনে তুয়েনসাং আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক ১২ জন সদস্য মনোনীত হইয়া থাকেন।

নাগাল্যাণ্ডের মোট ভোটদাতার সংখ্যা ১,৭৭,০০০ জন। ইহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ জন আলোচ্য নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নাগরিকদের তীব্র উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নাগাল্যাণ্ডের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। এই চিত্রটি কিন্তু প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈরী নাগাদের হাঙ্গামা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য বহু শান্তিপ্রিয় নাগরিক প্রথম নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আলোচ্য নির্বাচনে ১৪৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন 'নাগাল্যাণ্ড জাতীয় দল'

২২টি আসন অধিকার করিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা এইরূপ :—

নাগাল্যাণ্ড জাতীয় দল (Nagaland National Organisation)—২২; নাগাল্যাণ্ড যুক্তফ্রন্ট (United Front of Nagaland)—১০; নির্দলীয় প্রার্থী—৮; এবং মনোনীত সদস্য—১২ জন।

॥ পাঞ্জাব ॥

পাঞ্জাব বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ১০৪। কিন্তু কার্যতঃ ১০৩টি আসনের জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ; কারণ ফিরোজপুর জেলার লাম্বি সংরক্ষিত কেন্দ্রে জনসংঘ প্রার্থীর মৃত্যুর ফলে ঐ কেন্দ্রে নির্বাচন হয় নাই। পাঞ্জাবের মোট ভোটদাতার সংখ্যা ৬৬ লক্ষ ৩০ হাজার। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯। এই নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীসংখ্যা ছিল এইরূপ :—কংগ্রেস ১০২, আকালীদল—৬৫, জনসংঘ—২৯, সি. পি. আই—২৭, সি. পি. আই. এম—১০ এস. এস. পি—৭, পি. এস. পি—৩, স্বতন্ত্র—৫, রিপাবলিকান—১০, পাঞ্জাব জনতা পার্টি—১৩ এবং নির্দল—১৭২ জন। নির্বাচনে ব্যাপক অশান্তি না ঘটিলেও একটি হাঙ্গামায় জনৈক স্ত্রীলোকসহ তিন ব্যক্তির প্রাণহানি হয়। ঐ হাঙ্গামা ঘটে বোটকাপুরা নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পরে। পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব ৩০ জন মন্ত্রী এই নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী, পূর্ণমন্ত্রী, ডেপুটিমন্ত্রী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মন্ত্রীই আছেন। কংগ্রেসদলের বহু নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি পরাজিত হইয়াছেন। আলোচ্য নির্বাচনে কোন বিশেষ দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নাই, তবে আকালী জনসংঘ মোর্চা যুগ্মভাবে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। আকালীদল ও জনসংঘ নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য মোর্চা গঠন করিয়াছিল। নির্বাচনে কোন দল কয়টি আসন জয় করিয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ঐ দল কয়টি আসন পাইয়াছিল তাহাও পাশে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইল।

বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা : কংগ্রেস—৩৮ (৪৮), আকালীদল—৪৩ (২৬), জনসংঘ—৮ (৯), সি পি আই—৩ (৫), সি পি আই (এম)—২ (৩), এস এস পি—২ (১), পি এস পি—১ (১) স্বতন্ত্রদল ১ (১), নির্দল—৫ (১২)। আকালী জনসংঘ আঁতাতের ফলে লাভবান হইয়াছে আকালীদল, কারণ তাহাদের দলীয় শক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেস আকালীদল অপেক্ষা ৪,৫২,০০০ ভোট বেশী পাওয়া সত্ত্বেও আকালী অপেক্ষা ৫টি আসন কম পাইয়াছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস ভোট পাইয়াছে ১৮,৩৪,৫৬৯ (৩৯.২৮%) এবং আকালী দল পাইয়াছে ১৩,১৮,৯১৬ (২৯.৫৯%) ভোট। কোন পার্টি কত ভোট পাইয়াছে সে সম্পর্কে নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

দল	অন্তর্বর্তী ১৯৬৯ নির্বাচন	সাধারণ ১৯৬৭ নির্বাচন
কংগ্রেস	১৮,৩৪,৫৬৯ (৩৯. ২৮%)	১৫,৯৪,১৬০ (৩৭.৪৬%)
আকালীদল	১৩,১৮,৯১৬ (২৯.৫৯%)	১০,৫০,৪৮৮ (২৪.৬৯%)
জনসংঘ	৪,১২,৬২৩ (৮.৮৪%)	৪,১৮,৯২১ (৯.৮৫%)
সি পি আই	২,১১,৮৮৬ (৪.৫৪%)	২,১৯,৪৯৪ (৫.১৬%)
সি পি আই (এম)	১,৪৪,৬১০ (৩.১০%)	১,৩৮,৮৫৭ (৩.২৬%)
নির্দল প্রার্থীগণ	৪,৩১,০১৬ (৯.২৩%)	৬,৮৩,৩৫৯ (১৬.০৬%)

॥ বিহার ॥

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ বিহার বিধান সভার জন্য অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিহার বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ৩১৮; কিন্তু মাসরাথ কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখার ফলে ৩১৭টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিহারে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ২ কোটি ৯২ লক্ষ। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ লোক ভোট দিয়াছে। ২৩ টি দলের পক্ষ হইতে মোট ২১৪৭ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলির নাম ও তাহাদের প্রার্থীসংখ্যা এইরূপ :—কংগ্রেস—৩১৭, জনসংঘ—৩০২, এস এস পি—১৯০, সি পি আই—১৬১, জনতা পার্টি—১৩৭, শোষিতদল—১০০, লোকতান্ত্রিক কংগ্রেসদল—৯৮, পি এস পি—৯৩, বিকেডি—৮৯, প্রাউটিষ্ট—৪৯, স্বতন্ত্র—৪১, অনুন্নত শ্রেণী দল—৩২, সি পি আই (এম)—৩০, ঝাড়খণ্ড—১৫, রিপাবলিকান পার্টি—১৩, আর এস পি—১৫, রামরাজ্য পরিষদ—৮, আর সি পি আই—৫, হিন্দুমহাসভা—৩, লোকসেবক সংঘ—৩, সুধারবাদী সমিতি—২, ফরওয়ার্ড ব্লক—১, নির্দল প্রার্থী—৪৫০।

ভোটগ্রহণের দিনে কোন কোন কেন্দ্রে গুরুতর হাঙ্গামা হয়। হাঙ্গামার ফলে গয়া জেলায় ৩ জন ও মুজাফঃরপুরে ১ জন নিহত হয় এবং আহত হয় ৮০ জন। ব্যাপক হাঙ্গামার দরুণ ২৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া স্থগিত রাখিতে হয়। ঐ সকল কেন্দ্রে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারী নূতন করিয়া ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল। যাহাহোক

নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। কংগ্রেস ১১৮টি আসন অধিকার করিয়া একক বৃহত্তম দলে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যার হিসাবে দেওয়া হইল এবং পাশে বন্ধনীর মধ্যে ১৯৬৭ সালের আসন সংখ্যাও প্রদত্ত হইল।

বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা: কংগ্রেস—১১৮ (১২৮), এস এস পি—৫২ (৬৭), জনসংঘ—৩৪ (২৬), সি. পি. আই—২৫ (২৪), পি. এস. পি—১৭ (১৮), জনতা পার্টি—১৪, ঝাড়খণ্ড—১০, লোকতান্ত্রিক কংগ্রেসের দল—৯, বি কে ডি—৬, শোষিত দল—৬, স্বতন্ত্র দল—৩ (৪), সি পি আই (এম)—৩ (৪), ফরওয়ার্ড ব্লক—১ এবং নির্দল—১৯ (৪৭)

তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা: পাটনা জেলার দিনাপুর কেন্দ্রে মোট ১৫ জন প্রার্থী নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। একটি কেন্দ্র হইতে সর্বাধিক প্রার্থী দাঁড়াইবার ইহাই রেকর্ড।

আদর্শ পরিবার: জনতা পার্টির নেতা রামগড়ের রাজা কামাখ্যানারায়ণ সিং-এর পরিবারের সমুদয় লোক নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। রাজা নিজে ছাত্রা ও মাণ্ডু কেন্দ্র হইতে, তাঁহার ভ্রাতা ডঃ বসন্তনারায়ণ সিং বাগোদর কেন্দ্র হইতে, রাজমাতা শ্রীমতী শশাঙ্ক মঞ্জরী দেবী জরিদি কেন্দ্র হইতে এবং রাজার পুত্র কুমার ইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ সিং বারহা কেন্দ্র হইতে বিহার বিধান সভায় নির্বাচিত হইয়াছে: রাজার স্ত্রী রাণী ললিতা রাজ্য লক্ষ্মী এবং রাজার ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী বিজয়া রাজে দুজনেই সংসদের সদস্যা।

॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ২৮৪; উহার মধ্যে মাত্র ৪টি আসনে রাজ্যপাল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে ৪ জন সদস্য মনোনীত করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট ২৮০টি আসন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা বাতিল করিয়া রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের জন্য ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ আলোচ্য অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেসবিরোধী ১২টি রাজনৈতিক দল ৩২ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যে মোর্চা গঠন করিয়াছিল তাহাই "যুক্তফ্রন্ট" নামে পরিচিত। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির নাম—বাম কম্যুনিষ্ট, ডান কম্যুনিষ্ট, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি., এস. এস. পি, এস ইউ. সি, লোকসেবক সঙ্ঘ, গোরখা লীগ,

আর. সি. পি. আই, ওয়ার্কার্স পার্টি এবং মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক। ইহা ছাড়া কতিপয় নির্দলীয় প্রার্থীও ফ্রন্টের সমর্থনে নির্বাচনে নামিয়াছিলেন। মোট ২৯টি দল এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। ফ্রন্টের বহির্ভূত অন্যান্য দলগুলির নাম—কংগ্রেস, পি. এস. পি, লোকদল, বাংলার জাতীয় দল, আমরা বাঙ্গালী, আই. এন. ডি. এফ., জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমাজ, প্রগতিশীল মুসলীম লীগ, আর. সি. পি. আই (ঠাকুর গ্রুপ), সংখ্যালঘু লীগ, রিপাবলিকান, হিন্দু মহাসভা, সংখ্যালঘু অনুন্নত ফেডারেশন এবং চাষী-সংঘ। এই সকল দলের তরফ হইতে মোট ১০১৯ জন প্রার্থী নির্বাচনী আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মোট ভোট দাতার সংখ্যা ২ কোটি ৬ লক্ষ।

নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' বিপুলভাবে জয়ী হয় এবং কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। যুক্তফ্রন্ট মোট ২১৪টি আসন লাভ করে আর কংগ্রেস পায় মাত্র ৫৫টি আসন। অন্যান্য সকলে মিলিয়া পাইয়াছে বাকি ১১টি আসন। শ্রীহুমায়ুন কবীর প্রতিষ্ঠিত 'লোকদল' একটি আসনও লাভ করিতে পারে নাই, বহু কেন্দ্রেই এই দলের প্রার্থীর জামানত জব্দ হইয়াছে। শ্রীআশু ঘোষ প্রতিষ্ঠিত আই. এন. ডি. এফ. দলও চরম ব্যর্থতা বরণ করিতে বাধ্য হয়। শ্রীআশু ঘোষ নিজে ৩টি কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন; তিনটি কেন্দ্রেই তিনি পরাজিত হন এবং তাঁহার জামানত জব্দ হয়। এই দলের বিশিষ্ট প্রার্থী শ্রীজাহাঙ্গীর কবীর দেগঙ্গা কেন্দ্রে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন ও তাঁহার জামানত জব্দ হয়। প্রগতিশীল মুসলীম লীগ-এর ব্যর্থতা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রভাবমুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে নির্বাচন বয়কট করার জন্য নক্সালপন্থীরা জোর প্রচার অভিযান চালাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রচার কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। খাস নক্সালবাড়ী এলাকায় প্রায় ৭০% ভোটদাতা ভোট দান করে।

বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা : যুক্তফ্রন্ট মোট ২১৪টি আসনে জয়ী হয়। উহার মধ্যে বিভিন্ন শরিকের অংশ এইরূপ :—

সি. পি. আই. (এম)—৮০, বাংলা কংগ্রেস—৩৩, সি. পি. আই.—৩০, ফরওয়ার্ড ব্লক—২১, আর. এস. পি.—১২, এস. এস. পি.—৯. এস. ইউ. সি.—৭, লোকসেবক সংঘ—৪, গোরখা লীগ—৪, ওয়ার্কার্স পার্টি—২, আর. সি. পি. আই—২, ফরওয়ার্ড ব্লক (এম)—১ এবং ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল—৯।

অন্যান্য দলের আসন সংখ্যা এইরূপ :-

কংগ্রেস—৫৫; পি. এস. পি.—৫, প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগ—৩, আই. এন. ডি. এফ.—১, নির্দলীয়—২।

দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট এই নির্বাচনে কোন জেলায় কত ভোট পাইয়াছে নিম্নে তাহার একটি পরিসংখ্যা দেওয়া হইল।

জেলাওয়ারি ভোটের হিসাব

(নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে আসন সংখ্যা উল্লেখ করা হইল

জেলা	প্রদত্ত ভোট	যুক্তফ্রন্ট	শতকরা হার	কংগ্রেস	শতকরা হার
কলিকাতা (২৩)	১১,০৪,২৬৬	৫,৭৬,৯৮১	৫২·২	৪,৮০,০২৬	৪৩·৪
হাওড়া (১৬)	৮,৭১,৪৪৭	৪,৯৯,৩৩৫	৫৭·২	৩,৫৫,২০৯	৪৭·০
পুরুলিয়া (১১)	৪,০০,৯৬৫	১,৯৫,৩১৯	৪৮·৭	১,৩৩,৮৩৬	৫৩.৩
বীরভূম (১২)	৪,৪৭,৫৪৭	২,৩৩,১৩৩	৫২·০৯	১,৬৩,২৬৬	৩৬·৪
২৪ পরগণা (৫০)	২৮,৫৪,৪১২	১৪,৩৯,৬৬৯	৫০·৪	১০,৯৬,৪২৯	৩৮·৪
মেদিনীপুর (৩৫)	১৮,৮১,৮১৮	৯,৭৩,৩৮০	৫১·৭	৭,৫৫,৩১২	৪০·১
কোচবিচার (৮)	৪,০১,৬৭১	১,৭৬,৮৮২	৪৪·০	২,০৫,৬৮০	৫১·২
জলপাইগুড়ী (১১)	৪,০৪,৯১৮	১,৬৭,০৪০	৪১·২	২,১৫,৭৬১	৫৩·২
দার্জিলিং (৫)	১,৯৩,০০৮	৮২,৭৮৩	৪২·৮	৭১.৫৫৬	৩৭·০০
পঃ দিনাজপুর (১১)	৪,৪৫,০৯৪	১,৯০,৬৩০	৪২·৮	১,৭৩,৯২১	৩৯·০৭
মালদহ (১০)	৪,২৬,৫০৮	১.৮৫,৫৫০	৪৩·৫	২,১৬,৩৭২	৫০·৭
মুর্শিদাবাদ (১৮)	৮,৭৫,৪৩২	৩,৩৭,৯৯৭	৩৯·৯	২,৭৪,৫৮১	৩২·৪
নদীয়া (১৪)	৬,৯৪,২৭৫	৩,৩৫,৪৫২	৪৮·৩	২,৯৫,০৯৬	৪২·৫
হুগলী (১৮)	৯,৩১,৩৯৩	৫,০৪,৫৪২	৫৪·১	৩,৯৫,১৩৩	৪২·৪
বাঁকুড়া (১৩)	৬,০৬,০৪১	৩,১০,৬৮০	৫১·২	২,২৮,৩৮৬	৩৭·৬
বর্ধমান (২৫)	১১,৪৫,৭৮৫	৬,১৫,০২৩	৫৩·৬	৪,৫৮,২২৭	৩৯·৯
মোট	১,৩৬,৫৪,৫৮০	৬৮,২৪,৩৩৬	৪৯·৯	৫৫,১৮,৭৯১	৪০·৪

॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যগণ ॥

আলোচ্য নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে সকল সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে তাঁহাদের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল।

১৯৬৯ সালে নির্বাচিত পাশ্চমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যগণ

কোচবিহার জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১।	অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান	ফরওয়ার্ড ব্লক	মেখলিগঞ্জ
২।	বীরেন্দ্রনাথ রায়	কংগ্রেস	মাথাভাঙ্গা
৩।	প্রসেনজিৎ বর্মন	„	পশ্চিম কোচবিহার
৪।	ডঃ মহম্মদ ফজলে হক	„	সিতাই
৫।	অনিমেষ মুখার্জি	„	দিনহাটা
৬।	বিমলকান্তি বোস	ফরওয়ার্ড ব্লক	উত্তর কোচবিহার
৭।	সন্তোষকুমার রায়	কংগ্রেস	দক্ষিণ কোচবিহার
৮।	অক্ষয়কুমার বর্মা	„	তুফানগঞ্জ

জলপাইগুড়ী জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
৯।	পীযূষকান্তি মুখার্জি	কংগ্রেস	কুমার গ্রাম
১০।	ডেনিস লাখরা	„	কালচিনি
১১।	ননি ভট্টাচার্য	আর এস পি	আলিপুর দুয়ার
১২।	জগদানন্দ রায়	কংগ্রেস	ফলাকাটা
১৩।	এ এইচ বেষ্টাউইচ	আর এস পি	মাদারিহাট
১৪।	অনিল ধর গুহনিয়োগী	এস এস পি	ধূপগুড়ী
১৫।	বুধু ভগৎ	কংগ্রেস	নাগরাকাটা
১৬।	যজ্ঞেশ্বর রায়	কংগ্রেস	ময়নাগুড়ী
১৭।	এন্টনি টপনো	„	মাল
১৮।	নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	সি পি আই	জলপাইগুড়ী
১৯।	কিরণচন্দ্র রায়	কংগ্রেস	রাজগঞ্জ

দার্জিলিং জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
২০।	পদ্মলক্ষ্মী সুব্বা	গোর্খালীগ	কালিম্পং
২১।	দেওপ্রকাশ রাই	„	দার্জিলিং
২২।	নন্দলাল গুরুং	„	জোর বাংলো
২৩।	প্রেম থাপা	„	শিলিগুড়ী
২৪।	ঈশ্বর তিরকি	কংগ্রেস	ফাঁসী দেওয়া

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
২৫।	আবদুল করিম চৌধুরী	আই এন ডি এফ	চোপরা
২৬।	মহম্মদ সলিমুদ্দিন	পি এস পি	গোয়াল পোখার
২৭।	সুরেশচন্দ্র সিংহ	ফরওয়ার্ড ব্লক	করণ দীঘি
২৮।	মানস রায়	সি. পি. এম	রায়গঞ্জ
২৯।	শ্যামাপ্রসাদ বর্মন	কংগ্রেস	কালীগঞ্জ
৩০।	জয়নাল আবেদিন	„	ইটাহার
৩১।	যতীন্দ্রমোহন রায়	„	কুশমুণ্ডী

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
৩২।	অহীন্দ্র সরকার	সি পি এম	গঙ্গারামপুর
৩৩।	অবিনাশ বসু	বাংলা কংগ্রেস	কুমারগঞ্জ
৩৪।	মুকুল বসু	আর এস পি	বালুরঘাট
৩৫।	নাথানিয়েল মুর্মু	"	তপণ

মালদহ জেলা

৩৬।	নিমাইচাঁদ মুর্মু	সি পি আই	হবিবপুর
৩৭।	লক্ষ্মণ সারেন	কংগ্রেস	গাজোলি
৩৮।	গোলাম ইয়াজদানি	নির্দল (যুক্ত ফ্রণ্ট)	খরবা
৩৯।	মহঃ ইলিয়াস রাজী	ওয়ার্কার্স পার্টি	হরিশ্চন্দ্রপুর
৪০।	মহম্মদ আলি	নির্দল (যুক্তফ্রণ্ট)	রাতুয়া
৪১।	মহম্মদ গফুরার রহমান	কংগ্রেস	মালদহ
৪২।	বিমলকান্তি দাস	সি পি আই	ইংলিশবাজার
৪৩।	অরুণচন্দ্র ঝা	কংগ্রেস	মাণিকচক
৪৪।	আবদুল বরকত আতাউল গণি খান চৌধুরী	"	সুজাপুর
৪৫।	সামসুদ্দিন আহামদ	"	কালিয়াচক

মুর্শিদাবাদ জেলা

৪৬।	শেখ সাহাজাদ হোসেন	বাংলা কংগ্রেস	ফরাক্কা
৪৭।	মহম্মদ সোহারাব আলি	কংগ্রেস	সুতি

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
৪৮।	আবদুল হক	আর এস পি	জঙ্গীপুর
৪৯।	কুবেরচাঁদ হালদার	বাংলা কংগ্রেস	সাগর দীঘি
৫০।	আবদুল সত্তার	কংগ্রেস	লালগোলা
৫১।	শৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী	এস. এস. পি.	ভগবানগোলা
৫২।	বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	নির্দল (যুক্তফ্রণ্ট)	নবগ্রাম
৫৩।	মহম্মদ ইদ্রিস আলি	কংগ্রেস	মুর্শিদাবাদ
৫৪।	আজিজুর রহমান	"	জলঙ্গী
৫৫।	একরামুল হক বিশ্বাস	কংগ্রেস	ডোমকল
৫৬।	নসিরুদ্দিন খাঁ	পি এম এল	নাওদা
৫৭।	অফ্তাবউদ্দিন আহামদ	"	হরিহরপাড়া
৫৮।	সনৎকুমার রাহা	সি. পি. আই.	বহরমপুর
৫৯।	মহম্মদ খুদাবক্স	নির্দল	বেলডাঙ্গা
৬০।	কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ	নির্দল	কান্দি
৬১।	কুমারেশচন্দ্র মৌলিক	আর এস পি	খরগ্রাম
৬২।	অমলেন্দ্রলাল রায়	"	বারোয়ান
৬৩।	সত্যপদ ভট্টাচার্য	"	ভরতপুর

নদীয়া জেলা

৬৪।	নলিনাক্ষ সান্যাল	কংগ্রেস	করিমপুর
৬৫।	সুরতালি খাঁ	"	তেহাট্টা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
৬৬।	এস. এম. ফজলুর রহমান	কংগ্রেস	কালীগঞ্জ
৬৭।	নীলকমল সরকার	,,	নাকাশিপাড়া
৬৮।	সলিল বেহারী মণ্ডল	বাংলা কংগ্রেস	চাপরা
৬৯।	শচীন্দ্রমোহন নন্দী	কংগ্রেস	নবদ্বীপ
৭০।	অমৃতেন্দু মুখার্জি	সি পি এম	পশ্চিম কৃষ্ণনগর
৭১।	কাশীকান্ত মৈত্র	এস এস পি	পূর্ব কৃষ্ণনগর
৭২।	চারুমিহির সরকার	বাংলা কংগ্রেস	হাঁসখালি
৭৩।	এম. মোকসেদ আলি	আর সি পি আই	শান্তিপুর
৭৪।	গৌর কুণ্ডু	সি পি এম	পশ্চিম রাণাঘাট
৭৫।	নিতাই পদ সরকার	সি পি আই	পূর্ব রাণাঘাট
৭৬।	সুবলচন্দ্র মণ্ডল	বাংলা কংগ্রেস	চাকদহ
৭৭।	মহঃ করিম বক্স	নির্দল (যুক্তফ্রন্ট)	হরিণঘাটা

২৪ পরগণা জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
৭৮।	অপূর্বলাল মজুমদার	ফরওয়ার্ড ব্লক	বাগদা
৭৯।	অজিত কুমার গাঙ্গুলী	সি পি আই	বনগাঁও
৮০।	পারুল সাহা	বাং কং	গাইঘাটা
৮১।	সাধন কুমার সেন	সি পি আই	অশোক নগর
৮২।	সরল দেব	ফরওয়ার্ড ব্লক	বারাসত
৮৩।	রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	সি পি এম	রাজারহাট
৮৪।	হারুনার রসিদ	পি এম এল	দেগঙ্গা
৮৫।	তরুণকান্তি ঘোষ	কংগ্রেস	হাবরা
৮৬।	যামিনী রঞ্জন সেন	সি পি আই	স্বরূপনগর
৮৭।	মীর আবদুল সৈয়দ	সি পি এম	বাদুড়িয়া
৮৮।	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সি পি আই	বসিরহাট
৮৯।	আবদুর রেজ্জাক খান	,,	হাসনাবাদ
৯০।	হাজারী লাল মণ্ডল	,,	হিঙ্গলগঞ্জ
৯১।	গণেশচন্দ্র মণ্ডল	আর এস পি	গোসাবা
৯২।	শরৎ সর্দার	সি পি এম	সন্দেশখালি
৯৩।	ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার	বাংলা কংগ্রেস	হাড়োয়া
৯৪।	অশোক চৌধুরী	আর এস পি	বাসন্তী
৯৫।	নারায়ণ নস্কর	কংগ্রেস	ক্যানিং
৯৬।	প্রবোধ পুরকায়েৎ	এস ইউ সি	কুলটি
৯৭।	সুবোধ ব্যানার্জী	,,	জয়নগর
৯৮।	কুমুদরঞ্জন মণ্ডল	এস এস পি	বারুইপুর
৯৯।	গঙ্গাধর নস্কর	সি পি এম	সোনারপুর
১০০।	এ কে এম ইসাক	কংগ্রেস	ভাঙ্গর
১০১।	বিকেশ চন্দ্র গুহ	সি পি এম	যাদবপুর
১০২।	নিরঞ্জন মুখার্জি	,,	পূর্ব বেহালা
১০৩।	রবীন মুখার্জি	,,	পশ্চিম বেহালা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১০৪।	অরুণ সেন	সি পি আই	গার্ডেন রীচ
১০৫।	সুধীরচন্দ্র ভাণ্ডারী	সি পি এম	মহেশতলা
১০৬।	ক্ষিতিভূষণ রায়বর্মন	,,	বজ বজ
১০৭।	প্রভাসচন্দ্র রায়	,,	পশ্চিম বিষ্ণুপুর
১০৮।	সুন্দর কুমার নস্কর	,,	পূর্ব বিষ্ণুপুর
১০৯।	যতীশ রায়	,,	ফলতা
১১০।	আবদুল কোয়াইম মোল্লা	,,	ডায়মণ্ড হারবার
১১১।	রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক	,,	পূর্ব মগরা হাট
১১২।	শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল	বাংলা কংগ্রেস	পশ্চিম মগরাহাট
১১৩।	মুরারীমোহন হালদার	,,	কুলপী
১১৪।	রেণুপদ হালদার	এস ইউ সি	মথুরাপুর
১১৫।	রবীন মণ্ডল	,,	পাথর প্রতিমা
১১৬।	হংসধ্বজ ধাড়া	কংগ্রেস	কাকদ্বীপ
১১৭।	গোবর্ধন দিঙ্গল	বাংলা কংগ্রেস	সাগর
১১৮।	জগদীশচন্দ্র দাশ	সি পি এম	বিজপুর
১১৯।	গোপাল বসু	,,	নৈহাটি
১২০।	সীতারাম গুপ্ত	,,	ভাটপাড়া
১২১।	যামিনীভূষণ সাহা	,,	নোয়াপাড়া
১২২।	মহম্মদ আমিন	,,	টিটাগড়
১২৩।	সাধন কুমার চক্রবর্তী	,,	খড়দা
১২৪।	গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	সি পি এম	পানিহাটি
১২৫।	রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি	,,	কামারহাটি
১২৬।	জ্যোতি বসু	,,	বরানগর
১২৭।	তরুণকুমার সেনগুপ্ত	,,	দমদম

কলিকাতা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১২৮।	কৃষ্ণগোপাল বসু	সি পি এম	কাশীপুর
১২৯।	হেমন্ত কুমার বসু	ফরওয়ার্ড ব্লক	শ্যামপুকুর
১৩০।	নেপালচন্দ্র রায়	কংগ্রেস	জোড়াবাগান
১৩১।	দেওকীনন্দন পোদ্দার	,,	জোড়াসাঁকো
১৩২।	রামকৃষ্ণ সারাওগী	,,	বড়বাজার
১৩৩।	বিজয়সিং নাহার	,,	বহুবাজার
১৩৪।	সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়	,,	চৌরঙ্গী
১৩৫।	কলিমুদ্দীন সামস্	ফড়ওয়ার্ড ব্লক	কবিতীর্থ
১৩৬।	মণি সান্যাল	সি পি আই	আলিপুর
১৩৭।	সাধন গুপ্ত	সি পি এম	কালিঘাট
১৩৮।	বিজয় কুমার ব্যানার্জী	নির্দল	রাসবিহারী
১৩৯।	নিরঞ্জন সেনগুপ্ত	সি পি এম	টালিগঞ্জ
১৪০।	সোমনাথ লাহিড়ী	সি পি আই	ঢাকুরিয়া
১৪১।	জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য	ওয়ার্কার্স পার্টি	বালিগঞ্জ

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১৪২।	মনোরঞ্জন বড়াল	সি পি এম	দক্ষিণ বেলেঘাটা
১৪৩।	এ. এম. ও. গনি	সি পি আই	এন্টালি
১৪৪।	আবুল হাসান	সি পি এম	তালতলা
১৪৫।	যতীন চক্রবর্তী	আর এস পি	শিয়ালদহ
১৪৬।	সমর কুমার রুদ্র	সি পি এম	বিদ্যাসাগর
১৪৭।	কৃষ্ণপদ ঘোষ	,,	উত্তর বেলেঘাটা
১৪৮।	ইলা মিত্র	সি পি আই	মাণিকতলা
১৪৯।	নিখিল দাস	আর এস পি	বড়তলা
১৫০।	লক্ষ্মীচন্দ্র সেন	সি পি এম	বেলগাছিয়া

হাওড়া জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১৫১।	পতিত পাবন পাঠক	সি পি এম	বালি
১৫২।	নির্মলকুমার মুখার্জি	কংগ্রেস	উত্তর হাওড়া
১৫৩।	অনাদি দাস	আর সি পি আই	মধ্য হাওড়া
১৫৪।	প্রলয় তালুকদার	সি পি এম	দক্ষিণ হাওড়া
১৫৫।	কানাইলাল ভট্টাচার্য	ফরওয়ার্ড ব্লক	শিবপুর
১৫৬।	জয়কেশ মুখার্জি	সি পি এম	ডোমজুর
১৫৭।	তারাপদ দে	,,	জগৎবল্লভপুর
১৫৮।	বিভূতিভূষণ ঘোষ	ফরওয়ার্ড ব্লক	পাঁচলা
১৫৯।	হারানচন্দ্র হাজরা	সি পি এম	সাঁকরাইল
১৬০।	কালিপদ মণ্ডল	ফরওয়ার্ড ব্লক	উত্তর উলুবেরিয়া
১৬১।	বিশ্বনাথ দাস ঘোষ	ফরওয়ার্ড ব্লক	দক্ষিণ উলুবেড়িয়া
১৬২।	শশবিন্দু বেরা	,,	শ্যামপুর
১৬৩।	নিরুপমা চ্যাটার্জি	সি পি এম	বাগনান
১৬৪।	সুনীল কুমার মিত্র	বাংলা কংগ্রেস	কল্যাণপুর
১৬৫।	নিতাই ভাণ্ডারী	সি পি এম	আমতা
১৬৬।	পান্নালাল মাঝি	,,	উদয় নারায়ণপুর

হুগলী জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১৬৭।	মণীন্দ্রনাথ জানা	সি পি এম	জঙ্গীপাড়া
১৬৮।	মহম্মদ আবদুল লতিফ	নির্দল (যুক্তফ্রন্ট)	চণ্ডীতলা
১৬৯।	মনোরঞ্জন হাজরা	সি পি এম	উত্তরপাড়া
১৭০।	পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	সি পি আই	শ্রীরামপুর
১৭১।	হরিপদ মুখার্জি	সি পি এম	চাঁপদানী
১৭২।	ভবানী মুখার্জি	,,	চন্দন নগর
১৭৩।	ডঃ গোপাল ব্যানার্জী	,,	সিঙ্গুর
১৭৪।	অমলেশচন্দ্র মজুমদার	এস এস পি	হরিপাল
১৭৫।	শম্ভুচন্দ্র ঘোষ	ফরওয়ার্ড ব্লক	চুঁচুড়া
১৭৬।	ব্রজগোপাল নিয়োগী	সি পি এম	পোলবা
১৭৭।	অবিনাশ প্রামানিক	,,	বলাগড়
১৭৮।	দেবনারায়ণ চক্রবর্তী	,,	পাণ্ডুয়া
১৭৯।	কৃপাসিন্ধু সাহা	ফরওয়ার্ড ব্লক	ধনিয়াখালি

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১৮০।	রাম চ্যাটার্জি	ফরওয়ার্ড ব্লক (মাঃ)	তারকেশ্বর
১৮১।	শান্তিমোহন রায়	কংগ্রেস	পুরশুরা
১৮২।	মদন সাহা	সি পি এম	খানাকুল
১৮৩।	প্রফুল্লচন্দ্র সেন	কংগ্রেস	আরামবাগ
১৮৪।	অজিত কুমার বিশ্বাস	ফরওয়ার্ড ব্লক	গোঘাট

মেদিনীপুর জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১৮৫।	ষোড়শী চৌধুরী	সি পি এম	চন্দ্রকোনা
১৮৬।	নন্দরাণী দল	”	ঘাটাল
১৮৭।	মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য	”	দাসপুর
১৮৮।	অহীন্দ্র মিশ্র	বাংলা কংগ্রেস	পশ্চিমপাশকুড়া
১৮৯।	গীতা মুখোপাধ্যায়	সি পি আই	পূর্ব পাশকুড়া
১৯০।	কানাই ভৌমিক	”	ময়না
১৯১।	অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়	বাংলা কংগ্রেস	তমলুক
১৯২।	সুশীলকুমার ধাড়া	”	মহিষাদল
১৯৩।	হরহরি দেব	কংগ্রেস	সুতাহাটা
১৯৪।	ভূপাল পাণ্ডা	সি পি আই	নন্দীগ্রাম
১৯৫।	সুবোধচন্দ্র মাইতি	কংগ্রেস	নরঘাট
১৯৬।	আভা মাইতি	”	ভগবানপুর
১৯৭।	পরেশ দাস	বাংলা কংগ্রেস	খেজুরী

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১৯৮।	সুবোধ গোপাল গুছাইত	পি এস পি	উত্তর কন্টাই
১৯৯।	সুধীর দাস	”	দক্ষিণ কন্টাই
২০০।	বলাইলাল দাস মহাপাত্র	”	রামনগর
২০১।	বিভূতি পাহাড়ী	”	এগরা
২০২।	বিশ্বব্রত রায়চৌধুরী	বাংলা কংগ্রেস	মুগবেড়িয়া
২০৩।	কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্র	সি পি আই	পটাশপুর
২০৪।	গৌরাঙ্গ সামন্ত	সি পি আই	পিংলা
২০৫।	বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত	কংগ্রেস	দেব্রা
২০৬।	গঙ্গাপদ কুয়ার	বাংলা কংগ্রেস	কেশপুর
২০৭।	কৃষ্ণপদ ভুলে	সি পি আই	পূর্বগড়বেতা
২০৮।	সরোজ রায়	”	পশ্চিমগড়বেতা
২০৯।	অমূল্যরতন মাহাতো	বাংলা কংগ্রেস	শালবোনি
২১০।	কামাখ্যাচরণ ঘোষ	সি পি আই	মেদিনীপুর
২১১।	জ্ঞান সিং সোহনপাল	কংগ্রেস	খড়্গপুর
২১২।	দেবেন দাস	সি পি আই	খড়্গপুর লোক্যাল
২১৩।	মিহিরকুমার লাহা	বাংলা কংগ্রেস	নারায়ণগড়
২১৪।	দেবেন্দ্রনাথ দাস	”	দাঁতন
২১৫।	বুধনচন্দ্র টুডু	কংগ্রেস	কেশিয়াড়ী
২১৬।	জগৎপতি হাঁসদা	বাংলা কংগ্রেস	নয়াগ্রাম

সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
২১৭। ধনঞ্জয় কর	এস এস পি	গোপীবল্লভপুর
২১৮। পাঁচকড়ি দে	বাংলা কংগ্রেস	ঝাড়গ্রাম
২১৯। জয়রাম সোরেন	সি পি আই	বীণপুর

পুরুলিয়া জেলা

২২০। বুধেশ্বর মাঝি	কংগ্রেস	বান্দুয়ান
২২১। গিরীশ মাহাতো	লোকসেবক সঙ্ঘ	মানবাজার
২২২। গোবর্ধন মাঝি	”	বলরামপুর
২২৩। বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত	”	পুরুলিয়া
২২৪। সমরেন্দ্র ওঝা	”	হুরা
২২৫। দমনচন্দ্র কুইরি	ফরওয়ার্ড ব্লক	অরসা
২২৬। দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো	কংগ্রেস	ঝালদা
২২৭। রামকৃষ্ণ মাহাতো	”	জয়পুর
২২৮। তিনকড়ি বাউরী	বাংলা কংগ্রেস	পারা
২২৯। হরিপদ বাউরী	এস ইউ সি	রঘুনাথপুর
২৩০। প্রবীরকুমার মল্লিক	সি পি আই	কাশীপুর

বাঁকুড়া জেলা

২৩১। মোহিনীমোহন পাণ্ডা	সি. পি. এম.	তালডাংরা
২৩২। ভবতোষ সোরেন	বাংলা কংগ্রেস	রায়পুর

সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
২৩৩। সুচাঁদ সোরেন	সি. পি. এম.	রাণীবন্ধ
২৩৪। গৌর লোহার	বাংলা কংগ্রেস	ইন্দপুর
২৩৫। সুদর্শন সিংহ	এস. এস. পি.	ছাতনা
২৩৬। নবদুর্গা মণ্ডল	বাংলা কংগ্রেস	গঙ্গাজল ঘাটি
২৩৭। অশ্বিনীকুমার রাজ	সি. পি. এম.	বারজোরা
২৩৮। বীরেশ্বর ঘোষ	সি. পি. আই.	বাঁকুড়া
২৩৯। অনিলকুমার মুখার্জি	ফরওয়ার্ড ব্লক	ওনডা
২৪০। ষষ্ঠীদাস সরকার	বাংলা কংগ্রেস	বিষ্ণুপুর
২৪১। ডঃ নিরঞ্জন ভদ্র	”	কোতুলপুর
২৪২। অবনীকুমার সাহা	”	ইন্দাস
২৪৩। সুখেন্দু খান	সি. পি. এম.	সোনামুখী

বর্ধমান জেলা

২৪৪। বামাপদ মুখার্জি	সি. পি. এম.	হীরাপুর
২৪৫। ডঃ তারকনাথ চক্রবর্তী	এস. এস. পি.	কুলটি
২৪৬। সুনীল বসু রায়	সি. পি. এম.	বড়বাণী
২৪৭। লোকেশ ঘোষ	”	আসানসোল
২৪৮। হারাধন রায়	”	রাণীগঞ্জ
২৪৯। অমরেন্দ্র মণ্ডল	কংগ্রেস	জামুরিয়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
২৫০।	লখন বগদী	সি. পি. এম.	উখরা
২৫১।	দিলীপকুমার মজুমদার	,,	দুর্গাপুর
২৫২।	মনোরঞ্জন বক্সী	বাংলা কংগ্রেস	ফরিদপুর
২৫৩।	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার	সি. পি. এম.	আউসগ্রাম
২৫৪।	অশ্বিনী রায়	সি. পি. আই.	ভাতার
২৫৫।	ফকিরচন্দ্র রায়	নির্দল (যুক্তফ্রন্ট)	গলসী
২৫৬।	দেবব্রত দত্ত	সি. পি. এম.	উত্তর বর্ধমান
২৫৭।	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী	,,	দক্ষিণ বর্ধমান
২৫৮।	গোবর্ধন পাকরি	এস. এস. পি.	খণ্ডঘোষ
২৫৯।	পাঁচুগোপাল গুহ	সি. পি. এম.	রায়না
২৬০।	রাস্তুদেব মালিক	বাংলা কংগ্রেস	জামালপুর
২৬১।	বিনয়কৃষ্ণ কোনার	সি. পি. এম.	মেমারী
২৬২।	হরেকৃষ্ণ কোনার	,,	কালনা
২৬৩।	এস. এ. মনসুর হবিব	,,	নাদনঘাট
২৬৪।	কাশীনাথ হাজরা চৌধুরী	,,	মন্তেশ্বর
২৬৫।	হুমায়ুন কবির মোল্লা	,,	পূর্বস্থলী
২৬৬।	নিত্যানন্দ ঠাকুর	কংগ্রেস	কাটোয়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
২৬৭।	নিখিলানন্দ সর	সি. পি. এম	মঙ্গলকোট
২৬৮।	রামগতি মণ্ডল	,,	কেতুগ্রাম

বীরভূম জেলা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
২৬৯।	বনমালী দাস	সি. পি. এম.	নানুর
২৭০।	পান্নালাল দাশগুপ্ত	নির্দল (যুক্তফ্রন্ট)	বোলপুর
২৭১।	রাধানাথ চট্টোরাজ	সি. পি. এম.	লাভপুর
২৭২।	ভক্তিভূষণ মণ্ডল	ফরওয়ার্ড ব্লক	দুবরাজপুর
২৭৩।	সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল	,,	রাজনগর
২৭৪।	প্রতিভা মুখার্জি	এস. ইউ. সি.	সিউড়ী
২৭৫।	ধারিকাপ্রসন্ন রায়	বাংলা কংগ্রেস	মহম্মদবাজার
২৭৬।	পঞ্চানন লেট	সি. পি. এম.	ময়ূরেশ্বর
২৭৭।	শশাঙ্কশেখর মণ্ডল	ফরওয়ার্ড ব্লক	রামপুরহাট
২৭৮।	মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল	,,	হাসনান
২৭৯।	গোলাম মহীউদ্দিন	নির্দল (যুক্তফ্রন্ট)	নলহাটি
২৮০।	বজলে আহামদ	এস. ইউ. সি.	মুরারাই

॥ কানাডার সাধারণ নির্বাচন ॥

২৫শে জুন, ১৯৬৮ কানাডার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কানাডার পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদের (House of Commons) মোট আসনসংখ্যা ২৬৪। লিবারেল পার্টি ১৫৪টি আসন অধিকার করিয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। মিঃ ট্রুডু লিবারেল পার্টির নেতা। তিনি গত এপ্রিল মাসে মিঃ লেষ্টার পিয়ার্সন-এর নিকট হইতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করার পরেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রধান বিরোধী পক্ষ 'রক্ষণশীল দল' মাত্র ৭১টি আসন লাভ করিয়াছে এবং অন্যান্য দল পাইয়াছে বাকি ৩৯টি আসন।

॥ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ॥

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ৫ই নভেম্বর, ১৯৬৮। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় প্রতিনিধি পরিষদের (House of Representative) সকল সদস্য, সিনেট-এর কিছুসংখ্যক সদস্য এবং কতকগুলি রাজ্যের গভর্ণরও নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বর্তমানে ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও কলম্বিয়া জেলা লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। সিনেটে প্রতিরাজ্য হইতে ২জন করিয়া সদস্য ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সুতরাং মার্কিণ সিনেট-এর সদস্য সংখ্যা স্থায়ীভাবে ১০০। কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন প্রতিরাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে। সুতরাং রাজ্যের জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সদস্যসংখ্যায়ও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪৩৫ জন। তাঁহারা ৪ বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের লইয়া প্রতিরাজ্যে "ইলেকটোরাল কলেজ" গঠন করা হয়। এই ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কোন প্রার্থী কোন একটি রাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে জয়ী হইলে ঐ রাজ্যের সমুদয় ইলেকটোরাল ভোট তাঁহার অনুকূলে গণ্য হইয়া থাকে। প্রতিরাজ্যে নির্বাচনের জন্য সাধারণ নাগরিকদের ভোটও (Popular Vote) গৃহীত হইয়া থাকে।

মার্কিণ নির্বাচনের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে নির্বাচনের তারিখ আগে হইতেই নির্ধারিত হইয়া আছে। নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরবর্তী মঙ্গলবার মার্কিণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রীতি। রিপাবলিকান পার্টি ও ডেমোক্রাটিক পার্টি নির্বাচনে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল। রিপাবলিকান পার্টির প্রতীক হাতি আর ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতীক হইল গাধা।

আলোচ্য নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ছিলেন রিচার্ড এম. নিক্সন এবং ডেমোক্রাটিক দলের প্রার্থী ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হুবার্ট এইচ. হামফ্রী। মিঃ

নিক্সন বহু ভোটের ব্যবধানে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া আগামী ৪ বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ নিক্সন ৩০১টি ইলেকটোরাল ভোট লাভ করেন; মিঃ হামফ্রী পান ১৯০ ভোট। অবশিষ্ট ৪৬টি ভোট পান নির্দলীয় প্রার্থী জর্জ সি. ওয়ালেস। সাধারণ নাগরিক ভোটের হিসাব এইরূপ :—মিঃ নিক্সনের পক্ষে ৩, ১৭, ৭০, ২৩৭ ভোট এবং মিঃ হামফ্রীর পক্ষে—৩, ১২, ৭০, ৫৩৩ ভোট।

॥ গায়নার নির্বাচন ॥

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ গায়নার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গায়নার পার্লামেন্টের আসনসংখ্যা ৫৩। স্বাধীনতা লাভের পরে ইহাই গায়নার প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রী ফোরবেশ বার্নহামের পিপলস্ ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি এই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। ভারতীয় বংশোদ্ভব ডঃ ছেদী জাগন আলোচ্য নির্বাচনকে 'প্রকাণ্ড প্রতারণা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পিপলস্ প্রগ্রেসিভ দলের নেতা।

॥ মিশরের নির্বাচন ॥

মিশর পার্লামেন্টের আসনসংখ্যা ৩৫০। ঐ আসনগুলিতে সভ্য নির্বাচনের জন্য ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনে সমুদয় প্রার্থীই ছিলেন প্রেসিডেন্ট নাসেরের আরব সোস্যালিষ্ট ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সরকারী সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই বিপুলভাবে জয়ী হইয়াছেন। নাসের ক্ষমতায় আসার পরে ইহাই সর্বপ্রথম নির্বাচন যাহাতে ভোটদাতাগণকে আপন পছন্দমত প্রার্থীর অনুকূলে ভোট দানের স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে।

॥ থাইল্যাণ্ডের নির্বাচন ॥

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ থাইল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে থাইল্যাণ্ডে ইহাই প্রথম সাধারণ নির্বাচন। থাইল্যাণ্ড পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদের আসন সংখ্যা ২১৯।

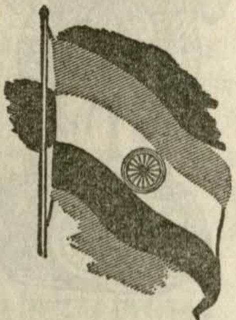
গভর্নমেন্ট সমর্থিত ইউনাইটেড থাই পিপলস্ পার্টি ৭৫ টি আসন অধিকার করিয়া একক বৃহত্তম দলের গৌরব লাভ করিয়াছে, কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নাই। তবে সিনেটে ১৬২ জন সদস্য সকলেই সরকার পক্ষে ভোটদান করিবেন, কারণ তঁাহারা সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত সভ্য। ফলে সরকারকে প্রশাসন পরিচালনার জন্য কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। আলোচ্য নির্বাচনে বিভিন্ন দল কর্তৃক অর্জিত আসনের হিসাব :—ইউনাইটেড থাই পিপলস পার্টি—৭৫, নির্দল প্রার্থী—৭২, প্রধান বিরোধী দল প্রাচী পথ—৫৭, অন্যান্য দল—১৫।



ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

ভারতবর্ষ

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমরা ভারতের শাসনতন্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ের পরিচয় দান করার প্রয়াস পাইয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা স্বাস্থ্য কলা বিজ্ঞান অর্থনীতি কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য বহু বিষয়ে ভারত যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।



ভারতের জাতীয় পতাকা

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

ভৌগোলিক পরিচয়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত। ৮° ৪′ ২৮″ অক্ষাংশ হইতে ৩৭° ১৭′ ৫৩″ অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৬৮° ৭′ ৩৩″ দ্রাঘিমা হইতে ৯৭° ২৪ ৪৭″ দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ভারতবর্ষ অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

সীমানা ঃ ভারতের সমগ্র উত্তর সীমান্ত জুড়িয়া হিমালয় পর্বত বিশাল প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাকে সোভিয়েট রাশিয়া, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি রাজ্যগুলি হিমালয়ের বুকে অবস্থিত। সিকিম ও ভুটান বিশেষ চুক্তির ফলে ভারতের সহিত যুক্ত হইযাছে। পূর্বদিকে ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে কয়েকটি পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। উত্তর-পূর্ব কোণে ভারতীয় অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত পূর্ব-পাকিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে পক প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন সিংহল, ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর ও উত্তর-পশ্চিম কোণে পাকিস্তান অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ ঃ ভারতে তিনটি সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক বিভাগ বর্তমান, যথা—(১) হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, (২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমি এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী লইয়া গঠিত। উহাদের মধ্যে মধ্যে অপরূপ সুন্দর ও উর্বর অনেক উপত্যকা আছে। যথা—কাশ্মীর, কুলু ইত্যাদি। স্বল্পসংখ্যক গিরিপথই এই অঞ্চলের যাতায়াতের উপায়। উহাদের মধ্যে জীলেপ লা ও নাথু লা'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ দুটি গিরিপথ দার্জিলিং জেলার উত্তর-পূর্বে চুম্বি উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রসারিত ভারত-তিব্বত বাণিজ্যপথের সহিত সংযুক্ত। এই অঞ্চলের দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থ ১৫০ হইতে ২০০ মাইল। পূর্ব সীমান্তে এই অঞ্চল বিভিন্ন অংশে পাতকোই পাহাড়, নাগা পাহাড়, জয়ন্তিয়া, খাসি ও গারো পাহাড় প্রভৃতি নামে পরিচিত।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশ ভারতের সর্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চল। সিন্ধু, গঙ্গা

ও ব্রহ্মপুত্র ভারতের এই তিনটি প্রধান নদী এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল, ১৫০ হইতে ২০০ মাইল প্রস্থ। এই অঞ্চলের ভূমি খুব উর্বরা এবং পৃথিবীর সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির অন্যতম।

ভারত উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ২০০০ মাইল বিস্তৃত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহার বিস্তার প্রায় ১৮৫০ মাইল। ভারতের মোট আয়তন ১২,৬১,৫৯৭ বর্গমাইল। আয়তন হিসাবে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতের স্থান সপ্তম এবং জনসংখ্যার তুলনায় ইহা দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। ইহার ভূমি সীমান্ত ৯৪২৫ মাইল দীর্ঘ এবং উপকূল রেখা ৩৫৩৫ মাইল।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত লইয়া গঠিত। পূর্ব হইতে পশ্চিমে কতকগুলি গিরিশ্রেণী দ্বারা ইহা উত্তর-ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন। ঐ সকল গিরিশ্রেণী ১৫০০ হইতে ৪০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ দাক্ষিণাত্যের পর্বতগুলিকে হিমালয় অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করেন।

ভারতের নদ-নদী: সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ভারতের এই তিনটি প্রধান নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। হিমালয়ের বরফগলা জলে ইহারা পুষ্টি লাভ করে; এই কারণে বৎসরের সকল ঋতুতেই এই নদীগুলিতে জল থাকে। তবে, বর্ষাকালে আলোচ্য নদীসমূহে জলের অতিশয় প্রাচুর্য ঘটে এবং বন্যা হইয়া থাকে। গঙ্গার অববাহিকা হইতে ভারতের বৃহত্তম অঞ্চল সেচপ্রাপ্ত হয়। গঙ্গার উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা সর্বপ্রধান। শোন, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী প্রভৃতি গঙ্গার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপনদী। সিন্ধুর ৫টি প্রধান উপনদী—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা। দেশ বিভাগের ফলে সিন্ধু নদীর বহুলাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের কোন উল্লেখযোগ্য উপনদী নাই। দক্ষিণ-ভারতের নদীগুলির মধ্যে গোদাবরী (৯০০ মাইল) সর্বপ্রধান; ইহার অববাহিকা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জল বিভাজিকা। কৃষ্ণা (৮০০ মাইল), মহানদী (৫২০ মাইল), কাবেরী (৪০২ মাইল) নর্মদা প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী। দক্ষিণ-ভারতের নদীগুলি অধিকাংশই বর্ষার জলধারায় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

জলবায়ু: ভারতের জলবায়ু স্বভাবতঃই উষ্ণ, কারণ ইহা উষ্ণমণ্ডলে (কর্কট ক্রান্তি) অবস্থিত। ঋতু হিসাবে ভারতের জলবায়ুকে ৪ ভাগে ভাগ করা চলে—(১) গ্রীষ্মকাল: মার্চ হইতে মে মাস, (২) বর্ষাকাল: জুন

হইতে সেপ্টেম্বর মাস, (৩) শরৎকাল : অক্টোবর ও নভেম্বর মাস এবং (৪) শীতকাল : ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত।

বৃষ্টিপাত : ভারতে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। উক্ত বায়ুপ্রবাহ আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হয় এবং জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহিয়া থাকে। আরব সাগর হইতে যে বায়ু-প্রবাহ উত্থিত হয় তাহা পশ্চিমঘাটে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এই কারণে মালবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

আবার বঙ্গোপসাগরে যে বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহা বঙ্গদেশ ও আসামে বারিবর্ষণ করিতে করিতে তির্যকভাবে সম্মুখে ছুটিয়া চলে। অবশেষে উহা আসামের পার্বত্য অঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তথায় বিপুল বারিবর্ষণ করে।

আসামের চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বার্ষিক বৃষ্টিপাত পরিমাণ প্রায় ৫০০″ ইঞ্চি।

ভারতের কতিপয় স্থানের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

স্থান	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত	স্থান	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত
আবু	৬১·৫৬ ইঞ্চি	যোধপুর	১৪·২১ ইঞ্চি
আগ্রা	২৬·৭৪ "	জব্বলপুর	৫৭·৫৫ "
আহ্‌মেদাবাদ	২৯·২১ "	কানপুর	৩৫·৯১ "
আজমীঢ়	২০·৭৭ "	কোহ্‌টা	২৯·৫৪ "
আলিগড়	৩০·৮৫ "	লক্ষ্ণৌ	৪০·০২ "
এলাহাবাদ	৪১·৮২ "	লুধিয়ানা	২৭·২১ "
আম্বালা	৫২·৯৭ "	মাদ্রাজ	৪৯·৯২ "
বাঙ্গালোর	৩৪·০৮ "	মহাবালেশ্বর	২৬১·২৩ "
বেরিলী	৪২·৬৫ "	মাঙ্গালোর	১২৯·৫৯ "
ভূপাল	৫২·৩১ "	মুসৌরী	৮৭·৬০ "
বিকানীর	১১·৪৭ "	মহীশূর	৩১·১৮ "
বোম্বাই	৭১·২১ "	নাগপুর	৪৯·২৪ "
কলিকাতা	৬২·৯৮ "	নয়াদিল্লী	২৬·২৪ "
চেরাপুঞ্জী	৪২৫·২৩ "	উতকামণ্ড	৫৪·৮৯ "
কটক	৫৯·৯৭ "	পাঁচমারি	৭৯·৬১ "

স্থান	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত	স্থান	বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত
দার্জিলিং	১২৬·২৪ ইঞ্চি	পাটনা	৪৬·৬৯ ইঞ্চি
দেরাদুন	৮৫·০৪ "	পুণা	২৬·৪৯ "
গৌহাটি	৬৩·৪৬ "	পুরী	৫৩·৬৬ "
গোরক্ষপুর	৫০·১৬ "	রাজকোট	২৪·৮০ "
হিসার	১৬·৭৬ "	শিলং	৮৪·৬৪ "
হায়দারাবাদ	২৯·১২ "	সিমলা	৬১·০৪ "
ইন্দোর	৩৪·৭২ "	শ্রীনগর	২৫·৯৯ "
জয়পুর	২৪·০২ "	ত্রিবান্দ্রাম	৬৬·৭৯ "
জম্মু	৪২·১০ "	বারাণসী	৪০·৯৭ "
ঝাঁসী	৩৬·৮৭ "		

ভারতের কতিপয় স্থানের স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিমাণ

		মে (গ্রীষ্ম)	আগষ্ট (বর্ষা)	ডিসেম্বর (শীত)
		সর্বোচ্চ—সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ—সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ—সর্বনিম্ন
আগ্রা	ডিগ্রী	১০৫·৭—৭৬·৮	৯১·৬—৭৮·৩	৭৫·৮—৪৩·৫
আহমেদাবাদ	"	১০৬·৮—৭৯·২	৮৯·৯—৭৬·৮	৮৬·৩—৫৯·৬
এলাহাবাদ	"	১০৭·১—৭৯·৯	৮৯·৪—৭৮·৫	৭৫·৭—৪৭·১
বাঙ্গালোর	"	৯১·২—৬৮·৯	৮১·৪—৬৫·৬	৭৮·২—৫৮·২
বোম্বাই	"	৯১·১—৭৯·৬	৮৫·০—৭৬·১	৮৬·৬—৬৮·৮
ভূপাল	"	৯৯·২—৭৯·০	৮৪·১—৭৩·২	৭৯·০—৪৯·৫
কলিকাতা	"	৯৫·৬—৭৭·৫	৯৯·০—৭৮·৩	৭৯·৪—৫৫·০
কটক	"	১০১·৪—৭৯·৯	৯৯·০—৭৮·১	৮১·২—৫৮·৭
দার্জিলিং	"	৬২·৯—৫২·৪	৬৫·৬—৫৭·৭	৫০·৫—৩৬·৬
গৌহাটি	"	৮৭·৭—৭২·৪	৯০·৩—৭৮·০	৭৫·৬—৫২·৭
হায়দরাবাদ	"	১০৩·১—৭৯·৭	৮৫·৯—৭২·০	৮৩·৫—৫৬·৪
কানপুর	"	১০৬·২—৮০ ৪	৯৯·৭—৭৮·৭	৭৪·০—৪৬·৫
লক্ষ্ণৌ	"	১০৫·৪—৭৮·৩	৯০·৫—৭৮·৬	৭২·৯—৪৭·৩
লুধিয়ানা	"	১০৪·১—৭৫·৭	৯৪·৯—৭৯·২	৭০·৮—৪৪·২
মাদ্রাজ	"	১০১·৩—৮১·১	৯৪·৮—৭৮·০	৮৪·১—৬৮·৯

		মে (গ্রীষ্ম) সর্বোচ্চ—সর্বনিম্ন	আগষ্ট (বর্ষা) সর্বোচ্চ—সর্বনিম্ন	ডিসেম্বর (শীত) সর্বোচ্চ—সর্বনিম্ন
নাগপুর	ডিগ্রী	১০৮·৭—৮২·৭	৮৭·৩—৭৫·০	৮১·৭—৫৭·২
নয়াদিল্লী	,,	১০৪·৮—৭৮·৮	৯৩·০—৭৮·৪	৭৩·৭—৪৫·০
পাটনা	,,	১০০·৩—৭৮·৯	৮৯·১—৭৯·৭	৭৪·৬—৫২·৩
শিলং	,,	৭৪·৪…৫৯·১	৭৫·১—৬৪·০	৬১·৬—৪০·০
শ্রীনগর	,,	৭৭·০—৫০·৯	৮৬·৬—৬৩·৪	৪৮·২—২৭·৬
ত্রিবান্দ্রাম	,,	৮৭·২—৭৮·৯	৮৩·৪—৭৫·৭	৮৬·২—৭৪·৬

আয়তন জনসংখ্যা ইত্যাদি :

১৯৬১ সালের সেন্সাসের চূড়ান্ত রিপোর্টে ভারতের আয়তন ১১,৭৮,৯৯৫ বর্গমাইল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে কাশ্মীরকে গণনা করা হয় নাই। পরে 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক ১৯৪৩ সালে ভারতের আয়তনের একটি সংশোধিত হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তদনুসারে কাশ্মীর সহ ভারতের মোট আয়তন ১২,৬১,৫৯৭ বর্গমাইল। ভারত উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২,০০০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৮৫০ মাইল বিস্তৃত। ১৭টি অঙ্গরাজ্য এবং ১০টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ৪৩,১২,৩৫,০৮২।

ভারতের শাসনতন্ত্র

ভারতীয় সংবিধান ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ ভারতীয় গণপরিষদে গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঐ সংবিধান প্রবর্তিত হয়। ঐ সংবিধানে ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ১৭টি অঙ্গ রাজ্য এবং ১০টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাজ্য গঠিত। অঙ্গরাজ্য গুলির নাম :—(১) অন্ধ্রপ্রদেশ, (২) আসাম, (৩) বিহার, (৪) গুজরাট, (৫) হরিয়াণা, (৬) জম্মু ও কাশ্মীর, (৭) কেরালা, (৮) মধ্যপ্রদেশ, (৯) তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ), (১০) মহারাষ্ট্র, (১১) মহীশূর, (১২) নাগাল্যাণ্ড, (১৩) উড়িষ্যা, (১৪) পাঞ্জাব, (১৫) রাজস্থান, (১৬) উত্তরপ্রদেশ এবং (১৭) পশ্চিমবঙ্গ।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির নাম :—(১) দিল্লী, (২) চণ্ডীগড়, (৩) হিমাচল-প্রদেশ, (৪) মণিপুর, (৫) ত্রিপুরা, (৬) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৭) লক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি, (৮) দাদরা ও নগর হাভেলি, (৯) গোয়া দমন দিউ এবং (১০) পণ্ডীচেরী। ইহা ছাড়া উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (নেফা) ও ভারতীয় যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদান করা হইল। উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে সংখ্যাগুলি মূল শাসনতন্ত্রের ধারাসমূহের (Articles) ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করে।

দ্বিতীয় ভাগ : নাগরিকতা

৫। এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় যাহারা ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘের অধিবাসী ছিল এবং (ক) যাহাদের ভারতে জন্ম হইয়াছে, (খ) যাহাদের পিতা বা মাতা কেহ ভারতে জন্মিয়াছে (গ) এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহারা অন্ততঃ ৫ বৎসর যাবৎ ভারতে বাস করিয়াছে,—এইরূপ সকল ব্যক্তিই ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। ৫নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইতে ভারতে চলিয়া আসিলে এই শাসনতন্ত্র

প্রবর্তনের সময় তাহাকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যদি— (ক) সে নিজে, বা তাহার পিতামাতা, কিংবা তাহার পিতামহ ও পিতামহীর মধ্যে কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বর্ণিত ভারতে জন্মিয়া থাকে ; (খ) (/০) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তদবধি নিয়মিতরূপে ভারতেই বাস করিতেছে, অথবা (খ) (৵০) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে বা তাহার পরে ভারতে আসিয়াছে, সে যদি এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্বে ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পদাধিকারীর বরাবর নির্ধারিত 'ফরমে' বিধিমতে দরখাস্ত করার ফলে উক্ত পদাধিকারী কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজেষ্টারী ভুক্ত হইয়া থাকে। ব্যবস্থা থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করার ঠিক পূর্ববর্তী অন্যূন ৬ মাস ভারতীয় এলাকায় বসবাস না করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তিকে এইরূপভাবে রেজেষ্টারীভুক্ত করা যাইবে না।

৭। ৫ ও ৬নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, যে ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ তারিখের পরে ভারত হইতে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে, সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে না।

এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে চলিয়া গিয়া আবার পুনর্বসতি বা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রদত্ত কোন পারমিট-বলে ভারতে চলিয়া আসিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তির উপর এই ধারার কোন কিছুই প্রযুক্ত হইবে না। পক্ষান্তরে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই ৬নং ধারায় 'খ' দফার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২২শে জুলাই-এর পরে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৮। ৫নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যে ব্যক্তি স্বয়ং বা যাহার পিতামাতা কিংবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বর্ণিত ভারতীয় এলাকায় জন্মিয়াছিল, অথচ উক্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ ভারতের বাহিরে বাস করে, সে যথাযথরূপে আবেদন করার ফলে তথাকার কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি যদি তাহাকে ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজেষ্টারীভুক্ত করিয়া থাকেন।

৯। যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়া থাকে, তবে সে ৫নং ধারার বলে ভারতীয় নাগরিক হইতে পারিবে না, কিংবা ৬নং বা ৮নং ধারা অনুযায়ী ভারতের নাগরিক হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকারসমূহ

(১) সমতার অধিকার

১৪। রাষ্ট্র কাহাকেও আইনের কাছে সমতার অধিকার বা সমান সুবিধা-ভোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না।

১৫। (১) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানকে হেতুরূপে ধরিয়া রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। (২) কোন ব্যক্তি তাহার ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণবশতঃ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনরূপ অসুবিধা বা বাধার সম্মুখীন হইবে না।—(ক) দোকান, সাধারণ ভোজনাগার ও সাধারণ আমোদ-প্রমোদের স্থানসমূহে প্রবেশের অধিকার ; অথবা (খ) সম্পূর্ণ বা অংশত' রাষ্ট্রের অর্থে সংরক্ষিত এবং সাধারণের ব্যবহারে উৎসর্গিত কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা ও সাধাণের আশ্রয়-স্থলসমূহে প্রবেশের অধিকার (৩) রাষ্ট্র কর্তৃক নারী বা শিশুদের কল্যাণে কোন ব্যবস্থা করার পক্ষে এই ধারা প্রতিবন্ধক হইবে না।

১৬। (১) সকল নাগরিকের পক্ষেই রাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে সমান সুবিধা থাকিবে। (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্ম, জন্মস্থান ও বাসস্থানের কারণবশতঃ রাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরী বা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না বা তাহার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। (৩) রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, কোন অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিক রাষ্ট্রাধীন চাকুরিতে উপযুক্ত সংখ্যায় বহাল নাই, তবে তাহাদের জন্য রাষ্ট্র চাকুরী-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছু তাহার অন্তরায় হইবে না। (৪) কোন আইনে যদি এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে কোন ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি বা পরিচালক সমিতির সভ্য বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বী হইবে, তবে তাহা কার্যকরী করার পক্ষে এই ধারার কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

১৭। অস্পৃশ্যতার বিলোপ করা হইল এবং কোনভাবে ইহার প্রতিপালন নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতা--হেতু কোন অযোগ্যতা বজায় রাখিলে, তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

(২) স্বাধীনতার অধিকার

১৯। (১) প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকার থাকিবে : (ক) বাক্য ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, (খ) নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হইবার

অধিকার, (গ) কোন সমিতি বা মণ্ডল গঠন, (ঘ) ভারতের সকল অঞ্চলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, (ঙ) ভারতের যে কোন অংশে বাস করা, (চ) সম্পত্তি-অর্জন বা রক্ষণ বা বিক্রয়, (ছ) যে কোন পেশাগ্রহণ বা বৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন। (২) মিথ্যা অপবাদ, মানহানি বা আদালত-অবমাননা, অথবা শালীনতা ও নীতিবোধের পরিপন্থি, কিংবা যাহা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে—এই সকল বিষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে চালু কোন আইনের প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়নে ১নং দফার 'ক' উপদফার কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। (৩) ১নং দফার 'খ' উপদফায় যে-সকল অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, জনস্বার্থের খাতিরে তাহার উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিয়া কোন চালু-আইন প্রয়োগ করিলে বা নতুন আইন প্রণয়ন করিলে ঐ দফার উক্ত উপদফায় বর্ণিত কোন কিছু বাধা সৃষ্টি করিবে না। (৪) ১নং দফার 'গ' উপদফায় বর্ণিত অধিকার সাধারণের স্বার্থে যুক্তিসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন আইন প্রয়োগ করিতে বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত দফার আলোচ্য উপদফায় বর্ণিত কোন কিছু অন্তরায় হইবে না।

২০। (১) প্রচলিত আইন লঙ্ঘন না করিলে কোন ব্যক্তিকেই অভিযুক্ত করা যাইবে না এবং কোন অপরাধ সম্বন্ধে প্রচলিত আইন কর্তৃক অনুমোদিত দণ্ড অপেক্ষা অধিক দণ্ড দেওয়া যাইবে না। (২) একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে না।

২১। আইনতঃ সিদ্ধ কোন ব্যবস্থা ব্যতীত কোন ব্যক্তির প্রাণ বা স্বাধীনতা হরণ করা যাইবে না।

২২। (১) যথাসম্ভব শীঘ্র আটকের কারণ না জানাইয়া কোন ধৃত ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না অথবা তাহার ইচ্ছামত কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ বা তদ্দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না (২) প্রত্যেক ধৃত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাতায়াতের সময় বাদ দিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পূরে একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত এইরূপ ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না। (৩) ১ ও ২ নং দফার কোন কিছু নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না; (ক) যে বর্তমানে শত্রু-রাষ্ট্রের লোক; (খ) যে আইনে অপরাধ নিবারণকল্পে আটকের ব্যবস্থা আছে, এরূপ আইনবলে ধৃত অথবা আটক ব্যক্তি (খ) কোন ব্যক্তিকে ৭নং দফার 'ক' 'খ' উপদফা অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক রচিত আইনের ব্যবস্থা অনুসারে আটক করা হইয়া থাকে। (৫) যদি কোন ব্যক্তিকে অপরাধ-নিরোধক

আটক আইন অনুযায়ী আদেশের বলে আটক রাখা হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব সত্বর, যে যুক্তিসমূহের বলে উক্ত আদেশ দান করা হইয়াছে, তাহা তাহাকে জানাইতে হইবে এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে আপত্তি জ্ঞাপন করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) শোষণ হইতে মুক্তি

২৩। নরনারী ক্রয়বিক্রয়, বেগার-প্রথা ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ হইল এবং এই ব্যবস্থার লঙ্ঘন আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। (২) রাষ্ট্র জনসাধারণের স্বার্থে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর কোন বিভেদ না করিয়া বাধ্যতামূলক শ্রম প্রবর্তন করিতে পারিবে।

২৪। ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন কিশোর-কিশোরীকে কারখানা, খনি বা কোন বিপজ্জনক কার্যে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) ধর্মগত স্বাধীনতার অধিকার

২৫। (১) সাধারণ শৃঙ্খলা, নৈতিক বোধ, স্বাস্থ্যবিধি এবং এই ভাগে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা সাপেক্ষে সকলেরই বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মাচারণ ও প্রচারের অধিকার থাকিবে। (২) (ক ও খ) ইহা সত্ত্বেও আর্থিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোন ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট করিলে তাহা নিয়ন্ত্রণের এবং সমাজকল্যাণ ও সংস্কারমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের অথবা হিন্দুদের সাধারণ ধর্ম-মন্দিরগুলি সর্বশ্রেণীর হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত করার অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে।

২৭। কোন বিশেষ ধর্ম প্রচারের ব্যয়নির্বাহার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, এইরূপ চাঁদাদানে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা চলিবে না।

২৮। (১) রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত কোন শিক্ষালয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন উপদেশ দেওয়া চলিবে না। (২) ধর্মশিক্ষার জন্য কোন দান বা ট্রাষ্টের ফলে প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষালয় রাষ্ট্রপরিচালিত হইলেও তাহাতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলিবে। (৩) অভিভাবক (নাবালকের ক্ষেত্রে) সম্মতি না দিলে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষালয়ে কাহাকেও ধর্মাচরণে বাধ্য করা হইবে না।

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

২৯। (১) ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে যদি শ্রেণীবিশেষের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি থাকে তবে তাহা রক্ষা করার অধিকার

তাহাদের থাকিবে। (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার হেতু কেহ রাষ্ট্র পরিচালিত বা রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষালয়ে বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইবে না।

৩০। (১) ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

(৬) সম্পত্তির অধিকার

৩১। (১) আইনের ক্ষমতা ব্যতীত কাহাকেও তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। (২) কোন আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ না থাকিলে উক্ত আইনের বলে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা কোন বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কার্যে অধিকার করা যাইবে না। (৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক ২নং দফায় উল্লিখিত কোন আইন প্রণীত হইলে, তাহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাখা হইবে। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত উহা কার্যকরী হইবে না।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান লাভের অধিকার

৩২। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ কার্যকরী করার জন্য যথাবিহিত উপায়ে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের (Supreme Court) শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। (৪) এইভাগে যে সমস্ত অধিকার প্রযুক্ত হইল তাহা কার্যকরী করার জন্য সর্বোচ্চ বিচারালয় যথাযোগ্যভাবে সকল আদেশ নিষেধাজ্ঞা বা লেখ্ (writ) জারী করিতে পারিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি (চতুর্থ ভাগ)

৩৭। এই ভাগে অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলী কোন বিচারালয় কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে না সত্য, কিন্তু উহাদের অন্তর্নিহিত নীতিগুলিকে দেশ শাসন ও আইন রচনার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

৩৮। রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিবে, যাহাতে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে।

৩৯। রাষ্ট্র বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য তাহার নীতি পরিচালনা করিবে (ক) নারীপুরুষনির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই জীবিকার্জনের অধিকার থাকিবে; (খ) জাতির বাস্তব সম্পদের মালিকানা ও

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এইরূপ ভাবে বণ্টিত হইবে, যাহাতে সাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়; (গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-পরিচালনার ফলে যেন সাধারণের ক্ষতি করিয়া ধন ও উৎপাদন-পন্থা কোথাও কেন্দ্রীভূত না হয়; (ঘ) নারীপুরুষনির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পাইবার অধিকার থাকিবে; (ঙ) নারী ও পুরুষ শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির এবং বালক-বালিকাদের অপরিণত বয়সের অপব্যবহার করা চলিবে না এবং নাগরিকগণ যেন অভাবের তাড়নায় তাহাদের বয়স ও শক্তির প্রতিকূল কোন কার্য করিতে বাধ্য না হয়; (চ) কৈশোর ও যৌবনের শোষণ এবং নৈতিক ও বাস্তব অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

৪০। গ্রাম্য পঞ্চায়েতসমূহ গঠন করিয়া তাহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে, যেন তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের অঙ্গস্বরূপ কার্য করিতে পারে।

৪১। রাজ্য আপন আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী এরূপ ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে সকলেই কার্যের ও শিক্ষালাভের অধিকার লাভ করে এবং কর্মহীনতা, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থ্য ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত অভাবের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিবে।

৪২। কর্ম সম্পাদনের পরিবেশ যাহাতে ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত হয় এবং প্রসূতিকে সাহায্য দান করা হয়, রাজ্য তাহার ব্যবস্থা করিবে।

৪৩। এই ধারায় শ্রমিকের কর্ম, মজুরী ও অন্যান্য সুখসুবিধা রক্ষার্থ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৪৪। ভারতের সর্বত্র নাগরিকগণ যাহাতে একই প্রকার শাসনবিধি লাভ করে রাষ্ট্র তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

৪৫। এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ১০ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র ১৪ বৎসর বয়স্ক সকল বালকবালিকাকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করিবে।

৪৬। রাষ্ট্র জনগণের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীসমূহের, বিশেষতঃ তপশীলভুক্ত জাতি ও আদিবাসীসমূহের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করিবে এবং তাহাদিগকে শোষণ ও সামাজিক অবিচার হইতে রক্ষা করিবে।

৪৭। রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানকে প্রাথমিক কর্তব্যরূপে জ্ঞান করিবে এবং বিশেষ করিয়া চিকিৎসার কেন্দ্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ক্ষতিকর মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করিবে।

৪৮। রাষ্ট্র কৃষক ও পশুপালক শ্রেণীকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিবে এবং বিশেষ করিয়া উন্নত শ্রেণীর পশুশাবক সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং গো, গোবৎস ও অন্যান্য দুগ্ধবতী ও শকটবাহী পশুহত্যা নিবারণের চেষ্টা করিবে।

৪৯। সংসদ যে সকল বস্তুকে শিল্পকুশলতার নিদর্শনস্বরূপ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, স্থান বা জিনিসকে আইনের দ্বারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিবেন, সেগুলিকে ক্ষতি, বিকৃতি ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা এবং উহাদের স্থানান্তর বা বিদেশে প্রেরণ বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৫০। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করার ব্যবস্থা করিবে।

৫১। রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সম্বন্ধে যত্নবান হইবে: (ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা; (খ) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্বন্ধ বজায় রাখা; (গ) সুসংহত জাতিসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক ব্যবহারে আন্তর্জাতিক আইন এবং সন্ধি ও চুক্তির বাধ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন; (ঘ) মধ্যস্থতার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় উৎসাহ দান।

রাজ্যসঙ্ঘ (পঞ্চম ভাগ)

১ম পরিচ্ছেদ—শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদ লইয়া রাজ্যসঙ্ঘের প্রশাসন বিভাগ গঠিত হইবে।

৫৩। (১) রাজ্যসঙ্ঘের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি স্বয়ং বা তাঁহার অধীন পদাধিকারিগণের (Officers) মারফত এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। (২) পূর্ববর্তী ব্যবস্থার সাধারণ নীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া দেশরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব (Supreme Command) রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তাহার প্রয়োগ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫৪। (ক) (খ) সংসদের উভয় সভায় (House) নির্বাচিত সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন।

৫৬। (১—ক, খ, গ) (২) কার্যারম্ভের তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসর কাল তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তিনি স্বীয় হস্তাক্ষরে লিখিত ভাবে উপরাষ্ট্রপতিকে জানাইয়া পদত্যাগ করিতে পারেন; রাষ্ট্রপতিকে শাসনতন্ত্র অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং ৬১ নং ধারায় বর্ণিত উপায়ে তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে; রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। উপরাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত পদত্যাগপত্রের বিষয় অবিলম্বে তিনি লোকসভার অধ্যক্ষের (Speaker) গোচরীভূত করিবেন।

৫৭। যে ব্যক্তি একবার রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন, তিনি শাসনতন্ত্রের অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে উক্ত পদে পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

৫৮। (১—ক, খ, গ) (২) যে ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক নহেন, যাঁহার বয়স অন্যূন ৩৫ বৎসর নহে বা যিনি লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচনের যোগ্য নহেন, তিনি রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যে ব্যক্তি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন বেতনভুক পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাষ্টপতি পদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না।

৫৯। (১) (২) (৩) রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সভার বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। যদি রাষ্ট্রপতি অনুরূপ কোন সদস্যপদে নির্বাচিত হন, তবে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের তারিখে উক্ত সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি কোন বেতনভুক পদ গ্রহণ করিবেন না।

৬১। (১) রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অভিযোগ সংসদের যে কোন সভায় উত্থাপন করা যাইবে। (২—ক, খ) এইরূপ অভিযোগ করিতে হইলে প্রস্তাব উত্থাপনের অন্ততঃ ১৪ দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ দিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে সভার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়া স্বাক্ষর করিবেন। অনুরূপ প্রস্তাব সভার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। (৩) যখন সংসদের কোন একটি সভায় উক্ত অভিযোগ উত্থাপিত হইবে, তখন অপর সভা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার প্রতিনিধি এই অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। (৪) যদি অনুসন্ধানের ফলে সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে

ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি অপসারিত হইলেন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬৪। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার (Council of States) সভাপতি হইবেন এবং তিনি অপর কোন বেতনভুক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। যে সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির কার্য করিবেন, সে সময় তিনি রাজ্যসভার সভাপতি থাকিবেন না এবং উক্ত সভাপতির প্রাপ্য বেতন, ভাতা ইত্যাদি ভোগ করিতে পারিবেন না।

৬৬। (১) উপরাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সভার সদস্যগণের সম্মিলিত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব রীতি অনুসারে একক সংক্রমণীয় ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত হইবেন। (২) উপরাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সভার বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। উপরাষ্ট্রপতি অনুরূপ সদস্য নির্বাচিত হইলে কার্যভার গ্রহণের সময় উক্ত সদস্যপদ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩—ক, খ, গ) ভারতীয় নাগরিক বা অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক না হইলে বা রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে, কোন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না। (৪) যে ব্যক্তি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন বৈতনিক কার্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৬৭। (ক) (খ) (গ) উপরাষ্ট্রপতি ৫ বৎসর স্বপদে বহাল থাকিবেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। রাজ্যসভার তৎকালীন সকল সদস্যের বেশীর ভাগ সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এবং লোকসভা তাহা অনুমোদন করিলে, উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হইবে।

মন্ত্রিপরিষদ

৭৪। (১) রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ্ থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী হইবেন তাহার নেতা (২) মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দিয়াছেন কিনা এবং কিরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন করা চলিবে না।

৭৫। (১) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন। (২) রাষ্ট্রপতির আস্থা বিদ্যমান

থাকা পর্যন্ত মন্ত্রিগণ স্বপদে বহাল থাকিবেন। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। (৩) কার্যভার গ্রহণের পূর্বে মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির পরিচালনায় নিজ নিজ কার্যের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিবেন। শপথের খসড়া ৩য় তপশীলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (৪) কোন সময়ে কোন মন্ত্রী যদি একাদিক্রমে ৬ মাস সংসদের কোন সভারই সদস্য না থাকেন, তবে উক্ত ৬ মাস অতীত হইলে তিনি মন্ত্রী থাকিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সংসদ (Parliament)

৭৯। ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘের একটি সংসদ থাকিবে; তাহা রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা (House of the People) ও রাজ্যসভা (Council of States) নামক দুইটি সভা লইয়া গঠিত হইবে।

৮০। (১) রাজ্যসভা এইভাবে গঠিত হইবে—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২ জন সদস্য মনোনীত হইবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি-মনোনীত সদস্যগণের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও সমাজ-সেবা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৮১। লোকসভা বিভিন্ন রাজ্য হইতে অনধিক ৫০০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে; তাঁহারা রাজ্যসমূহের ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। ইহা ছাড়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক ২৫ জন সভ্য লোকসভার সদস্য হইবেন।

৮৩। (১) রাজ্যসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না, কিন্তু প্রতি দ্বিতীয় বর্ষান্তে সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা সম্পাদিত ব্যবস্থানুযায়ী এক তৃতীয়াংশ বা উহার কাছাকাছি সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করিবেন। (২) লোকসভা ইহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর চালু থাকিবে, যদি তৎপূর্বেই ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হয়। উক্ত ৫ বৎসরের শেষে লোকসভার বিলুপ্তি হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। ব্যবস্থা থাকে যে, কোন জরুরী অবস্থাজ্ঞাপক ঘোষণা বিদ্যমান থাকাকালে সংসদ আইন করিয়া লোকসভার আয়ুষ্কাল এককালে অনধিক এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং উক্ত ঘোষণা রহিত হইবার পর কোনক্রমেই উক্ত আয়ুষ্কাল ৬ মাসের বেশী বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না।

৮৪। সংসদের আসনলাভ করিতে হইলে সেই ব্যক্তি (ক) ভারতীয় নাগরিক হইবেন, (খ) রাজ্যসভায় নির্বাচনের জন্য অন্যূন ৩৫ বৎসর এবং

লোকসভায় নির্বাচনের জন্য অনূ্যন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন এবং (গ) সংসদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য গুণের অধিকারী হইবেন।

৮৫। (১) সংসদের উভয় সভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আহ্বান করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী অধিবেশন শেষ হইবার অনধিক ৬ মাসের মধ্যেই পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। (২) ১নং ধারার ব্যবস্থাদি-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি সময় সময় এরূপ স্থানে বা কালে উভয় সভার বা যে কোন সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন, যাহা তিনি উচিত মনে করিবেন, সংসদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

৯৩। লোকসভা, যত শীঘ্র সম্ভব, সভার দুইজন সদস্যকে অধ্যক্ষ (Speaker) ও উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) নির্বাচন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যখনই যাঁহার পদ শূন্য হইবে তখন লোকসভা পুনরায় নির্বাচন করিবেন।

৯৪। লোকসভায় অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি লোকসভার সদস্য না হন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে; অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে এবং উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে পত্র লিখিয়া যেকোন সময়ে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। লোকসভায় সদস্যদের অধিকাংশের গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ব্যবস্থা থাকে যে, অনূ্যন ১৪ দিনের নোটিশ না দিয়া এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা চলিবে না।

১০০। সংসদ অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সংসদের যে কোন সভার সদস্যসংখ্যার এক দশমাংশ উপস্থিত থাকিলেই 'কোরাম' হইবে। যদি কোনও সময়ে 'কোরাম' না হয় তবে অধ্যক্ষ বা সভাপতি সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবেন বা 'কোরাম' না হওয়া পর্যন্ত সভা বন্ধ রাখিবেন।

১০১। (১) কোন ব্যক্তি সংসদের উভয় সভার সদস্য নির্বাচিত হইলে, তাঁহাকে যে কোন একটি সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইবে। (২) কোন ব্যক্তি একই কালে সংসদ ও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য হইতে পারিবেন না। (২) যদি বিনা অনুমতিতে কোন সদস্য ৬০ দিনের সকল অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন, তবে সংসদ তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

১০৩। কোন সদস্য-সম্পর্কে অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠিলে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের জন্য তাহা উল্লিখিত হইবে; রাষ্ট্রপতি ইলেকশন কমিশনের মতামত আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

১০৪। যদি কোন ব্যক্তি শপথ গ্রহণের পূর্বেই সংসদে আসন গ্রহণ করেন বা ভোট দেন, অথবা যদি তিনি জানেন যে, সংসদের সদস্যপদের যোগ্যতা তাঁহার নাই, সংসদের কোন আইন অনুসারে তাঁহার অনুরূপ আচরণ করার অধিকার নাই, তবে প্রত্যেক দিন আসন গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড করা যাইবে এবং এই অর্থ রাষ্ট্রের নিকট ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য।

১০৫। এই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে সদস্যগণ সংসদে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন, সংসদে কোন উক্তি করার জন্য বা ভোট প্রদানের জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইবে না।

১১১। কোন 'বিল' সংসদে গৃহীত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা হইবে এবং তিনি ঐ 'বিল' অনুমোদন করিলেন বা অনুমোদন স্থগিদ রাখিলেন তাহা ঘোষণা করিবেন।

১১২। (১) রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আথিক বৎসরের জন্য ভারত সরকারের অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ সংসদের নিকট উপস্থাপিত করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

১২০। সংসদের কার্যপ্রণালী হিন্দী বা ইংরাজীতে পরিচালিত হইবে। ব্যবস্থা থাকে যে, রাজ্যসভার সভাপতি বা লোকসভার অধ্যক্ষ কোন সদস্য ইংরাজী বা হিন্দীতে সম্যক্‌ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা দিতে পারেন।

১২১। সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) বা হাইকোর্টের বিচারপতির কোন আচরণ সম্পর্কে সংসদের কোন আলোচনা হইবে না। কেবল বিচারপতির অপসারণ প্রার্থনা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন উত্থাপন করার সময়েই উহা করা চলিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

১২৩। কেবল যখন সংসদের উভয় সভার অধিবেশন চলিতেছে. সে সময় ছাড়া রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তবে তিনি তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনানুরূপ অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন। অত্র বর্ণিত অর্ডিন্যান্স সংসদকৃত আইনের মতই হইবে, কিন্তু সংসদের উভয় সভাতেই অর্ডিন্যান্সটি

উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সংসদের পুনরধিবেশনের ৬ সপ্তাহ পরে উহার অবসান ঘটিবে। রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়ে উহা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজ্যসঙ্ঘের বিচার বিভাগ

১২৪। ভারতে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) থাকিবে এবং তাহা একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ১৩ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা ৬৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিবেন। কোন বিচারপতি স্বহস্তে রাষ্ট্রপতিকে লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। ভারতের নাগরিক না হইলে এবং নিম্নলিখিত গুণাবলী না থাকিলে কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি হইতে পারিবেন না : (ক) অন্যূন ৫ বৎসর কোন হাইকোর্টের কিংবা পর পর দুই বা ততোধিকবার অনুরূপ বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন, (খ) কোন হাইকোর্টে অন্ততঃ ১০ বৎসর এড্‌ভোকেট ছিলেন এবং (গ) রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যক্তি। সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন এইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের কোন আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কাহারও পক্ষে ওকালতি কিংবা অন্য কোন কার্য করিতে পারিবেন না।

১৩১। এই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত বিরোধের ক্ষেত্রসমূহে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারের মৌলিক অধিকার থাকিবে : (ক) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে অথবা (খ) এক পক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অপর পক্ষে এক বা একাধিক রাজ্য, অথবা (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে।

১৩২। (১) যদি ভারতের কোন হাইকোর্ট কর্তৃক কোন মামলায় এই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঘটিত আইনের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়, তবে সেই হাইকোর্ট কর্তৃক দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য কোন মামলায় প্রদত্ত রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা চলিবে। (২) হাইকোর্ট উক্ত সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিলে, সর্বোচ্চ বিচারালয় যদি মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঘটিত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে ঐ মামলার রায় ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার অনুমতি দান করিতে পারেন।

১৩৩। ভারতে অবস্থিত কোন হাইকোর্ট নিম্নলিখিত মর্মে সার্টিফিকেট দিলে দেওয়ানী মামলায় তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, ডিগ্রী বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা চলিবে : (ক) মামলার বিষয়-বস্তুর আর্থিক পরিমাণ বা মূল্য ২০ হাজার টাকা বা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অনুরূপ, অথবা (খ) যে রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অনুরূপ মূল্যের সম্পত্তি-সম্পর্কিত দাবীর সহিত সংশ্লিষ্ট, অথবা (গ) বিষয়টি সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীলযোগ্য।

১৩৪। কোন ফৌজদারী মামলায় কোন হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা যাইতে পারে : (ক) যদি কোন হাইকোর্ট আপীলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ নাকচ করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন, অথবা (খ) যদি হাইকোর্ট নিম্ন আদালত হইতে কোন মামলা স্বয়ং বিচারার্থ তুলিয়া আনেন এবং উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন কিংবা (গ) যদি হাইকোর্ট মামলাটি আপীলযোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দেন।

১৩৬। এই পরিচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, সর্বোচ্চ বিচারালয় আপন বিবেচনায় যে-কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের অনুমতি দান করিতে পারিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা সশস্ত্র বাহিনী-সম্পর্কিত বিচারালয় বা ট্রাইবুন্যালের রায়, আদেশ বা দণ্ডাদেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে।

১৪১। সর্বোচ্চ বিচারালয় কর্তৃক ঘোষিত আইন ভারতের অন্যান্য বিচারালয়ের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক (একাদশ ভাগ)

(২৪৫-৫৫) সংসদ ভারতের সকল বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করিতে পারিবেন এবং কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী সংশ্লিষ্ট সমগ্র রাজ্যের জন্য বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিবেন। রাজ্যসঙ্ঘ ও রাজ্যসমূহ কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন রচনা করার অধিকারী তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য শাসনতন্ত্রের ৭ম তপশীলে ৩টি বিষয়সূচী সন্নিবেশ করা হইয়াছে। 'সঙ্ঘসূচী'র (Union List) অন্তর্গত ৯৭টি বিষয়ে সংসদ আইন রচনা করিবেন, 'রাজ্যসূচী'র (State List) অন্তর্গত ৬৬টি বিষয় সম্পর্কে রাজ্য বিধানমণ্ডলী আইন রচনা করিতে পারিবেন এবং 'সংযুক্ত সূচী' (Concurrent

List) বলিয়া বর্ণিত ৪৭টি বিষয়ে সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলী উভয়েই আইন রচনা করিতে পারিবেন। উল্লেখ থাকে যে, রাজ্যসূচী ও সংযুক্ত সূচীতে উল্লিখিত হয় নাই এরূপ বিষয়ে কেবলমাত্র সংসদ আইন করিতে পারিবেন। রাজ্যসভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণ যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জনস্বার্থের খাতিরে রাজ্যসূচীর কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের আইন করা প্রয়োজন, তবে উক্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকাকালে (ইহা এক বৎসর বলবৎ থাকিবে) সংসদ উক্ত বিষয়ে আইন রচনা করিতে পারিবেন। উক্ত সিদ্ধান্তের মেয়াদ শেষ হইলে আবার এক বৎসর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কোন আপৎকালীন ঘোষণা বিদ্যমান থাকিলে সংসদ রাজ্যসূচীর যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২৫৬-২৬৩) **প্রশাসনিক সম্পর্ক:** সংসদ কর্তৃক রচিত আইনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এবং রাজ্যসঙ্ঘের ক্ষমতা যাহাতে ব্যাহত না হয় এই ভাবে প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। জাতীয় বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কোন রাজ্যকে নির্দেশদান করা রাজ্যসঙ্ঘের শাসনক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসঙ্ঘের শাসনক্ষমতাভুক্ত কোন বিষয় কোন রাজ্যের উপর শর্তাধীনে বা বিনা শর্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন। ভারতের যে কোন অঞ্চলের যে কোন দেওয়ানী আদালতের রায় বা আদেশ ভারতের যে কোন স্থানে কার্যকরী করা যাইবে। একাধিক রাজ্যের অন্তর্বর্তী কোন নদ বা নদী-উপত্যকার ব্যবহার, বন্টন বা নিয়ন্ত্রণ লইয়া কোন বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সংসদ আইন করিয়া সালিশীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

নির্বাচন (পঞ্চদশ ভাগ)

(৩২৪-৩২৯) সংসদ বা রাজ্য বিধানসভার সমুদয় নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নির্বাচন সম্পর্কিত কোন সন্দেহ বা বিরোধের মীমাংসার জন্য 'ইলেকশন ট্রাইবুন্যাল' গঠন ইত্যাদি সকলকার্য পরিচালনার দায়িত্ব একটি 'ইলেকশন কমিশনে'র উপর ন্যস্ত থাকিবে।

নির্বাচনের জন্য আঞ্চলিক ভোটদাতাগণের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইবে উক্ত তালিকাভুক্ত হওয়ার পক্ষে কোন ব্যক্তির ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গকে অযোগ্যতার কারণ বলিয়া ধরা হইবে না। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা-সমূহের নির্বাচনে ভোটদান করিতে হইলে এই সকল যোগ্যতা থাকা দরকার—

ভারতীয় নাগরিক, অনূ্যন ২১ বৎসর বয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক এবং যাহার চরিত্র অপরাধ, দুর্নীতি বা অবৈধ কার্যকলাপহেতু কলঙ্কপূর্ণ নহে।

সরকারী ভাষা (সপ্তদশ ভাগ)

৩৪৩। (১) দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘের সরকারী ভাষা হইবে। আন্তর্জাতিক অক্ষরে লিখিত ভারতীয় গাণিতিক-সংখ্যাসমূহ রাজ্যসঙ্ঘের সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হইবে। (২) ১নং দফায় যাহাই থাকুক না কেন, শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সরকারী কার্যে পূর্বের ন্যায় ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইবে। (৩ এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত ১৫ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইবার পরেও সংসদ আইন করিয়া কোন নির্দিষ্ট কার্যের (যাহা উক্ত আইনে উল্লিখিত হইবে) জন্য ইংরাজী ভাষা বা দেবনাগরী গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৩৪৫। কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী আইন করিয়া উক্ত রাজ্যে চালু আছে এইরূপ এক বা একাধিক ভাষা কিংবা হিন্দী ভাষাকে রাজ্যের সরকারী কার্যে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রকাশ থাকে যে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী আইন করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা না করিলে পূর্বের মত ইংরাজী ভাষাই ব্যবহৃত হইবে।

৩৪৮। এই ভাগের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ যাহাই থাকুক না কেন, সংসদ আইন করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত (ক) সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট-সমূহের সকল কার্যাদি, (খ) সংসদে ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে যে বিল উপস্থাপিত হইবে, কিংবা সংসদ ও বিধানমণ্ডলী কর্তৃক যে সকল আইন প্রণীত হইবে, কিংবা রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণ কর্তৃক যে সকল অর্ডিন্যান্স জারি করা হইবে, কিংবা এই শাসনতন্ত্রের অধীনে যে সকল আদেশ, নিয়ম, বিধান বা উপবিধি প্রচারিত হইবে তাহাদের মূল বয়ান ইংরাজী ভাষায় রচিত হইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত ১৫টি ভাষাকে স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে :—
১। অসমীয়া, ২। বাংলা, ৩। গুজরাটী ৪। হিন্দী, ৫। কানাড়া, ৬। কাশ্মীরী, ৭। মালয়ালম, ৮। মারাঠী, ৯। উড়িয়া, ১০। পাঞ্জাবী, ১১। সংস্কৃত, ১২। তামিল, ১৩। তেলগু, ১৪। উর্দু, এবং ১৫। সিন্ধী।

বেতন, ভাতা ইত্যাদি (দ্বিতীয় তপশীল)

রাষ্ট্রপতি মাসিক ১০,০০০৲ টাকা ও প্রত্যেক রাজ্যপাল মাসিক ৫,০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। ইহা ব্যতীত ভারত ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল ও সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহের গভর্ণরগণ যে সকল ভাতা ও সুখসুবিধা পাইয়া থাকিতেন রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালগণ তৎসমুদয় পাইবার অধিকারী হইবেন।

ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে যে হারে বেতন দেওয়া হইত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণও সেই হারেই বেতন পাইবেন। পূর্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ যে হারে বেতন পাইতেন বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিগণও সেই হারে বেতন পাইবেন।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৫,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রত্যেকে মাসিক ৪,০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে মাসিক ৪,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিকে মাসিক ৩,৫০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তনের পর হইতে এ পর্যন্ত উহার কতকগুলি সংশোধন সাধন করা হইয়াছে। বর্ষপঞ্জীর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে ঐ সকল সংশোধন-এর বিবরণ দান করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভারতীয় সংসদ

রাজ্যসভা ঃ ভারতীয় সংসদ 'রাজ্যসভা' ও 'লোকসভা' লইয়া গঠিত। অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া রাজ্যসভা গঠিত হইবে। তাঁহাদের মধ্যে ১২ জন হইবেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য। রাষ্ট্রপতি মনোনীত সভ্যগণকে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হইবে। রাজ্যসভার অবশিষ্ট সভ্যগণ বিভিন্ন রাজ্য হইতে পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিধানসভার সভ্যগণ তাঁহাদিগকে নির্বাচন করেন। রাজ্যসভায় নির্বাচন প্রার্থীর বয়স অন্যূন ৩০ বৎসর হইবে। কোন সময়েই রাজ্যসভাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না। প্রতি ২ বৎসর অন্তর রাজ্যসভার এক তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের স্থলে নূতন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। রাজ্যসভায় বিভিন্ন রাজ্যের আসন সংখ্যা এইরূপ :—

অন্ধ্রপ্রদেশ—১৪, আসাম—৭, বিহার—২২, মাদ্রাজ—১৮, মহারাষ্ট্র—১৯, মহীশূর—১২, উড়িষ্যা—১০, পাঞ্জাব—৭, রাজস্থান—১০, উত্তর প্রদেশ—৩৪, পশ্চিমবঙ্গ—১৬, জম্মু ও কাশ্মীর—৪, নাগাল্যাণ্ড—১, দিল্লী—৩, হিমাচল-প্রদেশ—২, মণিপুর—১, ত্রিপুরা—১ এবং পণ্ডিচেরী—১।

লোকসভা ঃ লোকসভা বিভিন্ন রাজ্যের অনধিক ৫০০ সভ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক ২৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা লোকসভায় নির্বাচিত হইবেন। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সদস্যদের সম্পর্কে সংবিধানে যেরূপ নির্দেশ থাকিবে সেই ভাবেই তাঁহারা লোকসভায় নির্বাচিত হইবেন। এই সকল সদস্য ছাড়া রাষ্ট্রপতি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে দুইজন সদস্য লোকসভায় মনোনীত করিতে পারিবেন। বর্তমানে লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৫২৩ জন। নিম্নে লোকসভার সদস্যদের তালিকা দেওয়া হইল।

লোকসভায় বিভিন্ন রাজ্যের আসন সংখ্যা

রাজ্যসমূহ	আসন সংখ্যা
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪১
আসাম	১৪
উড়িষ্যা	২০
উত্তর প্রদেশ	৮৫
কেরালা	১৯
গুজরাট	২৪
জম্মু ও কাশ্মীর	৬
নাগাল্যাণ্ড	১
পশ্চিমবঙ্গ	৪০
পাঞ্জাব	১৩
বিহার	৫৩
মধ্যপ্রদেশ	৩৭
মহারাষ্ট্র	৪৫
মহীশূর	২৭
মাদ্রাজ	৩৯
	৪৬৪

রাজ্যসমূহ	আসন সংখ্যা
	৪৬৪
রাজস্থান	২৩
হরিয়াণা	৯
কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ	
আন্দামান ও নিঃ দ্বীপপুঞ্জ	১
গোয়া দমন দিউ	২
চণ্ডীগড়	১
ত্রিপুরা	২
দিল্লী	৭
দাদরা ও নগর হাভেলি	১
নেফা (মনোনীত সভ্য)	১
পণ্ডিচেরী	১
মণিপুর	২
লাক্ষাদ্বীপ মিনিকয় ও আমিন দিবি	১
হিমাচল প্রদেশ	৬
মনোনীত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সভ্য	২
মোট	৫২৩

আদমসুমারী

[সেন্সাস]

ভারতে আদমসুমারী বা সেন্সাস (অর্থাৎ লোকগণনা) প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে। তদবধি ভারতে ৯ বার সেন্সাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে (প্রতি দশ বৎসরে একবার)। সর্বশেষ সেন্সাস গৃহীত হইয়াছে ১৯৬১ সালে। ১৯০১ সাল হইতে যে সাতটি সেন্সাস হইয়াছে তদনুসারে ভারতের লোকসংখ্যার খতিয়ান নিম্নে দেওয়া হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত খতিয়ানে উল্লিখিত লোকসংখ্যা কেবলমাত্র বর্তমান ভারতের অন্তর্গত অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যা অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালে যে সকল অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে ঐ সকল অঞ্চলের লোকসংখ্যা আলোচ্য খতিয়ানে ধরা হয় নাই।

বৎসর	লোকসংখ্যা	বৎসর	লোকসংখ্যা
১৯০১	২৩,৬২,৮১,২৪৫	১৯৪১	৩১,৮৭,০১,০১২
১৯১১	২৫,২১,২২,৪১০	১৯৫১	৩৬,১১,২৯,৬২২
১৯২১	২৫,১৩,৫২,২৬১	১৯৬১	৪৩,৯২,৩৫,০৮২
১৯৩১	২৭,৯০,১৫,৪৯৮		

১৯৪১ সালের সেন্সাসে অখণ্ড ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ।

॥ ১৯৬১ সালের সেন্সাসের বিবরণ ॥

১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যা ৪৩,৯২,৩৫,০৮২। মোট পুরুষের সংখ্যা ২২,৬২,৯৩,৬২০ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২১,২৯,৪১,৪২৬। প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৪১ জন। গত এক দশকে (১৯৫১—৬১) ভারতে ২১.৫০% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সংশোধিত চূড়ান্ত হিসাব অনুসারে ভারতের মোট আয়তন ১২,৬১,৫৯৭ বর্গমাইল। ভারতে পল্লীবাসীর সংখ্যা শতকরা ৮২ জন এবং শহরবাসীর সংখ্যা শতকরা ১৮ জন।

ভারতে শতায়ু লোকের সংখ্যা : ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে

ভারতে শতায়ু লোকের সংখ্যা প্রায় ১,০০,০০০। উত্তর প্রদেশে শতায়ু লোকের সংখ্যা সর্বাধিক—২৩,২৫৮ জন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিপুল প্রসারঃ গত দশ বৎসরে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির হার ১৬৭১ শতাংশ। ১৯৫১ সালে সারা ভারতে বৌদ্ধদের মোট সংখ্যা ছিল ১,৮১,০০০ ; ১৯৬১ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩২,৫০,০০০। তপশিলী হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ফলেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এইরূপ বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে। স্বর্গত বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে তপশিলী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার যে হিড়িক দেখা দিয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রতি ৮ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মধ্যে ৭ জন বাস করে মহারাষ্ট্রে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের হ্রাসবৃদ্ধিঃ গত এক দশকে (১৯৫১-৬১) হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির গতি ছিল সর্বাপেক্ষা মন্থর ; হিন্দুদের বৃদ্ধির হার ২০.২৯ শতাংশ। হিন্দুদের মোট সংখ্যা ৩০৩.৫৭৫ মিলিয়ান হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬৬.৫০২ মিলিয়ান হইয়াছে।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ও উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার সংখ্যা ৮.৩৯২ মিলিয়ান হইতে বাড়িয়া ১০.৭২৬ মিলিয়ান হইয়াছে। বৃদ্ধির হার ২৭.৩৮ শতাংশ।

মুসলমান সম্প্রদায় আলোচ্য সময়কালে ২৫.৬১ শতাংশ হারে বাড়িয়াছে। তাহাদের মোট সংখ্যা ৩৫.৪১৪ মিলিয়ান হইতে ৪৬.৯৩৯ মিলিয়ান হইয়াছে।

জৈনদের মোট সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ১.৬৮ মিলিয়ান ; ১৯৬১ সালে উহা বাড়িয়া ২.০২৭ মিলিয়ান হইয়াছে। বৃদ্ধির হার ২৫.১৭ শতাংশ।

শিখদের সংখ্যা ৬.২১৯ মিলিয়ান হইতে বাড়িয়া ৭.৮৪৫ মিলিয়ান হইয়াছে। বৃদ্ধির হার ২৫.১৩ শতাংশ।

সেন্সাস কমিশনারের মতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ১০ লক্ষাধিক মুসলমান এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ৫০ হাজার মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

ভারত ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা ও জনবসতির ঘনত্ব

নাম	আয়তন (বর্গ মাইল)	মোট জনসংখ্যা (১৯৬১)	জনবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইল)
ভারত	১১,৭৮,৯৯৫*	৪৩,৯২,৩৫,০৮২	৩৭৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	১,০৬,২৮৬	৩,৫৯,৮৩,৪৪৭	৩৩৯
আসাম	৪৭,০৯১	১,১৮,৭২,৭৭২	২৫২
বিহার	৬৭,১৯৬	৪,৬৪,৫৫,৬১০	৬৯১
গুজরাট	৭২,২৪৫	২,০৬,৩৩,৩৫০	২৮৬
জম্মু ও কাশ্মীর	...	৩৫,৬০,৯৭৬	...
কেরালা	১৫,০০২	১,৬৯,০৩,৭১৫	১,১২৭
মধ্যপ্রদেশ	১,৭১,২১৭	৩,২৩,৭২,৪০৮	১৮৯
মাদ্রাজ	৫০,৩৩১	৩,৩৬,৮৬,৯৫৩	৬৬৯
মহারাষ্ট্র	১,১৮,৭১৭	৩,৯৫,৫৩,৭১৮	৩৩৩
মহীশূর	৭৪,২১০	২,৩৫,৮৬,৭৭২	৩১৮
উড়িষ্যা	৬০,১৬৪	১,৭৫,৪৮,৮৪৬	২৯২
পাঞ্জাব	৪৭,২০৫	২,০৩,০৬,৮১২	৪৩০
রাজস্থান	১,৩২,১৫২	২,০১,৫৫,৬০২	১৫৩
উত্তর প্রদেশ	১,১৩,৬৫৪	৭,৩৭,৪৬,৪০১	৬৪৯
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩,৮২৯	৩,৪৯,২৬,২৭৯	১,০৩২
নাগাল্যাণ্ড	৬,৩৬৬	৩,৬৯,২০০	৫৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ			
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩,২১৫	৬৩,৫৪৮	২০
দিল্লী	৫৭৩	২৬,৫৮,৬১২	৪,৬৪০
হিমাচল প্রদেশ	১০,৮৮৫	১৩,৫১,১৪৪	১২৪
লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবী	১১	২৪,১০৮	২,১৯৩
মণিপুর	৮,৬২৮	৭,৮০,০৩৭	৯০
ত্রিপুরা	৪,০৩৬	১১,৪২,০০৫	২২৮
দাদরা ও নগরহাভেলি	১৮৯	৫৭,৯৬৩	৩০৭
গোয়া, দমন ও দিউ	১,৪২৬	৬,২৭,৯৭৮	৪৪০
পণ্ডিচেরী	১৮৫	৩,৬৯,০৭৯	১,৯৯৫
নেফা	৩১,৪৩৮	৩,৩৬,৫৫৮	১১
সিকিম	২,৭৪৪	১,৬২,১৮৯	৫৯

*জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত। জম্মু ও কাশ্মীরসহ ১২,৬১,৫৯৭ বর্গমাইল

জনসংখ্যা ও আয়তন হিসাবে রাজ্যসমূহের ক্রমিক স্থান
১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে

জনসংখ্যা হিসাবে ক্রমিক স্থান	রাজ্যের নাম	ভারতের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ এই রাজ্যে বাস করে	ভারতের মোট ভূমির কত শতাংশ এই রাজ্যের আয়তন	আয়তন হিসাবে ক্রমিক স্থান
১	উত্তর প্রদেশ	১৬·৮১	৯·৬৫	৪
২	বিহার	১০·৫৯	৫·৭১	৮
৩	মহারাষ্ট্র	৯·০২	১০·০২	৩
৪	অন্ধ্র প্রদেশ	৮·২০	৯·৯৩	৫
৫	পশ্চিমবঙ্গ	৭·৯৬	২·৮৭	১৩
৬	মাদ্রাজ	৭·৬৮	৪·২৭	১০
৭	মধ্যপ্রদেশ	৭·৩৮	১৪·৫৪	১
৮	মহীশূর	৫·৩৮	৬·৩০	৬
৯	গুজরাট	৪·৭০	৬·১০	৭
১০	পাঞ্জাব	৪·৬৩	৬·০১	১১
১১	রাজস্থান	৪·৬০	১১·২২	২
১২	উড়িষ্যা	৪·০০	৫·১১	৯
১৩	কেরালা	৩·৮৫	১·২৭	১৫
১৪	আসাম	২·৭১	৪·০৯	১২
১৫	জম্মু ও কাশ্মীর	০·৮১	...	...

কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও অন্যান্য স্থান

১৬	দিল্লী	০·৬১	০·০৫	২২
১৭	হিমাচল প্রদেশ	৩·৩১	০·৯২	১৬
১৮	ত্রিপুরা	০·২৬	০·৩৪	১৯
১৯	মণিপুর	০·১৮	০·৭৩	১৭
২০	নাগাল্যাণ্ড	০·০৮	০·৫৪	১৮
২১	পণ্ডিচেরী	০·ৰ৮	০·০২	২৪
২২	নেফা	৭·০৮	২·৬৭	১৪
২৩	সিকিম	০·০৪	০·২৪	২১
২৪	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	০·০২	০·২৭	২০
২৫	দাদরা ও নগরহাভেলি	০·০১	০·০২	২৩
২৬	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবী	০·০১	০·০০১	২৫

ভারত ও ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা

ভারত রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট স্ত্রীলোক	প্রতি ১০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের হার
ভারত	৪৩,৩৫,৯২,০৮২	২২,৬২,৯৩,৬২০	২১,২৯,৪১,৪৬২	৯৪১
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩,৫৯,৮৩,৪৪৭	১,৮১,৬১,৬৭১	১,৭৮,২১,৬৭৬	৯৮১
আসাম	১,১৮,৭২,৭৭২	৬৩,২৮,১২৯	৫৫,৪৪,৬৪৩	৮৭৬
বিহার	৪,৬৪,৫৫,৬১০	২,৩৩,০১,৪৪৯	২,৩১,৫৪,১৬১	৯৯৪
গুজরাট	২,০৬,৩৩,৩৫০	১,০৬,৩৩,৯০২	৯৯,৯৯,৪৪৮	৯৪০
জম্মু ও কাশ্মীর	৩৫,৬০,৯৭৬	১৮,৯৬,৬৬৩	১৬,৬৪,৩৪৩	৮৭৮
কেরালা	১,৬৯,০৩,৭১৫	৮৩,৬১,৯২৭	৮৫,৯১,৭৮৮	১,০২২
মধ্যপ্রদেশ	৩,২৩,৭২,৪০৮	১,৬৫,৭৮,২০৪	১,৫৭,৯৪,২০৪	৯৫৩
মাদ্রাজ	৩,৩৬,৮৬,৯৫৩	১,৬৯,১০,৯৭৮	১,৬৭,৭৫,৯৭৫	৯৯২
মহারাষ্ট্র	৩,৯৫,৫৩,৭১৮	২,০৪,২৮,৮৮২	১,৯১,২৪,৮৩৬	৯৩৬
মহীশূর	২,৩৫,৮৬,৭৭২	১,২০,৪০,৯২৩	১,১৫,৪৫,৮৪৯	৯৫৯
উড়িষ্যা	১,৭৫,৪৮,৮৪৬	৮৭,৭০,৫৮৬	৮৭,৭৮,২৬০	১,০০১
পাঞ্জাব	২,০৩,০৬,৮১২	১,০৮,৯১,৫৭৬	৯৪,১৫,২৩৬	৮৬৪
রাজস্থান	২,০১,৫৫,৬০২	১,০৫,৬৪,০৮২	৯৫,৯১,৫২০	৯০৮
উত্তর প্রদেশ	৭,৩৭,৪৬,৪০১	৩,৮৬,৩৪,২০১	৩,৫১,১২,২০০	৯০৯
পশ্চিমবঙ্গ	৩,৪৯,২৬,২৭৯	১,৮৫,৯৯,১৪৪	১,৬৩,২৭,১৩৫	৮৭৮
নাগাল্যাণ্ড	৩,৬৯,২০০	১,৯১,০২৭	১,৭৮,১৭৩	৯৩৩

কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য অঞ্চলসমূহ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৬৩,৫৪৮	৩৯,৩০৪	২৪,২৪৪	৬১৭
দিল্লী	২৬,৫৮,৬১২	১৪,৮৯,৩৭৮	১১,৬৯,২৩৪	৭৮৫
হিমাচল প্রদেশ	১৩,৫১,১৪৪	৭,০২,৬৯৭	৬,৪৮,৪৪৭	৯২৩
লাক্কাদ্বীপ. মিনিকয় ও আমিনদিবী	২৪,১০৮	১১,৯৩৫	১২,১৭৩	১,০২০
মণিপুর	৭,৮০,০৩৭	৩,৮৭,০৫৮	৩,৯২,৯৭৯	১,০১৫
ত্রিপুরা	১১,৪২,০০৫	৫,৯১,২৩৭	৫,৫০,৭৬৮	৯৩২
দাদরা ও নগরহাভেলি	৫৭,৯৬৩	২৯,৫২৪	২৮,৪৩৯	৯৬৩
গোয়া, দমন, দিউ	৬,২৬,৯৭৮	৩,০২,৯৫৩	৩,২৪,০২৫	১,০৭০
নেফা	৩,৩৬,৫৫৮	১,৭৭,৬৮০	১,৫৮,৮৭৮	৮৯৪
পণ্ডিচেরী	৩,৬৯,০৭৯	১,৮৩,৩৫৭	১,৮৫,৭৩২	১,০১৩
সিকিম	১,৬২,১৮৯	৮৫,১৯৩	৭৬,৯৯৬	৯০৪

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট শিক্ষিত ব্যক্তি এবং শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা (১৯৬১ সেন্সাস)

ভারত/রাজ্য	মোট শিক্ষিত ব্যক্তি	মোট শিক্ষিত পুরুষ	মোট শিক্ষিত স্ত্রীলোক	প্রতিহাজারে শিক্ষিত পুরুষ	প্রতিহাজারে শিক্ষিত স্ত্রীলোক
ভারত	১০,৫৩,৩৩,২৮১	৭,৭৮,২৮ ১৬৩	২,৭৫,০৫,১১৮	৩৪৪	১২৯
অন্ধ্রপ্রদেশ	৭৬,২৬,৫২৭	৫৪,৮২,৩৩৩	২১,৪৪,১৯৪	৩০২	১২০
আসাম	৩২,৪৮,০৫৫	২৩,৬১,৭২৪	৮,৮৬,৩৩১	৩৭৩	১৬০
বিহার	৮৫,৪৭,৮৪৫	৬৯,৫০,৯৬৭	১৫,৯৬,৮৭৮	২৯৮	৬৯
গুজরাট	৬২,৮৩,২৫৬	৪৩,৭৩,৩৭৩	১৯,০৯,৮৮৩	৪০১	১৯১
জম্মু ও কাশ্মীর	৩,৯২,৭৬১	৩,২১,৮২৭	৭০,৯৩৪	১৭০	৪৩
কেরালা	৭৯.১৯,২২০	৪৫,৯৬,২৬৫	৩৩,২২,৯৫৫	৫৫০	৩৮৯
মধ্যপ্রদেশ	৫৫,৪৪,৮৬২	৪৪,৮১,৪৫৪	১০,৬৩,৪০৮	২৭০	৬৭
মাদ্রাজ	১,০৫,৮০,৬১৬	৭৫,৩২,৩২৩	৩০,৪৮,২৯৩	৪৫৫	১৮২
মহারাষ্ট্র	১,১৭,৯৩,০৭০	৮৫,৮৮,৬৫৭	৩২,০৪,৪১৩	৪২০	১৬৮
মহীশূর	৫৯,৯০,৫৮৫	৪৩,৫২,৪২৮	১৬,৩৮,১৫৭	৩৬১	১৪২
উড়িষ্যা	৩৮,০১,২০৫	৩০,৪২,০০৪	৭,৫৯,২৪১	৩৪৭	৮৬
পাঞ্জাব	৪৯,১৭,৩৯৬	৩৫,৯১,১৭৭	১৩,২৬,২১৯	৩৩০	১৪১
রাজস্থান	৩০,৬৫ ৫৬৮	২৫,০৪,৯৮৩	৫,৬০.৫৮৫	২৩৭	৫৮
উত্তর প্রদেশ	১,৩০,১৩,১৮৩	১.০৫,৪৬,৭৯৫	২৪,৬৬,৩৮৮	২৭৩	৭০
পশ্চিমবঙ্গ	১,০২.২৫,৬৬৪	৭৪,৫৪,০০৬	২৭,৭১,৬৫৮	৪০১	১৭০
নাগাল্যাণ্ড	৬৬,১১৭	৪৫,৯১৭	২০,২০০	২৪০	১১৩

কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য অঞ্চল

ভারত/রাজ্য	মোট শিক্ষিত ব্যক্তি	মোট শিক্ষিত পুরুষ	মোট শিক্ষিত স্ত্রীলোক	প্রতিহাজারে শিক্ষিত পুরুষ	প্রতিহাজারে শিক্ষিত স্ত্রীলোক
আন্দামান ও নিকোবর	২১,৩৭২	১৬,৬৭৫	৪,৬৯৭	৪২৪	১৯৪
দিল্লী	১৪,০২,২৯৮	৯,০৪,৮০১	৪.৯৭,৪৯৭	৬০৮	৪২৫
হিমাচলপ্রদেশ	২.৩১,৬৬৪	১,৯১,১৩৯	৪০,৫২৫	২৭২	৬২
লাক্কাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবী	৫,৬১০	৪,২৭৩	১,৩৩৭	৩৫৮	১১০
মণিপুর	২,৩৭,২০৬	১,৭৪,৬৫৬	৬২,৬২০	৪৫১	১৫৯
ত্রিপুরা	২,৩১,১৮৮	১,৭৫,০৬০	৫৬,১২৮	২৯৬	১০২
দাদরা ও নগর হাভেলি	৫.৪৯৫	৪,৩৪২	১,১৫৩	১৪৭	৪১
গোয়া, দমন, দিউ	×	×	×	×	×
নেফা	২৪,২৬০	২১,৮৭৯	২,৩৮১	১২৩	১৫
পণ্ডিচেরী	১,৩৮,১৪৯	৯২,৩৮৪	৪৫.৭৬৫	৫০৪	২৪৬
সিকিম	১৯,৯৯৯	১৬,৭২১	৩,২৭৮	১৯৬	৪৩

ভারতীয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শিক্ষিতের হার

প্রতি ১০০০ জনে শিক্ষিত

১৯৬১ সালে ক্রমিক স্থান	রাজ্য/কেন্দ্রীয় অঞ্চল	১৯৬১	১৯৫১	১৯৫১ সালে ক্রমিক স্থান
১	দিল্লী	৫২৭	৩৮৪	২
২	কেরালা	৪৬৮	৪০৭	১
৩	পণ্ডিচেরী	৩৭৪	×	×
৪	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীঃপুঃ	৩৩৬	২৫৮	৩
৫	মাদ্রাজ	৩১৪	২০৮	৭
৬	গুজরাট	৩০৫	২৩১	৫
৭	মণিপুর	৩০৪	১১৪	১৬
৮	মহারাষ্ট্র	২৯৮	২০৯	৬
৯	পশ্চিমবঙ্গ	২৯৩	২৪০	৪
১০	আসাম	২৭৪	১৮৩	৯
১১	মহীশূর	২৫৪	১৯৩	৮
১২	পাঞ্জাব	২৪২	১৫২	১২
১৩	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবী	২৩৩	১৫২	১৩
১৪	উড়িষ্যা	২১৭	১৫৮	১০
১৫	অন্ধ্র প্রদেশ	২১২	১৩১	১৪
১৬	ত্রিপুরা	২০২	১৫৫	১১
১৭	বিহার	১৮৪	১২২	১৫
১৮	নাগাল্যাণ্ড	১৭৯	১০৪	১৮
১৯	উত্তর প্রদেশ	১৭৬	১০৮	১৭
২০	হিমাচল প্রদেশ	১৭১	৭৭	২১
২১	মধ্যপ্রদেশ	১৭১	৯৮	১৯
২২	রাজস্থান	১৫২	৮৯	২০
২৩	সিকিম	১২৩	৭৩	২২
২৪	জম্মু ও কাশ্মীর	১১০	×	×
২৫	দাদরা ও নগরহাভেলি	৯৫	×	×
২৬	নেফা	৭২	×	×

ভারতের প্রধান ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা

(দশ লক্ষের সমষ্টিতে)		(দশ লক্ষের সমষ্টিতে)	
হিন্দী, উর্দু, হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী	১৪৯·৯	গুজরাটী	১৬·৩
তেলেগু	৩৩·০	কানাড়া	১৪·৫
মারাঠা	২৭·০	মালায়ালাম	১৩৪
তামিল	৫·২৬	উড়িয়া	১৩·২
বাংলা	২৫·১	আসামী	৫·০

ভারতীয় রাজ্যসমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা

১৯৬১সালের জনগণনা অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও শিখদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাজ্য	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান	হিন্দু	জৈন	মুসলমান	শিখ
অন্ধ্র প্রদেশ	৬,৭৫৩	১৪,২৮,৭২৯	৩,১৮,১৪,০২৫	৯,০১২	২৭,১৫,০২১	৮,৫৬৩
আসাম	৩৬,৫১৩	৭,৩৪,৫৫৩	৭৮,৮৪,৯২১	৯,৪৬৮	২৭,৬৫,৫০৯	৯,৬৮৬
বিহার	২,৮৮৫	৫,০২,১৯৫	৩,৯৩,৪৭,০৫০	১৭,৫৯৮	৫৭,৮৫,৬৩১	৪৪,৪১৩
গুজরাট	৩,১৮৫	৯১,০২৮	১,৮৩,৭৬,০৬১	৪,০৯,৭৫৪	১৭,৫৪,১০৩	৯,৬৪৬
জম্মু ও কাশ্মীর	৪৮,৩৬০	২,৮৪৮	১০,১৩,১৯৩	১,৪২৭	২৪,৩২,০৬৭	৬৩,০৬৯
কেরালা	২২৮	৩৫,৮৭,৩৬৫	১,০২,৮২,৫৮৮	২,৯৬৭	৩০,২৭,৬:৯	৮২২
মধ্যপ্রদেশ	১,১৩,৩৬৫	১,৮৮,৩১৪	৩,০৪,২৫,৭৯৮	২,৪৭,৯২৭	১৩,১৭,৬১৭	৬৫,৭১৫
মাদ্রাজ	৭৭৭	১৭,৬২,৯৫৪	৩,০২,৯৭,১১৫	২৮,৩৫০	১৫,৬০,৪০৪	২,৫৬৭
মহারাষ্ট্র	২৭,৮৯,৫০১	৫,৬০,৫৯৪	৩,২৫,৩০,৯০১	৪,৮৫,৬৭২	৩০,৩৪,৩৩২	৫৭,৬১৭
মহীশূর	৯,৭৭০	৪,৮৭,৫৮৭	২,০৫,৮২,৮৫৩	১,৭৪,৩৬৬	২৩,২৮,৩৭৬	৩,২৮৭
উড়িষ্যা	৪৫৪	২,০১,০১৭	১,৭১,২৩,১৯৪	২,২৯৫	২,১৫,৩১৯	৫,০৩০
পাঞ্জাব	১৪,৮৫৭	১,৪৯,৮৩৪	১,২৯,৩০,০৪৫	৪৮,৭৫৪	৩,৯৩,৩১৪	৬৭,৬৯,১২৯
রাজস্থান	৭৫৯	২২,৮৬৪	১,৮১,৩২,৬৯০	৪,৯০,৪১৭	১৩,১৪,৬.৩	২,৭৪,১৯৮
উত্তর প্রদেশ	১২,৮৯৩	১,০১,৬৪১	৬,২৭,৩৭,৩১৩	১,২২,১০৮	১,০৭,৮৮,০৮৯	২,৮৩,৭৩৭
পশ্চিমবঙ্গ	১,০৯,২০৫	২,০১,৮৫৪	২,৭৫,৪২,৭৯৪	২৬,৯৭৩	৬৯,৭১,২৮৭	৩৪,৩৪২
দিল্লী	৫,৪৬৬	২৯,২৬৯	২২,৩৪,৫৯৭	২৯.৫৯৫	১,৫৫,৪৫৩	২,০৩,৯১৬
নাগাল্যাণ্ড	৪২	১,৯৫,৫৮৮	৩৪,৬৭৭	২৬৩	৮৯১	২৫৫

গ্রাম, শহর এবং গ্রামবাসী ও শহরবাসীর সংখ্যা

ভারত/রাজ্য	গ্রামের সংখ্যা		মোট	মোট	মোট
	বসতিপূর্ণ	বসতিহীন	শহরের সংখ্যা	গ্রামবাসী	শহরবাসী
ভারত	৫,৬৭,১১৯	৫৪,৮৫১	২,৬৯০	৩৫,৯৭,৭২,১৬৫	৭,৮৮,৩৫,৯৩৯
আসাম	২৫,৭০২	১,৫৬৫	২৬	১,০৯,৫৯,৭৪৪	৯,১৩,০২৮
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৭,০৮৪	১,৯১৩	২২৩	২,৯৭,০৮,৯৩৯	৬২,৭৪,৫০৮
বিহার	৬৭,৬৬৫	১০,২৯৪	১৫৩	৪,২৫,৪১,৬৯০	৩৯,১৩,৯২০
গুজরাট	১৮,৫৮৪	৪৩৩	১৮১	১,৫৩,১৬,৭২৬	৫৩,১৬,৬২৪
জম্মু ও কাশ্মীর	৬,৫৫৯	১৬৭	৪৩	২৯,৬৭,৬৬১	৬,৯৩,৩১৫
কেরালা	১,৫৭৪	১	৯২	১,৪৩,৮৯,৫৭৪	২৫,৫৪,১৪১
মধ্যপ্রদেশ	৭০,৪১৪	৬,৪২৯	২১৯	২,৭৭,৪৫,১৭৪	৪৬,২৭,২৩৪
মাদ্রাজ	১৪,১২৪	৬১৫	৩৩৮	২,৪৬,৯৬,৪২৫	৮৯,৯০,৫২৮
মহারাষ্ট্র	৩৫,৮৫১	৩,০৫০	২৬৫	২,৮৩,৯১,১৫৭	১,১১,৬২,৫৬১
মহীশূর	২৬,৩৭৭	২,৯৭২	২৩০	১,৮৩,২০,২৭৯	৫২,৬৬,৪৯৩
উড়িষ্যা	৪৬,৪৬৬	৫,৬৫৯	৬২	১,৬৪,৩৯,১৯৬	১১,০৯,৬৫০
পাঞ্জাব	২১,২৬৯	১,৪৬৮	১৮৭	১,৬২,১৮,২১৭	৪০,৮৮,৫৯৫
রাজস্থান	৩২,২৪০	২,২৮৮	১৪৫	১,৬৮,৭৪,১২৪	৩২,৮১,৪৭৮
উত্তর প্রদেশ	১,১২,৬২৪	১২,৭২০	২৭৫	৬,৪২,৬৬,৫০৬	১৪,৭১,৮৯৫
পশ্চিমবঙ্গ	৩৮,৫৩০	৩,৫৯০	১৪৮	২,৬৩,৮৫,৪৩৭	৮৫,৪০,৮৪২
নাগাল্যাণ্ড	৮৪১	১৪	৩	৩,৫০,০৪৬	১৯,১৫৭

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩৯৯	১৩	১	৪৯,৪৭৩	১৪,০৭৫
দিল্লী	২৭৬	২৪	৩	২,৯৯,২০৩	২৩,৫৯,৪০৮
হিমাচল প্রদেশ	১০,৪৫৮	১,২৬৯	১৩	১২,৮৭,২১৬	৬৩,৯২৮
লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবী	১০	৯	×	২৪,১০৮	×
মণিপুর	১,৮৬৬	৪২	১	৭,১২,৩২০	৬৭,৭১৭
ত্রিপুরা	৪,৯৩২	৩৫৪	৬	১০,২৯,০০৮	১,০২,৯৯৭
দাদরা ও নগরহাভেলি	৭২	×	×	৫৭,৯৬৩	×
গোয়া-দমন-দিউ	×	×	×	×	×
নেফা	২,৪৫১	×	×	৩,৩৬,৫৫৮	×
পণ্ডিচেরী	৩৮৮	×	৫	২,৮০,০৮২	৮৮,৯৯৭
সিকিম	৪৫০	২	১	১,৫৫,৩৪১	৬,৮৪৮

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা

ভারত/রাজ্য	স্বাধীন কৃষক		কৃষি শ্রমিক	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ভারত	৬,৬৪,০৬,৭৬৫	৩,৩১,০৩,১৯৮	১,৭৩,১১,৪৭৪	১,৪১,৭০,৮৩১
অন্ধ্র প্রদেশ	৪৬,৫৪,২৬৪	২৮,৩,২৫৫৫	২৪,৫৪,৭৪১	২৮,৮১,৭৫৩
আসাম	২১,৮৯,৮৭৪	১১,৩৩,৬২৬	১,৫৮,১৭৯	২৯,২৩৭
বিহার	৬৯,২৬,০৫৭	৩৪,৩৫,৯১৪	২৫,৭৪,২০৯	১৮,৪৪,২৩৬
গুজরাট	২৮,১৬,৯৯৬	১৭,০২,০৬৪	৬,৭৯,২৬৭	৫,৭২,৭৩৩
জম্মু ও কাশ্মীর	৭,৯৮,৪৪৪	৩,৫৪,৯৫৯	১৬,৭৬৪	১,৬৫০
কেরালা	৯,০৪,৫০২	২,৭৩,৬০১	৫,১৬,৯১৪	৪,৬১,৪৮২
মধ্যপ্রদেশ	৫৯,৩২,৭৫৪	৪৬,৭৮,৭৫৪	১৩,৯৭,২৭৮	১৪,১৭,৯২২
মাদ্রাজ	৪২,৩০,০২৮	২২,২৭,৮০৫	১৪,৪৫,০৪১	১৩,৮৩,৩৩৩
মহারাষ্ট্র	৪৭,৪৪,৭৮১	৩৯,৯২,২৯৪	২১,১২,৬১৭	২৩,৯৭,৩৮৫
মহীশূর	৩৭,৫০,৬৮৫	২০,০৫,৯৭৯	৮,৮৬,০৭২	৮,৭৫,০৩৮
উড়িষ্যা	৩১,৮৫,১২৮	১১,৬৭,৮৮৪	৮,০৫,০০৯	৪,৯৮,৫০২
পাঞ্জাব	২৯,৮৯,৩৫৩	১০,০৭,৩৭৮	৪,৮৩,০১৩	৬০,৭৮২
রাজস্থান	৪২,০৫,০৬৭	২৮.৫০,০১২	২,৩০,১৯৩	১,৬৩,৪৩৮
উত্তর প্রদেশ	১,৪৩,০২,০৬২	৪১,২৬,৩৪১	২০,৩৫,৫৮৮	১২,২৫,৫৯০
পশ্চিমবঙ্গ	৩৮,৯১,৫৫১	৫,৬৭,২২৮	১৪,৪৬,৭২১	৩,২৪,৯৮৭
নাগাল্যাণ্ড	৯১,৭০২	১,০১,৭৮১	১,২১৪	১,২৮৭
ত্রিপুরা	১,৯৯,৩০৮	৮১,৫৭৩	২৯,৩০৭	৩,৬০৫
মণিপুর	১,৪১,১৮২	৯২,৯৯৬	১,১৮৬	৯৯৮
দিল্লী	৩৪,৬০৩	২০,৮৫৫	৫,১০১	২,২২৪
হিমাচল প্রদেশ	৩,৩৪,২৬৬	৩,৩৬,৩২৩	৭,৫৫৫	৩,৭৭৭
আন্দামান নিঃ দ্বীঃ	৫,২২৮	১,২২৭	৩৩৭	১১

পল্লীবাসী ও শহরবাসী (১৯২১-৬১)

মোট জনতার কত শতাংশ

বৎসর	পল্লীবাসী	শহরবাসী
১৯২১	৮৮·৮	১১·২
১৯৩১	৮৮·০	১২·০
১৯৪১	৮৬·১	১৩·৯
১৯৫১	৮২·৭	১৭·৩
১৯৬১	৮২·০	১৮·০

বিভিন্ন বয়সের লোকের শতকরা হার—১৯৬১

	বয়স	মোট লোকসংখ্যার শতকরা অংশ
শিশু	০—৪	১৫·১
বালক বালিকা	৫—১৪	২৬·০
যুবক যুবতী	১৫—২৪	১৬·৭
" "	২৫—৩৪	১৫·৪
মধ্যবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক	৩৫—৪৪	১১·০
" " "	৪৫—৫৪	৮·০
প্রবীণ লোক	৫৫—৬৪	৪·৮
" "	৬৫—৭৪	২·১
" "	৭৫ ও তদূর্ধ্বে	·৯

শতকরা হারে প্রধান সম্প্রদায় সমূহের লোকসংখ্যা

	১৯৫১		১৯৬১	
সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ	জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ
বৌদ্ধ	১,৮০,৮৩২	০·০৫	৩২,৫০,২২৭	০·৭৪
খৃষ্টান	৮৩,৯২,০৩৮	২·৩৫	১,০৭,২৬,৩৫০	২·৪৪
হিন্দু	৩০,৩৫,৭৫,৪৭৪	৮৪·৯৮	২৬,৬৫,০২,৮৭৮	৮৩·৫১
জৈন	১৬,১৮,৪০৬	০·৪৫	২০,২৭,২৬৭	০·৪৬
মুসলমান	৩,৫৪,১৪,২৮৪	৯·৯১	৪,৬৯,৩৯,৩৫৭	১০·৬৯
শিখ	৬২,১৯,১৩৪	১·৭৪	৭৮,৪৫,১৭০	১·৭৯
অন্যান্য	১৮,৪৮,২২৪	০·৫২	১৬,০৬,৯৬৪	০·৩৭
	৩৫,৭২,৪৮,৩৯২	১০০	৪৩,৮৮,৯৮,২৯৩	১০০

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য(১৯২১—১৯৬১)

বৃদ্ধি (+) হ্রাস (−)

১৯২১—৩১	+১১·০ শতাংশ হারে
১৯৩১—৪১	+১৪·১ " "
১৯৪১—৫১	+১৩·৩ " "
১৯৫১—৬১	+২১·৫ " "

লক্ষাধিক অধিবাসীপূর্ণ ভারতীয় নগরীসমূহ

অন্ধ্র প্রদেশ

	জনসংখ্যা (১৯৬১)
১। হায়দরাবাদ	১২,৫১,১১৯
২। বিজয়ওয়াদা	২,৩০,৩৯৭
৩। গুন্টুর	১,৮৭,১২২
৪। বিশাখাপত্তনম্	১,৮২,০০৪
৫। ওয়ারাঙ্গাল	১,৫৬,১০৬
৬। রাজামুন্দ্রী	১,৩০,০০২
৭। কাকিনাদ	১,২২,৮৬৫
৮। এলরু	১,০৮, ৩২১
৯। নেলোর	১,০৬,৭৭৭
১০। বন্দর	১,০১,৪১৭
১১। কুর্ণুল	১,০০,৮১৫

আসাম

১। শিলং (ক্যান্টনমেন্ট, নংথিমাই, মাওলাই সহ)	১,০২,৩৯৮
২। গৌহাটি	১,০০,৭০৭

বিহার

১। পাটনা	৩,৬৪,৫৯৪
২। জামসেদপুর	৩,২৮.০৪৪
৩। গয়া	১,৫১,১০২
৪। ভাগলপুর	১,৪৩,৮৫০
৫। রাঁচী	১,৪০,২৫৩
৬। মজঃফরপুর	১,০৯,০৪৮
৭। দ্বারভাঙ্গা	১,০৩,০১৬

গুজরাট

১। আহমেদাবাদ	১২,০৬,০০১
২। বরোদা	২,৯৮,৩৯৮
৩। সুরাট	২,৮৮,২০৬
৪। রাজকোট	১,৯৪,১৪৫
৫। ভবনগর	১,৭৬,৪৭৩
৬। জামনগর	১,৪৮,৫৭২

জম্মু ও কাশ্মীর

১। শ্রীনগর	২,৯৫,০৮৪
২। জম্মু	১,০২,৭৩৮

কেরালা

	জনসংখ্যা (১৯৬১)
১। ত্রিবান্দ্রাম	২,৩৯,৮১৫
২। কালিকট	১,৯২,৫২১
৩। আলেপ্পে	১,৩৮,৮৪০
৪। এর্ণাকুলাম	১,১৭,২৫৩

মধ্য প্রদেশ

১। ইন্দোর	৩,৯৪,৯৪১
২। গোয়ালিয়র	৩,০০,৫৮৭
৩। জব্বলপুর	২,৬৭,০১৪
৪। ভূপাল	২,২২,৯৪৮
৫। উজ্জয়িনী	১,৪৪,১৬১
৬। রায়পুর	১,৩৯,৭৯২
৭। দুর্গ	১,৩৩,১৩৯
৮। সাগর	১,০৪,৬৭৬

মাদ্রাজ

১। মাদ্রাজ	১৭,২৯,১৪১
২। মাদুরাই	৪,২৪,৮১০
৩। কৈম্বাটুর	২,৮৬,৩০৫
৪। তিরুচিরাপল্লী	২,৪৯,৮৬২
৫। সালেম	২,৪৯,১৪৫
৬। তুতিকোরিন	১,২৪,২৩০
৭। ভেলোর	১,১৩,৭৪২
৮। থাঞ্জাভুর	১,১১,০৯৯
৯। নাগেরকয়েল	১,০৯,২০৭

মহারাষ্ট্র

১। বৃহত্তর বোম্বাই	৪১,৫২,০৫৬
২। পুণা*	৫,৯৭,৫৬২
৩। নাগপুর	৬,৪৩,৩৫৯
৪। সোলাপুর	৩,৮৭,৫৮৩
৫। নাসিক	১,৩১,১০৩
৬। কোলাহ্‌পুর	১,৮৭,৪৪২
৭। অমরাবতী	১,৩৭,৮৭৫
৮। মালেগাঁও	১,২১,৪০৮
৯। আহমদনগর	১,১৯,০২০
১০। আকোলা	১,১৫,৭৬০
১১। উল্লাস নগর	১,০৭,৭৬০
১২। থানা*	১,০১,১০৭

*। কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকার লোকসংখ্যা।

মহীশূর

	জনসংখ্যা (১৯৬১)
১। ব্যাঙ্গালোর	৯,০৫,১৩৪
২। মহীশূর	২,৫৩,৮৬৫
৩। হুবলি*	১,৭১,৩২৬
৪। কোলার গোল্ড ফিল্ড	১,৪৬,৮১১
৫। ম্যাঙ্গালোর	১,৪২,৬৬৯
৬। বেলগাম*	১,২৭,৮৮৫

উড়িষ্যা

১। কটক	১,৪৬,৩০৮

পাঞ্জাব

১। অমৃতসর*	৩,৭৬,২৯৫
২। লুধিয়ানা	২,৪৪,০৩২
৩। জলন্ধর*	২,২২,৫৬৯
৪। পাতিয়ালা	১,২৫,২৩৪
৫। আম্বালা*	১,০৫,৫৪৩

রাজস্থান

১। জয়পুর	৪,০৩,৪৪৪
২। আজমীঢ়	২,৩১,২৪০
৩। যোধপুর	২,২৪,৭৬০
৪। বিকানীর	১,৫০,৬৩৪
৫। কোটা	১,২০,৩৪৫
৬। উদয়পুর	১,১১,১৩৯

উত্তর প্রদেশ

	জনসংখ্যা (১৯৬১)
১। কানপুর*	৮,৮১,১৭৭
২। লক্ষ্ণৌ*	৫,৯৫,৪৪০
৩। বারাণসী*	৪,৭১,২৫৮
৪। আগ্রা*	৪,৬২,০২০
৫। এলাহাবাদ*	৪,১১,৯৫৫
৬। মীরাট	২,০০,৪৭০
৭। বেরিলী*	২,৫৪,৪০৯
৮। মোরাদাবাদ*	১,৮০,১০০
৯। সাহারানপুর	১,৮৫,২১৩
১০। আলিগড়	১,৮৫,০২০
১১। গোরক্ষপুর	১,৮০,০৫৫
১২। ঝাঁসী*	১,৪০,২১৭
১৩। দেরাদুন*	১,২৬,৯১৮
১৪। রামপুর	১,৩৫,৪০৭
১৫। মথুরা*	১,১৬,৯৫৯
১৬। শাজাহানপুর*	১,১০,৪৩২
১৭। মির্জাপুর ও বিন্ধ্যাচল	১,০০,০৯৭

পশ্চিমবঙ্গ

১। কলিকাতা	২৯,২৪,২৮৯
২। হাওড়া	৫,১২,৫৯৮
৩। সাউথ-সুবার্বন	৩,৪১,৭১২
৪। ভাটপাড়া	১,৪০,৬৩০
৫। খড়্গপুর	১,৪৭,২৫৩
৬। কামারহাটি	১,২৫,৪৫৭
৭। দক্ষিণ দমদম	১,১১,২৮৪
৮। বর্ধমান	১,০৮,২২৪
৯। বরানগর	১,০৭,৮৫৭
১০। আসানসোল*	১,০৩,৪০৫
১১। বালি*	১,০১,১৫৯

দিল্লী

১। দিল্লী	২০,৬১,৭৫৮
২। নয়াদিল্লী	২,৬০,৫৪৫

* কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকার লোকসংখ্যা।

ভারতের কৃষি

কৃষি ভারতের আর্থিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। দেশের অগ্রগতি ও লোকের জীবনমান উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা সব দিক দিয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোক জীবনযাত্রার জন্য সাক্ষাৎভাবে চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। বাকী জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশকেও আয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কৃষির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। চা, চীনাবাদাম ও লাক্ষা উৎপাদনে জগতে ভারত সর্বাগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। পাট, ধান ও ইক্ষু উৎপাদনে জগতে এদেশের স্থান দ্বিতীয়। ভারতে অনেক শিল্পের প্রয়োজনীজ কাঁচা মাল কৃষি হইতে পাওয়া যায়। এদেশ হইতে বিদেশে যে পণ্য-রপ্তানি হয় তাহার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি হইতেই আসে। কৃষিজাত বাণিজ্য ফসল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পক্ষে ভারতের একটা বড় অবলম্বন।

১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষি উৎপাদন :

পূর্ববর্তী দুই বৎসর ব্যাপক খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হইবার পরে ১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষি পণ্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায়। ঐ বৎসর মোট ৯৫'৬ মিলিয়ান মেঃ টন কৃষি পণ্য উৎপাদন করা হইয়াছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালের মোট উৎপাদন অপেক্ষা ইহা ২১'৪ মিলিয়ান মেঃ টন বেশী। পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপিত হইয়াছিল ১৯৬৪-৬৫-সালে; ঐ বৎসর কৃষি পণ্য উৎপাদনের মোট পরিমান ছিল ৮৯ মিলিয়ান মেঃ টন। আলোচ্য বৎসরের উৎপাদন পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ রেকর্ডকে ম্লান করিয়া দেয়। ইহার ফলে খাদ্য শস্যের বাজারে আস্থার ভাব ফিরিয়া আসে এবং মূল্যমান একটা নির্দিষ্ট স্তরে বাঁধা থাকে। সরকার কর্তৃক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, চাষ আবাদের নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে কৃষকদের সাগ্রহ সহযোগিতা এবং অনুকূল আবহাওয়া—এই সকল জিনিসের যোগাযোগেই ১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষি উৎপাদন বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে গমের উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাকে 'বৈপ্লবিক' আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি করা হইবেনা। ১৯৬৭-৬৮ সালে গম উৎপাদনের মোট পরিমাণ ১৬'৬ মিলিয়ান মেঃ টন। পূর্ববর্তী বৎসরে গম উৎপাদন হইয়াছিল ১০'৯৫ মিলিয়ান মেঃ টন। গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ রেকর্ড হইল ১২'৩ মিলিয়ান মেঃ টন। ১৯৬৭-৬৮ সালের উৎপাদন উহা অপেক্ষা ৪'৩ মিলিয়ান মেঃ টন বেশী। আলোচ্য বর্ষে ভুট্টার উৎপাদনও সর্বোচ্চ—উহার পরিমাণ ৬'৩ মিলিয়ান মেঃ টন।

* ১ মিলিয়ান টন=১০ লক্ষ টন।

বিবিধ অর্থকারী কৃষি পণ্যের উৎপাদনও আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় তৈলবীজ ২৮%, পাট ১৯%, তুলা ১২% এবং আখ ৫% হারে বেশী উৎপন্ন হয়। পাটের উৎপাদন পূর্ববর্তী সকল রেকর্ডকে ছাড়াইয়া যায়। এই বৎসর মোট ৬'৪ মিলিয়ান বেল পাট উৎপন্ন হয়। প্রতি বেলের ওজন ১৮০ কেজি। নীচে গত কয়েক বৎসরের কৃষি উৎপাদনের একটি খতিয়ান দেওয়া হইল।

॥ খাদ্য শস্য উৎপাদনের খতিয়ান ॥

শস্য	পরিমাণ	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৪-৬৫
চাউল	মিলিয়ান মেঃ টন	৩৭'৯	৩০'৪	৩০'৭	৩৯'০
গম	,,	১৬'৬	১১'৪	১০'৪	১২'৩
অন্যান্য শস্য	,,	২৮'৯	২৪'১	২১'১	২৫'৩
মোট শস্য	মিলিয়ান মেঃ টন	৮৩'৪	৬৫'৯	৬২'২	৭৬'৬
ছোলা	মিলিয়ান মেঃ টন	৬'০	৩'৬	৪'২	৫'৮
অন্যান্য ডাল	,,	৬'২	৪'৭	৫'৬	৬'৬
মোট ডাল	,,	১২'২	৮'৩	৯'৮	১২'৪
মোট খাদ্যশস্য	মিলিয়ান মেঃ টন	৯৫'৬	৭৪'২	৭২'০	৮৯'০

॥ বাণিজ্য শস্য উৎপাদনের খতিয়ান ॥

পণ্য	পরিমাণ	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৪-৬৫
চীনাবাদাম	মিলিয়ান মেঃটন	৫'৮	৪'৪	৪'২	৫'৯
অন্যান্য প্রধান তৈলবীজ	,,	২'৪	২'০	২'১	২'৬
মোট তৈলবীজ	,,	৮'২	৬'৪	৬'৩	৮'৫
আখ	,,	১০'০	৯'৫	১২'১	১২'০
তুলা	মিলিয়ান বেল (১ বেল=১৮০ কেজি)	৫'৬	৫'০	৪'৮	৫'৭
পাট	,,	৬'৪	৫'৪	৪'৫	৬'০
মেস্তা	,,	১'১	১'২	১'৩	১'৯

॥ ১৯৬৮-৬৯ সালে কৃষি উৎপাদনের চিত্র ॥

১৯৬৮-৬৯ সালে বৃষ্টিপাতের অবস্থা পূর্ববর্তী বৎসরের ন্যায় ভাল ছিলনা। কোন কোন রাজ্যে স্বল্প বৃষ্টি এবং কোন কোন রাজ্যে অতি বৃষ্টির ফলে কৃষি কার্যের ক্ষতি হইয়াছে। বিভিন্ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া যে চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাতে মনে হয় অন্ধ্র প্রদেশ. রাজস্থান, গুজরাট এবং হরিয়াণাতে খরিফ শস্যের উৎপাদন কিছু হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার এবং মহারাষ্ট্রে উহার উৎপাদন কিছু বাড়িবে বলিয়া আশা করা হয়। অন্যান্য রাজ্যসমূহে খাদ্য শস্যের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ নগণ্য হইবে বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং ১৯৬৮-৬৯ সালে খাদ্য শস্যের উৎপাদন মোটামুটি পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের মতই হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আখের উৎপাদন ১৯৬৮-৬৯ সালে উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু পাট, মেস্তা, চীনাবাদাম, তুলা প্রভৃতি বাণিজ্য শস্যের উৎপাদন হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। ঐ সকল শস্যের চাষের জমি সঙ্কোচ করাই এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ।

॥ উৎপাদন সূচীর অগ্রগতি ॥

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কারিগরি প্রয়োগ সম্পর্কে কৃষকদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহারে, জমিতে সার প্রয়োগ এবং চারা সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা সমধিক আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৫-৬৬ হইতে ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে জল সেচের জন্য বৈদ্যুতিক ও ডিসেল পাম্পসেটের সংখ্যা ৯'৭৯ লক্ষ হইতে ১৪'২৪ লক্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ একই সময়ের মধ্যে বেসরকারী টিউবওয়েলের সংখ্যা ১'১৩ লক্ষ হইতে ১'৯৫ লক্ষ হইয়াছে। নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার ৫'৭৫ লক্ষ মেঃ টন হইতে বাড়িয়া ১০'৩৫ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়াইয়াছে। P_2O_2 সারের ব্যবহার ১'৩২ লক্ষ মেঃ টন হইতে ৩'৩৫ লক্ষ মেঃ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮৬৮-৬৯ সালে 'কৃষি উন্নয়ন সূচীর' সাহায্য বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ১২৭'১৮ কোটি টাকা প্রদান করার প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে রাজ্যসরকারদের মোট ১২৬'৪০ কোটি টাকা দিয়াছিলেন। এই অর্থ ছাড়াও সার, কীটারি ঔষধ, বীজ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকার সমূহকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দান করিতেছেন।

অধিক ফলনশীল বীজ বপন সূচী ঃ অধিক ফলনশীল বীজ বপনের কর্মসূচী ১৯৬৬ সালে প্রথম গ্রহণ করা হইয়াছিল। প্রথম বর্ষে আলোচ্য সূচীর আওতায় ১'৮৯ হেকটার* জমি চাষ করা হইয়াছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালের লক্ষ্য ছিল ৬'০৭ মিলিয়ান হেকটার। লক্ষ্য প্রায় পূর্ণ হইয়াছে বলা চলে, কারণ কার্যতঃ চাষ করা হইয়াছিল ৬'০৪ মিলিয়ান হেকটার জমি। বিভিন্ন রাজ্য হইতে এই সূচী অনুযায়ী উৎপাদনের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে গতানুগতিক প্রথার বীজ অপেক্ষা এই বীজের ফলন সত্যই অনেক বেশী। 'IR-8' শ্রেণীর বীজ হইতে প্রতি হেকটার জমিতে ধান উৎপন্ন হইয়াছে ১৩,৮৯৮ কেজি এবং 'China 1039' শ্রেণীর বীজ হইতে প্রতি হেক্টারে ধানের উৎপাদন ১২,৩৫০ কেজি।

অধিক ফলনশীল বীজ বপন সূচীর ফলাফল খুব সন্তোষজনক। এই সূচীর ফলে ভারত অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করিতে পারিবে, এখন এই বিশ্বাস ও আশা দৃঢ় হইয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই সূচী অনুযায়ী ৮'৫০ মিলিয়ান হেকটার জমি চাষ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

দুইফসলা চাষের সূচী ঃ নিবীড় চাষের লক্ষ্য হইল প্রতি হেক্টার জমিতে আরও বেশী ফলন এবং একই জমিতে বছরে একাধিক শস্যের চাষ। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩ মিলিয়ান হেকটার জমিতে এই সূচী অনুসারে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। বর্তমানে মোট সেচপ্রাপ্ত জমির প্রায় ২০% জমিতে বছরে একাধিক শস্য চাষ করা হইতেছে।

ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা ঃ কৃষি কার্যের উন্নতির পক্ষে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার গুরুত্ব সমধিক। চাষীরা ক্রমেই এই বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। বাঁধ, পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি প্রাচীন পন্থাগুলির উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সেচ ব্যবস্থার আধুনিক উপায়গুলিরও সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। ইহার প্রমাণ— ডিজেল ও ইলেকট্রিক পাম্প-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে দেশে উক্ত পাম্পের সংখ্যা ছিল ৯'৭৫ লক্ষ, ১৯৬৭-৬৮ সালে উহা বাড়িয়া হইয়াছে ১৪'২৪ লক্ষ। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই সংখ্যা ১৬'৭০ লক্ষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বেসরকারী টিউবওয়েল-এর সংখ্যা ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার; ১৯৬৭-৬৮ সালে উহা বাড়িয়া হইয়াছে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই সংখ্যা ২ লক্ষ ৭১ হাজারে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত

* ০'৪০৪৬৮ হেকটার=১ একর

হয়। সরকারী টিউবওয়েলের সংখ্যা ১৯৬৫-৬৬ সালে ১২ হাজার হইতে ১৯৬৭-৬৮ সালে ১৪ হাজারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৬৮-৬৯ সালে বিভিন্ন রাজ্যসরকার ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন তাহার মোট পরিমাণ ৯৫.৮১ কোটি টাকা।

এগ্রিকালচারাল রিফাইনান্সিং কর্পোরেশন ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাহায্য করিতেছেন। ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠান ১১২টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহাদের নির্মাণ ব্যয় বাবদ মোট ১১২.৬৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প প্রসারের ফলে যে সকল অতিরিক্ত জমি উপকৃত হইবে তাহার পরিমাণ ১.৪৬ মিলিয়ান হেকটার বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে ১.৩৭ মিলিয়ান হেকটার নূতন জমিতে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

পতিত জমি উদ্ধারঃ পতিত জমি উদ্ধার করিয়া কৃষিকার্যে নিয়োগের জন্যও সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে ০'৭৫ লক্ষ হেকটার পতিত জমি উদ্ধারের সূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল। এগ্রিকালচারাল রিফাইনান্সিং কর্পোরেশনের আর্থিক সাহায্যে এই সকল প্রকল্প কার্যে পরিণত করা হইতেছে। ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৫.২৫ লক্ষ হেকটার পতিত জমি উদ্ধারের কর্মসূচীর কাজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আশা করা যায় ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত মোট ১'২০ লক্ষ হেকটার জমি উদ্ধার করা হইয়াছে।

উন্নত বীজঃ অধিক ফলনশীল উন্নত বীজের ক্ষেত্রে দেশ এখন সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর; এমন কি সে ঐ শ্রেণীর বীজ বাহিরে রপ্তানী করিতেও সক্ষম। এই সম্পর্কে ন্যাশনাল সীড কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

'তরাই সীড ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট' সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহিত আলোচনা সফল হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৬,২০০ হেকটার জমিতে উন্নত বীজের চাষ করা হইবে। ইহার ফলে বার্ষিক ৫৬,০০০ টন বীজ উৎপন্ন হইবে।

রাসায়নিক সারঃ কৃষি কার্যে রাসায়নিক সারের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে বর্তমানে রাসায়নিক সারের উৎপাদন অনেক কম। বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার আমদানি করা হয়। গত কয়েক বৎসরে কৃষিকার্যে নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের হিসাব এইরূপ:—১৯৬৭-৬৮ সালে ১০.৩৫ লক্ষ টন, ১৯৬৬-৬৭ সালে ৭.৩৮ লক্ষ টন এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ৫.৭৫ টন। ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৪ লক্ষ টন নাইট্রোজেন

সার ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩.৬ লক্ষ টন এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ৫.৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে বিদেশ হইতে ১০.১০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতের কারখানাগুলিতেও যে নাইট্রোজেন সার উৎপন্ন হয় তাহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে সকলপ্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

কৃষি যন্ত্রপাতি ঃ কৃষি প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ যন্ত্রপাতির ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ট্র্যাক্টর-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়িয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতে কৃষিকর্মে নিয়োজিত ট্রাক্টর-এর সংখ্যা ছিল ৫৪,০০০। ১৯৬৭-৬৮ সালে ট্র্যাক্টরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮০,০০০। ১৯৬৮-৬৯ সালে ট্র্যাক্টরের সংখ্যা আরও বাড়িয়া ৯০,০০০ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতীয় ট্র্যাক্টর কারখানাগুলি যে পরিমাণ অর্ডার পাইয়াছে তাহা সরবরাহ করিতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে। সুতরাং ভারত সরকার ১৫,০০০ ট্র্যাক্টর ও ১,০৭৫ ক্রলার ট্র্যাক্টর আমদানী করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলের লাঙ্গলের ব্যবহারও বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকার ৪০০০ কলের লাঙ্গল আমদানী করিতেছেন।

নিবীড় চাষের কার্যসূচী : ১৯৬৭-৬৮ সালে ১৫টি নির্দিষ্ট জেলার ২৫,৬৩৯টি গ্রামের মোট ১৩ লক্ষ কৃষক পরিবারকে এই কার্যসূচীর আমলে আনা হইয়াছে। ঐ সকল জেলার মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৮৫.৫০ লক্ষ হেকটার (২১১.২৭ লক্ষ একর)। উহার মধ্যে ৩২ লক্ষ হেকটার (৭৯.০৭ লক্ষ একর) জমিতে নিবীড় চাষের কাজ চলিয়াছে। আলোচ্য কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতে ধানের ফলন ৬% হইতে ৫২% এবং গমের ফলন ১০% হইতে ৬০% বৃদ্ধি পাইয়াছে।

॥ দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ॥

১৯৬৮ সালে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি অনেক সহজ ছিল। ব্যাপক খরার ফলে দুই বৎসর কৃষি পণ্যের উৎপাদন গুরুতররূপে হ্রাস পাইয়াছিল, ফলে দেশ গুরুতর খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফলে চাউল গম প্রভৃতি প্রধান খাদ্যশস্য সহজলভ্য হয় এবং দেশবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। ঐ সকল পণ্যের মূল্যমান বহুলাংশে হ্রাস পায়, বাজারে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়া আসে।

॥ মূল্যমান ॥ ১৯৬৮ সালে খাদ্যশস্যের মূল্য নিম্নাভিমুখী ছিল। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে খাদ্যশস্যের দাম নামিতে থাকে। দামের এই নিম্নগতি ১৯৬৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। খাদ্যশস্যের সর্বভারতীয় পাইকারী দরের সূচক সংখ্যা ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে ছিল ২২৮ (১৯৫২-৫৩=১০০), ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ঐ সূচক সংখ্যা ২০২এ নামিয়া আসে। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল-জুলাই মাসে মূল্যমান মোটামুটি স্থির ছিল। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মূল্য কিছু বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ছিল ২১৪। অক্টোবর মাসে বাজারে খরিফ শস্যের নূতন আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে মূল্যমান আবার নিম্নাভিমুখী হয়। দামের এই নিম্নগতি অব্যাহত থাকায় ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে খাদ্যশস্যের পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ১৯২ এ নামিয়া আসে।

॥ খাদ্য শস্যের পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ॥

(১৯৫২-৫৩ সালের মূল্যমানকে ১০০ ধরিয়া)

মাস	১৯৬৪ সাল	১৯৬৫ সাল	১৯৬৬ সাল	১৯৬৭ সাল	১৯৬৮ সাল
জানুয়ারী	১১৯	১৪৫	১৫৪	১৮৭	২০৮
ফেব্রুয়ারী	১২২	১৪৩	১৫৬	১৯৫	২০৬
মার্চ	১২৩	১৪০	১৫৬	১৯৫	২০২
এপ্রিল	১২২	১৪০	১৫৮	১৯৩	২০৩
মে	১২৭	১৩৭	১৬১	১৯৬	২০৩
জুন	১৩৩	১৩৭	১৬৫	২০১	২০৬
জুলাই	১৩৭	১৪৪	১৬৯	২২৬	২০৬
আগষ্ট	১৪৪	১৫২	১৭০	২৩২	২০৯
সেপ্টেম্বর	১৫০	১৫১	১৬৯	২২৮	২১৪
অক্টোবর	১৪৯	১৪৮	১৭০	২২০	২১২
নভেম্বর	১৪১	১৫১	১৭৫	২০৯	২৬১
ডিসেম্বর	১৪২	১৫২	১৭৯	২০৬	১৯২
বার্ষিক গড়	১৩৪	১৪৫	১৬৫	২০৭	২০৫

॥ চাউল ॥ চাউলের সর্বভারতীয় পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে ২৩০ ছিল। উহা হ্রাস পাইয়া ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে হয় ২০০। তাহার পর হইতে উহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে আগষ্ট মাসে ২২২ হয়। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বাজারে নূতন শস্য আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে মুল্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং ডিসেম্বর মাসে (১৯৬৮) মুল্যমান ১৯১তে নামিয়া আসে।

॥ চাউলের পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ॥

(১৯৫২-৫৩ সালের মূল্য = ১০০)

মাস	১৯৬৪ সাল	১৯৬৫ সাল	১৯৬৬ সাল	১৯৬৭ সাল	১৯৬৮ সাল
জানুয়ারী	১২০	১২৭	১৫০	১৮০	২০০
ফেব্রুয়ারী	১২১	১২৮	১৫৫	১৮৫	২০৪
মার্চ	১২২	১২৮	১৫৬	১৮৩	২০৬
এপ্রিল	১২৫	১২৮	১৬১	১৮৫	২১২
মে	১৩১	১২৮	১৬৪	১৯২	২১৭
জুন	১৩৬	১২৮	১৬৭	২০৫	২২১
জুলাই	১৪০	১৩৩	১৭০	২১৬	২১৯
আগষ্ট	১৪৬	১৪২	১৭২	২৩০	২২২
সেপ্টেম্বর	১৪৬	১৪৩	১৭২	২২৭	২২০
অক্টোবর	১৪৪	১৪১	১৭১	২১৫	২১৯
নবেম্বর	১৩২	১৪৪	১৭৫	২০২	২০৩
ডিসেম্বর	১২৯	১৪৭	১৭৪	১৯৩	১৯১
বার্ষিক গড়	১৩৩	১৩৫	১৬৬	২০১	২১১

॥ গম ॥ নভেম্বর, ১৯৬৭ হইতে গমের মূল্যও হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মে মাসে গমের মূল্যের নিম্নাভিমুখী গতি আরও দ্রুত হয়, কারণ তখন বাজারে ১৯৬৭-৬৮ সালের নতুন গমের আমদানী শুরু হইয়াছে। জানুয়ারী (১৯৬৮) মাসে গমের পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ছিল ২১২ ; উহা মে মাসে ১৭২ এ নামিয়া আসে। সরকার কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে গম ক্রয়ের ফলে উহার মুল্যের আর অবনতি ঘটে নাই। জুলাই মাস হইতে গমের মূল্য আবার বাড়িতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মূল্যের সূচক সংখ্যা হয় ১৮৯।

॥ গমের পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ॥

(১৯৫২-৫৩ সালের মূল্য=১০০)

মাস	১৯৬৪ সাল	১৯৬৫ সাল	১৯৬৬ সাল	১৯৬৭ সাল	১৯৬৮ সাল
জানুয়ারী	১১২	১৫১	১৪১	১৭১	২১২
ফেব্রুয়ারী	১২১	১৪৮	১৩৯	১৮৯	২০২
মার্চ	১২০	১৪১	১৩৬	১৯১	১৯১
এপ্রিল	১১১	১৪০	১৩৫	১৮৩	১৮২
মে	১০৭	১৩০	১৩৮	১৮০	১৭২
জুন	১১২	১৩১	১৪২	১৯৬	১৭৩
জুলাই	১১৬	১৩৯	১৪৭	২১৮	১৭৫
আগষ্ট	১২৪	১৪৪	১৪৯	২১১	১৮১
সেপ্টেম্বর	১৩৫	১৪২	১৪৭	২১২	১৯২
অক্টোবর	১৩৫	১৩৮	১৫২	২১৭	১৯১
নবেম্বর	১৩৫	১৩৯	১৬১	২০৬	১৯০
ডিসেম্বর	১৪৫	১৩৯	১৭১	১৯৫	১৮৯
বার্ষিক গড়	১২৩	১৪০	১৪৬	১৯৮	১৮৮

॥ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ॥

১৯৬৭-৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ৯'০৭ লক্ষ মেট্রিক টন চাউল শস্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালে সংগ্রহ করা হইয়াছিল ৫'৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন। আলোচ্য বৎসরে রাজ্যসরকারদের জন্য চাউল সংগ্রহ করা হয় ২৩'৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। পূর্ববর্তী বৎসরে এই খাতে চাউল সংগৃহীত হইয়াছিল ১৮'৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

॥ খাদ্য রেশনিং ॥

খাদ্য শস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৬৮ সালে শিলিগুড়ি, কানপুর, দিল্লী, হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ হইতে রেশনিং ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়। বৃহত্তর কলিকাতা, মাদ্রাজ, কৈম্বাটুর, বিশাখাপত্তনম, বৃহত্তর বোম্বাই, পুনা, শোলাপুর,

নাগপুর, আসানসোল এবং দুর্গাপুরে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু খাদ্য-শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ২৫০০ গ্রাম করা হয়। কেরালা, গোয়া দমন দিউ এবং পণ্ডিচেরীতে রেশনিং বলবৎ থাকে। অন্যান্য অঞ্চলে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মারফতে খাদ্যশস্য বিলি করা হইতে থাকে। ১৯৬৮ সালের শেষে দেশে ন্যায্য মূল্যের দোকান ও রেশন দোকানের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৬ হাজার। ১৯৬৭ সালে এই সকল দোকানের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪২ হাজার। ১৯৬৮ সালের শেষে ২৫'৪ মিলিয়ান লোক পূর্ণ রেশনিং এবং ২৩৩'২ মিলিয়ান লোক আংশিক রেশনিং পাইতেছিল।

॥ খাদ্য আমদানী ॥

১৯৬৮ সালে ভারতে মোট ৫'৬৯ মিলিয়ান মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উহার মুল্য ৩৬১ কোটি টাকা। নিম্নে গত তিন বৎসরের খাদ্য আমদানীর খতিয়ান দেওয়া হইল।

		হাজার মেট্রিক টনের হিসাবে			
বৎসর	দেশ	গম ও ময়দা	চাউল	মাইলো	মোট
১৯৬৮	অষ্ট্রেলিয়া	২৩৩৮	...	..	২৩৩৮
	ব্রহ্মদেশ	...	১০৮'৭	...	১০৮'৭
	কাম্বোডিয়া	...	৬'৩	...	৬'৩
	কানাডা	৬৩০'২	...	...	৬৩০'২
	ফিলিপাইনস্	...	১৮'৮	...	১৮'৮
	থাইল্যাণ্ড	...	২৩০'১	...	২৩০'১
	সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	...	৮২'৪	...	৮২'৪
	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৩৯০১'৪	...	৪৮১'৯	৪৩৮৩৩
	মোট আমদানী	৪৭৬৫'৪	৪৪৬'৩	৪৮১'৯	৫৬৯৩'৬
১৯৬৭	মোট আমদানী	৬৪০০'১	৪৫২'৭	১৮১৮'৮	৮৬৭১'৬
১৯৬৬	মোট আমদানী	৭৮৩২'৯	৭৮৬'৬	১৭৩৮'৭	১০,৩৫৮'৩

জাহাজ ও ভাড়াঃ ১৯৬৮ সালে ভারতে খাদ্য শস্য আমদানী করার জন্য, মোট ৫২৬ খানি জাহাজ ভাড়া করা হইয়াছিল। ভাড়া বাবদ ৭৪'৭৭ কোটি টাকা দিতে হইয়াছিল।

ভারতের জাতীয় আয়

সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী বিবরণী হইতে জানা যায় যে, চলতি মূল্য অনুসারে ভারতের জাতীয় আয় ১৯৬৫-৬৬ সালে ২১,৭৭১ কোটি টাকা, ১৯৬৬-৬৭ সালে ২৪,৯৯৯ কোটি টাকা এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ২৯,৩৪২ কোটি টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত তিন বৎসরের জাতীয় আয় দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬,০৩৭ কোটি টাকা, ১৬,২৪৭ কোটি টাকা এবং ১৭,৬৩২ কোটি টাকা। চলতি মূল্য অনুসারে আলোচ্য তিন বৎসরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪২০·০ টাকা, ৪৭১·২ টাকা এবং ৫৪২·৩ টাকা। ১৯৬০-৬১ সালের মূল্য অনুসারে ঐ তিনবৎসরে মাথা পিছু আয় ৩০৭·০ টাকা, ৩০২·৯ টাকা এবং ৩২১·৯ টাকা। নীচের ছক হইতে বিগত কয়েক বৎসরের জাতীয় আয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি জানা যাইবে।

জাতীয় আয়ের পরিমাণ

বৎসর	চলতিমূল্য অনুসারে মোট আয় (কোটি টাকা)	চলতিমূল্য অনুসারে মাথাপিছু আয় (টাকা)	১৯৬০-৬১ সালের মূল্য অনুসারে মোট আয় (কোটি টাকা)	১৯৬০-৬১ সালের মূল্য অনুসারে মাথাপিছু আয় (টাকা)
১৯৬০-৬১	১৪০১০	৩০৫·০	১৪০১০	৩০৫·০
১৯৬১-৬২	১৪৮৭৯	৩১৬·০	১৪৫৮২	৩০৯·৯
১৯৬২-৬৩	১৫৮৩২	৩২৭·০	১৪৯৫০	৩০৮·৭
১৯৬৩-৬৪	১৮১১৪	৩৬৬·৯	১৫৭৯২	৩১৮·৯
১৯৬৪-৬৫	২১১৯৬	৪২০·২	১৬৯১৯	৩৩৩·৫
১৯৬৫-৬৬*	২১৭৭১	৪২০·০	১৬০৩৭	৩০৭·০
১৯৬৬-৬৭*	২৪৯৯৯	৪৭১·২	১৬২৪৭	৩০২·৯
১৯৬৭-৬৮*	২৯৩৪২	৫৪২·৩	১৭৬৩২	৩২১·৯

উপরের ছক হইতে দেখা যায় যে ১৯৬৭-৬৮ সালে জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্য রূপে (১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান অনুসারে) বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বৃদ্ধির হার ছিল ৮·৭%।

* হিসাব চূড়ান্ত নাই।

কৃষিকার্যে উৎপাদন বৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ। পূর্ববর্তী বৎসরে অভূতপূর্ব খরার ফলে কৃষি উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হইয়াছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষি হইতে ১৯% আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে শিল্প হইতে আয় বৃদ্ধির পরিমাণ অতি সামান্য। শিল্প ক্ষেত্রে যে মন্দা চলিতেছিল ইহা তাহারই ফল। সরকারী শিল্প কারখানা সমূহে ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদনের আর্থিক পরিমাণ ছিল ১৪৪৪ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৩০৪৬ কোটি টাকা।

প্রধান উৎসগুলি হইতে জাতীয় আয়ের আনুপাতিক হার

(১৯৬০-৬১ মূল্যের ভিত্তিতে)

উৎস	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮
	%	%	%	%
কৃষি, বন ও মৎস্য	৫১.১	৪২.৬	৪২.১	৪৫.৬
খনি, শিল্প, পূর্ত ও বিদ্যুৎ	২০.২	২৪.২	২৪.১	২২.৪
পরিবহণ, যোগাযোগ বাণিজ্য, ষ্টোরেজ	১৪.২	১৬.৫	১৬.৬	১৫.৮
ব্যাঙ্ক, বীমা, ভূসম্পত্তি, বাসগৃহের মালিকানা সরকারী প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য চাকুরী	১৫.০	১৭.৭	১৮.৩	১৭.২

সেচ-ব্যবস্থা

ভারতের মোট জলসম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১৬,৭২,৫৯৯ লক্ষ ঘন (কিউবিক) মিটার। এই জলসম্পদের ৫,৫৫,০৬৬ লক্ষ ঘন মিটার জল সেচকার্যের জন্য কাজে লাগান যাইতে পারে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯৩,৭৪৪ লক্ষ ঘন মিটার অর্থাৎ, ব্যবহারযোগ্য জলের শতকরা ১৭ ভাগ কিংবা মোট বার্ষিক জল-প্রবাহের ৫.৬ শতাংশ ব্যবহার করা হইত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে সেচকার্যে প্রযুক্ত জলের পরিমাণ ১,৪৮,০১৮ লক্ষ ঘন মিটারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা মোট ব্যবহার-উপযোগী জলের প্রায় ২৭ শতাংশ এবং বার্ষিক মোট জলপ্রবাহের প্রায় ৮.৯ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ছোট, মাঝারি ও বড় সেচ প্রকল্পের সাহায্যে ১৮,৫০০ কোটি কিউবিক মিটার বা ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের শতকরা ৩৩ ভাগ সেচকার্যে ব্যবহার করা হয়।

ভারতে আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৩৯ কোটি একর। উহার মধ্যে মাত্র ৯ কোটি ১০ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে সেচের সুবিধা আছে। সুতরাং কৃষির উন্নতির জন্য সেচ কার্য্যের প্রসার অপরিহার্য্য। এই কারণেই ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় পাঁচশত সেচ প্রকল্প অনুমোদন করা হইয়াছিল। এই সকল প্রকল্প সম্পূর্ণ হইলে উহার ফলে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি সেচের সুবিধা লাভ করিবে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২ কোটি ১০ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি সেচের সুবিধা লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচ কার্য্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছিল নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল :—

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	....	৩০০ কোটি টাকা
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	....	৩৮০ কোটি টাকা
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	....	৫৭২ কোটি টাকা

প্রথম তিনটি পরিকল্পনার আমলে কি পরিমাণ জমিতে সেচ কার্য্য প্রসারিত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

সেচ সেবিত জমির পরিমাণ (লক্ষ হেকটার* হিসাবে)

বৎসর	বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্প	ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প	মোট
১৯৫০-৫১	৯৬.৬৪	১১৯.৩৯	২১৬.০৩
১৯৫৫-৫৬	১০৯.২৮	১২৬.৬৭	২৩৫.৯৫
১৯৬০-৬১	১৩০.০৮	১৫৭.৮৩	২৮৭.৯১
১৯৬৫-৬৬	১৫৭.২০	১৯২.২৩	৩৪৯.৪৩

॥ সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহ ॥

সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ইরিগেশন অ্যাণ্ড পাওয়ার ঃ ১৯২৭ সালে স্থাপিত ; দেশে সেচ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। ইহাছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত ২১টি গবেষণাকেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও ইহার কাজ।

সেণ্ট্রাল ওয়াটার অ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশন ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচকার্য ও নৌ-চলাচলের উদ্দেশ্যে দেশের জলসম্পদ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রকল্পসমূহ কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের সহিত তাহাকে প্রয়োজনীয় আলোচনা করিতে হয়। ইহাছাড়া দেশে তাপ-বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের দায়িত্বও এই প্রতিষ্ঠানের।

পরিকল্পনা কমিশন সেণ্ট্রাল ওয়াটার অ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশনের প্রতিনিধি লইয়া যে কারিগরি কমিটি গঠন করিয়াছেন তাহা দেশের জলসম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের কাজে নিযুক্ত আছে।

সেচ ও বহুমুখী পরিকল্পনাসমূহ

পর পর ৩টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে দেশে অনেকগুলি সেচ-পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

॥ ভাক্‌রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা ॥ ভারতে সর্বার্থসাধক নদী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম। ইহার জন্য আনুমানিক ১৭৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি পাঞ্জাব, রাজস্থান ও হরিয়াণা রাজ্য সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিচালিত। পাঞ্জাবে পর্বত হইতে শতদ্রু নদীর সমভূমিতে প্রবেশের মুখে

* ০.৪০৪৬৮ হেকটার = ১ একর।

ভাক্রা নামক স্থানে একটি বিশাল বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। উক্ত নদীর ৮ মাইল ভাটিতে নাঙ্গলে আরও একটি বিরাট বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। ভাক্রা-নাঙ্গল বাঁধের উচ্চতা ৭৪০ ফুট। এই পরিকল্পনা হইতে যে সকল খাল খনন করা হইয়াছে তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য ৬৫২ মাইল। ১৯৪৮ সালে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা সমাপ্ত হয়। এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাব ও রাজস্থানে প্রায় ৬০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। ভাক্রা, গাঙ্গুয়াল ও কোটলাতে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে; উহাদের সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ হইল ৬,০২,০০০ কিলোওয়াট। ভাক্রার দক্ষিণ তীরে পৃথক প্রকল্প হিসাবে ৫৯'৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হইতেছে। শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে আরও একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহার জন্য আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ২৬ কোটি টাকা এবং উহাতে ৫টি উৎপাদন যন্ত্র থাকিবে; প্রত্যেকটি হইবে ১২০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন।

॥ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা ॥ এই পরিকল্পনা অনুসারে তিলাইয়া (১৯৫৩), কোনার (১৯৫৫), মাইথন (১৯৫৭) ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ে (১৯৫৬) চারিটি বৃহৎ জলাধার নির্মিত হইয়াছে এবং কোনার ব্যতীত অপর তিনটি স্থানে তিনটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে; উহাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১,০৪,০০০ কিলোওয়াট। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরাতে মোট ৬,২৫,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি ১'২৫ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন আরও দুইটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র দামোদর পরিকল্পনার অধীনে নির্মিত হইতেছে। ফলে দামোদর পরিকল্পনার মোট বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ৯'৭ লক্ষ কিলোওয়াট। সেচকার্যে জল সরবরাহ করার জন্য দুর্গাপুরে ২,২৭১ ফিট দীর্ঘ ও ৩৮ ফিট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। উহার নির্মাণ কার্য ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে শেষ হয়। এই বাঁধ হইতে বিভিন্ন খালের মাধ্যমে ৯'৭৩ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সঞ্চালন করা হয়। রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কলিকাতা ও দুর্গাপুরের মধ্যে একটি ৮৫ মাইল দীর্ঘ নৌবহ খাল খনন করা হইয়াছে এবং উহা ১৯৬৩ সালে চালু করা হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহ আংশিকভাবে দুর্গাপুর হইতে মিটান হয়। তিলাইয়া বাঁধ ১৯৫৩ সালে, কোনার বাঁধ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে এবং মাইথন বাঁধ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সালে সমাপ্ত হয়। চন্দ্রপুরাতে ১৪০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন আরও একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হইতেছে।

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই মুখ্যতঃ দামোদর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে উহাকে একটি সর্বার্থসাধক পরিকল্পনায় রূপান্তরিত করিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও সেচকার্যে জল সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার জন্য ১০০ কোটি টাকার অধিক ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা পরিচালনার ভার 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন'-এর উপর ন্যস্ত।

॥ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। ইহা মুখ্যতঃ একটি সেচ-পরিকল্পনা হইলেও ইহার সহিত ৪০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাযুক্ত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও নির্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্র হইতে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সিউড়ির নিকট নির্মিত তিলপাড়া বাঁধের কাজ ১৯৫১ সালে সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৯৫৫ সালে ১৫৫ ফিট উচ্চ ও ২১৭০ ফিট দীর্ঘ মাসাঞ্জোর বাঁধ (বর্তমানে কানাডা বাঁধ নামে পরিচিত) নির্মিত হয়। এই পরিকল্পনার ফলে বার্ষিক ৬·৫ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হয়।

॥ হীরাকুণ্ড বাঁধ পরিকল্পনা ॥ হীরাকুণ্ড বাঁধ পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ; ইহা ১৫,৭৪৮ ফিট দীর্ঘ। উড়িষ্যার মহানদীর উপর ইহা নির্মিত হইয়াছে। মহানদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উহার স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। হীরাকুণ্ড বাঁধ প্রকল্প কার্যতঃ ২টি পর্যায়ে বিভক্ত। এই পরিকল্পনা হইতে উড়িষ্যায় সম্বলপুর ও বলাঙ্গির জেলার ৫·৭ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে। বাঁধের নিকট একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে. উহার উৎপাদন ক্ষমতা ১,২৩,০০০ কিলোওয়াট। উহা হইতে হীরাকুণ্ড, রাজগঙ্গাপুর, রুরকেল্লা, ব্রজরাজ-নগর ও আরও কতিপয় স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং পুরী, সম্বলপুর ও কটক সহ উড়িষ্যার কয়েকটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। প্রধান খালগুলি ও শাখাসমূহসহ সম্পূর্ণ সেচব্যবস্থা প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। উহার জন্য ব্যয় হইয়াছে ৬৫·৫৬ কোটি টাকা। উড়িষ্যা সরকার ১ম পর্যায়ের অঙ্গ হিসাবে ৩৪·৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে-'মহানদী বদ্বীপ সেচ প্রকল্প'-এর কাজ করিতেছেন। মহানদী বদ্বীপ সেচ প্রকল্প-এর কাজ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সমাপ্ত হইবে। ইহা শেষ হইলে পুরী ও কটক জেলার সুবিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজও মোটামুটি সমাপ্ত হইয়াছে। উহার জন্য ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৪·৯৬ কোটি টাকা। ২য় পর্যায়ে চিপলিমা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৩টি বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র এবং হীরাকুণ্ড বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে ২টি বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে।

॥ রাজস্থান খাল পরিকল্পনা ॥ শতদ্রু নদীর হারিকে বাঁধের মুখ হইতে একটি খাল খনন করিয়া উহাকে এই দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইবে: (১) রাজস্থান ফিডার—১৩৪ মাইল দীর্ঘ ; এই খালের প্রথম ১১০ মাইল পাঞ্জাবে অবস্থিত। (২) রাজস্থান খাল—ইহা ২৯১ মাইল দীর্ঘ এবং ইহা সম্পূর্ণ ভাবে রাজস্থানে অবস্থিত। এই পরিকল্পনার দ্বারা রাজস্থানের ২৬'২০ লক্ষ একর কৃষি ভূমিতে সেচের জল সরবরাহ করা যাইবে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ১৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা দুইটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে কার্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ রাজস্থান ফিডার ও রাজস্থান খালের প্রথম .২২ মাইল লইয়া প্রথম পর্যায় গঠিত—ইহার কার্য ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে শেষ হইবে। খালের অবশিষ্টাংশ ও জল চালনার শাখা-প্রশাখা নির্মাণের কাজ ১৯৭৫-৭৬ সালে শেষ হইবে—উহাই দ্বিতীয় পর্যায়।

॥ তুঙ্গভদ্রা নদী পরিকল্পনা ॥ অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ও মহীশূর সরকার যুগ্মভাবে এই পরিকল্পনার কাজ করিতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে মল্লপুরমে তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর ৫৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬২ ফিট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইবে এবং উহার বাম পার্শ্বে ১২৭ মাইল দীর্ঘ একটি খাল ও ডান পার্শ্বে ২১৭ মাইল দীর্ঘ এবং আরও একটি ১২২ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করা হইবে। খালগুলির পাড়ে ৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে এবং আরও একটি পরে নির্মিত হইবে। বাঁধ নির্মাণের কার্য ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে শুরু করা হয়। এই পরিকল্পনার ফলে অন্ধ্র ও মহীশূরের প্রায় ৪'৩ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে। এই পরিকল্পনার অনেক কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হইয়াছে।

॥ কোশী নদী পরিকল্পনা ॥ কোশী নদীর উপর ৩৭৭০ ফিট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে এবং উহার উপর রেল ও পায়ে চলার ব্যবস্থামূলক সেতু থাকিবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বিহার ও নেপালের ৩১ লক্ষাধিক একর জমিতে সেচ প্রদান। ইহার জন্য আনুমানিক ৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ২০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইবে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপন্ন বিদ্যুতের অর্ধেক নেপালে এবং বাকী অর্ধেক বিহারে সরবরাহ করা হইবে। নেপালের ৮০০০ বর্গমাইল স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণের কাজ ১৯৫৯ সালে সমাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রধান বাঁধ এবং পদযাত্রীদের জন্য সেতু নির্মাণের কাজও শেষ হইয়াছে।

॥ চম্বল পরিকল্পনা ॥ মধ্যপ্রদেশ সরকার ও রাজস্থান সরকারের যুগ্মপ্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইতেছে। ইহা একটি বৃহৎ ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা এবং ইহা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। ইতিমধ্যে কোটা বাঁধ, গান্ধীসাগর জলাধার ও গান্ধীসাগর বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে এবং পরিকল্পনার অন্যান্য অংশের কাজ চলিতেছে। খালসমূহের মাধ্যমে উভয় রাজ্যের ১১ লক্ষ একর জমিতে সেচ প্রদান করা যাইবে এবং ৩৮৬ মেগাওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে।

॥ নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা ॥ অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এই পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ হইতে ১০০ মাইল দূরে কৃষ্ণা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে এবং উহার দক্ষিণ পাড়ে একটি ১৩৫ মাইল দীর্ঘ ও বাম পাড়ে একটি ১০৮ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করা হইবে। ইহার ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রায় ২০.৬ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে। বাঁধ ও খালের কার্য ১৯৬৯ সালে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সংশোধিত হিসাবে এই পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় ১৬০ কোটি টাকা।

॥ গণ্ডক পরিকল্পনা ॥ বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবে, কিন্তু নেপালের স্বার্থও এই পরিকল্পনার সহিত যুক্ত। সুতরাং এই সম্পর্কে নেপাল সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে ১৯৫৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভৈসালোতান নামক স্থানে গণ্ডক নদীর উপর ২৭৪৯ ফিট দীর্ঘ একটি বাঁধ নিমিত হইবে। উহাতে রেল ও পায়ে চলার ব্যবস্থা সমন্বিত সেতু থাকিবে। জল সরবরাহের জন্য খালসমূহ খনন করা হইবে এবং নেপালের ভিতর পশ্চিমে অবস্থিত খালের পাড়ে ১৫০০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও নির্মিত হইবে। পরবর্তীকালে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে উপহারস্বরূপ নেপালকে দান করা হইবে। এই পরিকল্পনা নেপাল ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করিবে ও ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ১৩৭.২১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

॥ ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা ॥ এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করা। সুতরাং ইহা 'কলিকাতা বন্দর রক্ষা পরিকল্পনা' নামেও পরিচিত। কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করিতে হইলে হুগলী নদীতে উজান' হইতে আরও জলস্রোত সঞ্চালিত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে ফরাক্কার নিকট গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া হুগলী নদীতে অধিক জলধারা সরবরাহ করা হইবে। এই বাঁধের উপর রেল ও পায়ে চলার ব্যবস্থাযুক্ত একটি

সেতু নির্মিত হইবে। ফরাক্কা ব্যতীত জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথী নদীর উপরও একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। এই পরিকল্পনার বরাদ্দ ব্যয় ৬৮·৫৯ কোটি টাকা। এই বাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলিতেছে।

॥ বিপাশা প্রকল্প ॥ এই প্রকল্পটি পাঞ্জাব, হরিয়াণা ও রাজস্থান সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এই প্রকল্পটি দুইভাগে বিভক্ত—(১) বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও (২) পোং-এ বিপাশা বাঁধ নির্মাণ। প্রথমভাগের কাজটি অর্থাৎ বিপাশা ও শতদ্রু নদীর সংযোগের কাজটি করিতে ১১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যে এই কাজটি সম্পূর্ণ হইবে। দ্বিতীয় ভাগের কাজ অর্থাৎ পোং-এ বিপাশা বাঁধ নির্মাণ করিতে ১৩০ কোটি টাকা খরচ পড়িবে। বিপাশা বাঁধ নির্মাণের কাজটি মুখ্যতঃ সেচ পরিকল্পনার অন্তর্গত হইলেও এখানে ২৪০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

পরম্বিকুলন আলিইয়ার প্রকল্প ঃ মাদ্রাজ ও কেরালা রাজ্যের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই বাঁধের কাজটি চলিতেছে। ইহার জন্য ব্যয় হইবে ৩৭·৮১ কোটি টাকা। এই কাজ সম্পূর্ণ হইলে ২,৪২,৮২০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং ১১৫ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী ক্রেডিট

ভারতে কার্যরত ব্যাঙ্কগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা চলে :—

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

(২) ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত (সিডিউল্ড) অন্যান্য ব্যাঙ্ক সমূহ।

(৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা বহির্ভূত (ননসিডিউল্ড) ব্যাঙ্ক সমূহ।

(৪) বৈদেশিক ব্যাঙ্কসমূহ (যাহাদের রেজিষ্টার্ড অফিস ভারতের বাহিরে অবস্থিত)।

(৫) বিবিধ সমবায় (কো-অপারেটিভ) ব্যাঙ্ক।

বর্তমানে (মার্চ, ১৯৬৯) মোট ৮৭টি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। উহাদের মধ্যে সবগুলিই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক) নহে। কেবলমাত্র শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দাদন ও লেনদেনকারী সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক-এর সংখ্যা ৭৩টি। আলোচ্য ৭৩টি সিডিউল্ড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক-এর মধ্যে ৫৮টি ভারতীয় ব্যাঙ্ক এবং অবশিষ্ট ১৫টি বিদেশী ব্যাঙ্ক। ১৯৬৮-৬৯ সাল ভারতে কার্য্যরত ব্যাঙ্কগুলির আমানত উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে সমুদয় সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক (৮৭)-এর চলতি আমানতের পরিমাণ—২২২৫৮৭ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ—২৫৭৫৭৭ লক্ষ টাকা। এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে এই ব্যাঙ্কগুলির আমানত ছিল এইরূপ :—চলতি আমানত—২১২১৩২ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদী আমানত—২১৫৩৮১।

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের শেষে ভারতের কার্যরত বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

ভারতীয় সিডিউল্ড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ঃ ব্যাঙ্কের সংখ্যা—৫৮। চলতি আমানত —১,৯৮৩,১২ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদী আমানত—২,১৮০,০০ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ—৮৩,৯৮ লক্ষ টাকা। ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ—৫৮,২৩ লক্ষ টাকা। রোক টাকা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা—২৫০,১১ লক্ষ টাকা। সরকারী ঋণপত্রে বিনিযুক্ত—৯৫৫,৪৫ লক্ষ টাকা। দাদন ইত্যাদি —২,৪৫০,৯২ লক্ষ টাকা।

বিদেশী সিডিউল্ড ব্যাঙ্কঃ ব্যাঙ্কের সংখ্যা—১৫। চলতি আমানত—১৮২,৭৩ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদা আমানত—২৯৫,২৯ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ—২১,৬৭ লক্ষ টাকা। ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ—৮,৩৪ লক্ষ টাকা। রোক টাকা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা—১৯,১৪ লক্ষ টাকা। সরকারী ঋণ পত্রে বিনিযুক্ত—১১১,৬৭ লক্ষ টাকা। দাদন ইত্যাদি—৩২৩,৪৭ লক্ষ টাকা।

ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কঃ উল্লেখযোগ্য যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর সহিত একাউন্ট আছে এরূপ ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৪টি। ঐ ২৪টি ব্যাঙ্ক সম্পর্কেই এই পর্যালোচনা করা হইয়াছে। চলতি আমানত—৭০,৭৯ লক্ষ টাকা, মেয়াদী আমানত—১০৭,৫১ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ—২৪৫,১৩ লক্ষ টাকা। ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কে ঋণ—৩৫,৪৮ লক্ষ টাকা। রোক টাকা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জমা—৮,১৪ লক্ষ টাকা। সরকারী ঋণ পত্রে বিনিযুক্ত—৪৫,০০ লক্ষ টাকা। দাদন ইত্যাদি—১০৫,৫২ লক্ষ টাকা।

ননসিডিউল্ড ব্যাঙ্কঃ ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১৭টি। উহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ৮৩ লক্ষ টাকা, মজুদ তহবিল ৮৮ লক্ষ টাকা, মোট আমানত ২৬,৬১ লক্ষ টাকা এবং রোক টাকা ১৮৬ লক্ষ টাকা।

॥ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ॥

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ য্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পুরোধা ও মুদ্রা-ব্যবস্থার নিয়ামক। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে একটি বেসরকারী অংশীদারী ব্যাঙ্ক হিসাবে উহার কাজ শুরু হয়। পরে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস হইতে উহাকে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটি সাংগঠনিক বিভাগ রহিয়াছে। একটি 'ইস্যু' বা নোট প্রচলন বিভাগ, অপরটি 'ব্যাঙ্কিং' বিভাগ। 'ইস্যু' বিভাগ হইতে বাজারে নোট ছাড়া হয়। নোটের জামিন স্বরূপ উপযুক্ত সম্পত্তি রক্ষিত হয়। 'ব্যাঙ্কিং' বিভাগ সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে এবং বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যাবতীয় প্রয়োজনীয় লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ড ও একজন গবর্ণর

রহিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল কাজগুলি হইল :—(১) নোট প্রচলন, এ বিষয়ে ঐ ব্যাঙ্কেরই একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে। (২) ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্কার হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ করা। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে উহাদের চলতি অমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থির আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়। (৩) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের ব্যাঙ্কিং-এর কাজ পরিচালনা করা। (৪) টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষা করা; ১৯৪৭ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হইবার পর হইতে উক্ত অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী একাজ করা হয়। (৫) অর্থনৈতিক তথ্যাদি প্রকাশ। ব্যাঙ্কিং কারেন্সী ও সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণীও প্রকাশ করা হয়। (৬) কৃষি-ঋণ সম্প্রসারণে সহায়তা করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি বিভাগের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

নোট প্রচলন : নোট প্রচলন ও মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ। টাকা ও মূলধনের অভাবে যাহাতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবিধ কার্যধারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, আবার টাকা ও ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের ছড়াছড়ির ফলে যাহাতে মুদ্রাস্ফীতির কুফল না ঘটে সেইসব দিকে সতর্ক নজর রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। সবদিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া সুসংহত অগ্রগতির পথে জাতীয় অর্থনীতিকে নিয়মিত করাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বড় কাজ। নভেম্বর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত সময় ব্যবসাগত কাজ কারবারের বড় মরশুম। তারপর বৎসরের বাকী সময়ে অপেক্ষাকৃত স্তিমিতভাবে কাজ কারবার চলিয়া থাকে। কর্মবহুল সময়ে মুদ্রা ও ক্রেডিট (ধার) দুইয়েরই ব্যবহার বাড়িয়া যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথাসঙ্গত পরিমাণ যে সুযোগ প্রসারিত করিয়া থাকে। পরে যখন কাজ কারবারে অপেক্ষাকৃত ভাঁটা দেখা দেয় তখন অর্থের যোগান কমাইয়া দিবার ব্যবস্থাও ঐ ব্যাঙ্ককে করিতে হয়। ১৯৩৪ সালের কারেন্সী আইন অনুযায়ী এদেশে মুদ্রা প্রচলনের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ আইনের ১৯৫৬ সালের সংশোধিত বিধানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নোট প্রচলনের জামিন হিসাবে ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা এবং ১১৫ কোটি টাকার সোনা সংরক্ষিত রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার জন্য সোনার মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল প্রতি তোলা ১২০.৫০ টাকা। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে কারেন্সী আইনের আরও একটি সংশোধন হয়। এই সংশোধন দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের ন্যূনতম পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা হইতে ২০০ কোটি টাকায় হ্রাস করা হয়।

ব্যাঙ্কের ধার (ক্রেডিট) নিয়ন্ত্রণ : দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যাঙ্ক-

সমূহের হাতে কি পরিমাণ রোক টাকা থাকা উচিৎ এবং উহাদের দাদনী তহবিল কি মাত্রায় কোন দিকে নিয়োজিত হওয়া উচিৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়া থাকে। সে নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য যথাসম্ভব বিধি ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়। ধার নিয়ন্ত্রণের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘোষিত সুদের হারও কিছুটা কাজ করিয়া থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর্মবহুল সময়ে যখন ব্যাঙ্কসমূহকে অতিরিক্ত অর্থ নিয়োগ করিতে হয় তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনমত উহাদিগকে তাহা সরবরাহের ব্যবস্থা করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খোলা বাজার হইতে কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডী কিনিতে থাকিলে তাহাতে ব্যাঙ্কের হাতে দাদনযোগ্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কাজ কারবারের পড়তি সময়ে যখন অর্থ নিয়োগের প্রয়োজন কমিয়া যায় তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডী বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। বর্তমানে কাজ কারবারের বড় মরশুমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিল বাট্টা করিয়া উহাদিগকে অর্থ যোগাইয়া থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের দাদন নীতির মোড় ঘুরাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমেই বেশী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করিতেছে ফাটকা কারবারে ব্যাঙ্কসমূহের দাদন বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। কতিপয় খাদ্যশস্য ও বাণিজ্য ফসল সম্পর্কে ব্যাঙ্ক সমূহের লগ্নি সীমাবদ্ধ করিয়া উহাদের দাদনী অর্থ বিশেষ করিয়া শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ধান, চাউল, গম, তূলা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্যে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিয়া ব্যবসায়ীরা অনেক সময়ে ঐ সমস্ত পণ্য ভবিষ্যৎ লাভের জন্য ধরিয়া রাখে। উহাতে বাজারে ঐ সমস্তের যোগান হ্রাস পায় এবং মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উক্ত পণ্য ক্রয়ের নিমিত্ত বাণিজ্য ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ব্যবসায়ীদের বেশী অর্থ যোগানের বিরোধী। তাই ঐসব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমূহের লগ্নির একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐসব ক্ষেত্রে কম টাকা নিয়োগ করা হইলে ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পোৎপাদনে বেশী অর্থ দাদন করিতে পারিবে এবং তাহাতে পণ্য উৎপাদনের কাজ প্রসারিত হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (ইস্যু বিভাগ)

॥ বাজারে প্রচলিত নোট ও তাহার জামিন স্বরূপ রক্ষিত সম্পত্তি ॥

(লক্ষ টাকার হিসাবে লিখিত)

বৎসর	প্রচলিত নোট	ব্যাঙ্কে রক্ষিত নোট	স্বর্ণ পিণ্ড ও স্বর্ণমুদ্রা	বৈদেশিক সিকিউরিটি	রৌপ্য মুদ্রা	ভারত সরকারের ঋণপত্র
১৯৬০-৬১	১,৯৮,৪৭৪	৭৮৪	১১,৭৭৬	১২,৩০১	১১,৯৬২	১,৬৩,২২০
১৯৬১-৬২	২,০৭,০৩০	২,৫৩৭	১১,৭৭৬	১১,৩৮৬	১১,৬৯১	১,৭৪,৭১৪
১৯৬২-৬৩	২,২৪,১৯৬	৮৫৬	১১,৭৭৬	১০,৫০৮	১১,৬২৬	১,৯১,১৪২
১৯৬৩-৬৪	২,৪৫,৪০০	১,৯৮০	১১,৭৭৬	১১,২৪৬	১০,৯১১	২,১৩,৪৪৭
১৯৬৪-৬৫	২,৬০,৬৮৬	৪,০০৩	১৩,৩৭৬	৭,৭৪৬	৯,৭৭৫	২,৩৩,৭৯২
১৯৬৫-৬৬	২,৮৬,৬৩৬	২,৪৮৬	১১,৫৮৯	৯,৫০৫	৯,৪০০	২,৫৮,৬২৭
১৯৬৬-৬৭	৩,০১,৯৭৭	৪,৫৫৩	১১,৫৮৯	১৮,৬৪২	৭,৮০৭	২,৬৮,৪৩২
১৯৬৭-৬৮	৩,১৯,৩৯৬	৪,৭৭৫	১১,৫৮৯	১৬,৬৪২	৭,৮৯৬	২,৮৮,০৪৪
১৯৬৮-৬৯	৩,৪৯,৬৬৭	৩,৯৫৩	১৮,২৫৩	২১,৬৪২	৭,৫৭৭	৩,০৬,১৪৮

॥ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ॥

লক্ষ টাকার হিসাবে লিখিত

বৎসরান্তে	স্বর্ণ	বিদেশী মুদ্রা	মোট সঞ্চয়	আগের বছর হইতে হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+)
১৯৬০-৬১	১১৭,৭৬	১৮৫,৮৫	৩০৩,৬১	−৫৯,২৫
১৯৬১-৬২	১১৭,৭৬	১৭৯,৫৫	২৯৭,৩১	− ৬,৩০
১৯৬২-৬৩	১১৭,৭৬	১৭৭,৩৪	২৯৫,১০	− ২,২১
১৯৬৩-৬৪	১১৭,৭৬	১৮৮,০৫	৩০৫,৮১	+১০,৭১
১৯৬৪-৬৫	১৩৩,৭৬	১১৫,৯২	২৪৯,৬৮	−৫৬,১৩
১৯৬৫-৬৬	১১৫,৮৯	১৮২,০৯	২৯৭,৯৮	+৪৮৩০
১৯৬৬-৬৭	১৮২,৫৩	২৯৫,৯১	৪৭৮,৪৪	+১৮০,৪৬
১৯৬৭-৬৮	১৮২,৫৩	৩৫৬,০২	৫৩৮,৫৫	+ ৬০,১১
১৯৬৮-৬৯*	১৮২,৫৩	৩৯৪,২৭	৫৭৬,৮০	+ ৩৮,২৫

দ্রষ্টব্য : ১৯৬৬ সালের মে মাস পর্যন্ত সোনার মুল্য প্রতি ১০ গ্রাম ৫৩.৫৮ টাকা হিসাবে ধরা হইয়াছে। অতঃপর উহা ৮৪,৩৯ টাকা হিসাবে ধার্য্য হয়।

॥ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ॥

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরে এদেশে দ্বিতীয় প্রধান ব্যাঙ্ক হইল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ১৯৫৫ সালে পূর্বেকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করিয়া এই নামে আখ্যাত করা হয়। ঐ সময়ের পর হইতে ব্যাঙ্কটির সমূহ প্রসার ও অগ্রগতি ঘটিয়াছে। ১৯৫৫ সালে স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসের সংখ্যা ছিল ৪৯৭টি। ১৯৬৬ সালের শেষে আফিসের সংখ্যা বাড়িয়া ১৩৭৮টি হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্প্রসারণের দায়িত্ব বিশেষভাবে এই ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্কটির আদায়ী মুলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ও ১১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ১২৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ৮০৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধির হার হইতেছে শতকরা ২০ ভাগ।

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

॥ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ॥

ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা পূর্বে অনেক ছিল। একীকরণ নীতির ফলে উহাদের সংখ্যা বর্তমানে সমূহ হ্রাস পাইয়াছে। তবে মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমিয়া আসিলেও অফিস সংখ্যা, শক্তি সামর্থ ও কার্যকারিতার দিক দিয়া বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তপশীলভুক্ত ও অ-তপশীলভুক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১৯৫১ সালে দেশে মোট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৫৬৬টি। উহাদের মধ্যে ৯২টি ছিল তপশীলভুক্ত এবং ৪৭৪টি ছিল অ-তপশীলভুক্ত। ১৯৬৮ সালে ৭৩টি তপশীলভুক্ত ও ১৭টি অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক লইয়া মোট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেয় সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯০টি। ১৯৪৯ সালে বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্কিং আইন অনুযায়ী এদেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ১৯৪৯ সালের পর ঐ ব্যাঙ্কিং আইনটি কয়েকবার সংশোধিত হইয়াছে। এই আইনের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিধান হইল: (১) ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত মুলধন গৃহীত মুলধনের অর্ধেকের কম হইবে না। (২) সংরক্ষিত তহবিল প্রাপ্ত মুলধনের সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বৎসর লাভের শতকরা ২০ ভাগ সংরক্ষিত তহবিলে নিয়োগ করিতে হইবে। (৩) প্রতি ব্যাঙ্ককে চলতি ও স্থির আমানতের অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ সোনা, অনুমোদিত সিকিউরিটি বা রোক টাকায় রাখিতে হইবে। (৪) মুখ্য বা গৌণভাবে ব্যাঙ্কসমুহ ব্যাঙ্কিং ছাড়া অন্য কারবারে লিপ্ত হইতে পারিবে না।

॥ টাকার সরবরাহ ॥

বিগত কয়েক বৎসর জনসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ টাকা প্রচারিত ছিল নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

(লক্ষ টাকার সমষ্টিতে লিখিত)

বৎসরান্তে	কারেন্সী	আমানত	মোট অর্থের যোগান	প্রতি সালে বৃদ্ধি বা হ্রাস
১৯৬০-৬১	২,০৯৮,০৫	৭৭০,৫৬	২,৮৬৮,৬১	+১৯৯,১৬
১৯৬১-৬২	২,২০১,১৬	৮৪৪,৬৬	৩,০৪৫,৮২	+১৭৭,২১
১৯৬২-৬৩	২,৩৭৯,৪৭	৯৩০,৫১	৩,৩০৯,৯১	+২৬৪,১৫
১৯৬৩-৬৪	২,৬০৫,৫৬	১,১৪৬,৫৬	৩,৭৫২,১২	+৪৪২,১৫
১৯৬৪-৬৫	২,৭৬৯,০৫	১,৩১১,২৩	৪,০৮০,২৮	+৩২৮,১৬
১৯৬৫-৬৬	৩,০৩৪,২৮	১,৪৯৫,১০	৪,৫২৯,৩৯	+৪৪৯,১১
১৯৬৬-৬৭	৩,১৯৬,৮০	১,৭৫২,৪০	৪,৯৪৯,২০	+৪১৯,৮১
১৯৬৭-৬৮	৩,৩৭৬,০৮	১,৯৭৫,৬৯	৫,৩৫১,৭৭	+৪০২,৫৭
১৯৬৮-৬৯	৩,৬৮০,২৮	২,০৮৪,২৯	৫,৭৬৪,৫৭	+৪১২,৮০

তপশীলভুক্ত ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব

(লক্ষ টাকায় লিখিত)

বৎসর	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	চলতি আমানত	স্থির আমানত	রোক টাকা	বিনিয়োগ+
১৯৬০-৬১	৭৪	৭২৪,৭৯	৯৪২,৬২	১০৪,৪০	৫১৮,১২
১৯৬১-৬২	৬৮	৭৯৫,৬৮	১,০২৪,৩১	১০৯,৫৫	৫৬০,২২
১৯৬২-৬৩	৬৫	৮৭৯,৭৮	১,০৬২,৯২	১১২,৩৮	৫৪৭,২৯
১৯৬৩-৬৪	৬৪	১,১০৫,২৬	১,০৮৩,২৭	১৩৫,৮৬	৫৮৭,৭০
১৯৬৪-৬৫	৬১	১,২৬৬,১০	১,১৯৫,৫৫	১৪৮,১৬	৬৩৫,২৫
১৯৬৫-৬৬	৬১	১,৪৫৯,৪০	১,৩৮১,০৪	১৫৪,৭৫	৭১৬,৪২
১৯৬৬-৬৭	৬০	১,৭০৩,৩০	১,৬০৩,৮৯	১৯৯,০০	৭৯২,১৪
১৯৬৭-৬৮	৫৮	১,৮৯১,২৬	১,৮১৫,৮২	২০২,২৭	৮৫৯,৩১
১৯৬৮-৬৯	৫৮	১,৯৮৩,১২	২,১৮০,০০	২৫০,১১	৯৫৫,৪৫

ভারতে বৈদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব

(লক্ষ টাকায় লিখিত)

বৎসর	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	চলতি আমানত	স্থির আমানত	রোক টাকা*	বিনিয়োগ+
১৯৬০-৬১	১৫	১১৬,৭২	১৩১,৫২	১২,১৮	৪০,৪৬
১৯৬১-৬২	১৫	১১৯,৬২	১৪৮,৭৮	১৩,৯১	৪১,১৭
১৯৬২-৬৩	১৪	১২২,৮৩	১৫৯,২৭	১৩,৩২	৪৫,৪৬
১৯৬৩-৬৪	১৪	১২৯,৩১	১৭৫,৪১	১১,৭৩	৫১,৯৯
১৯৬৪-৬৫	১৫	১৪১,১২	২০৩,৯৯	১৪,২৯	৮২,৯৪
১৯৬৫-৬৬	১৫	১৬২,৭২	২২৮,০১	১৬,৩৬	৯৪,২৭
১৯৬৬-৬৭	১৫	১৬৫,২৫	২৪৮,৯০	১৬,৩২	১০০,৬৬
১৯৬৭-৬৮	১৫	১৭৮,০৯	২৬১,১৩	১৯,০৬	১০৭,৭১
১৯৬৮-৬৯	১৫	১৮২,৭৩	২৯৫,২৯	১৯,১৪	১১১,৬৪

† কেবলমাত্র সরকারী সিকিউরিটি। *রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত টাকা সহ।

তপশীলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহে 'সেভিং জমা'র হিসাব

(লক্ষ টাকায় হিসাবে লেখা)

বৎসর	ভারতীয় ব্যাঙ্কে জমা	বৈদেশিক ব্যাঙ্কে জমা	মোট জমা
১৯৬০-৬১	২৫৬,১৬	২৫,৬৫	২৮১,৮১
১৯৬১-৬২	৩০২,৪৭	৩১,২৩	৩৩৩,৭০
১৯৬২-৬৩	৩৫৫,৪৬	৩৭,১১	৩৯২,৫৭
১৯৬৩-৬৪	৪৩৪,০১	৪২,৬১	৪৭৬,৬১
১৯৬৪-৬৫	৫২৯,১৮	৫০,০৩	৫৭৯,২১
১৯৬৫-৬৬	৬৫৫,২৯	৬১,২০	৭১৬,৪৮
১৯৬৬-৬৭	৭৬৬,২৮	৬৯,৫০	৮৩৫,৭৭
১৯৬৭-৬৮	৮৮৪,২০	৭৮,২৫	৯৬২,৪৫
১৯৬৮-৬৯	১,০১৭,৪৮	৮৭,০৭	১,১০৪,৫৫

॥ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক দাদনের খতিয়ান ॥

(লক্ষ টাকার হিসাবে লিখিত)

পণ্য দ্রব্য	১৯৬৮ ৩১ ডিসেম্বর	১৯৬৭ ২৯ ডিসেম্বর	১৯৬৬ ৩০ ডিসেম্বর
ধান ও চাউল	৫১,৪২	১৬,৫৯	১৫,০২
গম	৮৪,০৪	২৪,৭২	১১,৪৫
অন্যান্য খাদ্যশস্য ও ডাল	৩৩,৬৫	১৪,৭৭	১৬,০৬
চিনি	৩১,৬৮	৫৭,৮৪	৬৪,৮৬
গুড়	২,২৪	১,৯৩	২,৪২
উদ্ভিজ্জ তৈল	১৯,০৯	১৭,৪২	১৮,২৫
চীনা বাদাম	১১,৫৩	৯,৬৬	২০,৫৮
তুলা বীজ	২,২৪	৩,২৭	২,৭৩
অন্যান্য তৈলবীজ	৬,৫১	৫,৫১	১০,০৯
তুলা ও কার্পাস	১১৬,১৭	৯৫,২১	৭৯,৩২
কাঁচা পাট	২৯,৭০	৩৪,৩৯	৩৭,০৪

পণ্য দ্রব্য	১৯৬৮ ৩১ ডিসেম্বর	১৯৬৭ ২৯ ডিসেম্বর	১৯৬৬ ৩০ ডিসেম্বর
চা	৬৯,৯৬	৫৫,৯০	৪৫,৭৮
কাজুবাদাম	১১,৮১	৬,২৮	৮,৭৫
কফি	৪,৩৯	৭,২৬	৬,৯৮
অন্যান্য বাগিচা পণ্য	১১,৩৬	১১.২১	৯ ৩৮
কার্পাস বস্ত্র	২৩১,১৮	২১১,৮৮	১৮১.৯৬
চট বস্ত্র	৬৪,৪৩	৫৬,২৬	৫৬,৭০
অন্যান্য বস্ত্র	৪৮,৯২	৪৯,০৪	৪৪,৪৪
লৌহ ও ইস্পাত	১৪১.৬৬	১৪৮,৪৯	১৪৯,৪৪
ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য	৩৬৪,৫৩	৩৩৭,৮৮	২৫১.০৫
ধাতু ও ধাতব দ্রব্য (লৌহ ও ইস্পাত ছাড়া)	৫০,৩০	৫২ ৪২	৪০,১৪
কয়লা	২০,৮৭	২৩,০৪	২০,০৫
ম্যাঙ্গানীজ মাইকা, অন্যান্য খনিজ দ্রব্য ও খনিজ তৈল	৩৫,৩৯	৩৫,৫৮	২৮,৩৪
রাসায়নিক, রং ও ঔষধ	১৪৫,৯৫	১১১,৮৫	৮২,১৭
বৈদ্যুতিক দ্রব্য	৮৯,৩৮	৮১,৪৯	৬১,২৫
বিবিধ তৈরী মাল	১০৭,০৪	৯৮,৩	৮৭,৩৩
ভূসম্পত্তি	৬৪,২৯	৫৩,২৮	৪৮,৮১
সোনা ও রূপার বাট, অলঙ্কার	৩৩,৩৫	২৭,৯০	২৫,০৬
স্থায়ী আমানত	৭০,৭১	৬৩,৭৮	৫৬ ৮২
সরকারী ও অন্যান্য ঋণপত্র	১৯,৩৫	২৩, ০	২৪,৯১
যৌথ কোম্পানীর শেয়ার	৮১,৮৩	৮১,৬৪	৮৫,৩৮
যৌথ কোম্পানীর ডিবেঞ্চার	২২,২৪	৩২,২৩	৩০,৮১
শিল্প সংস্থার সম্পত্তি	১৯৩,০৮	১৮৪,৩৩	১৬৪,১৬
অন্যান্য নিরাপদ দাদন	৩০৯,৯৬	২৬৫,২৭	২৩৩,২৯
সংমিশ্রন দাদন	৬৯,২৩	৫৭,১১	৪৪,৭৩
মোট নিরাপদ দাদন	২,৬৫৬,৩০	২,৩৫৭,৮৪	২,০৬৫,১৫
জামিনহীন দাদন	৪১৪,৮৮	৩৬১,৯০	৩৬২,৬৯
ব্যাঙ্ক কর্তৃক মোট দাদন	৩,০৭১,১৮	২,৭১৯,৭৪	[illegible],৪২৯,৮৪

॥ চেক নিকাশের খতিয়ান ॥

সমগ্র ভারতে ও প্রধান ৪টি শহরে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত নিকাশ ঘর (ক্লিয়ারিং হাউস) সমুহের মাধ্যমে গত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ মূল্যের চেক ভাঙ্গানো হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল।

(লক্ষ টাকার সমষ্টিতে)

বৎসরান্তে	সমগ্র-ভারত	কলিকাতা	বোম্বাই	মাদ্রাজ	নয়াদিল্লী
১৯৬১-৬২	১৩,৬০২,৩৪	৪,২৪৯,৪২	৪,৯৫০,৫৬	৭১০,৫৮	৬২৫,৫৬
১৯৬২-৬৩	১৪,৯৮৯,৩৫	৪,৬৬০,৯৮	৫,২৯৫,১৮	৭৭৬,২৫	৭৫৬,২০
১৯৬৩-৬৪	১৬,৮০৮,৫৪	৫,০১৫,১৩	৫,৯৮২,০৬	৮৮০,৫৪	৯০৫,৪৩
১৯৬৪-৬৫	১৮,৪৩৬,২৭	৫,৩০৮,৯৭	৬,৫১০,৩৭	১,০০২,৬৪	৯৯১,১২
১৯৬৫-৬৬	২০,৯৫৬,৫০	৫,৮৫৫,১৩	৭,৪৯৩,৭৬	১,০২৫,১২	১,১৫৪,১১
১৯৬৬-৬৭	২৩,৬৮৫,০৯	৫,৮৭১,২৭	৮,৭৩৯,৭৯	১,৪৫০,১২	১,৪০৬,০৪
১৯৬৭-৬৮	২৪,৮৮৪,০৪	৫,৮৯৩,৫৬	৯,০১৭,১৮	১,৫৪০,২৯	১,৫৭৭,৭১
১৯৬৮-৬৯	......	৬,২৫১,৩৫	১০,০২৭,১০	১,৭৪৩,৪৬	২,০২২,৬৫

॥ ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার ॥

(১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে)

প্রতি ১০০ ভারতীয় টাকার বিনিময়ে

দেশ	মুদ্রা	বিনিময় হার
কানাডা	ডলার	১৪'১২
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	ডলার	১৩'১৯
হংকং	ডলার	৮০'৫৩
মালয়েশিয়া	ডলার	৪০'২৪
সিঙ্গাপুর	ডলার	৪০'২৪
বেলজিয়াম	ফ্রাঙ্ক	৬৫৯'৭১
ডেনমার্ক	ক্রোনে	৯৮'৯০
ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক	৬৫'২৮
ইতালী	লিরে	৮২৫৮'৫৪
নেদারল্যাণ্ডস	গিণ্ডার	৪৭'৭২
নরওয়ে	ক্রোনে	৯৪'০৯
সুইডেন	ক্রোনে	৬৮'০৮

দেশ	মুদ্রা	বিনিময় হার
জাপান	ইয়েন	৪৭২১'২১
সুইজারল্যাণ্ড	ফ্রাঙ্ক	৫৬'৫৯
পশ্চিম জার্মানী	মার্ক	৫২'৮৮
সিংহল	টাকা	৭৮'৫০
কেনিয়া	শিলিং	৯৪'৬০
উগাণ্ডা	শিলিং	৯৪'৬০
তানজানিয়া	শিলিং	৯৪'৬০
ইরাক	দিনার	৪'৭৬
অষ্ট্রেলিয়া	ডলার	১১'৭০
লণ্ডন	পাউণ্ড	৫'৫৩
নিউজিল্যাণ্ড	ডলার	১১'৯০

বাণিজ্য

১৯৬৮ সালে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের সমীক্ষা

॥ রপ্তানি বাণিজ্যের গতি ॥

১৯৬৮ সালে পঞ্জিকা বর্ষে (ক্যালেণ্ডার ইয়ার) ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই বৎসরে ভারত মোট ১৩১৫·৩ কোটি টাকার মাল রপ্তানি করিয়াছে। রপ্তানি বাণিজ্যে ইহা আজ পর্য্যন্ত ভারতের সর্বোচ্চ রেকর্ড। ১৯৬৭ সালের তুলনায় ইহা ১০৫·৭ কোটি টাকা বা অনুপাতিক হিসাবে ৮·৭% অধিক। ১৯৬৪ সালে ভারত মোট ১২৭৫·৬ কোটি টাকার (টাকার বর্তমান মূল্যমান অনুসারে) মাল রপ্তানি করিয়া রপ্তানি বাণিজ্যে ভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯৬৮ সালের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ তদপেক্ষাও ৩·১% বেশী। আলোচ্য বর্ষে ভারতের আমদানীর পরিমাণ ১৮৬৬·৬ কোটি টাকা। ১৯৬৭ সালের তুলনায় ইহা ২২৮·৪ কোটি টাকা বা ১০·৯% কম। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার এবং আমদানী বাণিজ্যের সংকোচের ফলে স্বভাবতই ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি হ্রাস পাইয়াছে। এই সম্পর্কে নিম্নে গত দুই বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল :—

	(কোটি টাকায় লিখিত)	
	১৯৬৮	১৯৬৭
আমদানি	১৮৬৬·৬	২০৯৫·০
রপ্তানি	১৩১৫·৩	১২০৯·৬
বাণিজ্যে ঘাটতি	(−) ৫৫১·৩	(−)৮৮৫·৪

আর্থিক বৎসরের ৯ মাসে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের পরিস্থিতি আরও উৎসাহব্যঞ্জক। এই সময়ের মধ্যে মোট ১০১৯ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হইয়াছিল। ১৯৬৭ সালের অনুরূপ সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ মাল রপ্তানি করা হইয়াছিল তাহার তুলনায় ইহা ১৩% বেশী। ১৯৬৪ সালের ভূতপূর্ব সর্বোচ্চ রেকর্ড অপেক্ষাও ইহা ৫·৭% অধিক।

॥ পণ্য হিসাবে রপ্তানির খতিয়ান ॥

১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্যন্ত মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ১২০৪'৬২ কোটি টাকা। বিবিধ পণ্য হিসাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে খনিজ পদার্থসহ বিবিধ কাঁচামালের রপ্তানি আলোচ্য সময়ে ৪% বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ নির্মিত বা আধা নির্মিত দ্রব্যসমূহের রপ্তানি ১৩% বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যে যে প্রসার ঘটিয়াছে তাহার ৫৬% হইয়াছে এই সকল নির্মিত বা আধা নির্মিত পণ্য রপ্তানির ফলে :— ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, লৌহ ও ইস্পাত, চর্ম ও চর্মজাত পণ্য, কারুশিল্প, মূল্যবান প্রস্তর, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ ও কাগজের বোর্ড, খনিজ তৈল, বিবিধ সূতি বস্ত্র, কৃত্রিম রেশম, সিমেন্ট, প্লাষ্টিক্ দ্রব্য, রাবার নির্মিত দ্রব্য ইত্যাদি। এই বিষয়টি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। আলোচ্য বর্ষে পাটজাত দ্রব্য চা, মিলের সূতি বস্ত্র, লবঙ্গ, মরিচ, লঙ্কা, ম্যাঙ্গানিজ, মাইকা, খইল, ক্যাষ্টার অয়েল, মাছ, কাঁচা পশম, লৌহ ও ইস্পাতের ছাঁট, প্রভৃতি পণ্যের মূল্য বিশ্বের হাটে পূর্বাপেক্ষা কম ছিল। তাহা সত্বেও ভারত রপ্তানি বাণিজ্যে অধিক অর্থ অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

১৯৬৭ সালের তুলনায় যে সকল প্রধান কাঁচামালের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য :—

চা (-২০'১ কোটি টাকা), কাঁচা চামড়া (—৬'৭ কোটি টাকা), লৌহ ও ইস্পাতের ছাঁট (—৩ কোটি টাকা), কাঁচা পাট (—১'৪ কোটি টাকা), কফি (—১'৩ কোটি টাকা), কাঁচা তুলা ও ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড (—১'২ কোটি টাকা প্রতি পণ্য), পেঁয়াজ (—১'১ কোটি টাকা), মাংস ও মাংস জাত পণ্য এবং চিনি (প্রত্যেকটি —৮১ লক্ষ টাকা), লঙ্কা (—৬০ লক্ষ টাকা), কাঁচা পশম (—৫০ লক্ষ টাকা), আদা (—৪৬ লক্ষ টাকা) মাইকা (—৪৪ লক্ষ টাকা) এবং লবঙ্গ (—৩৮ লক্ষ টাকা)।

যে সকল পণ্য রপ্তানির ফলে আলোচ্য বর্ষে ভারতের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের নাম :—কাজুবাদাম (+১৪'৪ কোটি টাকা), লৌহ পিণ্ড (+১৩'০ কোটি টাকা), ক্যাষ্টার অয়েল (+৯'৩ কোটি টাকা), খইল (+৬'৩ কোটি টাকা), তামাক (+১'৫ কোটি টাকা) চিনাবাদাম (+২'৭ কোটি টাকা), মাছ ও ডাল (প্রত্যেকটি (+১'৪ কোটি টাকা), মরিচ (+৯২ লক্ষ টাকা)।

এই বৎসরে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে গতানুগতিক পণ্য ছাড়াও ভারত কতকগুলি বিশেষ পণ্য রপ্তানি করিয়াছে।

যথা :—ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, (+২৯.৮ কোটি টাকা), লৌহ ও ইস্পাত (+২২.৩ কোটি টাকা), কারুশিল্প (+১২.৮ কোটি টাকা) পাদুকা ব্যতিত চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য (+৯.৮ কোটি টাকা) রাসায়নিক দ্রব্য (+৩.৭ কোটি টাকা), কাগজ ও কাগজের বোর্ড (+২.০২ কোটি টাকা) খনিজ তৈল (+১.৩৩ কোটি টাকা), সূতিজাত বিবিধ দ্রব্য (+১.৮৯ কোটি টাকা) ইত্যাদি।

নতুন নতুন নির্মিত ও আংশিক নির্মিত পণ্যের, বিশেষ করিয়া লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্যাদি রাসায়নিক দ্রব্যাদি মণিমুক্তা প্রভৃতি পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। এম এস পাইপ ও টিউব ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে একটি সুপরিচিত পণ্য, উহার চাহিদা বিশ্বব্যাপী। ভারতীয় রপ্তানীকারী সংস্থাসমূহ এই পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচুর অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল-নভেম্বর সময়ে ভারত হইতে মোট ৬.৯৩ কোটি টাকার পাইপ ও টিউব রপ্তানি করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের তুলনায় ইহা ৩ গুণ অধিক। অনুরূপভাবে বৈদ্যুতিক তারের রপ্তানিও প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কতিপয় ভারতীয় সংস্থা বিদেশ হইতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেলওয়ে ওয়াগণ, পরিবহন সরঞ্জাম, রেলওয়ে লাইন, ক্রেন, কাপড় কলের যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য বৃহৎ অর্ডার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ইরাক, কেনিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় লৌহ ও ইস্পাতের কাঠামো ও নক্সা সরবরাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কোরিয়া ভারতীয় লৌহপিণ্ডের একটি স্থায়ী বাজারে পরিণত হইয়াছে এবং সিংহল ব্রহ্মদেশ ও সিরিয়ায় উহার নতুন বাজার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

॥ দেশ হিসাবে রপ্তানির খতিয়ান ॥

১৯৬৮ সালে জানুয়ারী হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য এশিয়া ও ওসিয়ানিয়ার দেশগুলিতে ৬৯%, পূর্ব ইউরোপে ১৭%, আমেরিকাতে ১৪% এবং পশ্চিম ইউরোপে ৬.৫% হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে আফ্রিকাতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে এশিয়া ও ওসিয়ানিয়ার দেশগুলিতে ভারত ৩৫৪ কোটি টাকার মাল রপ্তানি করিয়াছে। ইহা ১৯৬৭ সালের তুলনায় ২৫% বেশী। সুয়েজ খাল বন্ধ থাকার ফলে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুবায়েত, ইরাক, দক্ষিণ ইয়েমেন, সৌদি আরব, জর্ডান, বৈরিন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে ভারতের রপ্তানি বহুলাংশে বাড়িয়াছে। কিন্তু সিরিয়াতে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে।

'ইকাফে'র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে আলোচ্য সময়ের মধ্যে ভারত ২৯৫ কোটি টাকার মাল রপ্তানি করিয়াছে। ১৯৬৭ সালের তুলনায় ইহা ৫০ কোটি বা ২০'৫% বেশী। এই অঞ্চলের যে দেশ গুলিতে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—জাপান (+১৬'৪ কোটি টাকা), দক্ষিণ কোরিয়া (+৭'৮ কোটি টাকা), ব্রহ্মদেশ (+৬'৪ কোটি টাকা), ইরাণ (+৬'৫ কোটি টাকা), সিংহল (+৩'৬ কোটি টাকা), হংকং (+২'৮ কোটি টাকা), নেপাল (+২'৪ কোটি টাকা) সিঙ্গাপুর (+২'১ কোটি টাকা), তাইওয়ান (+১'৭ কোটি টাকা) এবং ফিলিপাইন্স ও ইন্দোনেশিয়া (প্রত্যেকে+১'২ কোটি টাকা)। অষ্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে।

॥ আমদানি বাণিজ্যের গতি ॥

১৯৬৮ সালে ভারতের মোট আমদানির পরিমাণ ১৮৬৬'৬ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ইহা ১০'৯% কম। পণ্য হিসাবে আমদানির তালিকাদৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী নভেম্বর সময়ের মধ্যে মোট ১৭১৬ কোটি টাকার মাল আমদানি করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের অনুরূপ সময়ে আমদানিকৃত মালের তুলনায় উহা ২১৭ কোটি টাকা বা ১১% কম। খাদ্য শস্য ও ধাতব পদার্থ আমদানি হ্রাসের ফলেই মোট আমদানির পরিমাণ কমিয়াছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে ৩৪৫ কোটি টাকা খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে। ইহা ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী-নভেম্বর মাসে আমদানিকৃত খাদ্য শস্যের তুলনায় ১৯০ কোটি টাকা বা ৩৬% কম। তবে সার আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খাদ্য শস্যের আমদানি হ্রাসজনিত সুফল কিছুটা ব্যাহত হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে মোট ১৫১ কোটি টাকার বিভিন্ন ধাতু আমদানি করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের প্রথম ১১ মাসে আমদানিকৃত ধাতুর তুলনায় উহা ৫৫'৩ কোটি টাকা বা ২৭% কম। মোট ১৬২ কোটি টাকা মূল্যের সার আমদানি করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের জানুয়ারী নভেম্বর মাসের তুলনায় ইহা ৬১ কোটি বা ৬০% বেশী। ১৯৬৮ সালের আমদানির তালিকায় খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য যে সকল পণ্যের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে তাহাদের নাম :—লৌহ ও ইস্পাত (— ২৭,৫ কোটি টাকা), বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (—১৫'৬ কোটি টাকা), এল্যুমিনিয়াম (—১৪'৯ কোটি টাকা), তামা (—১৩ কোটি টাকা), গন্ধক (—৯'১ কোটি টাকা), দুগ্ধজাত দ্রব্য (— ৮'৯ কোটি টাকা), রাবার (— ৫'৫ কোটি টাকা), কাঁচা পশম (—৪,৩ কোটি টাকা), ঔষধ পত্র (— ৩.৭ কোটি টাকা), পেশাগত

ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (— ৩'৭ কোটি টাকা), কাঁচা পাট (— ২ কোটি টাকা), কাগজ ও কাগজের বোর্ড (১.৯ কোটি টাকা) ইত্যাদি।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে সার ব্যতীত আর যে সকল পণ্যের আমদানি উল্লেখযোগ্য-রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের নাম :—অবৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (+১৭,২ কোটি টাকা), রাসায়নিক পদার্থ ও আরক (+১০.৪ কোটি টাকা), ফল ও সবজি (+৬'১ কোটি টাকা), দস্তা (+৪.৮ কোটি টাকা), খনিজ জ্বালানি (+৪'১ কোটি টাকা), কাঁচা তুলা (১'৩ কোটি টাকা) এবং পরিবহণ সরঞ্জাম (+৫০ লক্ষ টাকা)।

॥ সরকারী বাণিজ্য-সংস্থাসমূহ ॥

বহির্বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার কতিপয় কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন। যে কর্পোরেশনগুলি বাণিজ্য মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া : বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য ভারত সরকার যে সকল সংস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। বিদেশের বাজারে যাহাতে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এই প্রতিষ্ঠান তাহার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন মোট ১৩,৮৬১ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি-রপ্তানি করিয়াছে। রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ৩.২৯৭ লক্ষ টাকার।

মিনারেলস্ অ্যাণ্ড মেটালস্ ট্রেডিং কর্পোরেশন : ভারতে খনিজ পদার্থ রপ্তানি এবং বিদেশ হইতে অত্যাবশ্যকীয় ধাতু আমদানির ক্ষেত্রে এই কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ অংশ লইয়া থাকে। কর্পোরেশন প্রধানতঃ আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ কয়লা প্রভৃতি রপ্তানি করে এবং আমদানি করে তামা, জিঙ্ক, সীসা, এলুমিনিয়াম, টিন, নিকেল, লৌহ পিণ্ড, ইস্পাত, স্টেনলেস ষ্টীল ইত্যাদি ধাতু, যাহা ভারতীয় শিল্পের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৬৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান মোট ৭৭.২ কোটি টাকার মাল রপ্তানি করিয়াছে।

হ্যাণ্ডিক্র্যাফট অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডলুম এক্সপোর্ট কর্পোরেশন : ইহা স্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশনের সহকারী প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় তাঁত বস্ত্র ও হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বৃদ্ধিই ইহার মুখ্য কাজ। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কর্পোরেশন মোট ৯২'৫৪ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানি করিয়াছে।

এক্সপোর্ট ক্রেডিট অ্যাণ্ড গ্যারান্টি কর্পোরেশন : এই প্রতিষ্ঠান বীমা ও গ্যারান্টির বিনিময়ে রপ্তানিকারীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে এই প্রতিষ্ঠানের পলিসি-গ্রহণকারী রপ্তানিকারবদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৯৫ এবং তাহাদিগকে মোট ১০৩.৫৬ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশন : বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই এই কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াতে ভারতীয় ছায়াছবির বাজার প্রসারিত করার চেষ্টা চলিয়াছে। কেনিয়াতে ভারতীয় ছবি সরবরাহের জন্য কেনিয়া ফিল্ম কর্পোরেশন-এর সহিত ইহার চুক্তি হইয়াছে। তুরস্কের একটি প্রতিষ্ঠানকে ৪ খানি রঙীন হিন্দীছবি বিক্রয় করা হইয়াছে।

মেটাল স্ক্র্যাপ ট্রেড কর্পোরেশন : এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হইল বিদেশে বিবিধ ধাতব ছাঁট রপ্তানি করা।

॥ প্রধান পণ্য সমূহের রপ্তানির খাতিয়ান ॥

পণ্যের নাম	১৯৬৮ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)	১৯৬৭ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা
চা	১৪৯.৩৭	১৬৯.৪৫
কফি	১৭.১৯	১৮.৫২
মশলা	২৫ ৪৬	২৪.৬০
তামাক	৩৩.৪১	৩২.০২
উদ্ভিজ্য তৈল (নন্ এসেন্সিয়াল)	১১.৩৪	২.১৩
উদ্ভিজ্জ্য তৈল (এসেনসিয়াল)	৩.৭৭	৩.৯১
খৈল	৪৬.৬০	৪০.৩০

পণ্যের নাম	১৯৬০ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)	১৯৬১ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)
লাক্ষা	৪.৭৮	৪.০৮
চিনি	৯.৮৭	১০.৬৮
কাজুবাদামের শাঁষ	৫৪.৮৯	৪০.৪০
ফল ও সব্জি (কাজুবাদাম ছাড়া)	৮.৮৯	৮.৭২
কাঁচা তুলা	১২.৩৪	১৩.৩৫
তুলার ছাট	৪.৫৩	৪.৬৬
মাছ	১৮.৭৮	১৭ ৩৪
কাঁচা পশম	৪.৩৪	৫.২৪
হাড়	৩ ৭৯	৫.০৮
ট্যান্ করা চর্ম	৫৯.৩৭	৪৯.৭৬
কাঁচা চামড়া	৪.৮৩	১১.৫৫
পাটজাত দ্রব্যাদি	১৯৪.৩৭	২২২.৫৫
সুতি বস্ত্র	৬৪.৪৬	৫৯.০২
পশমি জিনিষ	১৬.৮২	১৪.০২
নারকেল দড়ি ও দড়ির জিনিষ	১২.৪৫	১১.৬৫
লৌহ আকর	৭৭.৮৩	৬৪.৮০
ম্যাঙ্গানিজ আকর	১০.৯৩	১২.১৭
অন্যান্য খনিজ দ্রব্য	৭.০৩	৫.৮৪
মাইকা	১৩.০৭	১৩.৫১
কয়লা	২.৫৮	১.১৯
সিমেন্ট	১.৭০	০.২৯
পিগ আয়রণ ও স্পঞ্জ আয়রণ	১৮.৯৬	১২.৯২
লৌহ ও ইস্পাতের ছাট	৭.৬৩	১০.৮১
অন্যান্য ধাতু	৫৭.০৮	৩১.০১
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	৫৪.৭২	২৪.৯০
রাসায়নিক ও উপজাত দ্রব্যাদি	১৪.২৮	১০.৫৮
জুতা	৭.৮৯	৭.২০
প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি	১.৫৭	০.৫৬
খেলার সরঞ্জাম	০.৩৮	০.৩৫

॥ প্রধান পণ্যসমূহের আমদানির খতিয়ান ॥

পণ্যের নাম	১৯৬৮ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)	১৯৬৭ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)
খাদ্যশস্য	৩৪৪'৯১	৫৪৩'১২
দুগ্ধজাত দ্রব্য	১০'৭৭	১৯'৬৩
ফল ও সব্‌জি	৩৬'৩৯	৩০'২৯
তৈলবীজ ইত্যাদি	৩'০৮	৩'৬৪
রাবার	২'৮১	৮'৩২
কাগজের মণ্ড ও ছাট্	৮'৪০	৮'৫০
কাঁচা তুলা	৯২'৫০	৯১'২৩
কাঁচা পশম ও পশুলোম	৯'২০	১৩'৫০
কাঁচা পাট	০'২৩	২'২৭
কৃত্রিম তন্তু	১'০৪	১'৭৬
অসংস্কৃত সার ও খনিজ	৩৭'৭৮	৪৫'৪৪
খনিজ জ্বালানি ইত্যাদি	৭৩'৫১	৬৯'৪৫
রাসায়নিক পদার্থ ও আরক	৮১'৪৪	৭১'০২
রঞ্জক পদার্থ সমূহ	৭'৯৭	৮'৪৬
ঔষধ পত্র	১৫'৩৮	১৯'০৫
কাগজ ও বোর্ড	১৭'৭৯	১৯'৬৮
কৃষি সার	১৫০'৯৭	৯১'৬৭
পাট বা মেস্তা	০'৮৬	৯'৬১
সুতা ইত্যাদি	৩'০৮	৪'৮৯
লৌহ ও ইস্পাত	৭৭'৫৮	১০৭'১০
তামা	২৮'৩০	৪১'২৯
দস্তা	১৯'৭২	১৪'৯০
টিন	৮'৭৩	১০'৫৬
এলুমিনিয়াম	৫'৮৪	২০'৭৩
ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি	১২'৯৫	১৫'৪৩
অবৈদ্যুতিক কলকব্জা	৩৪৮'৪১	৩৩১'২২
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	৭৫'২৬	৯০'৮৩
পরিবহণ সরঞ্জাম	৬৭'৮৩	৬৭'৩৭
পেশাগত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	১৬'৬০	১৯'৮৯

॥ প্রধান দেশসমূহে ভারতের রপ্তানির খতিয়ান ॥

দেশের নাম	১৯৬৮ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)	১৯৬৭ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)
আফ্রিকা :		
ইথিওপিয়া	১·৭৬	১·০৭
কেনিয়া	৬·৯০	৫·৮৫
ঘানা	০·৯৬	০·৭৮
লিবিয়া	১·৩৬	০·৯৬
মরিসাস	১·২৬	১·০৮
নাইজেরিয়া	২·৩৬	৪·২৮
সুদান	১৮·৭১	১৮·০৩
তান্‌জানিয়া	৪·৫৬	৩·২৩
টিউনিসিয়া	০·৫৩	৩·৪৪
উগাণ্ডা	১·৭০	১·৩২
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	১৬·৭৬	২২·৮১
জাম্বিয়া	১·৩৯	১·৮১
আমেরিকা :		
কানাডা	২৮·০১	২৭·২৬
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	২০০·৯১	১৮৫·৯৩
আর্জেন্টিনা	০·৬৫	১·০০
বলিভিয়া	০·১৯	০·২৩
ব্রেজিল	০·৩১	০·৫২
চিলি	০·৩৪	০·৫৮
ইকুয়েডর	০·১৪	০·২৩
মেক্সিকো	০·৭১	০·৩২
পানামা রিপাব্লিক	০·৩৪	০·২৫
প্যারাগুয়ে	০·১১	০·০৮
পেরু	০·৭৯	১·৪১
উরুগুয়ে	০·৩০	০·৩৮

দেশের নাম	১৯৬৮ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)	১৯৬৭ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)
গায়না	০'৩০	০'২২
জামাইকা	০'২৬	০'২০
পিওয়ার্টোরিকো	০'২৮	০'৩২
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	০'৪৭	০'৪১
এশিয়া ও ওসিয়ানিয়া :		
আফগানিস্থান	৭'৭০	৫'৩৯
অষ্ট্রেলিয়া	২৫'০৮	২৬'১৫
বার্মা	৯'৬৩	৩'২৮
কাম্বোডিয়া	০'৬৫	০'৩২
সিংহল	১৮'০৭	১৪'৪৪
হংকং	৯'৭৬	৬'৯৬
তাইওয়ান	১'৯৮	০'২৫
ইরাণ	১৮'০০	১১'৫৫
জাপান	১৩৭'১২	১২০'৭৩
ইন্দোনেশিয়া	৫'৫৪	৪'৩২
কোরিয়া (দক্ষিণ)	৮'৭৪	০'৯১
মালয়েশিয়া	২'৩৭	০'৭৮
নেপাল	২০'৮৪	১৮'৪৬
নিউজিল্যাণ্ড	৫'৬২	৬'০৯
ফিলিপাইন্স	১'৮১	০'৬৫
সিঙ্গাপুর	১০'৮৪	৮'৭৬
দক্ষিণ ভিয়েৎনাম	০'৫০	১'৯৪
থাইল্যাণ্ড	৭'০৭	৭'৬২
বেহ্রিন দ্বীপপুঞ্জ	২'৮৭	২'২৬
ইস্রায়েল	০'১৫	০'০৯
ইরাক	১০'৬৩	৪'১৬
জর্ডান	২'০৯	১'৬৮
কুয়ায়েত	১৫'৬১	৯'৭৪

দেশের নাম	১৯৬৮ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)	১৯৬৭ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)
লেবানন্	১'৭০	১'৭৪
দক্ষিণ ইয়েমেন	৬'৭৯	৪'৫৯
সৌদি আরব	৯'০৯	৫'৪০
সিরিয়া	০'৯২	২'১৩
পূর্ব ইউরোপ :		
বুলগেরিয়া	৩'৬৫	৩'৯২
চেকোশ্লোভাকিয়া	২৮'৯৯	২৮'৯২
জার্মানি (পূর্ব)	১৮'৭৭	১৭'৯৯
হাঙ্গারী	১০'৫৬	১০'৪৬
পোল্যাণ্ড	২৩'৭৯	১৬'০৩
রুমানিয়া	৫'৩২	৫'১৪
সোভিয়েত রাশিয়া	১৩০'১১	১২১'৭৪
যুগোশ্লাভিয়া	১৪'৫৩	১৪'১০
পশ্চিম ইউরোপ :		
ফ্রান্স	১৫'৪৬	১৪'৭৩
বেলজিয়াম	২৪.৯৬	১৭'৮৩
জার্মানি (পশ্চিম)	২৪'৮৩	১৭'৩৪
ইতালি	১৭'৩৩	১৪'১৩
নেদারল্যাণ্ড	১৩'৯৮	১০'৪৯
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	১৯৫'১৪	২১০'৪৪
অস্ট্রিয়া	০'৪০	০'৪৬
ডেনমার্ক	২'৩০	২'৫০
নরওয়ে	১'২৭	১'৩১
সুইডেন্	৪'২৮	২'৯০
সুইজারল্যাণ্ড	৫'২৯	৫'৩২
ফিন্ল্যাণ্ড	০'৩০	০'৬৭
গ্রীস	০'৮৫	১'৩৬
আইরীশ প্রজাতন্ত্র	৪'৬৯	৫'৪৪
স্পেন	১'৬৯	১'২৯
তুরস্ক	০'৫২	০'৩২

॥ প্রধান দেশ সমূহ হইতে ভারতে আমদানির খতিয়ান ॥

দেশের নাম	১৯৬৮ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)	১৯৬৭ জানুয়ারী-নভেম্বর (কোটি টাকা)
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	১২৭'২০	১৫৩'২২
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৫৯৫'৬৫	৭৪৭'৫৫
পশ্চিম জার্মানি	১২০'৬১	১৪৬'৮৪
অষ্ট্রেলিয়া	৩২'৪৪	৭৪'২৫
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	৪৩'২৩	২৮'৭৪
কানাডা	৮৪'৬৫	৯৮'৮৯
বার্মা	১০'৬৯	১২'৬১
কেনিয়া	৬'৯৯	৭'৮৪
সৌদি আরব	২৩'০০	১৫'৯১
জাপান	১১৪'৭৪	৯৪'৫৬
সোভিয়েত রাশিয়া	১১৬'৩৩	৯৫'০৩
মালয়েশিয়া	৬'১২	৮'৯৮
ইরাণ	২৯'৩২	৩২'০৭
তানজানিয়া	১০'২৩	১১'৭৪
সুদান	১৫'৬০	১৪'৮০
ফ্রান্স	৩৫'৩১	৩২'০৯
ইতালি	৪২'৭৩	৩২'৩৫
নেদারল্যাণ্ড	১৮'৩২	২৫'৫২
সিংহল	১'৯১	২'১৭
চেকোস্লোভাকিয়া	৩২'৭৫	২৫'৭৩
পোল্যাণ্ড	২০'৫২	২২'২২
যুগোস্লোভিয়া	১২'৮৩	১৩'০৪
অষ্ট্রিয়া	৪'৮৩	৪'৬৭
পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহ	১৬'৩৮	৯'৪২
জাম্বিয়া	৫'৫৮	১'৭৬
সিঙ্গাপুর	১'০৬	৫'৩১
নেপাল	১২'৬৩	১৬'৪৪

ভারতের শিল্প

॥ **১৯৬৮-৬৯ সালের সমীক্ষা** ॥ ১৯৬১ হইতে ১৯৬৪ সালের প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৮%। ১৯৬৫ সালে ঐ হার কিঞ্চিৎ কমিয়া ৭.২% হয়। ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির হার অতি শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাইয়া অবিশ্বাস্য স্তরে নামিয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ২টি বৎসরই 'শিল্প মন্দার' বৎসর বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। তবে মন্দা সত্বেও কিন্তু কোন কোন বিশেষ শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যেমন—বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং শিল্প। আবার কতকগুলি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত থাকায় উহাদের উৎপাদন বাড়ান যায় নাই। উৎপাদনক্ষমতা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল শিল্পের উৎপাদন বাড়িতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে সারের উৎপাদন ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে কিঞ্চিৎ এবং ১৯৬৭ সালে বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

অবনতি ঘটিয়াছিল বিশেষ করিয়া কৃষি ভিত্তিক শিল্প এবং যন্ত্রপাতি নির্মানকারী শিল্প সমূহে। পূর্ববর্তী দুই বৎসরে কৃষি কার্যের চরম অবনতির ফলে ইক্ষু, তুলা, বিবিধ তৈলবীজ প্রভৃতি পণ্যের যোগান হ্রাস পায় এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির উপর উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। কৃষি আয় হ্রাসের ফলে বিবিধ ভোগ্য পণ্যের চাহিদাও কমিয়া যায়। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। উহাও উৎপাদন সঙ্কোচের অন্যতম কারণ। সরকারী লগ্নিতে বাধা নিষেধের ফলে ইস্পাতের চাহিদা হ্রাস পায়।

শিল্পের অবসাদ দূর করিয়া উহাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল :—(১) সরকারী সংস্থা সমূহ, বিশেষতঃ রেলওয়ে কর্তৃক বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে অগ্রিম অর্ডার দান করা (২) শিল্প সংস্থাগুলিকে আরও উদার ভাবে ও সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, (৩) শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা এবং (৪) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করা। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ইতিমধ্যেই শিল্পে পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৬০ সালের ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যবর্তী উৎপাদনের সূচক সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১৫৯.৩। ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে আলোচ্য নয় মাসের সূচক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫০.৮ ও

১৫১'৭। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ববর্তী দুই বৎসরের তুলনায় ১৯৬৮ সালে শিল্প-বাণিজ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে যে সকল শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—কাঁসা উৎপাদন (৪৯'৪%), তামা উৎপাদন (৩০'৪%), এলুমিনিয়াম উৎপাদন (১৯'২%), নন ফেরাস মৌল ধাতু সমূহ (১৮'৭%), বিদ্যুৎ উৎপাদন (১৬'০%), কাগজ ও কাগজের দ্রব্য (১১'৪%), পেট্রোলিয়াম রিফাইনারীজাত দ্রব্যাদি (১১'০%), রবারজাত দ্রব্যাদি (১২'২%), বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি১০'৪%), অবৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (১০'৬%), বয়ন শিল্প (৭'২%), পানীয় এবং তামাক শিল্প (৭'৮%), এবং রাসায়নিক দ্রব্য (৮'৬%)।

১৯৬৮ সালে শিল্পমহলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই বৎসরে বহু শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা প্রসারিত করা হইয়াছে। যে সকল শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহাদের নাম :—প্লাইউড, এসিটোন, ক্রোমিক এসিড, নাইলন তন্তুজসূতা, পলিষ্টার তন্তু, ন্যাপথল, সালফার ব্ল্যাক, এমোনিয়া সালফেট, ইউরিয়া, তামা ও কাঁসার পাইপ ও টিউব, ইলেকট্রিক মোটর ইত্যাদি। কতকগুলি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ২০% হইতে ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহাদের নাম—বেঞ্জিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ফসফরিক এসিড, সালফাড্রাগস, তুলাবীজের তেল, এলুমিনিয়াম বাঁট, এলুমিনিয়াম সীট, এলুমিনিয়াম রড, কাঁসা, তামা ও ঐ জাতীয় মিশ্রধাতু, ইলেকট্রিক ওয়েলডিং মেসিন, ফ্লুরেসেন্ট টিউব, রেডিও রিসিভার, বাইসাইকেল ইত্যাদি।

চিনি, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দরকার নাই, তবে উহার আধুনিকীকরণের বিশেষ প্রয়োজন। সার উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে। বোকারো পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা শিল্পসমূহকে বিপুল পরিমাণে অর্ডার প্রদান করা হইয়াছে। পেট্রোকেমিক্যালস্, এলুমিনিয়াম এবং অন্যান্য শিল্পও যন্ত্রপাতির বৃহৎ অর্ডার দিবে। সুতরাং আগামী দিনে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ আরও অনেক প্রসারিত হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ দৃঢ় আশা পোষণ করেন।

॥ ভারতীয় শিল্পের সূচনা ও প্রসার ॥

১৮৫৪ সালটিকে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের বৎসর বলিয়া চিহ্নিত করা চলে। ঐ বৎসরে প্রধানতঃ ভারতীয় মূলধনে ও উদ্যোগে বোম্বাইতে বস্ত্রশিল্পের সূত্রপাত হয়।

উহার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে বিদেশীদের উদ্যোগে ও মূলধনে কলিকাতায় পাট শিল্পের পত্তন করা হয়। ঐ সময়েই খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের কাজও সুরু হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই তিনটিই ছিল ভারতে প্রধান শিল্প। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে নূতন প্রেরণা ও উৎসাহের জোয়ার আসে এবং লৌহ ও ইস্পাত, চিনি, সিমেন্ট, ইঞ্জিনীয়ারিং, কাঁচ, সাবান, বনস্পতি প্রভৃতি শিল্প সমূহের পত্তন হয়। ১৯২২ সালে ভারতের তদানীন্তন শাসকবর্গ শিল্পের জন্য যে 'সংরক্ষণ-নীতি' প্রবর্তন করেন তাহাও ভারতীয়-শিল্পের প্রসারের পক্ষে সাহায্য করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারত অতি দ্রুত শিল্পায়নের পথে পদক্ষেপ করে। অতঃপর আসে পরিকল্পনার যুগ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে (১৯৫১-৫২ হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত), বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ভারতীয় শিল্পের বৈপ্লবিক প্রসার ঘটে। ঐ সময়ের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে ৩টি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হয় এবং বেসরকারী ২টি ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণিত করা হয়। ভারী বৈদ্যুতিক শিল্প ও ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য শিল্পোদ্যোগের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সিমেন্ট ও কাগজ কলের যন্ত্রপাতিও এই সময়ে দেশে নির্মিত হইতে থাকে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে রাসায়নিক শিল্পে ভারতের উন্নতিকে যুগান্তকারী বলা চলে। এই সময়ের মধ্যে ভারত যে শুধু নাইট্রোজেন সার, কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাস, সালফিউরিক এসিড প্রভৃতি মৌল রাসায়নিক পণ্য সমূহের উৎপাদনই প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করে তাহা নহে, বহু নূতন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন,-ইউরিয়া, এ্যামোনিয়ম ফসফেট, পেনিসিলিন, কৃত্রিম সূতা, বিস্ফোরক পদার্থ, পলিথিলিন ও রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতির উৎপাদন আরম্ভ করে। সাইকেল, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, চিনি ও বস্ত্রকলের যন্ত্রপাতির উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ১০ বৎসরে ভারতীয় শিল্পপণ্যের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়। ১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন = ১০০ ধরিলে ১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদনের সূচক সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৪।

পক্ষান্তরে আলোচ্য সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ১৯৬০-৬১ সালে ৩টি সরকারী ইস্পাত কারখানার সম্মিলিত উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ২০ লক্ষ টন, কিন্তু প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৬ লক্ষ টন। টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর উৎপাদনও লক্ষ্য অপেক্ষা অনেক কম হয়। সিন্ধ্রির সরকারী সার কারখানা এবং বারাণসীতে বেসরকারী সার কারখানার সম্প্রসারণ-প্রকল্প কার্যে পরিণত করিতে অনেক বিলম্ব ঘটে। নাঙ্গাল, নিয়েভেলি ও রুরকেল্লার ৩টি সরকারী সার কারখানায় ১৯৬০-৬১ সালেই পূর্ণ উৎপাদন সুরু হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ ঐ তিনটি

প্রকল্পই অনেক বিলম্বিত হয়। ভারী যন্ত্রপাতি, খনি শিল্পের যন্ত্রপাতি ও ফাউণ্ড্রি ফোর্জ নির্মাণের কারখানায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষের দিকে সবেমাত্র উৎপাদন সুরু হয়, অথচ আশা করা হইয়াছিল যে অনেক আগেই এই সকল প্রকল্প হইতে সুফল পাওয়া যাইবে। যাহা হোক, প্রায় অধিকাংশ শিল্পেই উৎপাদন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিতে সক্ষম হইয়াছে এমনকি কতকগুলি ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ পাম্প, ডিজেল ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক মোটর, ইলেকট্রিক পাখা, রেডিও এবং চিনির উৎপাদন নির্ধারিত লক্ষ্যকে ছাড়াইয়া যায়।

॥ ভারত সরকারের শিল্পনীতি ॥

ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে একটি শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। পরে পরিণত চিন্তার ফলে ১৯৫৫ সালে ৩০শে এপ্রিল সংসদে একটি সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। উহাতে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব ও মালিকানার মূল্য লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। বেসরকারী উদ্যোগের সুযোগ ও সীমারেখাও নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার পরিকল্পিত ধারা অনুযায়ী শিল্পকে নিম্নবর্ণিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম শ্রেণীর শিল্প ঃ এই শ্রেণীর ১৭টি শিল্পের নাম নির্দেশিত হইয়াছে। এইসব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন উদ্যোগ ও নূতন প্রচেষ্টার একচেটিয়া অধিকার থাকিবে গবর্ণমেণ্টের। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির নাম: অস্ত্র ও গোলাবারুদ, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, ঢালাই ও পিটানো লৌহ, গুরুভার যন্ত্রপাতি, গুরুভার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কয়লা ও লিগ্‌নাইট, খনিজ তৈল; কতিপয় ধরনের খনিজ (লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, জীপসম, গন্ধক, স্বর্ণ ও হীরা), দুষ্প্রাপ্য খনিজ (তামা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি), আণবিক শক্তির উপাদান, বিমানপোত, বিমান পরিবহন, রেলওয়ে পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের শিল্প-সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্প ঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের তালিকায় ১২টি শিল্পের নাম রহিয়াছে। ঐসব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন কলকারখানা স্থাপন ও সম্প্রসারণ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রধানতঃ রাষ্ট্র অগ্রণী হইবে। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে ও সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারী উদ্যোক্তারাও এই সকল শিল্পে নূতন প্রচেষ্টার সুযোগ পাইবে। এই শ্রেণীর শিল্পের নাম:— খনিজ পদার্থ (প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত খনিজ দ্রব্যাদি ছাড়া), অ্যালুমিনিয়ম, মেশিন টুল, খাদমিশ্রিত লৌহ, রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্যাদি,

অ্যান্টিবাইওটিকস্ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার, কোক্, কয়লা, রাসায়নিক মণ্ড, সড়ক পরিবহন এবং সামুদ্রিক পরিবহন।

তৃতীয় শ্রেণীর শিল্প ও বেসরকারী উদ্যোগ: উপরে উল্লিখিত (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে) শিল্পগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত শিল্পকেই তৃতীয় শ্রণীর পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী পরিচালনার রীতি বজায় রাখা হইবে। তবে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক ও উদ্যোক্তাদের কর্মধারা যাহাতে ভারতের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূলগত নীতির পরিপন্থী না হয় সে বিষয়ে সরকার সতর্ক নজর রাখিবেন। শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান অনুযায়ী দরকারমত বেসরকারী শিল্প ব্যবসায়ের কর্মধারা তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বিশেষ প্রয়োজনবোধে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন শিল্প স্থাপনের অধিকারও গবর্ণমেন্টের থাকিবে।

॥ শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ॥

ভারত সরকার ১৯৫১ সালে ইণ্ডাস্ট্রীজ্ (ডেভেলপ্মেন্ট এণ্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট নামে একটি আইন প্রবর্তন করেন। ঐ আইনে নিয়ন্ত্রণযোগ্য শিল্প হিসাবে প্রথমে ৪২টি বড় ও মাঝারি শিল্পের নাম উল্লেখ করা হয়। পরে আইনটি সংশোধন করিয়া নিয়ন্ত্রণযোগ্য শিল্পের নাম আরও বাড়ানো হয়। শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বিধান হইতেছে এই যে, নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত নূতন বা পুরাতন সকল শিল্পকেই ভারত সরকারের নিকট হইতে অনুমতি ও লাইসেন্স লইতে হইবে এবং উহাদের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধান মানিয়া চলিতে হইবে। ভারত সরকার পরে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা কিছুটা শিথিল করেন। তাঁহারা জানান যে, যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা একশতের কম এবং যাহাদের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার কম তাহাদিগকে উপরোক্ত লাইসেন্স লইতে হইবে না।

পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনটির আরও সংশোধন করার সিদ্ধান্ত করেন। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার নিম্নে, শ্রমিক সংখ্যা একশত জনের বেশী হইলেও উহাদিগকে লাইসেন্স লইতে হইবে না।

১৯৬৬ সালে ভারত সরকার শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের অন্তর্ভুক্ত লাইসেন্সের বিধান অনেক পরিমাণে শিথিল করেন। কতকগুলি বড় ও মাঝারি ধরণের শিল্পকে লাইসেন্স

লওয়ার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে যেসব শিল্পকে লাইসেন্সের বিধান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিল্প হইল :—লোহা ও ইস্পাতের কাষ্টিং, টুক্‌রা ইস্পাত ও বিলেট, বৈদ্যুতিক মোটর (৫০ অশ্বশক্তি পর্যন্ত), বৈদ্যুতিক চুল্লী, বাইসিকেল ও বাইসিকেলের সরঞ্জাম, চা শিল্পের যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎচালিত পাম্প, কমপ্রেসর, সেলাইকল, সিমেণ্ট, কাগজ ও বোর্ড, কাগজ প্রস্তুতের মণ্ড, প্লাইউড, কাঁচ ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।

॥ শিল্প বাণিজ্যে সরকারী উদ্যোগ ॥

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতে এদেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য জাতীয় সরকার কেবল বেসরকারী উদ্যোগকেই উৎসাহিত করিতেছেন না, অত্যাবশ্যক শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা গঠনের কাজে নিজেরাও সাক্ষাৎভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে দেশে অনেকগুলি সরকারী কোম্পানী ও কর্পোরেশন গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ বিশেষ করিয়া মৌলিক ও ভারী শিল্পের দিকেই নিয়োজিত হইয়াছে। ইস্পাত কারখানা, খনি, বিমানপোত ও জাহাজ কারখানা, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র প্রস্তুত প্রভৃতি ধরণের ব্যয়বহুল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী শিল্প প্রয়াসের অঙ্গীভূত হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী শিল্প সংস্থায় ৫৫ কোটি টাকা দাদন করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় দাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৯৩৮ কোটি টাকা এবং ১,৫২০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সংস্থা গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করা হইল।

ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ: নূতন শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা ও উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য এই সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। পাট ও বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি নবীকরণের জন্য এই প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের এজেন্ট হিসাবে ঋণ মঞ্জুর করিয়া থাকে। ১৯৬৮ সালের ১৫ নবেম্বর পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত খাতে ২৭.৭১ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ ১.৩২ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করা হইয়াছে।

ন্যাশনাল "স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ: বিভিন্ন ধরণের শিল্পে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করাই ইহার কাজ। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এই সংস্থার সাহায্যে ১৪.৮২ কোটি টাকার সরকারী (D. G. S. & D.) অর্ডার সংগ্রহ করিয়াছে। এই পর্যন্ত মোট ১৭,৯৮৯টি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এই সংস্থার অধীনে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে।

সিমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া : নূতন সিমেণ্ট কারখানা নির্মাণে সাহায্য দান, সম্ভাব্য স্থানসমূহে সিমেণ্ট-এর কাঁচামাল আবিষ্কারের জন্য জরীপকার্য চালনা, সিমেণ্ট বণ্টনে সুষ্ঠুনীতি নির্ধারণ ইত্যাদি ইহার কাজ। বর্তমানে এই সংস্থা মান্ধার (মধ্য প্রদেশ) ও কুরছুন্টা (মহীশূর)-তে ২টি নূতন সিমেণ্ট কারখানা নির্মাণ করিতেছে।

হিন্দুস্থান কেবলস্ লিঃ : পশ্চিমবঙ্গে রূপনারায়ণপুরে এই কারখানা স্থাপিত। এখানে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের বিভিন্ন শ্রেণীর তার প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে কারখানাটি সম্প্রসারিত করা হইতেছে। হায়দরাবাদে ইহার একটি নূতন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। বর্তমানে ইহার কার্যধারা সম্প্রসারণ করা হইতেছে।

হিন্দুস্থান ফটো ফিল্মস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ : ফটোগ্রাফির বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুত করার জন্য উতকামণ্ডে একটি কারখানা স্থাপনের জন্য ফ্রান্সের বচেৎ এণ্ড কোং-এর সহযোগিতায় এই কোম্পানী ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ৫·৫ কোটি টাকা, উহা বাড়াইয়া ৫·৮২ কোটি টাকা করা হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৭ আনুষ্ঠানিকভাবে এই কারখানাটির উদ্বোধন করেন। উল্লেখযোগ্য যে কারখানায় উৎপাদনের কাজ আগেই সুরু হইয়াছে।

হিন্দুস্থান সল্ট লিমিটেড : লবণ তৈরীর জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারী সংস্থা। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২ কোটি টাকা। খারাঘোদা ও মান্দি এই দুইটি কেন্দ্রে ১৯৬৭-৬৮ (অক্টোবর হইতে সেপ্টেম্বর) সালে মোট ৭২,৮৬৯ মেট্রিক টন লবণ উৎপন্ন হয়।

সম্বর সল্ট লিমিটেড : ইহা হিন্দুস্থান সল্ট লিঃ-এর সহকারী প্রতিষ্ঠান। ইহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ এক কোটি টাকা। ইহার মোট ১০ হাজার শেয়ারের মধ্যে ৬ হাজার শেয়ার হিন্দুস্থান সল্ট লিঃ এবং বাকি ৪ হাজার শেয়ার রাজস্থান সরকার ক্রয় করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ন্যাশনাল নিউজপ্রিণ্ট অ্যাণ্ড পেপার মিলস লিঃ : ইহার সংক্ষিপ্ত নাম 'নেপা মিলস্'। ভারতে সংবাদপত্রের ব্যবহার্য নিউজপ্রিণ্ট প্রস্তুত করার ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ইহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,০০০ টন। ইহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা আরও ৪৫,০০০ টন বাড়াইবার জন্য নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া কারখানা সম্প্রসারিত করা হইতেছে। ১৯৭০ সালের প্রারম্ভে ইহার পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা কার্যকারী হইবে বলিয়া আশা করা হয়।

ইনস্ট্রুমেন্টেশন লিঃ : ১৯৬৪ সালের মার্চে ইহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহা কোটায় (রাজস্থান) সূক্ষ্ম যন্ত্র উৎপাদনের একটি কারখানা এবং কেরালার পালিঘাটে যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানা নির্মাণ করিতেছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দান করিতেছে। কোটা কারখানা কার্যতঃ ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে উৎপাদন সুরু করিয়াছে।

ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেণ্ট লিঃ : কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে ইহা অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠান বিবিধ বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি প্রস্তুত এবং মেরামত করিয়া থাকে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মন্দার জন্য এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬৭ সালে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে এবং কতকগুলি সুপ্রচলিত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করে। এই প্রতিষ্ঠানের উপর দুর্গাপুরে চশমার কাচ প্রস্তুতের জন্য একটি কারখানা স্থাপনের দায়িত্বও দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় উহা নির্মিত হইতেছে। উক্ত কারখানা ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন সুরু করিয়াছে। শীঘ্রই উহার পূর্ণ উৎপাদন আরম্ভ হইবে।

হিন্দুস্থান মেসিন টুলস লিঃ : বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ৫টি স্বতন্ত্র কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রগুলি বাঙ্গালোর (২টি), পিঞ্জোর (হরিয়াণা), কালামাসেরি (কেরালা) এবং হায়দরাবাদে অবস্থিত। উক্ত কারখানা ছাড়া বাঙ্গালোরে এই সংস্থার ঘড়ি নির্মাণের একটি কারখানা আছে। উহাতে বার্ষিক ৩,৬০,০০০টি ঘড়ি নির্মিত হইতে পারে। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্যন্ত ৮ মাসে এই সংস্থার বিভিন্ন কেন্দ্রের উৎপাদনের হিসাব এইরূপ :—বাঙ্গালোরের ২টি কারখানায় ৫২৩টি যন্ত্র, মূল্য ২০৪.৯ লক্ষ টাকা। পিঞ্জোর কারখানায় ২৬৩টি যন্ত্র, মূল্য ১৪১'৪ লক্ষ টাকা। কালামাসেরি কারখানায় ১৯৫ টি যন্ত্র, মূল্য ৮০'৫ লক্ষ টাকা এবং হায়দরাবাদ কারখানায় ২০টি যন্ত্র, মূল্য ৩৪.১ লক্ষ টাকা। ঘড়ির কারখানায় আলোচ্য সময়ে ১,৯৪,৫০৪টি ঘড়ি নির্মাণ করা হইয়াছে।

মেসিন টুল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ : ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে ৪ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন সহ এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহা চেকোস্লোভাকিয়ার সহায়তায় আজমীরে একটি গ্রাইণ্ডিং মেসিন টুল নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিবে। অধিকাংশ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আসিয়া পৌছিয়াছে। ১৯৬৯ সালের মধ্যেই কারখানার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবে এবং ১৯৭০ সালে উৎপাদন সুরু হইবে।

ভারত হেভি প্লেট অ্যাণ্ড ভেসেলস্ লিঃ : ১৯৬৬ সালের জুন মাসে স্থাপিত। চেকোস্লোভাকিয়ার সহায়তায় কারখানা নির্মিত হইতেছে। কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ২৩,০০০ টন এবং উহার আর্থিক মূল্য ১০ কোটি

টাকা। এই প্রতিষ্ঠান সার উৎপাদন, পেট্রো-কেমিকেল ও অন্যান্য রাসায়নিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবে।

হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ ঃ রাঁচীতে অবস্থিত; ইহার ৩টি শাখা, যথা—(১) হেভি মেসিন বিল্ডিং প্ল্যান্ট—বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮০,০০০ টন ভারী মেসিনারী, (২) ফাউণ্ড্রী ফোর্জ প্ল্যান্ট—বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,৪৭,০০০ টন, (৩) হেভি মেসিন টুলস্ প্ল্যান্ট—বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ টন। হেভি মেসিন বিল্ডিং প্ল্যান্ট সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় নির্মিত হইয়াছে। ফাউণ্ড্রী ফোর্জ প্ল্যান্ট এবং হেভি মেসিন টুলস্ প্ল্যান্ট উভয়ই চেকোশ্লোভাকিয়ার সহায়তায় নিমিত হইয়াছে।

হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ ঃ ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়; ভূপালে অবস্থিত; ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই কারখানায় উৎপাদন স্থরু হয়। স্থইচগিয়ার, ট্রান্সফরমার, ট্র্যাকসন মোটর ও ক্যাপাসিটর এবং শিল্প কারখানার জন্য মোটর এই কারখানায় নির্মিত হয়। এই কারখানায় বার্ষিক ০.৬ মিলিয়ান কিলোওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সেট ও ০.৫ কিলোওয়াট জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সেট নির্মিত হইতে পারে।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিঃ ঃ এই সংস্থা এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত :—(১) হাই প্রেসার বয়লার প্ল্যান্ট (তিরুচিরাপল্লী)—চেক সহযোগিতায় নির্মিত হইয়াছে; বার্ষিক ১২টি বয়লার নির্মাণ করিবে। (২) হেভি পাওয়ার ইকুইপমেন্ট প্ল্যান্ট (হায়দরাবাদ)—ইহাও চেক সহযোগিতায় নির্মিত হইতেছে বার্ষিক ৮০০ মেগাওয়াট-এর স্টিম টারবাইন ও টার্বো অলটারনেটর প্রস্তুত করিতে পারিবে। (৩) হেভি ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট প্ল্যান্ট (হরিদ্বার)—সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় ইহা নির্মিত হইতেছে; এখানে ১৫,০০,০০০ কিলোওয়াটের স্টিম টারবাইন, ১২,০০,০০০ কিলোওয়াটের হাইড্রো টারবাইন ও জেনারেটর এবং ৫,১১৫,০০০ কিলোওয়াটের বৃহৎ ইলেকট্রিক মোটর নির্মিত হইবে। (৪) স্থইচ্-গিয়ার ইউনিট (হায়দরাবাদ)—স্থইডেনের সহযোগিতায় ইহা নির্মিত হইয়াছে। (৫) সেন্ট্রাল ফাউণ্ড্রী ফোর্জ প্রজেক্ট (হরিদ্বার)। ফরাসী প্রতিষ্ঠান S. F. A. C. প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দান করিবে—ইহার জন্য আনুমানিক ব্যয় হইবে ২৬ কোটি টাকা।

মাইনিং অ্যাণ্ড এলায়েড মেসিনারী কর্পোরেশন লিঃ ঃ কয়লাখনির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য এই প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি করা হইয়াছে। এখানে বার্ষিক ৪৫,০০০ টনের বিবিধ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা যাইবে।

তুঙ্গভদ্রা স্টীল প্রডাক্টস লিঃ : মহীশূরে অবস্থিত; ইহা মহীশূর সরকার ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের যুগ্ম উদ্যোগে পরিচালিত একটি চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান। ভারত সরকার ১৯৬৭ সালে ৫১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করিয়া এই সংস্থার পরিচালনার উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই সংস্থা নদী উপত্যকা প্রকল্পের উপযোগী হাইড্রলিক স্টিল স্ট্রাকচার গঠনে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। এই সংস্থায় ১৯৬৭ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ১,৫০০ টন এবং উহার আর্থিক মূল্য ৬৬'৫১ লক্ষ টাকা।

ত্রিবেণী স্ট্রাকচার‍্যালস্ লিঃ : ভারত ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠান এলাহাবাদে নির্মিত হইতেছে। ইহার জন্য অনুমিত ব্যয় ৭ কোটি টাকা। এই সংস্থা ভারী কাঠামো নির্মাণ করিবে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্ : পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে অবস্থিত; রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৪৮ সালে এই কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কারখানায় নির্মিত প্রথম ইঞ্জিনটিকে ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর কারখানা হইতে বাহিরে আনা হয়। বর্তমানে এখানে বৎসরে ২০০টি ইঞ্জিন নির্মিত হয়। এই কারখানায় বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনও নির্মিত হইতেছে।

ডিজেল লোকোমটিভ ওয়ার্কস্, বারাণসী : ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য ১৯৬১ সালে ১৯'৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারখানা স্থাপন করা হয়। প্রতি বৎসর ১৫০ খানি ইঞ্জিন নির্মাণ করা ইহার লক্ষ্য।

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ : ১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী এই নতুন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নাঙ্গল কেমি ফার্টিলাইজারস্ লিঃ ও সিন্ধ্রী ফার্টিলাইজারস্ অ্যাণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ৭৫ কোটি টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ট্রম্বে, নামরূপ, গোরক্ষপুর, কোরবা এবং দুর্গাপুরে নূতন নূতন নাইট্রোজেন সার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। ঐ সকল কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা হইবে যথাক্রমে ৯০,০০০ মেট্রিক টন, ৪৫,০০০ মেট্রিক টন, ৮০,০০০ মেটরিক টন, ১,০০,০০০ মেটরিক টন এবং ১,০০,০০০ মেটরিক টন। নেভেলিতেও ৭০,০০০ মেটরিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কারখানা নির্মিত হইতেছে।

হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ : ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলির পরিচালনার ভার হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ-এর উপর অর্পণ করা হইয়াছে। ১০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার অনুমোদিত মূলধন ৬০০ কোটি টাকা। মূলধনের হিসাবে হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ ভারত সরকারের বৃহত্তম যৌথ কোম্পানী। ভারত

সরকার ইহাকে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার পরিচালনাধীন সরকারী ইস্পাত কারখানাগুলির নাম—(১) রুরকেল্লা ইস্পাত কারখানা, (২) ভিলাই ইস্পাত কারখানা, (৩) দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা এবং (৪) মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্, ভদ্রাবতী। রুরকেল্লার সার কারখানার দায়িত্ব ১লা মে, ১৯৬৪ পুনরায় হিন্দুস্থান ষ্টীলের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। বোকারো ষ্টীল লিঃ নামক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ায় এই সংস্থার বোকারো ষ্টীল প্রকল্প শাখাটি গুটাইয়া লওয়া হইতেছে। কারবারে এই কোম্পানীর বিপুল অর্থ লোকসান হইতেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৪০ কোটি এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ২০·৫৬ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ : ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান রিফাইনারিজ লিঃ এই দুইটি সরকারী কোম্পানী ১৯৬৪ সালে মিলিত হইয়া ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ গঠন করে। ইহার মূলধন ৭৫ কোটি টাকা। এই সংস্থা তিনটি বিভাগে বিভক্ত—পাইপলাইন, রিফাইনারী ও বিক্রয় বিভাগ। বোম্বাই ও নয়াদিল্লীতে ইহার ২টি সদর কার্যালয় আছে।

হিন্দুস্থান এণ্টিবাইওটিকস লিঃ : পেনিসিলিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক শিশুভাণ্ডার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাহায্যে ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার পিমপ্রি (মহারাষ্ট্র)-তে এই কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৬৩ সালে ইহার সহিত একটি ষ্ট্রেপটোমাইসিন উৎপাদনকারী কারখানাও যুক্ত হইয়াছে।

হিন্দুস্থান ইনসেক্‌টিসাইডস্ লিঃ : জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক শিশু-ভাণ্ডার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সাহায্যে ১লা এপ্রিল, ১৯৫৪ ডি. ডি. টি প্রস্তুতকারী এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। দিল্লী ও কেরালায় ইহার ২টি কারখানা আছে।

হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ, বিশাখাপত্তনম : ১৯৪১ সালে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারত সরকার ১৯৫২ সালে তাহাদের নিকট হইতে ইহা অধিকার করিয়া লন। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। এই কারখানায় বছরে ৪ খানি জাহাজ নির্মাণ করা যাইতে পারে।

হিন্দুস্থান টেলিপ্রিণ্টার্স লিঃ, মাদ্রাজ : ৩ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন সহ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬০ এই কোম্পানী গঠিত হয়। ইহার কারখানায় ইতালীর একটি সংস্থার সহযোগিতায় টেলিপ্রিণ্টার ও তাহার অংশসমূহ নির্মিত হইয়া থাকে।

ভারত ইলেকট্রনিকস্ লিঃ, জলাহল্লী (বাঙ্গালোর): ১২ এপ্রিল, ১৯৫৪, এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। মুখ্যতঃ প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য ওয়ারলেস ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা ইহার কাজ। ১৯৫৬ সালে ইহার উৎপাদন সুরু হয়।

বোকারো ষ্টীল লিঃ: ১০০ কোটি টাকা মূলধনসহ ১৯৬৪ সালের ২৯শে জানুয়ারী ইহা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বিহারের অন্তর্গত বোকারোতে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইবে। উক্ত কারখানার প্রথম পর্যায়ে বার্ষিক ১৫ হইতে ২০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া কারখানার প্রথম পর্যায়ের নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে রাজী হইয়াছে। ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৬৫ ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে এই সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। কারখানার নির্মাণ কার্য অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

গার্ডেনরীচ্ ওয়ার্কশপস্ লিঃ, কলিকাতা: ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন ১৯শে এপ্রিল, ১৯৬০। ইহার অনুমোদিত মূলধন ৩ কোটি টাকা। কলিকাতা বন্দরে আগত জাহাজসমূহের মেরামত করা ইহার প্রধান কার্য। ইহা উপকূল বাণিজ্যের জন্য ছোট জাহাজও নির্মাণ করিয়া থাকে।

হিন্দুস্থান এরোনটিকস্ লিঃ: এরোপ্লেন, এরোপ্লেন ইঞ্জিন, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ১৯৬৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর নিকট হইতে কানপুর বিমান নির্মাণ কেন্দ্রটির দায়িত্বভার এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছে। ১লা অক্টোবর, ১৯৬৪ ইহা বাঙ্গালোরের 'হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট লিঃ'-এর সহিত সংযুক্ত হয়। এই সকল বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত:—(১) বাঙ্গালোরের বিমান কারখানা (২) কানপুরের বিমান নির্মাণ কেন্দ্র, (৩) নাসিকে বিমানের কাঠামো নির্মাণের কারখানা, (৪) কোরাপুটে বিমানের ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা এবং (৫) হায়দরাবাদে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম নির্মাণের কারখানা।

হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট লিঃ, বাঙ্গালোর: ভারত সরকার ও মহীশূর সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারখানায় এরোপ্লেন নির্মিত হয়। 'ভামপায়ার জেট' বিমান নির্মাণের জন্য ভারত সরকার ১৯৫০ সালে ব্রিটেনের ডি হ্যাভিলাণ্ড কোং-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। ১৯৫৩ সালে 'ন্যাট' বিমান নির্মাণের জন্য ভারত সরকার ব্রিটেনের ফোল্লাণ্ড এয়ারক্রাফট্ লিঃ এর সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। হিন্দুস্থান বিমান কারখানায় সুপারসনিক জেট বিমানও নির্মিত হইতেছে।

॥ প্রধান শিল্পসমূহের পর্যালোচনা ॥

নিম্নে বস্ত্র, পাট, সিমেন্ট, চিনি, চা, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হইতেছে।

॥ বস্ত্র শিল্প ॥

১৯৬৩ সাল হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে যে অবনতি চলিতেছিল ১৯৬৮ সালে তাহার অবসান ঘটিয়া উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে কাঁচা তুলার যোগান বৃদ্ধি পাওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তথাপি কাপড়ের কলগুলিকে আলোচ্য বৎসরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং কতিপয় কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৯৬৮ সালে বস্ত্র শিল্পকে সাহায্য করার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনে মিলগুলির যে বাধ্য বাধকতা ছিল ২রা মে, ১৯৬৮ হইতে তাহা শিথিল করা হয়। ঐ শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ৪০% হইতে ২৫% শতাংশে হ্রাস করা হয়। কেবলমাত্র সাধারণ জনতার ব্যবহারযোগ্য মোটা ও মাঝারি শ্রেণার ধুতি, শাড়ী, লংক্লথ, সার্টিং ইত্যাদির উপর উৎপাদন ও মূল্যের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। নিয়ন্ত্রিত বস্ত্রের উপর মিলের মূল্য ২% হারে বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু যাহাতে ক্রেতা সাধারণ অসুবিধায় না পড়েন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদন শুল্কের উপযুক্ত হেরফের ঘটান হইয়াছে।

কাপড়ের কলের নানা অসুবিধা অনুসন্ধান করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া টেক্সটাইল কমিশনারের নেতৃত্বে একটি "ওয়ার্কিং গ্রুপ" নিয়োগ করিয়াছিল। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশের ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে ভারতে মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৬৩৮। উহাদের মধ্যে ৩৫০টি কল কেবলমাত্র সূতা প্রস্তুতকারী এবং অবশিষ্ট ২৮৮টি কলে সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন হয়। ঐ সকল কলে মোট ১৭৩.১ লক্ষ টাকু ও ২.০৭ লক্ষ তাঁত নিয়োজিত আছে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী-জুলাই সময়ের মধ্যে কাপড়ের কলগুলি মোট ৩৬.৩৪ লক্ষ বেল তুলা ব্যবহার করিয়াছে। ১৯৬৭ সালে ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ ছিল ৩৩.০১ লক্ষ বেল।

মিলগুলি কর্তৃক অধিক তুলা ব্যবহারের ফলে ১৯৬৮ সালে স্বভাবতঃই সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৭ সালে সূতার মাসিক গড় উৎপাদন ছিল ৭৪.৭০

মিলিয়ান কেজি। ১৯৬৮ সালে এই মাসিক উৎপাদন হার ৭৯'৮৪ মিলিয়ান কেজিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে মোট ৯৫৮'২ মিলিয়ান কেজি সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে বস্ত্রের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়িয়াছে। মিলজাত বস্ত্র এবং অন্যান্য শ্রেণীর বস্ত্র—এই উভয় শ্রেণীর বস্ত্রের উৎপাদনই বাড়িয়াছে। নিম্নে এই বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হইল।

॥ বস্ত্র উৎপাদনের খতিয়ান ॥

মিলিয়ান মিটার হিসাবে লিখিত

বৎসর	মিল বস্ত্র	অন্যান্য বস্ত্র	মোট বস্ত্র উৎপাদন
১৯৬৫	৪,৫৮৭	৩,০৫৬	৭,৬৪৩
১৯৬৬	৪,২৩৯	৩,০৯৭	৭,৩৩৬
১৯৬৭	৪,০৯৮	৩,১৯৭	৭,২৯৫
১৯৬৮	৪,৩৭২	৩,৫৩০	৭,৯০২

॥ কাপড় কল বন্ধের খতিয়ান ॥

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের শেষে ৫৬টি কাপড়ের কলের দরজা বন্ধ ছিল। ঐ সকল মিলের মোট টাকুর সংখ্যা ১৩'৪১ লক্ষ এবং তাঁতের সংখ্যা ১৫,৪৬১। যে ১২টি কল পূর্বেই বন্ধ হইয়াছে এবং যেগুলিকে গুটাইয়া নিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে সেই ১২টি কলের হিসাব ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। উক্ত ১২টি কলের মোট টাকুর সংখ্যা ২'১৪ লক্ষ এবং তাঁতের সংখ্যা ২,১৪১।

॥ সূতী বস্ত্র রপ্তানি ॥ ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী-অক্টোবর সময়ের মধ্যে ৯২'৩৪ কোটি টাকার সূতী বস্ত্র রপ্তানি করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে ৮০'৪৮ কোটি টাকার বস্ত্র রপ্তানি করা হইয়াছিল।

॥ সূতা রপ্তানি ॥ ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী-অক্টোবর সময়ের মধ্যে মোট ১৪'১ মিলিয়ান কেজি সূতা রপ্তানি করা হইয়াছে। উহার আর্থিক মূল্য ৮'৭১ কোটি টাকা। সূতা রপ্তানির ক্ষেত্রে ইহা আজ পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড। ১৯৬৭ সালের ঠিক অনুরূপ সময়ে যে সূতা রপ্তানি করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ও আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ৯'৩ মিলিয়ান কেজি এবং ৬'১৬ কোটি টাকা। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রিটেন ভারতীয় সূতার বৃহৎ ক্রেতা।

॥ পাট শিল্প ॥

১৯৬৮ সাল ভারতীয় পাটশিল্পের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ বৎসর। বীজবপনের সময়ে অতি অল্প বৃষ্টিপাত এবং পরে প্রবল বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে পাট ও মেস্তার উৎপাদন গুরুতর ভাবে হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতির ফলে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের মূল্য উৎকট ভাবে ওঠা নামা করিতে থাকে।

॥ উৎপাদন ॥ পাটজাত উৎপাদন ১৯৬৮ সালে ১০'৮৫ লক্ষ মেট্রিক টনে হ্রাস পায়। ১৯৬৭ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১'৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন। একটি সমীক্ষার পরে ১৯৬৮ সালের নবেম্বরে পাটের যোগানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উৎপাদন সূচীর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

॥ রপ্তানি ॥ ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী-অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী ৬'৮ লক্ষ মিলিয়ান মেট্রিক টনে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৬৭ সালে ঠিক একই সময়ের মধ্যে ভারত ৬'৪ লক্ষ মিলিয়ান মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়াছিল। কেবলমাত্র কার্পেটের পিছনে ব্যবহার্য পাটের কাপড় ব্যতীত আর সকল রকম দ্রব্যের রপ্তানিই হ্রাস পাইয়াছে। কার্পেটের পিছনে ব্যবহার্য পাট কাপড়ের রপ্তানি ২৭% বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যে কারণে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে তাহা হইল কাঁচা পাটের অভাব এবং পাটের অত্যন্ত উচ্চমূল্য। যে সকল কারণে ভারতের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পাকিস্তানের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে পাটকল স্থাপন এবং কৃত্রিম (সিনথেটিক) প্যাকিং দ্রব্যের আবিস্কার।

কাঁচা মাল : ১৯৬৮-৬৯ সালে পাটের চাহিদা ও যথার্থ যোগানের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান। এই অভাব মোচন করার জন্য ভারত সরকার কাঁচা পাট আমদানি করার অনুমতি দিয়াছেন। পক্ষান্তরে দেশে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সকল রকমে চেষ্টা করা হইতেছে।

বিবিধ তথ্য : বর্তমানে ভারতে পাট কলের সংখ্যা ৯৪। এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ৯২.৩১ কোটি টাকা। ২'৫৬ লক্ষ লোক পাট শিল্পে নিযুক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে ২'৩৯ লক্ষ জন শ্রমিক।

॥ চিনি শিল্প ॥

চিনি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প ; বস্ত্র শিল্পের পরেই ইহার স্থান। চিনি উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান প্রথম। যাক, ১৯৬৭-৬৮ সালে চিনির উৎপাদন

অপেক্ষাকৃত বাড়িলেও উহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। সুতরাং চিনির সরবরাহ খুব ভাল ছিল না। গভর্ণমেন্ট নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মারফতে বণ্টনের জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে চিনি কলের উৎপাদনের ৬০ ভাগ মাল ক্রয় করিয়া লন। ১৯৬৮-৬৯ সালেও সরকার চিনির আংশিক বিনিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করেন, তবে এই বৎসরে মিলের উৎপাদনের ৬০ ভাগের পরিবর্তে ৭০ ভাগ চিনি সরকার সংগ্রহ করেন।

১৯৬৭-৬৮ সালের চিনি মরসুমে (অক্টোবর '৬৭ হইতে সেপ্টেম্বর '৬৮) ভারতে মোট ২২.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন চিনির উৎপাদন হয়। ১৯৬৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২১.৫১ লক্ষ মেটরিক টন। পূর্ববর্তী বৎসরের মজুদ চিনির পরিমাণ ছিল ৫.৩৭ লক্ষ মেটরিক টন। সুতরাং চিনির মোট যোগান দাঁড়ায় ২৭৮৫ লক্ষ মেটরিক টন। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য চিনির কল সমূহ হইতে ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট ২২.১১ লক্ষ মেটরিক টন চিনি সংগ্রহ করা হয় এবং এই বৎসরে ১.৩৯ লক্ষ মেটরিক টন চিনি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। সুতরাং ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ তারিখে ৪.৩৫ লক্ষ মেটরিক টন চিনি হাতে মজুদ ছিল। নিম্নে গত দুই বৎসরের চিনির উৎপাদন, ব্যবহার ও রপ্তানির বিস্তারিত খতিয়ান দেওয়া হইল :—

	লক্ষ মেট্রিক টনের হিসাবে লিখিত	
	১৯৬৬-৬৭ অক্টোবর-সেপ্টেম্বর	১৯৬৭-৬৮ অক্টোবর-সেপ্টেম্বর
পূর্ববর্তী বৎসরের মজুদ চিনি ...	১২.১৬	৫.৩৭
বৎসরের উৎপাদন ...	২১.৫১	২২.৪৮
চিনির মোট যোগান ...	৩৩.৬৭	২৭.৮৫
দেশের মধ্যে চিনির ব্যবহার ...	২৫.৯৫	২২.১১
রপ্তানি ...	২.৩৫	১.৩৯
বর্ষ শেষের ভাণ্ডার ...	৫.৩৭	৪.৩৫

॥ **রপ্তানি** ॥ ১৯৬৭-৬৮ সালে চিনির সরবরাহ কম থাকায় ১৯৬৮ সালের পঞ্জিকা বর্ষে মাত্র ০.৯৯ লক্ষ মেটরিক টন চিনি রপ্তানি করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে রপ্তানিকৃত চিনির পরিমাণ ছিল ২.১৭ লক্ষ মেটরিক টন। প্রধানতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে চিনি রপ্তানি করা হইয়াছিল। চিনি রপ্তানির ফলে আলোচ্য বর্ষে ভারত ১০.০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

॥ **চিনি শিল্পের প্রসার** ॥ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে চিনি শিল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৬.৬৮ লক্ষ মেটরিক টন। ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে

উহা ৪৫ লক্ষ মেটরিক টনে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ২৭.৮৮ লক্ষ মেটরিক টন অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। এই লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল ১৪.৪৪ লক্ষ মেটরিক টন উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত নূতন কল প্রতিষ্ঠার জন্য এবং চালু কলগুলির অতিরিক্ত ১৩,৪৪ লক্ষ মেটরিক টন উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য। যাহা হোক ১৯৬৭—৬৮ সালে ভারতীয় চিনি শিল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩৪,৬৯ লক্ষ মেটরিক টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

॥ বনস্পতি ॥

১৯৬৮ সালে বনস্পতি শিল্পে মোটামুটি সন্তোষজনক অবস্থা বর্তমান ছিল। একমাত্র এপ্রিল-মে মাসে এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বনস্পতি সরবরাহে কিছুটা ঘাটতি দেখা দিয়াছিল। নতুবা বৎসরের অন্য সময়ে সরবরাহ সম্পর্কে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। নিম্নে বনস্পতির গত দুই বৎসরের উৎপাদনের খতিয়ান দেওয়া হইল :—

		হাজার মেটরিক টনের হিসাবে	
		১৯৬৭	১৯৬৮
(ক) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার্য			
বনস্পতি	...	৩৯২.৯	৪৭৪.২
পরিশ্রুত উদ্ভিজ তৈল	...	৩৮.৯	৪৬.৩
মার্গারিণ	...	০.৯	০.৯
(গ) শিল্পে ব্যবহার্য			
হার্ড অয়েল	...	১৪.৭	২৬.৯

॥ চা শিল্প ॥

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভারতীয় শিল্পগুলির মধ্যে পাটের পরেই চা-এর স্থান। ১৯৬৭ সালে ভারত ২০.৫০ কোটি কেজি চা রপ্তানি করিয়া ১১৩.৬৩ কোটি টাকা (ডিভ্যালুয়েশনের পূর্ববর্তী টাকার মূল্য অনুসারে) অর্জন করিয়াছিল। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৮০০০ চা বাগিচা আছে। ভারতীর চায়ের ৮০% উত্তর ভারতে উৎপন্ন হয়; আসাম সর্বাধিক চা উৎপাদনকারী রাজ্য। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, কেরালা ও মহীশূর রাজ্যে চা উৎপন্ন হয়।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ভারত ৩১৮.২ মিলিয়ান কেজি চা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের ঠিক অনুরূপ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল ৩০০.৬ মিলিয়ান কেজি চা। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারত হইতে ১৩৭.৮ মিলিয়ান কেজি চা রপ্তানি করা হইয়াছে, ১৯৬৭ সালের ঠিক ঐ সময়ে ১৩২.১ মিলিয়ান কেজি চা রপ্তানি করা হইয়াছিল।

॥ কফি ॥

ভারতে বর্তমানে ১,২৯,৯৯২ হেকটার জমিতে কফি চাষ হইয়া থাকে। ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট ৫৭,০০০ মেটরিক টন কফি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের উৎপাদন বাড়িয়া ৭০,০০০ মেটরিক টন হইবে বলিয়া আশা করা হয়। ১৯৬৮ সালে ভারতের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য ৩৬,০০০ মেটরিক টন কফি ছাড়া হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ছাড়া হইয়াছিল ৩৬,৪৮৫ টন।

১৯৬৮ সালে রপ্তানির জন্য মোট ৩০,০০০ মেটরিক টন কফি নির্দিষ্ট কর হইয়াছে। তাহার মধ্যে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ২০,৫৩১ মেটরিক টন কফি রপ্তানি করা হইয়াছে। উহার মূল্য ১৮.৫০ কোটি টাকা। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কফি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩১,৯৯৮ মেটরিক টন; উহার মূল্য ছিল ১৭.০ কোটি টাকা।

॥ রাবার শিল্প ॥

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ ভারতে রাবার চাষের অন্তর্ভুক্ত মোট জমির পরিমাণ ছিল ১,৮৫,৬৯৩ হেকটার (৪৫৮, ৮৫৭ একর)। গত দুই বৎসরে কি পরিমাণ রাবারের উৎপাদন ব্যবহার ও আমদানি সম্পর্কে নিম্নে পরিসংখ্যান দেওয়া হইল:—

মেটরিক টনের হিসাবে

		জানুয়ারী-আগষ্ট	জানুয়ারী-আগষ্ট
উৎপাদন :			
প্রাকৃতিক রাবার	...	৫৮,৩৩৬	৩৬,৩৩৮
কৃত্রিম রাবার	...	১৫,২৭২	১৩,৬৯০
ব্যবহার :			
প্রাকৃতিক রাবার	...	৫৪,০২২	৪৮,০৪৪
কৃত্রিম রাবার	...	১৫,১১৭	১৭,৬২১
আমদানি :			
প্রাকৃতিক রাবার	...	১,১৭৯	১৫,৭৪০
কৃত্রিম রাবার	...	১,৬৩৭	২,৪০৯

॥ লবণ ॥

ভারতে ১৯৬৮ সালে ৪৭.৫৬ লক্ষ মেটরিক টন লবণ উৎপাদন করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৪.৮০ লক্ষ মেটরিক টন। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাপান, ফিলিপাইনস্, মালদ্বীপ, সিংহল, সিঙ্গাপুর, আফ্রিকা এবং নেপালে মোট ৪,৭৫,০৫৫ মেটরিক টন লবণ রপ্তানি করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে অনুরূপ সময়ের মধ্যে ঐ দেশসমূহে ৩,৩২,৮৫৩ মেটরিক টন লবণ রপ্তানি করা হইয়াছিল।

॥ সিমেণ্ট ॥

ভারতে সর্ব প্রথম সিমেণ্ট প্রস্তুত করা হয় মাদ্রাজে ১৯০৪ সালে। তবে উহা অনেকটা পরীক্ষামূলক। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সিমেণ্ট প্রস্তুত আরম্ভ করা হয় ১৯১২-১৩ সালে। ঐ বৎসরে তিনটি সিমেণ্ট কারখানা স্থাপন করা হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের প্রারম্ভে দেশে সিমেণ্টের মোট সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৩.৬ মিলিয়ান মেটরিক টন। অতঃপর উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ান হইয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের শেষে সিমেণ্টের মোট উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়া ১৫.৫ মিলিয়ান টন হইয়াছে। গত তিন বৎসরে সিমেণ্ট-এর উৎপাদন এইরূপ :—

১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯
১১ মিলিয়ান মেঃ টন	১ .৫ মিলিয়ান মেঃ টন	১২ মিলিয়ান মেঃ টন

॥ প্লাই উড ॥

১৯৬৮ সালে চা-বাক্স নির্মাণ উপযোগী প্লাই উড উৎপাদনের পরিমাণ ১২.২৬৯ মিলিয়ান স্কয়ার মিটার এবং অন্যান্য শ্রেণীর প্লাইউড-এর পরিমাণ ১৫.০০৩ মিলিয়ান স্কয়ার মিটার। পূর্ববর্তী বৎসরে ঐ দুই শ্রেণীর প্লাইউড-এর উৎপাদন পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০.৮৬৬ এবং ১১.৪০১ মিলিয়ান স্কয়ার মিটার।

॥ দেশলাই ॥

১৯৬৮ সালে প্রতি বাক্সে ৫০টি কাঠি আছে এরূপ ৩০.৭৮৯ মিলিয়ান গ্রোস বাক্স দেশলাই প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৮.০০০ মিলিয়ান গ্রোস বাক্স।

॥ জুতা শিল্প ॥

"ক্ষুদ্র শিল্প"-এর সংজ্ঞা পরিবর্তনের ফলে ৯টি জুতা নির্মাণকারী সংস্থা ক্ষুদ্র শিল্প শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আরও একটি নূতন সংস্থা গঠিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মোট ৯টি প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩,২৮,৬০০ জোড়া জুতা। জুতা নির্মাণকারী ২টি বড় প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে জুতা রপ্তানির জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে। জুতার রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া আশা করা হয়।

॥ কাগজ ও বোর্ড ॥

বর্তমানে কাগজ ও বোর্ডের চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ কিছু বেশী। তবে এইরূপ অনুমিত হয় যে, ১৯৭৩-৭৪ সালের শেষে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ ২ লক্ষ মেঃ টন ঘাটতি দাঁড়াইবে। কাগজ শিল্পের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় এই শিল্পে লগ্নিকৃত অর্থের উপর মুনাফা অত্যন্ত কম। এই কারণে শিল্পপতিরা এই শিল্পে নূতন করিয়া অর্থ লগ্নি করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ১৯৬৮ সালের মে মাস হইতে কাগজের মূল্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইহার ফলে কাগজের মূল্য ৮% হিসাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের বৃহৎ কাগজের কলগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় কাগজের মণ্ড (পাল্প) নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু ছোট কলগুলি বিদেশ হইতে মণ্ড আমদানি করে। ১৯৬৮ সালে দেশে একটি মণ্ড প্রস্তুত করার মিল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, উহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,০০০ মেঃ টন। ইহার ফলে বার্ষিক ৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিবে।

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত ৪ কোটি টাকার কাগজ ও বোর্ড বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২.৫ কোটি টাকা।

॥ লৌহ ও ইস্পাত ॥

১৮৭৪ সালে বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস্ ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে লৌহ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করে। ১৮৮৯ সালে বেঙ্গল আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং তাহাদের কারখানা ক্রয় করিয়া লয়। ১৯০০ সালে তাহারা ৩৫,৫৬০ মেট্রিক টন পর্যন্ত লৌহ উৎপাদনে সক্ষম হয়। ১৯০৭ সালে বিহারে টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের কারখানায় ১৯১১ সালে

লৌহপিণ্ড এবং ১৯১৩ সালে ইস্পাত নির্মিত হয়। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত জগতে আরও ২টি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হইল ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং এবং মাইশোর ষ্টেট আয়রণ ওয়ার্কস্। আসানসোলের নিকটবর্তী হীরাপুরে ১৯০৮ সালে ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৩ সালে ভদ্রবাটিতে মাইশোর ষ্টেট আয়রণ ওয়ার্কস্ কার্য আরম্ভ করে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান মাইশোর আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল লিঃ নামে পরিচিত। ১৯৩৯ সালে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল—ইস্পাত ৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং লৌহপিণ্ড ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। ঐ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে যে জোয়ার আসে তাহার ফলে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ১৯৫০ সালে লৌহপিণ্ডের উৎপাদন ১৫ লক্ষ টনে এবং ইস্পাত ১০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পায়। তারপরেই আসে পরিকল্পনার যুগ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে সরকারী উদ্যোগে ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরে ৩টি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হয়। পুরাতন কারখানাগুলিও সম্প্রসারিত করিয়া তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। নিম্নে ইস্পাত ও লৌহের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল।

॥ লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন ॥

(হাজার মেট্রিক টনের হিসাবে)

বৎসর	লৌহপিণ্ড	ইস্পাত	বৎসর	লৌহপিণ্ড	ইস্পাত
১৯৫৬	১৮,০৭	১৩,৩৮	১৯৬৪	৬৫,৯৩	৪৩,৪৩
১৯৬১	৪৯,৮০	২৮,১০	১৯৬৫	৬৯,৫২	৪৫,২৯
১৯৬২	৫৭,৯৬	৩৭,০৮	১৯৬৬	৭০,৪১	৪৪,৯৮
১৯৬৩	৬৬,০৩	৪২,৫৭	১৯৬৭	৭০,১০	৪১,৩৫

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কিরূপ দ্রুত প্রসারিত হইতেছে উপরোক্ত ছক হইতে তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

ভারতে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রচুর সুবিধা বর্তমান। ইস্পাতের প্রধান উপাদান আকরিক লৌহের ভাণ্ডার এদেশে বিপুল। বিশ্বের মোট আকরিক লৌহের এক চতুর্থাংশই ভারতে অবস্থিত। গুণের দিক দিয়াও ভারতীয় আকরিক লৌহ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, কারণ ভারতীয় লৌহ হইতে শতকরা প্রায় ৩০।৪০ ভাগ

ইস্পাত পাওয়া যায়। ইস্পাতের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান চুনাপাথর, কয়লা ও ম্যাঙ্গানীজ ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা : দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে যেমন তিনটি বৃহৎ সরকারী ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হয়, তেমনি বেসরকারী পুরাতন কারখানাগুলিও সম্প্রসারণ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়। সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে, টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং তাহার ইস্পাত বাট উৎপাদনের ক্ষমতা বার্ষিক ২০লক্ষ টন বৃদ্ধি করিবে। আর ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং তাহার উৎপাদন ক্ষমতা এইভাবে প্রসারিত করিবে যেন, সে বার্ষিক ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত বাট প্রস্তুত করিতে পারে। সুখের বিষয় এই দুইটি পরিকল্পনাই কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। টাটা কোং নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী ২০ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত বাট উৎপাদনের প্রায় সাফল্য লাভ করিয়াছে বলা চলে। লক্ষ্য অনুযায়ী উৎপাদন করার জন্য কোম্পানী যন্ত্রপাতি বৃদ্ধির এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের যে প্রস্তাব দিয়াছিল ভারত সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোং তাহার ইস্পাত বাট উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ মেট্রিক টন হইতে ১৩ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করার যে প্রস্তাব দিয়াছিল ভারত সরকার তাহাও অনুমোদন করিয়াছেন। আলোচ্য সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হইবে তাহার জন্য কোম্পানী বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহিত একটি ঋণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। মাইশোর আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল লিঃ এর কারখানাও সম্প্রসারিত করা হইয়াছে; এই কারখানায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন নরম ধরণের ইস্পাত (Mild steel) উৎপাদন করা যইবে। এই কারখানায় ৭৭,০০০ মেট্রিক টন মিশ্র ধাতু ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত উৎপাদনের এক পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই কারখানায় লৌহপিণ্ডের উৎপাদনও বার্ষিক ২ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা হইবে।

সরকারী ইস্পাত কারখানাসমূহ

রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি বিদেশী সরকারের সহযোগিতায় ৩টি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটির প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। এই তিনটি ইস্পাত কারখানা এবং দুগদা, ভজুদি ও পাথরদিতে ৩টি কোল ওয়াশারীর পরিচালনার দায়িত্ব হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ এর উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

রুরকেলা ইস্পাত কারখানা : সরকারী ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে ইহাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ; ইহা উড়িষ্যায় অবস্থিত। পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় ইহা নির্মিত হয়। ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ এই কারখানার প্রথম ব্লাষ্ট ফার্ণেস-এর উদ্বোধন করেন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই লৌহ উৎপাদন স্থরু হয়। এই কারখানায় সর্বপ্রথম এবং সেই সঙ্গে সরকারী উদ্যোগেও সর্বপ্রথম, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৯ ইস্পাতের বাট উৎপাদন করা হয়। এই কারখানার সহকারী হিসাবে একটি সার কারখানা ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৫'৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৬২ সালের নবেম্বরে উহাতে উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে।

১৯৬৬-৬৭ সালে রুরকেলা ইস্পাত কারখানায় ৯'৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন লৌহ ও ৯'৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত বাট উৎপাদিত হইয়াছে। এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা এভাবে বৃদ্ধি করা হইতেছে যাহাতে এখানে বার্ষিক ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত বাট প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করার বিষয় চিন্তা করা হইতেছে।

ভিলাই ইস্পাত কারখানা : ইহা ভারতের দ্বিতীয় সরকারী ইস্পাত কারখানা ; সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯, এই কারখানায় লৌহপিণ্ড উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয় ১২ই অক্টোবর, ১৯৫৯। এই কারখানাটির উৎপাদন ১৯৬৪ সালেই নির্ধারিত লক্ষ্য সীমা ছাড়াইয়া যায়। ইহার ইস্পাত বাট উৎপাদনের ক্ষমতা ২৫ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করার জন্য সোভিয়েট সরকারের সহিত ১৯৬২ সালে এক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কার্য শেষ হইয়াছে। এই কারখানা আরও সম্প্রসারিত করিয়া ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ৩২ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা হইবে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ঐ চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে ৩০ কোটি রুবল ঋণ-দান করিবে। ১৯৬৬-৬৭ সালে এই কারখানায় ২০'৫ লক্ষ মেট্রিক টন লৌহ ও ১৮'৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত বাট উৎপাদন করা হইয়াছে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা : ইহা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় ইস্পাত কারখানা ; ব্রিটেন-এর সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কারখানার প্রথম ব্লাষ্ট ফার্ণেসে উৎপাদন স্থরু হয়। ইস্পাত

নির্মাণ আরম্ভ করা হয় ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ লক্ষ মেট্রিক্ টনে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে ইহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩৪ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব বিবেচনা করা হইইতেছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে এই কারখানায় ৮'৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন লৌহ ও ৭'৫৪ লক্ষ মেটরিক টন ইস্পাতের বাট উৎপাদন করা হইয়াছে।

বোকারো ইস্পাত কারখানা ঃ বিহারের অন্তর্গত বোকারোতে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় চতুর্থ সরকারী ইস্পাত কারখানা নির্মিত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৬৫ ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া প্রস্তাবিত কারখানা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দান করে। বার্ষিক ৪০ লক্ষ মেটরিক টন ইস্পাত বাট উৎপাদনে সক্ষম একটি কারখানা নির্মিত হইবে; প্রয়োজন হইলে উৎপাদন ক্ষমতাকে সহজেই ৫৫ লক্ষ মেটরিক টনে বৃদ্ধি করা যাইবে। তবে ইহার নির্মাণকার্য দুই পর্যায়ে সমাপ্ত হইবে। প্রথম পর্যায়ে ইহার উৎপাদন ক্ষমতা থাকিবে ১৭ লক্ষ মেটরিক টন। কারখানা নির্মাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাশিয়া ভারতকে ২০ কোটি রুবল (১৬৬'৬ কোটি টাকা) ঋণ-দান করিয়াছে। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে এই কারখানার প্রথম ব্লাষ্ট ফার্ণেসে উৎপাদন আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা হয়। প্রথম পর্যায়ের সম্পূর্ণ নির্মাণকার্য ১৯৭১ সালে সমাপ্ত হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে 'বোকারো ষ্টীল লিঃ' নামক একটি নবগঠিত কোম্পানীর উপর এই কারখানা নির্মাণের ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ ঃ ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ১০০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ইহার অনুমোদিত মূলধন ৬০০ কোটি টাকা। মূলধনের দিক দিয়া ইহা ভারতের বৃহত্তম যৌথ কোম্পানী। এই প্রতিষ্ঠান রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে ৩টি সরকারী ইস্পাত কারখানা এবং দুগ্দা, পাথরদি ও ভজুদিতে ৩টি সরকারী কোল ওয়াশারী পরিচালনা করিয়া থাকে।

॥ কয়লা ॥

খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের কাজ সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জে ১৮১৪ সালে। ভারতে রেলপথ নির্মিত হওয়ায় কয়লা শিল্পে বিপুল উদ্যম ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। ১৮৬৮ সালে ৫ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছিল। ১৮৮০ সালে ১০ লক্ষ টন, ১৮৯০ সালে ২২ লক্ষ টন এবং ১৯০০

সালে ৬১ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন করা হয়। পরবর্তী তিন দশকে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ দৃঢ়ভাবে বাড়িয়া চলে। ১৯৩০ সালে কয়লার বার্ষিক উৎপাদন ২·৩৮ কোটি টনে পৌঁছায়। ১৯৪০ ও ১৯৫০ সালে কয়লা উত্তোলনের বার্ষিক পরিমাণ যথাক্রমে ২·৫১ কোটি টন এবং ৩·২০ কোটি টনে পরিণত হয়।

১৯৫৫ সালে, অর্থাৎ প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তিম বর্ষে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩·৮২ কোটি টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে বার্ষিক ৬ কোটি টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্য স্থির করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল বার্ষিক ৯·৮৫ কোটি টন কয়লা উৎপাদন করা। কিন্তু এই লক্ষ্য পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই; ১৯৬৫-৬৬ সালে অর্থাৎ, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ৭·০৩ কোটি টন কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে উহা আরও হ্রাস পাইয়া ৬·৮৬ কোটি টনে নামিয়া আসে।

ভিলাই ও রুরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় কোক কয়লা সরবরাহের জন্য হাজারিবাগ জেলার কারগলিতে একটি 'কোল ওয়াশারি' স্থাপন করা হইয়াছে। উহা ন্যাশনাল কোল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর পরিচালনাধীন; উহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ লক্ষ মেঃ টন। কাঠারা, সাবাং ও গিড়িতে আরও ৩টি কোলওয়াশারি নির্মিত হইতেছে।

ন্যাশনাল কোল ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন: ভারতে নূতন কয়লা-খনিগুলি সরকারী কর্তৃত্বে গড়িয়া তোলা হইতেছে। ঐ সকল খনির পরিচালন-ভার ন্যাশনাল কোল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন নামক সরকারী সংস্থার উপর ন্যস্ত।

কয়লাখনির বিবিধ তথ্য: ১৯৬৬ সালে ভারতের কয়লাখনিসমূহে গড়ে দৈনিক ৪,২৫,৪৮৮ জন লোক কর্মে নিযুক্ত ছিল। ১৯৫২ সালের খনি আইন অনুসারে ভারতে কয়লাখনির মোট সংখ্যা ৮২৩টি।

অন্যান্য খনিজপদার্থ

ভারতে কয়লাখনির সংখ্যা ৮২৩। কয়লা ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের খনির সংখ্যা ২,৪৮২। প্রধান খনিজ দ্রব্যের খনিগুলির সংখ্যা এইরূপ:—কয়লা (৮২৩), মাইকা (৬০৫), আকরিক লৌহ (৩০০), ম্যাঙ্গানিজ আকর (২৯৫), লাইম স্টোন (২৮৯), চীনামাটি (১২২), স্টিয়েটাইট (৯৪), জিপসাম (৯৩), ফায়ার ক্লে (৭৪), ডলোমাইট (৪০) এবং বেরিটিজ (৪২)।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা ব্যতীত অন্যান্য খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য ১৯৫৮ সালে "ন্যাশনাল মিনারেল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ" নামক প্রতিষ্ঠান

গঠন করা হইয়াছে। এই সংস্থার উদ্যোগে জাপানে রপ্তানির জন্য কিরিবুরু খনি হইতে বার্ষিক ২০ লক্ষ মেঃ টন আকরিক লৌহ উত্তোলন করা হইতেছে। এই কর্পোরেশন বৈলাডিলা অঞ্চলে আরও একটি আঁকরিক লৌহের খনি উন্নয়ন করাইতেছে। উহা হইতে বার্ষিক ৪০ লক্ষ মেঃ টন আকরিক লৌহ সংগৃহীত হইবে। কর্পোরেশন রাজস্থানের ক্ষেত্রি ও কোলিহান নামক স্থানে খনি হইতে তামা উত্তোলনের এক পরিকল্পনা রচনা করে। সম্প্রতি হিন্দুস্থান কপার লিঃ নামক সরকারী প্রতিষ্ঠান ঐ পরিকল্পনার ভার গ্রহণ করিয়াছে। ৫০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাসে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান রাজস্থানের ক্ষেত্রি ও দারিবো এবং বিহারের রাখাতে তামা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবে।

কলিকাতার বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেটাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ রাজস্থানে খনিজ আহরণে নিযুক্ত ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত সরকার ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ সালে হিন্দুস্থান জিঙ্ক লিঃ নামক সরকারী কোম্পানী গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠান রাজস্থানে সীসা ও দস্তা আহরণ করিবে।

এলুমিনিয়াম ধাতুর উন্নয়ন ও সংগ্রহার্থ ভারত সরকার ভারত এলুমিনিয়াম কোং প্রাইভেট লিঃ নামক সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের কয়না এবং মধ্যপ্রদেশের কোরবাতে দুইটি এলুমিনিয়াম প্রকল্প এই প্রতিষ্ঠান কার্যে পরিণত করিবে।

॥ শিল্প-উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ॥

(১৯৬০ সালের উৎপাদন = ১০০)

শিল্পের নাম	১৯৬৩ সন	১৯৬৪ সন	১৯৬৫ সন	১৯৬৬ সন	১৯৬৭ সন
খনি শিল্প	১২৩ ২	১১৯·৪	১৩১·৭	১৩৬·১	১৩৫·৮
ময়দাকল	১৪২·৬	১৫৭·৮	১২৭·৬	১৮৫·২	১৩১·৬
চিনিকল	৮৯·২	১০১·৪	১২৪·৭	১২৯·৮	৮৪·০
বনস্পতি	১১৩·৬	১০৬·২	১২৭·১	১০৬·২	১১৬·৪
চা	১০৮·৪	১১৮·১	১১৪·১	১১৩·৫	১১৬·৬
সিগারেট	১০৮·৪	১২৫·০	১৪৬·১	১৫৭·৫	১৪৭·৪

শিল্পের নাম	১৯৬৩ সন	১৯৬৪ সন	১৯৬৫ সন	১৯৬৬ সন	১৯৬৭ সন
সূতী বস্ত্র	১০৫·৫	১১২·৮	১১১·৭	১০৬·৫	১০৪·৯
পশমী বস্ত্র	১৯৫·০	১৬২·৪	১৫৬·৪	১২৯·৬	১২২·৫
পাটজাত পণ্য	১১৮·৮	১১৫·১	১২০·৩	১০০·৪	১০৪·১
দারু ও কর্ক শিল্প*	১২০·৬	১২৮·৪	২৩৫·২	২০৫·১	২১৮·১
কাগজ ও কাগজের দ্রব্য	১৩০·২	১৩৭·৩	১৪৭·২	১৬০·০	১৬৭·১
রাবার জাত দ্রব্য	১৩৫·৫	১৪৩·০	১৫৯·৪	১৬০·২	১৭১·৪
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	১৩৪·০	১৪৫·৬	১৫৩·৯	১৬৮·৪	১৭২·২
(ক) ঔষধপত্র	১৩১·৮	১৩৫·৩	১৩৩·৭	১৫৫·৯	১৩৫·৮
(খ) সাবান	১১৬·০	১১২·৪	১২১·০	১২৭·৬	১৪৩·৩
(গ) দেশলাই	৮৫·৯	৮৭·১	১১০·৯	৯৪·৮	৮৯·৪
পেট্রল রিফাইনারী	১৩৩·১	১৪৬·৭	১৫৮·৭	১৯৫·৯	২৩৪·২
মৃত্তিকাজাত দ্রব্য	১৩৫·৭	১৩৪·১	১২৪·১	১৬৯·০	২১৪·০
কাচ ও কাচের দ্রব্য	১২১·৯	১১৯·৭	১৩১·১	১৪১·৭	১৫৩·৫
সিমেণ্ট	১১৯·৩	১২৩·৫	১৩৪·৮	১৪১·০	১৪৩·৯
মৌল ধাতু	১৭১·৭	১৭৪·৪	১৮০·১	১৮৯·৬	১৮১·৮
(ক) লৌহ ও ইস্পাৎ ভিত্তিক শিল্প	১৭৫·২	১৭৮·৬	১৮৫·৩	১৯৩·৬	১৭৭·৭
(খ) এলুমিনিয়াম উৎপাদন	২০৩·৩	২০৪·৭	২২৫·৯	২৭৩·২	৩৩৯·৮
শিল্পে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি	১৪৬·৮	১৫৭·৩	১৫৩·৬	১৩৫·৮	১২৫·৬
অফিস ও গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি	১২১·৩	১০৫·৫	১৩৭·৬	১৫১·৮	১৪৭·২
বৈদ্যুতিক তার	১৫১·১	১৭১·৮	১৯৮·৩	১৯৫·৯	২০৬·৭
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	১২৭·৬	১২৩·৮	১৫২·৫	১৪৫·৮	১৫৪·৫
যোগাযোগের সরঞ্জাম	১৫৫·৮	১৭৬·২	২১৭·৪	২৬৫·৬	৩১৮·৩
রেলপথের সরঞ্জাম	২০৩·০	২৪৩·২	২৫৯·২	১৮১·৪	১৪২·৬
মোটর গাড়ী	৯৮·৬	১২৫·৬	১৩৬·০	১৩৬·২	১৩১·৮
বাইসাইকেল ও ট্রাইসাইকেল	১১১·০	১৩১·৪	১৪৬·৬	১৫৫·৪	১৬২·৩

* ফার্ণিচার ব্যতীত

॥ শিল্পে ঋণদান ॥

বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দানের জন্য ভারত সরকার কতিপয় সংস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে প্রধান সংস্থাগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া : ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ; এই কর্পোরেশন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ও সমবায় সমিতি সমূহকে ঋণ দান করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ৮'৩ কোটি টাকা মূল্যের ৫০% শেয়ার ক্রয় করিয়াছে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, অবশিষ্ট ৫০% শেয়ার ক্রয় করিয়াছে সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কর্পোরেশন বিভিন্ন ধরণের ৪৬৪টি শিল্প-সংস্থাকে মোট ৩১১'৬৫ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। উহার মধ্যে ২৭১'৭০ কোটি টাকা প্রকৃত পক্ষে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া : ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার একটি সহকারী সংস্থা ; ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। যে প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হইয়াছে তাহা হইল—অন্যান্য যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্পোদ্যোগে ঋণ দান বা আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকে তাহাদের কর্মধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাকে দৃঢ়ীভূত করা। ১৯৬৮ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই এক বৎসরে এই ব্যাঙ্ক বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে মোট ৪০'৭০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের সূচনা হইতে ১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংস্থা মোট ২৩৬'৩০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ১৯৬'৯০ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ : ১৯৫৫ সালে যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান বেসরকারী শিল্প সংস্থাসমূহকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান করিয়া থাকে। ১৯৬৮ সালে এই কর্পোরেশন মোট ৩০'৯৪ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ইহার জন্ম হইতে ১৯৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত এই সংস্থা মোট ২৩০'৫১ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

স্টেট ফিনানসিয়াল কর্পোরেশনস্ : ১৯৫১ সালে স্থাপিত : এই কর্পোরেশন ছোট ও মাঝারি আকারের শিল্পকে ঋণ দিয়া থাকে। প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করিয়া স্টেট ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। পাঞ্জাব রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ এবং দিল্লী ও চণ্ডিগড়ের জন্য ৪টি কর্পোরেশন গঠিত হয়। বর্তমানে কর্পোরেশনের সংখ্যা ১৮টি। ১৯৬৮ সালের শেষে কর্পোরেশনের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ৮৫'৪৩ কোটি টাকা।

॥ শিল্প সমবায় ॥

১৯৬৮ সালে বিভিন্ন শিল্পে মোট ৫৩,৯০০ সমবায় প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছিল। ঐ সকল সমবায়ের সদস্যসংখ্যা ৩৮'৭ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধন ৩২৩ কোটি টাকা। কারুশিল্পি, কারিগর ও ক্ষুদ্র শিল্পপতিগণ যে ৫১,৭০০ সমবায় গঠন করিয়াছেন তাহাও আলোচ্য সমবায় প্রতিষ্ঠান সংখ্যার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। পল্লী ও শহর, এই উভয় অঞ্চলেই এই সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহ অবস্থিত। ইহার মধ্যে ছোট বড় মাঝারি সকল প্রকার শিল্পই আছে। মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পস্তরে সমবায়ের সংখ্যা বাড়িয়া ১৬৬টি হইয়াছে। সমবায় সম্পর্কে ১৯৬৬ সালের পারিসংখ্যান সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসরে সমবায় সমূহ মোট ২৩৮'৬৯ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় করিয়াছিল। পূর্বের তুলনায় তাহারা ১২% অধিক বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

॥ খাদি ও গ্রামীন শিল্প ॥

খাদি ও গ্রামিন শিল্প উন্নয়ন ও প্রসারের যাবতীয় দায়িত্ব 'খাদি অ্যাণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ কমিশন"-এর উপর ন্যস্ত। ১৯৬৬ সালের সংসদীয় আইনের বলে উহা গঠিত হইয়াছে। কমিশনের সদর দপ্তর বোম্বাইতে অবস্থিত।

১৯৬৭-৬৮ সালের কেন্দ্রীয়সরকারের বাজেটে কমিশনের জন্য ১৪'৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে কমিশন মোট ২৪'২৯ কোটি টাকা মূল্যের খাদি এবং ৭৪'২০ কোটি টাকা মূল্যের গ্রামিন শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য বর্ষে ২৫'০১ কোটি টাকার খাদি ৬২'০৯ কোটি টাকার গ্রামিন শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল।

১৯৬৭-৬৮ সালে কমিশনের অধীনে মোট ২০'৯৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল এবং তাহাদের বেতন বাবদ ২৪'৮১ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

ভারতের আর্থিক পর্যালোচনা

ভারতের ১৯৬৮-৬৯ সালের অর্থনৈতিক চিত্রটি খুব বর্ণাঢ্য বা উজ্জ্বল না হইলেও নৈরাশ্যব্যঞ্জক নহে। এই বৎসরটিতে কৃষি, বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন জীবনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কৃষি কর্মে পর পর দুই বৎসর ব্যর্থতার পরে ১৯৬৭-৬৮ সালে সাফল্যের যে জোয়ার আসে তাহার ঢেউ শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্লাবন আনে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতীয় কৃষিপণ্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৯৫·৬ মিলিয়ান মেটরিক টনে পৌঁছিয়াছিল। এই উৎপাদন ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে আজপর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড। কৃষি কর্মে এই সাফল্যের ফলে জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকে যে প্রেরণা আসে ১৯৬৮-৬৯ সালে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে কৃষিপণ্যের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের মত না হইলেও উহার কাছাকাছি হইবে বলিয়া আশা করা হয়। দেশে খাদ্যশস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি হওয়ায় বিদেশ হইতে খাদ্যশস্যের আমদানি বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হয়। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে যথাক্রমে ১০·৩৬ ও ৮·৬৭ মিলিয়ান মেটরিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছিল; সেই স্থলে ১৯৬৮ সালে মাত্র ৫·৬৯ মিলিয়ান মেটরিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে। ইহা বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি হ্রাস করিয়া জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদ দৃঢ় করিতে সাহায্য করে। খাদ্যশস্যের মূল্য নিম্নাভিমুখী হয় এবং জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মূল্যসূচীর খাতিয়ান 'ভারতের কৃষি' বিভাগে দ্রষ্টব্য।

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিও অপেক্ষাকৃত ভাল। ১৯৬৭-৬৮ সালে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০৯৫ কোটি টাকা ও ১২০৯·৬ কোটি টাকা। ফলে বাণিজ্যে ঘাটতি দাঁড়ায় ৮৮৫·৪ কোটি টাকা। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ কমিয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ১৮৬৬·৬ কোটি টাকা ও ১৩১৫·৩ কোটি টাকা। সুতরাং ঘাটতি ৫৫১·৩ কোটি টাকা।

১৯৬৮ সালে ভারতীয় শিল্পের নূতন চেহারা। পূর্ববর্তী দুই বৎসরের অবসাদ জয় করিয়া সে নূতন উন্নতির পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। এই বৎসরে বিশেষ কতকগুলি শিল্পের উৎপাদন বিস্ময়কর হারে বাড়িয়া যায়। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে শিল্পক্ষেত্রে মোট বৃদ্ধির হার ৫% হইতে ৬%।

১৯৬৮ সালে সমুদয় ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্যের উপর তাহার অনুকূল প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। কাজ কারবারের ব্যস্ত মরসুমে এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া শিল্প বাণিজ্যে ঋণ দান সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। ঋণ মঞ্জুরী সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে ৬'৫% হারে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় ৮'৯% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষি পণ্যের উৎপাদন প্রচুর ভাবে বাড়ার ফলেই জাতীয় আয় এইরূপ আকস্মিকভাবে বাড়িয়াছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সম্ভাব্য হার ৩%।

॥ ভারতীয় অর্থনীতির দিগদর্শন ॥

	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯
	গত বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি বা হ্রাস			
	%	%	%	%
জাতীয় আয়	−৫'৭	+১'১	+৮'৯	+৩'০
কৃষি উৎপাদন	−১৬'৩	−০'৫	+২২'৬	
খাদ্য শস্য উৎপাদন	−১৯'১	+৩'১	+২৮'৮	
শিল্পের উৎপাদন	+৪'২	+১'৭	+০'২	+৫'৪
বিদ্যুৎ উৎপাদন	+১০'৩	+৯'৩	+১২'৬	+১৫'৮
পাইকারী মূল্য	+৮'১	+১৫'৯	+১১'১	−১'৯
টাকার সরবরাহ	+১০'৭	+৮'৩	+৯'১	−০'৩
আমদানি	+৪'৪	−৬'৩	−৫'০	−৫'৮
রপ্তানি	−১'৩	−৮'৯	+৩'৭	+১৭'৫
রেল পথে মাল বহন	+৯'৭	−০'৩	+১'৯	+৫'০

॥ ক্রেতাদের ক্রয়মূল্যের সূচক সংখ্যা—শ্রমিক শ্রেণী ॥

স্থান	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৯ জানু
				(১৯৪৯=১০০)					
সর্বভারত	১২৪	১২৭	১৩১	১৩৭	১৫৭	১৬৯	১৯১	২১৩	২০৭
কটক	১২৮	১৩৪	১৪২	১৫১	১৭৮	১৮৮	২১৩	২৪৪	১৭০
গৌহাটি	১০৪	১০৭	১১২	১১২	১২৮	১৩৫	১৫৮	১৯৪	২৪৯
মাদ্রাজ সিটি	১৪৬	১৪৯	১৫০	১৫৩	১৭৭	১৯২	২০৭	২১৭	২১৪
				(১৯৬০=১০০)					
আহ্মদাবাদ	১০০	১০৩	১০৫	১১০	১২৪	১৩০	১৪৮	১৬৮	১৬২
আজমীঢ়	১০৪	১০৫	১০৬	১০৮	১২৩	১৩২	১৫৬	১৭৬	১৮১
বোম্বাই	১০০	১০৪	১০৬	১০৮	১১৯	১৩০	১৪৭	১৬২	১৬৭
বাঙ্গালোর	১০১	১০৬	১০৯	১১৪	১২৪	১৪৪	১৫৯	১৭২	১৭৯
কলিকাতা	১০০	১০২	১০৮	১১৪	১২৪	১৩১	১৪৮	১৬৩	১৬৬
দিল্লী	১০১	১০৪	১০৮	১১৪	১২৮	১৩৬	১৫২	১৭২	১৭৫
হায়দরাবাদ	১০০	১০৪	১০৮	১১৫	১২৮	১৪০	১৫৮	১৬৭	১৭২
জামসেদপুর	১০০	১০২	১০৫	১০৯	১২২	১৩৬	১৫৮	১৮৩	১৬৪
কানপুর	১০১	১০২	১০৫	১১৩	১৩৬	১৪৬	১৫৩	১৭৪	১৭২
সোলাপুর	৯৯	৯৯	১০৯	১০৬	১২৩	১২৮	১৫০	১৬৫	১৬৮
নাগপুর	৯৬	৯৭	৯৮	১০৬	১৩১	১৩৮	১৪৮	১৬৪	১৬৭

॥ কতিপয় পণ্যের পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা ॥

(১৯৫২-৫৩=১০০)

বৎসর	চাউল	গম	জোয়ার	ছোলা	দুধ	গুড়	চা	মশলা	কাঁচা তুলা	কাঁচা পাট	চীনা বাঁদাম	তুলাজাত দ্রব্য	পাটজাত দ্রব্য	যন্ত্রপাতি
১৯৬০-৬১	১০৮	৯০	১২২	৮১	১১৮	১৩৬	২০৫	১২৮	১১২	২১০	১৪৬	১২৮	১৩১	১১৬
১৯৬১-৬২	১০৫	৯১	১১২	৮৩	১১৭	১১৬	১২৩	১৪০	১০৯	১৭৮	১৫৫	২৮	১২২	১২০
১৯৬২-৬৩	১১১	৯০	১৩০	৮৯	১২৩	১৫৩	১৭৫	১৫৫	১১৩	১৪৭	১৪০	১৩১	১১১	১২৪
১৯৬৩-৬৪	১২৫	৯৯	১১৬	১০০	১৩৩	২১৮	১২৬	১৫৮	১১৯	১৪৮	১৪৪	১৫৬	১০০	১৩১
১৯৬৪-৬৫	১৩৪	১৩০	১৮৯	১৫৮	১৫১	২১০	১৮৭	১৬৪	১২৬	১৬৪	১৮৬	১৩৭	১১৪	১৩৫
১৯৬৫-৬৬	১৪১	১৩৮	১৯৭	১৫১	১৬৭	১৬২	১৯৪	১৮১	১২৯	২১৯	২২৩	১৪২	১৪৬	১৪৪
১৯৬৬-৬৭	১৭৩	১৫৮	১৯৯	১৯৮	১৮৬	২১১	১৯৭	২০৭	১৩৯	২৬৬	২৮৮	১৫১	১৫২	১৫৮
১৯৬৭-৬৮	২০৬	২০২	২২৭	২৫৮	২০২	৪৫৮	২১৫	২৪৫	১৫৯	২১১	২৪২	১৫৭	১৫০	১৬৪
১৯৬৮	১৯১	১৮৯	২১০	১৭৬	২২৭	৩২১	১৮৭	৩১৮	১৭৬	৩৪৫	২১৪	১৬০	১৮০	১৬৯
ডিসেম্বর ১৯৬৯ (ফেব্রুয়ারী)	১৮৬	১৯৪	২০২	১৭৩	২৪১	২৪৮	১৮৯	৩৬০	১৭৮	৩৪৯	২৩৬	১৬১	১৮১	১৭০

॥ যৌথ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বিবিধ পরিসংখ্যান ॥

১৯৬৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতে কর্মরত যৌথ কোম্পানীর মোট সংখ্যা ২৭,৫৬৭; উহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের মোট পরিমাণ ৩,৫৬১ কোটি টাকা। এই ২৭,৫৬৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬১৮১টি বেসরকারী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, ২১,১৪২টি বেসরকারী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী এবং ২৪৪টি সরকারী কোম্পানী। এই কোম্পানীগুলির আদায়ীকৃত মূলধনের হিসাব এইরূপ:— (ক) বেসরকারী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীসমূহ—৪৩১ কোটি টাকা; (খ) বেসরকারী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীসমূহ—১৬২.৫ কোটি টাকা এবং (গ) সরকারী কোম্পানীসমূহ—১৫০৫ কোটি টাকা।

১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে ৬০৩টি নূতন কোম্পানী রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে। ঐ কোম্পানীগুলির মোট অনুমোদিত মূলধন ১৫৯ কোটি টাকা। ১৯৬৭ সালে ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে ৭৬ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন বিশিষ্ট ৫৮৩টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছিল। সুতরাং ১৯৬৮ সালে কোম্পানীর সংখ্যা ও মূলধন উভয়ই কিছু বাড়িয়াছে। ১৯৬৮ সালে ৬০৩টি নূতন রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানীর মধ্যে ৪০টি ছিল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (দুইটি সরকারী কোম্পানী সহ) এবং ৫৬৩টি ছিল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (২টি সরকারী কোম্পানী সহ)।

১৯৬৭ ও ১৯৬৮ পঞ্জিকা বর্ষে নূতন মূলধন প্রচার

টাকার অঙ্ক লক্ষ টাকার হিসাবে লেখা।

	১৯৬৮			১৯৬৭		
	শেয়ার	ডিবেঞ্চার	মোট	শেয়ার	ডিবেঞ্চার	মোট
মূলধন প্রচারকারী কোম্পানীর সংখ্যা	৫৩	২০	৭৩	৫৬	১৫	৭১
প্রকল্পের ব্যয়	৫৮৪৪	১১৩৪৬	১৭১৯০	১৮৯৩৮	৩৮৪৭	২২৭৮৫
প্রচারিত মূলধন	২২৩০	৩১৫৫	৫৩৮৫	৪৩৫৯	১৪০৩	৫৭৬২
সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ মূলধন	১৯৩৮	৩০০৫	৪৯৪৩	২৫৮৮	১৪০১	৩৯৮৯
ক্রীত মূলধন	১৯১৫	২৯৮৮	৪৯০৩	২৫৩৪	১৩৯২	৩৯২৬

॥ গত ৫ বৎসর ভারতে কর্মরত কোম্পানীসমূহের খতিয়ান ॥

(মূলধন কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	পাবলিক কোম্পানী				প্রাইভেট কোম্পানী			
	সরকারী		বেসরকারী		সরকারী		বেসরকারী	
	সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন	সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন	সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন	সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন
৩১.৩.৬৪	৫০	৩৯.৪	৬,৪৭৪	১,২৭৮.৬	১২৬	৯২১.৪	১৯,২৮২	৩৬১.৩
৩১.৩.৬৫	৫৪	৫১.৯	৬,৪৫০	১৩৫৩.১	১২৯	১,০৬৬.০	১৯,৫৮৮	৩৮৩.৮
৩১.৩.৬৬	৬০	৫৮.৪	৬,৩৬৮	১৩৭৬.৯	১৫২	১,১৮২ ৯	২০,০৬৬	৪০২.৮
৩১.৩.৬৭	৬৫	৭৭.১	৬,২৬৭	১৪২৬.৩	১৬৭	১,৩১৪.৪	২০,৩৮৫	৪০৯.০
৩১.৩.৬৮	৬৯	৯৭.৬	৬,২০৬	১৪৮৯.৮	১৭২	১,৪৩৪.৮	২০,৮৯১	৪১৩.২
৩০.৯.৬৮	৭০	১০০.৯	৬,১৮১	১৫০৫.৩	১৭৪	১,৫২৪.৪	২১,১৪২	৪৩০.৭

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ভারতে পরিকল্পনার সূচনাঃ ১৯৩৪ সালে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার 'Planned Economy for India' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ভারতে পরিকল্পনা গঠন কার্যকরী করার কথা বলেন। ১৯৩৮ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ভারতে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি) গঠিত হয়। জওহরলাল নেহেরু উহার সভাপতি ছিলেন। ঐ কমিটি কতকগুলি তথ্যবহুল রিপোর্ট পেশ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নানা বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলার ভিতরে কোন চূড়ান্ত পরিকল্পনা উপস্থিত করা উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তবে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, জি. ডি. বিড়লা প্রমুখ আট জন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ভারতের উন্নতির জন্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ও প্রকাশ করেন। সেই পরিকল্পনা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে পরিচিত হয়। উহাতে ১৫ বৎসরে ভারতের জনপিছু আয় দ্বিগুণিত করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

পরিকল্পনা কমিশনঃ ভারত স্বাধীন হইবার পর ১৯৫০ সালে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া একটি প্ল্যানিং কমিশন বা পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে ভারতের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেন। ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতে কৃষি, শিল্প, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কার্য পরিচালনার জন্য ঐ খসড়া রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্, শিল্পপতি প্রভৃতি কর্তৃক বিবেচিত ও আলোচিত হইবার পর ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ পরিকল্পনার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় এবং ঐ মাসেই ভারতীয় সংসদে পরিকল্পনাটি গৃহীত হওয়ার পর সরকারী উদ্যোগে এদেশে তাহা কার্যকরী হয়। উল্লেখযোগ্য যে পরিকল্পনার সূচনা ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ধরা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬) কার্যে পরিণত করা হইয়াছে।

প্রধানতঃ অর্থাভাবে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা যায় নাই। ১৯৬৬ সাল হইতে বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করিয়া কাজ চালান হইতেছে।

॥ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ॥

দেশের খাদ্যাভাব মিটান, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিয়া ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আশু লক্ষ্য। এই জন্য সরকারী উদ্যোগে ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। পরে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া ২,৩৭৭ কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ ব্যয় হয় ১,৯৬০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়িত অর্থের ৯০% ভাগ অর্থাৎ, ১৭৭২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স, বাজেট উদ্বৃত্ত ও জাতীয় সঞ্চয় প্রভৃতি পন্থায় দেশের ভিতর হইতেই সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট ১৮৮ কোটি টাকা বিদেশ হইতে সাহায্য ও ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার মোট অর্থের ৩১% কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করা হইয়াছিল।

সরকারী হিসাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় ১৮'৪%, কৃষি উৎপাদন ২২%, শিল্প উৎপাদন ৩৯%, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ৭০% এবং ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন ৩৪% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

॥ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ॥

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হয় এবং ঐ সালের এপ্রিল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়া ঐ পরিকল্পনার জন্য বেশী অর্থব্যয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সরকারী খাতে ৪,৮০০ কোটি টাকা ও বেসরকারী উদ্যোগে ২,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া প্রথম স্থির করা হয়। পরে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ কমাইয়া ৪৬০০ কোটি টাকা করা হয়। সরকারী খাতে ব্যয়িত ঐ টাকার ৭৬% ভাগ অর্থাৎ, ৩,৫১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স, জাতীয় সঞ্চয়, ঘাটতি ব্যয়, আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রভৃতির মারফতে সঙ্কুলান করা হয়। বাকী ১,০৯০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ হিসাবে সংগৃহীত হয়। মূল খসড়ায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে মোট ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় লইতে হইবে বলিয়া প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয় দাঁড়ায় ৯৪৮ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচ উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শিল্পের উপর, বিশেষ করিয়া মৌলিক শিল্প ও ভারী শিল্প সংগঠন ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে শিল্পখাতে মোট অর্থের ২০% ব্যয় করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ৪%। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিখাতে ব্যয়ের হার ৩১% হইতে হ্রাস করিয়া ২০% করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয় ২০%, শিল্প উৎপাদন ৪০% ও কৃষি উৎপাদন ২০% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার আরও বেশী হইত, কিন্তু যে সকল কারণে তাহা ব্যাহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি—(১) খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস, (২) বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট, (৩) রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতি, (৪) স্বল্প সঞ্চয়ের ঘাটতি, (৫) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং (৬) পরিচালন অযোগ্যতা।

॥ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের খতিয়ান (সরকারী খাতে) ॥

বিষয়	প্রথম পরিকল্পনা ব্যয় বরাদ্দ (কোটি টাকা)	প্রথম পরিকল্পনা মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ	দ্বিতীয় পরিকল্পনা ব্যয় বরাদ্দ (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৩০	১১
সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৩২০	১৬	৪২০	৯
বিদ্যুৎশক্তি	২৬০	১৩	৪৪৫	১০
শিল্প ও খনিজ	৭৪	৪	৯০০	২০
কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	২	১৭৫	৪
যানবাহন ও যোগাযোগ	৫২৩	২৭	১,৩০০	২৮
সমাজকল্যাণ ও বিবিধ	৪৫৯	২৩	৮৩০	১৮
মোট	১,৯৬০	১০০	৪,৬০০*	১০০

॥ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ॥

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হয়। যেসব উদ্দেশ্য লইয়া ঐ পরিকল্পনাটি রচিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়টি ছিল এইরূপ :—(১) জাতীয়

*পরে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইয়া ৪৬৭২ কোটি টাকা করা হয়।

আয় বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা এবং যাহাতে পরবর্তী পরিকল্পনা-সমূহের আমলেও ঐ হার অব্যাহত থাকে সেরূপভাবে অর্থ লগ্নির ব্যবস্থা করা, (২) খাদ্যশস্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, (৩) ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতি মৌলিক শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং যন্ত্র নির্মাণের কাজে সমুচিৎ অগ্রগতি সাধন করা, (৪) দেশের জনসম্পদকে পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করা ও কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা এবং (৫) আয় ও ধন দৌলতের ক্ষেত্রে বৈষম্য লাঘব করা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সুবন্টন সম্পর্কে ব্যবস্থা করা। জাতীয় আয়, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জন-কল্যাণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অভীষ্ট উন্নতির লক্ষ্য (Target) স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সরকারী উদ্যোগে মোট ৭,৫০০ কোটি টাকা ও বেসরকারী উদ্যোগে মোট ৪,১০০ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হয়। পরে সরকারী খাতে ব্যয়ের অঙ্ক বাড়াইয়া ৮,৬৩১ কোটি টাকা করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ভারতের জাতীয় আয় গড়ে বার্ষিক শতকরা ৩.৪ ভাগ হারে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে গড়ে বার্ষিক শতকরা ৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন শতকরা ৩১.৬ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব হয়।

॥ তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন দিকে ব্যয়বরাদ্দ ॥

	সরকারী খাতে (কোটি টাকা)		বেসরকারী খাতে (কোটি টাকা)
	প্রাথমিক বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	
কৃষি, সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়ন	১,০৬৮	১,১০৩	৮০০
বড় ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা	৬৫০	৬৫৭	—
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১,০১২	১,২৬২	৫০
শিল্প ও খনিজ	১,৫২০	১,৭৩৫	১,০৫০
গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪	২২০	২৭৫
পরিবহন ও যোগাযোগ	১,৪৮৬	২,১১৬	২৫০
শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ	১,৩০০	১,৪২২	১,০৭৫
বিবিধ	২০০	১১৬	৬০০
মোট	৭,৫০০	৮,৬৩১	৪,১০০

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তিত খসড়া ১৯৬৯ সালের ২১শে এপ্রিল সংসদে উপস্থাপন করা হয়। ইহার ফলে পূর্ববর্তী খসড়াটি (যাহা ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬৬ সংসদে পেশ করা হইয়াছিল) বাতিল হইয়া যায়। আলোচ্য খসড়ায় চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল ধরা হইয়াছে ১৯৬৯ হইতে ১৯৭৪ পর্যন্ত। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য—কর্মোদ্যোগের গতি এভাবে বৃদ্ধি করা হইবে যেন জাতি দৃঢ় পদক্ষেপে আত্ম-বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

খসড়া পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ২৪,৩৯৮ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। উহার মধ্যে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে লগ্নির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫২ কোটি টাকা এবং চলতি ব্যয়ের পরিমাণ ২,১৪৬ কোটি টাকা। বেসরকারী লগ্নির পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। সরকারী উদ্যোগে যে ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তাহা এইভাবে বন্টিত হইবে :

(ক)	কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প সমূহ ··· ... ···	৭,২০৭ কোটি টাকা
(খ)	কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প সমূহ ·· ··· ···	৭২৭ কোটি টাকা
(গ)	রাজ্যসমূহের প্রকল্প··· ... ... ···	৬,০৬৬ কোটি টাকা
(ঘ)	কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলসমূহের জন্য... ··· ···	৩৯৮ কোটি টাকা

বার্ষিক বৃদ্ধির হার ঃ চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫½% ধরা হইয়াছে। কৃষি কার্যে ৫% এবং শিল্পে ৮% হইতে ১০% বৃদ্ধির হার ধরা হইয়াছে।

॥ চতুর্থ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যসমূহ ॥

(১) দৃঢ়তা এবং প্রগতিশীল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া।

(২) ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত বার্ষিক ৬% হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(৩) খাদ্য শস্য ও অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা।

(৪) কৃষি পণ্যের উৎপাদন অব্যাহত ভাবে বার্ষিক প্রায় ৫% হারে বৃদ্ধি করা।

(৫) জাতীয় উন্নয়ন উদ্যোগে পল্লীবাসীরা অংশ গ্রহণ করিবেন এবং উহার লাভের ভাগীদার হইবেন।

(৬) ১৯৭০-৭১ সালের পরে অনুগ্রহপূর্ণ শর্তে খাদ্য শস্যের আমদানি বন্ধ করা।

(৭) সমবায় আন্দোলন উন্নয়নে কৃষিসমবায় ও ক্রেতা সমবায়-এর প্রধান ভূমিকা গ্রহণ।

(৮) বার্ষিক ৭% হারে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার এবং খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য ৫% হারে আমদানি।

(৯) বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের সুসমঞ্জস উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগের বিকেন্দ্রীকরণ।

॥ চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি ॥

কৃষি উৎপাদন বার্ষিক ৫% হারে বৃদ্ধি করা চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য। চতুর্থ পরিকল্পনার সাফল্য বিচারের পক্ষে কৃষির ভূমিকা হইবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ক্ষুদ্র চাষীরা যাহাতে কৃষি উন্নয়নে অংশ লইতে পারে এবং উহার সুফল ভোগ করিতে পারে তজ্জন্য সরকারী ঋণদান নীতি ও সমবায় ঋণ পদ্ধতির কাঠামো ঢালিয়া সাজা হইবে। ছোট কৃষকদের সমস্যাবলী অভিন্ন; ২০টি নির্বাচিত জেলায় ক্ষুদ্র কার 'কৃষক উন্নয়ন এজেন্সী'র মাধ্যমে তাহাদিগকে ঋণ এবং সার, বীজ ইত্যাদি দান করা হইবে। ল্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, এগ্রিকালচারেল রিফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা প্রসারিত করা হইবে। যে সকল রাজ্যে সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহ খুব শক্তিশালী নহে সেখানে কৃষি ঋণদান সমিতি স্থাপন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। 'কৃষি গবেষণা' চতুর্থ পরিকল্পনায় একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে। কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ' কে আরও শক্তিশালী করা হইবে। দেশে ইতিমধ্যেই যে ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের বনিয়াদ দৃঢ় করা হইবে এবং আরও নূতন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইবে। কৃষকগণ যাহাতে সার, বীজ প্রভৃতি অতি সহজেই পাইতে পারেন তজ্জন্য দেশে ব্যাপক বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইবে।

॥ পশু পালন ॥

তিনটি পশু প্রজনন খামার এবং আটটি ষাঁড় পালন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পশুর আহার্য তৃণের চাষ করা হইবে এবং উহা ৫টি "তৃণ ব্যাঙ্কে" জমা রাখা হইবে। ৫টি বৃহৎ মেষ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৫০০০ হইতে ১৫,০০০ হাজার মেষ থাকিবে। নিবিড়ভাবে ডিম ও হাঁস মুরগী উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য ১০০টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ২৫টি শূকর উন্নয়ন ব্লক স্থাপিত

হইবে। ২টি সরকারী ও ২টি বেসরকারী শুকর মাংসের কারখানা খোলা হইবে। দুধের যোগান ২১'২ মিলিয়ান মেঃ টন হইতে ২৫ মিলিয়ান মেঃ টনে বৃদ্ধি করা হইবে। ডিমের উৎপাদন ৫,৩০০ মিলিয়ান হইতে ৮০০০ মিলিয়ানে বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকালে পশুর জন্য ২০০ নূতন হাসপাতাল ও ২০০০ ডিস্পেনসারী প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

॥ মৎস্য উৎপাদন ॥

চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীর জন্য প্রোটিন খাদ্যের যোগান এবং মাছের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারিত করা হইবে। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারত ৯ কোটি টাকার মাছ বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ০'৪৪ মিলিয়ান মেঃ টনে এবং মিঠা জলের মাছের উৎপাদন ৩৩,০০০ মেঃ টনে বাড়ান হইবে। ৩৩,৩০০ হেকটার জলাভূমি মাছের নিবিড় চাষের আমলে আনার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ৬০০০ হেকটার লোনা জলাভূমিতে বিবিধ মাছের নমুনা রক্ষা করা হইবে।

॥ সেচ ব্যবস্থা ॥

চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে যাবতীয় মাঝারি সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হইবে। সেচ পরিকল্পনার জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৮৫৭ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৭১৭.৪ কোটি টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে চলতি প্রকল্পসমূহের জন্য; নূতন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ৯৭.৪ কোটি টাকা এবং রাজ্যসমূহে সেচসম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য ২৬'৭ কোটি টাকা চিহ্নিত হইয়াছে।

॥ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ॥

আলোচ্য পরিকল্পনায় বন্যা শাসনের জন্য ১০৬'৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সহজেই বন্যা প্লাবিত হইতে পারে এইরূপ অঞ্চলের পরিমাণ ১৬ মিলিয়ান হেক্টার বলিয়া অনুমিত হয়। ৪র্থ পরিকল্পনার সুরু পর্যন্ত ৬.২ মিলিয়ান হেক্টার অঞ্চলকে বন্যার আশঙ্কামুক্ত করা হইয়াছে। চালু প্রকল্পগুলির জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে, ফলে আরও ১.৬ মিলিয়ান হেক্টার ভূমি বন্যামুক্ত এলাকায় পরিণত হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ৫০০০ স্কয়ার কিলোমিটার অঞ্চলে 'ভূমি সংরক্ষণ সূচী'র কার্য রূপায়িত হইবে; উহার জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ২৭ কোটি টাকা।

॥ বিদ্যুৎ উৎপাদন ॥

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে ২০৮৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২২ মিলিয়ান কিলোওয়াটে বৃদ্ধি করা হইবে। আলোচ্য পরিকল্পনাকালে ৭'৯২ মিলিয়ান কিলোওয়াট অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করা হইবে। ৭,৪০,০০০ পাম্পসেট বিদ্যুৎচালিত করা হইবে। রাজ্যসমূহে নির্দিষ্ট কার্যসূচীর আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 'রুর‍্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন' নামক সরকারী সংস্থা গঠন করা হইবে। এই কর্পোরেশন অতিরিক্ত আরও ৫,০০,০০০ পাম্পসেট চালু করার জন্য অর্থ সরবরাহ করিবে।

তারাপুরে ৩৮০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন প্রথম আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ১৯৬৯ সালে আরম্ভ হইতেছে। রাণাপ্রতাপসাগরে দ্বিতীয় আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম উৎপাদন যন্ত্রটি (২০০ মেগাওয়াট) ১৯৭০-৭১ সালে এবং দ্বিতীয় যন্ত্রটি তাহার দুই বৎসর পরে চালু হইবে। কল্পকমে তৃতীয় আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (২০০ মেগাওয়াট) চতুর্থ পরিকল্পনার শেষের দিকে উৎপাদন সুরু করিবে বলিয়া আশা করা হয়। নিয়েভেলি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের (বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ মেগাওয়াট) নবম উৎপাদন যন্ত্রটি ১৯৬৯-৭০ সালে চালু হইবে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট। চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে আরও ২টি যন্ত্র চালু করার পরিকল্পনা ডি. ভি. সি'র কর্মসূচীতে আছে। প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ১২০ মেগাওয়াট।

॥ শিল্প ॥

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিতে লগ্নির জন্য ৫২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকারী হিসাবে ৩০৯০ কোটি টাকা বিনিযুক্ত হইবে। উহা হইতে ২৫০ কোটি টাকা বেসরকারী ও সমবায় খাতে এবং ৪০ কোটি টাকা বাগিচা শিল্পের সাহায্যার্থ হস্তান্তর করা হইবে। শিল্পোৎপাদনের হার বার্ষিক ৮% হইতে ১০% বৃদ্ধি করা চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য। আলোচ্য পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই নির্মিয়মান প্রকল্পসমূহের সমাপ্তির জন্য। নতুন পরিকল্পনার মধ্যে সার, কীটারি, পেট্রোকেমিক্যাল, আকরিক লৌহ, পাইরিটিস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী হিসাবে শিল্প ও খনির জন্য কোন বিষয়ে কত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল :—

বিষয়	কোটি টাকা	বিষয়	কোটি টাকা
শিল্প	২১৩১'৯৭	ভোগ্যপণ্য	৩৬'৯৯
ধাতু	৯৮৬'৪৭	অন্যান্য প্রকল্প	২৮৭'২১
যন্ত্র ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প	১৫৩'০২	খনিজ পদার্থ	৭১৭'১৪
সার ও কীটারি	৪৮৩'৪৬	আণবিক শক্তি	৬০'৯০
মাঝারি শিল্প	১৮৪'৮২	মোট	২৭১০'০১

॥ শিক্ষা ॥

১৭৩'৬০ মিলিয়ান বালক বালিকার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য। উহার মধ্যে বালিকার সংখ্যা হইবে ৫৮'২৮ মিলিয়ান। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মোট ৩'৮ মিলিয়ান ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হইবে; ফলে এই মোট ১০'৪০ মিলিয়ান বালক বালিকা শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। তাহাদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা হইবে ২'৯৬ মিলিয়ান। আলোচ্য পরিকল্পনার আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মোট ৬,৪৪,০০০ শিক্ষক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১,৫৩,০০০ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে।

॥ পরিবহণ ॥

পরিবহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাত দিয়া ২৬৫০ কোটি টাকা এবং রাজ্য-সরকারসমূহের হাত দিয়া ৫২৩ কোটি টাকা (মোট ৩১৭৩ কোটি টাকা) ব্যয় করা হইবে। পরিবহণের বিভিন্ন শাখার জন্য নিম্নোক্তরূপ অর্থ বণ্টন করা হইয়াছে :—

রেলওয়ে	১০৫০ কোটি টাকা	বিমান পরিবহন	২০৩ কোটি টাকা
সড়ক	৮২৯ "	পর্যটন	৩৪ "
সড়ক পরিবহণ	৮৫ "	যোগাযোগ	৫২০ "
বন্দর	১৯৫ "	বেতার ব্যবস্থা	৪০ "

॥ চতুর্থ পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ॥

বিষয়	উৎপাদন ৪র্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে	উৎপাদনের লক্ষ্য ৪র্থ পরিকল্পনার শেষে
খাদ্যশস্য	৯৮ মিলিয়ান টন	১২৯ মিলিয়ান টন
সেচ	৩৬ মিলিয়ান হেক্টর	৪৩·৪ মিলিয়ান হেক্টর
বিদ্যুৎ	১৪·৫ মেগাওয়াট	২২·০ মেগাওয়াট
সার	৭৭০ হাজার টন	৪,৫০০ হাজার টন
ট্র্যাক্টর	১৪·০ হাজারটি	৫০·০ হাজারটি
কয়লা	৬৯·৫ মিলিয়ান টন	৯৩·৫ মিলিয়ান টন
পেট্রোলিয়াম (ক্রুড)	৫·৮ " "	৯·৭ " "
ইস্পাতের বাট	৬·৫ " "	১০·৮ " "
সালফিউরিক এসিড	১০,২০ হাজার টন	৩৫০০ হাজার টন
সিমেণ্ট	১২·৫ মিলিয়ান টন	১৮·০ মিলিয়ান টন
প্লাষ্টিক	৫৩·০ হাজার টন	২১০·০ হাজার টন
চিনি	২·৯০ মিলিয়ান টন	৪·৭০ মিলিয়ান টন
বস্ত্র (মিলের)	৪,৪০০ মিলিয়ান মিটার	৫,১০০ মিলিয়ান মিটার
বাইসিকল	১৯,০০ হাজার সংখ্যা	৩,২০০ হাজার সংখ্যা
সেলাই কল	৪০০ " "	৬০০ " "
বৈদ্যুতিক পাখা	১·৫০ মিলিয়ান সংখ্যা	৩·৬০ মিলিয়ান সংখ্যা
রেডিও রিসিভার	১৩০০ হাজার সংখ্যা	২৫০০ হাজার সংখ্যা
মেসিন টুলস্	২৫০ মিলিয়ান টাকা	৬৫০ মিলিয়ান টাকা

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়

॥ ভারত সরকারের বাজেট ॥

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ভারত সরকারের উপপ্রধান মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যথারীতি সংসদে ১৯৬৯-৭০ সালের প্রাথমিক বাজেট ও পূর্ববর্তী বৎসরের সংশোধিত বাজেট উপস্থাপন করেন। নিম্নে উভয় বাজেটের পর্যালোচনা করা হইল।

॥ ১৯৬৮-৬৯ সালের সংশোধিত বাজেট ॥

১৯৬৮-৬৯ সালের প্রাথমিক বাজেটে রাজস্বখাতে ১৩১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত ও মূলধনী খাতে ৪২০ কোটি টাকা ঘাটতি বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ফলে আলোচ্য বাজেটে মোট ২৮৯ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে রাজস্বখাতে মাত্র ৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, পক্ষান্তরে মূলধনী খাতে ঘাটতি সঙ্কুচিত হইয়া ২৬৩ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং সংশোধিত হিসাবে চূড়ান্ত ঘাটতির পরিমাণ ২৬০ কোটি টাকা—প্রাথমিক বাজেট অপেক্ষা ২৯ কোটি টাকা কম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৭-৬৮ সালে এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে যথাক্রমে ২০৬ কোটি টাকা ও ২৯৫ কোটি টাকা চূড়ান্ত ঘাটতি হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বাবদ (রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশসহ) ৩০২০ কোটি টাকা আদায় হইয়াছে। প্রাথমিক বাজেটে এই খাতে ৩১৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। উহা হইতে রাজ্য গুলির প্রাপ্য অংশসমূহ বাদ দিবার পরে কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হয় ২৭১৪ কোটি টাকা—প্রাথমিক বাজেট অপেক্ষা ১২ কোটি টাকা কম। কর বাবদ ৮৮ কোটি টাকা কম আদায় এবং কর বহির্ভূত অন্য রাজস্ব ৭৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায়ের ফলে বাজেটের এই পরিস্থিতি ঘটিয়াছে। রাজস্বখাতে ১২ কোটি টাকা আদায় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও মোট ব্যয় হইয়াছে ২৭১১ কোটি টাকা—বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ১১৬ কোটি টাকা বেশী। অসামরিক ব্যয় ৬৬ কোটি টাকা এবং সামরিক ব্যয় ৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মূলধনীখাতে মোট ২২২১ কোটি টাকা আদায় হইয়াছে—প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ১২২ কোটি টাকা বেশী। এই খাতে আদায় বৃদ্ধির প্রধান কারণ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষগুলি কর্তৃক কেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও সরকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা বৃদ্ধি। মূলধনী খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৪৭২ কোটি টাকা। প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ইহা ৩৯ কোটি টাকা কম।

॥ ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট ॥

১৯৬৮-৬৯ সালের করের ভিত্তিতে ১৯৬৯-৭০ সালের প্রাথমিক বাজেটে রাজস্বখাতে ২৮৬১ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী বাজেটে কতকগুলি নূতন কর ধার্য এবং কতিপয় করের হার পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করিয়াছেন। উহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বখাতে ১০০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাইবে। নূতন কর প্রস্তাবের ফলে প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব আয় ১৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু কতিপয় পণ্যের রপ্তানি কর হ্রাসের ফলে ২৩ কোটি টাকা শুল্ক হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ কার্যতঃ ১২৭ কোটি টাকা হইবে। এই অর্থ হইতে রাজ্যসমূহের প্রাপ্য অংশ প্রদান করার পরে কেন্দ্রীয় সরকার নীট ১০০ কোটি টাকা পাইবেন।

১৯৬৯-৭০ সালে রাজস্বখাতে ২৯২১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অতএব রাজস্বখাতে ৪০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু মূলধনীখাতে ২৭৮ কোটি টাকা ও বিবিধ খাতে ১২ কোটি টাকা ঘাটতির ফলে আলোচ্য বাজেটে চূড়ান্ত ঘাটতি দাঁড়াইবে ২৫০ কোটি টাকা। মূলধনী খাতে আয় ২৩৪৭ কোটি এবং ব্যয় ২৬২৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রাজস্বখাতে ব্যয়ের মধ্যে সামরিক ব্যয় ৯৮৬ কোটি টাকা এবং অসামরিক ব্যয় ১৯৩৫ কোটি টাকা। ১৯৬৮-৬৯ সালের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় আলোচ্য বাজেটে সামরিক ব্যয় ৪২ কোটি টাকা এবং অসামরিক ব্যয় ১৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল কারণে অসামরিক ব্যয় ১৬৮ কোটি টাকা বাড়িয়াছে তাহা হইল :—রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিকে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি (৫৯ কোটি), উন্নয়ণমূলক কার্যে ব্যয় বৃদ্ধি (৪৬ কোটি টাকা), ঋণের পরিচর্যা ব্যয় বৃদ্ধি (৪১ কোটি টাকা) এবং প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি (১২ কোটি)।

॥ পরিকল্পনার জন্য ব্যয় ॥ বাজেটে ১৯৬৯-৭০ সালে পরিকল্পনার জন্য ১৭৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। উহা ছাড়া রেলওয়ে এবং অন্যান্য

সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতেও আরও ১৬৫ কোটি টাকা পরিকল্পনার জন্য পাওয়া যাইবে। সুতরাং পরিকল্পনার জন্য মোট ১৯০৩ কোটি পাওয়া যাইবে। উহার মধ্যে ১২২৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্প, ৬১৫ কোটি টাকা রাজ্য প্রকল্পসমূহে সাহায্যের জন্য এবং ৬৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে।

॥ নূতন কর প্রস্তাব ॥

ব্যক্তিগত আয় করের হার বৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছে। এই সম্পর্কে এই বিভাগের অন্যত্র একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হইল। এই বারই সর্বপ্রথম কৃষি আয়ের উপর সম্পদ কর বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। তবে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে. যাহারা সত্য সত্যই স্বহস্তে চাষ করেন তাহাদিগকে এই কর দিতে হইবে না। টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে সকল পণ্যের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ান হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—চিনি, সিগারেট, মোটর স্পিরিট. উৎকৃষ্ট কেরোসিন, বয়ন, কত্রিম তন্তু, রবারজাত দ্রব্য, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, সোডা অ্যাস, কার্পিক সোডা, সাবান, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক বলির, ফ্লোরেসেন্ট টিউব, বিজলি পাখা, গৃহস্থালীর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পাটজাত দ্রব্য, বেতার গ্রাহক যন্ত্র, কাঁচা ফিল্ম, পিলফারপ্রুফ ক্যাপ ইত্যাদি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সারের উপর ১০% এবং বিদ্যুৎ চালিত পাম্প-এর উপর ২০% হারে কর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তীব্র প্রতিবাদের ফলে পাম্পের উপর কর প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইয়াছে কিন্তু সারের উপর ১০% কর বসান হইয়াছে। কৃষি কার্যের পক্ষে ইহা কিছুটা বাধা সৃষ্টি করিবে।

এই সকল দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক আংশিক হ্রাস করা হইয়াছে :—সূতা ও সূতীবস্ত্র, রেয়ন ও কৃত্রিম তন্তু, কতিপয় বিশেষ ধরণের লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, চকোলেট ছাড়া অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য, সূচীশিল্প ও রেডিওর যন্ত্রাংশ। এই সকল পণ্যের উপর রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে :—চা. খোলা অভ্র, কয়েক শ্রেণীর পশম, চট, ও সূতা। এই সকল দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক বাড়ান হইয়াছে :—লুব্রিকেটিং অয়েল, আমদানিকৃত মোটরগাড়ী ও শুষ্ক ফল।

আয়কর বৃদ্ধির হার

'ব্যক্তিগত আয় দশ হাজার টাকার বেশী হইলে আগামী বছরে তাঁদের বর্ধিত হারে আয়কর দিতে হইবে। ১০ হাজার টাকার বেশী ও ১৮ হাজার টাকা আয়ের লোকদের অতিরিক্ত দিতে হইবে ২০৯ টাকা এবং তার বেশী হইলে ২৭৫ টাকা।

বিবাহিত ও দুই বা ততোধিক সন্তানের পিতাকে নিম্নোক্ত হারে আয়কর দিতে হইবে।

আয় হাজার (টাকা)	কত ছিল (টাকা)	কত হইল (টাকা)	আয় হাজার (টাকা)	কত ছিল (টাকা)	কত হইল (টাকা)
১০	৫৬১	৫৬১	২৫	৪,১৩৬	৪,৪১১
১২.৫	৯৭৪	১,০২৯	৪০	১১,৮৩৬	১২,১১১
১৪	১,২২১	১,৩০৯	৭০	৩০,৫৩৬	৩০,৮১১
১৫	১,৩৮৬	১,৪৯৬	১০০	৫১,৯৮৬	৫২,২৬১
১৬	১,৬০৬	১,৭৪৯	২০০	১,২৮,১৮৬	১,২১,২৬১
১৮	২,০৪৬	২,২৫৫	৩০০	২,০৮,৭৩৬	২,০৯,০১১
২০	২,৪৮৬	২,৭০১	৫০০	৩,৭৩,৭৩৬	৩,৭৪,০০১

॥ ভারত সরকারের আয়ের প্রধান উৎসসমূহ ॥

কোটি টাকার হিসাবে লিখিত

রাজস্ব খাতেঃ	১৯৬৭-৬৮ চূড়ান্ত	১৯৬৮-৬৯ সংশোধিত	১৯৬৯-৭০** বাজেট
আয়কর (কেন্দ্রীয় সরকারের নীট প্রাপ্য)	১৫১	১৪৩	১৭৮
কর্পোরেশন ট্যাক্স	৩১০	৩২২	৩২৬
শুল্ক বিভাগের কর	৫১৩	৪৪৫	৪৩৫
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক	৯১৪	১০২৯	১১৯৯
ঋণের সুদ	৪২৫	৪৯৬	৫৪০
সরকারী শিল্প হইতে আয়	১০২	১০৬	১১৫
মূলধনী খাতেঃ			
দেশের মধ্যে গৃহীত ঋণ	৩৫২	৩২১	৫০০
বিদেশ হইতে গৃহীত ঋণ	৭৮৯	৮৬৯	৮৫০
পি এল ৪৮০ হইতে সঞ্চয়	৫০৮	৬২৯	৬৭৫
ক্ষুদ্র সঞ্চয়	১২৩	১২৫	১৩৫
স্টেট প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	৭৫	৪৭	৬৩
পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	—	২	৫
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ কর্তৃক ঋণ পরিশোধ	৩৭৮	৫৭৫	৫৪০
অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ঋণ পরিশোধ	১১৬	১৬০	২০৫

** ১৯৬৯-৭০ সালের সংখ্যা সমূহ নূতন করের ভিত্তিতে লিখিত

॥ ভারত সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ ॥

	কোটি টাকার হিসাবে লিখিত		
রাজস্ব খাতে :	১৯৬৭-৬৮ চূড়ান্ত	১৯৬৮-৬৯ সংশোধিত	১৯৬৯-৭০ বাজেট
সামরিক ব্যয়	৮৬২	৯৪৪	৯৮৬
অসামরিক ব্যয় :			
উন্নয়নমূলক ব্যয়	২৮২	৩২৭	৩৭৩
ঋণের পরিচর্যা	৫০১	৫২৮	৫৬৯
প্রশাসনিক চাকুরী	১৩৬	১৫৩	১৬৫
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চল সমূহকে সাহায্য	৪৭৪	৫৩৭	৫৯৬
মূলধনী খাতে :			
মূলধনী ব্যয়	৮১৬	৫৫১	৭৬৯
রাজ্যসমূহকে ঋণ ও দাদন	৮৯২	৯১৫	৭৯৪
অন্যান্য সংস্থাকে ঋণ ও দাদন	৪৭২	৫৯৪	৪৫৭

ভারত সরকারের গত কয়েক বৎসরের বাজেট-এর তুলনামূলক খতিয়ান

(রাজস্ব খাতে)

(কোটি টাকার হিসাবে লিখিত)

	রাজস্ব আদায়			রাজস্ব খাতে ব্যয়		
বৎসর	প্রাথমিক বাজেট	সংশোধিত হিসাব	প্রকৃত আদায়	প্রাথমিক বাজেট	সংশোধিত হিসাব	প্রকৃত ব্যয়
১৯৬১-৬২	৯২০	৯৭৮	১,০৩৭	৯২৬	৯৪৪	৯১২
১৯৬৫-৬৬	২,১৮৩	২,৩০০	২,৩২০	১,৯৫২	২,০১৮	২,০০০
১৯৬৬-৬৭	২,৪৭৪	২,৪৫৭	২,৪৭৩	২,১৭০	২,২৮২	২,২৪৪
১৯৬৭-৬৮	২,৭২৮	২,৫৪৫	২,৫৫৩	২,৪২৫	২,৪৫৮	২,৪৪৯
১৯৬৮-৬৯	২,৭২৬	২,৭১৪	—	২,৫৯৫	২,৭১০	—
১৯৬৯-৭০	২,৯৬১	—	—	২,৯২১	—	—

ভারত সরকারের গত কয়েক বৎসরের বাজেট-এর তুলনামূলক খতিয়ান

(মূলধনী খাতে)

(কোটি টাকার হিসাবে লিখিত)

	আয়			ব্যয়		
বৎসর	প্রাথমিক বাজেট	সংশোধিত হিসাব	প্রকৃত আয়	প্রাথমিক বাজেট	সংশোধিত হিসাব	প্রকৃত ব্যয়
১৯৬১-৬২	১,১৫০	১,১০২	১,০২২	১,২১৪	১,২৫৭	১,২৩৬
১৯৬৫-৬৬	১,৮৭৪	১,৮১৩	১,৭০৫	২,১০০	২,২৬০	২,২২২
১৯৬৬-৬৭	১,৮৭১	২,৫৭২	২,৪৭৩	২,২০৭	৩,০৯৭	৩,০৫৯
১৯৬৭-৬৮	২,২৫৬	২,২৩১	২,২৫০	২,৫৪২	২,৬১৮	২,৬২৫
১৯৬৮-৬৯	২,০৯৮	২,২২১	—	২,৫১১	২,৪৭২	—
১৯৬৯-৭০	২,৩৪৬	—	—	২,৬২৪	—	—

॥ ভারত সরকারের ঋণ ॥

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ ১২,৭২৭ কোটি টাকা। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা ৭৭০ কোটি বেশী। ১৯৫১ হইতে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুমিত হয় যে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে আলোচ্য ঋণের পরিমাণ আরও ১০৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৩,৮২১ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। ১৯৫০-৫১ সালে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল মোট ঋণের অনুপাতে ১%। ১৯৬৬ সালে উহার আনুপাতিক হার বাড়িয়া ৩২% হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক ঋণের আনুপাতিক হার দাঁড়াইয়াছে ৪৭%। ১৯৭০ সালে ঐ হার ৪৮% হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণ ঋণ ব্যতীত অন্যান্য দায় সহ ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকারের মোট আর্থিক দায়ের পরিমাণ ১৬,৮৪৯ কোটি টাকা। এই ঋণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৬,৯০৯ কোটি টাকা। উক্ত সম্পত্তি মূলধনী খাতে লগ্নী এবং ঋণের আকারে রহিয়াছে।

ভারত সরকারের ঋণের খতিয়ান—আর্থিক বৎসরের শেষে

কোটি টাকার হিসাবে

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৭-৬৮ সংশোধিত হিসাব	১৯৬৮-৬৯ সংশোধিত হিসাব	১৯৬৯-৭০ বাজেট বরাদ্দ
(ক) ভারতের অভ্যন্তরে						
মোট ঋণ	২,০২২	৩,৯৭৫	৫,৪১৫	৬,৫৫৬	৬,৮০০	৭,২৫১
(খ) বৈদেশিক ঋণ	৩২	৭৬১	২,৫৯০	৫,৪০১	৫,৯২১	৬,৫৭০
(গ) মোট সরকারী ঋণ	২,০৫৪	৪,৭৩৬	৮,০০৫	১১,৯৫৭	১২,৭২১	১৩,৮২১
(ঘ) অন্যান্য দায়	৮১১	১,৮০৮	৩,৩২৪	৩,৯০২	৪,১২২	৪,৩৪৪
(ঙ) সর্ব মোট ঋণ	২,৮৬৫	৬,৫৪৪	১১,৩২৯	১৫,৮৫৯	১৬,৮৪৯	১৮,১৬৫

রেলওয়ে

ভারতীয় রেলপথের জন্ম ১৮৫৩ সালের ১৩ই এপ্রিল। ঐ দিবসে বোম্বাই হইতে কল্যাণ পর্যন্ত রেলপথটিতে গাড়ী চলাচল শুরু হয়। প্রায় এক বৎসর পরে বাংলা দেশে রেলগাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট হাওড়া হইতে হুগলী পর্যন্ত একটি রেলপথে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করে। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর পরিকল্পনা অনুসারে ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলি রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করার আয়োজন করা হয়। ভারত সরকার মূলধনের ক্ষতিপূরণ ও লভ্যাংশ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়া এবং রেলপথের জমি খাস করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতীয় রেলপথের জন্ম মূলধন সংগ্রহ করেন। কতকগুলি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারত সরকারের এই শর্তে চুক্তি হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের পরে যথাযথ হারে মূল্য দিয়া ভারত সরকার এই সকল রেলপথ ক্রয় করিয়া লইবেন। এই শর্তানুসারে পরবর্তী কালে ভারতের বড় বড় রেলপথ-সমূহের মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব ভারতসরকারের করায়ত্ত হয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশীয় রাজ্যসমূহের রেলপথগুলি জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে।

রেলপথের দৈর্ঘ্য ঃ ১৮৫৩ সালে ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২০ মাইল। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ হাজার ১২৮ মাইল। কিন্তু ঐ বৎসর ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ৪১ হাজার ৭৬ মাইল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য আরও কমিয়া ৩৩,৯৮৫ মাইল দাঁড়ায়। বর্তমানে ভারতীয় রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৫৯,১০০ কিলোমিটার। ইহা এশিয়ার দীর্ঘতম রেলপথ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলপথ। ইহা ভারতের বৃহত্তম সরকারী উদ্যোগ।

অদ্যাবধি ভারতীয় রেলপথসমূহের মোট দৈর্ঘ্য, নিয়োজিত মূলধন, আয় ও ব্যয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে অপর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বৎসর	দৈর্ঘ্য	নিয়োজিত মূলধন	মোট আয়	মোট ব্যয়	আয় (নীট)
	মাইল	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
১৮৫৩	২০	৩৮	০'৯০	০'৪১	০'৪৯
১৮৬৩	২,৫০৭	৫,৩০০	২২০	১৩৩	৮৭
১৮৮৩	১০,৪৪৭	১৪,৮৩১	১,৬৫৯	৭৯৭	৮৪২
১৯০৩	২৬,৯৫৬	৩৪,১১১	৩,৬০১	১,৭১১	১,৮৯০
১৯২৩-২৪	৩৮,০৩৯	৭১,৭৯৩	১০,৭৮০	৬,৮৪৫	৩,৯১৫
১৯৩৩-৩৪	৪২,৯৫৩	৮৮,৪৪১	৯,৯৫৮	৬,৯৫৪	৩,০০৪
১৯৪৩-৪৪(ক)	৪০,৫১২	৮৫,৮৫৪	১৯,৯৩২	১১,৩১১	৮,৫২১
১৯৪৭-৪৮(খ)	৩৩,৯৮৫	৭৪,২২০	১৮,৫৬৯	১৬,৩৯৪	১,৯৭৫
১৯৫৫-৫৬	৩৪,৭৩৬	৯৭,৫৫০	৩১,৭৫১	২৬,১০৭	৫,৭৩৪
	কিলোমিটার				
১৯৬০-৬১	৫৬,৯৬৩	১,৫২,৭৮৩	৪৫,৯৩৮	৩৬,১৮৮	৯,৭৫০
১৯৬৩-৬৪	৫৭,৫৮৫	২,১৬,৬৪৯	৬৩,৩৮৪	৪৭,৪৭৪	১৫,৯১০
১৯৬৪-৬৫	৫৮,২৭৩	২,৪৪,১৮৯	৬৬,৬০৪	৫৩,১২৭	১৩,৪৭৭
১৯৬৫-৬৬	৫৯,০৬১	২,৬৮,০৩২	৭৩,৩৫৭	৫৮,৩০৪	১৩,৪৮৪
১৯৬৬-৬৭	৫৯,০৭৫	২,৮৫,৫৪৬	৭৮,৩৭৫	৬৪,৯৫৮	১১,৭৮২
১৯৬৭-৬৮	—	৩,০১,৭২১	৮২,৬০০	৬৬,৭২৫	১৪,১৮৪

॥ রেলপথের আঞ্চলিক বিন্যাস ॥

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার দেশের সমস্ত রেলপথসমূহের মালিকানা ও পরিচালনা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া রেলপথগুলিকে পুনর্গঠন করিবার নীতি অবলম্বন করেন। ১৯৪৯ সালে এই উদ্দেশ্যে আইন রচনা করা হয়। তদনুসারে ৩৭টি রেলপথকে ৯টি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(ক) ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে। (খ) ভারত বিভক্ত হওয়ায়।

দক্ষিণ রেলপথ : পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনায় এই রেলপথই প্রথম কার্যকরী করা হয়। ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল ইহার উদ্বোধন হয়। এই আঞ্চলিক রেলপথের মধ্যে আছে (ক) মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারাঠা রেলওয়ে, (খ) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও (গ) মহীশূর রেলওয়ে। দক্ষিণ রেলপথের সদর কার্যালয় মাদ্রাজে অবস্থিত। এই রেলপথের ব্রড গেজ ৩২৩১.৬৭ কিলোমিটার, মিটার গেজ ৬৭৬৬.০৮ কিলোমিটার ও ন্যারো গেজ ১৫৪.৭৭ কিলোমিটার।

কেন্দ্রীয় রেলপথ : এই আঞ্চলিক রেলপথের উদ্বোধন হয় ৫ই নবেম্বর ১৯৫১ সালে। (ক) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে, (খ) নিজাম রাজ্যের রেলপথ, (গ) সিন্ধিয়া রাজ্যের রেলপথ ও (ঘ) ঢোলপুর রাজ্যের রেলপথের সমন্বয়ে ইহা গঠিত। সদর কার্যালয় বোম্বাই। এই রেলপথের ৬১৫৯.৯৪ কিলোমিটার ব্রড গেজ, ১৫৪৫.৫৩ কিলোমিটার মিটার গেজ এবং ১১৬৬.৭৪ কিলোমিটার ন্যারো গেজ।

পশ্চিম রেলপথ : এই অঞ্চলের উদ্বোধন হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৫১। যে সকল রেলপথ লইয়া ইহা গঠিত তন্মধ্যে আছে (ক) বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, (খ) সৌরাষ্ট্র রেলপথ, (গ) কচ্ছ রেলপথ, (ঘ) রাজস্থান রেলপথ এবং (ঙ) জয়পুর রেলপথ। সদর কার্যালয় বোম্বাই। ২৮৫৫.৩৭ কিলোমিটার ব্রড গেজ, ৫৯৯০.১২ কিলোমিটার মিটার গেজ ও ১২২২.৭৪ কিলোমিটার ন্যারো গেজ এই রেলপথের অন্তর্গত।

উত্তর রেলপথ : ইহার উদ্বোধন হয় ১৪ই এপ্রিল ১৯৫২। (ক) যোধপুর রেলপথ, (খ) বিকানীর রেলপথ, (গ) পূর্ব পাঞ্জাব রেলপথ এবং (ঘ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ এই তিনটি ডিভিশন লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। সদর কার্যালয় দিল্লী। এই রেলপথ ৬৮১৩.১৯ কিলোমিটার ব্রড গেজ, ৩২৯৭.৬৫ কিলোমিটার মিটার গেজ ও ২৫৯.৫৬ কিলোমিটার ন্যারো গেজ লইয়া গঠিত।

উত্তর-পূর্ব রেলপথ : উদ্বোধন দিবস ১৪ই এপ্রিল ১৯৫২। (ক) অযোধ্যা ও ত্রিহুত রেলপথ, (খ) আসাম রেলওয়ে এবং (গ) পুরাতন বোম্বাই বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের ফতেগড় জিলার অংশ লইয়া ইহা গঠিত। সদর কার্যালয় গোরক্ষপুর। ইহার ৫২.৪৭০ কিলোমিটার ব্রড গেজ ৪৯০৭.১৪ কিলোমিটার মিটার গেজ।

পূর্ব রেলপথ ঃ ইহার উদ্বোধন হয় ১লা আগস্ট, ১৯৫৫। পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (এলাহাবাদ, **লক্ষ্ণৌ** ও মোরাদাবাদ ডিভিশন ব্যতীত) লইয়া ইহা গঠিত। ৪০১০'২৮ কিলোমিটার ব্রড গেজ ও ২১'৫৮ কিলোমিটার ন্যারো গেজ এই রেলপথের অন্তর্গত ; সদর কার্যালয় কলিকাতা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ ঃ উদ্বোধন দিবস ১লা আগস্ট, ১৯৫৫। ভূতপূর্ব বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লইয়া ইহা গঠিত। ৪৮৪৯'২৩ কিলোমিটার ব্রড গেজ ও ১৪০৫'৩৬ কিলোমিটার ন্যারো গেজ লইয়া এই রেলপথ গঠিত। সদর কার্যালয় কলিকাতা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ ঃ এই রেলপথটির উদ্বোধন হইয়াছে ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী। সম্পূর্ণ আসাম, উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের অংশ বিশেষ লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। আসামের পাণ্ডুতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে। এই রেলপথ এইভাবে গঠিত—ব্রড গেজ ৩৮০'৪৪ কিলোমিটার মিটার গজে ২৭৩৯'০১ কিলোমিটার এবং ন্যারো গেজ ৮৭'৪৮ কিলোমিটার।

দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ ঃ ১৯৬৬ সালের ২রা অক্টোবর এই নবম রেলপথটির উদ্বোধন করা হয়। ইহার সদর দপ্তর অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দারাবাদে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৭০৫ কিলোমিটার। অন্ধ্রপ্রদেশ, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, উত্তর-পশ্চিম মহীশূর ও গোয়ার অংশ-বিশেষ এই রেলপথের আওতায় পড়িয়াছে।

॥ বেসরকারী রেলপথ ॥

দেশে বর্তমানে ১০টি বেসরকারী রেলপথ আছে। নিম্নে তাহাদের নাম এবং পাশে বন্ধনীর মধ্যে কিলোমিটারে দৈর্ঘ্য উল্লেখ করা হইল। আহ্‌মেদপুর-কাটোয়া (৫১'২৫); আরা-সাসারাম লাইট (১১৪ ৫৪), বাঁকুড়া-দামোদর নদী (১০৭'৯১); বক্তিয়ারপুর-বিহার লাইট (৫৩'১১); বর্ধমান-কাটোয়া (৫৯'৫৭); ডেহ্‌রী রোটাস লাইট (১০৪'৬১); ফুটোয়া-ইসলামপুর (৪৭'০৯); হাওড়া-আমতা লাইট (৮৬'৩৫); হাওড়া-শিয়াখালা লাইট (৩১'০৪) এবং শাহ্‌দারা-শাহারাণপুর লাইট (১৭২'৯৬)।

॥ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেলওয়ে উন্নয়ন ॥

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য মোট ৪২৩'২৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মোট ১৩০৪ কিলো মিটার রেলপথ নির্মাণ করা হয়। ১৩০৪ কিলোমিটারের মধ্যে ৬৯২ কিলোমিটার রেলপথ পুনঃস্থাপন করা হয় ; উহা যুদ্ধের সময় তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। অবশিষ্ট ৬১২ কিলোমিটার সম্পূর্ণ নূতন রেলপথ বসান হয়। প্রথম পরিকল্পনার সময়ে ১৫৮৬টি বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ৪৭৫৮টি যাত্রী গাড়ী এবং ৬১,২৫৪টি মালগাড়ী নির্মিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে রেলওয়ের উন্নতির জন্য প্রকৃত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১০৪৩'৬৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মোট ১৩১১ কিলোমিটার নূতন রেলপথ খোলা হয় এবং আরও ১১৩১ কিলোমিটার নূতন রেলপথের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্মাণ কার্য চলিতেছিল। আলোচ্য পরিকল্পনা কালে ১৯,৮৫৯ কিলোমিটার রেলপথের নবীকরণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ২২১৬টি বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ৭৭১৮টি যাত্রী গাড়ী এবং ৯৭,৯৫৯টি মালগাড়ী নির্মাণ ও সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলওয়ে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ১৬৮৫'৮ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে ১৮০১ কিলোমিটার নূতন রেলপথ, ১৮৬৪টি বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ৮০১৯টি যাত্রী গাড়ী ও ১,৪৪,৭৮৯টি মালগাড়ী নির্মিত ও সংগৃহীত হইয়াছে।

॥ কতিপয় রেলওয়ে-তথ্য ॥

ভারতীয় রেলপথের বর্তমান দৈর্ঘ্য ৫৯,১০০ কিলোমিটার, ইহা এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলওয়ে।

ভারতীয় রেলওয়ের মোট সম্পত্তির মূল্য ৩৪৬০ কোটি টাকার অধিক।

ভারতীয় রেলওয়েতে নিযুক্ত কর্মী ও শ্রমিকের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার।

ভারতীয় রেলপথে ১২,০০০ বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ৩৩,৫০০ যাত্রী গাড়ী ও ৩,৭৭,০০০ মালগাড়ী নিয়োজিত আছে।

এই রেলপথে দৈনিক ১০,০০০ ট্রেন চলাচল করে এবং ৬০ লক্ষ যাত্রী ও ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টনের অধিক মাল বহন করা হয়।

সারা ভারতে রেলওয়ে ষ্টেশনের সংখ্যা ৭০০০ এর অধিক।


আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
SADHANA
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

॥ যাত্রী ও মালবহনের খতিয়ান ॥

বৎসর	যাত্রীসংখ্যা হাজার	যাত্রীবহনের আয় লক্ষ টাকা	বাহিত মাল হাজার টন	মালবহনের আয় লক্ষ টাকা
১৮৭১	১৯,২৮৩	২০২	৩,৫৪২	৪২০
১৯০১	১,৯৪,৭৪৯	১,০০৭	৪৩,৩৯২	২,১২৪
১৯৩১-৩২	৫,০৫,৮৩৬	৩,১৩৫	৭৪,৫৭৫	৫,৮৭৩
১৯৫১-৫২	১২,৩২,০৭৩	১১,১৪২	৯৮,০২৫	১৫,৩৯৫
১৯৫৫-৫৬	১২,৯৭,৪৩১	১০,৮৭৫	১,১৫,২৮৩	১৭,৭৯২
১৯৬০-৬১	১৬,১৫,৮৯৪	১৩,২৫২	১,৫৪,৮৮৯	২৮,১২৬
১৯৬২-৬৩	১৭,৭০,০০০	১৭,০১৮	১,৮০,১০০	৩৪,৩৪০
১৯৬৩-৬৪	১৮,৮৮,০০০	১৮,৬১৮	১,৯৩,৪০০	৩৮,৭০৪
১৯৬৪-৬৫	২০,১৪,৬০০	২০,০৪২	১,৯৫,১০০	৩৯,৯০৪
১৯৬৫-৬৬	২১,২০,১০০	২২,০৩২	২,০৪,২০০	৪৫,৩০৬
১৯৬৬-৬৭	২২,১৯,০০০	২৩,০৪৩	২,০২,৭০০	৪৬,৮৫৭

॥ কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্য ॥

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে রেলওয়ে কর্মচারিদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ ও অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য গড়ে বার্ষিক কিঞ্চিদধিক ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ বাবদ বার্ষিক গড়ে ১০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে কর্মীকল্যাণ বাবদ বার্ষিক ব্যয় ১৪ কোটি টাকা অতিক্রম করিয়াছে।

॥ রেলকর্মচারীদের কল্যাণের জন্য ব্যয় ॥

বৎসর	কর্মীসংখ্যা	কর্মীদের জন্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মাথা পিছু ব্যয় (টাকা)	কর্মীকল্যাণের জন্য ব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৫০-৫১	৯,১৩,৫৫৩	১১৩'৮২	১,২৬৩	৩'১১
১৯৫৫-৫৬	১০,২৪,৮২৮	১৪৮'২২	১,৪৭৬	৫'০৩
১৯৬০-৬১	১১,৫৭,০১৮	২০৫'২৪	১,৭৯৯	৯'৬৮
১৯৬৩-৬৪	১২,৭০,১৭০	২৪৭'৮২	১,৯৮৯	১৩'৫৭
১৯৬৪-৬৫	১৩,১৮,৫৯৪	২৭৬'১০	২,১২৮	১৬'১৯
১৯৬৫-৬৬	১৩,৫২,৩০২	৩১০'৩৬	২,৩৩১	১৮'৬২
১৯৬৬-৬৭	১৩,৬১,০২৭	৩৩৮'৪৩	২,৫২৮	২০'৯১

॥ রেলওয়ে বাজেট ॥

রেলওয়ে মন্ত্রী ডঃ রামসুভগ সিং ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সংসদে ১৯৬৯-৭০ সালের রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপন করেন। আলোচ্য বাজেটে ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় ঐ বৎসরে ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। অথচ প্রাথমিক বাজেটে ১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে রেল পরিবহণে মোট আয় হইবে ৯৪৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। সাধারণ পরিচালনা ব্যয় ধরা হইয়াছে ৬৬৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে ৯৫ কোটি টাকা ও পেনসন তহবিলে ১০ কোটি টাকা জমা দেওয়া হইবে। বিবিধ খাতে ব্যয় বাবদ ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলানের পরে রেলওয়ের নীট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। উহা হইতে ভারতসরকারের সাধারণ রাজস্ব খাতে ১৫৯ কোটি ১ লক্ষ টাকা হস্তান্তর করার পরে চূড়ান্ত উদ্বৃত্ত হইবে ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা।

রেলওয়ে মন্ত্রী তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে ১৯৬৯-৭০ সালে রেলের মাল পরিবহণের পরিমাণ ৯০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে। যাত্রী সংখ্যাও ৩% বাড়িবে বলিয়া আশা করা হয়।

॥ এক নজরে রেল বাজেট ॥

কোটি টাকার হিসাবে লিখিত

	১৯৬৭-৬৮ চূড়ান্ত হিসাব	১৯৬৮-৬৯ বাজেট	১৯৬৮-৬৯ সংশোধিত হিসাব	১৯৬৯-৭০ বাজেট
পরিবহণ খাতে মোট আয়	৮১৮.১৪	৮৯২.৫০	৯০২.১৫	৯৪৬.৮০
রাজস্ব খাতে সাধারণ ব্যয়	৫৮৮.২২	৬১০.০১	৬৪০.০০	৬৬৫.৩৫
ক্ষয়ক্ষতি খাতে বরাদ্দ	৯৫.০০	১০০.০০	৯৫.০০	৯৫.০০
পেনসন তহবিলে ব্যয় বরাদ্দ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
বিবিধ খাতে নীট ব্যয়	১৪.৯২	১৫.৪৯	১৫.৮৩	১৫.৫৩
মোট ব্যয়	৭০৮.১৪	৭৩৯.৫০	৭৬০.৮৩	৭৮৫.৮৮
রেলওয়ের নীট রাজস্ব	১১০.০০	১৫৩.০০	১৪১.৩২	১৬০.৯২
সাধারণ রাজস্ব খাতে দেয়	১৪১.৫৩	১৫২.০০	১৫১.৩৩	১৫৯.০১
নীট উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (−)	(−) ৩১.৫৩	(+)১.০০	(−)১০.০১	(+)১.৯১

রাস্তাঘাট

১৯১৯ সালের ভারতীয় আইন অনুযায়ী পথঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর। ১৯২৯ সালে সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড গঠিত হয়। পেট্রোলের উপর 'সারচার্য' শুল্ক বসাইয়া এই তহবিলে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা হয়। এই তহবিল হইতে পথঘাট নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশকে অর্থ মঞ্জুর করা হইত। ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পথঘাট নির্মাণের দায়িত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে বর্তমানে 'জাতীয় সড়ক' -এর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সড়ক, জেলা সড়ক, পল্লী সড়ক ইত্যাদির দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। দেশে পথঘাট নির্মাণের ব্যবস্থা ও সেই সম্পর্কে নীতি স্থির করিবার জন্য ১৯৪০ সালে 'কেন্দ্রীয় পরিবহণ বোর্ড' গঠিত হয়। আয়তনের তুলনায় ভারতে রাস্তাঘাটের পরিমাণ অত্যন্ত কম। প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে ভারতে সড়কের পরিমাণ মাত্র ২৯.৫ কিলোমিটার। জনসংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করিলে সড়কের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি ১,০০,০০০ জনপ্রতি ১৮৬ কিলোমিটার।

॥ ভারতে সড়ক নির্মাণের খতিয়ান ॥

কিলোমিটার হিসাবে

	১৯৪৭	১৯৫১	১৯৫৬	১৯৬১	১৯৬৭*	১৯৬৮*
পাকা সড়ক	১,৪৫,৮৫৫	১,৫৭,০১৯	১,৮৩,০২৩	২,৩৫,৭৯০	২,৮৯,৫০০	২,৯৮,৫০০
কাঁচা সড়ক	২,৪২,৩৭১	২,৪২,৯২৩	৩,১৫,৩২১	৪,৭৩,৩৩০	৬,৩৮,৭০০	৬,৬৬,৩০০
মোট	৩,৮৮,২২৬	৩,৯৯,৯৪২	৪,৯৮,৩৪৪	৭,০৯,১২০	৯,২৮,২০০	৯,৬৪,৮০০

॥ জাতীয় সড়ক ॥

বর্তমানে ভারতে জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ২৪,১৪৯ কিলোমিটার। জাতীয় সড়কগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, (২) বোম্বাই-

* আনুমানিক।

বাঙ্গালোর-মাদ্রাজ সড়ক, (৩) মাদ্রাজ-কলিকাতা সড়ক, (৪) কলিকাতা-নাগপুর-বোম্বাই সড়ক, (৫) বারাণসী-নাগপুর-হায়দরাবাদ-কুর্ণুল-বাঙ্গালোর-কেপ কমোরিন সড়ক, (৬) দিল্লী-আহ্‌মেদাবাদ-বোম্বাই সড়ক, (৭) আম্বালা-সিমলা-তিব্বত সীমান্ত সড়ক, (৮) দিল্লী-লক্ষ্ণৌ সড়ক, (৯) আসাম এক্সপ্রেস সড়ক, (১০) আসাম ট্রাঙ্ক সড়ক, (১১) আগ্রা-বোম্বাই সড়ক এবং (১২) লক্ষ্ণৌ-মজঃফরপুর-বারৌণি সড়ক।

॥ বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জাতীয় সড়কের পরিমাণ ॥

রাজ্য	কিলোমিটার	রাজ্য/কেন্দ্রীয় অঞ্চল	কিলোমিটার
অন্ধ্রপ্রদেশ	২,৩১৩	মহীশূর	১,৩১৩
আসাম	১,৩৬৬	উড়িষ্যা	১,৩৭১
বিহার	১,৯১৩	পাঞ্জাব	৪৫১
গুজরাট	১০৮৮	রাজস্থান	১,২৫৮
হরিয়াণা	৭৩২	উত্তর প্রদেশ	২,৩৪১
জম্মু ও কাশ্মীর	৫৪৪	নাগাল্যাণ্ড	১১০
কেরালা	৪১৮	পশ্চিমবঙ্গ	১,৭৫৫
মধ্যপ্রদেশ	২,৬৮৬	দিল্লী	৭২
মাদ্রাজ	১,৭০৭	হিমাচল প্রদেশ	৪০০
মহারাষ্ট্র	২,৩৯৩	মণিপুর	২১২

॥ বিংশ বার্ষিক পরিকল্পনা ॥

ভারতে সড়ক উন্নয়নের জন্য ২০ বৎসরের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। উহার লক্ষ্য:—(ক) উন্নত কৃষি এলাকায় যে কোন গ্রাম হইতে পাকা সড়কের দূরত্ব হইবে ৬ কিলোমিটার, (খ) আধা উন্নত অঞ্চলে যে কোন গ্রাম হইতে পাকা সড়কের দূরত্ব হইবে ১৩ কিলোমিটার এবং (গ) অনুন্নত অঞ্চলে যে কোন গ্রাম ও পাকা সড়কের মধ্যে দূরত্ব হইবে ১৯ কিলোমিটার।

অসামরিক বিমান পরিবহণ

ভারতে কার্যতঃ ১৯২৪-২৫ সালে বিমান চলাচলের সূত্রপাত হয়। ইহার পূর্বেও ভারতে বিমান চালনার প্রচেষ্টা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯১১ সালে এলাহাবাদ হইতে নৈনী পর্যন্ত ৬ মাইল পথে বিমানযোগে যে ডাক বহন করা হইয়াছিল তাহাই **বিশ্বের সর্বপ্রথম বিমান ডাক**। তবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় বিমান-পরিবহণের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অসামরিক বিমান পরিচালনা করিতে থাকে। ঐ সময়ে মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান ভারতের মধ্যে ও বাহিরে বিমান চলাচলের কার্যে ব্যাপৃত ছিল।

জাতীয়করণ ঃ ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এদেশে অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে (মোট ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল) জাতীয়করণ করিতে মনস্থ করেন এবং তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালে 'এয়ার কর্পোরেশন আইন' গৃহীত হয়। এই আইনের বলে ভারত সরকার দুইটি কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করেন। "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনে"র উপর ভারতের অভ্যন্তরে ও ভারতের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং "এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালে"র উপর দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বিমান চলাচলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উক্ত আইন অনুসারে অসামরিক বিমান চলাচলের উন্নতি বিধানের জন্য ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে 'এয়ার ট্রান্সপোর্ট কাউন্সিল' গঠিত হইয়াছে।

বিমান চালনা শিক্ষাকেন্দ্র ঃ পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার, বিমান বন্দরের অফিসার, কণ্ট্রোল অপারেটার, রেডিও অপারেটার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়

ব্যক্তিদের এলাহাবাদে অবস্থিত অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ফ্লাইং ক্লাবঃ বিমান চালনা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ (কানপুর ও বারাণসীতে শাখাকেন্দ্র) জলন্ধর, নাগপুর, জয়পুর, ইন্দোর (ভূপালে শাখাকেন্দ্র সহ), বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, বরোদা, ত্রিবান্দ্রম, কোয়েম্বাটোর, পাতিয়ালা, অমৃতসর, হিসার, ভুবনেশ্বর, গৌহাটি ও জামসেদপুরে মোট ২৩টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিমানচালনা সংঘ (Flying Club) আছে। পুণা, বাঙ্গালোর ও লক্ষ্ণৌতে ৩টি সরকারী 'গ্লাইডিং কেন্দ্র' আছে এবং নয়াদিল্লী, দেওলালি, পিলানি, অমৃতসর, জয়পুর, রায়পুর ও আহমেদাবাদে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত 'গ্লাইডিং ক্লাব' আছে।

ডাইরেকটরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন-এর অধীনে অসামরিক বিমানের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র ডিরেকটরেট স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতীয় অসামরিক বিমানসমূহ বিগত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ যাত্রী, মাল ও ডাক বহন করিয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

॥ অসামরিক বিমান চলাচল (সিডিউল্ড সার্ভিস) ॥

বৎসর	ভ্রমণ (হাজার কিলোমিটার)	যাত্রী (হাজার)	মাল (হাজার কে. জি.)	চিঠিপত্র (হাজার কে. জি.)
১৯৪৭	১৫০৬৬	২২৫	২৫৬১	৬৩৭
১৯৫১	৩১৩৭৭	৪৪৯	৩৯৭৫৭	৩২৫৭
১৯৫৬	৩৭৭৮৮	৫৫৯	৪৩৬৪২	৫৭৫৩
১৯৬১	৪১৩৮০	৯৭০	৪০০৭০	৭৫৩০
১৯৬৪	৪৯০০০	১৩৯০	৩৭৭৫০	৯৯৮০
১৯৬৫	৪৭৯৮০	১৫৪০	২৬৩৩০	১০৫১০
১৯৬৬	৪৯৭৪০	১৫৪০	২১২৫০	১০৫১০
১৯৬৭**	৫৬০৭০	১৮১০	২৩১৭০	১০৭৫০

** অনুমিত

॥ অসামরিক বিমান চলাচল (নন্ সিডিউল্ড সার্ভিস) ॥

বৎসর	ভ্রমণ (হাজার কিলোমিটার)	যাত্রী (হাজার)	মাল (হাজার কেজি)
১৯৪৭	৬৫১৯	৬২	১৩৫৭
১৯৫০	১০৬৪৫	৬৬	৫৯৬৯৪
১৯৬১	৯৫৬৭	১১০	৩৯১২৭
১৯৬৩	৬৮২৯	৮৪	৩১৩৪৬
১৯৬৪	৭৩৮০	১২০	২৯৪৫০
১৯৬৫	৫৮০০	৯৫	২৩৮৬০
১৯৬৬	৬০০০	৮২	২৭৪৯০
১৯৬৭**	৪৫০০	৮৭	১৮৩৩০

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ করপোরেশন : এই প্রতিষ্ঠানের অধিকারে ১৪টি ভাইকাউন্ট, ৩টি স্কাইমাস্টার, ১৫টি ফোক্কার ফ্রেণ্ডশিপ, ২৯টি ডাকোটা এবং ৭টি ক্যারেভেল্লি জেট বিমান আছে। ইহা ভারতের অধিকাংশ কেন্দ্রগুলিতে এবং পাকিস্থান, বার্মা, নেপাল, সিংহল, আফগানিস্তান প্রভৃতি ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে মাল ও যাত্রী বহন করিয়া থাকে।

এয়ার ইণ্ডিয়া করপোরেশন : ২৪টি বৈদেশিক রাষ্ট্রে যাত্রী ও মাল বহন করিয়া থাকে। ইহার ৯ খানি বোয়িং জেট বিমান আছে।

বিমানক্ষেত্র : বর্তমানে ভারতে ৮৫টি বিমান ক্ষেত্র আছে; ঐগুলি ভারত সরকারের অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের অধীন। বিমানক্ষেত্রগুলি ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, (২) প্রধান বিমানক্ষেত্র, (৩) মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমানক্ষেত্র এবং (৪) ক্ষুদ্র বিমানঘাঁটি।

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহ : বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), কলিকাতা (দমদম) এবং দিল্লী (পালাম)

প্রধান বিমানক্ষেত্রসমূহ : আগরতলা, আহমেদাবাদ, বেগমপেট, দিল্লী (সফ্দরজাং), গৌহাটি, মাদ্রাজ, নাগপুর এবং তিরুচিরাপল্লী।

** অনুমিত

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমানক্ষেত্র সমূহ ঃ অমৃতসর, ঔরঙ্গাবাদ, বাগডোগ্‌রা, বালুরঘাট, বরোদা, বেলগাঁও, ভবনগর, ভুতুর (কুলু), ভূঁপাল, ভুবনেশ্বর, ভুজ, বোম্বাই (জুহু), কৈম্বাটুর, কোচবিহার, গয়া, ইন্দোর, জয়পুর, জুনাগড়, কৈলাশহর, কমলপুর, কাণ্ডলা, খোয়াই, কুম্ভীরগ্রাম, লক্ষ্ণৌ, মাদুরাই, ম্যাঙ্গালোর, মোহনবাড়ী, উত্তর লখীমপুর, পাশিঘাট, পাটনা, ফুলবাগ, পোরবন্দর, পোর্ট ব্লেয়ার, রাজকোট, রাঁচী, রূপসী, ত্রিবান্দ্রাম, তুলিহাল, উদয়পুর, বারাণসী এবং বিশাখাপত্তনম্‌।

ক্ষুদ্র বিমানঘাঁটি সমূহ ঃ আকোলা, বেহালা, বিলাসপুর, চাকুলিয়া, কুড্ডাপা, দোনাকোণ্ডা, ঝাঁসী, ঝাড়সুগুদা, জব্বলপুর, কানপুর, খাণ্ডোয়া, কোলহাপুর, কোটা, ললিতপুর, মালদা, মজঃফরপুর, মহীশূর, পালানপুর, পানাগড়, পান্না, রায়পুর, রাজামুন্দ্রী, রামনাদ, সাতনা, সেল্লা, সোলাপুর, তাঞ্জোর, ভেলোর, ওয়ারাঙ্গল এবং বিজয়ওয়াদা।

খাজুরাহতে ও যোগবাণীতে দুইটি নূতন বিমানক্ষেত্র নির্মিত হইয়াছে।

শুল্ক আদায়কারী বিমানক্ষেত্র ঃ আহ্‌মদাবাদ, পাটনা, বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), কলিকাতা (দমদম), দিল্লী (পালাম), দিল্লী (সফদরজাং), মাদ্রাজ (সেন্ট টমাস মন্ট), তিরুচিরাপল্লী, বারাণসী, যোধপুর, ভুজ, পোর্ট ব্লেয়ার এবং অমৃতসর বিমান ক্ষেত্রসমূহ শুল্কআদায়কারী বিমানক্ষেত্র হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে।

জাহাজী ব্যবসায়

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ১৯৪৭ সালে 'শিপিং পলিসি কমিটি' গঠিত হয়।

১৯৫০ সালে ভারত সরকার ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজসমূহের জন্য সংরক্ষিত করেন। তদনুসারে ১৯৫১ সালে "ইণ্ডিয়ান কোস্ট্যাল কনফারেন্স" নামক সংস্থাটি গঠিত হয়।

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের প্রসার : ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় মালিকানায় মোট ২৩৯ খানি জাহাজ ছিল, উহাদের মোট পরিবহণ ক্ষমতা (গ্রস টন) ১৯.৪৮ লক্ষ টন। ঐ জাহাজগুলির মধ্যে ৮৯ খানি (৩.৩৫ লক্ষ গ্রস টন) ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে এবং ১৫০ খানি জাহাজ (১৬.১৩ লক্ষ গ্রস টন) বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ভারতীয় জাহাজসমূহের মোট ক্ষমতা ছিল ৯.৫ লক্ষ গ্রস টন। উহার মধ্যে নির্মীয়মান জাহাজগুলিকেও ধরা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতীয় জাহাজের ক্ষমতা ১৫.৪০ লক্ষ গ্রস টনে বৃদ্ধি পায়।

॥ ভারতীয় জাহাজের খতিয়ান ॥

বৎসর	বাণিজ্য জাহাজের মোট সংখ্যা	মোট ওজন (গ্রস টন)	বৎসর	বাণিজ্য জাহাজের মোট সংখ্যা	মোট ওজন (গ্রস টন)
১৯৪৭	৬০	১৮৯,২২৬	১৯৫৭	১৩৩	৫২১,৪০০
১৯৪৮	৭২	২৪৯,২৬১	১৯৫৮	১৪১	৬৩৯,৭০৮
১৯৪৯	৬৪	৩৩২,৪৯০	১৯৫৯	১৫৭	৭৩৯,০০০
১৯৫০	৯০	৩৬৪,৬৩২	১৯৬০	১৭৩	৮৫২,০০০
১৯৫১	৯২	৩৬৬,৬৪৬	১৯৬১	১৭৫	৯০৫,০০০
১৯৫২	১০০	৩৮৫,৮২৭	১৯৬৪	২১৯	১৩,৮৭,০০০
১৯৫৩	১১১	৪২২,৪৫২	১৯৬৫	২১৭	১৪,৬০,০০০
১৯৫৪	১২৪	৪৩৫,৩০০	১৯৬৬	২৩১	১৭,৯২,০০০
১৯৫৫	১২৬	৯৬৫,২৬৪	১৯৬৭	২৩৯	১৯,৪৮,০০০
১৯৫৬	১২৬	৪৭৯,৮০০	—	—	—

হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড: সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং ১৯৪১ সালে বিশাখাপত্তনমে ভারতের সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৯৪৮ সালে ইহা সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণ করে। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার এই কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 'হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড' নামক প্রতিষ্ঠানের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডের সমুদয় শেয়ার ভারত সরকারের। এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বার্ষিক ৩/৪ খানি আধুনিক ধরণের জাহাজ নির্মাণে সক্ষম।

দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র: ভারত সরকার আর একটি জাহাজ-নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। পশ্চিম উপকূলের কোচিনে উহা নির্মাণ করা হইতেছে। প্রাথমিক অবস্থায় এই কেন্দ্রে বার্ষিক ৬০,০০০ গ্রস টন পরিমিত জাহাজ নির্মিত হইবে। পরে উহা ৮০,০০০ গ্রস টনে বৃদ্ধি করা হইবে। ইহার জন্য ২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড: ২রা আক্টোবর ১৯৬১, ভারত সরকার কর্তৃক এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব ইষ্টার্ণ শিপিং করপোরেশন ও ওয়েষ্টার্ণ শিপিং করপোরেশন ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধন ৩৫ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত মূলধন ২৩ কোটি টাকা। ইহার সদর দপ্তর বোম্বাইতে অবস্থিত। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২ খানি জাহাজ আছে। উহাদের মোট পরিবহন ক্ষমতা ৪,৫২,২৯১ গ্রস টন।

মোগল লাইন লিমিটেড: এই কোম্পানীটি শিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার অধীনস্থ একটি উপসংস্থা বিশেষ। ইহার ৩ খানি যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ, একখানি কেবলমাত্র মালবাহী জাহাজ ও একখানি তৈলবাহী জাহাজ আছে। উহাদের সম্মিলিত পরিবহন ক্ষমতা ৪২,৩৭১ গ্রস টন। হজ তীর্থযাত্রীদিগকে বহন করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ।

অন্যান্য জাহাজী প্রতিষ্ঠান: উপরোক্ত সংস্থা ২টি ব্যতীত ভারতে আরও ৩০টির অধিক জাহাজী কোম্পানী রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠান উপকূল বাণিজ্য এবং সামদ্রিক বাণিজ্য উভয় প্রকার বাণিজ্যই করিয়া থাকে। তাহাদের নাম:—সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোং (৩'৪৭ লক্ষ গ্রস টন), জয়ন্তী শিপিং কোং (৩'১৪ লক্ষ গ্রস টন), ইণ্ডিয়ান স্টীমশিপ কোং (১'৪১ লক্ষ গ্রস টন), রত্নাকর শিপিং কোং (০'৬৫ লক্ষ গ্রস টন), চৌগুলে স্টীমশিপ কোং (০'৬৭ লক্ষ গ্রস টন) এবং গ্রেট ইস্টার্ণ শিপিং কোং (১'৬৫ লক্ষ গ্রস টন)।

শিপিং কোঅর্ডিনেশন কমিটি ঃ ১৯৫৮ সালে স্থাপিত। ইহার কাজ হইল মাল বহনের জন্য যত বেশী পরিমাণ সম্ভব ভারতীয় জাহাজগুলিকে ব্যবহার করা এবং সরকারী মালিকানার ও নিয়ন্ত্রিত পণ্যসমূহ আমদানীর জন্য জাহাজের বন্দোবস্ত করা। ১৯৬৭ সালে এই কমিটি ৯১.৯৫ লক্ষ টন মাল পারাপারের ব্যবস্থা করিয়াছিল। উহা হইতে ১৬.৩৮ লক্ষ টন মাল পারাপারের জন্য ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীগুলির জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল।

জাহাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ঃ বোম্বাই-এর নটিক্যাল এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, লাইফ বোট ট্রেনিং স্কুল এবং কলিকাতার মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ জাহাজী শিক্ষাদানের প্রধান প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালের শেষ পর্যন্ত নটিক্যাল এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে মোট ৯০৯৯ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিয়াছে। লাইফ বোট ট্রেনিং স্কুল হইতে ৪৯৭২ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে। কলিকাতার মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে ১৯৬৭ সালে ৯৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়।

ভারতীয় বন্দর

প্রধান বন্দর ঃ কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন, মার্মাগোয়া, বিশাখাপত্তনম্, কাণ্ডলা ও পারাদ্বীপ এই আটটি ভারতের বৃহৎ বন্দর। ১৯৬৬-৬৭ সালে এই বন্দরগুলির মাধ্যমে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন মাল উঠা-নামা করিয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে উক্ত মাল চলাচলের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৫ লক্ষ টন।

ভারতীয় বন্দরগুলি বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

মাঝারি বন্দর ঃ আলেপ্পে, ভেদী, ভবনগর, ব্রোচ, কারওয়ার, মাণ্ডভি, নবলক্ষী, ওখা, পোরবন্দর, রত্নগিরি, ভেরাওয়াল, কালিকট, কুদ্দালোর, কাকিনাদা, ম্যাঙ্গালোর, নেগাপট্টম, ভেলীচেরী, টুটিকোরিন, মসলিপট্টম—এইগুলি ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দর।

ছোট বন্দর ঃ ভারতের উপকূলে প্রায় ২২৫টি ছোট বন্দর আছে। কিন্তু কার্যতঃ উহাদের মধ্যে ১৫০টির অধিক চালু নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সকল ক্ষুদ্র বন্দর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১১'৫৪ কোটি টাকা এবং রাজ্য-সরকারসমূহ ৪'৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই বন্দরগুলির মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ৯০ লক্ষ টন মাল চলাচল করে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ছোট বন্দর সমূহের উন্নয়নের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বন্দরের পরিচালন ব্যবস্থা ঃ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর পৃথক্ পৃথক্ পোর্ট ট্রাস্ট দ্বারা বহুদিন হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে; তথাপি এই তিনটি বন্দরের পরিচালন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন। 'প্রধান পোর্ট ট্রাস্ট আইন, ১৯৬৩', কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ব্যতীত সকল প্রধান বন্দরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঐ আইন অনুসারে বর্তমানে ভারতের সব কয়টি বৃহৎ বন্দর পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় বা ছোট বন্দরসমূহ রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পোর্ট ট্রাস্টস্ (সংশোধিত) আইন

প্রণয়ন করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য পোর্ট ট্রাস্টস্ কর্তৃক পরিচালিত বন্দরসমূহের পরিচালনা-ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনয়ন করা।

বন্দর উন্নয়ন পরিকল্পনা: ৬টি বৃহৎ বন্দরের (মার্মাগোয়া ও পারাদ্বীপ বাদে) উন্নতিকল্পে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। হুগলী নদীর মোহনায় হলদীয়া বন্দর স্থাপন ও বোম্বাই বন্দরের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা উহার অন্তর্গত। ম্যাঙ্গালোর ও টুটিকোরিন বন্দরকেও বৃহৎ বন্দরের পর্যায়ে উন্নীত করার কাজ চলিতেছে। মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। বিশাখাপত্তনম্ বন্দরে ৪টি অতিরিক্ত বার্থ নির্মিত হইতেছে।

॥ বৃহৎ বন্দরগুলির আমদানি, রপ্তানি ও আয়ের খতিয়ান ॥

(১৯৬৬-৬৭ সালের হিসাব)

	প্রবেশকারী জাহাজ		আমদানি	রপ্তানি	আয় উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাট্‌তি (−)
	সংখ্যা	লক্ষ গ্রসটন	লক্ষ টন	লক্ষ টন	লক্ষ টাকা
কলিকাতা	১৬৭৮	১২৩·৯	৫৭·৯	৪৩·১	−৩১১·৫৬
বোম্বাই	৩০৬২	২২০·০	১৩২·২	৫০·৪	+১৮৪·৩৭
মাদ্রাজ	১৩৬৬	১১১·০	৩৮·৭	১৯·৯	+৫·১১
মার্মাগোয়া	৭৬৬	৬৬·০	৪·০	৭৬·৯	+৭২·১৮
কোচিন	১২০৪	৮০·৮	৩০·৭	৬·০	+১৭·০১
কাণ্ডলা	২৯২	২৬·৯	২৪·২	২·৪	+১৯·৮৮
বিশাখাপত্তনম	৬৪৬	৬১·৭	২২·৩	৩৭·১	+১১৪·৬৫

যোগাযোগ

ডাক, তার ও টেলিফোন লইয়া ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠিত। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ দপ্তরের অধীন। ইহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারী উদ্যোগ; রেল বিভাগের পরই ইহার স্থান। ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ এই বিভাগে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩১৩'৫২ কোটি টাকা এবং নিযুক্ত কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ৫,১৩,৩৪২।

॥ ডাকবিভাগ ॥

ভারতে ডাক বিভাগের কাজ শুরু হয় ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। এই বিভাগ ভারত সরকারের পরিবহণ ও যোগাযোগ দপ্তরের অধীন। এই বিভাগের কার্য-পরিচালনার জন্য ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯, 'পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ড' গঠিত হইয়াছে। একজন ডিরেক্টার জেনারেল উক্ত বোর্ডের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা।

কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগকে ১৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৪টি অঞ্চল ডাক ও তার ব্যবস্থা সমন্বিত; একটি অঞ্চলে কেবলমাত্র ডাক ব্যবস্থা চালু আছে। অঞ্চলগুলি :—অন্ধ্র, আসাম, বিহার, বোম্বাই, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, গুজরাট, কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লী (কেবল ডাক ব্যবস্থা)। দিল্লীর তার ব্যবস্থা পাঞ্জাব অঞ্চলের সহিত যুক্ত। ইহা ছাড়া আহ্মদাবাদ, কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর ও হায়দরাবাদ অঞ্চলের জন্য ৭টি টেলিফোন-জেলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা ও দিল্লী অঞ্চলের জন্য ৪টি টেলিকম্যুনিকেশন কেন্দ্র এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ১টি টেলিকম্যুনিকেশন অঞ্চল আছে।

ডাকঘরের ক্রমোন্নতি ঃ স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ২২,১১৬। ৩১শে মার্চ, ১৯৬৭ ভারতে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলাইয়া মোট ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ৯৭,০৬০।

॥ ডাকঘরের সংখ্যা ॥

	৩১শে মার্চ, ১৯৫১		৩১শে মার্চ, ১৯৬৭	
	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
স্থায়ী ডাকঘর	৪,৬৬৫	২১,৪৪১	৭,৯০০	৬০,৯৭৪
অস্থায়ী ডাকঘর	৬১৯	৯,৩৬৯	১,৩২১	২৬,৮৬৫
ডাক বাক্স	২৩,২৫৩	৬১,৭২৬	৫২,০২৮	১,৫০,০০৮

বিমান-বাহিত ডাক : ১৯৪৮ সালে ভারতের ছয়টি শহরের মধ্যে ডাক চলাচলের জন্য বিমান মারফত নৈশ ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, নাগপুর ও ভুবনেশ্বরের মধ্যে এইরূপ ডাক চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ভারতের যে সকল শহর অসামরিক বিমান চলাচল পথের অন্তর্গত, সেই সকল স্থানেও সাধারণ ডাক ১৯৪৯ সাল হইতে বিমান দ্বারা বাহিত হইতে শুরু করে। ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত মাশুল লাগে না। খামের চিঠি ও পোস্ট কার্ডের ক্ষেত্রে মাত্র সেই ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৫১ সালের ১লা মে হইতে এই ব্যবস্থার পরিধি আরও কিছু প্রসারিত করা হয়। সামান্য কিছু অতিরিক্ত মাশুলের বিনিময়ে দেশের অভ্যন্তরে বীমাকৃত চিঠি, দ্রব্য ও পার্শেল, খবরের কাগজ ইত্যাদি বিমানে বহন করা আরম্ভ হয়।

১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে সরাসরি ভারত এবং অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড, বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিমানে পার্শেল পাঠানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সেই সঙ্গে সিংহলেও চিঠিপত্র বিমানে পাঠাইবার ব্যবস্থা চালু করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল দেশের সঙ্গেই ভারতের বিমান ডাকের ব্যবস্থা আছে।

চলন্ত ডাকঘর ব্যবস্থা : পরীক্ষামূলক ভাবে সর্বপ্রথম নাগপুরে চলন্ত ডাকঘর ব্যবস্থা চালু করা হয়। বর্তমানে ১৪টি চলন্ত ডাকঘর মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা, নাগপুর, আহমদাবাদ, কানপুর, ভিলাই ও বাঁগোদরে কার্যরত আছে। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে চলন্ত ডাকঘরগুলি শহরের বড় বড় রাস্তায় চলে। বৎসরের সকল দিন এমন কি পোস্ট্যাল ছুটি ও রবিবার দিনও এইগুলি শহরের বিভিন্ন পথে ভ্রমণ করে। মানিঅর্ডার ও সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য ব্যতীত চলন্ত ডাকঘরগুলি ডাকের অন্যান্য কাজ করে। নাগপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজে চলন্ত ডাকঘরগুলি মানিঅর্ডারও গ্রহণ করে।

ডাক বিভাগের কার্য ও রাজস্বের খতিয়ান

বৎসর	প্রেরিত মালের সংখ্যা (কোটি)	মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)
১৯২১	১৪১'০	৫'৮৩
১৯৩১	১১৭'৫	৭'৩৭
১৯৪১	১২৭'২	৯'৮৫
১৯৫১	২২৭'০	২১'০৪
১৯৬০-৬১	৪০২'৯	৪০'৭৮
১৯৬২-৬৩	৪৮১'৯	৫০'৯০
১৯৬৩-৬৪	৫৩৮'৫	৫৬'৬০
১৯৬৪-৬৫	৫৭১'৪০	৫৯'৩৭
১৯৬৫-৬৬	৫৮৯'০০	৬৬'০০
১৯৬৬-৬৭	৬১১'৭০	৭০'১৫

ডাক বিভাগের বিবিধ পরিসংখ্যান

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭
ডাকঘরের সংখ্যা	৩৬,০৯৪	৭৬,৮৬২	৯৬,৯৩৯	৯৭,০৬০
স্থলপথে ডাক পথ (মাইল) **	১,৬৯,১০৫	৩,৪৬,০৭৯	৬,৭৫,১৬৫	৬,৬৬,০৮২
বিমানপথে ডাক পথ " **	১৮,৯৯৪	২৪,৮৫৮	৬০,০৬১	৬১,৫৮০
ডাকযোগে প্রেরিত দ্রব্যাদির মোট সংখ্যা (কোটি)	২২৭'০০	৪০২'৯	৫৮৯'০০	৬১১'৭০
মানি অর্ডারের সংখ্যা (কোটি)	৫'১৪	৭'০৬	৯'১৩	৯'৪৫
ডাক বিভাগের রাজস্ব (কোটি টাকা)	২১'০৪	৪০'৭৮	৬৬'০০	৭০'১৫

তার বিভাগ

১৮৩৯ সালে ভারতে প্রথম কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে সরকারী তারবার্তা বা টেলিগ্রাফ প্রেরণ করা হয়। তবে, উহা অনেকটা সরকারী

** ১৯৬০-৬১ সাল হইতে হিসাব কিলোমিটারে।

পরীক্ষামূলক উদ্যম। কার্যতঃ ভারতে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী টেলিগ্রাফ লাইনের পত্তন হয় ১৮৫৩ সালে—কলিকাতা ও আগ্রার মধ্যে। ১৮৫৫ সালের ২৪শে মার্চ ঐ লাইনে প্রথম তারবার্তা প্রেরণ করা হয়। এই কারণেই বিগত ১৯৫৩ সালে ভারতীয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে ভারতে টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা ছিল ১৩,০১৯। প্রতি বৎসর দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক তারবার্তা মিলাইয়া ৪ কোটির উপর তারবার্তা এই সকল টেলিগ্রাফ অফিস হইতে প্রেরিত হয়।

॥ ভারতীয় তার বিভাগের বিবিধ তথ্য ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭
টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা	৮,২০৫	১১,২২৯	১২,৬১২	১৩,০১৯
প্রেরিত টেলিগ্রাফের সংখ্যা (লক্ষ)	২৭৯	৩৮১	৪৪৩	৪৪৪
*শূন্যে টেলিগ্রাফের তার (মাইল)	৭,২১,২৪৩	১০,৭৮,৯৫০	২২,৫২,৯৭৪	২৩,৪০,৫৪২
*মাটির নীচে টেলিগ্রাফের তার (মাইল)	৭,১৩,৮৮০	—	৫৪,০৮,৫৭৪	৮১,০৫,৮৪৭
তার বিভাগের রাজস্ব (কোটি টাকা)	৫·৯	৯·১০	১৪·৪৪	১৬·৯৬

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাফ প্রেরণ : ১৯৪৯ সালের ১লা জুনের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে ইংরাজী ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ করিতে হইত। ঐ তারিখ হইতে আগ্রা, এলাহাবাদ, গয়া, জব্বলপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও বারাণসীতে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত ভারতীয় ভাষায়ও তারবার্তা প্রেরণব্যবস্থা চালু করা হয়। হিন্দী ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রা, কলিকাতা, জব্বলপুর, পাটনা ও পুণাতে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইলে এখন যে কোন ভারতীয় ভাষায়ই টেলিগ্রাফ পাঠান হয়।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ ভারতে ২,৯০৫টি টেলিগ্রাফ অফিস হইতে হিন্দী টেলিগ্রাফ প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট ৩,৪১,৭৬৬ হিন্দী টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল।

* ১৯৬০-৬১ হইতে কিলোমিটারে হিসাব।

॥ টেলিফোন বিভাগ ॥

টেলিফোন আবিষ্কারের মাত্র ৫ বৎসর পরেই ১৮৮১ সালে কলিকাতায় টেলিফোন চালু করা হয়। ভারতের মধ্যে কলিকাতাতেই সর্বপ্রথম টেলিফোন প্রবর্তিত হয় এবং বর্তমানে এই শহরেই টেলিফোনের সংখ্যা ভারতের যে কোন শহর অপেক্ষা অধিক। ১৯১৩ সালে সিমলাতে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্তন করা হয়।

॥ ভারতীয় টেলিফোন সংক্রান্ত বিবিধ পরিসংখ্যান ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৬১-৬২	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭
টেলিফোন সংখ্যা (হাজার)	১,৬৮	৫,২১	৮,৫৮	৯,৩৩
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর সংখ্যা	৩,৭০০	৮,৮০৫	২৭,১১	২৮৯৫
ট্রাঙ্ক কলের সংখ্যা (লক্ষ)	৭১	৩৬৩	৫৮১	৬৭২
টেলিফোন হইতে রাজস্ব (কোটি টাকা)	৯'০৭	৩১'১	৫৭'১	৭১'৯

উল্লেযোগ্য যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময়ে ভারতে মোট টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১,১৪,৯২. টি।

॥ বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থা ॥

ভারতের সহিত বিদেশের সংযোগ ব্যবস্থা প্রথম. চালু হয় ১৯২৭ সালে। ঐ বৎসর ২৩শে জুলাই লণ্ডনের সহিত ভারতের রেডিও-টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার পত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা হয়।

রেডিও-টেলিফোন : বর্তমানে রেডিও-টেলিফোন মারফতে ভারতের সহিত এই সকল দেশের সরাসরি সংযোগ আছে—এডেন, আফগানিস্তান, বাহারিন, বর্মা, চীন, পূর্ব-আফ্রিকা, মিশর, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জাপান, মালয়, পোল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, সুইট্জারল্যাণ্ড, ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্মানি, ইরাক, ইতালি, সৌদি আরাবিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনের আন্তর্জাতিক রেডিও-টেলিফোনের মারফত ভারতের এই সকল দেশের সহিত যোগাযোগ আছে—অষ্ট্রীয়া, আলাস্কা, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বারমুডা, ব্রেজিল, কানাডা, কিউবা, চোকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, পুর্ব জার্মানি, ফিনল্যাণ্ড, জিব্রাল্টার, গ্রীস, ইজরায়েল, হাঙ্গারী,

আইসল্যাণ্ড, কেনিয়া, লাক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ডস, উত্তর রোডেসিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, নরওয়ে, সার, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড, দক্ষিণ রোডেসিয়া, সুইডেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ভ্যাটিকান সিটি প্রমুখ ৬৯টি দেশের।

রেডিও-টেলিগ্রাফ: ভারতের সহিত ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, চীন, আমেরিকা, আফগানিস্তান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ইরান, ইরাক, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, সুইটজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, মিশর, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস্, ভিয়েৎনাম ইত্যাদি ৩১টি দেশের রেডিও-টেলিগ্রাফ সংযোগ বর্তমান।

রেডিও-ফটো সংযোগ: উপরোক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত ভারতের সহিত রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, পোলাণ্ড, জাপান এবং চীনের রেডিও-ফটো সংযোগ ব্যবস্থাও বর্তমানে সম্পাদিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক 'টেলেক্স' সংযোগ: ১৯৬০ সালের ১৬ই জুন বোম্বাই ও আহমেদাবাদ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক 'টেলেক্স' সংযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৪২টি দেশের সহিত ভারতের 'টেলেক্স' সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে টেলিগ্রাম আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে 'টেলেক্স' বলা হয়। ১৯৬৩ সালের ৩০শে জুন কলিকাতা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইনের মধ্যে 'টেলেক্স' সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে।

॥ টেলিফোন শিল্প ॥

ভারত সরকারের উদ্যোগে ব্যাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ' টেলিফোন-যন্ত্র ও বিবিধ যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ১৯৬৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান ২,১৯,৩০২টি টেলিফোন-যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিল।

টেলিপ্রিণ্টার: ভারতে টেলিপ্রিণ্টার যন্ত্র নির্মাণের জন্য ১৯৬০ সালে ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে 'হিন্দুস্থান টেলিপ্রিণ্টার লিঃ' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ১৯৬৭ সালে এই সংস্থা ৩৫০৩টি টেলিপ্রিণ্টার যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিল।

বেতার

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লিঃ:—১৯২৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লিঃ' নামে একটি বেসরকারী বেতার-প্রতিষ্ঠান স্যগঠিত হয় এবং ভারত সরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির বলে বোম্বাই ও কলিকাতায় দুইটি বেতার-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই বোম্বাই বেতার কেন্দ্র এবং ঐ বৎসরের ২৬শে আগস্ট কলিকাতা বেতারকেন্দ্র খোলা হয় এবং নিয়মিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী কার্য আরম্ভ করে। তৎকালে এই দুইটি কেন্দ্রের শক্তি ছিল ১৫ কিলোসাইকল। এই দুই কেন্দ্রের মাসিক ব্যয় ছিল ৩৩ হাজার টাকা।

কোম্পানীর আয় প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ায় প্রতিমাসে ঘাটতি পড়িতে থাকে। কোম্পানী সরকারী অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করে, কিন্তু সরকার ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে ইহাতে অসামর্থ্য জানান। অবশেষে কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ হইতে কারবার উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বেতার-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। ইহাতে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে দুই বৎসরের জন্য কয়েকটি শর্তে বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন।

দি ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস: বেতার-কেন্দ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারের প্রস্তাব ১৯৩০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী স্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ঐ বৎসরের মার্চ মাসে সরকার দেউলিয়া ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর বেতার-কেন্দ্র দুইটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১লা এপ্রিল (১৯৩০) হইতে 'দি ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' এই নূতন নামে ভারত সরকারের শিল্প ও শ্রম-বিভাগের সরাসরি পরিচালনাধীনে বেতার-কেন্দ্র দুইটিকে আনা হয়।

বোম্বাই ও কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রদ্বয়ের মাসিক খরচ সরকার ২২০০০৲ টাকায় কমাইয়া আনিলেন। তাহার ফলে উন্নত ধরণের বেতার-সূচী অনুসারে

কার্য করা বেতার বিভাগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালের লাইসেন্সের সংখ্যাও বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। আয়ের তুলনায় ব্যয় অতিরিক্ত হওয়ায় ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর এক বিবৃতিতে সরকার বেতার-কেন্দ্র দুইটির কাজ বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে সংবাদপত্রে ও আইনসভায় উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে থাকে। তাহার ফলে সরকার রেডিও-সেট ও রেডিওর সাজসরঞ্জামাদির উপর আমদানি শুল্ক বর্ধিত করিয়া আয়-বৃদ্ধির দ্বারা বেতার-কেন্দ্র পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে প্রয়াস পান এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর বোম্বাই ও কলিকাতার স্টেশন ডিরেক্টারদ্বয়কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বেতারকেন্দ্র পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৩২-৩৩ সালে ভারতীয় বেতার-জগতে সহসা উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। এই সময়ে লণ্ডনের ব্রিটিশ বেতার প্রতিষ্ঠান (B. B. C.) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী অনুসারে বেতার বার্তা প্রেরণ করিতে থাকে। ভারতে অবস্থানকারী ইউরোপীয়গণের মধ্যে অনেকে বি.বি.সি-র সাম্রাজিক অনুষ্ঠান-সূচী শুনিবার জন্য নূতন রেডিও সেট ক্রয় করেন।

এই উন্নতির সূচনায় ভারত সরকার উৎসাহিত হইয়া দেশের বেতার-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নানাবিধ পরিকল্পনা ও উদ্যোগ আয়োজন করিতে থাকেন। দিল্লীতে একটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়—১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী ইহার উদ্বোধন করা হয় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দেশের নানাস্থানে আরও কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নূতন নামকরণ: ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন ভারতীয় বেতারের নাম পরিবর্তন করিয়া 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' (A I R) রাখা হয়। বর্তমানে উহা 'আকাশবাণী' নামে পরিচিত।

॥ স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ ॥

দেশ বিভাগের ফলে ঢাকা, লাহোর ও পেশোয়ার বেতার-কেন্দ্র তিনটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারতে বেতার-কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৭টি। যাহাহোক্, ভারতের জাতীয় সরকার দেশের বেতার-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে দেশের প্রতিটি অঞ্চল বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলনসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে। ভারতে বর্তমানে ৩৭টি প্রধান বেতারকেন্দ্র এবং ২২টি সহকারী (Auxiliary) কেন্দ্র রহিয়াছে।

॥ আকাশবাণীর বেতারকেন্দ্রসমূহ ॥

অন্ধ্রপ্রদেশ : (১) হায়দরাবাদ, (২) বিজয়ওয়াদা, (৩) কুড্ডাপা এবং (৪) বিশাখাপত্তনম্।

আসাম : (১) গৌহাটি, (২) শিলং, (৩) আইজল ও (৪) ডিব্রুগড়।

উড়িষ্যা : (১) কটক, (২) জেজপুর ও (৩) সম্বলপুর।

উত্তর প্রদেশ : (১) লক্ষ্ণৌ, (২) এলাহাবাদ, (৩) বারাণসী, (৪) রামপুর, (৫) কানপুর ও (৬) মথুরা।

কেরালা : (১) ত্রিবান্দ্রাম, (২) কালিকট ও (৩) ত্রিচুর।

গুজরাট : (১) আহমদাবাদ/বরোদা, (২) রাজকোট ও (৩) ভুজ।

জম্মু ও কাশ্মীর : (১) শ্রীনগর ও (২) জম্মু।

নাগাল্যাণ্ড : (১) কোহিমা।

পশ্চিমবঙ্গ : (১) কলিকাতা, (২) কার্সিয়াং ও (৩) শিলিগুড়ি।

পাঞ্জাব : (১) জলন্ধর।

বিহার : (১) পাটনা, (২) রাঁচী ও (৩) ভাগলপুর।

মধ্যপ্রদেশ : (১) ভূপাল, (২) ইন্দোর, (৩) গোয়ালিয়র, (৪) জব্বলপুর ও (৫) রায়পুর।

মহারাষ্ট্র : (১) বোম্বাই, (২) পুণা, (৩) নাগপুর (৪) সংলি ও (৫) পরভানি।

মহীশূর : (১) ব্যাঙ্গালোর, (২) ধারওয়ার, (৩) ভদ্রবাটি ও (৪) গুলবার্গা।

মাদ্রাজ : (১) মাদ্রাজ, (২) তিরুচিরাপল্লী, (৩) তিরুনেলভেলি ও (৪) কৈম্বাটুর।

রাজস্থান : (১) জয়পুর, (২) আজমীর, (৩) বিকানীর, (৪) যোধপুর ও (৫) উদয়পুর।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ : (১) দিল্লী, (২) সিমলা, (৩) ইম্ফল, (৪) পণ্ডিচেরী, (৫) আগরতলা, (৬) চণ্ডীগড়, (৭) পানজি এবং (৮) পোর্ট ব্লেয়ার।

আকাশবাণী বিধি (A I R CODE)

সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনার পরে কেন্দ্রীয় সরকার বেতার বক্তাদের জন্য ৯ দফার একটি আচরণ বিধি প্রবর্তন করিয়াছেন। কোন বক্তাই তাহার ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারিবেন না :—

(১) মিত্র রাষ্ট্রসম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা।
(২) ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ।
(৩) অশ্লীল বা কুৎসাপূর্ণ বিষয়।
(৪) হিংসায় প্ররোচনা বা আইন ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী কিছু।
(৫) আদালত অবমাননা বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন কিছু।
(৬) রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপালগণ বা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিন্দা।
(৭) কোন রাজনৈতিক দলের নামোল্লেখ করিয়া আক্রমণ।
(৮) ভারতের কোন রাজ্য বা কেন্দ্র সম্পর্কে বৈরিতাপূর্ণ সমালোচনা।
(৯) ভারতের সংবিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ বা বলপ্রয়োগের দ্বারা সংবিধান পরিবর্তনের স্বপক্ষে বলা; কিন্তু সাংবিধানিক উপায়ে উক্ত পরিবর্তনের জন্য বলা নিষিদ্ধ নহে।

যদি কোন বক্তা তাহার ভাষণে উপরোক্ত নীতিসমূহ পালন করিতে অসম্মত হন তবে কেন্দ্র-পরিচালক (Station director) তাহার প্রস্তাবিত ভাষণ বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন।

॥ অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র অনুষ্ঠান সূচী ॥

অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক প্রচারিত নিয়মিত বেতারসূচীর অর্ধাংশ জুড়িয়া আছে সঙ্গীত। সকল শ্রেণীর সঙ্গীত পরিবেশনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বেতার সূচী রচনা করা হয়। সঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বিষয় নিয়মিত প্রচারিত হয় তাহাদের মধ্যে সংবাদ; কথিকা, ভাষণ, আলোচনা, নাটক ও নক্সা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিয়মিত অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে শ্রমিকদের জন্য 'মজদুর মণ্ডলীর আসর' এবং পল্লীবাসীদের জন্য 'পল্লীমঙ্গল আসর' উল্লেখযোগ্য। মহিলা এবং শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত আছে। 'বিবিধ ভারতী' অল ইণ্ডিয়া রেডিওর একটি বিশেষ লোকপ্রিয় অনুষ্ঠান। 'জাতীয় সঙ্গীত সূচী' অন্যতম সাপ্তাহিক সূচী; প্রতি শনিবার রাত্রে ইহা দিল্লী কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হয় এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র সকল কেন্দ্র হইতে পুনঃ প্রচারিত (রিলে) হয়। ভারতের সামরিক বাহিনীর কর্মীদের জন্য এবং উপজাতীয় লোকদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান সূচী প্রচারিত হইয়া থাকে।

বিবিধ ভারতী : ৩রা অক্টোবর, ১৯৬৮ এই বিশেষ জনপ্রিয় বেতার অনুষ্ঠানটি ১১শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই অনুষ্ঠান বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র ২৭টি কেন্দ্র হইতে মিডিয়াম ওয়েভে প্রচারিত হয় এবং ৫টি কেন্দ্র তাহাদের কেন্দ্রের ক্ষমতানুযায়ী উহা প্রচার করিয়া থাকে।

'বিবিধ ভারতী' সপ্তাহের সাধারণ দিনগুলিতে ১২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট প্রচারিত

হয়। কিন্তু শনি ও রবিবার এবং ছুটির দিনগুলিতে উহার প্রচার সময় অনেক প্রসারিত করা হয়।

॥ আকাশবাণীর সংবাদ পরিবেশন ॥

আকাশবাণী প্রত্যহ ১৮০টি সংবাদ লিপি প্রচার করিয়া থাকে; উহার মধ্যে ১৩৬টি দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাইতে এবং ৪০টি বৈদেশিক শ্রোতাদের জন্য প্রচার করা হয়। ১৯৬৮ সালে আভ্যন্তরীণ সংবাদ প্রচারে ৩টি অতিরিক্ত বুলেটিন সংযোজিত হইয়াছে—কটক হইতে ওড়িয়া ভাষায়, শ্রীনগর হইতে লাদাকী ভাষায় এবং কালিকট হইতে মাহ্‌ল ভাষায় সংবাদ লিপির প্রচার আরম্ভ করা হইয়াছে। ডিব্রুগড় কেন্দ্র হইতে শীঘ্রই আসামী ভাষায় সংবাদ প্রচার করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বৈদেশিক সংবাদ প্রচারে তিনটি উর্দু বুলেটিনের প্রচার সময় ৫ মিনিট করিয়া বাড়াইয়া ১০ মিনিট করা হইয়াছে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রচারিত ১৩৬টি সংবাদ লিপির মধ্যে ১৮টি ভাষায় ৬১টি লিপি দিল্লী কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হয় এবং অবশিষ্ট ৭৫টি লিপি ১৮টি ভাষায় আকাশবাণীর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ হইতে প্রচারিত হইয়া থাকে।

৪৪টি বৈদেশিক সংবাদ বুলেটিনের মধ্যে দিল্লী কেন্দ্র হইতে ১৮টি ভাষায় ৩৯টি এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি হইতে ৪টি ভাষায় বাকি ৫টি বুলেটিন প্রচার করা হয়। বৈদেশিক সংবাদ বুলেটিন প্রচারের জন্য দৈনিক মোট ৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়।

বৈদেশিক প্রচার ব্যবস্থা : বিদেশের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বেতার প্রথম প্রচার শুরু করে ১৯৩৯ সালে। ঐ বৎসর আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে বেতার স্থচী প্রচারিত হইতে থাকে। বর্তমানে আকাশবাণী মোট ২১টি ভাষায় বহির্ভারতীয় বেতারস্থচী প্রচার করিয়া থাকে; উহাদের মধ্যে ৬টি ভারতীয় ভাষা এবং ১৫টি বিদেশী ভাষা। পশ্চিম এশিয়া, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং পশ্চিম ইউরোপের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বেতারস্থচী প্রচারিত হয়।

বেতার বীক্ষণ (টেলিভিশন) : রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্যস্থচীর অংশ হিসাবে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ নয়াদিল্লীতে টেলিভিশন-এর উদ্বোধন করা হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজ শিক্ষার প্রচার। টেলিক্লাব ও বিদ্যালয়সমূহে সমষ্টিগতভাবে টেলিভিশন প্রদর্শন করা শুরু হয়। তখন সপ্তাহে মাত্র ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট টেলিভিশন স্থচী প্রদর্শিত হইত। বর্তমানে সপ্তাহে ২১ ঘণ্টা টেলিভিশন স্থচী প্রসারিত হয়। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৫ হইতে টেলিভিশন স্থচী প্রাত্যহিক করা হইয়াছে।

বর্তমানে টেলিক্লাবের সংখ্যা ২৪৭টি; উহাদের সদস্য সংখ্যা ৬০০০ এবং অন্ততঃ ৩০,০০০ দর্শক প্রতিটি টেলিভিশন সূচী দর্শন করিয়া থাকে। দিল্লীতে টেলিভিশন কেন্দ্র-এর সংখ্যা একটি এবং দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী পল্লী অঞ্চলে সমষ্টিগতভাবে দর্শনের জন্য ২৯৭টি কেন্দ্র আছে। ৫৬৩টি টেলিভিশন সেট ৩৪৩টি স্কুলে স্থাপন করা হইয়াছে। উহার মাধ্যমে ৫২ হাজার ছাত্র পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে এবং ১,৩০,০০০ ছাত্র সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরাজীতে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ১৯৬৭ সালে পারিবারিক টেলিভিশন সেটের সংখ্যা ৫২১২; ইতিমধ্যে উহা আরও বাড়িয়াছে।

॥ বেতার বিজ্ঞাপন ॥

চন্দ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সর্বপ্রথম ১লা নভেম্বর, ১৯৬৭ হইতে আকাশ-বাণীর বোম্বাই, পুণা ও নাগপুর কেন্দ্র হইতে বেতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

অতঃপর ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৮ হইতে কলিকাতা কেন্দ্র হইতেও 'বেতার বিজ্ঞাপন' প্রচার করা হইতেছে। দিল্লী এবং মাদ্রাজ কেন্দ্র হইতেও শীঘ্রই উহা আরম্ভ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

॥ রেডিও লাইসেন্সের খতিয়ান ॥

(ডোমেস্টিক ও অন্যান্য সকলপ্রকার রেডিও-র মোট লাইসেন্স-সংখ্যা)

বৎসর	লাইসেন্স-সংখ্যা	বৎসর	লাইসেন্স-সংখ্যা
১৯২৭ (আরম্ভকাল)	১,০০০	১৯৫৫	৯,৪৭,৩৫৩
১৯২৭ (বৎসর শেষে)	৩,৯৫৪	১৯৫৬	১০,৭৫,৯০০
১৯৩০	৭,৭১৯	১৯৫৭	১২,৩০,৮১৪
১৯৩১	৮,০৫৬	১৯৫৮	১২,৯১,৮১২
১৯৩২	৮,৫৫৭	১৯৫৯	১৭,২৪,০১৯
১৯৩৩	১০,৮৭২	১৯৬০	২১,১১,২৪৪
১৯৩৭	৬০,৬৮০	১৯৬১	২৫,৯৮,৬০৮
১৯৪০	১,১৯,৪১৭	১৯৬২	৩০,৭০,০১৮
১৯৪৮	২,০২,৮২৯	১৯৬৩	৩৭,৩৬,৬০৮
১৯৪৯	২,৩০,০৯৫	১৯৬৪	৪৪,৫২,৮৯৫
১৯৫০	৫,০৭,৩২৪	১৯৬৫	৫৪,০৫,৯৭৩
১৯৫১	৬,৩০,০২৬	১৯৬৬	৬৪,৮৩,৮৯৬
১৯৫২	৬,৯৪,৫৬০	১৯৬৭	৭৫,৭৯,৪৬৮
১৯৫৩	৭,৬৯,৫০৫	১৯৬৮	৯২,৮২,৩৫৫
১৯৫৪	৮,৩৭,২৪৬		

॥ বিভিন্ন রাজ্যে রেডিও লাইসেন্সএর খতিয়ান ॥

(পারিবারিক ও অন্যান্য শ্রেণীর লাইসেন্সসহ)

(১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর)

রাজ্য	সকল শ্রেণীর লাইসেন্সএর মোট সংখ্যা	রাজ্য	সকল শ্রেণীর লাইসেন্সএর মোট সংখ্যা
অন্ধ্র প্রদেশ	৫,৮৬,৫৩৬	মধ্য প্রদেশ	৩,১৯,১৬৬
আসাম*	১,০৬,৯৭০	মহীশূর	৩,৬৩,০৩৪
বিহার	২,৫৫,০৪৫	উড়িষ্যা	১,১৮,৬৮৬
দিল্লী	৪,৯৬,৪৭৫	পাঞ্জাব†	৬,৯১,০৫৭
গুজরাট	৫,৮৬,১৭৮	রাজস্থান	২,৩০,১১৪
কেরালা	১,৯৬,৬৭৮	উত্তর প্রদেশ	৭,৪৩,৮৭৭
মাদ্রাজ	৬,৯৪,৫৯৮	পশ্চিমবঙ্গ	১০,৯২,৯৭৩
জম্মু ও কাশ্মীর	৭৫,০৩১	মহারাষ্ট্র	১০,২৩,০৫০
			৭৫,৭৯,৪৬৮

॥ ভারতে রেডিওসেট নির্মাণ ॥

১৯৩৭ সালে ভারতে মাত্র ৩ ৩৬টি রেডিও সেট নিমিত হইয়াছিল। অতঃপর উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৫০ সালে ৪৪,৩৪০টি, ১৯৫৫ সালে ৮১,২০০টি, ১৯৬০ সালে ২,৬৮,০০০টি এবং ১৯৬৬ সালে ৬,৫০,০০০টি রেডিও সেট নির্মিত হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ১৯৬৭ সালে ভারতে মোট ৭,১৩,০০০ রেডিও সেট নির্মিত হইয়াছে।

* আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড ও নেফা আসাম অঞ্চলের অন্তর্গত।

† পাঞ্জাব, হরিয়াণা ও হিমাচল প্রদেশ লইয়া পাঞ্জাব অঞ্চল গঠিত।

সিনেমা

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সূচনা ও প্রসারঃ ভারতে চলচ্চিত্রের প্রথম আবির্ভাব ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর ৭ই জুলাই বোম্বাইতে ওয়াটসন হোটেলে লুমিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় সাধারণের জন্য নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। প্রায় একই সময়ে কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার মঞ্চে জনৈক বিদেশী ভদ্রলোক স্বল্পদৈর্ঘ্যের নির্বাক চিত্র দেখাইতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই পর্যায়ে হীরালাল সেন নামক জনৈক বাঙ্গালীর উদ্যম স্মরণীয়। চলচ্চিত্রের প্রদর্শন ও উৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বল্পদৈর্ঘ্যের বিবিধ চিত্র দেখাইতে আরম্ভ করেন এবং ১৯০১ সালে তিনি তদানীন্তন জনপ্রিয় বাংলা নাটকসমূহ হইতে কতিপয় দৃশ্যের চিত্ররূপ গ্রহণ করিয়া তাহা দেখাইতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্ম ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। কারণ ঐ বৎসর বোম্বাই-এর দাদাভাই ফালকে (সম্পূর্ণ নাম ধুন্দীরাজ গোবিন্দ ফালকে) 'হরিশচন্দ্র' নামক একখানি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী চিত্র নির্মাণ করেন। এই নির্বাক চিত্রটির দৈর্ঘ ছিল মাত্র ৩৭০০ ফুট। আলোচ্য ছবিখানি ১৯১৩ সালে এপ্রিল মাসে বোম্বাই-এর করোনেশন চিত্রগৃহে প্রথম প্রদর্শিত হয়। তাহার পর হইতেই ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সে যুগে বোম্বাই-এর প্রখ্যাত চিত্র-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নাম হিন্দুস্থান, ইম্পিরিয়াল ও কোহিনুর ফিল্ম কোং। কলিকাতায় ছিল ম্যাডান থিয়েটার-এর একচ্ছত্র আধিপত্য। এই প্রতিষ্ঠান বহুসংখ্যক নির্বাক ছবি নির্মাণ করিয়াছেন এবং ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলে ইহাদের ১৭০টির অধিক চিত্রগৃহ ছিল।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে সবাক যুগের সূত্রপাত হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, ঐ বৎসরে নির্মিত 'আলম আরা' চিত্রটি সর্বপ্রথম ভারতীয় সবাক চিত্র। 'নলদময়ন্তী' সর্ব প্রথম বাংলা নির্বাক চিত্র। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডান থিয়েটার ঐ চিত্রটি নির্মাণ করেন। 'জামাই ষষ্ঠী' সর্বপ্রথম সবাক বাংলা চিত্র, উহা নির্মিত হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিবিধ পরিসংখ্যানঃ বর্তমানে ভারতের প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩০০ কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়। বিশ্বে ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম

চিত্র-নির্মাণকারী দেশ। ভারতে প্রতিবৎসর নির্মিত তথ্যচিত্রের সংখ্যা ১২৫টি। স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ মিলাইয়া ভারতে বর্তমানে চিত্রগৃহের সংখ্যা প্রায় ৫,৭৩৯। চিত্র প্রদর্শনের জন্য টিকেট বিক্রয় হইতে বার্ষিক মোট আয় হয় ৯০ কোটি টাকা। এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১,২০,০০০। ভারতে স্টুডিওর সংখ্যা ৬০টি। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৯০ কোটি টাকা।

॥ ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিগদর্শন ॥

১৮৯৬ লুমিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় ৭ই জুলাই বোম্বাইতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

১৯০৭ জে. এফ. ম্যাডান কলিকাতায় প্রথম প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করেন।

১৯১২ দাদাভাই ফালকে ভারতে সর্বপ্রথম 'হরিশ্চন্দ্র' নামে ৩৭০০ ফুটের একখানি নির্বাক কাহিনী-চিত্র নির্মাণ করেন। ছবিখানি বোম্বাই-এর করোনেশন সিনেমায় ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তিলাভ করে।

১৯১৭ জে. এফ. ম্যাডান প্রযোজিত 'নল-দময়ন্তী' বাংলার প্রথম নির্বাক চিত্র।

১৯২০ চলচ্চিত্রে সেন্সর প্রথা প্রবর্তিত হয়।

১৯২৯ কলিকাতার এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে 'মেলোডি অব লাভ' নামে একখানি সবাক ছবি সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়।

১৯৩০ 'কর্ম' প্রথম ভারতীয় ইংরাজী ছবি।

১৯৩১ 'জামাই ষষ্ঠী' প্রথম বাংলা সবাক চিত্র।

১৯৩২ 'চণ্ডীদাস' চিত্রে প্রথম প্লে ব্যাক প্রবর্তন করা হয়।

১৯৩৩ 'সৈরিন্ধ্রী' প্রথম ভারতীয় রঙিন চিত্র।

১৯৪২ ভারত সরকার 'ইনফরমেশন ফিল্মস অব ইণ্ডিয়া'র কার্য আরম্ভ করেন।

১৯৪৯ ভারত সরকার 'ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি' গঠন করেন;

১৯৪৯ কাহিনী-চিত্রের দৈর্ঘ নিয়ন্ত্রণ করিয়া এগার হাজার ফুটে নির্দিষ্ট হয়, ট্রেলারের দৈর্ঘ্য চারশত ফুট।

১৯৫১ 'কেন্দ্রীয় ফিল্মস্ সেন্সর বোর্ড' ১৫ই জানুয়ারী বোম্বাইতে স্থাপিত হয়।

১৯৫২ দিল্লীতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয় ২৪শে জানুয়ারী।

১৯৫৩ ভারত সরকার চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান শুরু করেন।

১৯৫৫ দিল্লীতে চলচ্চিত্র আলোচনা সভা—'ফিল্ম সেমিনারে'র উদ্বোধন হয়।

১৯৫৬ ভারতব্যাপী সবাক চিত্রের রজত জয়ন্তী উৎসব।

১৯৬১ অক্টোবর মাসে দিল্লীতে ভারতের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৫ নয়াদিল্লীতে জানুয়ারী মাসে ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

॥ ভারতীয় চিত্রের আন্তর্জাতিক সম্মান ॥

এযাবৎ অনেকগুলি ভারতীয় চলচ্চিত্র বিবিধ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইয়াছে। ঐ সকল চিত্রের নাম এবং কবে কোন্ উৎসবে উহারা পুরস্কৃত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

চিত্রের নাম	উৎসবের নাম	বৎসর
নীচা নগর (হিন্দী)	কাঁন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৪৭
কল্পনা (হিন্দী)	বিশ্ব চলচ্চিত্র ও চারুকলা উৎসব, বেলজিয়াম	১৯৪৯
অমর ভুপালী (মারাঠি)	কাঁন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫২
বাবলা (বাংলা)	কার্লোভি:ভরী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫২
দো বিঘা জমিন (হিন্দী)	কাঁন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫৪
পথের পাঁচালী (বাংলা)	কাঁন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫৬
" " "	এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫৬
" " "	সানফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র প্রদর্শনী	১৯৫৭
" " "	ভ্যাঙ্কুভার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (কানাডা)	১৯৫৮
" " "	স্টাডফোর্ড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (কানাডা)	১৯৫৮
" " "	আফ্রো আর্ট থিয়েটার, ন্যুইয়র্ক	১৯৫৯
বন্দীস (হিন্দী)	দামাস্কাস চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫৬
কাবুলীওয়ালা (বাংলা)	বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫৭
জাগতে রহো (হিন্দী)	কার্লোভিভেরী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (গ্রাণ্ড প্রিক্স)	১৯৫৭
অপরাজিত (বাংলা)	ভিনিস আন্তর্জাতিক কলা প্রদর্শনী (গোল্ডেন লায়ন)	১৯৫৭

চিত্রের নাম	উৎসবের নাম	বৎসর
অপরাজিত (বাংলা	সানফ্রান্সিকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক—সত্যজিৎ রায়)	১৯৫৮
" " "	ন্যুইয়র্ক (শ্রেষ্ঠ চিত্র ও পরিচালনা)	১৯৫৯
জলদীপ (হিন্দী)	ভিনিস আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনী	১৯৫৭
দো আঁখে বার হাত (হিন্দী)	বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫৮
মাদার ইণ্ডিয়া (হিন্দী)	কার্লোভিভেরী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—নার্গিস)	১৯৫৮
জলসা ঘর (বাংলা)	মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৫৯
অপুর সংসার (বাংলা)	লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬০
" " "	এডিনবরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬০
" " "	ন্যুইয়র্ক	১৯৬০
বীর পাণ্ডিয়া কাট্টা বোম্মান (তামিল)	আফ্রো-এশীয় উৎসব, কায়রো	১৯৬০
হীরামতী (হিন্দী)	কার্লোভিভেরী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬২
দুইকন্যা (বাংলা)	মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬২
" "	বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬৩
গঙ্গা যমুনা (হিন্দী)	কার্লোভিভেরী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬২
সাত পাকে বাঁধা (বাংলা)	মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (শ্রেষ্ঠ অভিনেত্—সুচিত্রা সেন)	১৯৬৩
শেহর আউর স্বপ্না (হিন্দী)	কার্লোভিভেরী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬৪
মহানগর (বাংলা)	বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব (শ্রেষ্ঠ পরিচালক—সত্যজিৎ রায়)	১৯৬৪
চারুলতা (বাংলা)	বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব (শ্রেষ্ঠ পরিচালক—সত্যজিৎ রায়)	১৯৬৫
সেক্সপিয়ার-ওয়ালা (হিন্দী)	বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব (শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—মধুর জাফ্রে)	১৯৬৫
নায়ক (বাংলা)	১৬শ বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (পরিচালক সত্যজিৎ রায়—বিশেষ পুরস্কার)	১৯৬৬

চিত্রের নাম	উৎসবের নাম	বৎসর
ইয়াদেঁ (হিন্দী)	৪র্থ এশিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬৭
টেম্মীন	চিকাগো ৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬৭
ডাকঘর (বাংলা)	২য় আন্তর্জাতিক শিশু চিত্র উৎসব, তেহেরান	১৯৬৭
আসমান মহল (হিন্দী)	প্রাগ একাডেমী অব মিউজিক (পৃথ্বিরাজকাপুর—বিশেষ পুরস্কার)	১৯৬৬
থ্রু দি আইস অব এ পেন্টার (ইংরাজী)	১৭শ বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	১৯৬৭

॥ চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার—১৯৬৮ ॥

(১৯৬৭ সালের চিত্রসমূহের জন্য)

১৯৬৭ সালে নির্মিত নিম্নলিখিত চিত্রসমূহ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

॥ শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র ॥ হাটে বাজারে (বাংলা), পরিচালক তপন সিংহ। ১৯৬৭ সালের সর্বোত্তম কাহিনী চিত্র হিসাবে 'রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক' লাভ করিয়াছে।

॥ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র ॥ উপকার (হিন্দী), পরিচালক মনোজকুমার

॥ শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক চিত্র সমূহ ॥ বাংলা—আরোগ্য নিকেতন, পরিচালক বিজয় বসু। হিন্দী—হামরাজ। মারাঠী—সন্ত বাহাতে কৃষ্ণামাই। ওড়িয়া—অরুন্ধতী। তামিল—আলয়ম। তেলুগু—সুভি গুভালু। পাঞ্জাবী—সুতলেজ দে কানডে।

॥ শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক ॥ সত্যজিৎ রায়, 'চিড়িয়াখানা' চিত্রের জন্য

॥ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ॥ উত্তমকুমার, 'চিড়িয়াখানা' ও 'এন্টনি ফিরিঙ্গি' চিত্রের জন্য

॥ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ॥ শ্রীমতী নার্গিস (রাত আওর দিন)

॥ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক ॥ এম. কে. মহাদেবন (কণ্ডন করুণাই)

॥ শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক ॥ মহেন্দ্র কাপুর (উপকার)

॥ শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার ॥ এস. ভি. পুরম সদানন্দন (অগ্নিপুত্রী).

॥ শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার (কাল সাদা) ॥ রামচন্দ্র (বোম্বাই রাত কি বহোঁ মেঁ)

॥ শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার (রঙ্গীন) ॥ এম. এন. মালহোত্রা (হামরাজ)

॥ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত কাহিনী-চিত্রসমূহ ॥

চলচ্চিত্রে ভারত সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন করার পর হইতে যে সকল কাহিনী-চিত্র রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে নিম্নে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

বৎসর	চিত্রের নাম	ভাষা	পরিচালকের নাম
১৯৫৩	শামচি আই	মারাঠী	পি. কে. আত্রে
১৯৫৪	মির্জা গালিব	হিন্দী	সেহোরাব মোদী
১৯৫৫	পথের পাঁচালী	বাংলা	সত্যজিৎ রায়
১৯৫৬	কাবুলীওয়ালা	বাংলা	তপন সিংহ
১৯৫৭	দো আঁখে বার হাত	হিন্দী	ভি. শান্তারাম
১৯৫৮	সাগর সঙ্গমে	বাংলা	দেবকীকুমার বসু
১৯৫৯	অপুর সংসার	বাংলা	সত্যজিৎ রায়
১৯৬০	অনুরাধা	হিন্দী	হৃষীকেশ মুখার্জি
১৯৬১	সিস্টার নিবেদিতা	বাংলা	বিজয় বসু
১৯৬২	দাদাঠাকুর	বাংলা	সুধীর মুখোপাধ্যায়
১৯৬৩	শেহর আউর সপনা	হিন্দী	খাজা আহম্মদ আব্বাস
১৯৬৪	চারুলতা	বাংলা	সত্যজিৎ রায়
১৯৬৫	ছেম্মীন	মালায়ালাম	রামু করিয়াৎ
১৯৬৬	তিসরি কসম	হিন্দী	বাসু ভট্টাচার্য
১৯৬৭	হাটে বাজারে	বাংলা	তপন সিংহ

॥ ফিল্ম ডিভিশন ॥

ভারত সরকার জনসাধারণের জন্য সংবাদ চিত্র এবং তথ্য ও শিক্ষাবিষয়ক প্রামাণ্য নির্মাণের জন্য 'ফিল্ম ডিভিশন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীন। ইংরাজী, হিন্দী, বাংলা, তামিল, তেলুগু, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, কানাড়া, উর্দু, উড়িয়া, মারাঠী, কাশ্মীরী ও মালায়ালাম—এই ১৪টি ভাষায় সংবাদচিত্র ও প্রামাণ্য চিত্রসমূহ নির্মিত হয়। লাইসেন্স-এর শর্তানুসারে প্রত্যেক সিনেমাগৃহ প্রতিবার চিত্র প্রদর্শনের সময় অনুমোদিত প্রামাণ্য ও সংবাদচিত্র দেখাইতে বাধ্য। ফিল্ম ডিভিশন ইহার জন্য সিনেমাগৃহসমূহের নিকট হইতে উহাদের সাপ্তাহিক বিক্রয়-এর এক শতাংশ হারে ভাড়া আদায় করে। ফিল্ম ডিভিশন বর্তমানে বৎসরে প্রায় ১৫০ খানি সংবাদ, প্রামাণ্য, শিক্ষামূলক ও বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্র নির্মাণ করিয়া থাকে।

॥ ভারতীয় চিত্রের উৎপাদন সংখ্যা ॥

ভাষা	১৯৩১	১৯৪১	১৯৪৭	১৯৫১	১৯৬০	১৯৬৪	১৯৬৬	১৯৬৭
অসমীয়া	—	—	—	—	—	১	২	২
বাংলা	৩	১৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৪	৩০	২৫
ইংরাজী	—	—	—	—	১	১	—	—
গুজরাটী	—	১	১১	৬	২	৩	২	৩
হিন্দী *	২৩	৭৯	১৮৬	১০০	১২০	১১৩	১০৮	৮৫
কানাড়া	—	২	৫	২	১২	১৮	২১	২৪
মালায়ালাম	—	১	—	৭	৬	১৯	৩১	৩৯
মারাঠী	—	১৪	৬	১৬	১৫	১৮	১২	২০
উড়িয়া	—	—	—	—	৫	৩	২	২
পাঞ্জাবী	—	২	—	৪	৪	৮	৪	৫
তামিল	১	৩৪	২৯	২৬	৬৩	৪৪	৬০	৬৫
তেলুগু	১	১৬	৬	২০	৫৪	৪১	৪১	৬১
কঙ্কনী	—	—	—	—	—	—	—	১
কাশ্মীরী	—	—	—	—	—	১	—	—
সিন্ধী	—	—	—	—	—	—	১	১
মোট	২৮	১৬৭	২৮১	২১৯	৩২৪	৩০৪	৩১৪†	৩৩৩

॥ সেন্সার বোর্ড ॥

চলচ্চিত্রসমূহ ভারতে প্রদর্শনার্থ পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদর দপ্তর বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইহার আঞ্চলিক অফিস রহিয়াছে। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা সভাপতিসহ ৮ জন। তাঁহারা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। চলচ্চিত্র পরীক্ষার ব্যাপারে উপদেষ্টামণ্ডলী আঞ্চলিক অফিস সমূহকে সাহায্য করিয়া থাকেন। শিক্ষাবিদ্‌, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী ও সমাজসেবীদের লইয়া উক্ত উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত। যে সকল চিত্র ভারতে সর্বত্র অবাধ প্রদর্শনের জন্য অনুমোদিত তাহা 'U' চিহ্নিত এবং যে সকল চিত্র কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদিত তাহা 'A' চিহ্নিত হইয়া

* উর্দু, ভোজপুরী ও রাজস্থানী ছবির হিসাব হিন্দী ছবির অন্তর্গত। † ইহা ছাড়া ডোগ্রী ও নেপালী ভাষায় ২খানি চিত্র নির্মিত হয়।

থাকে। অপরাধ, পাপ, দুর্নীতি, অশালীনতা, শৃঙ্খলাভঙ্গের প্ররোচনা, হিংসা, আইনভঙ্গ, বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি অসম্মান প্রভৃতি বিষয়গুলি যেন চিত্রে স্থান না পায় এই মর্মে সেন্সার বোর্ড চিত্র পরীক্ষকদের নিকট নির্দেশ জারি করিয়াছেন।

১৯৬৭ সালে বোর্ড মোট ২৭২৮টি চিত্র পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 'U' সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বিদেশী ও ভারতীয় চিত্রের সংখ্যা যথাক্রতে ১২৬৮ ও ১১৪৫। পক্ষান্তরে 'A' সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বিদেশী ও ভারতীয় ছবির সংখ্যা যথাক্রমে ১২৭ ও ১৪। ১৯৬৭ সালে সেন্সার বোর্ড মোট ৪৮ খানি বিদেশী ছবি ও ২খানি ভারতীয় ছবির প্রদর্শন নামঞ্জুর করিয়াছেন।

॥ ভারতে ফিল্ম আমদানীর হিসাব ॥

	কাঁচা ফিল্ম		চিত্রাকারে ফিল্ম	
বৎসর	পরিমাণ লক্ষ মিটার	মূল্য লক্ষ টাকা	পরিমাণ লক্ষ মিটার	মূল্য লক্ষ টাকা
১৯৫৮	৬৫৩'১০	১৬৪'০৬	৩৩'৮৭	৩২'২৩
১৯৫৯	৬৪৯'৪৮	২৭৭'৫২	৪০ ৮২	৩৮'৫৮
১৯৬০	৮২৭'২৫	১৯৪'৩৩	৫০'৯০	৩৭'৭৩
১৯৬১	৫৩৭'১৯	১৬৫'৪৭	৫১'৪৯	৪৪'৭৯
১৯৬২	৭২২'৩৫	১৭৭'১৮	৫৫'৯৫	৪৪'২৯
১৯৬৩	৮০৮'০৯	২০৪'০২	২৭'৯৫	২৭'২৮
১৯৬৪	৭২৫'৯৮	২০১'২৩	৩৫'৪০	৩৬'০২
১৯৬৫	৭৪৮'৬১	২৭৫.৭৮	২৭'০০	২১'০৭
১৯৬৬	৭৫৮'২৩	৩১০'১৩	৩১'৩০	৪৬'২৪
১৯৬৭	৭২১'৭১	৪১৬'৬৭	৩৭'৯১	৫৫'৩৩

ফিল্ম ইনষ্টিট্যুট অব ইণ্ডিয়াঃ ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্র উৎপাদনে সর্বাঙ্গীণ কারিগরি শিক্ষাদান এবং চলচ্চিত্র শিল্পে গবেষণার সুবিধা দান করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সংস্থার নিজস্ব লেবরেটরী ও প্রশস্ত স্টুডিও আছে। সংস্থার নিজস্ব শিক্ষকমণ্ডলী এবং আমন্ত্রিত বক্তাগণ ইহার শিক্ষাসূচী পরিচালনা করিয়া থাকেন। বর্তমানে এখানে অভিনয়, পরিচালনা, ফটোগ্রাফি, সাউণ্ড রেকর্ডিং ও সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইতেছে।

চিলড্রেনস্ ফিল্ম্ সোসাইটি : ১৯৫৫ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য শিশু ও তরুণদের উপযোগী চিত্র নির্মাণ বা নির্মাণে সাহায্য করা এবং উহা প্রদর্শন করা। কেন্দ্রীয় সরকার ইহাকে বার্ষিক অর্থসাহায্য দান করেন। এপর্যন্ত এই সংস্থা ৪৫টি চিত্র নির্মাণ করিয়াছে। সোসাইটি নির্মিত "জলদীপ" চিত্রটি ১৯৫৭ সালে ভিনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হইয়াছিল।

ফিল্ম কনসালটেটিভ কমিটি : চলচ্চিত্র শিল্পের বহু সংস্থার সহিত আলোচনাক্রমে ভারত সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট বিষয়ে সরকার ও চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি করা এবং এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দান করাই ইহার কাজ। ভারতের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ইহার চেয়ারম্যান, জনসাধারণ হইতে ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং চিত্রশিল্পের বিভিন্ন শাখা হইতে ১৫ জন ব্যক্তিকে ইহার সদস্য নির্বাচন করা হয়।

ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন : ফিল্ম ইনকোয়ারী কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৬০ সালে ভারত সরকার এই সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা; তাহা হইতে ভারত সরকার ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রযোজকদিগকে এই প্রতিষ্ঠান ঋণ দিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রতিটি চিত্রের জন্য কর্পোরেশন ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেয় এবং উহার জন্য শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ লইয়া থাকে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কর্পোরেশন ৬২ খানা চিত্রের প্রযোজকদিগকে মোট ১৪৭·৪১ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছে।

জনস্বাস্থ্য

ভারতের সংবিধান অনুসারে জনস্বাস্থ্য বিষয়টি প্রধানতঃ রাজ্যসরকারের দায়িত্ব। তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে নানাভাবে রাজ্য-সরকারগুলিকে সাহায্য করিয়া থাকেন। সেন্ট্রাল হেলথ কাউন্সিলের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ, হাসপাতাল, চিকিৎসা-বিদ্যা, ভেষজের মান নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যে ভেজাল নিবারণ, জল সরবরাহ প্রকল্প ও মহামারী নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও রাজ্যসমূহকে অভিজ্ঞ ও কারিগরি পরামর্শ দান কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয় কার্য।

জনস্বাস্থ্যের যে সকল বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন তাহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—চিকিৎসা বিজ্ঞানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা, ভেষজবিদ্যা ও পুষ্টিবিধি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন, বন্দরের স্বাস্থ্য ও কোয়ারেন্টাইন (সমুদ্র ও বিমান), নাবিকদের হাসপাতাল, বন্দর ও বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলি, নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (W. H. O.) সহিত ভারতের সম্পর্ক ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির জনস্বাস্থ্যের সমুদয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিয়া থাকেন। "ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ্ সার্ভিসেস্" ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীন। এই বিভাগটিই স্বাস্থ্যসম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে সকল প্রকার কারিগরি পরামর্শ দান করিয়া থাকে।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া ভারত সরকার ভেষজ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বহন করিয়া থাকেন।

॥ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ॥

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যে সকল কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহার সাফল্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়া ছিল ভারতের একনম্বর শত্রু। সম্প্রতি উহাকে প্রায় নির্মূল করা হইয়াছে।

ভারতবাসীর মৃত্যুর হার অনেক হ্রাস এবং গড়পড়তা আয়ুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে এই সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি প্রদত্ত হইল।

॥ ভারতবাসীর জন্ম ও মৃত্যুর হার—প্রতি ১০০০ জনে ॥

	১৯৪১-৫০	১৯৫১-৬০	১৯৬১-৬৫
জন্মহার (প্রতি হাজারে)	৩৯.৯	৪১.৭	৪১.০
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	২৭.৪	২২.৮	১৭.২

॥ ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়ু ॥

	১৯৪১-৫০	১৯৫১-৬০	১৯৬৩	১৯৬৮
পুরুষ	৩২.৫ বৎসর	৪১.৯ বৎসর	৪৮.৭ বৎসর	৫২.২ বৎসর
স্ত্রী	৩১.৭ "	৪০.৬ "	৪৭.৪ "	৫১.৯ "

॥ বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ॥

যক্ষ্মারোগ

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ ১৯৫৫ সালে ভারতব্যাপী "জাতীয় যক্ষ্মা অনুসন্ধান'-সূচীর কার্য আরম্ভ করে। ১৯৫৮ সালে উহার কার্য সমাপ্ত হয়। উক্ত সমীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে—যে ভারতে প্রায় ১০ হইতে ১৫ লক্ষ লোক যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া থাকে।

॥ জাতীয় যক্ষ্মারোগ নিবারণ কর্মসূচী ॥

এই কর্মসূচীকে দুইটি প্রধান পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। (ক) যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আধুনিক কার্যকর যক্ষ্মারোগনিরামক ঔষধের (যেমন আই. এন. এইচ., সি. এ এস. এবং এস. এম.) সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা; (খ) ২০ বৎসরের অন্থর্ধ সবাইকে পরীক্ষা না করিয়াই বি. সি. জি. টিকা দেওয়া।

জাতীয় যক্ষ্মা রোগ নিবারণ কর্মসূচীর লক্ষ্য হইল জনসাধারণের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা, যাহার ফলে কেবলমাত্র যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীরাই নিরাময় লাভ করিবে না পরন্তু সমাজে এই রোগ বিস্তারের আশঙ্কা হ্রাস পায়।

॥ যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্র ॥ দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করিয়া টি. বি. ক্লিনিক স্থাপন করা এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য। এই সকল কেন্দ্র জেলার অন্যান্য

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যক্ষ্মারোগের অনুসন্ধান, চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের সূচী কার্যে পরিণত করিবে। দেশে বর্তমানে ৫০২টি টি. বি. ক্লিনিক কার্যরত আছে; উহাদের মধ্যে ১৯৯টি ক্লিনিক রেডিওগ্রাফির সুবিধামণ্ডিত। ৮৭টি ক্লিনিক বিবিধ স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ক্লিনিকগুলি রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় অঞ্চল সমূহ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দেশের ৫১টি জেলায় এখনও পর্যন্ত টি. বি. ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৯৬৯-৭০ সালে বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আরও ২০টি টি. বি. ক্লিনিক স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। জাতিপুঞ্জের 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' (W. H. O.) ও 'ইউনিসেফ' ভারতের যক্ষ্মারোগ নিবারণ কর্মসূচীর সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিতেছে। তাহারা এক্স-রে, গবেষণা সরঞ্জাম, যানবাহন এবং ঔষধপত্র দান করিতেছে।

॥ **বি সি জি টিকা** ॥ ১৯৬৮-৬৯ সালে অতিরিক্ত ৫টি বি সি জি দল গঠনের ফলে দেশে এখন কার্যরত বি সি জি দলের মোট সংখ্যা ২২১টি। ১৯৪৯ সালে বি সি জি টিকার সূত্রপাত হইতে ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ব্যক্তিকে বি সি জি টিকা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে পরীক্ষা না করিয়াই ২০ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের বি সি জি টিকা দেওয়া হইতেছে। এই ব্যবস্থায় ৯ লক্ষ ৯৩ হাজার নবজাত শিশুসহ মোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যক্তিকে বি সি জি টিকা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে ৬৩ লক্ষ ৯ হাজার লোককে বি সি জি টিকা দেওয়া হইয়াছে।

॥ **যক্ষ্মা প্রতিষেধক ঔষধ** ॥ ১৯৬৮-৬৯ সালে ৫২টি প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে যক্ষ্মা প্রতিষেধক ঔষধ সরবরাহ করা হইয়াছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান অনুরূপ বিনামূল্যে ঔষধ লাভ করিয়াছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ১০ লক্ষ টাকার ঔষধ সংগ্রহ করা হইবে।

॥ **যক্ষ্মা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রদর্শন কেন্দ্র** ॥ প্রতিরাজ্যে উপযুক্ত সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি সমন্বিত একটি করিয়া শিক্ষা ও প্রদর্শন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ঐসকল কেন্দ্রে টি. বি. ক্লিনিক পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হইবে। দেশে বর্তমানে এইরূপ ১৫টি কেন্দ্র কাজ করিতেছে। আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়াণা প্রভৃতি রাজ্যে এখনও কোন কেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। তবে আসামের গৌহাটিতে এই উদ্দেশ্যে একটি ভবন নির্মিত হইতেছে।

॥ **উত্তর আঞ্চলিক টি. বি. কেন্দ্র** ॥ ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্র হরিয়াণা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, চণ্ডীগড় ও মধ্যপ্রদেশের যক্ষ্মাচিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে নানাভাবে নির্দেশ দান এবং নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

॥ **দক্ষিণ আঞ্চলিক টি. বি. কেন্দ্র** ॥ ১৯৬৭ সালের ১২ই জানুয়ারী আঞ্চলিক যক্ষ্মারোগ অফিসার এই অঞ্চলের কেন্দ্রের দায়িত্ব লইয়াছেন।

জাতীয় যক্ষ্মারোগ ইনষ্টিট্যুট, ব্যাঙ্গালোর : যক্ষ্মারোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণার জন্য স্থাপিত এই ইনষ্টিট্যুটে ১৯৬৮ সালের ৩রা হইতে ১৪ই জুন পর্যন্ত ৫ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৩ জন পর্যবেক্ষক ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য হইতে ২৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সেমিনারের উদ্দেশ্য হইল, যক্ষ্মারোগ নিবারণের সংগে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ অফিসারদের যক্ষ্মারোগ নিবারণের আধুনিকতম ও উন্নততর পদ্ধতির সংগে পরিচিত করান। ১৯৬৮ সালে এই ইনষ্টিট্যুট হইতে ৩২ জন ডাক্তার এবং ২৮০ জন সহকারী ব্যক্তি শিক্ষালাভ করেন। এই সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শিশু ভাণ্ডার (ইউনিসেফ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের টি. বি. এসোসিয়েশন : ভারতের ২০টি জেলাতে এই এসোসিয়েশনের মোট ২৮০টি শাখা আছে।

॥ কুষ্ঠরোগ ॥

১৯৬৮ সালের শেষে ভারতে মোট ১১৩০টি এস. ই. টি কেন্দ্র (সার্ভে এডুকেশন এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার) কার্যরত ছিল। ঐসময়ে কার্যরত এল. সি. ইউ কেন্দ্রের (লেপরসি কণ্ট্রোল ইউনিট) সংখ্যা ছিল ১৮২। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩১টি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান দেশে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। অংশতঃ চিকিৎসক এইরূপ কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য ১৯৬৮ সালে দেশে ১৩টি প্রতিষ্ঠান ছিল। পূর্ণ চিকিৎসক কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য ২টি কেন্দ্র ছিল।

॥ জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণ কার্যসূচী ॥

১৯৬৮-৬৯ সালে এই সূচী অনুসারে (১৯৬৮ সালের জুন পর্যন্ত অতিরিক্ত ১৩ লক্ষ লোককে এই সূচীর আশ্রয়ে আনা হইয়াছে, এবং ১৩ লক্ষ লোককে পরীক্ষা করা হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে ৩০'১২৫টি নূতন রোগীর বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ২৯৪১৫ জন নূতন রোগীর নাম চিকিৎসার জন্য নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

জাতীয় কুষ্ঠ শাসন সূচীর আরম্ভ হইতে ১৯৬৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত কার্য বিবরণীর চুম্বক নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) মোট ৭ কোটি ১৭ লক্ষ লোককে কার্যসূচীর আওতায় আনা হইয়াছে ; (খ) ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ লোককে পরীক্ষা করা হইয়াছে ; (গ) ৩৪৬৯২৮টি ক্ষেত্রে রোগের অস্তিত্ব ধরা পরিয়াছে ; (ঘ) ৭৩৯৭৮৫টি রোগ বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, (ঙ) ৬৬৯৫৮৭ জন রোগীর নাম চিকিৎসার জন্য নথিভুক্ত করা হয় এবং (চ) ১৮,৭৩,৬০৬ জন আপাত সুস্থ ব্যক্তির বিবরণী পর্যবেক্ষণের জন্য নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

॥ **শিক্ষণ সূচী** ॥ এপর্যন্ত দেশে মোট ২৯৭ জন মেডিকেল অফিসার, ৩২৬৯ জন প্যারা মেডিকেল কর্মী এবং ১০৮ জন অ-চিকিৎসক পরিদর্শক কুষ্ঠ নিবারণী শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

॥ **কেন্দ্রীয় কুষ্ঠ শিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান** ॥ এই প্রতিষ্ঠান কুষ্ঠের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্য চালাইতেছে।

॥ ম্যালেরিয়া ॥

ম্যালেরিয়াকে ভারতীয় জন স্বাস্থ্যের প্রথম নম্বর শত্রু বলা হইত। প্রতি বৎসর এই রোগের আক্রমণে অন্ততঃ ৩ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইত। এই রোগ নিবারণের জন্য ১৯৫৩ সালে 'ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী' প্রবর্তন করা হয়। উহাকেই ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় উক্ত কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করিতেছেন এবং 'যুক্তরাষ্ট্র কারিগরি সহযোগিতা মিশন' ও 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' এই প্রকল্পে সাহায্যদান করিতেছেন। 'ম্যালেরিয়া ইনস্টিট্যুট অব ইণ্ডিয়া' ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্পর্কে সকল প্রকার গবেষণা পরিচালনা ও শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ইহার অধীনে বরোদা, কটক, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর, লক্ষ্ণৌ ও শিলং-এ ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

বর্তমানে দেশের মোট ৫১ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীর ৫০ কোটি ২০ লক্ষ লোক জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল সূচীর আশ্রয় লাভ করিয়াছে। অবশিষ্ট ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোক দেশের উচ্চ অঞ্চলে বাস করে, ফলে তাহারা ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে মুক্ত। বর্তমানে ম্যালেরিয়া নিবারণী কার্যে মোট ৩৯৩.২৫ ইউনিট নিযুক্ত আছে। গোড়াতে স্থির হইয়াছিল যে প্রতি ইউনিটের অধীনে ১০ লক্ষ লোক থাকিবে। কিন্তু বর্তমানে দেশের জন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতি ১.৩ লক্ষ লোকের জন্য একটি করিয়া ইউনিট নির্ধারিত হইয়াছে।

জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল স্থচী ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত সন্তোষজনক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৬৪ সাল হইতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কার্যস্থচী ব্যাহত হয় এবং ইউনিটগুলির পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন হয়।

॥ ব্যয় বরাদ্দ ॥ জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল স্থচীর জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট ৭০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই স্থচীর কর্ম পরিচালনার জন্য ব্যয় হইবে ১৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

॥ ফাইলেরিয়া ॥

'জাতীয় ফাইলেরিয়া শাসন কর্মস্থচী' ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রবর্তিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই কর্মস্থচীকে পুরাপুরি কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে ; ইহার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার। চতুর্থ পরিকল্পনায় ইহার জন্য মোট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে এইরূপ অনুমান করা হয় যে ১২ কোটি ২০ লক্ষের অধিক অধিবাসী ফাইলেরিয়া রোগাক্রান্ত অঞ্চলে বাস করে।

॥ নিবারণ ॥ পোর্ট ব্লেয়ারে একটি ফাইলেরিয়া নিবারণ ইউনিট স্থাপন করার ফলে দেশে মোট ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়াইল ৭৩টি। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কেরালা সরকার ৬টি ইউনিটের কার্য বন্ধ করিয়াছেন। ফলে দেশে প্রকৃত কার্যরত ইউনিটের সংখ্যা ৬৭টি। অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, কেরালা ও গোয়াতে ৫টি বিশেষ সংস্থা কাজ করিতেছে। উহার হেডকোয়ার্টার্স ইউনিট নামে পরিচিত। অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে ৩টি সংযুক্ত গবেষণা-শিক্ষণ কেন্দ্র কাজ করিতেছে। মহারাষ্ট্রে ঐরূপ একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

॥ মানসিক স্বাস্থ্য ॥

॥ অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুট অব মেণ্টাল হেলথ ॥ বাঙ্গালোরে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠান মানসিক রোগের শিক্ষা, গবেষণা ও চিকিৎসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানে ২টি নূতন শিক্ষাকোর্স প্রবর্তন করা হইয়াছে—(ক) সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক ডিপ্লোমা কোর্স (D. P. S W.) এবং (খ) নিউরো সার্জারীতে এম. এস. কোর্স।

॥ **হসপিটাল ফর মেণ্টাল ডিজিসেস** ॥ মানসিক রোগের এই বিখ্যাত হাসপাতালটি রাঁচীতে অবস্থিত; ১৯৬৮ সালে ইহার ৫০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ৩০৪ জন রোগীকে ভর্তি করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইহার বহির্বিভাগে ৩৫৫ জন রোগীর পরিচর্যা করা হইয়াছে।

॥ যৌন ব্যাধি ॥

দেশের মোট অধিবাসীর প্রায় পাঁচ শতাংশ সিফিলিস রোগাক্রান্ত এবং আরও পাঁচ শতাংশ গণোরিয়া রোগে ভুগিয়া থাকে বলিয়া অনুমিত হয়। কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যৌন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বেশী। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গঠিত একটি পরিদর্শক দল ১৯৪৯ সালে হিমাচল প্রদেশে খুব ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ কার্য এবং 'জনতা চিকিৎসাসূচী' পরিচালনা করিয়াছিলেন।

এই ব্যাধি কীভাবে দূর করা যায় তাহার জন্য ১৯৬৮ সালে মাদ্রাজে দ্বিতীয় নিখিল ভারত যৌন ব্যাধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন হইতে এই ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করা হইয়াছিল এবং সরকার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

১৯৬৮-৬৯ সালে একটি সদর যৌন ব্যাধি ক্লিনিক এবং ২০টি জেলা যৌন ব্যাধি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ১৯৬৯-৭০ সালে ১০টি জেলা যৌন ব্যাধি কেন্দ্র (ভি. ডি. ক্লিনিক) খোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

॥ বসন্ত রোগ ॥

'জাতীয় বসন্ত নির্মূল সূচী' ১৯৬২ সালের শেষের দিকে লওয়া হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে (১৯৬৮ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত) ৮.২৮ মিলিয়ান লোককে প্রাথমিক টিকা এবং ২২.১০ মিলিয়ান লোককে পুনর্বার টিকা দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৭ হইতে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বসন্ত রোগে আক্রান্ত এবং তজ্জনিত মৃত্যু সংখ্যা

	রোগের সংখ্যা	এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা
১৯৫৭	৭৮,৬৬৬	২৩,১৫০
১৯৫৮	১,৬৮,২১৬	৪৫,৮৪৮
১৯৫৯	৭,৪৭,৬৩৯	১২,১৮৩
১৯৬০	৩১,০৯১	৭,৯০৩
১৯৬১	৪৫,৩৮০	১২,৪৮০
১৯৬২	৫৫,৫৯৫	১৫,০৪৮
১৯৬৩	৮৩,৪২৩	২৬,৩৬০
১৯৬৪	৪০,২৬৫	১১,৮৩৭
১৯৬৫	৩৩,৪০২	৯,০৫৮
১৯৬৬	৩২,৬১৬	৮,৪৮২
১৯৬৭	৭৭,৯৭৪	১৭,৯৪৮
১৯৬৮ (অক্টোবর পর্যন্ত)	*২৯,০০৩	*৫,৪৬০

টিকা উৎপাদন ঃ

জমাটবাঁধা শুষ্ক বসন্তের টিকায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবার জন্য ভারতে ৪টি টিকা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই ৪টি হইল—পাটোয়ার নগরে অবস্থিত ভ্যাকসিন ইনষ্টিট্যুট, গুঁইদীতে কিং ইনষ্টিট্যুট, বেলগাঁওতে ভ্যাকসিন ইনষ্টিট্যুট এবং হায়দরাবাদে ইনষ্টিট্যুট অব প্রিভেনটিভ মেডিসিন।

জমাটবাঁধা শুষ্ক বসন্তের টিকা উৎপাদন ভারতবর্ষে প্রথম শুরু হইয়াছে ১৯৬২ সালে পাটোয়ার নগরের ভ্যাকসিন ইনষ্টিট্যুটে।

১৯৬২ সাল হইতে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই টিকা উৎপাদনের একটি হিসাব নীচে দেওয়া হইল ঃ

	উৎপাদনের পরিমাণ (মিলিয়ন ডোজ)
ষ্টেট ভ্যাকসিন ইনষ্টিট্যুট, পাটোয়ার নগর ...	৪৭·৩৯
কিং ইনষ্টিট্যুট, গুঁইদী	১৩·২৮
ভ্যাকসিন ইনষ্টিট্যুট, বেলগাঁও	৫·২৪
ইনষ্টিট্যুট অব প্রিভেনটিভ মেডিসিন, হায়দরাবাদ ...	০·৬১
মোট	৬৬·৫২

* হিসাব চূড়ান্ত নহে

ইহার মধ্যে ১৯৬৭ সালে (অক্টোবর পর্যন্ত) ২০·৩০ মিলিয়ন ডোজ উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতের বর্তমানে বার্ষিক ৬০ মিলিয়ন ডোজ আলোচ্য টিকা উৎপাদন করা যায়। অথচ জাতীয় বসন্ত দূরীকরণ কর্মসূচী অনুযায়ী এই টিকার বার্ষিক চাহিদা হইল ২০০ মিলিয়ন ডোজ। ফলে ১৪০ মিলিয়ন ডোজের ঘাটতি মিটাইবার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শানুসারে ইউনিসেফ ভারতকে ৩,৮০,০০০ ডলার মূল্যের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়াছে।

॥ কলেরা ॥

১৯৬৮ সালে (৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত) ভারতে মোট ২০৭৪৯ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে ৩৩৫৩ জন মারা গিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে কলেরায় আক্রান্ত ও মৃত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২১৮০ ও ২৬০৮ জন। ১৯৬৮ সালে কলেরা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যের পরিসংখ্যান এই রূপ :—

রাজ্য	আক্রান্ত	মৃত	রাজ্য	আক্রান্ত	মৃত
মাদ্রাজ	৬৩৫৯	৫৬৪	গুজরাট	১০৮২	৬৯
বিহার	৪২৩৭	৮৪১	অন্ধ্রপ্রদেশ	৭৮৩	২১৬
মহীশূর	১৮৭৭	৩০০	আসাম	৫৭৭	২৬১
মহারাষ্ট্র	১৭৯৯	২৪২	উড়িষ্যা	৯৫০	২৫৮
উত্তরপ্রদেশ	১৩৬৭	৪১৩	কেরালা	১০৮	২৪
পশ্চিমবঙ্গ	১২০৭	১৪৪	দিল্লী	৩৪৬	১৪

ভারতে ৪টি কলেরার টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে—পাটনায় ও লক্ষ্ণৌতে ষ্টেট ভ্যাকসিন ইনষ্টিট্যুট, কশৌলিতে সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট এবং বোম্বাই-এর হফকিন ইনষ্টিট্যুট।

কলেরা রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় কলেরা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি কলেরা রোগ নির্মূল করার জন্য জাতীয় কর্মসূচী তৈরীর প্রস্তাব দিয়াছিলেন। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত কলেরা বিশেষজ্ঞ ও রাজ্য সরকারের ডাক্তারদের তৃতীয় সম্মেলনে ঐ প্রস্তাবটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হয়। কিছু সংশোধন করিয়া এই সম্মেলন প্রস্তাবটি গ্রহণের সুপারিশ করেন।

গবেষণা ঃ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, কলিকাতার দি কলেরা রিসার্চ সেণ্টার, কলিকাতার দি স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতার ইনষ্টিট্যুট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন এণ্ড বাইওকেমিষ্ট্রি, লক্ষ্ণৌ-র দি সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট, বোম্বাই-এর হফকিন ইনষ্টিট্যুট, কশৌলির দি সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট প্রভৃতি সংস্থা কলেরা দূরীকরণের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

॥ ক্যান্সার ॥

চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র, কলিকাতা ঃ ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং দেশবন্ধু মেমোরিয়েল ট্রাষ্ট প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি পরিচালকমণ্ডলী এই কেন্দ্রটির কাজ দেখাশোনা করেন। এই কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই কেন্দ্রে একটি আটতলাবিশিষ্ট আধুনিক গবেষণা বিল্ডিং স্থাপিত হইয়াছে। ছয়টিতলা গবেষণাগারের যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করা হইয়াছে। এই বিরাট ভবনের বিভিন্ন তলায় ক্যান্সারসংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ খোলা হইয়াছে।

রূপলাল নন্দী মেমোরিয়েল ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র ঃ চন্দননগরে অবস্থিত এই গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক কেমোথেরাপী রিসার্চ উইং স্থাপন করা হইয়াছে এবং ইহার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে ৩০টি শয্যাবিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল কেমোথেরাপী রিসার্চ সেণ্টার খোলা হইয়াছে। এই এলাকায় ক্লিনিক্যাল কেমোথেরাপী রিসার্চ সেণ্টারের কাজ যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। এইসব কেন্দ্র ছাড়া-ও বোম্বাই-এর টাটা মেমোরিয়েল ক্যান্সার হাসপাতাল, মাদ্রাজের ক্যান্সার রিসার্চ (উইমেন্স ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন), আহমেদাবাদের এম. পি. শাহ ক্যান্সার হাসপাতালের নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ॥

বর্তমানে ভারতে ৯৩টি মেডিক্যাল কলেজ রহিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাশেষে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল ৮৭। এইসব কলেজে বৎসরে ১১,৫০০-এর অধিক ছাত্র ভর্তি হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় ৫টি আঞ্চলিক মেডিক্যাল কলেজসহ অতিরিক্ত ৩০টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার কথা বলা হইয়াছে।

ডেণ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঃ বর্তমানে ভারতবর্ষে ১৫টি ডেণ্টাল কলেজ আছে। বর্তমানে ডেণ্টাল কলেজগুলিতে বার্ষিক ৬০০ ছাত্র ভর্তি হইয়া থাকে। ১৯৬৮ সালে কোন নূতন ডেণ্টাল কলেজ স্থাপিত হয় নাই।

পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার কেন্দ্র ঃ চণ্ডীগড়ের 'দি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইনষ্টিট্যুট অব মেডিক্যাল এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ'—এই সংস্থাকে ১৯৬৭ সালের ১ এপ্রিল হইতে জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার জন্য পার্লামেন্টে আইন পাশ করিতে হইয়াছে। এই ইনষ্টিট্যুটে ৭৩০টি শয্যা রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালগুলি পরিচালনার জন্য শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞদের চাহিদা প্রচুর। এই চাহিদা পূরণ করার জন্য ভারত সরকার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট (মেডিক্যাল ও ডেন্টাল) বিভাগের উন্নতির ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেছেন। বর্তমানে এইরূপ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের সংখ্যা ৫২ (৩৬টি মেডিক্যাল এবং ১৬টি ডেন্টাল)। এই সকল বিভাগগুলিকে আগেই মঞ্জুর করা হইয়াছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে কোন নূতন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ মঞ্জুর করা হয় নাই। তবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বর্ষে ১৮টি মেডিক্যাল ও ৪টি ডেন্টাল পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

॥ ভেষজ নিয়ন্ত্রণ (Drug Control) ॥

কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (Central Drug Control Organisation) কাজ হইল বিদেশ হইতে আমদানি করা ঔষধ পত্রের গুণাগুণের উপর দৃষ্টি রাখা, নূতন ঔষধ পরীক্ষা ও অনুমোদন করা, ঔষধের মান নির্ধারণ করা, ভেষজ আইন প্রয়োগের নিয়ম কানুন স্থির করা এবং রাজ্য ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ভেষজ আইনের পরিচালনা সম্পর্কে রাজ্যগুলিকে বিশেষ পরামর্শ দান করিতে পারে। ১৯৬৭ সাল হইতে কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও গাজিয়াবাদে আঞ্চলিক আফিস স্থাপন করিয়াছে। এই আঞ্চলিক আফিসমূহ 'ড্রাগস্ অ্যাণ্ড কসমেটিকস্ এক্ট'-এর প্রয়োগ সম্পর্কিত ব্যাপারে সাহায্য করিয়া থাকে।

॥ আমদানিকৃত ভেষজের গুণ নিয়ন্ত্রণ ॥

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের শুল্ক আফিসে কেন্দ্রীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রণের আফিস স্থাপিত। কেবলমাত্র এই কয়টি বন্দরের মাধ্যমেই বিদেশ হইতে ঔষধপত্র আমদানি করা যায়। ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা যে কোন আমদানি করা মাল পরীক্ষা করিতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে উক্ত মালের নমুনা সেন্ট্রাল ড্রাগ লেবরেটরীতে বিশ্লেষণের জন্য পাঠাইতে পারে। এপ্রিল ১৯৬৮ হইতে

জানুয়ারী ১৯৬৯ পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য ১৩৪৬৭টি নমুনা গ্রহণ করিয়া ১০২৩টি বিশ্লেষণের জন্য পাঠান হইয়াছিল। ৪৫টি নমুনা নিম্নমানের বলিয়া প্রমাণিত হয়; তাহাদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

সেণ্ট্রাল ড্রাগস্ ল্যাবরেটরি, কলিকাতা: ভেষজ পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য ড্রাগস এণ্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট অনুসারে এই ল্যাবরেটরি গঠিত হইয়াছে।

ভেষজ মুল্য: ভেষজ মূল্য ১৯৬৬ সালের ভেষজমূল্য (প্রদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 'নূতন ওষুধে'র মূল্য-ও এই আদেশানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়।

॥ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ॥

গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহ (Primary Health Centres) স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা সমষ্টি উন্নয়ন সূচীর অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারসমূহকে আর্থিক সাহায্য দান করিয়া থাকেন। লক্ষ্য ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রত্যিকটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একটি করিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ১৯৬৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশে ৪৯৯৭টি সমষ্টী উন্নয়ন ব্লকে মোট ৪৮৪০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ২১,৭১২টি সহকারী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মোট সংখ্যা ৩৩৫টি। উহার মধ্যে ২২২টি ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ১১৩টি ব্লকে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাই। আসামে মোট ১৬৩টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে ৯৯টি ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

॥ চতুর্থ পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ॥

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য মোট ৮১০·৬৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কোন খাতে কত ব্যয় করা হইবে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল:—

খাত	কোটি টাকা
চিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা	৮৫·২৯
শিক্ষণ সূচী	১২·৯৩

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ	১২৭·০১
হাসপাতাল ও ডিসপেনস্যারী	৮৯·৭৭
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৭৬·৪৯
দেশীয় চিকিৎসাপ্রথা	১৬·২৬
অন্যান্য কার্যসূচী	২৯·৭৫
মোট (স্বাস্থ্য) ...	৪৩৭·৫০
পানীয় জল সরবরাহ	৩৩৮·৯০
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন	৩৪·২৭
	৮১০·৬৭

॥ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিবিধ তথ্য ॥

	১৯৬৮-৬৯ (আনুমানিক)	৪র্থ পরিকল্পনার (শেষে—লক্ষ্য)
হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা	২৫৫৭০০	২৮১৬০০
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪৮৫১	৫২২৫
মেডিকেল কলেজ	৯৩	১০৩
মেডিকেল কলেজে বার্ষিক ছাত্র ভর্তি ...	১১৫০০	১৩০০০
ডেণ্টাল কলেজ	১৫	১৫
ডেণ্টাল কলেজে বার্ষিক ছাত্র ভর্তি ...	৫৮৬	৮০০
ডাক্তার	১০২৫২০	১৩৭৯৩০
নার্স	৬১০০০	৮৮০০০
সহায়ক নার্স ও ধাত্রী	৪৮০০০	৭০০০০

॥ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্থাসমূহ ॥

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলঃ ১৯৩৩ সালের ইণ্ডিয়ান মেডিক্কেল কাউন্সিল আইন অনুসারে এই পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের গঠন অনেকটা ব্রিটেনের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের মত। ভারতের সমস্ত রাজ্যে যাহাতে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষায় সমান নিম্নতম মান বজায় রাখা যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই ইহার প্রধান কাজ। শাস্তিদান করিবার কোন ক্ষমতা ইহার নাই।

ফার্মাসী কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া : ১৯৪৮ সালের ফার্মাসী আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লীতে গঠিত। যাহাতে ঔষধের দোকান হইতে খাঁটি ঔষধাদি বিক্রীত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ইহার উদ্দেশ্য।

ডেণ্টাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া : ১৯৪৮ সালের আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে ১৪ই মে ইহা গঠিত হইয়াছে; দন্ত চিকিৎসার উন্নয়ন এবং গ্রামে ও শহরে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করাই ইহার লক্ষ্য।

ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল : ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে ইহা গঠিত হইয়াছে। নার্সিং ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলি এবং নার্সিং পরীক্ষা পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা এই কাউন্সিলকে দেওয়া হইয়াছে। নার্স, ধাত্রী ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করাই এই পরিষদের কাজ।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ : স্বাধীনতার পূর্বে চিকিৎসা গবেষণার কাজ সাধারণতঃ কতিপয় বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এবং ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ড এসোসিয়েশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় সরকার এই এসোসিয়েশনটিকে নবভাবে রূপায়িত করিয়া উহার নাম দেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ। গবেষণামূলক কাজের জন্যই এই পরিষদ গঠিত। পরিষদ্ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ৯টি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিকিৎসা গবেষণার জন্য ৫ কোটি টাকারও অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিটি : ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত করার জন্য এবং উহা যাহাতে আধুনিক অবস্থায় থাকে সেজন্য ১৯৩৮ সালে প্রথম ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে উহার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে আবার এক বৎসরের জন্য উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, পরে আবার উহার মেয়াদ পাঁচ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন : ডাক্তারদের উদ্যোগে এই সর্বভারতীয় সংস্থাটি ১৯২৮-২৯ সালে গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে ডাক্তারী শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

প্রসূতি শিশুমঙ্গল কেন্দ্র : ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অনুন্নত অঞ্চলে, যাহাতে প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় সেজন্য ভারত সরকার রাজ্য-সরকারসমূহকে সাহায্য দান করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়াছেন। যে

সকল স্থানে প্রায় ৬০ হাজার লোকের বসবাস তথায় উক্ত কেন্দ্র খোলা হইবে। এই সকল কেন্দ্রে প্রসূতিদিগের প্রসবের পূর্বে ও পরে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা থাকিবে। বর্তমানে এইরূপ ২০১টি কেন্দ্র আছে।

কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বোর্ড: ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার এই বোর্ড গঠন করেন। বিভিন্ন রাজ্যে জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে।

আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও হেমিওপ্যাথি: ভারতে আয়ুর্বেদ, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার উহাদিগকে অনুমোদন দান করেন। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নয়নের জন্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এজন্য ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হয়। ভারতসরকার ভারতীয় আয়ুর্বেদ ফ্যাক্যাল্টিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজ্য-সরকারসমূহ হোমিওপ্যাথিকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ভারতসরকার আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণার জন্য জামনগরে একটি কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতসরকার হোমিওপ্যাথিতে পাঁচ বছরের ডিগ্রি কোর্স অনুমোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল মধ্যে ৫টি আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপন করা হয়।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স, নয়াদিল্লী: ১৯৫৬ সালে অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স স্থাপিত হয়। এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে একটি মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, একটি নার্সিং কলেজ, একটি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণ-কেন্দ্র ও ২৫০টি শয্যাযুক্ত একটি হাসপাতাল। এককালীন ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪৭৯'৯৩ লক্ষ টাকা। এ ব্যাপারে কলম্বো চুক্তি অনুযায়ী নিউজীল্যাণ্ড ১০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দান করিয়াছে।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ, কলিকাতা: রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে। ১৯৩২ সালে স্থাপিত। ভারত সরকার প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করেন। জনস্বাস্থ্যের কর্মীদের শিক্ষিত করা, ছাত্রদের পরীক্ষান্তে জনস্বাস্থ্য ডিপ্লোমা দান, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ও ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করা ইহার কার্য।

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর : শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত সরকারের কার্যের গণ্ডি খুব সীমিত, কারণ ভারতের সংবিধান অনুসারে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মুখ্য দায়িত্ব রাজ্যসরকারের। তথাপি শিক্ষার কতকগুলি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়সমূহ এবং বৃত্তি, পেশা ও কারিগরি শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ, বিশেষ শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি সাধন, উচ্চশিক্ষা বা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তাহাদের মান নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যগুলি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকাভুক্ত। সংবিধানের একটি সুস্পস্ট নির্দেশ এই যে, বালক-বালিকাদের ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত রাষ্ট্র তাহাদিগকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য প্রয়াস পাইবে। সুতরাং এই নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে রাজ্যসরকারসমূহের দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে জনসাধারণের মধ্যে হিন্দী প্রচারের মুখ্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। তাহা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সহযোগিতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারের। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' 'কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ', 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং', 'সেণ্ট্রাল হিন্দী ডাইরেক্টরেট' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা (Central Advisory Board of Education) : শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক একাধিক উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা সংস্থার নাম 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা', স্থাপিত ১৯৩৫ সালে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার-সমূহের প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংসদের প্রতিনিধিগণ এবং দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণকে লইয়া ইহা গঠিত। রাজ্য-সরকারসমূহের পক্ষে সাধারণতঃ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রিগণই প্রতিনিধিত্ব করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা পদাধিকার বলে এই সংস্থার অন্যতম সদস্য এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ইহার স্থায়ী চেয়ারম্যান। ভারত সরকার ও রাজ্য-সরকারগণের পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোন যুগ্ম-সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই সংস্থা সর্বোচ্চ মিলনভূমি।

॥ ভারতে শিক্ষার প্রসার ॥

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল।

বৎসর	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা (লক্ষ)	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৫০-৫১	২,৮৬,০৬০	২৫৫'৪৩	১১৪'৩৮
১৯৫৫-৫৬	৩,৬৬,৬৪১	৩৩৯'২৪	১৮৯'৬৬
১৯৬০-৬১	৪,৭২,৬৫৫	৪৭৯'৬৩	৩৪৪'৩৮
১৯৬১-৬২	৬,৮৫,৬০২	৫৪২'৮১	৩৯৬'৩৬
১৯৬২-৬৩	৭,২৬,৬৩২	৫৭৯'৭৭	৪৪১'৭৫
১৯৬৩-৬৪	৬,৯১,৯৮৬	৬১৭'১০	৪৮৪'১১
১৯৬৪-৬৫	৭,৫৪,৪৩১	৬৩৪'৭৩	৫১৬'৩০

চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে যাহাতে ৬—১১ বৎসর বয়সের ১ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ১১—১৪ বৎসরের ৮০ লক্ষ অতিরিক্ত বালক বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ৬—১১ বৎসর বয়সের শতকরা ৯৩'১ জন এবং ১১—১৪ বৎসর বয়সের শতকরা ৪৭'৪ জন বালক বালিকা শিক্ষালাভ করিবে বলিয়া অনুমিত হয়।

॥ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ॥

শিক্ষাদান পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—(১) নার্সারী বা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, (২) প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা, (৪) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, (৫) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে গবেষণা প্রভৃতি। এই বিভাগগুলি ছাড়া কারিগরি, পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

॥ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

ইহাই শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর। ক্ষুদ্র শিশুদের হাতেখড়ি বা শিক্ষার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে এই স্তরেই। শিশুদের কোমল মনে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য চিত্র ও নানা বিচিত্র উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুরা এই স্তরে শিক্ষালাভ করে।

॥ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার খতিয়ান ॥

বৎসর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রত্যক্ষ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৯৫০-৫১	৩০৩	২১,৬৪০	৮৬৬	১১'৯৮
১৯৫৫-৫৬	৬৩০	৪৫,৮২৮	১,৮৮০	২৪'৯৯
১৯৬০-৬১	১,৯০৯	১,২১,১৮৪	৪,০০৭	৫৮'৭৩
১৯৬১-৬২	২,২৪০	১,৪৮,৮৬৬	৪,৮৯৫	৭৪'৯১
১৯৬২-৬৩	২,৫০২	১,৬৪,৫৯৫	৫,২২১	৮২'৩১
১৯৬৩-৬৪	২,৭১০	১,৭৮,৭৮০	৫,৪৪৯	৯২'১০
১৯৬৪-৬৫	২,৮৯৮	২,৩৪,২৬৮	৬,৩৫২	১০০'০

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

এই স্তরে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই স্তরে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার বিরাম নাই। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে যেরূপ আশা করা হইয়াছিল তদপেক্ষা বেশী ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল পরিকল্পনার ব্যাপ্তিকালের মধ্যে শিক্ষার এই স্তরে ১৫২'৯৫ লক্ষ নূতন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হইবে। কিন্তু আলোচ্য সময়ের মধ্যে ১৬৫'০২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্বোধনকালে সারা ভারতে ৬—১১ বৎসর বয়সের ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ছিল ৩৪৯'৮৭ লক্ষ। ঐ সংখ্যা তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৫১৪'৬৭ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই বয়সের শতকরা ৭৮'৫ জন বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৭৬'৪ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬—১১ বৎসর বয়সের শতকরা ৬২'৩ জন বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছিল।

নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ: রাজ্য সরকারসমূহ ও অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের সদস্যদের লইয়া ১লা জুলাই, ১৯৫৭, এই পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারগণকে পরামর্শদান এবং অবৈতনিক শিক্ষাদান প্রকল্পকে রূপায়িত করার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

॥ প্রাথমিক শিক্ষার খতিয়ান ॥

বৎসর	অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রত্যক্ষ ব্যয় কোটি টাকা
১৯৫০-৫১	২,০৯,৬৭১	১,৮২,৯৩,৯৬৭	৫,৩৭,৯১৮	৩৬'৪৯
১৯৫৫-৫৬	২,৭৮,১৩৫	২,২৯,১৯,৭৩৪	৬,৯১,২৪৯	৫৩'০৩
১৯৬০-৬১	৩,৩০,৩৯৭	২,৬৬,৪২,২৫৩	৭,৪১,৬৯৫	৭৩'৪৪
১৯৬১-৬২	৩,৫১,৫৩০	২,৯৪,৭৪,৩৭৭	৭,৯৪,৭৪৭	৮২'৬৭
১৯৬২-৬৩	৩,৬৬,২৬২	৩,১২.৮৬,৯২৯	৮,৩২,৯৯৬	৯২'৯৪
১৯৬৩-৬৪	৩,৭৭,১০৬	৩,৩০,১৩,৭৯৫	৮,৭৭,২৭৫	১০০'২৫
১৯৬৪-৯৫ *	৩,৮৫,২৫০	৩,৩৫,৭৮,০০০	৯,০৬,৯০০	১০৫'১৮

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা ॥

বুনিয়াদী প্রথায় ক্রমশঃ প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই প্রথায় পুঁথিগত বিদ্যাভ্যাস করা ছাড়াও কাজের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। শিক্ষার্থীকে এমন কাজ শিখান হয় যাহাতে তারা সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুতাকাটা, কাপড় বোনা, বাগান করা, ছুতার বৃত্তি, চর্ম প্রযুক্তি, বই বাঁধাই, রান্না, সেলাই প্রভৃতি গৃহকর্ম ইত্যাদি কাজে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হয়। যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী প্রথা চালু নাই উহাদিগকে শীঘ্রই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ১৯৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও পরিচালকদিগকে উপদেশ ও সাহায্য দান করে।

ন্যাশনাল বোর্ড অব বেসিক এডুকেশন: ১৯৬২ সালে স্থাপিত। ইহার কাজ হইল বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

* আনুমানিক

॥ বুনিয়াদী শিক্ষার খতিয়ান ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫**
বিদ্যালয়ের সংখ্যা :—						
নিম্ন বুনিয়াদী…	৩৩,৩৭৯	৪২,৯৭১	৬৫,৯৪৯	৭৮,২৯৩	৮৩,৪৬১	৮২,০০০
উচ্চ বুনিয়াদী…	৩৫১	৪,৪৮২	১৪,২৬৯	১৬,৫৫৩	১৭,০৩৬	১৮,০০০
ছাত্র সংখ্যা :—						
নিম্ন বুনিয়াদী…	৮,৪৬,২৪০	৩৭,৩০,৪৫৯	৬৫,০১,১৩৪	৮৩,৯৯,৯৩৭	৯২,৮৭,১৪৪	৯০,৩৫,০০০
উচ্চ বুনিয়াদী…	৬৬,৪৮২	১৩,২৯,৭৪৮	৩২,২০,২৯৮	৩৮,৮২,৭৩৪	৪১,২৮,৭৪৮	৪২,৯৭,০০০
শিক্ষক সংখ্যা :—						
নিম্ন বুনিয়াদী…	৭৪,৭৫৬	১,১১,৩৪৭	১,৭৫,৬০৬	২,১১,৪১৩	২,৪১,১৬২	২,৩৮,০০০
উচ্চ বুনিয়াদী…	২,৫৬৩	৩৯,৬৭২	১,০২,০৮৩	১,২০,০৪৮	১,২৪,৫৯৮	১,৩১,৮০০
প্রত্যক্ষ ব্যয় (কোটি টাকায় লিখিত)						
নিম্ন বুনিয়াদী…	৩·৯৪	৮·১১	১৫·৯৯	২০·৮৭	২৪·৪৮	২৪·৫৪
উচ্চ বুনিয়াদী…	০·২১	৪·০৬	১২·৩৬	১৫·১৮	১৬·৩৪	১৮·১৬

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

১৯৫২ সালে ভারত সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ কমিশন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এই সম্পর্কে যে সুপারিশ করেন তাহার ভিত্তিতে এই স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিম্নলিখিত ভাবে ঢালিয়া সাজার সিদ্ধান্ত করা হয় :—

(ক) প্রথম পর্যায়ে ৮ বছরের সুসংবদ্ধ মৌলিক (Elementary) শিক্ষা

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩ বা ৪ বছরের নানারূপ পাঠ্যক্রমের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্তে প্রথম ডিগ্রি পরীক্ষার জন্য ৩ বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, মাদ্রাজ, কেরালা এবং নাগাল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে উপরোক্ত আদর্শে পুনর্বিন্যাসের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। তবে আর্থিক অসুবিধা ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সকল রাজ্যে এই প্রকল্প-এর সমান-অগ্রগতি হয় নাই।

** সংশোধিত অস্থায়ী হিসাব

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে 'শিক্ষা কমিশন' প্রথম ডিগ্রি পরীক্ষা পর্যন্ত ১৫ বৎসরের শিক্ষাসূচীর সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত ১৫ বৎসর এই ভাবে বিভক্ত হইবে:— ১০ বৎসর উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা, ২ বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং প্রথম ডিগ্রি পরীক্ষার জন্য ৩ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। এই সুপারিশ বর্তমানে কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার খতিয়ান ॥

(দ্রষ্টব্য : এই হিসাবের মধ্যে উচ্চ বুনিয়াদী ও বুনিয়াদী-উত্তর বিদ্যালয়সমূহকে গণ্য করা হইয়াছে)

বৎসর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রত্যক্ষ ব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৫০-৫১	২০,৮৮৪	৫২,৩২,০০৯	২,১২,০০০	৩০·৭৪
১৯৫৫-৫৬	৩২,৫৬৮	৮৫,২৬,৫০৯	৩,৩৮,১৮৮	৫২·০২
১৯৬০-৬১	৬৬,৯২০	১,৮১,২২,৩৫৬	৬,৪১,৬৮৯	১১১·৮৩
১৯৬১-৬২	৭৫,২২১	২,০৫,৬৫,৭৩৯	৭,১২,৫৯০	১২৭·৯৬
১৯৬২-৬৩	৮২,৮১৭	২,২৬,৭০,১১৬	৭,৯০,০৭১	১৪৭·০৫
১৯৬৩-৬৪	৮৮,৫৮৪	২,৪৭,৩৯,৬৬৯	৮,৫২,০০৭	১৬৬·৮৮
১৯৬৪-৬৫	৯৬,১৫০	২,৫২,৯৫,০০০	৮,৮৯,৭৫০	১৮৪·৩৩

॥ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ॥

উচ্চ মাধ্যমিক বা প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে আরম্ভ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। কলা, বিজ্ঞান ও বৃত্তি কলেজসমূহ, বিশেষ শিক্ষার কলেজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রধান করা হয় এবং শিক্ষান্তে কৃতকার্য ছাত্রছাত্রিগণ 'ডিগ্রী' লাভ করিয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তিন শ্রেণীভুক্ত :—(ক) অনুমোদনকারী (Affiliating): এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান করিয়া থাকে। (খ) অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী (Affiliating & Teaching); এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষাগ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান করা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। (গ) আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী (Residential & Teaching). এই শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহ তাহাদের অধীন কলেজগুলির সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থা ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব

বহন করে। এই প্রবন্ধের অন্যত্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একটি তালিকা দেওয়া হইল। কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহাদের তালিকাও দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) এই ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য সমুদয় প্রয়োজনীয় অর্থ "বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন"-এর মারফত প্রদান করা হয়।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড: ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই বোর্ড ১৯২৫ সালে স্থাপিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সাধারণ মান রক্ষা করা এবং ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রভৃতির অনুমোদন ইহার কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিবিধ সমস্যাও ইহার বিবেচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

উচ্চ শিক্ষার প্রসার: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মোট ছাত্রসংখ্যা ৭·৩২ লক্ষ হইতে ১২ লক্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে কারিগরী কিংবা বৃত্তি শিক্ষায় নিযুক্ত ছাত্রদিগকে ধরা হয় নাই।

॥ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ॥

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৫৩ সালে "বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন" গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে সংসদ কর্তৃক একটি আইন (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইন, ১৯৫৬) প্রণয়নের ফলে ইহা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্যদান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান, পরীক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার মান বজায় রাখা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান কাজ। নিম্নে কমিশনের বর্তমান সভ্যদের নাম উল্লেখ করা হইল।

চেয়ারম্যান: ডি. এস. কোঠারী

সভ্যগণ: (১) এস. ধবান, (২) বি. শিবরাও, (৩) ডি. সি. পাভাতে, (৪) টি. পি. সিং, (৫) এ. আর. ওয়াদিয়া, (৬) পি. এন. কৃপাল, (৭) ডি. এস. রেড্ডী এবং (৮) ভি. কে. গোকক।

সেক্রেটারী: পি. জে. ফিলিপ।

॥ কারিগরি শিক্ষা ॥

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে ভারতে কারিগরি শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে। দেশে কারিগরি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহুল সংখ্যাবৃদ্ধিই ইহার প্রমাণ। কারিগরি বিদ্যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সরকার খড়্গপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও দিল্লীতে ৫টি উচ্চাঙ্গের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উহারা ভারতীয় কারিগরি প্রতিষ্ঠান (Indian Institute of Technology) নামে পরিচিত। তাহা ছাড়া দেশের নানাস্থানে বহু ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কারিগরি শিক্ষা ও প্রসারের জন্য অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে (১৯৫৫-৫৬) কারিগরি শিক্ষার জন্য ২০·২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ৪৯ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৪২ কোটি টাকা এই জন্য বিনিয়োগ করা হইয়াছিল।

ছাত্রভর্তির নির্ধারিত লক্ষ্য: তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কারিগরি শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্সে ৪০,০০০ ছাত্র এবং ডিগ্রী কোর্সে ২০,০০০ ছাত্র ভর্তি করা। কিন্তু পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষেই এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং লক্ষ্য সংশোধন করিয়া স্থির করা হয় যে ডিপ্লোমা কোর্সে ৫০,০০০ এবং ডিগ্রী কোর্সে ২৫,০০০ ছাত্র ভর্তি করা হইবে। ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত ডিপ্লোমা কোর্সে ৪৩,০০০ এবং ডিগ্রী কোর্সে ২৩,০০০ ছাত্র ভর্তি হইয়াছে।

কারিগরি শিক্ষার সুযোগ: ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতে ১৩৭টি ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি কোর্স পড়ার সুবিধা ছিল এবং ডিপ্লোমা কোর্স পড়ার জন্য ২৮৪টি প্রতিষ্ঠান ছিল। আলোচ্যবর্ষে ২৪,৯৩৪ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি কোর্সে এবং ৪৬,৪৬১ জন ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হইয়াছিল। ঐ বৎসর ১৩,০৫১ জন স্নাতক ও ২২,২৬০ জন ডিপ্লোমাধারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

॥ উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ॥

দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চশ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য খড়্গপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরে ৫টি উচ্চাঙ্গের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা Indian Institute of Technology স্থাপন করা হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত একটি সাধারণ

আইনের দ্বারা এই ৫টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইয়া থাকে। 'কাউন্সিল অব দি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট্ অব টেকনলজি'র মাধ্যমে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার সমন্বয় সাধন করা হয়। সম্প্রতি কাউন্সিল এই সুপারিশ করিয়াছেন যে এই সকল প্রতিষ্ঠান কারিগরিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার উপর অধিকতর মনোযোগ দান করিবে। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই ৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট আসনসংখ্যা ছিল ৭৯৮৪।

১৯৬৭ সালে এই ৫টি উচ্চ কারিগরি প্রতিষ্ঠানে কত ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে কত ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

	নূতন ভর্তির সংখ্যা	মোট ছাত্র সংখ্যা	স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	ডক্টরেট
বোম্বাই	৩৭১	২,১৪৫	৩০৪	১৬১	৫
দিল্লী	২৭০	১,৬০৭	১৯৯	১৯	৪
কানপুর	৩২০	১,৮৯২	৭৯	২৮	১১
খড়্গপুর	৪৫১	২,৬২৮	২৮৭	২০৮	২৯
মাদ্রাজ	৩৫৪	১,৭১৮	২৫৯	৫০	১২

॥ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও ভাইস্-চ্যান্সেলারগণের নাম ॥

স্থাপিত	বিশ্ববিদ্যালয়	ভাইস্-চ্যান্সেলারগণের নাম
১৯২৬	অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় (ওয়ালটেয়ার)	এল. বুল্লায়া
১৯৬৪	অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (হায়দরাবাদ)	ও. পি. রেড্ডি
১৯২৭	আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ পি. এন. ওয়াহি
১৯২১	আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ আবদুল আলিম
১৯২৯	আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় (আন্নামালাই নগর)	ডঃ এস. পি. আদিনারায়ণ
১৯৫৬	ইন্দিরা কলাসঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় (খয়রাগড়)	ইউ. এম. অধ্যাচার্য
১৯৬৪	ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়	কে. এল. যোশী
১৯৬০	ইউ পি. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পন্থনগর, নৈনিতাল)	ডি. পি. সিং
১৯৪৩	উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় (কটক)	ডঃ সদাশিব মিশ্র

স্থাপিত	বিশ্ববিদ্যালয়	ভাইস-চ্যান্সেরলারের নাম
১৯৬২	উড়িষ্যা কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় (ভুবনেশ্বর)	কে রামিয়া
১৯৬৩	ইউনিভারসিটি অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস্ (ব্যাঙ্গালোর)	ডঃ কে. সি. নায়েক
১৯৬২	উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় (উদয়পুর)	ডঃ জি. এস. মাহাজনী
১৯৬১	উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (শিলিগুড়ি)	এ. সি. রায়
১৮৮৭	এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়	এ. বি. লাল
১৯১৮	ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (হায়দরাবাদ)	ডঃ ডি. এস. রেড্ডি
১৮৫৭	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এস. এন. সেন
১৯৬০	কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (পঃ বঙ্গ)	ডঃ এস. কে. মুখার্জি
১৯৪৯	কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় (ধারওয়ার)	ডঃ এ. এস. অড়কে
১৯৬৫	কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়	আচার্য যুগল কিশোর
১৯৬১	কামেশ্বর সিং দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বারভাঙ্গা, বিহার)	কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ
১৯৫৬	কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় (কুরুক্ষেত্র)	দীপচাঁদ ভারমা
১৯৩৯	কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় (ত্রিবান্দ্রাম)	সেমুয়েল মাথাই
১৯৪৯	গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় (আহ্মেদাবাদ)	উমাশঙ্কর যোশী
১৯৫৭	গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়	পি. টি. চণ্ডী
১৯৪৮	গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এম. এন. গোস্বামী
১৯৫৭	জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ আর. পাণ্ডে
১৯৪৮	জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় (শ্রীনগর)	ডঃ জে. এন. ভান
১৯৬৪	জওহরলাল নেহরু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (জব্বলপুর)	ডঃ এল. এস. নেগি
১৯৬৪	জিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় (গোয়ালিয়র)	এস. এস. ভাণ্ডারকর
১৯৬৫	ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ বি. আর. শেঠ
১৯২২	দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ বি. এন. গাঙ্গুলী
১৯২৩	নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ ভি. বি. কোলতে
১৯৪৭	পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (চণ্ডীগড়)	সুরজ ভান
১৯১৭	পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ কালীকিংকর দত্ত
১৯৪৯	পুণা বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এইচ. ভি. পটাশকর

স্থাপিত	বিদ্যালয়	ভাইস-চ্যান্সেলারের নাম
১৯৬১	পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (লুধিয়ানা)	ডঃ এথ. এস. রাঁধওয়া
১৯৬২	পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয় (পাতিয়ালা)	কৃপাল সিং নারাং
১৯৬৭	বেরহামপুর বিশ্ববিদ্যালয় (গঞ্জাম)	আর. পি. পাধি
১৯৬২	মগধ বিশ্ববিদ্যালয় (বুদ্ধগয়া)	বি. এম. কে. সিংহ
১৯৬১	রবীন্দ্রভারতী (কলিকাতা)	ডঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী
১৯৪৭	রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (জয়পুর)	ডঃ আর. সি. মেহ্‌রোত্রা
১৯৬৪	রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় (রায়পুর)	বি. এল. পাঁণ্ডে
১৯৪৯	বরোদা মহারাজা সায়জিরাও বিশ্ববিদ্যালয় (বরোদা)	ডঃ সি. এস. প্যাটেল
১৯৬০	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ ডি. এম. সেন
১৯৬৪	বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় (বাঙ্গালোর)	ভি. কে. গোকক
১৯১৬	বাণারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (বারাণসী)	ডঃ অমর চাঁদ যোশী
১৯৫৮	বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (বারাণসী)	ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী
১৯৫৭	বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় (উজ্জয়িনী)	ডঃ শিবমঙ্গল সিং সুমন
১৯৫১	বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন)	ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য
১৯৬২	বিহার বিশ্ববিদ্যালয় (মজঃফরপুর)	ডঃ পি. এস. মুহার
১৮৫৭	বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ পি. বি. গজেন্দ্র গদকর
১৯৬০	ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ
১৯১৬	মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় (মহীশূর)	ডঃ কে. এল. শ্রীমালি
১৮৫৭	মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র
১৯৫৮	মারাঠওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয় (ঔরঙ্গাবাদ)	ডঃ এন. আর. তাওড়ে
১৯৬৬	মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ টি. পি. মীনাক্ষী সুন্দরম
১৯৬৬	মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ আর. কে. সিং
১৯৫৫	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা)	হেমচন্দ্র গুহ
১৯৬২	যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় (যোধপুর)	ডঃ এম. এল. রুনওয়াল
১৯৬০	রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় (রাঁচী)	এ. এফ. মারথাম
১৯৪৯	রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয় (রুড়কি)	এম. আর. চোপরা
১৯২৯	লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় (লক্ষ্ণৌ)	এম. বি. লাল
১৯৫৪	শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় (তিরুপাটি)	ডঃ ভি. সি. বামন রাও

স্থাপিত	বিশ্ববিদ্যালয়	ভাইস্-চ্যান্সেলারের নাম
১৯৫১	এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (বোম্বাই)	ডঃ প্রেমলীলা ভি. থ্যাকরসে
১৯৫৫	সর্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ (বল্লভনগর, আনন্দ)	আই. জে. প্যাটেল
১৯৪৬	সাগর বিশ্ববিদ্যালয় (সাগর)	ডঃ এ. জি. পাওয়ার
১৯৬৭	সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (সম্বলপুর)	ডঃ আর কে. কাপুর
১৯৬২	শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় (কোলহাপুর)	ডঃ এ. জি. পাওয়ার

॥ "বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল" প্রতিষ্ঠানসমূহ ॥

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশক্রমে ভারতসরকার ১০টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে "বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান মর্যাদা ভোগ করে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর তাহাদিগকে অর্থসাহায্য দিয়া থাকেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নাম :—

১। বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি এণ্ড সায়েন্স—পিলানি
২। গুজরাট বিদ্যাপীঠ—আহ্‌মেদাবাদ-১৪
৩। গুরুকুল কাংরি বিশ্ববিদ্যালয়—হরিদ্বার
৪। ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট—নয়াদিল্লী
৫। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স—ব্যাঙ্গালোর-১২
৬। ইণ্ডিয়ান স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস—নয়াদিল্লী-১
৭। জামিয়ামিলিয়া ইস্‌লামিয়া—নয়াদিল্লী-২৫
৮। কাশী বিদ্যাপীঠ—বারাণসী-২
৯। টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস—বোম্বাই
১০। ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস্—ধানবাদ

॥ ভারতের অভ্যন্তরে পাঠরত ছাত্রদের জন্য বিবিধ বৃত্তি ॥

জাতীয় বৃত্তি পরিকল্পনা : এই বৃত্তি প্রকল্প ১৯৬১-৬২ সালে চালু হইয়াছে। ম্যাট্রিক-পাশ যোগ্যতর ছাত্র ছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রথম যখন এই প্রকল্প শুরু হয় তখন বৃত্তির সংখ্যা ছিল ২,৪০০। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই সংখ্যা ৭০৮০-এ দাঁড়ায়।

জাতীয় ঋণ বৃত্তি পরিকল্পনা : এই পরিকল্পনা চালু হয় ১৯৬৩-৬৪ সালে। অনুমোদিত কোন কোর্স সমাপ্ত করিতে সাহায্য করিবার জন্য দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের সুদ-মুক্ত এই বৃত্তি দেওয়া হয়। ছাত্রটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার কাছ হইতে এই ঋণ বাবদ মাসে মাসে টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। তবে এই বৃত্তিধারী যে সমস্ত ছাত্র পড়া শেষে শিক্ষকতা লাইনে আসে, তাহাদের ক্ষেত্রে ঋণ শোধ সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। তাহাদের বছর বছর এক দশমাংশ অঙ্ক ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে এই বৃত্তিধারীর সংখ্যা ছিল ১৮৫০০, কিন্তু অর্থ সংস্থান না হওয়ায় ১৯৬৭-৬৮ সালে সংখ্যা ১৪,৮২৫-এ নামিয়া আসে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের ছেলেদের জন্য বৃত্তি : ১৯৬১-৬২ সালে প্রবর্তিত এই বৃত্তি শিক্ষকদের সেই সব ছেলে মেয়েদের দেওয়া হয় যাহারা ন্যূনতম শতকরা ৬০% নম্বর পাইয়া বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে এই বৃত্তির সংখ্যা ছিল •৫০টি, কিন্তু টাকার অভাবে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৪১২-তে নামিয়া আসে।

আবাসিক এবং পাব্লিক স্কুলে বৃত্তি : এই বৃত্তির উদ্দেশ্য হইল, উন্নততর সর্বমুখী বিদ্যালয়-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। প্রতি বৎসর এই ধরণের ২০০ বৃত্তি দেওয়া হয়।

যুব-সংস্কৃতি কর্মীদের জন্য বৃত্তি : হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, কর্ণাটক সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত, ভারত নাট্যম, মণিপুর নৃত্য, কথক নৃত্য, সূক্ষ্ম অঙ্কন শিল্প, ভাস্কর্য, প্রচ্ছদ অঙ্কন প্রভৃতিতে প্রতিভাবান শিল্পীদের এই বৃত্তি দেওয়া হয়। বৎসরে এই ধরণের বৃত্তি মোট ২৫টি দেওয়া হয়।

নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের সন্তানদের বৃত্তি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা : নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের সন্তানদের জন্য এই সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় : (ক) প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে সুবিধা, ফ্রিশিপ কিংবা হাফ ফ্রিশিপের ব্যবস্থা ইত্যাদি ; (খ) স্বীকৃত বিদ্যালয় কিংবা কলেজের হোষ্টেলে ফ্রি সীটের ব্যবস্থা; (গ) প্রাথমিক হইতে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের বুক গ্রাণ্ট কিংবা বৃত্তির ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। এই পরিকল্পনার ব্যয় রাজ্য ও কেন্দ্র ৫০ : ৫০ ভিত্তিতে বহন করিয়া থাকেন।

হিন্দীতে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে পড়াশুনার জন্য অহিন্দী রাজ্যের ছাত্রদের জন্য বৃত্তি : অহিন্দী রাজ্যসমূহকে হিন্দী ভাষা শিক্ষা দানে উৎসাহ দিবার জন্য এই বৃত্তি। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রবর্তিত এই বৃত্তির সংখ্যা ১০ হইতে ১৯৬৭-৬৮ সালে ১০০০-এ গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালেও ঐ সংখ্যা বলবৎ ছিল।

মহানগরী কলিকাতা

প্রাচীন পরিচয়ঃ মহানগরী কলিকাতার সৃষ্টি খুব বেশীদিনের নহে. যদিও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' এবং বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কালীক্ষেত্র ও কলিকাতা নামের উল্লেখ রহিয়াছে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' (১৫৯০ খ্রীঃ) গ্রন্থেও কলিকাতা নামের উল্লেখ আছে। কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন 'খাল কাটা' হইতে কলিকাতা আসিয়াছে। রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের মতে এখানে পূর্বে বহুসংখ্যক মড়ার মাথার খুলি পড়িয়া থাকিত। উহা দেখিয়া হয়ত কোন ওলন্দাজ বণিক-পর্যটক এই স্থানকে গলগাথা অর্থাৎ মাথার খুলি বা নরমুণ্ডের স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। 'গলগাথা' হইতে কলিকাতা আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাই মনে করেন। আবার অনেকের ধারণা, এই স্থানে পূর্বে জেলেরা ঝিনুক ও শামুক পোড়াইয়া কলিচুন প্রস্তুত করিত। কলিচুনের কাতা অর্থাৎ স্তূপ হইতে কলিকাতা নাম আসিয়া থকিবে। বর্তমান কলিকাতার গোড়াপত্তন করেন ইংরাজ কুঠিয়াল জব চার্ণক। শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার 'কলিকাতা পরিচয়ে' লিখিয়াছেন ঃ ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক কলিকাতায় আসেন এবং ১৬৯৮ সালে ১লা আগষ্ট আলমগীরের পৌত্র ওসমানের নিকট হইতে ১৬,০০০৲ টাকায় সূতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা—গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল ও প্রস্থে এক মাইল ছিল। বার্ষিক খাজনা ১,২৮১॥০ আনা। বর্তমানে যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সেখানে গোবিন্দপুর নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। একদিন ইহারই সন্নিকটে গঙ্গার তীরে একটি সতীদাহ হইতেছিল। জব চার্ণকের বরকন্দাজেরা তাঁহাকে জানাইল যে, একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী মেয়েকে স্থানীয় লোকেরা আগুনে পোড়াইবার উপক্রম করিতেছে। জব চার্ণক মেয়েটিকে বাঁচাইতে হুকুম দিলেন। অমনি ইংরাজদের ১২।১৪ জন বরকন্দাজ লাঠি হাতে সেই দিকে ছুটিল। তাহা দেখিয়া সতীদাহকারী লোকেরা শব ও মেয়েটিকে ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। বরকন্দাজেরা মেয়েটিকে জব চার্ণকের নিকট লইয়া আসিল। জব চার্ণক বলিলেন

"তোমাকে আমরা রক্ষা করিলাম—তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" মেয়েটি বলিল যে, "দুনিয়াতে তাহার যাইবার আর কোন স্থান নাই, তাহাকে কেহই আশ্রয় দিবে না।" মেয়েটি আরও বলিল, "আমি আপনার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি।" জব চার্ণক সম্মত হইলেন। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এই মেয়েটিকে জব চার্ণক পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। জব চার্ণকের এই হিন্দু পত্নী ৩৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। সেন্ট পলস গীর্জার ভিতরে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর জব চার্ণক তিন বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি স্ত্রীর মৃত্যুদিন পালন করিতেন বলিয়া প্রকাশ। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনকর্তা হইয়া তিনি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি—এই তিনটি গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আবেদন জানান। এইভাবে শহর কলিকাতার পত্তন হয়।

বর্তমান জেনারেল পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে জব চার্ণক আসিয়া প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়; আর এখন যেখানে হাইকোর্ট অবস্থিত, পূর্বে সেখানে ছিল তাঁহার বাসস্থান। সেকালের নদী দিয়া অনবরত শব ভাসিয়া যাইত। তাই জব চার্ণক ইংরাজদের পানীয় জলের জন্য এখনকার লালদীঘিটি (ডালহৌসী স্কোয়ার) খনন করাইয়াছিলেন। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর মধ্যে পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নবাগত শিক্ষানবিশ কর্মচারীদের বাসস্থান ছিল। এইজন্য ইহার নাম রাইটার্স বা কেরানীদের বিল্ডিং হইয়াছে। এখনকার লালবাজারে পূর্বে ইংরাজদের দরকারী জিনিষপত্র কেনাবেচার জন্য একটি বাজার ছিল, আর লালবাজারের কিছু দূরে মলঙ্গা লেনে বাঙ্গালী কর্মচারীরা বাস করিতেন। সেকালের কলিকাতার বাসিন্দাদের বাগবাজার হইতে কালীঘাটের কালীমন্দির যাইতে হইলে এখনকার চিৎপুর ও চৌরঙ্গী হইয়া পায়ে-হাঁটা রাস্তায় যাতায়াত করিতে হইত। এই রাস্তা ছিল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া, আর অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। চৌরঙ্গী নামে এক সন্ন্যাসী এই রাস্তাটি কাটাইয়া প্রশস্ত করিয়া দেন বলিয়া জানা যায়। মুখর মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ রাজপথটি আজিও তাঁহার নাম বহন করিতেছে। এখনকার গড়ের মাঠটি ছিল সেকালে ভীষণ জঙ্গলময়। তাহাতে ছিল বাঘ, ভাল্লুক ও চোর ডাকাতের আড্ডা। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা চৌরঙ্গীর আশে পাশে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। গড়ের মাঠের পুকুরগুলি ইংরাজদের পানীয় জলের জন্য খনন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

১৭৪০ সালের দিকে বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হয়। বর্গীদের হাত হইতে কলিকাতাকে রক্ষার জন্য ইংরাজেরা 'মারাঠা ডিচ' নামে কলিকাতার উত্তর-পূর্বদিকে একটি খাল খনন করেন। এই সময় অনেক বনেদী হিন্দু পরিবার কলিকাতায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এইসব হিন্দুরা কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। ফলে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে।

ইংরেজ কুঠিয়াল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে শক্তিশালী করিতে লাগিল। সিরাজদ্দোলা ছিলেন তখন বাংলার নবাব। তিনি ইংরাজদের এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ দিলেন। ইংরাজরা নবাবের এই হুকুমে কান দিল না। সিরাজদ্দৌলা তখন একদল সৈন্য লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়ালদহের নিকটবর্তী এখনকার 'বৈঠকখানা'য় তিনি তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন এবং ইংরাজদের দুর্গ ভাঙ্গিতে সৈন্য পাঠাইলেন। ইংরাজ-দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। বহু ইংরাজ সৈন্য বন্দী হইল। তারপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে নবাব সৈন্যের সহিত ইংরাজদের শেষ-বোঝাপড়া হয়। পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজ কলিকাতায় কায়েমী হইয়া বসিল।

॥ কলিকাতার আয়তন, জনসংখ্যা, জনবসতির ঘনত্ব, স্ত্রী পুরুষ ও শিক্ষিতের সংখ্যা ॥

আয়তন ঃ বর্তমানে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকার মোট আয়তন ২৩,৬২৯ একর বা ৩৬·৯২ বর্গমাইল। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকা ছিল ২৯·৪৮ বর্গমাইল। কিন্তু ঐ বৎসর টালিগঞ্জ এলাকা কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলিকাতা পৌর এলাকার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬·৯২ বর্গমাইল হয়। ইহা ছাড়া আছে 'ক্যানাল' ও 'ফোর্ট' এলাকা। এই দুইটি অঞ্চল কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার অন্তর্ভুক্ত নহে। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকার আয়তন এইরূপ ঃ

	একর	বর্গমাইল
খাস কলিকাতা (১৯৫১ মিউনিসিপ্যাল আইনে বর্ণিত)	১৮,৮৬৮ =	২৯·৪৮
টালিগঞ্জ ...	... ৪,৭৬১ =	৭·৪৪
মোট	২৩,৬২৯	৩৬·৯২
ক্যানাল	... ২৭৮ =	·৪৩
ফোর্ট এলাকা	... ৫৫১ =	·৮৬
সর্বমোট	... ২৪,৪৫৮ =	৩৮·২১

জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ ও শিক্ষিতের সংখ্যা : ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকার (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত) মোট লোক সংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। উহাদের মধ্যে পুরুষ ১৮,১৫,৭৯১ জন ও স্ত্রীলোক ১১,১১,৪৯৮ জন। কলিকাতায় প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৬১২ জন। বৃহত্তর বোম্বাইতে এই সংখ্যা ৬৬৩। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কলিকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৫১-৬১ সালে) সর্বাপেক্ষা কম। উহা মাত্র ৮·৪৮%। কলিকাতায় প্রতি বর্গমাইলে জন বসতির ঘনত্ব ৭৩,১৮২ জন। ভারতের মধ্যে একমাত্র দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ এলাকায় লোকবসতির ঘনত্ব ইহা অপেক্ষা অধিক (১,৪৩,১১৩)। বৃহত্তর বোম্বাই ও মাদ্রাজের জনবসতির ঘনত্ব যথাক্রমে ২২,০২৩ ও ৩৫,২৮৯। কলিকাতায় শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৫৯·৩ জন। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ৬৩·০% ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫২·৩%।

কলিকাতার জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান :

বৎসর	মোট জন্ম	প্রতি হাজারে জন্মহার	মোট মৃত্যু	প্রতি হাজারে মৃত্যুহার
১৯৪৭-৪৮	৩২,৯৩৮	১৫·৬২	৪৫,৩১০	১৭·৯
১৯৫০-৫১	৫০,৪২২	২২·৯১	৫৫,৪২২	২৬·২৮
১৯৫১-৫২	৬০,০২৩	২৩·৪০	৪০,৯২৭	১৫·৯৬
১৯৫২-৫৩	৬০,৮০৭	২৩·৮৭	৩৮,৫০১	১৫·১১
১৯৫৩-৫৪	৬০,৮৯৪	২২·৫৭	৩৬,৫৭৮	১৩·৫৫
১৯৫৪-৫৫	৬৭,১৭২	২৪·৮৯	৩২,১৯৭	১১·৯৩
১৯৫৫-৫৬	৭১,০৭১	২৬·৩৪	৩২,২২৩	১১·৯৪
১৯৫৬-৫৭	৭৩,৪৮৩	২৭·২৩	৩৬,৮০২	১৩·৩৪
১৯৫৭-৫৮	৭০,৫২৯	২৬·১৪	৩৭,২৩১	১৩·৮০
১৯৫৮-৫৯	৭০,৭৭৯	২৬·২৩	৩৩,২৬৯	১২·৩৩
১৯৫৯-৬০	৭০,৬২৬	২৬·১৭	৩৪,৩৮৩	১২·৭৪
১৯৬০-৬১	৭০,৮৯৯	২৬·২৭	৩২,৯৫৭	১২·২১
১৯৬১-৬২	৭০,৫০৩	২৪·০৯	৩২,৯০৪	১১·২৪
১৯৬২-৬৩	৭১,১১১	২৪·৩০	৩৩,১৪৪	১১·৩৩
১৯৬৩-৬৪	৬৭,৬৫১	২৩·১২	৩৩,৮৮১	১১·৫৮
১৯৬৪-৬৫	৬৬,৯৩৩	২২·৮৭	৩১,৪২২	১০·৭৪
১৯৬৫-৬৬	৬৩,৬৫৩	২১·৭৫	৩২,৩৫৮	১১·০৫
১৯৬৬-৬৭	——	১০·১৭	২৯,৭৭৫	১০·১৭

॥ কলিকাতা করপোরেশন ॥

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে কলিকাতা মাত্র ৩২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। ১৯৫১ সালে যে নূতন আইন রচিত হইয়াছিল এবং ১৯৫৩ সালে উহার যে সংশোধন করা হইয়াছিল, তদনুসারে কলিকাতার ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধিপাইয়া ৮০টি হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে টালিগঞ্জ অঞ্চলটি কলিকাতা করপোরেশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ৮০টি ওয়ার্ড হইতে ৮০ জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইতেন এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে অন্যতম কাউন্সিলার বলিয়া গণ্য হইতেন। উক্ত আইনের আমলে ১৯৫৭ এবং ১৯৬১ সালে করপোরেশনের দুইটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বেই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করা হয়।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন আইন (১৯৬৪)ঃ পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪, রাজ্যবিধান সভায় আলোচ্য আইনটি উপস্থাপন করেন এবং ঐ দিনই উহা গৃহীত হয়। তদানুসারে ওয়ার্ডগুলির পুনর্বিন্যাস করিয়া ১০০টি ওয়ার্ড গঠন করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। আলোচ্য সংশোধনের পরে ১৯৬৫ ও ১৯৬৯ সালে করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মেয়র ও ডেপুটি মেয়র

কাউন্সিলারগণ ও অল্ডারম্যানগণ প্রতিবৎসর কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। বর্তমান মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের নাম দেওয়া হইল।

মেয়র ঃ শ্রীপ্রশান্ত শূর

নির্বাচনের তারিখ ঃ ১৩ই জুন, ১৯৬৯

ডেপুটি মেয়র ঃ শ্রীমণি সান্যাল

নির্বাচনের তারিখ ঃ ১৩ই জুন, ১৯৬৯

অল্ডারম্যানগণ

কাউন্সিলারগণ ৫ জন অল্ডারম্যান নির্বাচন করেন। অল্ডারম্যানগণের কার্যকাল ৪ বৎসর। বর্তমান অল্ডারম্যানগণের নাম ও নির্বাচনের তারিখ নিম্নে দেওয়া হইল।

নাম	নির্বাচনের তারিখ
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার চ্যাটার্জি	৭ই জুন, ১৯৮৯
শ্রীমতী কণক মুখার্জি	" " "
শ্রীশঙ্কর দত্ত	" " "
শ্রীতারাপদ লাহিড়ী	" " "
শ্রীকমলাপতি রায়	" " "

করপোরেশনের কর্মকর্তাগণ

কমিশনার: করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদের নাম কমিশনার। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে ইনি ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন।

বর্তমান কমিশনারের নাম :—বর্তমানে কমিশনারের পদশূন্য। তাঁহার স্থলে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী এম. জি. কুট্টি কাজ করিতেছেন।

ডেপুটি কমিশনার: প্রথম ডেপুটি কমিশনার—শ্রীপ্রিয়ভূষণ গুহ।
দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার—শ্রীশম্ভুনাথ বোস।

চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার: শ্রীএস. মিত্র
ফাইন্যান্স অফিসার ও চীফ্ একাউন্টেন্ট: শ্রীকে. সি. দাস
হেলথ্ অফিসার: ডা: জি. সি. দাশ
সেক্রেটারী: শ্রীশৈলজানন্দ ভট্টাচার্য
চীফ্ ল অফিসার: শ্রীপ্রতুলচন্দ্র দত্ত
একাউন্টস্ অফিসার: শ্রীজ্যোতির্বসু রায় চৌধুরী
এসেসর: শ্রীঅজিতকুমার দত্ত
সিটি আর্কিটেক্ট: শ্রী এন. কে. ঘোষ
কলেক্টর: শ্রী আর. ব্যানার্জী
লাইসেন্স অফিসার: শ্রী জি. এন. ব্যানার্জী

চীফ ভ্যালুয়ার ও সার্ভেয়ার : শ্রী এইচ. পি. বড়াল
এডুকেশন অফিসার : শ্রী জে. এন. চ্যাটার্জী
ট্রেজারার : শ্রীঅজিত কুমার মুখার্জী
কন্ট্রোলার অব স্টোর্স : শ্রী আর. কে. দত্ত
লাইটিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট : শ্রী কে. সিংহ
পাবলিসিটি অফিসার : শ্রীঅনিলচন্দ্র চক্রবর্তী

করপোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়রগণের নাম

১৯২৪—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯২৫-২৭—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯২৮—বি. কে. বসু
১৯২৯—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯৩০— " "
১৯৩১—সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩১—বিধানচন্দ্র রায়
১৯৩২— " "
১৯৩৩—সন্তোষকুমার বসু
১৯৩৪—নলিনীরঞ্জন সরকার
১৯৩৫—এ. কে. ফজলুল হক
১৯৩৬—হরিশঙ্কর পাল
১৯৩৭—সনৎকুমার রায়চৌধুরী
১৯৩৮—এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া
১৯৩৯—নিশীথচন্দ্র সেন
১৯৪০—আব্দুর রহমান সিদ্দিকী
১৯৪১—হেমচন্দ্র নস্কর
১৯৪২—ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
১৯৪৩—সৈয়দ বদরুদ্দোজা
১৯৪৪—আনন্দীলাল পোদ্দার
১৯৪৫—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৪৬—আদম ওসমান
১৯৪৭—সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী
১৯৪৮-৫১—প.ব. সরকারের পরিচালনা
১৯৫২—নির্মলচন্দ্র চন্দ্র
১৯৫৩—নরেশনাথ মুখার্জী
১৯৫৪— " "
১৯৫৫—সতীশচন্দ্র ঘোষ
১৯৫৬— " "
১৯৫৭—ত্রিগুণা সেন
১৯৫৮— " "
১৯৫৯—বিজয়কুমার ব্যানার্জী
১৯৬০—কেশবচন্দ্র বসু
১৯৬১—রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার
১৯৬২ " "
১৯৬৩—চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জী
১৯৬৪— " "
১৯৬৫—ডাঃ প্রীতিকুমার রায়চৌধুরী
১৯৬৬— " "
১৯৬৭—গোবিন্দচন্দ্র দে
১৯৬৮— " "
১৯৬৯—প্রশান্ত শূর

॥ ১৯৬৯ সালে নির্বাচিত কাউন্সিলারদের নাম ॥

ওয়ার্ড নং	কাউন্সিলার ও দলের নাম	
১	বিজয়কুমার ভট্টাচার্য	(ইউ. এফ)
২	দীপেন্দ্রনাথ ঘোষ	(ইউ. এফ)
৩	সত্য ব্যানার্জী	(ইউ. এফ)
৪	রথীন্দ্রকুমার ঘোষ	(ইউ. এফ)
৫	রাজদেও গোয়ালা	(ইউ. এফ)
৬	সুধাশংকর ঘোষ	(কংগ্রেস)
৭	পরেশনাথ ব্যানার্জী	(ইউ, এফ)
৮	কুমার দত্ত	(ইউ. এফ)
৯	হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী	(ইউ. এফ)
১০	পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত	(ইউ. এফ)
১১	অজয়কুমার দে	(ইউ. এফ)
১২	অমরনাথ ভট্টাচার্য	(ইউ. এফ)
১৩	অনন্তকুমার ভারতী	(কংগ্রেস)
১৪	সুনীল চ্যাটার্জী	(ইউ. এফ)
১৫	তপন গাঙ্গুলী	(ইউ. এফ)
১৬	পান্নালাল দাস	(ইউ. এফ)
১৭	গোলকপতি রায়	(ইউ. এফ)
১৮	রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব	(ইউ. এফ)
১৯	কানাইলাল রায়	(ইউ. এফ)
২০	সত্যসাধন মুখার্জি	(ইউ. এফ)
২১	শক্তিপদ ঘোষ	(ইউ. এফ)
২২	সুধাংশুকুমার শেঠ	(কংগ্রেস)
২৩	শ্যামসুন্দর গোয়েঙ্কা	(জনসঙ্ঘ)
২৪	অশোকচন্দ্র ব্যানার্জী	(কংগ্রেস)
২৫	গোষ্ঠবিহারী শেঠ	(কংগ্রেস)
২৬	বিষ্ণুপ্রসাদ মুখার্জি	(ইউ. এফ)
২৭	কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু	(ইউ. এফ)
২৮	চণ্ডী মুখার্জি	(ইউ. এফ)
২৯	অশোক দত্ত	(ইউ. এফ)

ওয়ার্ড নং	কাউন্সিলার ও দলের নাম)	
৩০		
৩১	সমীর মিত্র	(ইউ. এফ)
৩২	পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত	(ইউ. এফ)
৩৩	প্রদীপকুমার সরকার	(কংগ্রেস)
৩৪	শৈলেন্দ্রচন্দ্র দে	(ইউ. এফ)
৩৫	প্রশান্ত চ্যাটার্জী	(ইউ. এফ)
৩৬	শিবকুমার খান্না	(কংগ্রেস)
৩৭	কে. পি. ঘোষ	(ইউ. এফ)
৩৮	সামসুজ জোহা	(নির্দল)
৩৯	লক্ষ্মীকান্ত দে	(ইউ. এফ)
৪০	বরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ	(ইউ. এফ)
৪১	অল-হজ আবদুর রৌফ আনসারি	(কংগ্রেস)
৪২	রামকিশোর চৌধুরী	(ইউ. এফ
৪৩	ভগৎরাম আগরওয়াল	(জনসঙ্ঘ)
৪৪	সচ্চিদানন্দ পাণ্ডে	(কংগ্রেস)
৪৫	কৃষ্ণলাল ভার্মা	(কংগ্রেস)
৪৬	আবদুল সত্তার	(ইউ. এফ)
৪৭	সুরেশচন্দ্র রায়	(ইউ. এফ)
৪৮	ভুপেন্দ্রকুমার দে	(নির্দল)
৪৯	বিনয় ব্যানার্জী	(কংগ্রেস)
৫০	কমলেন্দু ঘোষ	(ইউ. এফ)
৫১	গণেশচন্দ্র ধর	(ইউ. এফ)
৫২	বিভাস দে	(ইউ. এফ)
৫৩	মোহনলাল ঘোষ	(কংগ্রেস)
৫৪	মহঃ কাসিমুদ্দীন আন্ধা	(নির্দল)
৫৫	শ্যামসুন্দর গুপ্ত	(ইউ. এফ)
৫৬	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	(কংগ্রেস)
৫৭	বিমানবিহারী মিত্র	(ইউ. এফ)

ওয়ার্ড নং	কাউন্সিলার ও	দলের নাম
৫৮	দেবীদাস ঘোষ	(ইউ. এফ)
৫৯	অক্ষয়কুমার দে	(কংগ্রেস)
৬০	অমূল্যচরণ সরকার	(কংগ্রেস)
৬১	অমলেন্দু ব্যানার্জী	(ইউ. এফ)
৬২	মহম্মদ নিজামুদ্দীন	(ইউ. এফ)
৬৩	সামসুল হুদা	(ইউ. এফ)
৬৪	আবু হাফিজ মহঃ ইসমাইল	(কংগ্রেস)
৬৫	ধীরেন্দ্রনাথ বোস	(কংগ্রেস)
৬৬	রেবতীরঞ্জন ভৌমিক	(ইউ. এফ)
৬৭	শচীন ধর	(ইউ. এফ)
৬৮	নীলরতন সিংহ	(ইউ. এফ)
৬৯	বিজয়কুমার ঘোষ	(কংগ্রেস)
৭০	পতিতকুমার ব্যানার্জী	(ইউ. এফ)
৭১	অজয় সিংহ	(ইউ. এফ)
৭২	শ্রীমতী পূর্ণিমা দাশগুপ্তা	(ইউ. এফ)
৭৩	পার্বতীপ্রসন্ন বসু	ইউ. এফ)
৭৪	সোমেন গুপ্ত	(ইউ. এফ)
৭৫	বারীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	(ইউ. এফ)
৭৬	কুমার বিনয়েন্দ্রদেব রায় মহাশয়	(ইউ. এফ)
৭৭	অশোককুমার বোস	(ইউ. এফ)
৭৮	কানাইলাল সরকার	(কংগ্রেস)

ওয়ার্ড নং	কাউন্সিলার ও	দলের নাম
৭৯	জহুরুল হক	(ইউ. এফ)
৮০	নরেশচন্দ্র ব্যানার্জী	(ইউ. এফ)
৮১	কলিমুদ্দীন শামস্	(ইউ. এফ)
৮২	মহম্মদ ইয়াকুব	
৮৩	লক্ষ্মণচন্দ্র সিং	(কংগ্রেস)
৮৪	রামপিয়ারে রাম	(কংগ্রেস)
৮৫	সুনীলকুমার কর	(ইউ. এফ)
৮৬	মণি সান্যাল	(ইউ. এফ)
৮৭	রঞ্জিৎ ধর	(ইউ. এফ)
৮৮	হৈমীপ্রসাদ বসু	(ইউ. এফ)
৮৯	বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু	(কংগ্রেস)
৯০	রামকৃষ্ণ মিত্র	(ইউ. এফ)
৯১	শ্যামলকুমার দত্ত	(ফঃ ব্লক)
৯২	শচীন সেন	(ইউ.এফ)
৯৩	সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	(ইউ. এফ)
৯৪	নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	(নির্দল)
৯৫	রমেন সেনগুপ্ত	(ইউ. এফ)
৯৬	প্রণব মুখার্জি	(ইউ. এফ)
৯৭	প্রশান্তকুমার সুর	(ইউ. এফ)
৯৮	মনোজ গাঙ্গুলী	(ইউ. এফ)
৯৯	শচীন সেন	(ইউ. এফ)
১০০	রমেশচন্দ্র সরকার	(ইউ. এফ)

করপোরেশনের ট্যাক্স-নীতি ও ট্যাক্স-এর হার

জমিজমা ঘরবাড়ী হইতে বার্ষিক অনুমিত আয়ের ভিত্তিতে ট্যাক্স ধার্য হয়। বাড়ীর ক্ষেত্রে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বাবদ অনুমিত আয় হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার উপরে ট্যাক্স ধার্য করা হয়। যেমন যে বাড়ী হইতে মাসিক মোটামুটি ১০০৲ টাকা অর্থাৎ বছরে ১,২০০৲ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, তাহা হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বা মোট ১২০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট ১,০৮০৲ টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য করা হইবে।

জমিজমা ও ঘরবাড়ীর উপর নিম্নলিখিত হারে ট্যাক্স ধার্য হইয়া থাকে।

(১) বার্ষিক আয় অনধিক ১০০০৲ টাকায়—১৫% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(২) বার্ষিক ১,০০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৩,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—১৮% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৩) বার্ষিক আয় ৩,০০০৲ টাকার অধিক, কিন্তু ১২,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—২২% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৪) বার্ষিক আয় ১২,০০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১৫,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—২৭% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৫) বার্ষিক আয় ১৫,০০০৲ টাকার অধিক হইলে ৩০% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স বাবদ আরও ½%।

॥ মাথা পিছু মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের হার ॥

বৎসর	কলিকাতা	মাদ্রাজ	বোম্বাই
১৯৪০-৪১	১০৲৯ পাই	৭৶৭ পাই	১৯৸/২ পাই
১৯৫০-৫১	১১৶/৪ পাই	১০৸৩ পাই	২৪৸/৩ পাই
১৯৫৫-৫৬	১৬॥ ৬ পাই	১৩।/৭ পাই	৩৫৸৶০ আনা
১৯৫৭-৫৮	১৮।৵১১ পাই	১২৸৵০ আনা	৩৯ ৶০ আনা
১৯৬১-৬২	১৬·৭০ টাকা	১৬·০০ টাকা	৪৪·৫৭ টাকা
১৯৬৩-৬৪	১৯·৫৮ টাকা	১৭·২১ টাকা	৫৩·৪৩ টাকা

॥ কলিকাতার রাজপথের আলো—৩১শে মার্চ ১৯৬৬ ॥

অঞ্চল	গ্যাস বাতি	বিজলী বাতি	মোট
১নং ডিষ্ট্রিক্ট	—	১৯,৯৪৪	১৯,৯৪৪
২নং ডিষ্ট্রিক্ট	—	১৩,২৯০	১৩,২৯০
৩নং ডিষ্ট্রিক্ট	১৩৪	৭,৮৯৫	৮,০২৯
৪নং ডিষ্ট্রিক্ট	৩৫	১১,৪০১	১১,৪৩৬
টালিগঞ্জ	—	৩,৪০২	৩,৪০২

॥ কলিকাতার রাজপথের দৈর্ঘ্য ১৯৬৫-৬৬ ॥

	মাইল
১নং ডিষ্ট্রিক্ট (কাশীপুর বাদে)	৮৩·৪১
কাশীপুর	৩১·৮৪
২নং ডিষ্ট্রিক্ট (মানিকতলা বাদে)	৫৮·৫২
মানিকতলা	৩৫·০১
৩নং ডিষ্ট্রিক্ট	৯৪·৫২
৪নং ডিষ্ট্রিক্ট (টালিগঞ্জ বাদে)	১৩২·০১
টালিগঞ্জ	৬৩·৫০
মোট	৪৯৮·৮১
ডক এলাকা ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট)	৩·৪৭
সর্বমোট	৫০২·২৮

॥ কলিকাতার গৃহের সংখ্যা—(১লা এপ্রিল, ১৯৬৭) ॥

	পাকা বাড়ী	বস্তী	মোট
১নং ডিষ্ট্রিক্ট	৩৩,১৮৯	৬৮২	৩৩,৮৭১
২নং ডিষ্ট্রিক্ট	১৯,৭০৫	৫৬৩	২০,২৬৮
৩নং ডিষ্ট্রীক্ট	১৬,২৭৩	৬৫৯	১৬,৯৩২
৪নং ডিষ্ট্রিক্ট	২৬,১০৮	৫৫১	২৬,৬৫৯
মোট	৯৫,২৭৫	২,৪৫৫	৯৭,৭৩০
টালিগঞ্জ অঞ্চল			৩২,৫৮৪

॥ কলিকাতা ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্ট্॥

১০নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। ফোন : ২২-৫৬১৪

চেয়ারম্যান : শ্রীসুকুমার মল্লিক

কলিকাতা মহানগরী কোন সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুসারে গড়িয়া উঠে নাই। ফলে আধুনিক নগর পরিকল্পনার মানদণ্ডে কলিকাতার অনেক কিছুই ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া কলিকাতার সর্বাঙ্গীন

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠন করা হয়। কলিকাতার সম্প্রসারণ, নূতন নূতন রাস্তা নির্মাণ, উন্মুক্ত উদ্যান সৃষ্টি ও নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজ এই সংস্থার উপর ন্যস্ত করা হয়। একটি ট্রাস্টিবোর্ড এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। উক্ত ট্রাস্টিবোর্ড-এর গঠন প্রণালী এইরূপ :

(১) একজন চেয়ারম্যান (রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত), (২) কলিকাতা করপোরেশনের কমিশনার (পদাধিকার বলে), (৩) কলিকাতা করপোরেশনের তিন জন প্রতিনিধি (করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত), (৪) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ অথবা ভারত চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য, (৫) বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অথবা ভারত চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য. (৬) রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত চারিজন সদস্য—মোট ১১ জন সদস্য।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন

প্রতিষ্ঠা : ১৮৪৫ সালে তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল অব এডুকেশন কলিকাতাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া লণ্ডনে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট পাঠান। কিন্তু ঐ প্রস্তাব তখন বাতিল হইয়া যায়। পরে অবশ্য উহার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয় এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের দিকে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখনকার ভারত সচিব সার চার্লস্ উড-এর সুবিখ্যাত এডুকেশন ডেস্প্যাচ বা বিধানপত্রে। এমনিভাবে কলিকাতায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার উদ্বোধন ঘটে ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৫৭। এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইলেন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল এবং ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেমস উইলিয়াম কলভিল। ৪১ জন সদস্য লইয়া একটি সেনেট-সভাও গঠিত হইল। ইহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজীর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামগোপাল ঘোষ ছিলেন সেনেটের ভারতীয় সদস্য বা ফেলো। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরীক্ষা গ্রহণ ও উচ্চতর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণই ছিল তাহার প্রধান কার্য। হিন্দু কলেজে (পরবর্তী কালের প্রেসিডেন্সী কলেজ)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অফিস স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রথম 'এন্‌ট্রান্স' বা প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় মার্চ, ১৮৫৭ সালে এবং এপ্রিল, ১৮৫৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই পরীক্ষায় ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঁহারাই প্রথম স্নাতক। মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্নাতকের গৌরব অর্জন করেন চন্দ্রমুখী বসু (১৮৮৩ খ্রীঃ)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম গৃহীত এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্যতম।

সংস্কার: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ১৯০৬ সালের সংশোধিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে পরিচালিত হইত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরবর্তীকালে স্যাড্‌লার কমিশন (১৯১৭-১৯ ও রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের (১৯৪৮-৪৯) সুপারিশসমূহ যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করেন। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন অবৈতনিক, কিন্তু বর্তমানে তিনি বেতনভুক।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্‌-চ্যান্সেলারগণ ॥

১৮৫৭—জেমস উইলিয়াম কলভিল
১৮৫৯—উইলিয়ম রিট্‌চি
১৮৬২—ক্লডিয়াস্ জেমস্ আরসকিন
১৮৬৩—হেনরী জেমস্ সামার মেইন
১৮৬৭—ওয়াল্টার এস. সিটনকার
১৮৬৯—এডওয়ার্ড ক্লাইভ বেলে
১৮৭৫—আর্থার হবস্‌হাউস
১৮৭৬—উইলিয়ম মার্কবি
১৮৭৮—আলেকজাণ্ডার জন আরবুথনট্
১৮৮০—আর্থার উইলসন
১৮৮৩—হাবার্ট জন রেনোল্ডস
১৮৮৬—সি. পি. ইলবার্ট
১৮৮৬—উইলিয়ম উইলসন হান্টার
১৮৮৭—উইলিয়ম কমার পেথ্‌রাম
১৮৯০—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৩—জোন্‌স কোয়েল পিগট
১৮৯৩—আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্
১৮৯৭—ই. জে. ট্রেভেলিয়ন
১৮৯৮—ফ্র্যান্সিস ডব্লিউ ম্যাকলীন
১৯০০—টমাস র‍্যালে
১৯০৪—আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার
১৯০৬—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯১৪—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী
১৯১৭—ল্যান্সট স্যাণ্ডারসন
১৯১৮-১৯১৯—নীলরতন সরকার
১৯২১—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯২৩—ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯২৫—ডব্লিউ. ই. গ্রীভস
১৯২৬—যদুনাথ সরকার

১৯২৮—ডব্লিউ. এস. আকুর্হার্ট
১৯৩০—হাসান সোহরাওয়ার্দী
১৯৩৪—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৯৩৮—মহম্মদ আজিজুল হক
১৯৪২—বিধানচন্দ্র রায়
১৯৪৪—রাধাবিনোদ পাল
১৯৪৬—প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫০—চারুচন্দ্র বিশ্বাস
১৯৫০—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫৪—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
১৯৫৫—এন. কে. সিদ্ধান্ত
১৯৬০—সুবোধ মিত্র
১৯৬১—সুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী
১৯৬২-৬৮—বিধুভূষণ মল্লিক
১৯৬৮—ডঃ এস. এন. সেন

॥ কলিকাতার ডাকঘরের আঞ্চলিক সংখ্যা ॥

ডাকঘর	আঞ্চলিক সংখ্যা	ডাকঘর	আঞ্চলিক সংখ্যা
জি. পি. ও.	১	ফোর্ট উইলিয়ম	২১
কাশীপুর	২	হেস্টিংস	২২
বাগবাজার	৩	খিদিরপুর	২৩
শ্যামবাজার	৪	গার্ডেন রীচ	২৪
আহিরিটোলা	৫	ভবানীপুর	২৫
বিডন ষ্ট্রীট	৬	কালিঘাট	২৬
বড়বাজার	৭	আলিপুর	২৭
বড়িসা	৮	দমদম	২৮
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট	৯	রাসবিহারি এ্যাভেন্যু	২৯
বেলেঘাটা	১০	ঘুঘুডাঙ্গা	৩০
নারকেলডাঙ্গা	১১	ঢাকুরিয়া	৩১
বহুবাজার	১২	যাদবপুর	৩২
ধর্মতলা	১৩	টালিগঞ্জ	৩৩
এন্টালী	১৪	বেহালা	৩৪
ট্যাংরা	১৫	আলমবাজার	৩৫
পার্ক ষ্ট্রীট	১৬	বরানগর	৩৬
পার্ক সার্কাস	১৭	বেলগাছিয়া	৩৭
বড়তলা	১৮	শাহাপুর	৩৮
বালিগঞ্জ	১৯	তিলজলা	৩৯
এলগিন রোড	২০	রিজেন্ট পার্ক	৪০

ডাকঘর	আঞ্চলিক সংখ্যা	ডাকঘর	আঞ্চলিক সংখ্যা
পশ্চিম পুটিয়ারী	৪১	সিঁথি	৫০
কসবা	৪২	বিরাটি	৫১
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে	৪৩	ক্যালকাটা এয়ার পোর্ট	৫২
বাদরতলা	৪৪	নিউ আলিপুর	৫৩
লেক গার্ডেন	৪৫	কাঁকুড়গাছি	৫৪
গোবিন্দ খাটিক রোড	৪৬	বাঙ্গুর এভিনিউ	৫৫
নাকতলা	৪৭	বেলঘরিয়া	৫৬
সাধনা ঔষধালয় রোড	৪৮	আড়িয়াদহ	৫৭
নিমতা	৪৯	কামারহাটি	৫৮

॥ কলিকাতার বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স ॥

॥ বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী (স্থাপিত : ১৮৩৩) ॥
৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত-১

॥ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী (স্থাপিত : ১৮৮৭) ॥
পি ১১, মিশন রো এক্সেটেনশন, কলিকাতা-১

॥ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, (১৯২৫) ॥ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

॥ ওরিয়েন্টাল চেম্বার অব কমার্স (১৯৩২) ॥ ৬, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১

॥ ভারত চেম্বার অব কমার্স (১৯০০) ॥ ১৯৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

॥ মার্চেন্টস্ চেম্বার অব কমার্স ॥ ৩।১।২, আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

॥ ক্যালকাটা ট্রেড্স্ এসোসিয়েশন ॥ ১৮ এইচ, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

॥ কলিকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ॥

কলিকাতা মহানগরীর যাত্রী পরিবহন সমস্যার সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে "মোনো রেল" "এ্যারোরেল," "সার্কুলার রেল" প্রভৃতি বিষয় এখন বিবেচনাধীন এবং সহরে কিছু প্রাইভেট বাস ইতিমধ্যে চলাচল করলেও দীর্ঘকাল ধরে নানা অসুবিধার মধ্যেও যাত্রী পরিবহণের গুরুদায়িত্ব এই সংস্থা বহণ করে আসছে।

নবীন বাংলার রূপকার স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এক সার্থক সৃষ্টি এই সংস্থা। তাঁরই উৎসাহে ১৯৪৮ সালের ৩১ শে জুলাই এই সংস্থার পত্তন হয় মাত্র কয়েকখানি

বাস ও কয়েকজন কর্মী নিয়ে। ১৯৬০ সালের ১৫ই জুন, এই সংস্থার দায়িত্বভার সরকারের হাত থেকে এক স্বয়ংশাসিত "কর্পোরেশন"-এর হাতে ন্যস্ত হয় যাহা বর্তমানে "কলিকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন" নামে পরিচিত। রাজ্যসরকার কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় মূলধন ঋণ হিসাবে দিয়া থাকেন।

"স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন"-এর মোট বাসের সংখ্যা সহস্রাধিক হলেও গড়ে দৈনিক ৫৭৫।৬০০ এর বেশি বাস বিভিন্ন রুটে বর্তমানে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ, বেশ কিছু সংখ্যক বাসের চালু থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় মেরামত সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবেও অনেক বাসের মেরামতী কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তবে ভবিষ্যতে চালু বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এই সংস্থার কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৪,০০০।

দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য ড্রাইভারদের প্রতি ৩ মাস অন্তর ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। রাজ্যসরকার প্রচলিত মহার্ঘ্য ভাতার সমহারে প্রদত্ত ভাতা ছাড়াও "ওভারটাইম ও ট্রিপ অ্যালাউয়েন্স," সস্তাদরে ক্যানটিন মারফৎ খাদ্য ও পানীয়ের সরবরাহ ও বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর ও কর্মীরা পেয়ে থাকেন।

এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের কাজ শুরু হয় ১৯৫১ সালে। বিভাগীয় যাবতীয় গাড়ী ছাড়াও সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মেরামতী ও পূর্ণাঙ্গ গাড়ী ওয়ার্কশপে তৈরী হয়ে থাকে। চীন-ভারত সংঘর্ষের ও পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় দেশের জরুরী প্রয়োজনে সামরিক বিভাগের কয়েকশত গাড়ী এই ওয়ার্কশপেই তৈরী হয়েছিল।

যাত্রী সাধারণের সুবিধার জন্য অফিস সময়ে সহরের বিভিন্ন রুটে 'এক্সপ্রেস্', 'স্পেশাল' ও 'শাটল্' বাসসমূহ চালু থাকে। ঐ সময় কতকগুলি বিভিন্ন রুটে মহিলা যাত্রীদের জন্য "লেডিজ স্পেশাল" বাস চলে। এ ছাড়া সহরের বিভিন্ন স্টপেজে যাত্রী আশ্রয় স্থল নির্মিত হয়েছে। এই সংস্থার "লস্ট্ প্রপার্টি" বিভাগ থেকে যাত্রীরা তাঁদের বাসে হারানো দ্রব্যাদি ফেরত পেয়ে থাকেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই সংস্থা কিছুদিন আগে দু'টি বিশেষ ধরণের বাস চালু করেছেন। একটি "আর্টিকুলেটেড বাস" (ত্রিতলিকা), অপরটি "ট্রেলার বাস" (সহযানা)। প্রথমটির আসনসংখ্যা ৯৬ ও দ্বিতীয়টির ৭৮।

১৩৭৫ সালের ১লা বৈশাখ থেকে কলকাতা ও দীঘার মধ্যে 'এক্স্প্রেস বাস সার্ভিস — দীকলিকা' চালু হয়েছে। তিনটি বাস ঐই রাস্তায় চলাচল করে—'দীঘাচরী',

'দিগন্তিকা,' ও 'দিগঞ্চলা'। যাত্রী সাধারণ এই নূতন সার্ভিসের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রথযাত্রার সময় কলকাতা ও পুরীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সাতদিন দু'টি বাস চালানো হয়েছিল—'তীর্থব্রতা' ও 'তীর্থঙ্গমা'। তীর্থযাত্রীরা এতে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন।

॥ কয়েকটি বিশেষ তথ্য ॥

বাসের আসন সংখ্যা—৩২,২৯১

মোট রুটের সংখ্যা—২৯

সকল রুটের মোট দূরত্ব—৩৮৭'৫৪ কি. মি,

রুটের দৈনিক বাসের সংখ্যা (গড়)—৬৫৯

দৈনিক মোট কত মাইল চলেছে (গড়) – ৬৬,৫৩০ মাইল

দৈনিক মোট কত যাত্রী বহন করেছে (গড়) ১১,১৫,৫০০ জন

মোট কত বর্গমাইল রাষ্ট্রিয় পরিবহণ দ্বারা বেষ্টিত—২৪০ বর্গমাইল।

যাত্রীসাধারণের সুবিধার জন্য সকালে ও বিকালে বিভিন্ন রুটে ২৫টি 'স্পেশাল' ও ৬টি 'মহিলা স্পেশাল,' ২৪টি 'এক্স্প্রেস' বাস দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে বিভিন্ন সময়ে 'শাটল্' বাস চালু করাও হয়ে থাকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, 'মহিলা স্পেশাল' ও 'এক্স্প্রেস' বাসের নাম করণ নিয়ে কিছুদিন আগে যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সুশিক্ষিত রসজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন।

॥ বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান ॥

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (স্থাপিত ১৭৮৪) : ১, পার্ক ষ্ট্রীট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ (স্থাপিত ১৮৯৩) : ২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।

ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি : ৪।৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট।

বঙ্গীয়-ইতিহাস-পরিষদ : ২এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৫১ সালে।

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি : ১২।২, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট।

ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি : ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
বসুবিজ্ঞান মন্দির (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) :
৯৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স (১৮৭৬ সালে
ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত) : যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (ডঃ মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায় স্থাপিত) :
ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট : ২০৪, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-৩৫
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি (স্থাপিত ১৯১৪) : দিলখুসা ষ্ট্রীট।
বঙ্গীয়-বিজ্ঞান পরিষদ : ফেডারেশন হল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : গোল পার্ক, গড়িয়াহাট।
ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মী সমিতি (কলিকাতা) : ৯৯, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল লার্ণিং : ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট।
রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ : ১৯, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ : ১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন : আশুতোষ বিল্ডিং, কলিকাতা-১২
শেক্স্পীয়র সোসাইটি : বঙ্গবাসী কলেজ।
ভারতীয় কৃষি-উদ্যানবিদ্যা সমিতি : ১, আলিপুর রোড, কলিকাতা-২৭
(রেভাঃ ডঃ উইলিয়াম কেরী কর্তৃক ১৮২০ সালে প্রতিষ্ঠিত)।

ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব : ৫১ বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু
(১৯০১ সালে স্যার নীলরতন সরকার কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।)

এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (স্থাপিত ১৯১৯) : ২৪, নেতাজী সুভাষ রোড।
ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ভারত) : (স্থাপিত ১৯২০) : ৮, গোখেল রোড।
ভারতীয় নৃতত্ত্ব ইনস্টিটিউট (স্থাপিত ১৯৩৬) : ভারতীয় যাদুঘর।
বঙ্গীয় উদ্ভিদ্ সমিতি (স্থাপিত ১৯২১) : ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।
বঙ্গীয় প্রাণিবিদ্যা সমিতি (প্রতিষ্ঠিত ১৯৪৬) : ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।
বঙ্গীয় রেডিওলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন (স্থাপিত ১৯৪৮) : ৪, কুঁপার ষ্ট্রীট।
বঙ্গীয় ফার্মাসিউটিক্যাল এ্যাসোঃ (স্থাপিত ১৯২৯) : ৭, লোয়ার লাউডন ষ্ট্রীট।
বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট : ৩৯, লোয়ার সার্কুলার রোড।
(বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ পরিচালিত রাসায়নিক ও ভেষজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান)
সায়েন্স ক্লাব : (স্থাপিত ১৯৪০) : ২২, রমেশ মিত্র রোড।
ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি : ২ ও ৩, লেডি উইলিংডন রোড, যাদবপুর।

॥ সেবা ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ॥

ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটি : ৫ ও ৬, গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা-১
সেণ্টজন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড : ৫, গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা-১
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ : ২১১, রাসবিহারী এ্যাভেন্যু, কলিকাতা-১৯
ক্যালকাটা মেডিক্যাল এণ্ড রিলিফ সোসাইটি : ১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ, কলিকাতা-১
আর্য সমিতি : আর্য সমিতি রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪
আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম : ৩১, মফিদুল ইসলাম লেন, কলিকাতা-১৪
আর্ত সেবায়তন প্রতিষ্ঠান : ১০, রাউডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা সমিতি : ১৬।১এ, রামকান্ত বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩
ভারত স্কাউটস্ এণ্ড গাইডস্ : ৫, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট, কলিকাতা-১
মারোয়ারী রিলিফ সোসাইটি : ৩৯১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৭
ক্যালকাটা অরফানেজ : ২১।১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
চিলড্রেন্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন : রাখাল মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৩৪
চেতলা দাতব্য ভাণ্ডার : ৪সি, চেতলাহাট রোড, কলিকাতা-২৭
দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার : ৬৫।২বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হিন্দু সৎকার সমিতি : ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন : ২৩।১, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলিকাতা-১৯
সোসাইটি ফর দি প্রোটেকশন অব চিলড্রেন্স ইন ইণ্ডিয়া : ২বি, ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
দি রেফিউজ : ১২৫, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হাওড়া হোমস : সাঁতরাগাছি, হাওড়া।
লাইট হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড : ২৯, রসারোড, কলিকাতা-৩৩
লিট্‌ল সিস্টার্স অব দি পুয়র : ২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০
মহিলা সেবাসমিতি : ৮, গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা-১
বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন : ১০৫।২, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী দাতব্য ঔষধালয় : ৩৭, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭
শ্রীকাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি : ৪২, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

কলিকাতার বাজার

বিপণিশ্রেণী-শোভিত মহানগরীর রাজপথ এক পরম দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু এই বিপুল ও বহুবিস্তৃত বিপণিসমূহের সম্পর্কে ঠিক-ঠিক খবর রাখা এক কঠিন সমস্যা। কোথায় কোন্ জিনিসটি সহজলভ্য তাহা জানা থাকিলে ক্রেতার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা এই বিভাগটি প্রবর্তন করিলাম। এখানে নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ পাওয়া যাইবে।



সম্ভ্রান্ত ক্রীড়া-সামগ্রী বিক্রেতা

ফোন : ৩৪-২১১৫ টেলি : 'খেলাঘর'

খেলাধূলার ও শরীর চর্চার যাবতীয় সরঞ্জামের সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান

ঘোষ এণ্ড কোম্পানী

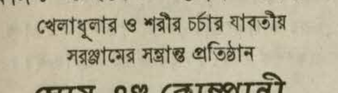
৯বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিঃ-৯

ভাল খেলতে হলে চাই ভাল সরঞ্জাম, আর ভাল সরঞ্জামের জন্য আসুন আমাদের কাছে

সরকার এণ্ড কোং

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৪-৫০১৯



সম্ভ্রান্ত ঘড়ির দোকান

ইম্পিরিয়াল ওয়াচ কোং

ওমেগা, টিসট, ওয়েস্ট-এণ্ড, ফেবারলিউবা, রোলেক্স, টুডর প্রভৃতি ঘড়ির এজেণ্ট

১৫৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২২-৬০৩৬

ফোন : ২২-১৭৭২ গ্রাম : প্রিসিসন

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াচ কোং

১৫২, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সকল রকম ঘড়ির পার্টস্ পাইকারী বিক্রেতা

আর. সি. বোস

২৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

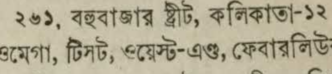
ওমেগা, টিসট, ওয়েস্ট-এণ্ড, ফেবারলিউবা প্রভৃতি সকল প্রকার উচ্চ শ্রেণীর ঘড়ির অথরাইজড্ ডীলার

সুর ওয়াচ কোং

ঘড়ি নির্মাণকারী বিখ্যাত কোম্পানী-সমূহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

১৪৬, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২২-৬৭৫০



সম্ভ্রান্ত চা ব্যবসায়ী

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা চা বিক্রয়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

২, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৭, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও

৫৬, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু, কলিকাতা

হিন্দুস্থান লাইব্রেরী

স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য যাবতীয় পুস্তকের সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

৫৪।৯, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ৩৪-৪৯৮৮



সম্ভ্রান্ত বন্দুকের দোকান



সম্ভ্রান্ত চশমার দোকান

আশুতোষ দাঁ এণ্ড কোং

ফোন : ২৩-৪৬৩১ তার : এক্সপ্লোরার্স

১৮৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বন্দুক. রাইফেল. রিভলবার, পিস্তল, কার্তুজ, বারুদ, তলোয়ার ইত্যাদি বিক্রেতা

ইন্টারন্যাশনাল অপ্টো-ডেন্টাল কোম্পানী

চক্ষু ও দন্ত সম্পর্কীয় চেম্বারসহ চশমার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ফোন : ২২-৬৩৬২

২১৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ২৩-২৯৮৯ তার : ডিফেণ্ডার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর্মস কোং

১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার. টোটা, ক্যাপ, বারুদ, ছিটা প্রভৃতি বিক্রেতা।

গ্লোব অপ্‌টিক্যাল কোং

পাইকারী ও খুচরা চশমা বিক্রেতা। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমা দেওয়া হয়।

২৮৪।এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ২২-৭৫২৬

গ্রাম : তামাঞ্চা ফোন : ২২-১০৬৩

এন. সি. দাঁ এণ্ড কোং

বন্দুকাদি শিকারের সকল সরঞ্জাম বিক্রেতা।

৯, ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১

শাখা : রাঁচী ও কোডার্মা

আর. সি. ঘোষ এণ্ড সন্স

২৮১।৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পাইকারী ও খুচরা চশমা বিক্রয়ের বৃহত্তম কেন্দ্র। চক্ষু পরীক্ষার উত্তম ব্যবস্থা আছে।

ফোন : ২২-৭৪২৪

মাছ ধরার সরঞ্জাম

সম্ভ্রান্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

সাহা অ্যাণ্ড সন্স

সম্ভ্রান্ত চশমা বিক্রেতা ; রেলওয়ে ও গভর্ণঃ কন্টাক্টর। ফোন : ৩৫-৪৮৫৪

২২, মহাত্মা গান্ধী রোড ; শাখা : ৮।৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ক্যালকাটা ফিসিং হাউস

১৫৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট. কলকাতা-১২ ফোন : ৩৪-১৩৯৯

মাছ ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম এবং ফুটবল, ক্রিকেট, যাবতীয় খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা।

সম্পূর্ণ স্বদেশী 'হিন্দ' রেডিও
ট্রানজিস্টার অলওয়েভ রেডিও।
নিম্নতম মূল্য, উচ্চতম গুণ।

দি হিন্দ রেডিও লিমিটেড

৫১, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু, কলিকাতা-১২



সম্ভ্রান্ত সাইকেল ব্যবসায়ী

'রানার' সাইকেল ১০ বৎসর গ্যারান্টি
সকলপ্রকার সাইকেল ও সাইকেলের
পার্টস পাওয়া যায়।

কমলা সাইকেল মার্ট

২এ, ও ৩ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

গোস্বামী এণ্ড কোং

সাইকেল ও সাইকেল-সরঞ্জামের শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।
১৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: ২৩-২৬১৭ ও ২৩-৮৩৮৭

ইউনিভারসেল সাইকেল

ট্রেডিং করপোরেশন
৬৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
সাইকেল ও সরঞ্জাম. অটো সাইকেল ও মোটর সাইকেল বিক্রেতা।, ফোন: ২৩-৫১৯১

ফোন: ২৩-১৯৩৭ টেলিগ্রাম: বাইকডিল

ডি. দাস এণ্ড ব্রাদার্স

৬৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ভারতের পূর্বাঞ্চলে
'রাজ' সাইকেলের ডিস্ট্রীবিউটারস্

বি. এস. এস. ১৯৫৮ স্যাড্ল্
সোল ডিষ্ট্রীবিউটার্স

তারা সাইকেল ষ্টোর্স

১৭।১৯, আর. জি. কর. রোড. কলিকাতা-৪
ফোন: ৫৫-৫০১৫ তার: তারাসিকেল

মল্লিক এণ্ড কোং

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস নির্মাতা
"ষ্ট্যাণ্ডার্ড" সাইকেল গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ
১০, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: ২৩-১৬১০ গ্রাম: 'মলকো'

কে. সি. ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স

সাইকেল ও সাইকেল সরঞ্জাম
আমদানীকারী ও বিক্রেতা
৫৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট কলিকাতা-১
ফোন: ২৩-৬০০৯

এম. এম. ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স

৬১, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
সকলপ্রকার সাইকেল ও সাইকেল সরঞ্জাম পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। ফোন: ২৩-৪৫৯৪

ব্যানার্জী সাইকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৭, ওয়েস্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
'BANIND' সাইকেল, 'B. C. I.' ফ্রেম সেটস্ এবং রিকসা ফ্রেম প্রস্তুতকারক।

হাওড়া সাইকেল সাপ্লাই

কোম্পানী॥ ফোন: ২২-২৪৭৭
সাইকেল ওসাইকেল সরঞ্জাম বিক্রেতা
২২১।২, ষ্ট্রাণ্ডব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা
(নূতন হাওড়া ব্রিজের দক্ষিণ পাশে)

রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ

রাষ্ট্রপতি : শ্রীভি. ভি. গিরি (অস্থায়ী)

ভারতের মন্ত্রিসভা

১। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—প্রধানমন্ত্রী, আণবিক শক্তি ও পরিকল্পনা।
২। মোরারজী দেশাই—উপপ্রধানমন্ত্রী, অর্থদপ্তর।
৩। ওয়াই. বি, চ্যবণ—স্বরাষ্ট্র দপ্তর।
৪। জগজীবন রাম —খাদ্য, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়।
৫। জে. এল. হাথী—শ্রম ও পুনর্বাসন।
৬। ডঃ করণ সিং—পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহন।
৭। কে. কে. শাহ্—স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও শহর উন্নয়ন।
৮। পি. গোবিন্দ মেনন—আইন ও সমাজ কল্যাণ।
৯। সি. এম. পুনাচা—ইস্পাত ও বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং।
১০। ডঃ রামসুভাগ সিং—রেলওয়ে।
১১। সত্যনারায়ণ সিংহ—তথ্য ও বেতার এবং যোগাযোগ।
১২। ফাকরুদ্দিন আলী আমেদ—শিল্প উন্নয়ন, দেশীয় বাণিজ্য এবং কোম্পানী ঘটিত বিষয়।
১৩। অধ্যাপক ভি. কে. আর. ভি. রাও—শিক্ষা ও যুবকল্যাণ।
১৪। সর্দার স্বরণ সিং—প্রতিরক্ষা দপ্তর।
১৫। দীনেশ সিং—বহির্বিষয়ক বিভাগ।
১৬। ডঃ ত্রিগুণা সেন—পেট্রো কেমিক্যালস্ এবং খনি ও ধাতু।
১৭। বি. আর. ভগৎ—বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সরবরাহ।

রাষ্ট্রমন্ত্রিগণ

১। পি. সি. শেঠি—অর্থদপ্তর।
২। ভি. সি. শুক্ল—স্বরাষ্ট্র দপ্তর।
৩। এ. পি. সিণ্ডে—খাদ্য, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন এবং সমবায়।
৪। এম. এস. গুরুপদস্বামী— " " "

৫। ভগবৎ ঝা আজাদ—শ্রম ও পুনর্বাসন।
৬। বি. এস. মূর্ত্তি—স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পূর্ত্ত, গৃহনির্মাণ ও শহর উন্নয়ন।
৭। শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ—আইন ও সমাজকল্যাণ।
৮। কে. সি. পন্থ—ইস্পাত ও বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং।
৯। পরিমল ঘোষ—রেলওয়ে।
১০। আই. কে. গুজরাল—তথ্য ও বেতার এবং যোগাযোগ।
১১। রঘুনাথ রেড্ডি—শিল্প উন্নয়ন, দেশীয় বাণিজ্য এবং কোম্পানী ঘটিত বিষয়।
১২। ভক্তদর্শন—শিক্ষা ও যুবকল্যাণ।
১৩। এল. এন, মিশ্র—প্রতিরক্ষা দপ্তর।
১৪। জগন্নাথ রাও—পেট্রো কেমিক্যালস্ এবং খনি ও ধাতু।
১৫। ডি. আর. চ্যবণ— " " " "
১৬। কে. রঘুরামাইয়া—সংসদীয় বিষয়, জাহাজ চলাচল ও পরিবহন।
১৭। ডঃ কে. এল. রাও—সেচ ও বিদ্যুৎ।

উপমন্ত্রিগণ

১। শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথি—আণবিক শক্তি ও পরিকল্পনা।
২। জগন্নাথ পাহাড়িয়া—অর্থদপ্তর।
৩। কে. এস. রামস্বামী—স্বরাষ্ট্র দপ্তর।
৪। ডি. এরিং—খাদ্য, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়।
৫। এম. সি. জামির—শ্রম ও পুনর্বাসন।
৬। শ্রীমতী সরোজিনী মহিষী—পর্যটন ও অসামরিক বিমান চলাচল।
৭। মহম্মদ ইউনুস সালিম—আইন ও সমাজকল্যাণ।
৮। মহম্মদ সফী কুরেশী—ইস্পাত ও বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং।
৯। আর. এল. চতুর্বেদী—রেলওয়ে।
১০। ভানুপ্রকাশ সিং—শিল্প উন্নয়ন, দেশীয় বাণিজ্য ও কোম্পানী ঘটিত বিষয়।
১১। শ্রীমতী জাহানারা জয়পাল সিং—শিক্ষা ও যুবকল্যাণ।
১২। এম. আর. কৃষ্ণ—প্রতিরক্ষা দপ্তর।
১৩। সুরেন্দ্র পাল সিং—বহির্বিষয়ক দপ্তর।
১৪। রামসেবক চৌধুরী—বৈদেশিক বাণিজ্য ও সরবরাহ।
১৫। ইকবাল সিং—সংসদীয় বিষয়, জাহাজ ও পরিবহন।
১৬। সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ—সেচ ও বিদ্যুৎ।

লোক সভা :

স্পীকার : শ্রী এন. সঞ্জীব রেড্ডী
ডেপুটি স্পীকার : শ্রী আর. কে. খাদিলকর

রাজ্যসভা :

চেয়ারম্যান : শ্রীমতী ভায়লেট আলভা (অস্থায়ী)

বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ

অন্ধ্র—খান্দুভাই কে. দেশাই
আসাম—বি. কে. নেহরু
উড়িষ্যা—ডঃ সৌকতুলা আন্সারী
উত্তর প্রদেশ—বি. গোপাল রেড্ডী
কেরালা—ভি. বিশ্বনাথন
গুজরাট—শ্রীমন নারায়ণ
জম্মু ও কাশ্মীর—ভগবান সহায়
পশ্চিমবঙ্গ—দীপনারায়ণ সিংহ (অস্থায়ী)
পাঞ্জাব—ডাঃ ডি. সি. পাভাতে
বিহার—নিত্যানন্দ কানুনগো
মধ্যপ্রদেশ—কে. সি. রেড্ডি
মহীশূর—গোপাল স্বরূপ পাঠক
মহারাষ্ট্র—পি. ভি. চেরিয়ন
মাদ্রাজ—সর্দার উজ্জল সিং
রাজস্থান—সর্দার হুকুম সিং
নাগাল্যাণ্ড—বি. কে. নেহরু
হরিয়াণা—বি. এন. চক্রবর্তী

সামরিক বাহিনীর প্রধানগণ

সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ—এয়ার মার্শাল অর্জুন সিং
স্থল বাহিনী—লেঃ জেনারেল এস. এইচ. এফ. জে. মানেকশ
নৌ বাহিনী—এ্যাডমিরাল এ. কে. চ্যাটার্জি
বিমান বাহিনী—এয়ার মার্শাল পি. সি. লাল

নির্বাচন কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার : এস. পি. সেনভার্মা
ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার : পি. আই. জেকব
সেক্রেটারী : এ. এন. সেন ও কে. এস. রাজাগোপালন

অডিটর জেনারেল

এস. রঙ্গনাথন

অ্যাটর্নী জেনারেল

সি. কে. দপ্তরী

সলিসিটার জেনারেল

নীরেন দে

বিভিন্ন রাজ্যের স্পীকারগণ

অন্ধ্র—বি. ভি. সুব্বারেড্ডী
আসাম—মহীকান্ত দাস
উড়িষ্যা—নন্দকিশোর মিশ্র
উত্তর প্রদেশ—এ. জি. খের
কেরালা—ডি. দামোদরণ পত্তি
পাঞ্জাব—দরবারা সিং
হরিয়াণা—ব্রিগরাম সিং
বিহার—রামনারায়ণ মণ্ডল
মধ্য প্রদেশ—কাশীপ্রসাদ পাণ্ডে
মহারাষ্ট্র—টি. এস. ভার্দে
মহীশূর—বৈকুণ্ঠ বালিগা
গুজরাট—রাঘবজী টি. লিউভা
জম্মু ও কাশ্মীর—জি. এস. রাজপুরী
নাগাল্যাণ্ড—কে. সিখু
পণ্ডিচেরী—পি. ষন্মুখম
পশ্চিমবঙ্গ—বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মাদ্রাজ—পি. কে. গবিন্দন
রাজস্থান—এন. এন. আচার্য
ত্রিপুরা—মণীন্দ্রলাল ভৌমিক
মণিপুর—এস টোম্বি সিং
হিমাচল প্রদেশ—শেদরাজ মহাজন

॥ সুপ্রীম কোর্ট ॥

প্রধান বিচারপতি : মহম্মদ হেদায়তুল্লা

বিচারপতিগণ : (১) জে. সি. শাহ, (২) এস. এম. সিক্রি, (৩) আর. এস. বাচোয়াৎ, (৪) ভি. রামস্বামী, (৫) জে. এম. সেলাত, (৬) বশিষ্ঠ ভার্গব, (৭) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, (৮) সি. এ. বৈদলিঙ্গম, (৯) কে এস. হেগদে এবং (১০) অমরনাথ গ্রোভার।

॥ কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন ॥

চেয়ারম্যান : শ্রী কে. আর দামলে

সদস্যগণ : (১) বটুক সিং, (২) শ্রীমতী বি. খোংম্যান, (৩) আর. সি. এস. সরকার, (৪) হরিশর্মা, (৫) মেজর জেনাঃ পি. সি. গুপ্ত, (৬) ডঃ এম. এল. সাহারে এবং (৭) ডঃ এ. আর. কিদোয়াই।

॥ পরিকল্পনা কমিশন ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ডেপুটি চেয়ারম্যান : ডঃ ডি. আর. গ্যাডগিল

সদস্যগণ—মোরারজী আর. দেশাই, পীতাম্বর পন্থ, বি. ভেঙ্কটাপ্পিয়া, ডঃ বি. ডি. নাগচৌধুরী এবং আর. ভেঙ্কাটারমণ।

সেক্রেটারী—বি. ডি. পাণ্ডে।

বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রদূতগণ

রাষ্ট্র	রাষ্ট্রদূত	রাষ্ট্র	রাষ্ট্রদূত
অস্ট্রিয়া	এস. জি. রামচন্দ্রন	কামেরুণ	ভি. সি. ত্রিবেদী
আইভারি কোষ্ট	পি. এন. মেনন	কম্বোডিয়া	জি. জে. মালিক
আফগানিস্তান	পি. রত্নম	কিউবা	অশোক নানালাল মেহ্‌তা
আয়ার্ল্যাণ্ড	এস. কে. চৌধুরী	কুবায়েৎ	এ. জি. মেনেসেস্‌
আপার ভোল্টা	ডঃ পি. কে. ব্যানার্জী	কোষ্টারিকা	জি. জে. মালিক
আর্জেন্টিনা	— —	গিনি	বিমলেন্দু কুমার সান্যাল
আলজেরিয়া	এস. এস. আলিরাজপুর	গেবুন	মহম্মদ ইউনুস
ইতালী	জয়কুমার অটল	গ্রীস	আই. জে. বাহাদুর সিং
ইথিওপিয়া	কে. এল মেহতা	চিলি	ও. ভি. আলাগেসান
ইরাক	আর. ডি. শেঠী (চার্জ-ডি-এফেয়ার্স)	চীন	মাহ্‌বুব আহ্‌মদ
ইন্দোনেশিয়া	জে. এন. ধামিজা	চেকোশ্লোভাকিয়া	কে. এম. কান্নাম পিল্লি
ইরাণ	অবতার কৃষ্ণ দর	জর্ডান	এম. এ. রহমান
ইয়েমেন	এস. কে. ব্যানার্জী	জাপান	এ. বি. পন্থ
উরুগুয়ে	খুব চাঁদ	জার্মানী (পশ্চিম)	বি. কে. সান্যাল
কলম্বিয়া	এস. জি. রামচন্দ্রন	ডাহোমি	কে. এল. মেহতা
কঙ্গো	এ. এইচ. সাক্রানি	ডেনমার্ক	রাজা সুরেন্দ্র সিং

রাষ্ট্র	রাষ্ট্রদূত	রাষ্ট্র	রাষ্ট্রদূত
তিউনিশিয়া	এম রাসগোতরা	ব্রাজিল	এস. ভি. প্যাটেল
তুরস্ক	আর. গোবর্ধন	ভেঞ্জুয়েলা	এস. ভি. প্যাটেল
তোগো	এস. জি. রামচন্দ্রন	মঙ্গোলিয়া	ডি. পি. ধর
থাইল্যাণ্ড	ডঃ পি. কে. ব্যানার্জী	মরক্কো	এম. রাসগোতরা
দক্ষিণ ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র	এস. এইচ. দেশাই	মরিটানিয়া	জি. জে. মালিক
নরওয়ে	এন. ভি. রাও	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	নবাব আলি ইয়ারজং
নেদারল্যাণ্ডস	এস এন. হাস্কর	মালাগাছি	এ. আর. শেঠী
নেপাল	রাজবাহাদুর	মালাদ্বীপ	ওয়াই. ডি. গুণ্ডেভিয়া
পানামা	পি. রত্নম	মালি	
পেরু	কে. এল. মেহতা	মেক্সিকো	পি. রত্নম
পোল্যাণ্ড	ভি. এম. এম. নায়ার	যুগোশ্লাভিয়া	জয়কুমার অটল
প্যারাগুয়ে	বিমলেন্দু কুমার সান্যাল	রুমানিয়া	এস টি. খান
ফিনল্যাণ্ড	সি. জে. স্ট্রেসি	রুয়াণ্ডা	আর. আর. সিংহ
ফিলিপাইনস	এ. এস্. ধাওয়ান	লাইবেরিয়া	এস. ভি. প্যাটেল
ফ্রান্স	ডি. এন. চ্যাটার্জী	লাওস	জে. কে. গঞ্জ
বুলগারিয়া	অমৃক সিং মেহতা	লিবিয়া	এ. বি. পন্থ
বেলজিয়াম	টি. স্বামীনাথন	লুক্সেমবুর্গ	টি. স্বামীনাথন
বুরুণ্ডি	আর. আর. সিংহ	লেবানন	অবতার কৃষ্ণ দর
বোলিভিয়া	এস. ভি. প্যাটেল	সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	এ. বি. পন্থ
ব্রহ্মদেশ	ভাইস্ অ্যাডমিরাল আর. ডি. কাটারী	সিরিয়া	ভি. এ. কিদোয়াই

রাষ্ট্র	রাষ্ট্রদূত
সুইজার ল্যাণ্ড	মহঃ আজিম হোসেন
সুইডেন	ওয়াই. কে. পুরী
সুদান	পি. এল. ভাণ্ডারী
সেনেগল	জি জে. মালিক
সোভিয়েট রাশিয়া	ডি. পি.ধর
সোমালিয়া	মুনি লাল
সৌদী আরব	এম. কে. কিদোয়াই
স্পেন	এস. বি. শাহ্
হাঙ্গারি	ডঃ সুমল সিংহ

হাই কমিশনারগণ

অষ্ট্রেলিয়া	এ. এম. টমাস
উগাণ্ডা	আর. আর. সিংহ
কানাডা	জেনাঃ জে. এন. চৌধুরী
কেনিয়া	প্রেম ভাটিয়া
গাম্বিয়া	জি. জে. মালিক
গায়না	এস. জে. উইলফ্রেড

রাষ্ট্র	হাইকমিশনার
ঘানা	এ. এস. মেহ্তা
জামাইকা	এল. এন. রায়
জাম্বিয়া	জে. সি. কাকার
তাঞ্জানিয়া	ভি. সি. বিজয় রাঘবন
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	এল. এন. রায়
নাইজেরিয়া	এস. জি. রামচন্দ্রন
নিউজিল্যাণ্ড	পূর্ণেন্দুশেখর নস্কর
পাকিস্তান	বি. কে. আচার্য
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান
মরিশাস	অবতার সিং
মালয়েশিয়া	কে. সি. নায়ার
মাল্টা	আই. জে. বাহাদুর সিং
মালদ্বি	এম. এম. খুরানা
সাইপ্রাস	এ. কে. দর
সিঙ্গাপুর	রাজা সুরেন্দ্র সিং
সিংহল	ওয়াই. ডি. গুণ্ডেভিয়া
সিয়েরা লিওন	এ. এস. মেহতা

॥ ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ ॥

রাষ্ট্রদূতগণ

রাষ্ট্রের নাম	রাষ্ট্রদূতের নাম	রাষ্ট্রের নাম	রাষ্ট্রদূতের নাম
অষ্ট্রীয়া	জে. নেস্টর	চিলি	জুলিও বি পিনো
আলজেরিয়া	আলি লাখদারি	চীন	চেন চাও-উয়ান (চার্জ ডি-এফেয়ার্স)
আফগানিস্তান	আতাউল্লা নাসির জিয়া	চেকোশ্লোভাকিয়া	রিচার্ড ভৌরাক
আর্জেন্টিনা	এ. এ. বল্লিনি	জর্ডান	কেমেল হোমাউদ
আয়ার্ল্যাণ্ড	ভি. ইরেমোঙ্গার	জাপান	হোগেন সিনসাকু
ইতালী	ডঃ মাইকেল লঞ্জা	জার্মানী (পশ্চিম)	ডিয়েট্রিচ ভন মিরবাক
ইথিওপিয়া	এ. জি. মরিয়াম	ডেনমার্ক	হন্স এডলফ বিয়েরিং
ইন্দোনেশিয়া	মহম্মদ রাজিক	তুরস্ক	ওসমান ওলকে
ইরাক	হুসেন অল-তুজাইলি	থাইল্যাণ্ড	প্রিন্স প্রেম পুরাচত্র
ইরাণ	ডঃ জে. আয়েদোহ্	নরওয়ে	হাকন নর্ড
কঙ্গো	আই. মাকুতা-ঘোতা	নেদারল্যাণ্ডস্	এ. এম. ভন রিচগে ভোরসেল
কলম্বিয়া	জে. ভি. ইরাগরি	নেপাল	সর্দার ভীমবাহাদুর সিং
কাম্বোডিয়া	নং কিমনী	পোল্যাণ্ড	আর স্পাসোস্কি
কিউবা	জে. ই. ভেলডেস	ফিনল্যাণ্ড	ফ্রেডারিক উইলহেম স্রেক
কুয়ায়েৎ	সুলেমান আবু ঘোষ	ফিলিপাইনস্	এম. এম. গুয়েরেরো
গ্রীস	ডঃ কনষ্টান্টিন পানাইওটাকোস	ফ্রান্স	মঁ জিন দারিদাঁ

রাষ্ট্রের নাম	রাষ্ট্রদূতের নাম
বুলগেরিয়া	ক্রিষ্টি ডিমিট্রভ
বেলজিয়াম	জিন লিরয়
বোলিভিয়া	জি. কিউ. গ্যালডো
ব্রহ্মদেশ	উ হ্লা মাউ
ব্রেজিল	আর. এফ. এম. ডি. মেনডনকা
ভেনেজুয়েলা	ডঃ জুয়ান উসলার পিয়েত্রি
মঙ্গোলিয়া	টি. ডেমিদ্দাভাজ
মরক্কো	আবদেল্লাহ লামরানি
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	ডঃ কিনেথ বি. কিটিং
মেক্সিকো	সি. জি. মাসিয়াস
যুগোশ্লাভিয়া	এস. কোমার
রুমানিয়া	আউরেল আর্ডেলিন্থ
লাওস	পি. ও. এইচ. নোরাসিং
লেবানন	মাহমুদ হাফেজ
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	মহঃ আমিন হিলমি এলথানি
সুইটজারল্যাণ্ড	ডঃ মারসেল হিমো
সুইডেন	জি. ই. হেকসার
সুদান	সৈয়দ আমিন আবদাউন
সিরিয়া	ওমর আবু রিচে
সোভিয়েট রাশিয়া	নিকোলাই এম. পেগভ
সৌদি আরব	আনাম ইউসুফ ইয়াসিন
স্পেন	জি. এন. ব্রেনস্
হাঙ্গারী	ডঃ পিটার কোস

হাইকমিশনারগণ

রাষ্ট্রের নাম	হাইকমিশনারের নাম
অষ্ট্রেলিয়া	আর্থার হ্যারল্ড টাঙ্গে
উগাণ্ডা	জর্জ ডব্লু এম. কাম্বা
কানাডা	জেমস্ জর্জ
ঘানা	মেঃ জেঃ এস. জে. এ. ওটু
তাঞ্জানিয়া	সেবাষ্টিয়ান চালে
নাইজেরিয়া	জে. এন. উকেগবু
নিউজিল্যাণ্ড	বি. এস. ল্যাণ্ড্রাম
পাকিস্তান	সাজ্জাদ হায়দার
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	স্যার মোরিস জেমস্
মালয়েশিয়া	আজনম বিন রেজা আহমদ
সিংহল	কাঙ্কানিগে সিরি পেরেরা

ভারতের রাজ্যসমূহ

১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সময় ভারতে মোট ২৯টি অঙ্গরাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং গুরুত্ব অনুসারে রাজ্যগুলিকে 'ক', 'খ', 'গ', ও 'ঘ' এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

অতঃপর ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়। তখন 'ক', 'খ', 'গ', ও 'ঘ', প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ লোপ করিয়া মোট ১৪টি সমশ্রেণীর রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল গঠন করা হয়।

১৯৬০ সালের মে মাসে প্রাক্তন বোম্বাই রাজ্যটিকে বিভক্ত করিয়া 'মহারাষ্ট্র' ও 'গুজরাট' নামক দুইটি নূতন রাজ্য গঠনের ফলে ভারতীয় রাজ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫টি। অতঃপর নাগাভূমি নামক আরও একটি রাজ্য জন্মলাভ করে। ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬২, লোকসভায় 'নাগাভূমি' বিল গৃহীত হয় এবং ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৩ রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক ভাবে এই রাজ্যটির উদ্বোধন করেন। সর্বশেষে ১৯৬৬ সালের ১লা অক্টোবর পাঞ্জাব বিভক্ত করিয়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামক ২টি রাজ্য গঠন করা হয়। ফলে ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা বর্তমানে ১৭টি।

রাজ্য পুনর্বিন্যাসের সময় (১৯৫৬) ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Union Territory) গঠিত হইলেও বর্তমানে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সংখ্যা ১০টি। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে 'দাদরা ও নগরহাভেলি', 'গোয়া-দমন-দিউ', 'পণ্ডিচেরী' এবং 'চণ্ডীগড়' ৪টি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের অঙ্গরাজ্যসমূহের নাম: অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট, নাগাভূমি, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, রাজস্থান ও হরিয়াণা।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নাম: দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ মিনিকয় ও আমিনদিবি, দাদরা ও নগরহাভেলি, গোয়া-দমন-দিউ, পণ্ডিচেরী এবং চণ্ডীগড়।

বিশেষ অঞ্চল: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি (সংক্ষেপে 'নেফা') একটি বিশেষ অঞ্চল বলিয়া গণ্য হয়। আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে এই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

সিকিম ঃ ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ ভারত ও সিকিমের মধ্যে এক চুক্তির ফলে সিকিমকে অন্যতম ভারতীয় অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হয়। সিকিমের প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্রনীতি ও যোগাযোগ ভারত সরকারের দায়িত্ব। অন্যান্য বিষয়ে সিকিম স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে।

॥ অন্ধ্র প্রদেশ ॥

রাজ্যপাল ঃ শ্রীখান্দুভাই কে. দেশাই

রাজধানী ঃ হায়দরাবাদ। আয়তন ঃ ১,০৬,২৮৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ঃ ৩,৫৯,৮৩,৪৪৭। জনবসতির ঘনত্ব ঃ ৬৩৯ জন প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার ঃ ২১·২% জন। ভাষা তেলুগু।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, চাকুরী, নির্বাচন, পরিকল্পনা, বিক্রয় কর, বিদ্যুৎ, সেচ (বড়), পরিবহণ, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, অস্ত্র আইন ; ২। পি. থিম্মা রেড্ডী—কৃষি, খাদ্য উৎপাদন, বিপণন, পল্লীবাসীদের ঋণ, ঋণ মকুব, তেজারতি ও মহাজন, পশুপালন, দুগ্ধ প্রকল্প ও ডেয়ারী উন্নয়ন ; ৩। ভি. বি. রাজু—ভূমি রাজস্ব, ভূমি সংস্কার, রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প, উদ্বাস্তু সম্পত্তি, আতিয়াত, জায়গীর পরিচালন, ঋণ সালিসী বোর্ড, অসামরিক সরবরাহ ও রেশনিং ; ৪। থোটা রামস্বামী—পঞ্চায়েতী রাজ, পঞ্চায়েৎ, বন ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় ; ৫। জে. ভি. নরসিং রাও—ইমারৎ, সড়ক রাজপথ, বন্দর, সরকারী উদ্যান, শহরের জল সরবরাহ, কারখানা ও পূর্ত ; ৬। টি. ভি. রাঘাভুলু—আইন, আদালত, ও কারা ; ৭। পি. ভি. নরসিংহ রাও—শিক্ষা, পুরাতত্ব, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, জনসংযোগ, সিনেমা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, পর্যটন, রবীন্দ্রভারতী, দৈহিক শিক্ষা, ক্রীড়া পরিষদ ; ৮। বি. ভি. গুরুমূর্তী—শিল্প (বৃহৎশিল্প সহ), ষ্টেশনারী ও মুদ্রণ, খনি ও নিয়ন্ত্রিত-পণ্য ; ৯। এন. চেঞ্চুরাম নাইডু—মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন, নগর পরিকল্পনা, গৃহ নির্মাণ ও বাসস্থান নিয়ন্ত্রণ ; ১০। কে. বিজয় ভাস্কর রেড্ডী—সমবায়, সমবায় চিনির কারখানা, তুঙ্গভদ্রা ও নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা। ১১। আর রামলিঙ্গ রাজু—ধর্মীয় ও দাতব্য। ভাতা ; ১২। এস. সিদ্ধ রেড্ডী—মাঝারী ও ছোট সেচ প্রকল্প ও উপজাতি কল্যাণ ; ১৩। কে. ভি. নারায়ণ রেড্ডী—শ্রম, বাণিজ্য ও রপ্তানি বৃদ্ধি, খনি ও খনি সমবায় ; ১৪। মহম্মদ ইব্রাহিম আলি আনসারি—স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, ওয়াকফ ও সালার জং এষ্টেট ; ১৫। আরিগয় রামস্বামী—সমাজ-কল্যাণ ও মহিলা-কল্যাণ এবং ১৬। ভি. সত্যনারায়ণ রাও—আবগারী মাদক বর্জন ও মৎস্য।

আসাম

রাজধানী : শিলং   রাজ্যপাল : শ্রীবি. কে. নেহরু

সীমানা ও অবস্থান : আসাম ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী রাজ্য। উত্তরে ভূটান ও তিব্বত, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে পূর্ব-পাকিস্তান। ভারতের দুইটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল মণিপুর ও ত্রিপুরা দুইটি ক্রোড়স্থিত শিশুর মত আসামের পূর্ব পশ্চিম সীমান্তের সংলগ্ন হইয়া আছে। পাশ্চমবঙ্গের কোচবিহার জেলার একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড আসামকে অবশিষ্ট ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ভারতের প্রতিরক্ষার দিক হইতে আসামের গুরুত্ব সমধিক। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পরে এই গুরুত্ব আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা রক্ষায় আসাম অতন্দ্র প্রহরীর মত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করিতেছে।

আয়তন : 'নেফা' ও 'নাগাঅঞ্চল' সহ পূর্বে আসামের আয়তন ছিল ৮৪,১৮৯ বর্গমাইল। কিন্তু বর্তমানে 'নেফা' বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী (North East Frontier Agency) আসাম সরকারের শাসনাধীন নহে। 'নাগাভূমি' নামক নূতন রাজ্য গঠিত হওয়ার ফলে নাগাঅঞ্চলও আসাম হইতে পৃথক হইয়াছে। ইহার ফলে আসামের আয়তন বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে আসামের আয়তন ৪৭,০৯৮ বর্গমাইল।

আসামের লোকসংখ্যা : ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে আসামের জনসংখ্যা ১,১৮,৭২,৭৭২। প্রতি বর্গমাইলে জন বসতির ঘনত্ব ২৫২ জন। এই রাজ্যে মোট পুরুষের সংখ্যা ৬৩,২৮,১২৯ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫৫, ৪৪,৬৪৩। প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থলে আসামের স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৭৬ জন।

১৯৫১-৬১ সালের মধ্যে আসামের জনসংখ্যা শতকরা ৩৪·৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারই সর্বাধিক।

আসামের জেলা ও শহর : বর্তমানে আসামে ১১টি জেলা এবং ২৬টি শহর আছে। জেলাগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা এবং শহরগুলির জনসংখ্যা অন্যত্র দেওয়া হইল।

আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ : দেশ বিভাগের ফলে ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বৎসর পাকিস্তানের ভিতর দিয়াই আসামের সহিত মালপত্র আমদানি রপ্তানি করিতে হইত। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের ভিতর দিয়া 'আসাম লিঙ্ক' নামক রেলপথ নির্মিত হওয়ায় দেশের অবশিষ্ট অংশের সহিত আসামের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই রেল পথের মালবহনের ক্ষমতা সীমিত ; সুতরাং পাকিস্তানের ভিতর দিয়া গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীপথেই আসামে মাল প্রেরণের প্রধান অবলম্বন রূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে উহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বিমান পরিবহণও আসামের সহিত মালপত্র আদানপ্রদানের একটি প্রধান উপায়।

শিক্ষিতের হার : গত এক দশকে অর্থাৎ ১৯৫১-৬১ সময়ে আসামে শিক্ষার সন্তোষজনক প্রসার ঘটিয়াছে। ১৯৫১ সালের শিক্ষিতের শতকরা হার ছিল ১৮·৩ জন (পুরুষ ২৭·৪ ও স্ত্রীলোক ৭·৯)। ১৯৬১ সালে সেন্সাস অনুসারে মোট শিক্ষিতের হার শতকরা ২৭.৪ (পুরুষ ৩৭.৩ এবং স্ত্রীলোক ১৬.০ জন)।

রাজ্যের ভাষা : অসমীয়া ও বাংলা এই দুইটি আসামের প্রধান ভাষা। গত সেন্সাস অনুসারে রাজ্যের শতকরা ৪০ জন অসমীয়া ও ২৪ জন বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। অবশিষ্টদের মধ্যে হিন্দী, নেপালী ও পার্বত্য উপজাতীয়দের বহু ভাষা প্রচলিত।

জলবায়ু : আসামের জলবায়ু আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই রাজ্যের চেরাপুঞ্জীতে জগতের মধ্যে সর্বাধিক রাষ্টিপাত হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জীতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০০" ইঞ্চি।

কৃষিপণ্য : আসামের প্রধান সম্পদ চা। ভারতের মোট চা-এর প্রায় অর্ধাংশ আসামে উৎপন্ন হয়। ভারত বিভাগের পরে এই রাজ্যে পাটের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আসামের অন্যান্য কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, ডাল, সরিষা ও তামাক উল্লেখযোগ্য। আসামে প্রভূত কমলালেবু জন্মায়।

শিল্প : আসামের তৈলশিল্প উহার অন্যতম গর্বের বিষয়, কারণ ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই রাজ্যেই তৈল আবিষ্কৃত হয়। ডিগবয়ের খনিসমূহ ভারতের মোট চাহিদার ৭% শতাংশ তৈল সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি নাহারকাটিয়া অঞ্চলে আরও তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত

খনিসমূহ হইতে তৈল আহরণ ও পরিশোধন করার জন্য ভারত সরকার একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। বর্তমানে আসামে একটি তৈল শোধনাগার (Refinery) স্থাপন করা হইয়াছে)

বন ঃ বিবিধ বনসম্পদের দিক হইতে আসাম খুব সমৃদ্ধ। আসামের বনে প্রচুর কাঠ, বাঁশ ও বেত জন্মায়। বস্তুতঃ আসামেই ভারতের মধ্যে সর্বাধিক বেত জন্মিয়া থাকে। আসামের বনভূমি হস্তী, গণ্ডার, হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ বন্যপশুর বাসভূমি। এইজন্য আসামের বনকে 'শিকারীর স্বর্গ' বলা হয়। আসামের গণ্ডার তাহার বিপুল আয়তন ও স্বকীয়তার জন্য পৃথিবীবিখ্যাত। আসামের হাতিও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কুটির শিল্প ঃ মুগা ও এণ্ডি নামক বিশেষ ধরণের রেশম উৎপাদন আসামের প্রধান কুটির শিল্প। ইহা ছাড়া হাতির দাঁত, বাঁশ ও বেতের বিবিধ হাতের কাজ আসামের উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প।

আসামের জেলাগুলির আয়তন, জনসংখ্যা ইত্যাদি

	জেলার নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট স্ত্রীলোক
১।	গোয়ালপাড়া	৪.০০৭	১৫,৪৩,৮৯২	৮,১২,৭২৩	৭,৩১,১৬৯
২।	কামরূপ	৩,৮০৪	২০,৬২,৫৭২	১১,০৯,৬০৮	৯,৫২,৯৬৪
৩।	দরং	৩,৩৬৯	১২,৮৯,৬৭০	৬,৯৪,৯২৭	৫,৯৪,৭৪৩
৪।	লখিমপুর	৪,৯২৬	১৫,৬৩,৮৪২	৮,৫৩,৮৭৯	৭,০৯,৯৬৩
৫।	নওগাঁও	২,১৬৭	১২,১০,৭৬১	৬,৪৫,৬৯০	৫,৬৫,০৭১
৬।	শিবসাগর	৩,৪৫৩	১৫,০৮,৩০০	৮,০৮,৯৩৫	৬,৯৯,৪৫৫
৭।	কাছাড়	২,৬৮৮	১৩,৭৮,৪৭৬	৭,২২,৪৮৭	৬,৫৫,৯৮৯
৮।	গারো পাহাড়	৩,১১৯	৩,০৭,২২৮	১,৫৬,৭৪০	১,৫০,৪৮৮
৯।	সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়	৫,৭৪৬	৪,৬২,১৫২	২,৪০,৫৪৮	২,২১,৬০৪
১০।	সংযুক্ত মিকির ও উত্তর কাছাড় পাহাড়	৫,৮৭৮	২,৭৯,৭২৬	১,৫০,১২৭	১,২৯,৫৯৯
১১।	মিজো পাহাড়	৮,১৩৪	২,৬৬,০৬৩	১,৩২,৪৬৫	১,৩৩,৫৯৮

॥ আসামের শহরসমূহ ॥

১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে আসামে শহরের সংখ্যা ২৬টি; উহাদের মধ্যে একমাত্র গৌহাটির জনসংখ্যা ১ লক্ষ। রাজ্যের রাজধানী শিলং-এর মিউনিসিপ্যাল এলাকার জনসংখ্যা এক লক্ষ নহে। অবশ্য ক্যান্টনমেন্ট ও অন্যান্য এলাকাসহ উহার জনসংখ্যা লক্ষাধিক। নিম্নে শহরগুলির নাম ও জনসংখ্যা উল্লেখ করা হইল।

	নাম	জনসংখ্যা		নাম	জনসংখ্যা
১।	গৌহাটি	১,০০,৭০৭	১৪।	বড়পেটা	২২,২০৭
২।	শিলং (ক)	৭২,৪৩৮	১৫।	শিবসাগর	১৫,১০৬
৩।	ডিব্রুগড়	৫৮,২৮০	১৬।	গোলাঘাট	১৪,৬৯৯
৪।	শিলচর	৪১,০৬২	১৭।	আইজল	১৪,২৫৭
৫।	নওগাঁও	৩৮,৬০০	১৮।	হাইলাকান্দি	১৪,১৩২
৬।	ডিগবয় (খ)	৩৫,০২৮	১৯।	গোয়ালপাড়া	১৩,৬৯২
৭।	পাণ্ডু	৩১,১৭৩	২০।	হোজাই	১২,৮৫৭
৮।	করিমগঞ্জ	২৮,৬৬৩	২১।	সুয়ালকুচি	১২,০৮৭
৯।	তিনসুকিয়া	২৮,৪৬৮	২২।	বিলাসীপাড়া	১০,০২৫
১০।	ধুবড়ি	২৮,৩৩৫	২৩।	গৌরীপুর	৯,৭৯১
১১।	জোড়হাট	২৪,[illegible]৫৩	২৪।	বড়পেটা রোড	৯,৬৪৮
১২।	তেজপুর	২৪,১৫৯	২৫।	কোক্‌রাঝড়	৯,৪৮৯
১৩।	লামডিং	২৩,১৮৬	২৬।	নলবাড়ী	৯,২৮৫

॥ আসাম হাইকোর্ট (গৌহাটি ॥)

প্রধান বিচারপতি: সি. এস. আর. নাইডু
বিচারপতিগণ: (১) এস. কে. দত্ত ও (২) পি. কে. গোস্বামী
এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল: বি. সি. বড়ুয়া

॥ আসামের মন্ত্রিসভা ॥

॥ মন্ত্রিগণ ॥ ১। বিমলা প্রসাদ চালিহা—মুখ্যমন্ত্রী, নিয়োগ, স্বরাষ্ট্র, রাজনৈতিক বিষয়, সাধারণ প্রশাসন, তথ্য ও জনসংযোগ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, পর্যটন, পরিবহণ,

(ক) ক্যান্টনমেন্ট, নংথিম্মাই ও মাওলাই সহ শিলং-এর লোকসংখ্যা ১,০২,৩৯৮।

(খ) তৈলশহর সহ।

মিউনিসিপ্যাল পরিচালনা, পূর্ত, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান ; ২। কে. পি. ত্রিপাঠী—অর্থ ও শ্রম ; ৩। সি. এস. তেরোন—স্বাস্থ্য, উপজাতি সংক্রান্ত বিষয় ও অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ ; ৪। জে. বি. হাগজের—শিক্ষা ; ৫। এম. এম. চৌধুরী—রাজস্ব, বন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও সংসদীয় বিষয় ; ৬। আর. সি. বড়ুয়া—সরবরাহ, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, আবগারী ; ৭। এল. পি. গোস্বামী—কৃষি, পশু চিকিৎসা, গৃহপালিত পশু, পঞ্চায়েৎ ও সমষ্টি উন্নয়ন ; ৮। বিশ্বদেব শর্মা—শিল্প (কুটির শিল্পসহ), বিদ্যুৎ, খনি ও খনিজদ্রব্য ; ৯। এস. এম. দেব—ত্রাণ ও পুনর্বাসন, রেজিষ্ট্রেশন, মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী ; ১০। এম. এন হাজারিকা—কারা, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, রেশম উৎপাদন ও বয়ন এবং মৎস্য বিভাগ ; ১১। আবদুল মতলিব মজুমদার—আইন, নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজ কল্যাণ।

॥ **প্রতিমন্ত্রিগণ** ॥ ১। সৈয়দ আহামদ আলি—শিক্ষা, ওয়াকফ ; ২। শ্রীমতী পি. কে. গোঁহাই—সমাজ কল্যাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ৩। পি. কে. চৌধুরী—পরিবহণ ও সংসদীয় বিষয় ; ৪। ডি. এন. হাজারিকা—সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েৎ ৫। আলতাফ হোসেন মজুমদার—পূর্ত (সড়ক ও ইমারৎ) ; ৬। রণেন্দ্র বসুমাতারী—রাজস্ব, বন, উপজাতি অঞ্চল।

॥ **উপমন্ত্রিগণ** ॥ এস. এন টেরাঙ্গ—উপজাত সংক্রান্ত বিষয় ও অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ ; ২। দণ্ডি রাম দত্ত—কৃষি ও সেচ এবং ৩। ছাত্রগোপাল কর্মকার—শ্রম।

॥ আসাম বিধানসভা ॥

স্পীকার : মহীকান্ত দাস

ডেপুটি স্পীকার : আতাউর রহমান

॥ আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন

চেয়ারম্যান : এস. এন. বড়কাটাকি

সদস্য : আর. থানলিরা

॥ আসামের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ॥

নাম	স্থাপিত	ভাইসচ্যান্সেলার
১। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৪৮	শ্রী এম. এন. গোস্বামী
২। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬৫	ডঃ বি. আর. শেঠ।

॥ উড়িষ্যা ॥

রাজ্যপাল : ডঃ সৌকতুল্লা আন্সারী

রাজধানী : ভুবনেশ্বর। আয়তন : ৬০,১৬৪ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ১,৭৫,৪৮,৮৪৬। জনবসতির ঘনত্ব : ২৯২ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : ওড়িয়া। শিক্ষিতের হার ২১·৭% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। আর. এন. সিং দেও—মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ, স্বরাষ্ট্র (কারা ও জনসংযোগ বাদে), পরিকল্পনা ও সমবায়; ২। পবিত্রমোহন প্রধান—উপমুখ্যমন্ত্রী, রাজনৈতিক বিষয়, চাকুরী, খনি ও ভূবিদ্যা; ৩। রাজবল্লভ মিশ্র—সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েৎ রাজ, শ্রমিক, নিয়োগ ও কৃষি; ৪। সুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়েক—রাজস্ব, সেচ ও বিদ্যুৎ; ৫। হরিহর প্যাটেল—শিল্প, বাণিজ্য, কারা ও জনসংযোগ; ৬। শান্তনুকুমার দাস—উপজাতি ও পল্লী কল্যাণ, আবগারী; ৭। নিত্যানন্দ মহাপাত্র—সরবরাহ ও সাংস্কৃতিক বিষয়; ৮। এন. রামশেসাইয়া—স্বাস্থ্য; ৯। হরপ্রসাদ মহাপাত্র—আইন, শহরাঞ্চল উন্নয়ন, পূর্ত ও পরিবহণ; ১০। দয়ানিধি নায়ক—সড়ক ও ইমারত শাখার জনস্বাস্থ্য পূর্ত ব্যতীত পূর্ত ও পরিবহন; ১১। মুরারী প্রসাদ মিশ্র—বন, কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য; ১২। বনমালী পট্টনায়ক—শিক্ষা।

॥ উপমন্ত্রিগণ ॥ ১। হিমাংশুশেখর পাধি—রাজস্ব, সেচ ও বিদ্যুৎ; ২। মনমোহন টুডু—উপজাতি ও পল্লী কল্যাণ; ৩। অনন্ত নারায়ণ সিং দেও—সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ; ৪। কার্তিক চন্দ্র মাঝি—অর্থ ও স্বরাষ্ট্র; ৫। বৃন্দাবন ত্রিপাঠি—কৃষি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়; ৬। গোবিন্দ মুন্দা—স্বাস্থ্য এবং স্বরাষ্ট্র; এবং ৭। গঙ্গাধর প্রধান—সমবায়, বন ও কৃষি।

॥ উত্তর প্রদেশ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীগোপাল রেড্ডী

রাজধানী : লক্ষ্ণৌ। আয়তন : ১,১৩,৬৫৪ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৭,৩৭,৪৬,৪০১। জন-বসতির ঘনত্ব : ৬৪৯ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : হিন্দী ও উর্দু। শিক্ষিতের হার : ১৭·৬% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। চন্দ্রভানু গুপ্ত—মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সাধারণ প্রশাসন, নিয়োগ, তথ্য, রাজনৈতিক পেনসান, বন ও আবগারী ; ২। কমলাপতি ত্রিপাঠী —সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৩। গিরিধারী লাল—পূর্ত ও সরকারী এষ্টেট ; ৪। মঙ্গলা-প্রসাদ—খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ ; ৫। চতুর্ভুজ শর্মা—রাজস্ব, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ৬। ডঃ সীতারাম—কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, পশুপালন ও মৎস্য ; ৭। শান্তিপ্রপন্ন শর্মা—শিল্প ও পরিবহণ ; ৮। লক্ষ্মীরমন আচার্য—অর্থ, বিক্রয় কর, ষ্ট্যাম্প-এর মাশুল ও রেজিষ্ট্রেশন ; ৯। রামজীলাল সহায়ক—শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা ; ১০। লক্ষ্মীশংকর যাদব—সমবায় ; ১১। শ্রীমতী বিদ্যাবতী রাঠোর—হরিজন ও সমাজকল্যাণ ; ১২। স্বামীপ্রসাদ সিং—বিচার, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় ; ১৩। নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী—পরিকল্পনা, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান, শ্রম ও পঞ্চায়েতী রাজ ; ১৪। কৃষ্ণানন্দ রায়—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ; ১৫। অতিকুর রহমান—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও মুসলীম ওয়াকফ এবং ১৬। অজিত প্রতাপ সিং—কারা, অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং ক্রীড়া।

॥ কেরালা ॥

রাজ্যপাল : শ্রী ভি. বিশ্বনাথন

রাজধানী : ত্রিবান্দ্রাম। আয়তন : ১৫,০০২ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ১,৬৯,০৩,৭১৫। জন-বসতির ঘনত্ব : ১১২৭ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : মালায়ালাম। শিক্ষিতের হার : ৪৬·৮% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, যোজনা, স্বরাষ্ট্র (পুলিশ, নির্বাচন ও দুর্নীতি দমন), দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন পরিচালনা, তথ্য ও প্রচার, অর্থ, বীমা, মাল ক্রয় ; ২। শ্রীমতী কে. আর. গৌরী—রাজস্ব, আইন ও আইন-প্রণয়ন, সামাজিক কল্যাণ ; ৩। ই. কে. ইম্বিচি বাভা—পরিবহণ ও যোগাযোগ, মোটর যান, কারা, পুরাতত্ত্ব, মিউজিয়াম ও পশুশালা ; ৪। এম. কে. কৃষ্ণাণ—বন, হরিজন কল্যাণ, উপনিবেশ স্থাপন ও গৃহনির্মাণ ; ৫। এম. এন. গোবিন্দন নায়ার—কৃষি, পশুপালন, ডেয়ারী উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ ; ৬। টি. ভি. টমাস—শিল্প ও বাণিজ্য, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, হস্তচালিত তাঁত ও নারিকেল ছোবড়া, খেলাধূলা এবং খনি-শিল্প ও ভূ-বিদ্যা ; ৭। পি. আর. কুরুপ—সেচ, সমবায় ও দেবস্বোম ; ৮। সি. এইচ. মহম্মদ কোয়া—শিক্ষা ও

॥ উড়িষ্যা ॥

রাজ্যপাল : ডঃ সৌকতুল্লা আন্সারী

রাজধানী : ভুবনেশ্বর। আয়তন : ৬০,১৬৪ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ১,৭৫,৪৮,৮৪৬। জনবসতির ঘনত্ব : ২৯২ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : ওড়িয়া। শিক্ষিতের হার ২১·৭% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। আর. এন. সিং দেও—মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ, স্বরাষ্ট্র (কারা ও জনসংযোগ বাদে), পরিকল্পনা ও সমবায় ; ২। পবিত্রমোহন প্রধান—উপমুখ্যমন্ত্রী, রাজনৈতিক বিষয়, চাকুরী, খনি ও ভূবিদ্যা ; ৩। রাজবল্লভ মিশ্র—সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েৎ রাজ, শ্রমিক, নিয়োগ ও কৃষি ; ৪। সুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়েক—রাজস্ব, সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৫। হরিহর প্যাটেল—শিল্প, বাণিজ্য, কারা ও জনসংযোগ ; ৬। শান্তনুকুমার দাস—উপজাতি ও পল্লী কল্যাণ, আবগারী ; ৭। নিত্যানন্দ মহাপাত্র—সরবরাহ ও সাংস্কৃতিক বিষয় ; ৮। এন. রামশেসাইয়া—স্বাস্থ্য ; ৯। হরপ্রসাদ মহাপাত্র—আইন, শহরাঞ্চল উন্নয়ন, পূর্ত ও পরিবহণ ; ১০। দয়ানিধি নায়ক—সড়ক ও ইমারত শাখার জনস্বাস্থ্য পূর্ত ব্যতীত পূর্ত ও পরিবহন ; ১১। মুরারী প্রসাদ মিশ্র—বন, কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য ; ১২। বনমালী পট্টনায়ক—শিক্ষা।

॥ উপমন্ত্রিগণ ॥ ১। হিমাংশুশেখর পাধি—রাজস্ব, সেচ ও বিদ্যুৎ ; ২। মনমোহন টুডু—উপজাতি ও পল্লী কল্যাণ ; ৩। অনন্ত নারায়ণ সিং দেও—সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ ; ৪। কার্তিক চন্দ্র মাঝি—অর্থ ও স্বরাষ্ট্র ; ৫। বৃন্দাবন ত্রিপাঠি—কৃষি, পরিকল্পনা ও সমন্বয় ; ৬। গোবিন্দ মুন্দা—স্বাস্থ্য এবং স্বরাষ্ট্র ; এবং ৭। গঙ্গাধর প্রধান—সমবায়, বন ও কৃষি।

॥ উত্তর প্রদেশ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীগোপাল রেড্ডী

রাজধানী : লক্ষ্ণৌ। আয়তন : ১,১৩,৬৫৪ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৭,৩৭,৪৬,৪০১। জন-বসতির ঘনত্ব : ৬৪৯ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : হিন্দী ও উর্দু। শিক্ষিতের হার : ১৭·৬% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। চন্দ্রভানু গুপ্ত—মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সাধারণ প্রশাসন, নিয়োগ, তথ্য, রাজনৈতিক পেনসান, বন ও আবগারী; ২। কমলাপতি ত্রিপাঠী—সেচ ও বিদ্যুৎ; ৩। গিরিধারী লাল—পূর্ত ও সরকারী এষ্টেট; ৪। মঙ্গলাপ্রসাদ—খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ; ৫। চতুর্ভুজ শর্মা—রাজস্ব, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ৬। ডঃ সীতারাম—কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, পশুপালন ও মৎস্য; ৭। শান্তিপ্রপন্ন শর্মা—শিল্প ও পরিবহণ; ৮। লক্ষ্মীরমন আচার্য—অর্থ, বিক্রয় কর, ষ্ট্যাম্প-এর মাশুল ও রেজিষ্ট্রেশন; ৯। রামজীলাল সহায়ক—শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা; ১০। লক্ষ্মীশংকর যাদব—সমবায়; ১১। শ্রীমতী বিদ্যাবতী রাঠোর—হরিজন ও সমাজকল্যাণ; ১২। স্বামীপ্রসাদ সিং—বিচার, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়; ১৩। নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী—পরিকল্পনা, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান, শ্রম ও পঞ্চায়েতী রাজ; ১৪। কৃষ্ণানন্দ রায়—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য; ১৫। অতিকুর রহমান—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও মুসলীম ওয়াকফ এবং ১৬। অজিত প্রতাপ সিং—কারা, অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং ক্রীড়া।

॥ কেরালা ॥

রাজ্যপাল: শ্রী ভি. বিশ্বনাথন

রাজধানী: ত্রিবান্দ্রাম। আয়তন: ১৫,০০২ বর্গমাইল। জনসংখ্যা: ১,৬৯,০৩,৭১৫। জন-বসতির ঘনত্ব: ১১২৭ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা: মালায়ালাম। শিক্ষিতের হার: ৪৬.৮% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, যোজনা, স্বরাষ্ট্র (পুলিশ, নির্বাচন ও দুর্নীতি দমন), দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন পরিচালনা, তথ্য ও প্রচার, অর্থ, বীমা, মাল ক্রয়; ২। শ্রীমতী কে. আর. গৌরী—রাজস্ব, আইন ও আইন-প্রণয়ন, সামাজিক কল্যাণ; ৩। ই. কে. ইম্বিচি বাভা—পরিবহণ ও যোগাযোগ, মোটর যান, কারা, পুরাতত্ত্ব, মিউজিয়াম ও পশুশালা; ৪। এম. কে. কৃষ্ণাণ—বন, হরিজন কল্যাণ, উপনিবেশ স্থাপন ও গৃহনির্মাণ; ৫। এম. এন. গোবিন্দন নায়ার—কৃষি, পশুপালন, ডেয়ারী উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ; ৬। টি. ভি. টমাস—শিল্প ও বাণিজ্য, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, হস্তচালিত তাঁত ও নারিকেল ছোবড়া, খেলাধূলা এবং খনি-শিল্প ও ভূ-বিদ্যা; ৭। পি. আর. কুরুপ—সেচ, সমবায় ও দেবস্বোম; ৮। সি. এইচ. মহম্মদ কোয়া—শিক্ষা ও

ওয়াকফ বোর্ড ; ৯। কে. আভুক্কাদারকুট্টি নাহা—পঞ্চায়েৎ, সমষ্টি উন্নয়ন, পল্লী আদালত, মৎস্য ; ১০। টি. কে. দিবাকরণ—পূর্ত, নগর পরিকল্পনা, পর্যটন, মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি ও ত্রিবান্দ্রাম ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ; ১১। বি. ওয়েলিংডন—স্বাস্থ্য, আয়ুর্বেদ ও জনস্বাস্থ্য—পূর্ত এবং ১২। নাথাই মঞ্জুরন—শ্রম, শিক্ষা ও নিয়োগ এবং কারখানা ও বয়লার।

॥ গুজরাট ॥

রাজ্যপাল : শ্রীমন নারায়ণ

রাজধানী : আহ্‌মেদাবাদ। আয়তন : ৭২,২৪৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ২,০৬,৩৩,৩৫০। জন-বসতির ঘনত্ব : ২৮৬ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : গুজরাটি। শিক্ষিতের হার : ৩০·৫% জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ হিতেন্দ্রকুমার দেশাই—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, যোজনা, স্বরাষ্ট্র তথ্য এবং শিল্প-নীতি ; ২। ঠাকুরভাই এম. দেশাই—পঞ্চায়েৎ, সমষ্টি প্রকল্প, সমবায়, কৃষি, বন ও সর্বোদয় ; ৩। বাবুভাই জে. প্যাটেল—পূর্ত, অসামরিক সরবরাহ, বিদ্যুৎ ; ৪। যশোবন্ত এন. মেহ্‌তা—অর্থ ও শিল্প ; গোবর্ধন দাস আর. চোথাওয়ালা—শিক্ষা ও মিউনিসিপ্যালিটি ; ৬। ফতেসিনরাও পি. গাইকোয়াড়—স্বাস্থ্য, মৎস্য ও কারা ; ৭। প্রেমজীভাই বি. ঠাকর—রাজস্ব, আইন, বিচার বিভাগ, বন্দর, বাসস্থান নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং মোজাম্বিক, বার্মা, জাঞ্জিবার ও পূর্ব আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ ; ৮। শান্তিলাল আর. শাহ্—শ্রম, সামাজিক কল্যাণ, মাদক বর্জন ও আবগারী, পুনর্বাসন এবং গৃহনির্মাণ ; ৯। চিমনভাই জে প্যাটেল—সড়ক পরিবহণ, সংসদীয় বিষয়, জনসংযোগ, খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক উদ্যোগ।

॥ **উপমন্ত্রিগণ** ॥ ১। মাধবলাল বি. শাহ—কৃষি, পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও সর্বোদয় ; ২। শ্রীমতী উর্মিলাবেন পি. ভাট—পূর্ত (সেচসহ) ও স্বাস্থ্য ; ৩। জয়রাম এ. প্যাটেল—স্বরাষ্ট্র, তথ্য, সেচ, বিদ্যুৎ ও অসামরিক সরবরাহ ; ৪। শান্তিলাল এস. শাহ্—রাজস্ব ; ৫। হিমতলাল এম. রাজওয়াড়ি—সামাজিক কল্যাণ, মাদক বর্জন ও আবগারী ; ৬। পরমানন্দ জে. ওজা—বন ও সড়ক পরিবহণ।

॥ জম্মু ও কাশ্মীর ॥

রাজ্যপাল : শ্রীভগবান সহায়

রাজধানী : শ্রীনগর। জনসংখ্যা : ৩৫,৬০,৯৭৬। ভাষা : কাশ্মীরী, ডোগ্রি ও উর্দু। শিক্ষিতের হার : ১১% জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। জি. এম. সাদিক—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, চাকুরী, আইন ও শৃঙ্খলা, সৈন্য, পুলিশ, শিক্ষা, পর্যটন, গ্রন্থাগার, গবেষণা, প্রকাশন, সাধারণ দলিল, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া, কারিগরী শিক্ষা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান এবং কৃষি উৎপাদন ; ২। জি. এল. ডোগ্রা—ভূমি রাজস্ব ও দলিল, মেট্রিক ওজন ও মাপ, দাতব্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ভাতা ও জায়গীর, উদ্বাস্তু সম্পত্তি, তথ্য ও প্রচার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ষ্টেশনারি ও মুদ্রণ, আইন ও বিচার, ভোটাধিকার ও আইন প্রণয়ন, আবগারী ও কর, অর্থ ও বাজেট, খাদ্য সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ; ৩। মহম্মদ আয়ুব খান—স্বাস্থ্য নিবাস ও কারা, মিউনিসিপ্যালিটি, সমাজকল্যাণ এবং তপশিলী জাতি ও অনুন্নত শ্রেণী, বন, বন্যপ্রাণী এবং মৎস্য ; ৪। পীর গিয়াসুদ্দীন—শিল্প ও বাণিজ্য, খনিজ দ্রব্য ও শিল্প, ভূতত্ত্ব ও খনি শিল্প, বিদ্যুৎ, লাদাখ ঘটিত বিষয়, ট্রেড কমিশন ও শ্রমিক পরিচালন এবং ৫। রঞ্জিৎ সিং জামওয়াল—সড়ক ও ইমারৎ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পূর্ত, নক্সা ও পরিকল্পনা অধিকার, পরিবহণ।

॥ **প্রতিমন্ত্রী** ॥ ১। এ. জি. গোনি—অর্থ।

॥ **উপমন্ত্রিগণ** ॥ ১। নুরমহম্মদ—শিক্ষা ও পর্যটন ; ২। মুফতি মহম্মদ সৈয়দ—কৃষি ও সমবায় ; ৩। মহম্মদ সফি—পশুপালন ও সমষ্টি উন্নয়ন ; ৪। মহম্মদ দিন বন্দে—তথ্য ও প্রচার ; ৫। গুরুমুখ সিং—পুনর্বাসন এবং ৬। পরমানন্দ—পরিবহণ।

॥ নাগাল্যাণ্ড ॥

রাজ্যপাল : শ্রী বি. কে. নেহরু

রাজধানী : কোহিমা। আয়তন : ৬৩৬৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৩,৬৯,২০০। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৪৮ জন। শিক্ষিতের হার : ১৭.৯% জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। হোকিসে সেমা—মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও সাধারণ প্রশাসন, তথ্য ও প্রচার; ২। আর. সি. চিতেন জামির—অর্থ ও রাজস্ব, পরিকল্পনা, শিল্প ও বাণিজ্য; ৩। জন বসকো জাসোকি—শিক্ষা ও সংস্কৃতি, গবেষণা, বন, ভূতত্ত্ব ও খনি; ৪। টি. এন. আঙ্গামি—পূর্ত ও বিদ্যুৎ; ৫। আকুম ইমলং—তুয়েনসাং ঘটিত বিষয়, সরবরাহ ও আবগারী; ৬। টি. কিকন—আইন ও সংসদীয় বিষয়, কৃষি।

॥ **প্রতিমন্ত্রিগণ** ॥ ১। এন. এস. ওড্যও—পরিবহণ ও যোগাযোগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ২। ইহেঝো ঝিমোমি—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, সমবায়; ৩। কোরামোয়া জামির—সমষ্টি উন্নয়ন, শহর ও পল্লী উন্নয়ন; ৪। সি. কোনিয়াক—কারা, পশুচিকিৎসা ও পশুপালন; ৫। ডব্লু. কাপ্‌কো—শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন।

॥ **উপমন্ত্রিগণ** ॥ ১। জেড. আও—বন ও মৎস্য; ২। আর. থং—পূর্ত; ৩। এন. সেমা—তথ্য ও প্রচার; ৪। টি. হানসো—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য এবং ৫। পুন্থহো—কৃষি।

॥ পাঞ্জাব ॥

রাজ্যপাল : ডঃ ডি. সি. পাভাতে

রাজধানী : চণ্ডীগড়। আয়তন : ২১,৬৩০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ১,১৪০০,০০০। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৫৭২ জন। ভাষা : পাঞ্জাবী। শিক্ষিতের হার : ২৭·১% জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। এস. গুরুনাম সিং—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, নির্বাচন, কারা, বিচার, বিধানিক বিষয়, পরিবহণ, জনসংযোগ, পর্যটন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, বন, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎরাজ, খাদ্য ও সরবরাহ, আবগারী ও কর ইত্যাদি; ২। বলরাম দাস ট্যাণ্ডন—শিল্প ও কুটির শিল্প, শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষণ; ৩। এস. সোহন সিং বাস্‌সি—সেচ ও বিদ্যুৎ, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পূর্ত, গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ, কারিগরি শিক্ষা, ১৯২৫ সালের শিখ গুরুদ্বার আইন, শিক্ষা ও ভাষা; ৪। এস. আত্মা সিং—রাজস্ব, ভূমি সংস্কার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ৫। কৃষ্ণলাল—অর্থ, পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, শ্রম, নিয়োগ, সংসদীয় বিষয়, স্থানীয় শাসন এবং ৬। ডঃ ভগৎ সিং—মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী, সমাজকল্যাণ, তপশিলী জাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ।

॥ বিহার ॥

রাজ্যপাল : শ্রী নিত্যানন্দ কানুনগো

রাজধানী : পাটনা। আয়তন : ৬৭,১৯৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৪,৬৪,৫৫,৬১০। জনবসতির ঘনত্ব : ৬৯১ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : হিন্দী। শিক্ষিতের হার : ১৮·৪% জন।

বর্তমানে এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু আছে।

॥ মধ্যপ্রদেশ ॥

রাজ্যপাল : শ্রী কে. সি. রেড্ডী

রাজধানী : ভূপাল। আয়তন : ১,৭১,২১৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৩,২৩,৭২,৪০৮ ; জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ১৮৯ জন। ভাষা : হিন্দী। শিক্ষিতের হার : ১৭·১% জন।

॥ মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা ॥

মধ্যপ্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে পদত্যাগ করেন। অতঃপর কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রীর পদগ্রহণ করেন শ্রীশ্যামাচরণ শুক্ল। তিনি এবং অন্যতম মন্ত্রী শ্রীকুঞ্জিলাল দুবে ২৬শে মার্চ শপথগ্রহণ করেন। অতঃপর ৯ই মে আরও ৩৪ জন মন্ত্রী শপথগ্রহণ করেন। সংবাদে প্রকাশ পরে আরও ৪ জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন। নিম্নে মন্ত্রিদের নামের তালিকা দেওয়া হইল।

॥ পূর্ণমন্ত্রী ॥ ১। শ্যামাচরণ শুক্ল—মুখ্যমন্ত্রী, ২। কুঞ্জিলাল দুবে, ৩। হরিপ্রসাদ চতুর্বেদী, ৪। বসন্তরাও উইকে, ৫। শত্রুঘ্ন সিং তেওয়ারী, ৬। জগদীশ নারায়ণ আওয়াস্থি, ৭। বেদরাম, ৮। কৃষ্ণপাল সিং, ৯। গঙ্গারাম তেওয়ারী, ১০। ভানুপ্রতাপ সিং ১১। ডঃ দেবী সিং. ১২। শিবভানু সোলাঙ্কি, ১৩। মহন্তবিসাহু দাশ, ১৪। ভগবৎ সাবু এবং ১৫। কে. এন. প্রধান,

॥ প্রতিমন্ত্রী ॥ ১। ভূপালরাও পাওয়ার, ২। নন্দকিশোর শর্মা, ৩। শ্রীমতী সুশীলা দিক্ষীত, ৪। কুমারী বিমলা বর্মা, ৫। ঝুমুকলাল ভেদিয়া, ৬। পরশরাম ধুর্ভে, ৭। হরিপ্রসাদ শুক্ল, ৮। প্যারেলাল. ৯। বৃজকিশোর প্াতোরিয়া ১০। চিতকান্ত জয়সওয়াল, ১০। চাঁদমল লুনিয়া, ১২। মাধবলাল দুবে, ১৩।

কেদারনাথ রাওয়াৎ, ১৪। যুগলকিশোর বাজাজ, ১৫। প্রভুনারায়ণ ট্যাণ্ডন, ১৬। মহম্মদ বসিরখান। ১৭। নন্দরাম দাস বালকবি বৈরাগী।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। প্রভুদয়াল গাহ্‌লট. ২। দেবসাই, ৩। কানাইলাল কোসারিয়া এবং ৪। ছোটেলাল।

॥ মহারাষ্ট্র ॥

রাজ্যপাল : ডঃ পি. ভি. চেরিয়ান

রাজধানী : বোম্বাই। আয়তন : ১,১৮,৭১৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৫,৯৫,৫৩,৭১৮। জনবসতির ঘনত্ব : ৩৩৩ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : মারাঠী। শিক্ষিতের হার : ২৯.৮% জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ বসন্তরাও ফুলসিং নায়েক (মুখ্যমন্ত্রী)—সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র ও যোজনা; ২। ডি. এস. দেশাই—রাজস্ব; ৩। এস. বি. চবন—সেচ, শক্তি, বিদ্যুৎ উৎপাদন; ৪। জি. বি. খেদকার—পল্লী উন্নয়ন; ৫। পি. কে. সাবন্ত—কৃষি; ৬। পি. জি. খের—শহরাঞ্চল উন্নয়ন; ৭। এস. কে. বানখেড়ে—অর্থ, আইন, বিচার ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়; ৮। এম. ডি. চৌধুরী—শিক্ষা; ৯। এন. এম. তিড়কে—শ্রম; ১০। ডঃ রফিক জাকেরিয়া—জনস্বাস্থ্য ও ওয়াকফ্; ১১। আর. এ. পাতিল—শিল্প, বিদ্যুৎ ও ছাপাখানা; ১২। ওয়াই. জে. মোহিতে—গৃহনির্মাণ, রাজ্যসড়ক ও পরিবহণ; ১৩। এম. এ. ভৈরালে—ইমারৎ, যোগাযোগ ও পর্যটন; ১৪। এইচ. জি. বার্তক—খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ, খরজমি ও মৎস্য; ১৫। বি. এম. যাজ্ঞিক—মাদক বর্জন; ১৬। বি. এম. ভারস্কর—সমাজ কল্যাণ এবং ১৭। এন. কে. তিরপুড়ে—বন।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। বি. জে. খাটাল—সেচ, বিদ্যুৎ ও কৃষি; ২। কে. পি. পাতিল—স্বরাষ্ট্র, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ; ৩। দাদাসাহেব (ওরফে ডি. এস. জগতপ)—ইমারৎ ও যোগাযোগ, শ্রম, মৎস্য, খরজমি ও বিধানিক বিষয়; ৪। এস. বি. পাতিল—রাজস্ব ও সমবায়; ৫। এম. জে. আগরওয়াল—শহরাঞ্চলের উন্নয়ন, গৃহ নির্মাণ, রাজ্যসড়ক ও ক্ষুদ্রসঞ্চয়; ৬। ভি. এইচ. হীরে—পল্লী উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ: ৭। এস. এ. সোলাঙ্কে—শিক্ষা ও শিল্প; ৮। শ্রীমতী প্রতিভা ডি. পাতিল—জনস্বাস্থ্য ও মাদক বর্জন এবং ৯। আর. এম. প্যাটেল—বন।

॥ মহীশূর ॥

রাজ্যপাল : শ্রীগোপালস্বরূপ পাঠক

রাজধানী : বাঙ্গালোর। আয়তন : ৭৪,২১০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ২,৩৫,৮৬,৭৭২। জনবসতির ঘনত্ব : ৩১৮ জন প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার : ২৫.৪% জন। ভাষা : কানাড়া।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। বীরেন্দ্র পাতিল—মুখ্যমন্ত্রী; ২। মহম্মদ আলি মেহ্‌তাব—পরিবহণ; ৩। রামকৃষ্ণ হেগড়ে—অর্থ, যুবআন্দোলন; ৪। কে. পুট্টাস্বামী—শ্রম; ৫। বি. রাচিয়া—কৃষি; ৬। পি. এম. নদ গৌদা—উন্নয়ন; ৭। কে. ভি. শঙ্কর গৌদা—শিক্ষা; ৮। কে. লাক্কাপ্পা—পূর্ত; ৯। এম. রাজশেখর মূর্তি—শিল্প, তথ্য ও প্রচার; ১০। ওয়াই. রামকৃষ্ণ—স্বাস্থ্য; ১১। ভি. এল. পাতিল—সমাজকল্যাণ এবং ১২। এইচ. ভি. কৌজালগি—রাজস্ব ও আইন।

॥ **প্রতিমন্ত্রিগণ** ॥ ১। এ. জে. ডোদ্দামেতি—ক্ষুদ্র সেচ; ২। আলুর হনুমানথাপ্পা—বন; ৩। জি. বি. শঙ্কররাও—পশু চিকিৎসা ও পশুপালন; ৪। এইচ. সি. লিঙ্গরেড্ডি—মৎস্য ও বন এবং ৫। বি. ভিটলদাস শেঠী—অসামরিক সরবরাহ ও খাদ্য।

॥ **উপমন্ত্রিগণ** ॥ ১। এই. সি. বোরিয়া—পরিবহণ, ২। এ. পি. আপ্পান্না—শিল্প; ৩। ডি. বি. পাওয়ার—কৃষি; ৪। বি. এল. গৌদা—সমবায়; ৫। ডি. পরমেশ্বরপ্পা—প্রধান সেচ ও বিদ্যুৎ; ৬। শ্রীমতী বাসব রাজেশ্বরী—সমাজ কল্যাণ; ৭। জি. বাসবনাপ্পা—স্বাস্থ্য; ৮। এন. এম. কোত্রা বাসবিয়া সো—শিক্ষা; ৯। বি. মাগারি—পূর্ত; ১০। জি. মাম্মান্না—রেশম চাষ এবং ১১। মাণিক্যরাও পাতিল—স্বরাষ্ট্র।

॥ মাদ্রাজ ॥

রাজ্যপাল : সর্দার উজ্জ্বল সিং

রাজধানী : মাদ্রাজ। আয়তন : ৫০,৩৩১ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৩,৩৬,৮৬,৯৫৩। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৬৬৯ জন। ভাষা : তামিল; শিক্ষিতের হার : ৩১.৪% জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। এম. করুণানিধি—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, নির্বাচন, মাদক বর্জন, আইন সভা, তথ্য ও প্রচার, চলচ্চিত্র আইন; ২। কে. এ. মাথিয়ালগন—অর্থ, পরিকল্পনা, রাজস্ব, বিক্রয় কর, বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতীয়গণ; ৩। এ. গোবিন্দস্বামী—খাদ্য, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য, বন ও সিনকোনা; ৪। শ্রীমতী সত্যবাণী মুথু—জনস্বাস্থ্য, ঔষধ, হরিজন কল্যাণ, মহিলা ও শিশুকল্যাণ, ষ্টেশনারী ও মুদ্রণ, পর্যটন, অনাথ আশ্রম; ৫। এস. মাধবন—শিল্প, বয়ন, সুতা, হস্তচালিত তাঁত, খনি ও খনিজ পদার্থ, লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা (কারিগরী শিক্ষাসহ), সরকারী ভাষা, আইন ও আদালত; ৬। এস. জে. সাদিক পাশা—পূর্ত, ক্ষুদ্র সেচ, রাজপথ ও ওয়াকফ; ৭। এম. মুথুস্বামী—মিউনিসিপাল প্রশাসন, সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎ, ভূদান ও গ্রামদান, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, পল্লী শিল্প প্রকল্প; ৮। পি. ইউ. সন্মুখম—শ্রম, রেজিষ্ট্রেশন, পাশপোর্ট, বন্দর, কারা, ওজন ও মাপসংক্রান্ত আইন, নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ; ৯। এস. বি. আদিত্যন—সমবায়, পরিবহণ, রাষ্ট্রায়ত্ব পরিবহণ ও মোটর গাড়ীর ট্যাক্স; ১০। কে. ভি. সুব্বিয়া—ধর্মীয় ভাতা, গৃহ ও বাসস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং ১১। ও. পি. রমণ—বিদ্যুৎ এবং টাকা ধার দেওয়া সম্পর্কে আইন।

॥ রাজস্থান ॥

রাজ্যপাল : সর্দার হুকুম সিং

রাজধানী : জয়পুর। আয়তন : ১,৩২,১৫২ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ২,০১,৫৫,৬০২। জনবসতির ঘনত্ব : ১৫৩ জন প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : হিন্দী ও রাজস্থানী। শিক্ষিতের হার : ১৫·২% জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। মোহনলাল সুখাদিয়া—মুখ্যমন্ত্রী, নিয়োগ, সাধারণ প্রশাসন, রাজনৈতিক বিষয় ও বিদ্যুৎ; ২। মথুরাদাস মাথুর—পরিকল্পনা, অর্থ, কর ও আবগারী; ৩। দামোদরলাল ব্যাস—স্বরাষ্ট্র ও অসামরিক রক্ষাব্যবস্থা; ৪। হরিদেও যোশী—শিল্প, সরবরাহ, খনি ও সরকারী উদ্যোগ; ৫। রামকিশোর ব্যাস—রাজস্ব ও ভূতপূর্ব সৈন্য; ৬। বরকত্ উল্লা খাঁ—আইন, বিচার, বিধানসভা, ওয়াকফ, কারা; ৭। বীরসুন্দর শর্মা—চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য; শ্রম ও চাকুরী ৮। পরশরাম মাদেরনা—খাদ্য, দুর্ভিক্ষে সাহায্য, পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন; ৯। আমীন উদ্দিন আহ্‌মদ—পূর্ত, ছাপাখানা ও ষ্টেশনারী; ১০। নারায়ণ সিং মাসুদা—বন, নির্বাচন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান; ১১।

শোভারাম—কৃষি ও সমবায় ; ১২। ভিখাভাই—স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, নগর পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ; ১৩। রামপ্রসাদ লাধা—সেচ, রাজস্থান খাল প্রকল্প ; ১৪। অমৃতলাল যাদব—পরিবহণ, খাদি ও গ্রামীন শিল্প ; ১৫। শিবচরণ মাথুর—শিক্ষা।

॥ **প্রতিমন্ত্রিগণ** ॥ ১) মনফুল সিং—পশুপালন, বড়সেচ ও রাজস্থান খাল (২) শ্রীমতী সুমিত্রা সিং—পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য ; (৩) হীরালাল দেউপুরা—পর্য্যটন, জনসংযোগ, স্বরাষ্ট্র ; (৪) জয়কৃষ্ণ শর্মা—আয়ুর্ব্বেদ, ত্রাণ ও পুর্ণর্বাসন, অর্থ ; (৫) বি. এন. যোশী—সমাজকল্যাণ।

॥ **উপমন্ত্রিগণ** ॥ ১) রাউধীর সিং ; (২) গঙ্গারাম চৌধুরী ; (৩) ক্ষেত সিং ; (৪) রামদেও সিং ; (৫) শ্রীমতী প্রভা মিশ্র ; (৬) ভীম সেন (৭) হরিসিং কোনে ; (৮) মাধো সিং ; (৯) প্রদ্যুমন সিং ; (১০) শিবচরণ সিং ; (১১) কানাইয়া লাল ; (১২) রামচরণ ; (১৩) সমরত্ লাল (১৪) বীজপ্রকাশ গোয়েল।

॥ হরিয়াণা ॥

রাজ্যপাল : শ্রী বি. এন. চক্রবর্তী

রাজধানী : চণ্ডীগড়। আয়তন : ১৬,৬৭০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৭৫,৯০,৫৪৩। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৪৪৭ জন। শিক্ষিতের হার : ২৫% জন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। বংশীলাল—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, বিচার, পরিবহন, পর্যটন, শিক্ষা, নগর ও পল্লী পরিকল্পনা, পূর্ত, শিল্প ও শিল্পঘটিত শিক্ষা ; ২। শ্রীমতী ওমপ্রভা জৈন—অর্থ, পরিকল্পনা, আবগারী ও কর, রাজস্ব, পুণর্বাসন, ভাষা, বিধানিক বিষয়, সাংস্কৃতিক বিষয় ও পশুপালন ; ৩। কানাইয়া লাল পসোয়াল—সেচ ও বিদ্যুৎ, খাদ্য ও সরবরাহ, ক্রীড়া, নির্বাচন ; ৪। খুরসেদ আহ্মদ—স্বাস্থ্য, স্থানীয় শাসন, গৃহ নির্মাণ, ওয়াকফ, উন্নয়ন ও পঞ্চায়েৎ, সমবায়, কারা এবং ৫। রাম সিং—শ্রম ও নিয়োগ, মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী, সমাজ কল্যাণ, তপশিলীজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ, পূর্ত (ইমারৎ ও সড়ক), স্থাপত্য শিল্প, বন, মৎস্য, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং কৃষি।

॥ ত্রিপুরা ॥

চিফ্ কমিশনার : ইউ. এন. শর্মা

রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ : শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক

রাজ্য বিধানসভার সহ-অধ্যক্ষ : শ্রীমনোরঞ্জন নাথ

রাজধানী : আগড়তলা। আয়তন : ৪,০৩৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১১,৪২,০০৫। মোট পুরুষের সংখ্যা : ৫,৯১,২৩৭। মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যা : ৫,৫০,৭৬৮। প্রতি ১,০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৩২ জন। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ২৮৩ জন। মোট শিক্ষিতের হার : ২০.২%। শিক্ষিত পুরুষের হার : ২৯.৬%। শিক্ষিত স্ত্রীলোকের হার : ১০.২%।

ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। কিংবদন্তী অনুসারে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে রাজা যযাতি তাঁহার পুত্র দ্রুহ্যকে নির্বাসনদণ্ড দিয়াছিলেন। দ্রুহ্য নানা দেশ অতিক্রম করিয়া যে স্থানটিতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাই বর্তমানকালের ত্রিপুরা। তবে সেই সুদূর অতীতকালে উহার নাম ছিল স্বতন্ত্র। দ্রুহ্যের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরে তাঁহার বংশধর 'ত্রিপুর' নিজের নামানুসারে রাজ্যের নাম রাখেন 'ত্রিপুরা'। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালেই ত্রিপুরায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল বলা চলে। তিনি ত্রিপুরা হইতে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে দাসত্ব প্রথা ও ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করিয়াছিলেন। রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী রূপে ত্রিপুরার শেষ রাজা বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। ১৯৪৭ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই মে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ত্রিপুরার ভারতভুক্তির বিষয় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বীর বিক্রমকিশোরের মৃত্যুর পর ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী তাঁহার নাবালক পুত্র কিরীটবিক্রম কিশোরের পক্ষে রাজ্যের 'রিজেন্ট' নিযুক্ত হন। দ্রুহ্যের প্রত্যক্ষ বংশধরদের মধ্যে কিরীটবিক্রম ১৭৯তম পুরুষ। ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর রিজেন্ট ও ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারত সরকার ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা তখন 'গ' শ্রেণীভুক্ত অন্যতম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। উপদেষ্টা পরিষদের সাহায্যে চীফ্ কমিশনার প্রশাসনিক কার্য চালাইতে থাকেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ত্রিপুরা অন্যতম 'কেন্দ্রীয় অঞ্চলে' পরিণত হয় এবং উপদেষ্টা পরিষদের বিলোপ সাধন করা হয়। ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দে নির্বাচিত

জন প্রতিনিধিদের লইয়া 'ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ' গঠিত হয়। আঞ্চলিক পরিষদের উদ্বোধন হয় ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭, এবং উহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনঃ ১লা জুলাই, ১৯৬৩, ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। ঐ দিন হইতে ত্রিপুরায় ১৯৬২ সালের 'সংবিধান (১৪শ সংশোধন) আইন' প্রবর্তন করা হয়। ইহার ফলে ত্রিপুরায় পূর্ণদায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ও 'বিধানসভা' গঠিত হইয়াছে। প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিষদই বিধানসভায় পরিণত হয়। এই ব্যবস্থায় ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের গণ্ডি প্রসারিত হইয়াছে।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র (কারা বাদ), সরকারী দপ্তর, প্রশাসন, নিয়োগ ও চাকুরী, প্রশাসনিক সংস্কার, রাজস্ব, আইন, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ, পূর্ত, উন্নয়ন, শিল্প, কৃষি, বন, পরিবহণ, মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী, পরিসংখ্যান ও পুনর্বাসন ; ২। রাজপ্রসাদ চৌধুরী—উপজাতি কল্যাণ, তপশিলী জাতি ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ; ৩। তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য এবং শ্রম ; ৪। কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—শিক্ষা ও অর্থ ৫। প্রফুল্লকুমার দাস—জেল, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা।

॥ উপমন্ত্রী ॥ মুক্তর আলি—সমষ্টি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, কৃষি ও বন।

॥ ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা ॥

সর্বশেষ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ১৩৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৭৭টি মধ্য বিদ্যালয় (ষষ্ঠ-অষ্টম মান পর্যন্ত) এবং ৭৬টি উচ্চ/উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে।

১৯৬৭-৬৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,২৩,৩৫৪, মধ্য বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ২৩,১৩৮ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রসংখ্যা ৩৪,৪১৭।

তৃতীয় হইতে অষ্টম শ্রেণীর উপজাতি ছাত্রীদের জন্য পোষাক সরবরাহ করার একটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের রহিয়াছে।

এই রাজ্যে ৩টি বেসিক ট্রেনিং কলেজ, মাধ্যমিক বি. টি. কলেজ ১টি, হিন্দী শিক্ষকদের ট্রেনিং কলেজ ১টি আছে।

॥ মণিপুর ॥

চীফ কমিশনার : শ্রীবালেশ্বর প্রসাদ

রাজধানী : ইম্ফল। আয়তন : ৮,৬২৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৭,৮০,০৩৭। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৯০ জন। ভাষা : মণিপুরী ও বাংলা। শিক্ষিতের হর : ৩০·৪% জন।

মণিপুরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; ইহা ভারতের পূর্বসীমান্তে অবস্থিত এবং ব্রহ্মদেশের সংলগ্ন। এই রাজ্যটি অতিশয় প্রাচীন ; মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখা যায় (অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান)। কলা ও সংস্কৃতির বিচারে মণিপুর খুব সমৃদ্ধ। মণিপুরী নৃত্য ছন্দ ও সুষমার অপূর্ব সমন্বয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া মণিপুরে আজ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে ইহা ছিল একটি দেশীয় রাজ্য—সর্বশেষ রাজার নাম বোধচন্দ্র সিং। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে তিনি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেন (১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭), কিন্তু মণিপুরের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখেন। অতঃপর ১৯৪৯ঃ সালের ১৫ই অক্টোবর মহারাজা ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যটির শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইলে ইহাকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের পর মণিপুর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে এই রাজ্যে মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা গঠিত হইয়াছে। বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৩২—নির্বাচিত সদস্য ৩০ জন, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য ২ জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। এম. কৈরেং সিং (মুখ্যমন্ত্রী)—স্বরাষ্ট্র, নিয়োগ ও চাকুরী, পূর্ত, খাদ্য ও সরবরাহ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, কৃষি ও পশুপালন ; ২। এন. টম্বি সিং—শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, আইন, শ্রম, প্রচার ও সরকারী প্রেস ; ৩। গৌথেনুপাও—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, শিল্প ও পরিবহণ এবং ৪। এল. সলোমন অর্থ, বন ও রাজস্ব।

॥ হিমাচল প্রদেশ ॥

লেঃ গবর্ণর : লেঃ গবর্ণর কে. বাহাদুর সিং

৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৬ ভূতপূর্ব পাঞ্জাব বিভাগের ফলে উক্ত রাজ্যের কতিপয় অঞ্চল এই রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ফলে এই রাজ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে।

রাজধানী : সিমলা। আয়তন : ১৯,৮৮৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যাঃ ২৭,০১,১৪৪। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ১২৪ জন। ভাষা : হিন্দী ও পাহাড়ী। শিক্ষিতের হার : ১৭.১% জন।

পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের ২১টি দেশীয় রাজ্য লইয়া ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৮, হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে বিলাসপুর রাজ্যটি হিমাচল প্রদেশের সহিত যুক্ত হয় (১লা জুলাই, ১৯৫৪)। ভারতীয় সংবিধানে ইহাকে 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের পর ইহা একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হয় এবং আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে লেঃ গবর্ণর ইহার শাসন কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ১লা জুলাই, ১৯৬৩, পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা গঠিত হইয়াছে। বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৪৩ জন—নির্বানির্বাচিত ৪১ জন ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ২ জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। ডঃ ওয়াই. এস. পারমার—মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, পরিকল্পনা, প্রচার ও পর্যটন, ২। করম সিং—অর্থ, পূর্ত, বহুমুখী প্রকল্প, আইন, ৩। লালচাঁদ; প্রারথী—রাজস্ব, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ; ৪। পদম দেব—বন, শিল্প ও নির্বাচন; ৫। হরিরাম চৌধুরী—পরিবহণ, পঞ্চায়েৎ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন; ৬। রামলাল—শিক্ষা, অসামরিক সরবরাহ এবং সমবায়; ৭। সুখরাম—কৃষি, পশুপালন, উন্নয়ন এবং আবগারী ও কর।

॥ উপমন্ত্রিগণ ॥ ১। নেকরাম নেগি—প্রচার ও পর্যটন, অসামরিক সরবরাহ, আবগারী ও কর; ২। দৌলৎরাম সাংখিয়ান—কৃষি, উন্নয়ন, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য; ৩। কর্তার সিং ওয়াজির—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, বন ও পঞ্চায়েৎ; ৪। মেংগা সিং—শিল্প, পশুপালন ও আইন এবং ৫। বৈদ্য ধর—কল্যাণ, পূর্ত বহুমুখী প্রকল্প এবং নির্বাচন।

॥ গোয়া, দমন ও দিউ ॥

লেফ্টেনান্ট গবর্ণর : শ্রীনকুল সেন

রাজধানী : পানাজি। আয়তন : ১,৪২৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৬,২৬,৯৭৮ (১৯৬০)। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৪৪০ জন।

এই তিনটি অঞ্চল ভারতে ভূতপূর্ব পর্তুগীজ উপনিবেশ। কিন্তু অঞ্চলগুলি পরস্পর সংলগ্ন বা অখণ্ড নহে। গোয়া বোম্বাই হইতে ২০০ মাইল দক্ষিণে, দমন বোম্বাই হইতে ১১০ মাইল উত্তরে কাম্বে উপসাগরের প্রবেশ পথে এবং দিউ সৌরাষ্ট্র অবস্থিত ও বোম্বাই হইতে জলপথে ইহার দূরত্ব ২৭৫ মাইল। দাদরা ও নগর হাভেলি দমনের অংশ বিশেষ ছিল; কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া ইহার শাসন ব্যবস্থা অধিকার করে ও ভারত সরকার ইহার শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে অন্যতম কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত করেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় পর্তুগীজ অঞ্চলগুলি যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকার পর্তুগীজ সরকারের সহিত আপস আলোচনার প্রয়াস পান। কিন্তু পর্তুগীজ সরকার এ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেন। তাঁহারা দৃঢ়ভাবে দাবী করেন যে, ভারতীয় পর্তুগীজ অঞ্চলসমূহ খাস পর্তুগালের অন্যতম প্রদেশ। আপস আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ভারত সরকার ১৯৬১ সালে ডিসেম্বর মাসে সামরিক অভিযানের সাহায্যে এই অঞ্চলকে পর্তুগীজ শাসনমুক্ত করেন। এই অঞ্চল অধিকারের অব্যবহিত পরে এখানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি ৫ই মার্চ, ১৯৬২, এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ইহাকে একটি 'কেন্দ্রীয় অঞ্চল' পরিণত করেন এবং উহার শাসন কার্যের বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর সংসদ এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করেন ও উক্ত অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যায়।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। ডি. বি. বন্দোৎকর, মুখ্যমন্ত্রী—সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, যোজনা ও উন্নয়ন ; ২। এন্টনি জে. ডি. স্কুজা—আইন, শিল্প ও শ্রম, এবং কৃষি ; ৩। গোপাল গোবিন্দ মায়েকার—শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত, তথ্য ও পর্যটন।

॥ রাষ্ট্রমন্ত্রী ॥ এ. কে. এস. উসগাওঁকার—যোজনা ও উন্নয়ন।

॥ পণ্ডিচেরী ॥

লেঃ গবর্ণর : শ্রী বি. ডি. যাত্তি

রাজধানী : পণ্ডিচেরী। আয়তন : ১৮৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৩,৬৯,০৭৯। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ১,৯৯৫ জন। ভাষা : তামিল ও ফরাসী। শিক্ষিতের হার : ৩৭.৫% জন।

পণ্ডিচেরী, কারিকল, ইয়ানাম ও মাহে এই কয়টি স্থান একত্রে 'ভারতে ফরাসী উপনিবেশ' (French Establishment in India) নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর ভারত সরকার ও ফরাসী সরকারের মধ্যে এক বোঝাপাড়ার ফলে ভারত সরকার এই স্থানগুলির শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে ক্ষমতা হস্তান্তর চূড়ান্ত করার জন্য নয়াদিল্লীতে ২৮শে মে, ১৯৫৬, উভয় পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘ ৬ বৎসর পরে ১২ই জুলাই, ১৯৬২, ফরাসী পার্লামেন্ট এই চুক্তি অনুমোদন করেন এবং ১৬ই আগষ্ট, ১৯৬২. নয়া দিল্লীতে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বিনিময় করা হয়। পূর্বোক্ত ৪টি স্থান বর্তমানে কেবলমাত্র 'পণ্ডিচেরী' নামে অন্যতম কেন্দ্রীয় অঞ্চলরূপে গণ্য হইয়া থাকে। ১৯৬২ সালের ৬ই নভেম্বর পণ্ডিচেরীর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদ আইন (সংবিধান আইন, ১৪শ সংশোধন) প্রণয়ন করার ফলে ঐ অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যায়। ঐ আইনের বলে একজন চীফ কমিশনার ভারত সরকারের পক্ষে এই অঞ্চলের শাসনকার্য চালাইতেছিলেন; ৬ জন কাউন্সিলার তাঁহাকে এই কার্যে সাহায্য করিতেন। ৩৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া পণ্ডিচেরী 'প্রতিনিধি সভা' গঠিত হয়।

১লা জুলাই, ১৯৬৩, পণ্ডিচেরীর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের ফলে ঐ তারিখ হইতে এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটিতে বিধানসভা এবং গণপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

॥ পণ্ডিচেরীর অন্তর্বর্তী নির্বাচন ॥

৯ই মার্চ, ১৯৬৯, পণ্ডিচেরীতে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। তবে ডি. এম. কে ১৫টি

আসন দখল করিয়া একক বৃহত্তম দলে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেস ১০টি, ডান কম্যুনিষ্ট ৩টি এবং নির্দল প্রার্থীরা ২টি আসন লাভ করিয়াছে। মোট আসনসংখ্যা ৩০টি। নির্বাচনের পরে পণ্ডিচেরীতে নিম্নলিখিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে :—

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। ফারুক মারিকার—মুখ্যমন্ত্রী ; ২। এস. অরুমুখম, ৩। ডি. রামচন্দ্রন, ৪। এস. রামস্বামী এবং ৫। ভি. সুব্বিয়া।

॥ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ॥

চীফ্ কমিশনার : শ্রীমহাবীর সিং

রাজধানী : পোর্ট ব্লেয়ার। আয়তন : ৩,২১৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৬৩,৫৪৮। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ২০ জন। শিক্ষিতের হার : ৩৩·৬% জন।

॥ দিল্লী ॥

লে: গবর্ণর : শ্রী এ. এন. ঝা

রাজধানী : দিল্লী। আয়তন : ৫৭৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ২৬,৫৮,৬১২। জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৪, ৬৪০ জন। ভাষা : হিন্দী, উর্দু ও পাঞ্জাবী। শিক্ষিতের হার : ৫২·৭% জন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ

পত্রিকা পড়ুন

এই সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্মধারার পরিচয় যেমন পাওয়া যাবে তেমনি পাওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার খবরা-খবর, নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ, সংবাদচিত্র ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতিসংখ্যা : ছয় পয়সা * ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা * বার্ষিক : তিন টাকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

(ইংরেজী সাপ্তাহিক)

প্রতি সংখ্যা : বারো পয়সা * ষাণ্মাসিক : তিন টাকা * বার্ষিক : ছয় টাকা

পশ্চিম বঙ্গাল

(নেপালী সাপ্তাহিক)

প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা * ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা * বার্ষিক : তিন টাকা

মাঘরেবী বঙ্গাল

(উর্দ্দু পাক্ষিক)

প্রতি সংখ্যা : বার পয়সা * ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা * বার্ষিক : তিন টাকা

(ভি পি.তে কোন পত্রিকা পাঠানো হয় না)

অগ্রিম চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হবার জন্য
নিচের ঠিকানায় লিখুন—

তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

ডব্লিউ. বি. (আই এণ্ড পি. আর) অ্যাড্ (খ) ২০৩৫।৬৯

পশ্চিমবঙ্গ

অবিভক্ত বঙ্গদেশের কিঞ্চিদধিক একতৃতীয়াংশ অঞ্চল লইয়া ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। অতঃপর রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে বিহার হইতে মোট ৩,১৬৬ বর্গমাইল ভূমি (মানভূম জেলার ২,৪১৫ বর্গমাইল ও পূর্ণিয়া জেলার ৭৫১ বর্গমাইল) পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হওয়ায় এই রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাঃ ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ৩,৪৯,২৬,২৭৯। ইহার মধ্যে পুরুষ ১,৮৫,৯৯,১৪৪ জন এবং স্ত্রীলোক ১,৬৩,২৭,১৩৫ জন। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ২,৬৩,০২,৩৮৬; সুতরাং গত ১০ বৎসরে শতকরা ৩২.৭৯ হারে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সেন্সাস অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে; প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে আসাম (৩৪.৪৫)। জেলাগুলির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কোচবিহারে সর্বাধিক (শতকরা ৫১.৯৫) আর কলিকাতায় নিম্নতম (শতকরা ৮.৪৮)। ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক জনাকীর্ণ জেলা।

স্ত্রী পুরুষের হারঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৭৮। গত কয়েকটি সেন্সাসে দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে সুনির্দিষ্ট ভাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যাঃ ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে এই রাজ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৯.৩ জন। পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৪০.১% এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতের হার ১৭.০%। ১৯৫১ সালে শিক্ষিতের হার ছিল ২৪.৪%। জেলাগুলির মধ্যে শিক্ষিতের হার কলিকাতায় সর্বাধিক (৫৯%) আর মালদহে সর্বনিম্ন (১৮.৮%)। স্ত্রীশিক্ষার দিক দিয়া পুরুলিয়া জেলা সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ; এথানে শতকরা মাত্র ৫ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত।

জন্ম-মৃত্যুর হার: গত দশ বৎসরে এই রাজ্যে জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়া ২৫'৫ হইয়াছে; পক্ষান্তরে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়া ৮'৫ হইয়াছে। পূর্ববর্তী সেন্সাসে জন্ম ও মৃত্যুর হার ছিল যথাক্রমে ২১'৯ এবং ১৩।

গৃহের সংখ্যা: পশ্চিমবঙ্গে মোট গৃহের সংখ্যা ৬৬,০৭,৩৯৭। জেলা সমূহের মধ্যে ২৪ পরিগণায় গৃহের সংখ্যা সর্বাধিক; এই জেলায় মোট ১১,৮৫,১৭৬ গৃহ আছে। কলিকাতায় গৃহের সংখ্যা ৫৯,১২২।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ নগরী (সিটি): ১৯৬১ সালের সেন্সাসে পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষাধিক অধিবাসী-পূর্ণ বৃহৎ নগরীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১টি। উহাদের নাম—কলিকাতা, হাওড়া, সাউথ সুবার্বন, আসানসোল, ভাটপাড়া, খগড়পুর, বালি, কামারহাটি, দক্ষিণ দমদম, বর্ধমান ও বরাহনগর।

পশ্চিমবঙ্গের শহর: আলোচ্য সেন্সাসে পশ্চিমবঙ্গের ১৪৯টি জনপদকে শহরের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে এই রাজ্যে শহরের সংখ্যা ছিল ১১৯টি। যে স্থানের জনসংখ্যা অন্যূন ৫,০০০ এবং প্রতি বর্গমাইলে অন্ততঃ ১,০০০ লোকের বাস তাহাকেই শহর বলা হয়। তবে, উক্ত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ কৃষি ব্যতীত অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়া চাই। যে সকল স্থানে সেনানিবাস, পৌরসভা বা টাউন কমিটি আছে সেই অঞ্চলগুলিতে উপরোক্ত জনসংখ্যা না থাকিলেও তাহাকে শহর বলিয়া ধরা হয়।

জনবসতির ঘনত্ব: পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইল স্থানে ১,০৩১ জন লোক বাস করে। জনবসতির ঘনত্বের হিসাবে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের স্থান দ্বিতীয়; প্রথম কেরালা (১,১২৭)।

॥ পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহ

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জেলাসমূহের সংখ্যা ১৬টি। জেলাগুলির নাম—কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের বৃহত্তম জেলা ২৪ পরগণাকে ২টি স্বতন্ত্র জেলায় (২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ; তবে এখনও উহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলা মোট ৪৮টি মহকুমায় বিভক্ত। বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুরকে মহকুমা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। জেলাগুলিতে মহকুমার সংখ্যা এইরূপ :—কোচবিহার—৫টি, জলপাইগুড়ি—২টি, দার্জিলিং—৪টি, নদীয়া—২টি, পশ্চিম দিনাজপুর—৩টি, পুরুলিয়া—১টি, মালদহ—১টি, মুর্শিদাবাদ—৪টি, মেদিনীপুর—৫টি, বর্ধমান—৫টি, বাঁকুড়া—২টি, বীরভূম—২টি, হাওড়া—২টি হুগলী—৪টি, এবং ২৪ পরগণা—জেলায় ৬টি মহকুমা। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা কলিকাতা কেবলমাত্র কলিকাতা নগরী লইয়া গঠিত। উহার বিস্তৃত পরিচয় স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দেওয়া হইল। নিম্নে জেলাগুলির বিবিধ তথ্য প্রদান করা হইল।

জেলার নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট স্ত্রীলোক
১। কোচবিহার	১২৮৯	১০,১৯,৮০৬	৫,৩৯,৬৯৪	৪,৮০,১১২
২। জলপাইগুড়ি	২৪০৭	১৩,৫৯,২৯২	৭,৩৩,৩৩৯	৬,২৫,৯৫৩
৩। দার্জিলিং	১১৬০	৬,২৪,৬৪০	৩,৩৫,০৩৬	২,৮৯,৬০৪
৪। নদীয়া	১৫১৪	১৭,১৩,৩২৪	৮,৭৯,৪৩০	৮,৩৩,৮৯৪
৫। পশ্চিম দিনাজপুর	২০৫২	১৩,২৩,৭৯৭	৬,৯৪,৩৭২	৬,২৯,৪২৫
৬। পুরুলিয়া	২৪১৫	১৩,৬০,০১৬	৬,৮৯,৩৫১	৬,৭০,৬৬৫
৭। মালদহ	১৪৩৬	১২,২১,৯২৩	৬,২১,৯৯০	৫,৯৯,৯৩৩
৮। মুর্শিদাবাদ	২০৫৬	২২,০৯,০১০	১১,৬০,২৮৩	১১,২৯,৭২৭
৯। মেদিনীপুর	৫২৫৮	৪৩,৪১,৮৫৫	২২,২৪,০৭৩	২১,১৭,৭৮২
১০। বর্ধমান	২৭১৬	৩০,৮২,৮৪৬	১৬,৫৮,৯৭৬	১৪,২৩,৮৭০
১১। বাঁকুড়া	২৬৫৩	১৬,৬৪,৫১৩	৮,৪০,৪২৩	৮,২৪,০৯০
১২। বীরভূম	১৭৫৭	১৪,৪৬,১৫৮	৭,৩২.৯২২	৭.১৩,৬৩৬
১৩। হাওড়া	৫৭৫	২০,৩৮,৪৭৭	১১,২৭,৩৯২	৯,১১,০৮৫
১৪। হুগলী	১২১৬	২২,৩১,৪১৮	১১,৭৯,২৬৭	১০,৫২,১৫১
১৫। ২৪ পরগণা	৫২৮৫	৬২,৮০,৯১৫	৩৩,৬৬,৮০৫	২৯,১৪,১১০

॥ পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ (অস্থায়ী)

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। অজয়কুমার মুখার্জী—মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা শাখা, সামাজিক শিক্ষা ; ২। জ্যোতি বসু—উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, সংবিধান ও নির্বাচন শাখা ; ৩। হরেকৃষ্ণ কোনার—ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ; ৪। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত—উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কারা ; ৫। সত্যপ্রিয় রায়—শিক্ষা ; ৬। মহঃ আবদুল্লা রসুল—পরিবহন ; ৭। প্রভাসচন্দ্র রায়—মৎস্য ; ৮। গোলাম ইয়াজদানি—পাশপোর্ট ও অসামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা ; ৯। কৃষ্ণচন্দ্র হালদার—আবগারী ; ১০। চারুমিহির সরকার—সমষ্টি উন্নয়ন ; ১১। ভবতোষ সোরেন—বন ; ১২। সুশীলকুমার ধাড়া—বাণিজ্য ও শিল্প ; ১৩। সোমনাথ লাহিড়ী—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, গৃহ নির্মাণ ; ১৪। বিশ্বনাথ মুখার্জী—সেচ ও জলপথ এবং পুকুর, সেচের ক্ষুদ্র কূপ, টিউবওয়েল ও পাম্পের সাহায্যে সেচ ; ১৫। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী—সমবায় ও সমাজ কল্যাণ ; ১৬। আব্দুর রেজ্জাক খান—ত্রাণ ; ১৭। ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য—কৃষি ; ১৮। শম্ভুচরণ ঘোষ—কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ; ১৯। ভক্তিভূষণ মণ্ডল—বিচার ও বিধানিক বিষয় ; ২০। কৃষ্ণপদ ঘোষ—শ্রম ; ২১। যতীন চক্রবর্তী—সংসদীয় বিষয় ও প্রধান হুইপ ; ২২। ননী ভট্টাচার্য—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ; ২৩। সুবোধ ব্যানার্জী—পূর্ত ; ২৪। বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত—পঞ্চায়েৎ ' ২৫। দেও প্রকাশ রাই—তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ ; ২৬। জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য—তথ্য ও জনসংযোগ ; ২৭। সুধীনকুমার—খাদ্য ও সরবরাহ ; ২৮। সুধীরচন্দ্র দাস—পশু পালন ও চিকিৎসা।

॥ প্রতিমন্ত্রী ॥ ১। রাম চ্যাটার্জি—শিক্ষা বিভাগের ক্রীড়া ; ২। বরদা মুকুটমণি—পর্যটন এবং ৩। শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জি—পূর্ত বিভাগের সড়ক শাখা।

॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ॥

স্পীকার : বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডেপুটি স্পীকার : অপূর্বলাল মজুমদার

॥ পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ॥

চেয়ারম্যান : এস. এম. ভট্টাচার্য

সভ্যগণ : ডঃ এইচ. কে. নন্দী, এ. এইচ. মাহ্মুদ, জে. এন. মণ্ডল, এবং বি. এন. সেন।

সেক্রেটারী : ভূপেশচন্দ্র মুখার্জি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় সচিবগণ

১। এম. এম. বসু, আই. সি. এস.
প্রধান সচিব

২। এস. বি. রায়, আই. এ. এস.
স্বরাষ্ট্র বিভাগের কমিশনার ও পদাধিকারে সচিব

৩। জে. এল. কুণ্ডু, আই. এ. এস.
অর্থ বিভাগের কমিশনার ও অর্থ বিভাগের সচিব

৪। জে. সি. তালুকদার, আই. এ. এস.
পরিবহণ কমিশনার ও সচিব

৫। জে. সি. সেনগুপ্ত, আই. এ. এস.
শিক্ষা বিভাগের সচিব

৬। এস. কে. মুখার্জি, আই. এ. এস.
বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সচিব

৭। এস. আর. দাশ, আই. এ. এস.
স্বাস্থ্য বিভাগে সচিব

৮। টি. কে. পাল, বিচার বিভাগের সচিব

৯। এ কে. মজুমদার, আই. এ. এস.
সেচ ও জলপথ এবং সমবায় বিভাগের সচিব

১০। এ. এম. কুশারী, আই. এ. এস.
পূর্ত দপ্তরের সচিব .

১১। এম. এম. কুশারী, আই. এ. এস.
শ্রম বিভাগের সচিব

১২। বি. বি. মণ্ডল, আই. এ. এস.
পুনর্বাসন কমিশনার

১৩। বি. আর. গুপ্ত, আই. এ. এস.
খাদ্য কমিশনার ও খাদ্যসচিব

১৪। জে. কে. রায়, আই. এ. এস.
ত্রাণ, কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের সচিব

১৫। কে. সেন, আই. সি. এস.
রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সচিব

১৬। এ. কে. দত্ত, আই. এ. এস.
আবগারী, সমবায় ও পঞ্চায়েৎ বিভাগের সচিব

১৭। এ. কে. সেন, আই. এ. এস.
বন, পশুপালন ও মৎস্য দপ্তরের সচিব

১৮। কে. কে. চক্রবর্তী,
বিধানিক বিভাগের সচিব

১৯। এস. সি. লাহিড়ী, ভিজিলেন্স কমিশনার

২০। এম. সি. মুখার্জি, আই. এ. এস. কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ণ দপ্তরের সচিব

২১। বি. সি. গাঙ্গুলী, আই. এ. এস. উন্নয়ণ ও পরিকল্পনা কমিশনার

২২। ডি. ডব্লু. তেলাং, আই. এ. এস. রাজ্যপালের সচিব

২৩। এ. নিয়োগী, আই. এ. এস. নগর ও গ্রাম পরিকল্পনার কমিশনার

২৪। আর. ব্যানার্জী, আই. এ. এস. প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার

২৫ আর. ঘোষ, আই. এ. এস. বর্ধমান বিভাগের কমিশনার

২৬। এস. কে. ব্যানার্জী, জলপাইগুড়ি বিভাগের কমিশনার

২৭। ডঃ বি. কে. ভট্টাচার্য, আই. এ. এস. কলিকাতা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান

২৮। এস. সি. ভট্টাচার্য, পদাধিকারবলে অর্থ দপ্তরের সচিব

২৯। কে. কে. মৈত্র, বিধানিক বিভাগের বিশেষ সচিব

৩০। এস. সি. ঘোষ, দুর্গাপুর প্রকল্পের চেয়ারম্যান

৩১। এস. এম. বোস, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব

৩২। এস. কে. ঘোষ, এপ্লিকেশন কমিটির সভ্য

৩৩। এ. কে. দত্ত, আই. এ. এস. দুর্গাপুর প্রকল্পের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

৩৪। এ. কে. দে, পশ্চিমবঙ্গের লিগাল রিমামব্রেন্সার

৩৫। কে. সি. রায়, বিচার বিভাগের বিশেষ সচিব

৩৬। এইচ. সি. দত্ত, আই. এ. এস. যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন বিভাগ

৩৭। টি. ঘোষ, আই. এ. এস. অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব

৩৮। ভি. এস. সি. ব্যানার্জী, আই. এ. এস. রেভিনিউ বোর্ডের অতিরিক্ত সভ্য

৩৯। এস. কে. সেনগুপ্ত, আই. এ. এস. কৃষি দপ্তরের যুগ্ম সচিব

৪০। পি. কে. ঘোষ, বিধানিক বিভাগের যুগ্ম সচিব

৪১। এস. চৌধুরী, আই. এ. এস. পদাধিকার বলে উন্নয়ণ ও পরিকল্পনা বিভাগের সচিব

৪২। এস. দত্ত, আই. এ. এস. যুগ্ম সচিব, অর্থ দপ্তর

৪৩। এ. কে. মিত্র, যুগ্ম সচিব, শ্রমদপ্তর

৪৪। এ. বোস, আই. এ. এস.
যুগ্মসচিব, বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর

৪৫। এন. কে. পাল, আই. এ. এস.
যুগ্মসচিব, অর্থ দপ্তর

৪৬। আর. মজুমদার, আই. এ. এস.
যুগ্মসচিব, অর্থদপ্তর

৪৭। এ. কে. দত্ত চৌধুরী
যুগ্মসচিব, পশুপালন বিভাগ

৪৮। আর. পি. গাঙ্গুলী, আই. এ. এস.
যুগ্মসচিব, খাদ্য বিভাগ

৪৯। টি. বি. সিংহ, আই. এ. এস
শুল্ক বিভাগের ডাইরেক্টার

৫০। জে. সি. মজুমদার, আই. এ. এস.
যুগ্মসচিব, কৃষি বিভাগ

৫১। আর. আর. ভট্টাচার্য, আই.এ. এস.
যুগ্মসচিব, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ত্রাণ বিভাগ

৫২। এ. কে. সেন,
চেয়ারম্যান, দুর্গাপুর কেমিক্যালস্

৫৩। এস. এন. রায়, আই. এ. এস.
যুগ্মসচিব, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ

৫৪। কে. জি. বসু, আই. এ. এস.
যুগ্মসচিব, স্বরাষ্ট্রবিভাগ

৫৫। এস. এম. মুর্শেদ, আই. এ. এস.
যুগ্মসচিব, স্বরাষ্ট্রবিভাগ

৫৬। কে. পি. মুখার্জি,
যুগ্মসচিব, বিচার বিভাগ

৫৭। কে. লাহিড়ী,
যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য বিভাগ

৫৮। এস. ব্যানার্জী,
পঃ বঃ বিধানসভার সচিব

৫৯। এস. দত্ত মজুমদার, আই. এ. এস.
পঃ বঃ রাজ্যবিদ্যুৎপর্ষদের চেয়ারম্যান

৬০। আর. গুপ্ত, আই. সি. এস.
(অবসরপ্রাপ্ত)
মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা

৬১। এন. কে. দে,
যুগ্ম লিগাল রিমেমব্রান্সার

৬২। এ. পি. ভট্টাচার্য,
অতিরিক্ত যুগ্ম লিগাল রিমেমব্রান্সার

॥ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ॥

প্রধান বিচারপতি ঃ পরেশনাথ মুখার্জি

॥ বিচারপতিগণ ॥ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, ২। অনিলকুমার সিংহ, ৩। শিশিরকুমার মুখার্জি, ৪। রমেন্দ্রমোহন দত্ত, ৫। বি. মুখার্জি, ৬। এস. এ. মাসুদ, ৭। জে. শর্মা সরকার, ৮। শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, ৯। অজিত নাথ রায়, ১০। বিমলচন্দ্র মিত্র, ১১। সি. এন. লায়েক, ১২। এ. কে. মুখার্জি, ১৩। আর. এন. দত্ত, ১৪। অশোকচন্দ্র সেন, ১৫। অমরেশচন্দ্র রায়, ১৬। পুরুষোত্তম চ্যাটার্জি, ১৭। দুর্গাদাস বসু, ১৮। অরুণ দাস, ১৯। কৃষ্ণকুমার মিত্র, ২০। সব্যসচী মুখার্জি; ২১। তরুণকুমার বসু, ২২। সলিলকুমার দত্ত, ২৩। প্রদ্যোৎকুমার ব্যানার্জি, ২৪। বিভূতোষ ব্যানার্জি, ২৫। কিরণলাল রায়, ২৬। পি. বি. মুখার্জি, ২৭। এ. এন. চক্রবর্তী, ২৮। এস. এন. বাগচী, ২৯। নিখিলচন্দ্র তালুকদার, ৩০। সন্তোষকুমার চক্রবর্তী, ৩১। সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব, ৩২। এ. এন. সেন, ৩৩। এ. সি. গুপ্ত ৩৪। অমিয় প্রসাদ দাশ ৩৫। চিত্ততোষ মুখার্জি।

॥ পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন ॥

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গে 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত মন্ত্রিসভা মাত্র ৯ মাস কাল স্থায়ী ছিলেন। তদানীন্তন রাজ্যপাল ধর্মবীর ২১শে নবেম্বর, ১৯৬৭ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া দেন। অতঃপর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে পি. ডি. এফ. কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল তাহাও দলীয় গোলযোগের ফলে ৩ মাসের মধ্যেই পদত্যাগ করেন। অতঃপর রাজ্যের বিধানসভা বাতিল করিয়া পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হইয়াছিল (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮)। রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দরকার হইয়া পড়ে। তদনুসারে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া জয়ী হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি 'দেশ বিদেশের নির্বাচন' বিভাগে (৪০৩-২০ পৃষ্ঠা) দেওয়া হইয়াছে। এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যগণ ॥

১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের নামের পূর্ণ তালিকা ও অন্যান্য বিবরণ এই গ্রন্থের ৪০৮-১৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

॥ লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যদের নাম ॥

সদস্যের নাম	কেন্দ্র	সদস্যের নাম	কেন্দ্র
১। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি. পি. আই)	আলিপুর	২১। পরিমল ঘোষ (কংগ্রেস)	ঘাটাল
২। অমিয়নাথ বোস (ফঃ ব্লক)	আরামবাগ	২২। বিজয়কৃষ্ণ মোদক (বাম কমুঃ)	হুগলী
৩। দেবেন সেন (এস. এস. পি)	আসানসোল	২৩। কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	হাওড়া
৪। ভগবান দাস (বাম কমুঃ)	আউসগ্রাম	২৪। বীরেন্দ্রনাথ কাঠারি (কংগ্রেস)	জলপাইগুড়ী
৫। যতীন্দ্রনাথ প্রামানিক (কংগ্রেস)	বালুরঘাট	২৫। হাজী লুৎফলহক (কংগ্রেস)	জঙ্গীপুর
৬। যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস (সি. পি. আই)	বাঁকুড়া	২৬। অমিয়কুমার কিসকু (নির্দল)	ঝাড়গ্রাম
৭। রণেন্দ্রনাথ সেন (সি. পি. আই)	বারাসত	২৭। চিত্তরঞ্জন রায় (নির্দল)	জয়নগর
৮। মহম্মদ ইসমাইল (বাম কমুঃ)	বারাকপুর	২৮। দ্বৈপায়ন সেন (কংগ্রেস)	কাটোয়া
৯। হুমায়ুন কবির (নির্দল)	বসিরহাট	২৯। ইলা পালচৌধুরী (কংগ্রেস)	কৃষ্ণনগর
১০। ত্রিদিব চৌধুরী (নির্দল)	বহরমপুর	৩০। শ্রীমতী উমা রায় (কংগ্রেস)	মালদা
১১। শিশিরকুমার সাহা (কংগ্রেস)	বীরভূম	৩১। কাঁসারী হালদার (সি. পি. আই)	মথুরাপুর
১২। অনিলকুমার চন্দ (কংগ্রেস)	বোলপুর	৩২। ভি. কে. কৃষ্ণমেনন (বাংলা কংগ্রেস)	মেদিনীপুর
১৩। এন. সি. চ্যাটার্জী (নির্দল)	বর্ধমান	৩৩। সৈয়দ বদরুদ্দুজা (নির্দল)	মুর্শিদাবাদ
১৪। হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী (সি. পি. আই)	উত্তর-পূর্ব কলিঃ	৩৪। পি. আর. ঠাকুর (নির্দল)	নবদ্বীপ
১৫। অশোককুমার সেন (কংগ্রেস)	উত্তর-পশ্চিম কলিঃ	৩৫। ভজহরি মাহাতো (নির্দল)	পুরুলিয়া
১৬। গণেশ ঘোষ (বাম কমুঃ)	দক্ষিণ কলিঃ	৩৬। চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (কংগ্রেস)	রায়গঞ্জ
১৭। সমর গুহ (পি. এস. পি)	কন্টাই	৩৭। বিমলকান্তি ঘোষ (কংগ্রেস)	শ্রীরামপুর
১৮। বি. কে. দাস চৌধুরী (ফঃ ব্লক)	কুচবিহার	৩৮। এস. সি. সামন্ত (নির্দল)	তমলুক
১৯। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বোস (নির্দল)	দার্জিলিং	৩৯। যুগলকিশোর মণ্ডল (কংগ্রেস)	উলুবেড়িয়া
২০। জ্যোতির্ময় বোস (বাম কমুঃ)	ডায়মণ্ডহারবার	৪০। পশুপতি মণ্ডল (কংগ্রেস)	বিষ্ণুপুর

॥ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট ॥

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট বিধানসভায় দুইবার উপস্থাপন করেন। প্রথম বাজেটটি উপস্থাপন করেন ১০ই মার্চ, ১৯৬৯। কার্যতঃ উহা ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট। ৯ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যের অন্তর্বর্তী নির্বাচন শেষ হয় এবং মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারী। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা বাজেট রচনা করিতে অক্ষম হন। তাই পূর্ববর্তী সরকারী ব্যবস্থায় যে বাজেট রচিত হইয়াছিল তাহাই বিধানসভায় পেশ করিয়া আপাততঃ আগামী ৪ মাসের ব্যয় বরাদ্দের উপর 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীমুখার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন যে পরবর্তী এক সময়ে পূর্ণ আলোচনার জন্য বাজেটটি আবার উপস্থাপিত হইবে। আলোচ্য বাজেটে রাজস্বখাতে ১৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি এবং রাজস্ব বহির্ভূত খাতে ৭ কোটি ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার সহিত বর্ষারম্ভের প্রারম্ভিক তহবিলের ঘাটতি ২২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ধরিলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ২রা জুলাই, ১৯৬৯ বিধানসভায় ১৯৬৯-৭০ সালের চূড়ান্ত বাজেট উপস্থাপন করেন। এই বাজেটে রাজস্বখাতে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহার সহিত বর্ষারম্ভের প্রারম্ভিক তহবিলের ১১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা মিলাইলে চূড়ান্ত ঘাটতির পরিমাণ ৫৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে।

॥ **রাজস্ব আয়** ॥ মার্চ মাসে যে প্রথম বাজেট পেশ করা হইয়াছিল তাহাতে রাজস্ব আয় ২৩৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়-বারের বাজেটে রাজস্ব খাতে ২৩০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে—৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কম। রাজস্ব হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি মোটামুটি এইরূপ :—

তিন একর পর্যন্ত জোতের খাজনা মকুব করার ফলে ভূমিরাজস্ব প্রায় ২ কোটি টাকা কম আদায় হইবে। দুর্গাপুর প্রকল্পে লোকসান চলিতেছে বলিয়া সুদ অনাদায়ের ফলে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব কমিবে। ষ্ট্যাম্পখাতেও আদায় ৭৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

॥ **রাজস্ব ব্যয়** ॥ মার্চ মাসে উত্থাপিত পূর্ববর্তী বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ২৫৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু জুলাই মাসের চূড়ান্ত বাজেটে

রাজস্ব ব্যয় ২৮২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে—২৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বেশী। ব্যয় বৃদ্ধির কারণগুলি এইরূপ :—

(ক) সরকারী কর্মচারীদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমহারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ফলে ৯ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িবে।

(খ) মার্চ মাসের বাজেটে পরিকল্পনার জন্য ৪৪'৮২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৪'৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু চূড়ান্ত বাজেটে পরিকল্পনা খাতে ৫৫'৪৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত ১০'৬২ কোটি টাকার মধ্যে ৪'২৮ কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয়।

(গ) ১৯৬৮-৬৯ সালে শোধ করা হয় নাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য এইরূপ বকেয়া সুদ পরিশোধের জন্য ৯'৭৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

(ঘ) গত বৎসর উত্তরবঙ্গে বন্যার দরুণ ত্রাণ কার্যে রাজস্ব ব্যয় খাতে বৃদ্ধির পরিমাণ ৪'১৬ কোটি টাকা।

॥ **বাজেটের নীট ফল** ॥ ১৯৬৯-৭০ সালের চূড়ান্ত বাজেটে রাজস্বখাতে মোট ৫১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রাজস্ব বহির্ভূত খাতে আরও ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। সুতরাং মোট ঘাটতির পরিমাণ ৬৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। ইহার সহিত বর্ষারম্ভের প্রারম্ভিক তহবিলের ১১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা মিলাইলে চূড়ান্ত ঘাটতি দাঁড়াইবে ৫৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

পশ্চিম বাংলায় পরিবার পরিকল্পনা

স্বাধীনতা লাভের পর নয়া ভারতকে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার মধ্যে জন সমস্যা অন্যতম। জনসংখ্যা যদি দ্রুত হারে বাড়িয়া চলে, তবে অদূর ভবিষ্যতে এক চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

১৯৪৭ সালে বিভক্ত পশ্চিম বাংলার আয়তন দাঁড়ায় পূর্বতন বাংলার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্থান হইতে আসার ফলে খাদ্য সমস্যা, বাসস্থান সমস্যা, বেকার সমস্যা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোকে


ছোট পরিবারেই সুখী পরিবার
পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে ইচ্ছানুযায়ী সন্তান লাভ করুন।
নিকটবর্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন; বিনামূল্যে সব-রকম সাহায্য পাবেন।
পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ফ্যামিলি প্ল্যানিং ব্যুরো কর্তৃক প্রচারিত

বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১'৮৪ ; কিন্তু ১৯৬১ সালে এই হার বাড়িয়া দাঁড়ায় শতকরা ৩'৩। অবশ্য এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শুধু মাত্র উদ্বাস্তু আগমনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা সমীচীন নয়। পশ্চিম বাংলার শিল্পাঞ্চলে অন্যান্য রাজ্য হইতে আগত অসংখ্য শ্রমিক ও ব্যবসায়ী এই জনসংখ্যাবৃদ্ধির অন্য কারণ। তাছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ার ফলে এই রাজ্যে মৃত্যুর হারও অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

জনস্ফীতির পরিণতি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কর্মসূচীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই কর্মসূচী নিতান্ত মামুলী আকারের ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬) পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৭,০০০ টাকা। ঐ সময়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচী ছিল ক্লিনিকভিত্তিক এবং প্রথাগত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচার করা হইত। প্রথম পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র ২টি শহরাঞ্চলীয় পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ৭টি গ্রামাঞ্চলীয় কেন্দ্র এবং ৯টি স্বেচ্ছামূলক সংস্থার কেন্দ্র লইয়া কাজ সুরু হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৭-৬১) পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচী সংযুক্ত হয়। তখনও এই কর্মসূচী ছিল ক্লিনিকভিত্তিক ও প্রধানতঃ প্রথাগত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচার করা হইত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলাকে কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দ করা হয় মোট ১৪,৬২,০০০ টাকা। ঐ সময়ে কার্যরত পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল—৫০টি শহরাঞ্চলীয়, ৪৮টি গ্রামাঞ্চলীয় এবং ১৮টি স্বেচ্ছামূলক সংস্থার। স্ত্রী ও পুরুষের ওপর বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার হইয়াছিল মোট ১৭৮০টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয় এবং রাজ্যের এই কর্মসূচী তত্ত্বাবধানের জন্য রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা আধিকারিক নিযুক্ত হন। ঐ সময়েই আঞ্চলিক পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হয় কলিকাতার ডাফরিণ হাসপাতালে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬২-৬৭) পরিবার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর যথেষ্ট অগ্রগতি সূচিত হয়। পরিবার পরিকল্পনা সম্প্রসারণ কার্যসূচী নির্ধারণ করার জন্য ১৯৬২ সালে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। চলতি খরচের জন্য শতকরা ৭৫ ভাগ এবং এককালীন খরচের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ অর্থ সাহায্য কেন্দ্র বহন করে। ১৯৬৪ সালে ব্লক ভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে হুগলী জেলায় লিপিস্ লুপ সম্বন্ধে একটা পরীক্ষামূলক

পরিকল্পনা চলে এবং লুপ কর্মসূচী জনপ্রিয় হইয়া ওঠায় সারা রাজ্যে লুপ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হয়। ফলে ১৯৬৫-৬৬ সালেই লুপ প্রদানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৬৪,৩৮৭।

কিন্তু লুপ সম্পর্কে কিছু বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে পরবর্তী বছরে লুপ কর্মসূচী সাংঘাতিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তখন বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচারকে জনসাধারণ গ্রহণ করিতে থাকে। রাজ্য সরকার ১৯৬৭ সালের পর লুপগ্রহণ ও অস্ত্রোপচার করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য দেওয়ার এক নয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে রেকর্ড সংখ্যক অস্ত্রোপচার সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ বছর মোট অস্ত্রোপচার হইয়াছে ২,২৭,০০০; সম্পাদনের সংখ্যা লক্ষ্যসীমা অপেক্ষা শতকরা ১৩৭ ভাগ বেশী। তৃতীয় প্রকল্পে পশ্চিমবাংলার পরিবার পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট ৭৩,৭১,০০০ টাকা।

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিরামহীনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। বর্তমানে ৪৪টি কেন্দ্রে জন্মনিয়ন্ত্রণের খাওয়ার বড়ি লইয়া পরীক্ষা চলিয়াছে। 'এন্টিগণ' নামে একটি নতুন ধরণের আই. ইউ. ডি. কয়েকটি কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হইয়াছে।

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা হইতেছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা ও কল্যাণীতে দুটি আঞ্চলিক পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বভারতী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৯৬৭ সালের হিসাব অনুসারে পশ্চিমবাংলায় যোগ্য দম্পতির সংখ্যা ৭২·৭ লক্ষ। এই বিরাট সংখ্যক দম্পতিকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে উপযুক্ত প্রচার ব্যবস্থার দরকার। চতুর্থ পরিকল্পনায় জনশিক্ষা ও প্রচার ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে পরিবার পরিকল্পনার একটি জনসংযোগ বিভাগ খোলা হইয়াছে। বিভাগটি একজন ডেপুটি ডিরেক্টর পদমর্যাদা-সম্পন্ন অফিসারের পরিচালনাধীন।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে সফল করিতে হইলে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা অপরিহার্য। জনসংখ্যার বিপজ্জনক প্রসার রোধ করিয়া দেশের সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণই ইহার লক্ষ্য।

ভারতীয় সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের সূত্রপাত ঃ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বোল্টস্ নামক এক ব্যক্তি কলিকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজায় ও অন্যান্য স্থানে হাতে লেখা কাগজ ঝুলাইয়া বিবিধ সংবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে উহাই ভারতে সংবাদপত্রের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় কলিকাতা হইতে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে, ২৯শে জানুয়ারী। সংবাদপত্রখানির নাম হিকিস 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল এডভারটাইজার'। উহার আয়তন ছিল ১২"×৮" এবং উহাতে ৪ খানি পৃষ্ঠা থাকিত। মুদ্রণ ব্যবসায়ী জেমস্ আগাস্টাস হিকি ছিলেন উহার সম্পাদক। ওয়ারেণ হেস্টিংস-এর পারিবারিক ব্যাপার লইয়া অবাঞ্ছিত মন্তব্যের জন্য তাঁহার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। হিকিকে ইউরোপে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ভারতের দ্বিতীয় সংবাদপত্র; ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. মেক্সিকো ও পিটার রীড কর্তৃক উহা কলিকাতা হইতে ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বেঙ্গল হরকরু' চার্লস ম্যাক্লিন কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ঃ 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র। বস্তুতঃ উহা ছিল একখানা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। উহাতে পরিবেশিত সংবাদসমূহ বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ছাপা হইত। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা উহা ১৮১৮ সালের ২৩শে মে হইতে প্রকাশিত হয়। ডাঃ জে. সি. মার্শম্যান ছিলেন সমাচার দর্পণের সম্পাদক।

বাঙ্গালী সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র ঃ ১৮১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত 'বাংলা গেজেট' বাঙ্গালী সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' বাংলায় দ্বিতীয় সাপ্তাহিক পত্র, ১৮২১ সালে ডিসেম্বর মাসে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম বাংলা দৈনিকপত্র ঃ 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম দৈনিকপত্র। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী উহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

দিগদর্শন ঃ সর্বপ্রথম বাংলা মাসিক-পত্র, শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

বিবিধার্থ সংগ্রহ : বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র ; ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ; সম্পাদক : রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা : বাংলা ভাষায় মহিলাদের জন্য প্রথম মাসিক পত্র ; ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত। সম্পাদক : উমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গদর্শন : ১৮৭২ সালে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক সাহিত্য-পত্র। সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বালকবন্ধু : ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত প্রথম ছোটদের পাক্ষিক পত্র। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

সংবাদপত্র ও জাতীয়তাবাদ : ভারতীয় সংবাদপত্র ইতিহাসের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভে। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে (১৮৫৪)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত এবং মনোমোহন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার ভ্রাতাদের সহযোগিতায় ১৮৬৮ সালে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেন ; নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরবর্তীকালে ইহাই ইংরেজী দৈনিকপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৭০ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার' প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় যে সকল সংবাদপত্র বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' (১৯০৫), 'দৈনিক বন্দেমাতরম্' (১৯০৬), 'যুগান্তর' (১৯০৬), 'নবশক্তি' (১৯০৬) প্রমুখ পত্র ও পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। এইপ্রসঙ্গে পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' ১৯২৩) পত্রিকার নাম স্মরণীয়। বিখ্যাত বাংলা দৈনিক 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে স্বর্গত মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার-এর প্রচেষ্টায়। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পত্রিকাখানির দান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বর্তমান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও স্বর্গত ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায়।

সংবাদপত্র দমন : ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম সংবাদ সেন্সারের নিয়ম প্রবর্তন করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস যে কোন লেখা প্রকাশের পূর্বে দেখাইয়া লইবার প্রথা প্রবর্তন করেন। শুধু ইহাই নহে, ১৮১৮

সালে তিনি আদেশ জারি করেন যে, সরকার বা কাউন্সিল সম্পর্কে কেহ কোন সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারিবে না। অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল এডাম সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি নূতন আইন প্রবর্তন করেন। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়।

১৮৩৫ সালে লর্ড মেটকাফের সুপারিশে সুপ্রীম কাউন্সিল "এডামের সংবাদপত্র কণ্ঠরোধ" আইন প্রত্যাহারের আদেশ দেন। কিন্তু লণ্ডনের কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারস্ মেটকাফের এই আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে দুর্নাম লইয়া দেশে ফিরিতে হয়। লর্ড ক্যানিং আসিয়া ১৮৫৭ সালে আবার লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে নূতন প্রেস আইন প্রবর্তিত হয়। লর্ড লিটন 'ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন। লর্ড রিপণ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত আইন প্রত্যাহার করেন বটে, কিন্তু দমননীতি অব্যাহত থাকে। 'বেঙ্গলী' কাগজে একটি মন্তব্য প্রকাশের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৮৯৮ সালে নূতন 'সিডিশন এ্যাক্ট' পাশ হয় এবং বাংলার কাগজগুলির উপর উক্ত আইনের কোপানল প্রবলভাবে বর্ষিত হয়। 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হন, বিপিন পালের কারাদণ্ড হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (যুগান্তর) ছয় জন সহকর্মীসহ রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া কারারুদ্ধ হন। ১৯১০ সালে এক নূতন প্রেস এ্যাক্টের মারফত দমননীতির পরিসর আরও বৃদ্ধি করা হয়। ১৯১৯ সালের 'রাউলাট আইনে' সংবাদপত্র দমনের বিবিধ ব্যবস্থা ছিল। ১৯২১ সালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গান্ধীজীর ৬ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

১৯৩১ সালে 'ইণ্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স এ্যাক্ট' পাস হয় এবং উহার বলে কতকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

॥ প্রেস কমিশন ॥

'প্রেস কমিশন' নিয়োগ ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় সংবাদপত্র শিল্পের বিবধ সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৯৫২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার বোম্বাই হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৫৪ সালের ২৬শে জুলাই, রাজাধ্যক্ষ-রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

বিচারপতির রাজাধ্যক্ষ তাঁহার রিপোর্টে ভারতীয় সাংবাদিকতার মান নির্ণয়ার্থ একটি 'অল-ইণ্ডিয়া প্রেস কাউন্সিল' নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছিলেন। বার্তাজীবী সাংবাদিকদের সংজ্ঞাও তিনি তাঁহার রিপোর্টে নির্ধারণ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের চাকুরীর শর্ত, ছুটি, বেতন, মহার্ঘভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও সুপারিশ করেন। তিনি একজন প্রেস রেজিষ্ট্রার নিয়োগের জন্যও সুপারিশ করেন।

॥ **প্রেস কাউন্সিল** ॥ প্রেস কমিশন তাহার রিপোর্টে ভারতে একটি 'প্রেস কাউন্সিল' গঠন করার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভারতীয় সংসদে একটি আইন গৃহীত হওয়ার ফলে ৪ঠা জুলাই, ১৯৬৬ 'প্রেস কাউন্সিল' বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সংবাদপত্রের মান উন্নয়ন প্রেস কাউন্সিলের লক্ষ্য।

॥ **রেজিষ্ট্রার অব নিউজপেপার** ॥ ১লা জুলাই, ১৯৫৫ সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রারের অফিস প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। রেজিষ্ট্রার ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

॥ ভারতের সাংবাদিকতা-বৃত্তি শিক্ষা ॥

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে সাংবাদিকতা সম্পর্কে শিক্ষাদান করেন :—

(১) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়—১ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স। (২) কলেজ অব জার্ণালিজম, এডভারটাইজিং এণ্ড প্রিন্টিং, বোম্বাই, (৩) বোম্বে কলেজ অব জার্ণালিজম, বোম্বাই—১ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স। (৪) কলেজ অব মার্কেটিং এণ্ড এডভারটাইজিং, বোম্বাই—১ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স। (৫) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়—১ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স। (৬) হিন্দু (ইংরাজী দৈনিকপত্র) মাদ্রাজ—প্রতি বৎসর একজন প্রার্থীকে সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের জন্য গ্রহণ করেন ও তাহাকে বৃত্তি দেন। (৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স। (৮) মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহারাজার কলেজ—সাংবাদিকতা পাঠ্যসূচী সহ বি. এ. পরীক্ষা; ৩ বৎসরের কোর্স। (৯) হিলসপ কলেজ, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়—১ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স কিংবা ম্যাট্রিক পাশ করার পরে সার্টিফিকেট কোর্স। (১০) গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়—সাংবাদিকতা পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হইয়াছে, কিন্তু উহা শিক্ষাদানের কোন কলেজ নাই। (১১) বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বাণিজ্য কলেজ, হায়দরাবাদ—ডিগ্রি দান করেন, স্নাতকোত্তর ১ বৎসরের কোর্স।

॥ রাজ্য হিসাবে দৈনিকপত্র ও সাময়িকপত্র সংখ্যা-১৯৬৭ ॥

রাজ্য/কেন্দ্রীয় অঞ্চল	দৈনিকপত্র	সাপ্তাহিক	পাক্ষিক	মাসিক	অন্যান্য	মোট
অন্ধ্র	২৩	১২৪	৮০	২২৭	৩৬	৪৯০
আসাম	৭	২৩	৫	২৪	১৩	৭২
বিহার	১০	৬২	১৫	৬১	২৪	১৭২
গুজরাট	৩৫	১২৮	৬২	২২৮	৪২	৪৯৫
হরিয়াণা	৬	৮২	২১	৫৫	১১	১৭৫
জম্মু ও কাশ্মীর	১৫	৪৫	৯	৫	২	৭৬
কেরালা	৫০	৫৭	৪০	২৪৮	২৮	৪৩৩
মধ্যপ্রদেশ	৫৪	১৪০	২১	৬৬	৩১	৩১২
মাদ্রাজ	৩২	১০২	৮৮	৩৯৬	১০৬	৭২৪
মহারাষ্ট্র	৮৪	৩৭৩	১০৫	৫৯৬	২৯৪	১৪৫২
মহীশূর	৪৬	১০৫	২২	১৩৮	৩৮	৩৪৯
উড়িষ্যা	৭	২২	৮	৪৭	১৭	১০১
পাঞ্জাব	২৬	১৫২	৪৪	১৪৭	২৬	৩৯৫
রাজস্থান	২২	১৯৭	৫৬	১০৪	৩২	৪১১
উত্তর প্রদেশ	৯৯	৬৬৬	১৪৩	৩৯৬	১০৩	১৪০৬
পশ্চিমবঙ্গ	২৯	১৯৭	১৩৫	৪৬২	২২৭	১০৫০
দিল্লী	২৪	১৬৯	৮৮	৫১৮	২১৭	১০১৬
হিমাচল প্রদেশ	—	১১	৬	১০	৫	৩২
মণিপুর	৬	৩	৪	৭	৫	২৫
ত্রিপুরা	২	৭	—	—	১	১০
নাগাল্যাণ্ড	—	—	১	১	১	৩
পণ্ডিচেরী	—	৫	১	৭	১০	২৩
গোয়া	৮	১০	২	৯	১	৩০
চণ্ডীগড়	২	১৭	৫	২০	১৭	৬১
আন্দামান ও নিঃ দ্বীঃ পুঃ	১	—	—	—	১	২
	৫৮৮	২৬৯৭	৯৬১	৩৭৭২	১২৯৭	৯৩১৫

॥ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় দৈনিকপত্রের সংখ্যা—১৯৬৭ ॥

হিন্দী	১৭৪	গুজরাটি	৩৮	আসামী	২
উর্দু	৮৩	তামিল	২৮	সিন্ধী	৫
ইংরাজী	৬১	পাঞ্জাবী	১৫	দ্বিভাষিক	১৬
মারাঠী	৪৮	তেলেগু	১৪	বহুভাষিক	১
মালায়ালম	৪৪	বাংলা	১৩	অন্যান্য ভাষা	৯
কানাড়া	৩১	ওড়িয়া	৬		

॥ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সংখ্যা—১৯৬৭ ॥

হিন্দী	২১৩৩	গুজরাটি	৫০৮	আসামী	২১
ইংরাজী	১৮৯৭	তামিল	৩৭৫	সংস্কৃত	৩১
উর্দু	৭৮১	পাঞ্জাবী	১৭৩	সিন্ধী	৫৮
মারাঠী	৫০২	তেলেগু	৩০০	দ্বিভাষিক	৬৭৫
মালায়ালম	২৬৬	বাংলা	৫৭২	বহুভাষিক	১৬৭
কানাড়া	১৯৮	ওড়িয়া	৮০	অন্যান্য ভাষা	৯০

পর্যটন

ভারতের অনন্য সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী অতি প্রাচীনকালেই বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সুদূর অতীত হইতেই বিদেশী পর্যটকেরা ভারতে আগমন করিতে শুরু করেন। এদেশে ভ্রমণকারী বিদেশীদিগের মধ্যে ফাহিয়েনকেই (৪০০-৪১১ খৃঃ) প্রথমে উল্লেখযোগ্য বিদেশী পর্যটক বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহার পর বিদেশী পর্যটকদিগের মধ্যে হিউয়েন সাঙ (সপ্তম শতাব্দী), অলবেরুনী (একাদশ শতাব্দী), মার্কো পোলো (ত্রয়োদশ শতাব্দী), ইবন বতুতা (চতুর্দশ শতক), আবদুর রজ্জাক (পঞ্চদশ শতক), রালফ ফিচ (ষোড়শ শতক) এবং তাভর্নিয়ে ও বের্নিয়ের (সপ্তদশ শতক) নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কালে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় দেড়লক্ষ বিদেশী পর্যটক ভারত ভ্রমণে আসেন।

বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণীয় কোন কিছুর অভাবই এদেশে নাই। এখানকার অতুলনীয় মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তাজমহলের অপূর্ব স্থাপত্যকলা, কোনার্কের সূর্যমন্দিরের সূক্ষ্ম ভাস্কর্য্য, অত্যুৎকৃষ্ট ফ্রেসকো, মোগলদিগের অপরূপ ক্ষুদ্রাকার চিত্রাবলী, ভারতনাট্য ও কথাকলির ন্যায় ঐতিহ্যশালী নৃত্য, সুমধুর উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, দক্ষ ও কুশলী শিল্পীর নয়নমুগ্ধকর কারুকার্যখচিত কুটির শিল্প এবং সর্বোপরি এখানকার বিভিন্ন-শ্রেণীর অধিবাসীদের নানাধরণের আচার ব্যবহার, তাহাদের জমকাল উৎসবাদি—সব মিলিয়া ভারতবর্ষকে বিদেশীদের কাছে দুর্নিবাররূপে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। নিম্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি উল্লেখ করা হইল।

॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥

স্বল্পসংখ্যক স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্যটন অঞ্চলগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। সবুজ ও সোনালি মাঠ, পাহাড় এবং সমুদ্র এই অঞ্চলটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ নগরীগুলির আয়তন ৫০০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৭৫ লক্ষ। এই রাজ্যে যেমন আছে কর্মব্যস্ত শিল্পকেন্দ্রসমূহ, তেমনি আছে অনুপম মাধুরীভরা পল্লীপুঞ্জ। এখানে আছে গভীর অরণ্য ও দুষ্প্রাপ্য

জন্তু-পূর্ণ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার। পশ্চিমবঙ্গে একটি উষ্ণপ্রস্রবণও আছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরমালা অপূর্ব শিল্প-সুষমায় সমৃদ্ধ এবং এই অঞ্চলের লোকশিল্প অনন্যসাধারণ প্রসাদগুণের অধিকারী।

পর্যটন উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পদক্ষেপ নূতন হইলেও ইহার আরম্ভ ভালই হইয়াছে বলা চলে। কলিকাতা ও দার্জিলিংএ 'টুরিস্ট ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আর দীঘা, শিলিগুড়ি, বাগডোগরা এবং নিউ জলপাইগুড়িতে আছে 'টুরিস্ট তথ্য কেন্দ্র'। কলিকাতা, দার্জিলিং ও রাজ্যের অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের জন্য বিশেষ পরিবহণ ব্যবস্থা আছে। দীঘাকে একটি আদর্শ ভ্রমণকেন্দ্র রূপে গড়িয়া তোলা হইতেছে। এখানে অনেকগুলি সরকারী হোটেল ছাড়াও সরকারী উদ্যোগে দুইটি টুরিষ্ট লজ, টুরিস্ট কটেজসমূহ ও একটি স্বল্প ব্যয়ের হোটেল ইত্যাদি রহিয়াছে। পর্যটন বিভাগ দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, বহরমপুর, শান্তিনিকেতন, দুর্গাপুর ও দীঘায় লাক্সারি ও ইকনমি 'টুরিষ্ট লজ' পরিচালনা করিয়া থাকেন। ডায়মণ্ড-হারবারে ক্যানটিন, রেষ্টুরেণ্ট ও বিলাসবহুল কক্ষ সমন্বিত পর্যটন কেন্দ্রটি খুবই জনপ্রিয়। বিষ্ণুপুরে শীঘ্রই একটি টুরিষ্ট লজ খোলা হবে। বক্রেশ্বরে উষ্ণপ্রস্রবণের জলে স্নানের জন্য একটি কুণ্ড ও স্নানাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

কলিকাতা–জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর প্রাসাদপুরী কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুসমূহের মধ্যে ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিসৌধ, অক্টারলোনি মনুমেন্ট, ফোর্ট উইলিয়ম, ইডেন গার্ডেনস, হাইকোর্ট, সেন্ট পলস্ ক্যাথেড্রাল, মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, নাখোদা মসজিদ, মার্বেল প্রাসাদ, কালিঘাটের কালিমন্দির, পরেশনাথের মন্দির, আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের উপকণ্ঠে বোটানিক্যাল গার্ডেনস, বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত অতীতের মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরের ইটের তৈরী ও পোড়ামাটির কারুকার্যে খচিত মন্দিরগুলি বঙ্গদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলির মধ্যে শ্যামরায়, জোড়বাংলা, মদনমোহন, মল্লেশ্বর ও রাধেশ্যাম মন্দিরই প্রধান। ইহা ছাড়া রাসমঞ্চ, দুর্গ, দলমাদল কামান, রেশমবস্ত্র ও পোড়ামাটির পুতুল বিষ্ণুপুরের অন্যান্য আকর্ষণ

দার্জিলিং—ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বিখ্যাত শৈলাবাস দার্জিলিংকে "শৈলরাণী" বলা হয়। এখানকার বার্চহিল, টাইগারহিল, অবজারভেটরি হিল, লয়েড বোটানিক গার্ডেনস, সেঞ্চল হ্রদ, ম্যাল, সরকারী বাসভবন এবং ঘুমের বৌদ্ধবিহার বিখ্যাত।

দীঘা—মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকূলবর্তী মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবস্থিত দীঘা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য একমাত্র সৈকতাবাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের প্রচেষ্টায় সর্বস্থবিধাযুক্ত দীঘা বাঙ্গালী মধ্যবর্তী পরিবারের বিশেষ প্রিয়।

জলদাপাড়া ও গরুমারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার—উত্তরবঙ্গে অবস্থিত এই দুইটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার একশিং বিশিষ্ট গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত। একমাত্র আসামের কাজিরঙ্গা ব্যতীত এই জাতীয় গণ্ডার পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চাশটির অধিক গণ্ডার ছাড়াও সম্বর, বাঘ, ভালুক, একটি বুনো হস্তি এবং নানাজাতের হরিণ ও পাখী ইহার অন্যতম আকর্ষণ।

আসাম

কাজিরঙ্গা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার—ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীরে শিবসাগর জেলার কাজিরঙ্গা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগারটি আসামের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ক্ষয়িষ্ণু-প্রায় বিখ্যাত একশিং বিশিষ্ট গণ্ডার (পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া ও গরুমারা সংরক্ষণাগার ছাড়া) পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। সংরক্ষণের জন্য ইহা নির্মিত হইলেও এখানকার বুনো মহিষ, সম্বর, শূকর, বন্যহস্তি ও নানা জাতের হরিণ দর্শকদের আনন্দ দান করে।

বিহার

বুদ্ধগয়া—গয়া জেলার অন্তর্গত গৌতমবুদ্ধের সিদ্ধিলাভক্ষেত্র বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানকার মহাবোধি মন্দির, বিশালাকার বুদ্ধমূর্তি, স্তূপরাজি ও অশোকের খোদিত লৌহরেলিংগুলি বিখ্যাত। সম্প্রতি নির্মিত তিব্বতী, বর্ম্মী ও চৈনিক বিহারগুলি স্থানটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা অন্যতম হিন্দু তীর্থক্ষেত্রও বটে।

উড়িষ্যা

কোনার্ক—উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক সুমহান নিদর্শন কোনার্কের বিখ্যাত সূর্যমন্দির। এখানকার ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হইতেছে মিথুন।

পুরী—সমুদ্রোপকূলবর্তী সুপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস পুরী জগন্নাথদেবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। পুরীর সমুদ্রস্নান ও আষাঢ় মাসের রথযাত্রা এখানকার অন্যতম আকর্ষণ।

ভুবনেশ্বর—উড়িষ্যার রাজধানী মন্দির-নগরী ভুবনেশ্বর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রেমিকদের নিকট স্বর্গস্বরূপ। এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে উড়িষ্যার স্থাপত্য-কলার মধ্যমণি লিঙ্গরাজ মন্দির, মুক্তাস্বরূপ মুক্তেশ্বর মন্দির, মন্দিররাণী রাজরাণীমন্দির এবং কেদারেশ্বর, পরশুরামেশ্বর ও বৈতল মন্দিরই প্রধান। এতদ্ব্যতীত উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহাবলী, ধৌলিতে অশোকের শিলালিপি এবং শিশুপালগড়ের প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ ভুবনেশ্বরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তু।

অন্ধ্রপ্রদেশ

হায়দরাবাদ—অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর হায়দরাবাদের দ্রষ্টব্য বস্তুসমূহের মধ্যে সৌন্দর্যশালী চারমিনার, সুবিশাল মক্কা মসজিদ, সাম্প্রতিক কালে নির্মিত কালাকনামা প্রাসাদ, হাইকোর্ট, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সালারজঙ মিউজিয়ম, বৃহৎ উদ্যান 'পাব্লিক গার্ডেনস্', এবং মনোরম হ্রদ ওসমান সাগর ও হিমায়ৎ সাগর উল্লেখযোগ্য। শহরের উপকণ্ঠে প্রাচীন দুর্গ গোলকুণ্ডা ও আধুনিক শহর সেকেন্দ্রাবাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশাখাপত্তনম—ভারতের অন্যতম প্রধান সামুদ্রিক বন্দর ও বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র বিশাখাপত্তনম। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আকর্ষণগুলির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস ওয়ালটেয়ার, সিংহাচলম পর্বতের শ্রীনরসিংহ মন্দির, অন্তরীপ 'ডলফিনস নোজ' তৈল পরিশোধনকেন্দ্র ও বাতিঘরই প্রধান। এখানকার কুটিরশিল্পের মধ্যে সূক্ষ্ম 'পানজাম' বস্ত্র, হস্তিদন্তের নানাবিধ সূক্ষ্ম কাজ এবং রূপার সূক্ষ্ম বিদ্রিকাজ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মহীশূর

বেলুড়—হাসান জেলার ঐতিহাসিক শহর বেলুড়ে প্রাচীন হোয়সল রাজাদিগের (১২শ ও ১৩শ শতাব্দী) নির্মিত অপূর্ব কারুকার্য খচিত মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রীচেন্ন কেশবের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান ও ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম শহর মাদ্রাজে ভ্রমণকারীদের দর্শনীয় স্থান ও বস্তুগুলির মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সৈকতভূমি মারিনা, সেণ্ট জর্জের জমকাল দুর্গ, দুর্গ-অভ্যন্তরে ভারতের ইংরেজ নির্মিত প্রথম

গির্জা বলিয়া কথিত সেণ্ট ম্যারিজ চার্চ, সাধারণ উদ্যান 'পিপলস্ পার্ক', মিউজিয়ম, কপিলেশ্বর ও পার্থসারথির মন্দিরদ্বয় প্রধান।

মাদুরাই—দক্ষিণভারতের অন্যতম দ্রাবিড় ও তামিল সংস্কৃতি কেন্দ্র ও উৎসবপুরী মাদুরাই-এর মীনাক্ষী মন্দিরটি দ্রাবিড় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সুদৃশ্য বৃহৎ পুষ্করিণী 'মরিয়মমন টেপ্পাকুলম', বৈশাখ মাসে শ্রীসুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীর বিবাহ 'চিত্রা উৎসব' এবং শহরোপকণ্ঠে অলগর পর্বতে অলগর কোইল ও তিরুপরণকুণরমে শ্রীসুব্রাহ্মণ্যমের-মন্দির মাদুরাই-এর অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু।

তিরুচিরপল্লী—ত্রিমুণ্ড দানবের পুরী তিরুচিরপল্লীর মন্দিরগুলির মধ্যে বিখ্যাত শৈলমন্দির শ্রীমথরুভুতেশ্বরের দেবালয়, শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর মন্দির। তিরুভনৈকবলের শিবমন্দির এবং পল্লব গুহামন্দিরগুলি প্রধান।

কাঞ্চিপুরম—সুপ্রসিদ্ধ পল্লব-রাজধানী, কলা ও সংস্কৃতিকেন্দ্র এবং ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম কাঞ্চিপুরমের পল্লব-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন স্বরূপ কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠ পেরুমল, একম্বরনাথ কামাখ্যি এবং ভরদ্বাজ-মন্দির বিদ্যমান। এখানকার কুটিরশিল্পের মধ্যে রেয়ন বয়ন শিল্পই প্রধান।

তাঞ্জোর—প্রাচীন চোল রাজধানী ও সংস্কৃতি কেন্দ্র তাঞ্জোরের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে ভারতের সর্বোত্তম বৃহদীশ্বরের মন্দির, শিবগঙ্গা পুষ্করিণী, তাঞ্জোর রাজপ্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহাবলীপুরম—বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী 'সপ্ত প্যাগোডার' দেশ মহাবলীপুরম প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস। এখানকার শৈলখাত মন্দিরগুলির মধ্যে দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের নামানুসারে রথের আকারে পাঁচটি মন্দির, মহিষাসুর মণ্ডপম্, শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডপম্, অর্জ্জুনের কচ্ছ্রসাধন মণ্ডপম্ এবং সৈকত-মন্দির স্থাপত্য-কলার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

রামেশ্বর ও ধনুষ্কোটি—ভারতের সর্বাপেক্ষা দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে রমানাথ-পুরম জেলায় অবস্থিত ও শ্রীরামচন্দ্র কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত মহাপুণ্য তীর্থ রামেশ্বরম ধনুষ্কোটি দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শ্রীরামনাথস্বামীর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। মন্দিরের চতুষ্পার্শে অসংখ্য স্তম্ভসহ প্রায় ৪০০০ ফুট দীর্ঘ অলিন্দটি পৃথিবীর স্থাপত্যকলায় অদ্বিতীয়।

গুজরাট

আহমেদাবাদ—গুজরাট রাজ্যের রাজধানী আহমেদাবাদে গুজরাটী ও মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর উৎকর্ষতার নিদর্শন স্বরূপ জুমা মসজিদ, আহমদ শাহ ও

তাঁহার মহিষীদিগের স্মৃতিসৌধ, রাণী সিপ্রির মসজিদ ও সমাধিস্তম্ভ, তিনদরওয়াজা ও আজম খানের প্রাসাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত হাতিসিংহ, স্বামী নারায়ণ ও ভদ্রা-র মন্দির, বিখ্যাত শাহীবাগ, রমণীয় কাঙ্করিয়া হ্রদ আহ্‌মেদাবাদের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান।

জুনাগড়—দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপরকোট দুর্গ, বাগেশ্বরী দামোদর-অম্বামাতার মন্দির, জৈনমন্দিরগুলির মধ্যে নেমিনাথের তেজপাল ও বাস্তুপালের ত্রয়ী মন্দির, অশোকের শিলালিপি, মিউজিয়ম এবং উইলিংডন বাঁধ। জুনাগড় হইতে ৬৩ কিলোমিটার দূরে এশীয় সিংহের একমাত্র বাসস্থান সংরক্ষিত গির বনাঞ্চলে প্রায় তিনশত সিংহ জুনাগড়ের অন্যতম আকর্ষণ।

মহারাষ্ট্র

অজন্তা ও এলোরা—ঔরঙ্গাবাদ জেলায় অবস্থিত অজন্তা ও এলোরার শৈলখাত গুহাগুলির চিত্রাবলী স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সমন্বয়ে ভারতীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শনরূপে বিশ্ববিখ্যাত। অজন্তার ৩০ টি গুহা সকলই বৌদ্ধদের এবং এলোরার ৩৪টি গুহা বৌদ্ধ, জৈন, ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের। এলোরা গ্রামে রাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত ঘৃষ্ণেশ্বর নামে একটি শিবমন্দির আছে।

বোম্বাই—মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী ও ভারতের বৃহত্তম শহর। দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুসমূহের মধ্যে মেরিন ড্রাইভ, মালাবার পর্বতের ঝুলন্ত উদ্যান, মহালক্ষ্মীর মন্দির, চিড়িয়াখানা, রাজাবাঈ টাওয়ার, প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ম, ট্রম্বেতে ভারতের প্রথম আণবিক শক্তির কারখানা, বজ্রেশ্বরীর উষ্ণ প্রস্রবণ, জুহুতট এলিফ্যান্টা গুহা ও শহরতলিতে ঐতিহাসিক গ্রাম ব্যাসেন উল্লেখযোগ্য।

মহাবালেশ্বর—সাতারা জেলায় প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত মহাবালেশ্বর পশ্চিম ভারতের সর্বোচ্চ শৈলাবাস। মনোরম প্রাকৃতিক শোভা ব্যতীত ইহার অন্যান্য আকর্ষণগুলির মধ্যে মহাবালেশ্বর ও অতিবালেশ্বরের মন্দির, শিবাজীর প্রতাপগড় দুর্গ, দুর্গমধ্যে রাণীভবানীর মন্দির, লিঙ্গমল ঝরণা এবং 'আর্থার সীট', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ মধ্যপ্রদেশ ॥

উজ্জয়িনী—কালিদাস-কিংবদন্তি-খ্যাত শিপ্রাতটবর্তী সুরম্য নগরী এবং প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি কেন্দ্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ, উজ্জয়িনী অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এখানকার মহাকাল-মন্দির, কালিয়াদহ প্রাসাদ, জয়সিংহের নির্মিত

মানমন্দির যন্তরমহল ও গোপালমন্দির, এবং বহরণ-কা-রোজা উজ্জয়িনীর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

খাজুরাহো—ছতরপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রাম খাজুরাহো (খর্জ্জুর-বাহক)-র প্রাচীন চন্দেল্ল রাজগণের (খ্রীঃ ৯ম-১৩শ) কীর্তিমণ্ডিত ও স্থাপত্যের এক স্বতন্ত্র ধারার অধিকারী মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে কন্দরিয় মহাদেব-, লক্ষ্মণ-, বিশ্বনাথ-, চিত্রগুপ্ত-, দেবী জগদম্বা-, চৌসট যোগিনী-, বামন-এবং পার্শ্বনাথ-এর মন্দির। মন্দিরগুলির অলঙ্করণের বিষয়বস্তুর মধ্যে মিথুন, নাগ, শাদূর্ল ও শালভঞ্জিকাই প্রধান্যলাভ করিয়াছে।

সাঁচি—শেহোর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ সাঁচি বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অপূর্ব পীঠস্থান। এখানকার বৌদ্ধ স্তূপগুলির মধ্যে প্রধান স্তূপটি ও উহার সুদৃশ্য চারিটি তোরণ, নবনির্মিত বিহার, অশোকস্তম্ভ, সাঁচির উপকণ্ঠে উদয়গিরির জৈন ও হিন্দু গুহাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ রাজস্থান ॥

জয়পুর—রাজস্থানের সর্বাপেক্ষা সুপরিকল্পিত শহর ও রাজ্যের রাজধানী প্রাসাদপুরী জয়পুরের দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুসমূহের মধ্যে অম্বর রাজপ্রাসাদ, হাওয়া মহল, মানমন্দির, মিউজিয়ম, গেতোরে মহারাণাদিগের স্মৃতিসৌধ, তীর্থক্ষেত্র গলতা, নহরগড় দুর্গ, সঙ্গমের জৈনমন্দির এবং রামগড় হ্রদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উদয়পুর—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শহর "প্রাচ্যের ভেনিস" উদয়পুরের মনোরম রাজপ্রাসাদ, সজ্জনগড় প্রাসাদ ও পিচোলা হ্রদমধ্যস্থিত প্রাসাদশ্রেণী, সুবিশাল ফতে সাগর, দুধ তালিয়া ও জৈসাখন্দ হ্রদ, সুসজ্জিত উদ্যান মহেলিঁয়ো কি বাড়ী, অহরে উদয়পুরের মহারাণাদিগের স্মৃতিসৌধ, দেলওয়াড়ার জৈনমন্দির সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

যোধপুর—প্রাচীরবেষ্টিত সুপ্রাচীন নগর যোধপুরের দুর্গ, বলসংমন্দ প্রাসাদ ও হ্রদ, উমেদ ভবন প্রাসাদ, মহামন্দির, গুলাবসাগর ও কৈলানা হ্রদ, মান্দোর উদ্যান এবং ওসিয়া দর্শকদের অবশ্য দর্শনীয়।

মাউন্ট আবু—শিরোহি জেলায় ৪০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ শৈলাবাস ও বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র মাউন্ট আবুর অতিখ্যাত দেলওয়াড়া জৈন-মন্দির, হিন্দুদিগের অচলেশ্বর, অধরদেবী ও রঘুনাথজী-র মন্দির এবং নখু হ্রদ উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

॥ উত্তর প্রদেশ ॥

আগ্রা—সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত তাজমহলের জন্য বিখ্যাত। আগ্রার অন্যান্য দ্রষ্টব্য সৌধরাজির মধ্যে আগ্রার দুর্গ, দুর্গমধ্যে শাহজাহান নির্মিত মোতি

মসজিদ, আকবর নির্মিত জাহাঙ্গীর মহল ও যমুনার অপর পারে নূরজাহানের পিতার সমাধিমন্দির ইতমদ-উদ-দৌলার নাম করা যাইতে পারে। আগ্রার অদূরে সেকেন্দ্রায় আকবরের স্মৃতিসৌধ এবং আকবরের নির্মিত ফতেপুর সিক্রিতে বাদশাহী দরওয়াজা, বুলান্দ দরওয়াজা এবং সেখ সেলিম চিস্তির সমাধিমন্দির উল্লেখযোগ্য।

নৈনিতাল—প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত ও সপ্ত শিখরমণ্ডিত নৈনিতাল উত্তর প্রদেশের অন্যতম শৈলাবাস। এখানকার দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে নৈনিতাল হ্রদ, নৈনিদেবীর মন্দির রামগড়, মুক্তেশ্বর উল্লেখযোগ্য।

বারানসী (**কাশী**)—ভারতের সুপ্রাচীন পৌরাণিক শহর, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বারানসীর বিশ্বনাথের মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির, রাম-নগর ও চুনার-দুর্গ, ঔরঙ্গজেবের মসজিদ এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণকারীদের অবশ্য দর্শনীয়। শহরের উপকণ্ঠে সারনাথ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ।

মথুরা—যমুনার দক্ষিণ তীরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা হিন্দুদিগের পুণ্যতীর্থ। এখানকার গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন, যুগলকিশোর ও শ্রীরঙ্গজী-র মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মুসৌরী—দেরাদুন জেলায় প্রায় ৭৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত মুসৌরী ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় শৈলাবাস। মিউনিসিপ্যাল উদ্যান, ল্যাণ্ডৌর, সেণ্ট জর্জের কলেজ এবং লাল টিব্বা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান।

হরিদ্বার—সাহারাণপুর জেলার অবস্থিত সপ্ততীর্থের অন্যতম হরিদ্বারের দেবালয়গুলির মধ্যে দক্ষেশ্বর, সর্বনাথদেব, হৃষীকেশ ও মায়াদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। নিকটে হৃষীকেশ, কনখল ও লছমন ঝোলাও দ্রষ্টব্য।

দিল্লী—ভারতের রাজধানী দিল্লী হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব প্রদর্শশালা। প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি—৫ম শতাব্দীর ঐতিহাসিক লৌহস্তম্ভ, তুর্কী আফগান যুগের সুপ্রসিদ্ধ কুতব-মিনার, কোরাৎ-উল-ইসলামের মসজিদ, ইলতুৎমিসের স্মৃতিসৌধ, হৌজ-খাস, শেরশাহের নির্মিত পুরান কুইলা ও কুইলা-ই-কুহনা মসজিদ ও নিজামুদ্দিনের মসজিদ; মোগল আমলের হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ, শাহজাহানের লালকেল্লা ও কেল্লাভ্যন্তরে মোতি মসজিদ, দেওয়ান্-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস, সুবিখ্যাত জামা মসজিদ, জাহানারার অনাড়ম্বর সমাধি মন্দির; জয়পুরের মহারাজা নির্মিত মানমন্দির যন্তর-মন্তর; কেন্দ্রীয় মহাকরণ ভবন, রাষ্ট্র-পতি ভবন, "ইণ্ডিয়াগেট", সংসদ ভবন ও লক্ষীনারায়ণের মন্দির।

॥ পাঞ্জাব ॥

অমৃতসর—শিখদিগের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র অমৃতসর স্বর্ণমন্দির বা 'দরবার সাহেব' এর জন্য বিখ্যাত। মন্দিরাভ্যন্তরে রেশমী চন্দ্রাতপ তলে শিখদিগের পবিত্র গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব' রক্ষিত আছে। শহরের উপকণ্ঠে বিখ্যাত জালিয়ানওয়ালা বাগ, মহারাজ রণজিৎ সিংহের গ্রীষ্মাবাস রামবাগ অমৃতসরের অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু ও স্থান।

কুলু ও কাংড়া—কাংড়া জেলায় প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বিখ্যাত শৈলাবাস কুলু ও কাংড়া উপত্যকা দুইটি প্রাকৃতিক শোভা ও বহু মন্দিরের জন্য "দেবভূমি" আখ্যালাভ করিয়াছে। এখানকার উল্লেখ্য মন্দিরগুলির মধ্যে কাংড়ার দেবী বজ্রেশ্বরী, জ্বালামুখীর জ্বালামুখী দেবী, কুলুর বিজলী মহাদেব, এবং মানাশির হিড়িম্বাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। কাংড়ার পাহাড়ী চিত্রকলার মধ্যে পারস্যের শিল্পশৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়।

সিমলা—হিমালয়ের কোলে প্রায় ৭০০০ ফুট ঊর্ধ্বে অবস্থিত সিমলা নগরী ভারতের বৃহত্তর শৈলনিবাস। এখানকার বিপণিকেন্দ্র ম্যাল, কাফরির স্কী-ক্লাব, যক্ষপর্বতের হনুমানজির মন্দির, তারাদেবীতে তারাদেবীর মন্দির, অবজারভেটরি হিল, রেসকোর্স এবং প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত গ্লেন, মশোলি ও মাশোবা সিমলার অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান।

॥ কাশ্মীর ॥

ভারতের উত্তরে প্রায় ৫০০০ ফুট ঊর্ধ্বে অবস্থিত কাশ্মীর-উপত্যকা অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য "ভূস্বর্গ" আখ্যা লাভ করিয়াছে। এখানকার মনোরম হ্রদগুলির মধ্যে ডাল, উলার ও মানসবল, সুপ্রসিদ্ধ মোগল-উদ্যানাদির মধ্যে শালিমার, নিসাৎ ও নাসিম-বাগ এবং বিশিষ্ট স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে হজরত বাল, জুম্মা, পাথর-মসজিদ ও শঙ্করাচার্য টিলার উপর শিবমন্দির প্রধান। রাজ্যের রাজধানী রমণীয় শ্রীনগর সম্রাট অশোক কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত আছে। অন্যান্য স্থানসমূহের মধ্যে কুসুম-উদ্যান গুলমার্গ, সৌন্দর্যরাণী পহেলগাঁও, স্বর্ণাভ সোনামার্গ তীর্থক্ষেত্র অমরনাথের গুহামন্দির এবং শীতকালীন রাজধানী ও বহুপ্রাচীন মন্দির ও শিল্পসৌধ নগরী জম্মু ভ্রমণকারীদের অবশ্য দর্শনীয়। কাশ্মীরের শাল কার্পেট ও অন্যান্য কুটির শিল্প বিখ্যাত।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের গত এক বৎসরের প্রধানতম ঘটনা হইল আয়ুবসাহীর পতন। মহম্মদ আয়ুবখান ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক শাসনের মাধ্যমে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকারকে হটাইয়া ক্ষমতা দখল করেন এবং চার বৎসর নিরঙ্কুশ সামরিক শাসন চালাইয়া পাকিস্তানের প্রবীন নবীন রাজনীতিবিদ্‌গণকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করেন। অতঃপর ১৯৬২ সালে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতাকায়েম করার উদ্দেশ্যে নিজের উদ্ভাবিত বেসিক ডেমোক্রেসী বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র নামে সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন পাকিস্তানে। তিনি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করিয়া বুনিয়াদী গণতন্ত্রের কর্ণধার হইয়া বসেন। পাকিস্তানের মোট জন সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি হইলেও বুনিয়াদী গণতন্ত্রে প্রসিডেন্ট নির্বাচনের যে পরোক্ষ ব্যবস্থা হয় তাহাতে ভোটাধিকারীর সংখ্যা হয় মাত্র ১ লক্ষ ২০ হাজার। প্রেসিডেন্টই হইয়া দাঁড়ান রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের আধার। চরম বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে প্রেসিডন্ট আয়ুব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা সত্য হইলেও এবং জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন তিনি পাইলেও তাঁহার উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি রাখিতে পারেন নাই।

দীর্ঘ দশবৎসর ধরিয়া বঞ্চিত পাকিস্তানী জনগণের তীব্র বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ হঠাৎ বোমার মত ফাটিয়া ১৯৬৯ সালের ২৫ শে মার্চ আয়ুবের পদত্যাগ অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। পাকিস্তানের শক্তমানুষ আয়ুবখানের এই অবস্থা হইতে পারে মাত্র ছয়মাস আগেও ঘরে বাইরে একথা চিন্তা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

॥ আয়ুবের পদত্যাগের পশ্চাদপট ॥

নবেম্বর (১৯৬৮) মাসের প্রথম হইতে পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তানে যে আয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং যে আন্দোলনে পাকিস্তানে উভয় অংশের কয়েকশত দেশপ্রেমিক তরুণ ছাত্র ও কর্মী শহীদ হইয়াছেন তাহারই চরম পরিণতি ২৫ শে মার্চ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের শাসনভার ত্যাগ। কিন্তু ইহার পিছনে দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রস্তুতি ছিল।

১৯৭০ সালে বুনিয়াদী গণতন্ত্র অনুসারে পকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হইবার কথা ছিল। সেই নির্বাচনেও আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইবেন এবং

নিশ্চিতভাবে নির্বাচিত হইবেন—ইহা প্রায় নির্ধারিত সত্য ছিল। নির্বাচনে তাঁহার জয়কে আরও সুনিশ্চিত করার জন্য আয়ুব খান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক জনপ্রিয় নেতাকে কারারুদ্ধ করিয়া এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের মামলা সাজাইয়া একটা সুপরিকল্পিত কার্যক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ বাস করিলে-ও পাকিস্তানী আইন সভায় পূর্ব পাকিস্তান কোনদিন আনুপাতিক হারে প্রতি-নিধিত্ব পায় নাই। আয়ুবের আগমনের পূর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যেমন পাঞ্জাবী আধিপত্য ছিল, তাঁহার হাতে শাসনভার যাইবার পরও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

আয়ুবের শাসনকালে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প সমৃদ্ধি অনেকটা বাড়িলেও পূর্বপাকিস্তানের জন সমাজ পূর্বের মতই দারিদ্র্যপিষ্ট। পূর্বপাকিস্তানে তাই বিক্ষোভ ও অশান্তি লাগিয়া থাকা স্বাভাবিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর গত ২২ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানে একটি বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে ; এই সম্প্রদায়কে ধোঁকা দেওয়া সহজ নহে। বরাবর পূর্ব পাকিস্তান যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে তাহার পুরোভাগে কাজ করিতেছে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ। এই আন্দোলনের বড় প্রবক্তা আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান। চীনপন্থী জাতীয় আওয়ামী দলের প্রবীন নেতা মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁহার বহুবিষয়ে বিরোধ থাকিলেও পূর্বপাকিস্তানকে আত্মনির্ভর করিয়া তোলার বিষয়ে উভয়ের কোন মতানৈক্য নাই।

আয়ুব খানের আকস্মিক পতনের মূলে এক সঙ্গে কয়েকটি ঘটনার যোগাযোগ হইয়াছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। ঘটনাগুলিকে মোটামুটি নিম্নোক্তরূপ দেওয়া যাইতে পারে : (১) বুনিয়াদী গণতন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অসন্তোষ (২) ছাত্র সমাজের স্বাধীনতাহরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স প্রভৃতি জারি করার ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশে ছাত্র বিক্ষোভ (৩) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণে সাংবাদিকগণের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ (৪) ১৯৬৮ সালের গোড়ায় আগড়তলা ষড়যন্ত্রের মামলা নামক একটি কাল্পনিক মামলায় জড়াইয়া পূর্বপাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে নাস্তা নাবুদ করিবার প্রয়াসে সারা পূর্বপাকিস্তানে ব্যাপক গণঅসন্তোষ (৫) ১৯৬৮ সালে নবেম্বর মাসের গোড়ায় পাকিস্তানের দেশরক্ষা আইনে ভুট্টোকে কারারুদ্ধ করায় পশ্চিম

পাকিস্তানে বিক্ষোভ (৬) গান্ধার ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের কর্ণধার রূপে আয়ুব খানের পুত্র ক্যাপ্টেন গহর আয়ুবের দুর্নীতি এবং অল্পসময়ে অন্তত দুই কোটি টাকার মালিকানা অর্জন এবং সেই সঙ্গে (৭) যে সেনাবাহিনীর জোরে আয়ুব খান শাসন কার্য চালাইতেছিলেন—সেই সেনাবাহিনীর মধ্যে আয়ুব-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি। এতগুলি কারণের সম্মিলিত ফলে আয়ুব খানকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

১১ই নভেম্বর করাচীর একটি জনসভায় প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন ২২ বৎসর বয়স্ক একটি ছাত্র তাঁহার প্রতি দুইবার পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন বলিয়া প্রকাশ। ছাত্রটিকে ধরা হয়। এই ঘটনার পরে আয়ুব খান দেশরক্ষার নামে পশ্চিম পাকিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রআন্দোলন দমনে যেমন তৎপর হইয়া উঠেন তেমনই তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ভুট্টো ও সীমান্ত গান্ধীর পুত্র আবদুল ওয়ালি খানকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করেন। ইহার অব্যবহিত পরে করাচীতে একটি ছাত্রসভায় গুলি বর্ষণের ফলে জনৈক ছাত্র নিহত হয় এবং তাহার প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজে প্রবল বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। এই সুযোগে পাঁচটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (Pakistan Democratic Movement) দানা বাঁধিয়া উঠে। এই আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগে ছাত্র নিপীড়ন ও মিঃ ভুট্টো এবং আব্দুল ওয়ালি খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ২৫শে নভেম্বর হরতাল প্রতিপালিত হয়। কারাবদ্ধ মিঃ ভুট্টো ও বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দের অনশনের সিদ্ধান্ত গণ আন্দোলনকে আরও জোরদার করে। ঠিক এই সময় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অন্যতম অধ্যক্ষ ৪৭ বৎসর বয়স্ক এয়ার মার্শাল আসগর খান বিমান বাহিনী হইতে পদত্যাগ করিয়া আন্দোলনে বিরোধী পক্ষকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত জানান।

পূর্বপাকিস্তান হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি মিঃ এস. এম. মুরসেদও স্বতন্ত্ররূপভাবে প্রায় একই সময়ে আয়ুব-বিরোধী রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। ফলে পাকিস্তানের উভয়াংশে আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই আন্দোলনের মূল দাবী ছিল—ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ১৯৬৫ সালে প্রবর্তিত জরুরি শাসন ব্যবস্থার অবসান, প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের পদত্যাগ এবং পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। অবশ্য সেই সঙ্গে ছাত্রসমাজের নিজস্ব কতকগুলি দাবী দাওয়ার কথাও ছিল। ইহা ছাড়া পূর্ব

পাকিস্তানের দাবী ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রে জনসংখ্যার অনুপাতে আসনবন্টন, পশ্চিম পাকিস্তানকে ভূতপূর্ব প্রদেশগুলিতে বিভক্তকরণ এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন। এই সব দাবীর ভিত্তিতে নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের বড় বড় কতকগুলি শহরে প্রবল আয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়—সরকারী বাস পোড়ানো হয় এবং আয়ুবখানের ছবি ধ্বংস করা হয়।

প্রবল ছাত্রবিক্ষোভের ফলে ডিসেম্বর মাসের পয়লা তারিখ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান তাঁহার মাস পয়লার বেতার ভাষণে ছাত্রদের দাবী আংশিক পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ছাত্রসমাজের দাবী আংশিকভাবে মানিয়া নেওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল যে পাকিস্তানে আয়ুব-বিরোধী মনোভাব ক্রমশ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। করাচী, পেশোয়ার, লাহোর, ঢাকা, রাওয়ালপিণ্ডিতে ছাত্র বিক্ষোভ, শ্রমিক বিক্ষোভ, ডাক্তার, আইনজীবি বিক্ষোভ, মহিলা বিক্ষোভ প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে সামরিক বাহিনী তলব করিয়াও ঘটনার মোকাবিলা করা সম্ভব হইল না।

৫ই ডিসেম্বর প্রেসিডেণ্ট আয়ুব সপ্তাহকালের জন্য পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শনে যান। ঢাকায় সংসদীয় বিরোধীদলের নেতা মিঃ নুরুল আমিনের নেতৃত্বে আয়ুব-বিরোধী বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।

ঢাকায় আয়ুব বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত হয়। বিক্ষোভ দমনে মিলিটারী ডাকিতে হয়। ঢাকায় এই সময় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলিতেছিল। পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিরোধীপক্ষ ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ জাতীয় পরিষদের সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাংবাদিকগণ ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করেন। ১৪ই ডিসেম্বর প্রহরা পরিবেষ্টিত আয়ুবের পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষ হয়। এদিকে ঢাকায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান প্রভৃতি ৩৫ জন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে মামলা স্পেশাল ট্রাইবুনালে চলিতেছিল সে ক্ষেত্রেও মজার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সরকার পক্ষ হইতে যে সব সাক্ষী উপস্থাপিত করা হইয়াছিল তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই সরকারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে থাকায় তিন সপ্তাহের জন্য এই মামলা স্থগিত রাখা হয়।

১৮ই ডিসেম্বরের একটি সংবাদে জানা যায় যে আয়ুবপুত্র ক্যাপ্টেন গহর আয়ুব গান্ধার ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। ২১শে ডিসেম্বর আয়ুব খান স্বয়ং ক্যাপ্টেন গহর আয়ুবকে করাচী মুসলিম লীগের কো-অর্ডিনেশন

কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারম্যান পদ হইতে অপসারণ করেন। এই ধরণের কাজের মধ্যে আয়ুব খানের দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিতে দেখা যায়। এই সময় আয়ুব খানের বড় সমর্থক জমিয়ত-উল-ইসলামের নেতা মৌলানা মুফ্‌তি মহম্মদ বিরোধীপক্ষে যোগ দেন।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লা খান একটি বিবৃতিতে বলেন যে আয়ুব খান প্রবর্তিত ১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানবাসীদের আস্থা নাই বলিয়া অবিলম্বে তাঁহার সরিয়া দাঁড়ানো উচিত। কারারুদ্ধ মিঃ ভুট্টোর পক্ষ হইতে প্রচার করা হয় যে তিনি ১৯৭০ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে আয়ুবের বিরোধী প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবেন। জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা মৌলানা ভাসানী ঘোষণা করেন যে আওয়ামী পার্টি ১৯৭০ সালের নির্বাচন বয়কট করিবে এবং তিনি অন্যান্য দলকেও এই পথ অবলম্বনের আহ্বান জানান।

দেশব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঢেউ প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া অবশেষে আয়ুব খাঁ বিরোধী দলগুলির সহিত আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার ১লা ফেব্রুয়ারি মাসপয়লার বেতার ভাষণে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনবোধে সংবিধান সংশোধনের কথাও বলেন।

সারা জানুয়ারী মাস ব্যাপিয়া পাকিস্তানের সর্বত্র বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। ১৫ই জানুয়ারী লাহোর, পেশোয়ার, মূলতান ও হায়দরাবাদের ডাক্তার ও ছাত্রছাত্রীরা সম্মিলিতভাবে আয়ুববিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৮ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে পুলিশ ও ছাত্রদের সঙ্ঘর্ষ হয় এবং এই সংঙ্ঘর্ষে কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভায় বিরোধীদল তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেন এবং স্পীকার অধিবেশন আরম্ভ হইবার আধঘণ্টার মধ্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। ২০শে জানুয়ারি ঢাকায় এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ৫০০০ বিক্ষোভকারী ছাত্র পুলিশ কর্ডন ভাঙিবার চেষ্টা করিলে গুলিবর্ষণ করা হয় এবং তাহাতে ১ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়। ২১শে এই একই ব্যাপারে ঢাকায় ও রাওয়ালপিণ্ডিতে ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ছাত্ররাও পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠি ও লোহার রড ব্যবহার করে। সমগ্র ঢাকা শহর হরতালে অচল হইয়া পড়ে। ইহার প্রতিক্রিয়ায় ২৪শে জানুয়ারী তিন জায়গায় পুলিশের গুলিবর্ষণে

৪ জন নিহত ৬৫০ জন আহত হয়। শাসন কর্তৃপক্ষকে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য কারফিউ জারি করিতে হয় এবং সামরিক বাহিনীকে আহ্বান করিতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ১২টি বিরোধীদলের পক্ষ হইতে সম্মিলিতভাবে আবদুল মোনেম খানের অপসারণ দাবী করা হয়। ৩১শে জানুয়ারী মৌলানা ভাসানীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে হাঙ্গামা সম্পর্কিত বিতর্ককালে বিরোধী দলের নেতা মিঃ নুরুল আমিন আয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে চরম পুলিশী নির্যাতন ও বেপরোয়া নরহত্যার অভিযোগ আনেন। এই জাতীয় ঘটনাবলীর পটভূমিতেই ১লা ফেব্রুয়ারী বেতার ভাষণে আয়ুব খান বিরোধী নেতৃবৃন্দকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানান।

এই বৈঠকে কোন কোন দলকে আমন্ত্রণ করা হইবে সে দায়িত্ব তিনি ছাড়িয়া দেন ৮টি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের (Democratic Action Committee) আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লা খানের উপর। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পিপ্‌লস পার্টি কিংবা জাতীয় আওয়ামী পার্টি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আয়ুব খান ইহাও জানান যে ১৭ই ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রথম আলোচনা বৈঠক বসুক—ইহা তাঁহার অভিপ্রায়। ৮ দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ এই আলোচনা বৈঠকের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতে থাকেন এবং যাঁহারা এ বিষয়ে কারারুদ্ধ শেখ মুজিবর রহমন ও মিঃ মজফ্‌ফর আহ্‌মেদের সঙ্গেও সলা পরামর্শ করেন। আলোচনা ফলপ্রসূ করার জন্য আয়ুবের নির্দেশে মিঃ মজফ্‌ফর আহ্‌মেদ মিঃ মহবুব আলি, মিঃ আলতাফ হোসেন, মৌলানা ভাসানী প্রভৃতি বিরোধী নেতাকে কারামুক্ত করা হয়। অপর ১৪১ জন ধৃত নেতারও কারামুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে অবশ্য মিঃ ভুট্টো কিংবা শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন না। পূর্বপাকিস্তানের বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান বাংলা মুখপত্র দৈনিক 'ইত্তেফাকে'র উপর হইতেও নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারি লাহোর হাইকোর্টের নির্দেশে মিঃ ভুট্টো মুক্তি পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তাঁহার নিজের শহর লারকানায় লইয়া গিয়া স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। প্রতিবাদে আবার বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাদি ঘটিতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ দাবী করে যে আয়ুবের সঙ্গে আলোচনার পূর্ব শর্ত হিসাবে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। ঐদিন মিঃ ভুট্টো, খান আবদুল ওয়ালি খান, মিঃ আজমত খানকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে কেন্দ্রীয় গণ-তান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। সিদ্ধান্তে বলা হয় যে শেখ মুজিবর রহমান সহ সকল বন্দীকে মুক্তি দিলেই শুধু আলোচনা বৈঠক বসা সম্ভব। আয়ুব মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে সম্মত হন এবং তিনি যাতে যথাসময়ে ইসলামাবাদে পৌছিতে পারেন সেজন্য ১৯শে ফেব্রুয়ারী আলোচনা বৈঠক আরম্ভের সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান সরকার জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করিয়া নেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় নূতন দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা দমনের জন্য সৈন্য তলব করা হয় এবং বারো ঘণ্টা ব্যাপী কারফিউ জারি করা হয়। দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুল কলেজ ২৩শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সহিত আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইবেন বলিয়া স্থির হয়ঃ জমিয়ত-ই-ইসলামের পক্ষে (১) মৌলানা হামিদি (২) অধ্যাপক গোলাম আজম; কাউন্সিল মুসলীম লীগের পক্ষে (৩) মিঞা মমতাজ দৌলতানা ও (৪) খাজা খয়রুদ্দিন; নিজাম-ই-ইসলামের তরফে (৫) চৌধুরী মহম্মদ আলি ও (৬) মৌলভী ফরিদ আহমেদ; পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে (৭) নবাবজাদা নসরুল্লা খান ও (৮) আবদুল সোভান; জমিয়ত-উল-উলেমা, ইসলাম (৯) মাহমুদ ও (১০) পীর মাউদুদি; পূর্বপাকিস্তানের ৬ দফা আওয়ামী লীগ (১১) শেখ মুজিবর রহমান; আওয়ামী পার্টি (১২) খান আবদুল ওয়ালি খান ও (১৩) অধ্যাপক মজফ্ফর আহমেদ; এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (১৪) নুরুল আমিন ও (১৫) হামিদুল হক চৌধুরী। ইহার বাহিরে আলোচনায় যোগদানের জন্য মিঃ ভুট্টো, এয়ার মার্শাল আসগর খান ও মৌলানা ভাসানীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয় যে রাওয়ালপিণ্ডি বৈঠকে আয়ুব খাঁ চারজন মন্ত্রী সহ ১৫ জন মুসলিম লীগ সদস্যের নেতারূপে যোগ দিবেন। আয়ুব খানের এই নূতন রাজনৈতিক চালে পুনরায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যুত্তরে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ জানান যে এ অবস্থার একমাত্র নবাবজাদা নসরুল্লা খান্ পরিষদের তরফ হইতে বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

২০শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবর রহমানকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি প্রেসিডেন্ট আয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিবার সম্মতি জানান। এই সময়ে পাকিস্তানের নানাস্থানে পুনরায় অশান্তির আগুন জ্বলিয়া ওঠে। ঢাকা, রাজশাহী, করাচী প্রভৃতি শহরে কারফিউ জারী করা হয়। ঢাকা ও রাজশাহীতে ছাত্র ও শিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী আয়ুব খান হঠাৎ একটি বেতার ভাষণে পাকিস্তানবাসীদের জানান যে তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইবেন না। ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার জনমতের চাপে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আটমাস পূর্বে আনীত আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা প্রত্যাহার করিয়া নেন। মুক্তির পর ঢাকায় এক বিরাট জনসভায় মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করা এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠন করা তাঁহার দলের লক্ষ্য। ঢাকায় মিঃ ভুট্টো মুজিবর রহমান ও মৌলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

২৪ শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমান ও মিঃ ভুট্টো লাহোর পৌছান এবং বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা হয়। গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করার জন্য সর্বসম্মত সূত্রের অনুসন্ধান চলে। জানা যায় যে গোলটেবিল বৈঠকে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ছাড়া এয়ার মার্শাল আসগর খান, লেঃ জেঃ আজম খান ও ভূতপূর্ব বিচারপতি মিঃ এস এম. মুরসীদ যোগ দেবেন। মৌলানা ভাসানী রাওয়ালপিণ্ডিতে উপস্থিত থাকিলেও জানান যে তাঁহার চৌদ্দ দফা দাবী পূরণ হইলে তিনি আলোচনায় যোগ দিবেন—নচেৎ নয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসে। পাকিস্তান সরকার বিরোধী দলের আর একটি দাবী মানিয়া মিঃ জি. এম. সৈয়দ ও অন্য সাতজন পাকিস্তানী নেতাকে কারামুক্ত করেন। মাত্র ৩৫ মিনিট বৈঠক চলিবার পর ১০ই মার্চ পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আলোচনার শেষে প্রচারিত যুক্ত ইস্তাহারে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানানো হয়। আলোচনায় সরকার পক্ষে ১৩ জন মুসলিম লীগ সদস্যের নেতৃত্ব করেন স্বয়ং আয়ুব খান এবং বিরোধী পক্ষে যোগদানকারী নেতার সংখ্যা ছিল ১৯।

কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে বৈঠকের কোন শুভ প্রতিক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায় না। জনগণের দাবী পূরণের জন্য ঢাকায় সর্ব

দলীয় ছাত্র সংগ্রাম সমিতি ৪ঠা মার্চ সারা প্রদেশে ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। ৪ঠা মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল হয়—বগুড়ায় হাঙ্গামার দরুণ ১৮ ঘণ্টার কারফিউ জারী করা হয়। করাচীতে পোর্ট শ্রমিকগণ দুই দিনের ধর্মঘট করে।

৭ই মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ছাত্রবন্দীদের মুক্তিদান ও তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রত্যাহারের ছাত্রদাবী মানিয়া নেন। পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল গণবিক্ষোভের ফলে জামালপুরে ৫ ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করার সংবাদ পাওয়া যায়। ৮ই মার্চ পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নৈরাজ্যের সংবাদ আসে। পুলিশের গুলিচালনার প্রতিবাদে ট্রেডইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের আহ্বানে রাওয়ালপিণ্ডি ও করাচীতে ধর্মঘটের ফলে জীবন যাত্রা অচল হইয়া পড়ে। পোষ্ট অফিসের কর্মচারীরা, রেলওয়ের কর্মচারীরা, এমন কি পাকিস্তান ইণ্টার ন্যাশানাল এয়ারওয়েজের কর্মচারীরাও ধর্মঘটে যোগদান করে। পূর্ব পাকিস্তানেও প্রায় সমান অবস্থা। মৌলানা ভাসানী একটি বিবৃতিতে বলেন যে দেশে প্রায় গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে।

যাহা হোক ১০ই মার্চ আয়ুবের সহিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হয় এবং পরদিন আবার মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১১ই মার্চ পুনরায় গোলটেবিলের বৈঠক বসিলে বিরোধী দলের নেতাদের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়: (১) পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া পুরাতন প্রদেশগুলিতে বিভক্ত করার প্রশ্নে (২) পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কিত মুজিবর রহমানের প্রস্তাব সম্বন্ধে এবং (৩) মুজিবর রহমানের জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ প্রসঙ্গে। ১৩ই মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে অধিবেশনের পর গোলটেবিল বৈঠকের শেষ। দেখা যায় যে বিরোধী পক্ষে বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্বন্ধে বিরোধের দরুণ মাত্র দুইটি বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সর্বসম্মতিক্রমে আয়ুব খান প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনে রাজী হন। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন প্রদেশ সৃষ্টি এবং ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের বিবেচনাধীন থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। শেখ মুজিবর রহমান তথা পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবী দুইটি যে আয়ুব খানের সঙ্গে আলোচনা কালে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের পাঞ্জাবী নেতৃবৃন্দের সমর্থন পায় নাই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। পাঞ্জাবীরাই বর্তমানে পাকিস্তানে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এবং

পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থাও মুখ্যতঃ তাঁহাদের হাতে। ফেডারেল ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের নীতি গৃহীত হইবার অর্থ হইল পাকিস্তানের রাজনীতি হইতে পাঞ্জাবের সর্বময় কর্তৃত্বের অবসান। সুতরাং পাঞ্জাবী নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবরের প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই। ফলে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। নবাবজাদা নসরুল্লা খান প্রভৃতি পাঞ্জাবী নেতৃবৃন্দ প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি পাইয়া নিজেদের সংগ্রামের অবসান ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে শেখ মুজিবর রহমান গোলটেবিল বৈঠকের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে তাঁহার আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সংগ্রাম চলিবে।

১৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম সমিতি ঘোষণা করেন যে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের নূতন ঘোষণা সত্ত্বেও সকল দাবী না মিটা পর্যন্ত ছাত্রদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। মৌলানা ভাসানী একটি বিবৃতিতে তাঁহার দাবী গৃহীত না হইলে গৃহ যুদ্ধের হুমকি দেন। প্রধানত তাঁহার দলের সমর্থকদের দ্বারা জামাল-পুর ও মাণিকগঞ্জে বহু গৃহে অগ্নি সংযোগ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করার সংবাদ পাওয়া যায়। ঢাকায় ফিরিয়া শেখ মুজিবর রহমান প্রকাশ্যে মৌলানা ভাসানীর জঙ্গী নীতির নিন্দা করেন।

বিরোধী দলের আর একটি দাবী মানিয়া লইয়া আয়ুব খান জেনারেল মহম্মদ মুসার স্থলে করাচীর প্রভাবশালী শিল্পনেতা মিঃ ইয়সুফ হারুণকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শাহীওয়াল স্টেশনে মৌলানা ভাসানীর প্রাণনাশের চেষ্টার সংবাদ পাওয়া যায়। ছাত্র বলিয়া অভিহিত যাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করেন মৌলানা ভাসানী তাঁহাদিগকে "আমেরিকার দালাল" আখ্যা দেন। মিঃ ভুট্টো এবং মৌলানা ভাসানী একত্রিত হইয়া পাকিস্তানে সমাজবাদ সৃষ্টির সংকল্প ঘোষণা করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তিন দফার একটি চুক্তি হয়। মৌলানা মাউতুদী অবিশ্বাসীদের কণ্ঠ রোধ করার জন্য ইসলাম বিশ্বাসীদের কাছে আবেদন জানান।

করাচীতে জিন্নার সমাধিস্থলে কম্যুনিস্ট লাল পতাকা উড়িতে দেখা যায়। মৌলানা ভাসানী পাকিস্তানী শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে তাঁহারা যদি দুইমাসের মধ্যে শ্রমিকদের সকল দাবী দাওয়া না মিটান তাহা হইলে "আমরা

কলকারখানা দখল করিয়া লইব।" আয়ুব বিরোধী রাজনীতি দক্ষিণ ও বামে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত-হইয়া পড়ে।

করাচীতে একটি উত্তেজক বক্তৃতায় মৌলানা ভাসানী ঘোষণা করেন "ছাত্রদের সব দাবী না মানিয়া যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমরা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি পুড়াইয়া দিব, ব্যালট বাক্স টানিয়া ফেলিয়া দিব এবং পোলিং এজেন্টদের পিটাইব।"

২১শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান হইতে সপরিবারে গবর্নর মিঃ মোনেম খানের পলায়ন সংবাদ পাওয়া যায়। সারা পূর্ব পাকিস্তান আইন শৃঙ্খলা ভাঙিয়া পড়ার সংবাদ প্রচারিত হয়। বিরোধী দল উপদলের সঙ্ঘর্ষে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে ৩৯ জনের জীবন হানির সংবাদ পাওয়া যায়।

সরকারী দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী অফিসের কাজকর্মে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। করাচীতে ডক শ্রমিকদের শতকরা ১৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধির পর তাহারা কাজে ফিরিয়া আসে।

২২শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর পদ হইতে মিঃ মোনেম খানকে অপসারণ করিয়া ডঃ এম. এন. হুদাকে নিয়োগ করা হয়। করাচী হইতে পুনরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া যায়। সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয় যে দেশের বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুণ ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে রাওয়ালপিণ্ডিতে সামরিক কুচকাওয়াজ বা আলোকসজ্জা হইবে না। ২৩শে মার্চ নিষ্প্রভ পাকিস্তান দিবস।

॥ আয়ুবের পদত্যাগের ঘোষণা ॥

২৫শে মার্চ পাকিস্তানে পুরাতন নাটকের শেষ হইয়া নূতন নাটকের সূত্রপাত হয়। একটি আকস্মিক বেতার ভাষণে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান ঘোষণা করেন যে তিনি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে শাসনভার দিয়া তিন মাসের ছুটিতে যাইতেছেন।

১০ মিনিটের কম কালস্থায়ী বেতার ভাষণে তিনি জাতিকে জানান যে পাকিস্তানের দুইটি প্রদেশের জনগণের ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করায় ব্যর্থ হইয়া তিনি ৫২ বৎসর বয়স্ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তান সরকার পরিচালনার ভার দিলেন। তিনি বলেন যে "জাতির সেবার জন্য ও পাকিস্তানের

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য” তিনি একাজ করিতেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে সংসদে নির্বাচন—বিরোধী দলের এই দুইটি দাবী মানিয়া লওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আয়ুব খান বলেন যে যাহাতে কেন্দ্র দুর্বল হয় এরূপ কোন প্রস্তাবে তাঁহার পক্ষে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে পাকিস্তান ধ্বংসের ব্যাপারে তিনি অংশ লইতে রাজী নন।

॥ সামরিক শাসন প্রবর্তন ॥

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তন করিয়া অবিলম্বে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিরোধ ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রজীবনে শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপনে ব্রতী হন। দশবৎসর আগে প্রেসিডেন্ট আয়ুবও সামরিক শাসনের মাধ্যমেই পাকিস্তানের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পাকিস্তানবাসিগণকে ১৯৫৮ হইতে ১৯৬২ পর্যন্ত সামরিক শাসনের আওতায় থাকিতে হইয়াছিল। সুতরাং সামরিক শাসনের কঠোরতার সহিত তাঁহারা পূর্ব পরিচিত এবং সেই জন্যই সামরিক শাসন প্রবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের হাঙ্গামা বন্ধ হইয়া যায়। সামরিক শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তিনটি শাখারই সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং সামরিক আইনানুসারে ২৫টি বিধান ও চারটি আদেশ জারি করেন। নূতন বিধানানুসারে পূর্ব অনুমতি না লইয়া সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা এবং হরতাল ও লক আউট নিষিদ্ধ হয়। জন সাধারণকে উত্তেজিত করিতে পারে কিংবা আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করিতে পারে এরূপ সকল বক্তৃতা নিষিদ্ধ করা হয়। অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ, জীবন ও সরকারী-বেসরকারী সম্পত্তিনাশ, রেলওয়ে, বিমান, পথ পরিবহন, টেলিকম্যুনিকেশন প্রভৃতিতে বাধাদান সামরিক আইনে দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষিত হয়। বিশেষ আদালতে ও মিলিটারী আদালতে এই ধরণের অপরাধের বিচারব্যবস্থা করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান নিজে মুখ্য সামরিক প্রশাসক হইয়া সেনাবাহিনীর তিনটি শাখার তিন অধিনায়ককে উপমুখ্য সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করেন। তাঁহারা হইলেন : লেঃ জেঃ আবদুল হামিদ খান, ভাইস অ্যাডমিরাল আহ্‌সান ও এয়ার মার্শাল নুর খান। অসামরিক শাসনব্যবস্থা বাতিল হওয়ায়, জাতীয় সংসদ ও দুইটি প্রাদেশিক আইন পরিষদ বাতিল হইয়া যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হয় লেঃ জেঃ মহম্মদ এ. খানের উপর

আর পূর্বপাকিস্তানের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল মুজাফ্‌ফর উদ্দিনের উপর।

২৬শে মার্চের সংবাদে দেখা যায় যে সামরিক শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চার শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সকল বড় বড় শহরে সেনাবাহিনী টহল দিতে থাকে। মুখ্য সামরিক প্রশাসক রূপে ইয়াহিয়া খান প্রথম যে আদেশ জারি করেন তাহা হইল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত। এই আদেশের বলে জনসাধারণকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সামরিক বাহিনীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি সমর্পণ করিতে বলা হয়। এই আদেশের ফলে একমাত্র করাচী শহরেই ১৯ হাজার পিস্তল ও রিভলবার পাওয়া যায়। ২৬ শে মার্চ ইয়াহিয়া খান তাঁহার প্রথম বেতার ভাষণে বলেন যে সেনাবাহিনীর কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লোভ নাই এবং তাঁহার প্রাথমিক কাজ হইল চরম ধ্বংসের হাত হইতে পাকিস্তানকে বাঁচানো এবং হাঙ্গামা-বিধ্বস্ত দেশে সুস্থতা ফিরাইয়া আনা। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইলে তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরাইয়া দিবেন।

পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচানোর জন্য অনেক খাদ্য বস্তু পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান বস্তুতঃ পাকিস্তানের মুখ্য সামরিক প্রশাসক হইলেও তিনি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে কিছুটা অসামরিক রূপ দিবার জন্য নিজেকে ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার তিনজন উপমুখ্য সামরিক প্রশাসকদের লইয়া একটি শাসন পরিষদ গঠন করিয়াছেন। তিনি একটি সাময়িক সংবিধান সম্পর্কিত আদেশ জারি করিয়া ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালে আয়ুব প্রবর্তিত বুনিয়াদী গণতন্ত্রের সংবিধানের কতক অংশকেও কার্যকর করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত সংবিধানের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অংশগুলি যথারীতি বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

॥ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ॥

আলোচ্য বৎসরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয় নাই। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় হইতে উভয় দেশের মধ্যে কোন ব্যবসায়িক লেন দেন নাই। ব্যবসায়িক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনের জন্য এ বৎসরও ভারত সরকার একাধিক প্রয়াস করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। এবিষয়ে

পাকিস্তানের দিক হইতে কোন সাড়াই পাওয়া যায় নাই। তদুপরি পাকিস্তানে পরিত্যক্ত হিন্দুদের সম্পত্তি একতরফা নীলামে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত লইয়া পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক আইন কানুন সম্বন্ধে নিজেদের চরম অবজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন। এবিষয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ছাড়া ভারত এপর্যন্ত কোন প্রতি-শোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। কাশ্মীর বিরোধ সম্বন্ধেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় পাকিস্তানের কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। বরং সুযোগ পাইলেই এ বিষয়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছে।

পূর্বপাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবী দাওয়ার সঙ্গেও ভারতকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে জড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা উল্লেখযোগ্য। ভারতের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে উৎখাত করিবার চেষ্টা করার অভিযোগে এই মামলায় পূর্বপাকিস্তানের ৩৫ জন নেতা এবং সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের বিচার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রধান আসামী ছিলেন পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনকামী আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে এ মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছিল এবং আয়ুবের পতনের অব্যবহিত পূর্বে এই মামলা তুলিয়া লওয়া হয়। এই মামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখী মারা। এক দিকে অহেতুক ভারত বিদ্বেষ প্রচার করা এবং অপর দিকে সেই সুযোগে পূর্বপাকিস্তানের বাঙ্গালীদের স্বায়ত্ত শাসন দাবীর আবসান ঘটানো।

ভারতের ফরাক্কা ব্যারেজ সম্বন্ধে ভারত পাকিস্তান মতভেদের অবসান ঘটানোর জন্য আলোচ্য বৎসরে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পর্যায়ে একাধিকবার ভারত পাকিস্তান বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই ধরণের সর্বশেষ আলোচনা হইয়াছে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে রাওয়ালপিণ্ডিতে। কিন্তু আলোচনা পূর্ণ ফলপ্রসূ হইয়াছে বলা চলে না। এক্ষেত্রেও আপস মীমাংসার জন্য পাকিস্তান তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপকামী। ভারত এই প্রস্তাবে আদৌ সম্মত নয় এবং এই ভারতের অন্তর্ভুক্ত গঙ্গার জল সম্বন্ধে পাকিস্তানের অতিরঞ্জিত দাবী মানিতেও রাজী নয়।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে, সীমান্ত চিহ্নিত করণের কাজ আলোচ্য বর্ষে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। এই সীমানা ১,৩৪৯ মাইল ব্যাপী এবং এই সীমানা চিহ্নিত করণের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫০ সালে। এ পর্যন্ত একমাত্র ৯৮ মাইল ছাড়া সব সীমান্তই চিহ্নিত হইয়াছে। এই ৯৮ মাইলের মধ্যে বিতর্কিত বেরুবাড়ীর ২৫ মাইল সীমান্তও আছে।

॥ পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি ॥

আলোচ্য বৎসরে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির একটা বড় সাফল্য হইল সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত অধিকতর সমঝোতার সৃষ্টি। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মিঃ কোসিগিনের সদিচ্ছা সফরের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা পূর্ণতা লাভ করে বৎসরের শেষ দিকে সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল গ্রেচ্‌কোর পাকিস্তান সফরে। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত পাকিস্তানের একটি গোপন সমরাস্ত্র সরবরাহের চুক্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পাকিস্তানের এই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি প্রয়াসের মূল লক্ষ্য যে ভারত, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতীয় লোকসভায় প্রকাশিত তথ্য হইতে দেখা যায় যে ভারতপাকিস্তান যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানের যে সামরিক ক্ষতি হইয়াছিল তাহা বিভিন্ন সূত্র হইতে অস্ত্রলাভ করিয়া ইতিমধ্যেই সে পূরণ করিয়া ফেলিয়াছে। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর এ পর্যন্ত বিশ্বের বাজার হইতে পাকিস্তান ৪২০ কোটি টাকার অস্ত্র শস্ত্র কিনিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

চীনের সহিত পাকিস্তানের বন্ধুত্ব পূর্বের মতই অটুট আছে। আলোচ্য বৎসরে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ লিন হুই ইয়ুং-এর পাকিস্তান সফরের ফলে এই বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইয়াছে। ৩ বৎসর আগে চীন পাকিস্তানকে সুদমুক্ত এবং ২০ বৎসরে পণ্যের মাধ্যমে পরিশোধিতব্য ৬ কোটি ২ লক্ষ ডলারের ঋণ দিয়াছিল এবং এ বৎসরও একই শর্তে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঋণ দানের প্রস্তাব করিয়াছে। চীন-পাকিস্তান সমঝোতায় ফাটল ধরাইবার উদ্দেশ্য লইয়াই যে সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়াছে সে কথা বলাই বাহুল্য। চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার পারস্পরিক বিরোধের ফলে বিভিন্ন দেশে চীনের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা বর্তমানে সোভিয়েট কূটনীতি।

জাতিসঙ্ঘ

জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৫ সালে। ঐ সময় এই নীতি স্থির হয় যে, জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাতিগুলি উহার প্রতিষ্ঠাতা সভ্য হইবে। ফ্যাসিস্ত পক্ষের পরাজয় তখন সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য, পূর্বে যেসব রাষ্ট্র দুই দিকে তাল রাখিয়া চলিতেছিল, (যেমন – তুরস্ক, দক্ষিণ আমেরিকার একাধিক রাষ্ট্র) তখন ফ্যাসিস্ত পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাতারাতি কৌলিন্য অর্জন করে এবং জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য হয়। ভারতবর্ষও জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইলে পাকিস্তানকে নূতন সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের সনদ স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। প্রধান পাঁচটি শক্তির ঐক্যমতকে বিশ্বশান্তি রক্ষার মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিয়া সনদের খসড়া রচিত হয় আরও একবৎসর পূর্বে ডাম্বার্টন ওক্সে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মার্শাল ষ্ট্যালিন ও মিঃ চার্চিল এই মূলনীতি মানিয়া লন।

জাতিসঙ্ঘের আদর্শঃ সনদে বর্ণিত জাতিসঙ্ঘের আদর্শ—"ন্যায় ও আন্তর্জাতিক বিধানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া" সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা অথবা শান্তির প্রতিষ্ঠা; "বিভিন্ন জাতিতে সমানাধিকারের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মর্যাদা রক্ষার ভিত্তিতে" জাতিতে জাতিতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা; আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান; মানবীয় অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও উহার সংরক্ষণ এবং পরাধীন জাতিগুলিকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান।

জাতিসঙ্ঘের মূল ভিত্তিঃ এই আদর্শ রক্ষার ও উহা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রধান পাঁচটি শক্তির উপর অর্পিত হয়। প্রধান পাঁচটি শক্তির সম্মিলিত দায়িত্বের এই স্বীকৃতিই জাতিসংঘের মূল ভিত্তি। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন (জাতীয়তাবাদী) প্রধান শক্তিরূপে স্বীকৃত হয়। এই পাঁচটি শক্তি একমত না হইলে জাতিসঙ্ঘের কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না— এই কঠোর শর্ত সানফ্রান্সিসকোয় সমবেত ৫০টি রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

জাতিসঙ্ঘের সদরদপ্তর ঃ জাতিসঙ্ঘের সদর বা হেডআফিস নিউইয়র্কে অবস্থিত। ২,৩০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে ইহার অফিস্‌ভবন নির্মিত হইয়াছে। জাতিসঙ্ঘের ইউরোপের আফিস জেনেভায় অবস্থিত। এই সকল স্থানে জাতিসঙ্ঘের তথ্যকেন্দ্র আছে—এথেন্স, বগোটা, বুয়েনোস এয়ারস্, বেলগ্রেড, কায়রো, কোপেন-হেগেন, জেনেভা, করাচী, লণ্ডন, মেক্সিকো সিটি, মনরোভিয়া, মস্কো, নিউদিল্লী, প্যারিস, প্রাগ, সাংহাই, সিডনি, তেহেরাণ, ওয়াশিংটন ও রিও-ডি-জিনারো।

জাতিসঙ্ঘের আয়-ব্যয় ঃ জাতিসঙ্ঘের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সকল সভ্যরাষ্ট্রই চাঁদা দিয়া থাকে। দেয় চাঁদার হার প্রতি বৎসর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইয়া থাকে।

জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগ

নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) **ঃ** জাতিসঙ্ঘের সর্বপ্রধান বিভাগ উহার নিরাপত্তা পরিষদ। বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের; জাতিসঙ্ঘের অন্য সমস্ত সংগঠনই এই বিভাগের অধীন। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন (ফরমোসার চিয়াং কাইশেক সরকার) এই পাঁচটি শক্তি ইহার স্থায়ী সভ্য। বাকী ছয় জন সভ্য সাধারণ সভ্যগণ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। স্থায়ী পাঁচটি সভ্য একমত না হইলে নিরপত্তা পরিষদ্ কোনও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের "ভিটো"র অধিকার রহিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই—ইহার অধিবেশন সব সময়ে চলিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বক্ষণ আন্তর্জাতিক শান্তির সতর্ক প্রহরী। ইহার একটি সামরিক ষ্টাফ্ কমিটিও আছে।

সাধারণ পরিষদ (General Assembly) **ঃ** "সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে এই বিভাগটি আলোচনা করিতে পারে" এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অথবা কোনও সভ্য রাষ্ট্রের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই বিভাগে জাতিসঙ্ঘের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ (International Court of Justice) **ঃ** আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ্‌টি জাতিসঙ্ঘের বিচার বিভাগ। এই বিভাগটি ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। প্রত্যেক বিচারপতি ৯ বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হন।

জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক আদালত নেদারল্যাণ্ড-এর রাজধানী হেগ-এ অবস্থিত। সনদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন।

অছি পরিষদ (Trusteeship Council) ঃ তাহার পর অছি পরিষদ্। জাতিসঙ্ঘের সনদে ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের সার্বভৌম অধিকার নীতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে সময় সময় পর্যবেক্ষণে যাইবার অধিকার অছি পরিষদকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেসব অঞ্চল "ম্যাণ্ডেটেড" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, সেগুলি অছি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন সমস্ত অঞ্চল অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছে। বিজয়ী পক্ষের উপনিবেশগুলি সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, এই সব উপনিবেশের প্রভুশক্তিগুলির সম্মতি লাভ করিলে তবে উহারা অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইবে।

অর্থ নৈতিকও সামাজিক পরিষদ্ ঃ সাধারণ পরিষদ্ কর্তৃক নির্বাচিত ১৮ জন সভ্য লইয়া অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্ গঠিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা স্থাপন এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজ 'সার্বজনীন অধিকার তালিকা (Universal Bill of Right)' প্রণয়ন। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্ ত্রিশটি সার্বজনীন অধিকার নির্ধারণ করিয়াছেন। অধিকারগুলি এইরূপ ঃ বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার, দৈহিক নিরাপত্তা, দাসত্ব হইতে মুক্তি, ব্যক্তিগত গোপনতায় অন্যের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তি, স্বচ্ছন্দ চলাফেরার স্বাধীনতা, আশ্রয় লাভের অধিকার, নাগরিক হইবার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আটক হইলে অবিলম্বে বিচার বিভাগের দ্বারা আটকের বৈধতা নির্ধারণ, বৈষম্য হইতে মুক্তি, সম্পত্তিতে অধিকার, গবর্ণমেণ্টে অংশ গ্রহণের অধিকার ইতাদি।

"ইউনেস্কো" (UNESCO) ঃ জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থাটি অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি উপ-বিভাগ। ১৯৪৫ সালে লণ্ডনে এই উপ-বিভাগ গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। "ইউনেস্কো" গঠনের কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "যুদ্ধ আরম্ভ হয় মানুষের মনে ; সুতরাং শান্তি রক্ষার কাজ মানুষের মনের মধ্যে গড়িয়া তোলা আবশ্যক।" ইহার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ন্যায়ের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং আইনের শাসন, মানবীয় অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির

দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা করা উহার লক্ষ্য।" এই মহান লক্ষ্য বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিকগণ 'ইউনেস্কো'য় যোগদান করিয়াছেন। 'ইউনেস্কো'র কতকগুলি আঞ্চলিক বিভাগ আছে; যেমন, মধ্য-প্রাচ্য বিভাগ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগ ইত্যাদি।

"ইকাফে" (ECAFE): এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের নাম 'এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন, সংক্ষেপে 'ইকাফে'। এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তাহাদের সমাধানে প্রয়াসী হওয়া এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

জাতিসঙ্ঘের সভ্যরাষ্ট্রসমূহ

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
১। ভারত	প্রতিষ্ঠাতা সভ্য	২৫। হণ্ডুরাস	প্রতিষ্ঠাতা সভ্য
২। আর্জেন্টিনা	"	১৯। এল্ স্যালভেডর	"
৩। অস্ট্রেলিয়া	"	২০। ইথিওপিয়া	"
৪। বেলজিয়াম	"	২১। ফ্রান্স	"
৫। বলিভিয়া	"	২২। গ্রীস	"
৬। ব্রেজিল	"	২৩। গুয়াতেমালা	"
৭। বায়লো রাশিয়া	"	২৪। হাইতি	"
৮। কানাডা	"	২৬। ইরাক	"
৯। চিলি	"	২৭। লেবানন	"
১০। চীন (জাতীয়তাবাদী)	"	২৮। লাইবেরিয়া	"
১১। কলম্বিয়া	"	২৯। লুক্সেমবুর্গ	"
১২। কোষ্টারিকা	"	৩০। মেক্সিকো	"
১৩। কিউবা	"	৩১। নেদারল্যাণ্ডস্	"
১৪। চেকোশ্লোভাকিয়া	"	৩২। নিউজিল্যাণ্ড	"
১৫। ডেনমার্ক	"	৩৩। নিকারগুয়া	"
১৬। ডোমিনিক্যান রিপাব্লিক		৩৪। নরওয়ে	"
১৭। ইকুয়েডর	"	৩৫। পানামা	"
১৮। ইউ. এ. আর. (মিশর)	"	৩৬। প্যারাগুয়ে	"

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
৩৭। ইরাণ	”	৬৫। ইতালী	১৫।১২।৫৫
৩৮। পেরু	”	৬৬। অষ্ট্রীয়া	”
৩৯। ফিলিপাইনস	”	৬৭। রুমানিয়া	”
৪০। পোল্যাণ্ড	”	৬৮। বুলগেরিয়া	”
৪১। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	”	৬৯। ফিনল্যাণ্ড	”
৪২। সৌদি আরব	”	৭০। সিংহল	”
৪৩। সিরিয়া	”	৭১। নেপাল	”
৪৪। তুরস্ক	”	৭২। লিবিয়া	”
৪৫। ইউক্রেন	”	৭৩। কাম্বোডিয়া	”
৪৬। দঃ আফ্রিকা ইউনিয়ন	”	৭৪। লাওস	”
৪৭। যুক্তরাজ্য (বৃটেন)	”	৭৫। স্পেন	”
৪৮। উরুগুয়ে	”	৭৬। সুদান	১২।১১।৫৬
৪৯। ভেনেজুয়েলা	প্রতিষ্ঠাতা সভ্য	৭৭। মরক্কো	”
৫০। সোভিয়েট ইউনিয়ন	”	৭৮। টিউনিসিয়া	”
৫১। যুগোশ্লাভিয়া	”	৭৯। জাপান	১৮।১২।৫৬
৫২। আফগানিস্থান	১৯।১১।৪৬	৮০। ঘানা	৮।৩।৫৭
৫৩। আইসল্যাণ্ড	”	৮১। মালয়েশিয়া	১৭।৯।৫৭
৫৪। সুইডেন	”	৮২। গিনি	১২।১২।৪৮
৫৫। থাইল্যাণ্ড	১৬।১২।৪৬	৮৩। আইভরি কোষ্ট	২০।৯।৬০
৫৬। পাকিস্তান	৩০।৯।৪৭	৮৪। মাদাগাস্কার	”
৫৭। ইয়েমেন	৩০।১২।৪৭	৮৫। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	”
৫৮। ব্রহ্মদেশ	৯।৪।৪৮	৮৬। কঙ্গো (ব্রাজাভিল)	”
৫৯। ইসরায়েল	১১।৫।৪৯	৮৭। কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল)	”
৬০। আলবেনিয়া	১৫।১২।৫৫	৮৮। সাইপ্রাস	”
৬১। জর্ডান	”	৮৯। দাহোমি	”
৬২। আয়ারল্যাণ্ড	”	৯০। গ্যাবন	”
৬৩। পর্তুগাল	”	৯১। নাইজার	”
৬৪। হাঙ্গারী	”	৯২। সোমালিয়া	”



সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
৯৩। টোগো	২০।৯।৬০	১০৯। উগাণ্ডা	২৫।১১।৬২
৯৪। আপার ভোল্টা	”	১১০। কুয়াইৎ	১৪।৫।৬৩
৯৫। চাদ	”	১১১। কেনিয়া	১৬।১২।৬৩
৯৬। ক্যামেরুন	”	১১২। জাঞ্জিবার	”
৯৭। মালি	২৮।৯।৬০	১১৩। মালাওই	১৯৬৪
৯৮। সেনেগাল	”	১১৪। মাল্টা	”
৯৯। নাইজেরিয়া	৭। ০ ৬০	১১৫। জাম্বিয়া	”
১০০। মরিটেনিয়া	২৭।১০।৬১	১১৬। গ্যাম্বিয়া	১৬।৩।৬৫
১০১। মঙ্গোলিয়া	”	১১৭। সিঙ্গাপুর	১৯।৯।৬৫
১০২। সিয়েরা লিওন	৬।১০।৬১	১১৮। মালদ্বীপ	”
১০৩। টাঙ্গানাইকা	১৯৬১	১১৯। ইন্দোনেশিয়া**	২৮।৯।৬৬
১০৪। বুরাণ্ডি	১৮।৯।৬২	১২০। বাতসোয়ানা	১৭।১০।৬৬
১০৫। জামাইকা	”	১২১। লেসোথো	”
১০৬। রুয়াণ্ডা	”	১২২। বারবাডোজ	১৯।১২।৬৬
১০৭। ত্রিনিদাদ ও টোবাগে	”	১২৩। মরিশাস	২৪।৪।৬৮
১০৮। আলজিরিয়া	৬।১০।৬২		

** ইন্দোনেশিয়া ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সভ্যপদ লাভ করে। কিন্তু ২১ জানুয়ারী, ১৯৬৫ সে জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছিল।

ব্যক্তি-পরিচয়

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। আদি নিবাস নোয়াখালি; জন্ম—২রা আশ্বিন, ১৩১১ (ইং ১৯০৪) সাল; শৈশব ও কৈশোরে নোয়াখালিতে শিক্ষালাভ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, ও বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; মুন্সেফরূপে কর্মজীবন আরম্ভ; ক্রমশঃ জেলা জজের পদে উন্নীত হন; বর্তমানে বিচারক পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 'প্রবাসী'তে "নীহারিকা দেবী" ছদ্মনামে প্রথম কবিতা প্রকাশ (আশ্বিন ১৩২৮); এই কবিতাটি প্রথমে স্বনামে প্রেরিত হইয়া ছাপা হয় নাই। প্রধানতঃ গল্প উপন্যাসই লেখেন, তবে কাব্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত; প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'অমাবস্যা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী', 'যতন বিবি', 'ডবল ডেকার', 'ইন্দ্রাণী', 'উর্ণনাভ', 'কাকজ্যোৎস্না', 'আসমুদ্র', 'প্রাচীর ও প্রান্তর' ইত্যাদি। তাঁহার রচিত 'পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ১৯৬১ সালে 'মতিলাল পুরস্কার' (যুগান্তর দৈনিক পত্র প্রবর্তিত) লাভ করেন।

শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী ঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী। তমলুকে ১৯০১ সালে জন্ম; উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এস-সি, অধ্যয়নকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন (১৯২১)। ত্রিশ বৎসরাধিককাল তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদকের কার্য নির্বাহ করেন; কিছুকালের জন্য মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সদস্য। দেশের কাজে কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪২-৪৪ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তমলুকে যে 'জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শ্রীমুখার্জী ছিলেন তাহার 'সর্বাধিনায়ক'। ১৯৫২ হইতে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী ছিলেন; কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু দলীয় বিরোধের ফলে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহার বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয় ও তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদ হইতে অপসারিত হন। কংগ্রেস বিরোধী কার্যের

অভিযোগে তাঁহাকে নিখিল ভারত কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করা হয়। তিনি 'বাংলা কংগ্রেস' নামক নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে এবং ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে এই দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে নির্বাচনান্তে যুক্তফ্রণ্টের নেতা নির্বাচিত হন ও মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

শ্রীঅজিত দত্ত ঃ সুকবি ও প্রবন্ধকার। জন্ম—ঢাকায়, ১৯০৭ সনে; শিক্ষা—ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থা হইতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'রৈবত' ছদ্মনামে নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। 'কুসুমের মাস', 'পুনর্নবা', 'নষ্টচন্দ্র', 'জনান্তিকে', 'মনপবনের নাও', 'ছায়ার আলপনা', ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের কার্যে রত। শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে ১৯৫৯ সালে 'উল্টোরথ' পুরস্কার লাভ করেন।

অর্জুন সিং, এয়ারমার্শাল ঃ বর্তমানে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ। জন্ম—১৫ই এপ্রিল, ১৯১৯ সালে। লায়ালপুর (পাঞ্জাব) সরকারী হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্তি হন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেনিং কোর-এর ৪র্থ ব্যাটালিয়নের অন্যতম বিমান শিক্ষার্থী। ক্রেনওয়েল-এ আর, এ, এফ, একাডেমীতে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে কমিশন প্রাপ্ত হয়। আর, আই, এ, এফ এর ১নং স্কোয়াড্রনের সহিত যুক্ত ছিলেন। সাউথ ইষ্ট এশিয়া কমাণ্ড-এর সর্বাধিনায়ক লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৪ সালে আরাকান রণাঙ্গনে যে সকল বৈমানিককে সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন অর্জুন সিং তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। ১৯৬৪ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ভারতীয় বিমান-বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রণদক্ষতার পুরস্কার হিসাবে ১৯৬৫ সালের নবেম্বর মাসে ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। জন্ম ২৮শে আগষ্ট ১৯০৪ সাল। হুগলী জেলার জেজুর গ্রামে পৈতৃক নিবাস। বঙ্কিম যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার মাতামহ। ১৯২১ সালে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন; বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভ্য (১৯২৪); পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক

(১৯৪৮) এবং ১৯৫০ সালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৫০-৫১ সালে সর্বপ্রথম কংগ্রেস্ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। দাসপুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ১৯৪০ সালে সর্বপ্রথম গ্রেপ্তার হন, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ করেন। পরে আরও বহু বার কারারুদ্ধ হন, (১৯৩৩, ১৯৩৫ ও ১৯৪২ সালে)। বিভিন্ন দফায় প্রায় ১৬ বৎসর কারাগারে কাটান। জেলে থাকাকালে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় এবং পুলিশের অত্যাচারের ফলে তাঁহার হাত ও পায়ে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দেয়। লোকসভার ভূতপূর্ব সদস্য (১৯৫২-৬৭)। 'জনসেবক' দৈনিক পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্তমান সভ্য। গান্ধীবাদের উপর কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জন্ম—১৫ই মার্চ, ১৯০৪, উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল রাজ্যে। শিক্ষালাভ—ঢেন্‌কানল, কটক ও পাটনায়। ১৯২৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার; এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আই, সি, এস, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার, ১৯২৭, লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ ১৯২৭-২৯; জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৯৩৬; জেলা জজ, ১৯৪০; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী, ১৯৫০। প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য রচনা টলষ্টয়ের গল্পের অনুবাদ 'প্রবাসী'তে; ইহার রচিত 'পথেপ্রবাসে,' 'সত্যাসত্য', 'তারুণ্য', 'বিনুর বই', 'ইসারা' প্রভৃতি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। সাহিত্য সেবার অভিলাষে ১৯৫১-সালে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে 'জাপানে' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

অবধূত (কালিকানন্দ অবধূত): তান্ত্রিক সাধক অথচ প্রখ্যাত কথাশিল্পী। কলিকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ২৭।২৮ বৎসর বয়সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভারত ও ভারতের বাহিরে বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। সম্প্রতি চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনার মধ্যে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' 'শুভায় ভবতু', 'হুরি বৌদি,' 'উদ্ধারণপুরের ঘাট,' 'বহুব্রীহি', 'মিড় গমক মূর্ছনা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডঃ অমিয় চক্রবর্তীঃ কবি ও শিক্ষাব্রতী; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব ছিলেন। পাঞ্জাব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক-

রূপে কার্য করেন। কাব্যগ্রন্থ : 'খসড়া,' 'একমুঠো', 'মাটির দেয়াল,' 'অভিজ্ঞান বসন্ত,' 'পারাবার,' 'পালাবদল,' 'ঘরে ফেরার দিন' ইত্যাদি। 'ঘরে ফেরার দিন' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৩ সালে সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅশোককুমার মিত্র ঃ ভারতের ভূতপূর্ব রেজিষ্ট্রার জেনারেল ও সেন্সস্-কমিশনার। জন্ম—১লা মার্চ, ১৯১৭। শিক্ষা—কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। আই, সি, এস্, (১৯৩৯)। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ; পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (১৯৫০-৫২) ; উন্নয়ন-কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গের (১৯৫২-৫৪) ; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী (১৯৫৬-৫৮)। 'দি ফোক ডান্সেস অব বেঙ্গল', 'ডিষ্ট্রিক্ট রেকর্ডস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্টস্' গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। 'দি ট্রাইবস্ অ্যাণ্ড কাস্টস্ অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল', 'পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা', 'ভারতের চিত্রকলা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীঅশোক মেহতা ঃ ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু রাশিয়া কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্যপ্রেরণ সম্পর্কে ভারতসরকারের নিষ্ক্রিয় নীতির প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালের আগস্টে পদত্যাগ করেন। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সম্পাদক। জন্ম—অক্টোবর, ১৯১১ ; শিক্ষা—বোম্বাই উইলসন কলেজে। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ; বহুবার কারাবরণ ; পার্টি-মুখপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হন কিন্তু পরে মজঃফরপুর কেন্দ্র হইতে উপনির্বাচনে জয়ী হইয়া লোক-সভার সদস্য হন। খাদ্য কমিশনের সভাপতি (১৯৫৭)। ১৯৬২ সালে সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় পরাজিত হন। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের চেয়ারম্যান তথা অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করায় পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হন। অতঃপর কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার মন্ত্রিসভায় শ্রীমেহ্‌তাকে পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হন এবং নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

শ্রীঅশোককুমার সরকার ঃ প্রখ্যাত বাংলা দৈনিকপত্র 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান পরিচালক। জন্ম—১৯১২

সনে। আনন্দ-বাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের একমাত্র পুত্র। প্রাথমিক শিক্ষা—ঢেনকানলে (উড়িষ্যা); অতঃপর কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলে ১৯৩০ সনে কারাবরণ করেন। সদালাপী ও অমায়িকতা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি (১৯৬৩-৬৪)। ভারতসরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৬৭)।

শ্রীঅশোককুমার সেন ঃ ভারত সরকারের ভূতপূর্ব আইনমন্ত্রী। জন্ম—অক্টোবর ১৯১৩; শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'গ্রেজ ইন' হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৪১ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান। ১৯৪১-৪৩ সনে কলিকাতার সিটি কলেজে আইন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুনিয়র স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল (১৯৫০)। ১৯৫৫ সনে জাতিসঙ্ঘের দশম অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান। উত্তর-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বামপন্থী নেতা মোহিতকুমার মৈত্রকে পরাজিত করিয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৭)। ভারত সরকারের আইন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে নেহরু মন্ত্রিসভায় যোগদান (১৯৫৭); ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে পূর্ণ-মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও লোকসভার সভ্য নির্বাচিত এবং আইনমন্ত্রী হন। শাস্ত্রী-মন্ত্রীসভায়ও আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া পুনরায় লোকসভার সদস্য হইয়াছেন।

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ঃ খ্যাতনামা অভিনেতা; পশ্চিমবঙ্গের 'সঙ্গীত-নৃত্য নাট্য আকাদমী'র নাট্য বিভাগের 'ডীন' (অধিকর্তা)। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৬৩)। জন্ম—৬ই আগস্ট, ১৮৯৫ (কলিকাতায়)। শৈশব হইতেই নাট্যানুরাগী। প্রথম জীবনে যাত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ, পরে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে। রঙ্গমঞ্চাভিনয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা—'অর্জুন', (কর্ণার্জুনে), 'অশোক', 'আবন' (মিশরকুমারীতে); 'চাঁদ সদাগর' ও 'সাজাহান' নাটকের নাম-ভূমিকাতে, 'সেলুকাস' (চন্দ্রগুপ্তে); 'রাসবিহারী' (বিজয়াতে); 'গোলাম হোসেন' (সিরাজদ্দৌলায়); 'রমেশ' (প্রফুল্ল-তে); 'ডক্টর ভোস' (তটিনীর বিচার-এ) প্রভৃতি; চিত্রাভিনয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা—'কৃষ্ণকান্ত' (কৃষ্ণকান্তের উইল-এ); 'স্যার শঙ্করনাথ,'

(সোনার সংসার-এ); 'অভিনয়'-চিত্রে নায়িকার পিতা; 'ডাক্তার' চিত্রে নায়কের পিতা; 'রাজ-পুরোহিত' (রাজনর্তকী-তে) প্রভৃতি। অসংখ্য নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। প্রথম চিত্রাবতরণ—স্বলিখিত ও স্বপরিচালিত 'সোল অব্ এ স্লেভ' নির্বাক চিত্রে (১৯২১)। নির্বাক চিত্র পরিচালনা—কৃষ্ণসখা। নির্বাকচিত্র প্রযোজনা—দেশের ডাক, বাসুকী, চন্দ্রনাথ, রাজপুরোহিত, অভিজাত। তাঁহার রচিত 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' বাংলা দেশের যাত্রা-নাটক ও চলচ্চিত্র-জগতের তথ্যমূলক একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীমতী আভা মাইতি : পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী ও পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতির কন্যা; জন্ম—১৯২৫ সালে। শিক্ষা—বি. এ., বি-এল্; ১৯৫২ সালে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন; অতঃপর ১৯৬২, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালেও নির্বাচিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সম্পাদক, মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি (১৯৫৯); নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং রজ্যসভার ভূতপূর্ব সদস্য।

শ্রীআবদুর রেজ্জাক খান : পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। অতি অল্প বয়সেই রাজনীতিতে যোগ দান করেন; ১৯৩০ সালে কারারুদ্ধ হন। ঐ সময়ে তিনি জেলে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের নিকট কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রচার করিতেন। ১৯৪৮ সালেও তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পরে 'কৃষক আন্দোলনে' আত্মনিয়োগ করেন। ইনি অবিভক্ত বঙ্গের প্রখ্যাত মুসলমান নেতা আক্রাম খাঁর (আজাদ পত্রিকা) জামাতা; তিনি কিছু কাল কলিকাতার 'রোজানা হিন্দ' দৈনিক পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীআবদুল্লা রসুল : বর্ধমানের অন্যতম জাতীয়তাবাদী পরিবারে জন্ম; অকৃতদার; বর্তমান বয়স ৬৬ বৎসর। ত্রিশ দশকে কম্যুনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করেন; কৃষক আন্দোলনের সহিত দীর্ঘকাল যুক্ত। কায়রোর অন্যতম দৈনিক কাগজের কলিকাতাস্থ ভূতপূর্ব সংবাদদাতা; কিছুকাল 'বোম্বে ক্রনিকেল' দৈনিক পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান

পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়লাভ ও ফ্রন্টমন্ত্রিসভায় পরিবহণ মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

শ্রীআলাউদ্দীন খান: স্বনামধন্য স্বরদ-শিল্পী ও সুরকার। 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৮)। জন্ম—১৮৬২ সালে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। শৈশব হইতেই সঙ্গীতানুরাগী। আহ্‌মদ আলী খান, মহম্মদ হুসেন খান ও ওয়াজির খান প্রভৃতি ওস্তাদের কাছে প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইনি সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন করিয়া 'সঙ্গীতাচার্যে' পরিণত হইয়াছেন। প্রায় সকল প্রকার ভারতীয় সঙ্গীতযন্ত্রে ইহার সমান দখল, বিশেষতঃ স্বরদ (সরোদ), বীণা, মৃদঙ্গ, তবলা ও ঢোল। মধ্যপ্রদেশের মাইহার রাজ্যের 'রাজগুরু' (সঙ্গীতাচার্য) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলনে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ইনি বহুবার স্বীয় গুণপনার পরিচয় দিয়া অকুণ্ঠ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। 'সুর-সেতার' ও 'চন্দ্রসারঙ' নামে দুইটি সঙ্গীত-যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি খান সাহেবকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। ১৯৬২ সালের ইহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হইয়াছে।

শ্রীআলামোহন দাস: ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ভূতপূর্ব সদস্য। ১৮৯৫ সালে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া ১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন এবং খই, মুড়ি বিক্রয় করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করেন। পরে উৎসাহ ও দৃঢ়তার বলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ওজনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে দাস ব্রাদার্স, ইণ্ডিয়া, মেশিনারী কোং, ভারত জুট মিলস্‌, আরতি কটন মিলস্‌ প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার গৌরব 'ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং' তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী: বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিতা লেখিকা। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "রবীন্দ্র পুরস্কার" লাভ করিয়াছেন। জন্ম—কলিকাতায়, ১৩১৫ সালের ২৩শে পৌষ। পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বেগমপুর গ্রামে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৪ সালে 'লীলা পুরস্কার' দ্বারা ইহাকে সম্মানিতা করেন। 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নি পরীক্ষা', 'মিত্তির বাড়ী', 'যোগবিয়োগ', 'নির্জন পৃথিবী'

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিশুসাহিত্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। ১৯৫৯ সালে যুগান্তর পত্রিকা প্রবর্তিত 'মতিলাল পুরস্কার' লাভ করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঃ ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। জওহরলাল নেহরুর একমাত্র কন্যা; **জন্ম**—১৯শে নভেম্বর, ১৯১৭ সালে, এলাহাবাদে। বিবাহ ফিরোজ গান্ধীর সহিত, ১৯৬০ সালে স্বামীর মৃত্যু হয়। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী), সুইট্জারল্যাণ্ড ও অক্সফোর্ডে। স্বদেশে ফিরিয়া জাতীয় কংগ্রেস ও সমাজ সেবায় যোগদান করেন। বহুবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহিলা বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি; শিশুদের বুক-ট্রাস্টের মেম্বার, এলাহাবাদে কমলা নেহরু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রেসিডেণ্ট। ১৯৬৫ সালে সঙ্গীতনাটক আকাদমীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বহুল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান এবং বেতার ও তথ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে নির্বাচন দ্বন্দ্বে শ্রীমোরারজী দেশাইকে পরাজিত করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ও মন্ত্রিসভা গঠন করেন। গঠন করেন। ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের পরে পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কূটনৈতিক কার্যে সাফল্যের জন্য ১৯৬৫ সালে 'ইসাবেলা পুরস্কার' (ইতালী) লাভ করেন।

শ্রী ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ ঃ কেরালার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী; বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। জন্ম—১৪ই জুন ১৯০৯, মালাবারে। ১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে কতিপয় সহকর্মীর সহযোগিতায় কেরালা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কিছুকালের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৭ সালে কেরালায় কম্যুনিস্ট পার্টির পত্তন হইতেই উহার সদস্য। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কেরালায় কম্যুনিস্ট পার্টি জয়লাভ করিলে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৫৯ সালে কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের ফলে তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্বে অবসান ঘটে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে সংযুক্ত দলের নেতা হিসাবে পুনরায় কেরালার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। সাংবাদিক ও সুলেখক।

শ্রীউদয়শঙ্কর ঃ বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ; ১৯০০ সালে উদয়পুরে জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস অবিভক্ত বঙ্গের যশোহর জেলায়। বানারস, বোম্বাই আর্টস কলেজ ও লণ্ডন আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বহুস্থানে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় নৃত্যকলাকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪২ সালে বিশিষ্ট নৃত্য পটীয়সী শ্রীমতী অমলা নন্দীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'সঙ্গীত নাটক নৃত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি উহার নৃত্য বিভাগের প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত হন ; পরে তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন। ১৯৬৪ সালে কলিকাতায় একটি 'কলাকেন্দ্র' স্থাপন করিয়াছেন।

এ. কে. চ্যাটার্জি, এডমিরাল ঃ বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ। জন্ম—১৯১৪ সালে। রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভিতে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান (১৯৩৩); ব্রিটেনে সাবমেরিণ বিধ্বংসী কার্যে পারদর্শী হন (১৯৪০) ; শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে নৌবাহিনী সংক্রান্ত পরিকল্পনার ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে তিনি আই. এন, 'দিল্লী' যুদ্ধ জাহাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ক্যাপ্টেন পর্যায়ে উন্নীত হন। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি ব্রিটেনে ভারতীয় হাই কমিশনারের নৌবাহিনী সংক্রান্ত উপদেষ্টা ছিলেন। ভারতে ফিরিয়া আসিলে তিনি আবার কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ জাহাজ 'দিল্লী'-র কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বোম্বাইতে কমোডোর-ইন-চার্জ হন। ১৯৫৮ সালে নৌবাহিনী ষ্টাফের উপ-প্রধানের কার্যভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহাকে রিয়ার-এডমিরালের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ'-এর প্রধান নিযুক্ত। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা মার্চ ভারতীয় নৌবাহিনীর অধিনায়ক ও ভাইস এড্‌মিরাল পর্যায়ে উন্নীত হন। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাস হইতে তিনি 'এড্‌মিরাল' পদমর্যাদায় ভূষিত হইয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে তিনিই ভারতের প্রথম এডমিরাল। ইতিপূর্বে ভারতীয় নৌবাহিনীতে এডমিরাল পদ ছিল না।

শ্রী. এ. কে. গোপালন ঃ লোকসভার সদস্য ; ১৯৬২ সালে কম্যুনিস্ট প্রার্থী হিসাবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৭ সালে পুনর্নিবাচিত হইয়াছেন। লোকসভায় বাম কম্যুনিস্ট দলের নেতা। জন্ম—মালাবার প্রদেশে ১৯০৪ সালে ; প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২১); গান্ধী আন্দোলনে

যোগদান (১৯২৭), কারাদণ্ড (১৯৩০); কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান (১৯৩৫); নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য (১৯৩৬-৩৯); ৭০০ মাইলব্যাপী দীর্ঘপথে ভুখামিছিল পরিচালনা (১৯৩৭)। ১৯৩৯ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও ১৯৪০ সালে কারারুদ্ধ হন, কিন্তু জেল হইতে পলায়ন করেন। ১৯৪৬ সালে আত্মপ্রকাশ করিলে পুনরায় কারাদণ্ড (১৯৪৬-৫০)।

শ্রীমতী কমলা দেবীঃ বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেত্রী। জন্ম—১৯০৩ সালে ম্যাঙ্গালোরে। মাদ্রাজের সেণ্ট মেরিজ কলেজ, লণ্ডনের বেডফোর্ড কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ শিক্ষালাভ। পিতা মাদ্রাজের সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বাল্যকালে বিধবা হইবার পরে সমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ১৫ বৎসর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ১৯৩৪ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম হইতেই ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সভানেত্রী (১৯৪৪-৪৬); এক সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন; ১৯৪৮ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির নির্দেশে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ভারতীয় নারীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। বহু পুস্তিকার রচয়িতা। ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ (১৯৫৫)। ১৯৬৬ সালে ফিলিপাইনের 'র‍্যামন ম্যাগসেসে' পুরস্কার লাভ করেন।

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যঃ ১৯১৮ সালে সাঁতরাগাছিতে (হাওড়া) জন্ম; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি. ও ডি. ফিল। খ্যাতনামা ট্রেড ইউনিয়ান নেতা ও ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী। ১৯৪৩-৪৫ সালে কারাদণ্ড ভোগ; ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রথম নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়লাভ ও কৃষিমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন কমিশনার।

শ্রীকালিদাস রায়ঃ প্রবীণ সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের পরিবারে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্ম। কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে

'পর্ণপুট', 'বজ্রবেণু,' 'বৈকালী,' 'হৈমন্তী,' 'ঋতু-মঙ্গল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়াছেন। রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্ কর্তৃক 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত। ১৯৬১ সালে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনের মূল সভাপতি। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ (১৯৬৩)।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক: রবীন্দ্রোত্তর বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে প্রভূত খ্যাতিমান। ইহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'শতদল,' 'অজয়,' 'একতারা,' 'নূপুর,' 'বনমল্লিকা,' 'বনতুলসী,' 'রজনীগন্ধা,' প্রভৃতি। জন্ম—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, বর্ধমান জেলার নূতনহাট পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত উজানী গ্রামে। বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে বর্ধমানের 'মাথরুণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে'র শিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি নিরহঙ্কার ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন; দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর স্বগ্রামে অবসর-জীবন যাপন করিতেছেন। ১৯৬২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত 'প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন।

শ্রী কে. কামরাজ নাদার: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৬৪-৬৭)। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, সৎ ও নৈষ্ঠিক কংগ্রেস নেতা; অকৃতদার। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজের রামনাদ জেলায় অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম; সাধারণ কেতাবী শিক্ষা নগণ্য; ১৯২০ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে মাদ্রাজ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে শ্রীরাজাগোপালাচারী মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে শ্রীনাদার তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দীর্ঘ দশ বৎসরকাল (১৯৫৪ হইতে ১৯৬৩) মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কংগ্রেস সংগঠনে আত্মনিয়োগ করার জন্য ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। কংগ্রেস সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য তিনি ১৯৬৩ সালে যে পরিকল্পনা রচনা করেন তাহাই বিখ্যাত 'কামরাজ-পরিকল্পনা'। কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর, দুর্গাপুর ও জয়পুর (১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬) অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬৭ সালে মাদ্রাজ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। কিন্তু ১৯৬৮ সালে নাগেরকয়েল কেন্দ্র হইতে উপনির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে কম্যুনিস্ট প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার ঃ বর্ধমান জেলার খ্যাতনামা কৃষক নেতা ; প্রথমে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে (C. P I) যোগ দেন ও কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করেন ; অতঃপর মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হইয়াছেন। বর্তমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ ঃ ১৯৬৭ সালে প্রথম রাজ্যবিধান সভায় নির্বাচিত হন ; ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। বর্তমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। শ্রমিক মহলে দীর্ঘকাল যাবৎ কাজ করিতেছেন। ডক শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ পরিচিত নেতা। মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জেলা কমিটির ভূতপূর্ব সম্পাদক।

শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ঃ ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন এবং দুইবার ভারতের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। জন্ম—৪ঠা জুলাই, ১৮৯৮। শিক্ষা—লাহোর, আগ্রা ও এলাহাবাদে, এম এ., এল-এল বি। শিক্ষান্তে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ; আহ্‌মেদাবাদ সূতা কল শ্রমিকদের নেতা ও এসোসিয়েশনের সম্পাদক (১৯২২-৪৬)। বোম্বাই-এর প্রথম কংগ্রেস সরকারের শ্রম দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী (১৯৩৭-৩৯) ; বোম্বাই সরকারের শ্রমমন্ত্রী (১৯৪৬-৫০) ; অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান এবং পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী (১৯৫০-৫১) ; পরিকল্পনা, সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী (১৯৫২-৫৭) ; পরিকল্পনা, শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রী (১৯৬২-৬৩) ; অতঃপর তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলনের জের হিসাবে তিনি ১৯৬৬ সালের নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। ১৯৬০-৬৩ সালে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। শ্রীনেহরু ও শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পরে যে অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল তিনি তাহার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

ডঃ গোলাম ইয়াজদানি ঃ কলিকাতায় হাসপাতালে কাজ করার সময়েই ১৯৫৭ সালে খরবা কেন্দ্র (মালদা) হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন ; পরবর্তী সকল নির্বাচনেই তিনি ঐ কেন্দ্র হইতে জয়ী হইয়াছেন। ১৯১৭ সালে তাঁহার জন্ম। ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পাশপোর্ট ও সিভিল ডিফেন্স শাখার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরূপে যোগ দিয়াছেন।

শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা ঃ ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি। জয়পুরে ১৮৯৪ সালে জন্ম। বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সে'র সভাপতি (১৯৪১); রয়্যাল লেবার কমিশনের সদস্য এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সদস্য (১৯২৭)।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ ঃ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। জন্ম - ১৮৮৮ সালে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভারত সরকারের ফাইন্যান্স বিভাগে চাকরী গ্রহণ (১৯০৭); ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত; বিখ্যাত 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কার (১৯২৮); ১৯৩০ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত হন; আমেরিকার 'ফ্রাঙ্কলিন পদক' লাভ (১৯৪১)। ভারতের সর্বোচ্চ র‍্যাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪) রাশিয়ার 'লেনিন পুরস্কার' লাভ (১৯৫৭)। ভারত সরকার কর্তৃক 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত (১৯৪৯)।

শ্রীচারুমিহির সরকার ঃ জন্ম ৩১ আগষ্ট, ১৯২৪ ফরিদপুর জেলায় (অধুনা পাকিস্তানে)। ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে অভয়াশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ, বি টি.। তিনি ২৪ পরগণা জেলায় রামচন্দ্রপুর পল্লীমঙ্গল বিদ্যাপীঠ নামক মাল্টিপারপাস বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে হাঁসখালি কেন্দ্র (নদীয়া) হইতে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হন ও যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। ১৯৬৯ সালেও নির্বাচনে জয়ী হইয়া সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়াছেন।

শ্রীজগজীবন রাম ঃ বর্তমানে ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী। জন্ম—১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে; শিক্ষা—বানারস ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বি, এস-সি। বিহার হরিজন সেবক সঙ্ঘের সম্পাদক (১৯৩৮); নিখিল ভারত অনুন্নত শ্রেণী লীগ-এর প্রাক্তন সম্পাদক; অতঃপর উক্ত লীগের সভাপতি (১৯৩৬-৪৬)। বিহারে কংগ্রেস সরকারে অন্যতম মন্ত্রী (১৯৪৬); ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন ও উক্ত মন্ত্রিসভায় শ্রম-মন্ত্রী (১৯৪৬-৫২); যোগাযোগ মন্ত্রী (১৯৫২-৫৬), রেলওয়ে মন্ত্রী (১৯৫৬-৬২) ও পুনরায় যোগাযোগ মন্ত্রী

(১৯৬২-৬৩) হন। ১৯৬৩ সালে কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। কিন্তু ১৯৬৬ সালে পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী ঃ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ভূতপূর্ব প্রধান (১৯৬২-৬৬)। বর্তমানে কানাডায় ভারতের হাই কমিশনার। জন্ম—১৯০৮ সালে, কলিকাতায়। শিক্ষা—সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ ও লণ্ডনের স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ে। ১৯২৮ সালে কমিশনপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে অংশ গ্রহণ। ১৯৪৯ সালে হায়দরাবাদ অভিযান পরিচালনা; হায়দরাবাদের মিলিটারি গভর্ণর (১৯৪৯); ভারতীয় বাহিনীর সর্বপ্রথম 'যান্ত্রিক বাহিনীর' সেনাপতি (১৯৫২-৫৩); ভারতীয় বাহিনীর 'চীফ-অব জেনারেল ষ্টাফ' (১৯৫৫-৫৬); দক্ষিণ অঞ্চলের সামরিক বাহিনীর প্রধান (১৯৬০-৬২) এবং চীন আক্রমণের সময়ে ভারতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত (নভেম্বর, ১৯৬২)। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনায় যে সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন তাহার জন্য ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিদানে সম্মানিত করেন।

ডঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার ঃ জন্ম—১০ই জুলাই, ১৯৩৮, কোল্লাপুরে। পিতা বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করায় তাঁহারা কাশীতে চলিয়া আসেন। ১৯৫৭ সালে বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ১৯৬৩ সালে কিংস্ কলেজের 'ফেলো' মনোনীত হন। অধ্যাপক হয়েল-এর সহযোগিতায় মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে নূতন তথ্য উদ্ভাবন করেন।

শ্রীজয়পাল সিং ঃ ছোটনাগপুরের আদিবাসী জননেতা। ঝাড়খণ্ড পার্টির সভাপতি। জন্ম—৩রা জানুয়ারী, ১৯০৩। ভারত ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। হকিতে অক্সফোর্ড ব্লু। ১৯২৮ সালে ভারতীয় অলিম্পিক হকি টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। গোল্ডকোষ্টের আকিমোটা কলেজের কমার্শিয়াল মাস্টার (১৯৩৩-৩৬); রায়পুর রাজকুমার কলেজের হেডমাস্টার ও অস্থায়ী ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল (১৯৩৬-৩৭) বিকানীর স্টেটের মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯)। বিহার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভ্য। ভারতীয় গণপরিষদের সভ্য ছিলেন। বর্তমানে লোকসভার সভ্য।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ঃ বর্তমানে ভূদান আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা ছিলেন। ১৯০৩ সালে বিহারে একটি সম্পন্ন কৃষক পরিবারে জন্ম। মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইয়াছিলেন;

অসহযোগ আন্দোলনের সময় লেখা পড়া ও বৃত্তি ত্যাগ করেন; ১৯২২ সালে নিঃসম্বল অবস্থায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকায় যান; সেইখানে কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া আইওয়া, উইসকন্‌সিন প্রভৃতি ৫টি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করেন; ভারতে ফিরিয়া আসিলে কংগ্রেসের শ্রম গবেষণা বিভাগের ভার পান এবং ১৯৩১-৩২ সালে কংগ্রেসের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হন; আচার্য নরেন্দ্র দেবের সহযোগিতায় সোস্যালিস্ট পার্টির পত্তন করেন; বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন; ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ হইলে নভেম্বর মাসে জেল হইতে পলায়ন করেন ও ছদ্মবেশে ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া আন্দোলন পরিচালনা করেন; কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসার পূর্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন; নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্‌স ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতি পরিহার করিয়া ভূদানযজ্ঞে 'জীবনদান' করিয়াছেন। জনসেবার স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৬৫ সালে 'র‍্যামন ম্যাগসেসে' পুরস্কার লাভ করেন। ফিলিপাইন হইতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী, আচার্য: জন্ম ১৮৮৯ সালে। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু উক্ত পদ ত্যাগ করেন। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম. এ। ১৯১৯ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে অধ্যাপনার কার্য ত্যাগ করিয়া খাদি ও পল্লী উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। প্রায় ১২ বৎসরকাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী সুচেতা মজুমদারকে বিবাহ করেন। ১৯৫০ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট নামে একটি নূতন দল গঠন করেন (১৯৫০); অতঃপর কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কৃষক-মজদুর প্রজাপার্টি নামক স্বতন্ত্র দল গঠন করেন (১৯৫১)। ইহার পরে সোস্যালিস্ট পার্টির সহিত মিলিত হইয়া প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিতে পরিণত হয়। মতদ্বৈধতার ফলে তিনি এই পার্টি হইতেও পদত্যাগ করেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে উত্তর বোম্বাই লোকসভা কেন্দ্রে মর্যাদার লড়াইয়ে শ্রীকৃষ্ণ মেনন কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু ১৯৬৩ সালের মে মাসে আর একটি উত্তেজনাপূর্ণ উপনির্বাচনে জয়ী হইয়া তিনি

লোকসভার সদস্য হন। এই উপনির্বাচনে উত্তর-প্রদেশের আমরোহা কেন্দ্রে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমকে পরাজিত করেন।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কয়িয়া পরাজিত হন, কিন্তু পরে একটি উপনির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন।

শ্রীজ্যোতি বসু ঃ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার উপ-মুখ্যমন্ত্রী। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দলের বিশিষ্ট নেতা; দীর্ঘকাল কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ছিলেন, পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য। জন্ম—১৯১৪ সালের ৮ই জুলাই; শিক্ষা—কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে; অতঃপর লণ্ডনের মিডল টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি ১৯৪০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সাল হইতে একাদিক্রমে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ সালে বিধান সভা বাতিল করা হয়; ১৯৬৯ সালে পুনরায় নির্বাচিত হইয়াছেন। সংসদীয় রাজনীতিতে অভিজ্ঞ; সুবক্তা। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৬৯ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরেও তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য ঃ বর্তমান বয়স ৪৩ বৎসর; প্রতিভা ও কৃতিত্বে উজ্জ্বল ছাত্রজীবন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হন; অতঃপর তিনি লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও ইংরাজীতে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা সুরু; পরে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখান হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তথ্য ও প্রচার মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলন হইতে শ্রীভট্টাচার্যের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত; তিনি কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

ডাঃ ডি এস কোঠারী ঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান। এলাহাবাদ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ;এবং ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্পর্কে তাঁহার রচিত গ্রন্থ জার্মানী ও জাপানী

ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। শ্রীকোঠারী ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৬৪ সালে গঠিত 'শিক্ষা কমিশন'-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব কংগ্রেস সরকারে ক্ষুদ্র শিল্প, বন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের একমাত্র পুত্র। জন্ম—কলিকাতায়, ১৯২৫ সালে। স্কটিচার্চ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'জয়েন্ট সেক্রেটারী' রূপে অমৃতবাজার পত্রিকা পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে হাবরা কেন্দ্র (২৪ পরগণা) হইতে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হন এবং পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন দপ্তরের উপমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনেও জয়লাভ করিয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৫৯ সালে পূর্ণমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পুনরায় জয়লাভ করিয়াছেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। জন্ম—বীরভূমের লাভপুরে, ১৮৯৮ সালে ২৩শে জুলাই ; শিক্ষা—লাভপুর ও কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩০)। তাঁহার রচিত ছোট গল্প ও উপন্যাসগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'ধাত্রী-দেবতা,' 'কালিন্দী', 'দুইপুরুষ', 'জলসাঘর', 'হারানো সুর', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'রামধনু', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব মনোনীত সদস্য। 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন এবং একই গ্রন্থের জন্য ১৯৫৭ সালে সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ভারতীয় লেখক দলের প্রতিনিধিরূপে চীন ভ্রমণ এবং তাসখণ্ডে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন (১৯৫৮)। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার মনোনীত সভ্য (১৯৬০)। মতিলাল পুরস্কার লাভ (১৯৬৩)। 'গণদেবতা' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৭ সালে 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইহার অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা। ১৯৬৮ সালে সাহিত্য আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ঃ দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও সাপ্তাহিক

'অমৃত'র সম্পাদক। ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। জন্ম—১৮৯৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পুত্র। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্মেলন ও ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি। এম্পায়ার প্রেস ইউনিয়নের প্রাক্তন সদস্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৪৮-৪৯)। প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান। সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতারূপে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ (১৯৫০); ইয়োরোপ, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে ভ্রমণ (১৯৫৭)।

ডঃ ত্রিগুণা সেন ঃ বর্তমানে ভারত সরকারের পেট্রোকেমিক্যালস্, খনি ও ধাতু দপ্তরের মন্ত্রী। ইতিপূর্বে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী (১৯৬৭-৬৯)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য। ১৯৬৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যভার ত্যাগ করার পরে বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় ঐ পদ ত্যাগ করেন। কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র (১৯৫৭-৫৮) ও অল্ডারম্যান। জন্ম—ডিসেম্বর, ১৯০৫ সালে। শিক্ষা—কলিকাতা ও জার্মানীর Deutsche Akademic শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (১৯২৯-৩২); অধ্যক্ষ যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (১৯৪৪-৪৫); কলিকাতা ও রূড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য; কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সভ্য। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 'শিক্ষা কমিশন'-এর অন্যতম সদস্য (১৯৬৪)।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী ঃ আর. এস. পি. রাজনৈতিক দলের নেতা; ১৯৫৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালেও পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। জন্ম—ঢাকায়, ডিসেম্বর ১৯১২। শিক্ষা—বহরমপুর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গোয়া মুক্তি সংগ্রামে যোগদান এবং গোয়ার পর্তুগীজ শাসকচক্র কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৫৫)। ১৯৫৭ সালের প্রারম্ভে মুক্তিলাভ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। 'যুগান্তর পত্রিকা'র বার্তা-সম্পাদক; জন্ম—ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে, ১৯১২ সালে। শিক্ষা—বজ্রযোগিনী হাইস্কুলে ও কলিকাতার 'বঙ্গবাসী' কলেজে। যুগান্তর

পত্রিকার সূত্রপাত হইতেই উহাতে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে আমেরিকা সফর। ১৯৫৯ সালে বৃটিশ কমনওয়েল্থ রিলেসন্স অফিসের আমন্ত্রণে বৃটেন সফর; ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের প্রাক্তন সম্পাদক; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে লেকচারার। 'শতাব্দীর সূর্য', 'বিদেশ বিভুঁই', 'কালোমেঘ', 'মধুরেণ', 'বাজীমাৎ', 'ছেড়ে আসা গ্রাম', (১ম ও ২য় খণ্ড), 'অনেক সুর', 'রোদ জল ঝড়' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীদেওপ্রকাশ রাই: অল ইণ্ডিয়া গোর্খা লীগের সাধারণ সম্পাদক; সুপরিচিত ট্রেড ইউনিয়ান কর্মী; প্রখ্যাত নেপালী লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যবিভাগে ৩ বৎসর চাকুরী করেন। বাংলা সরকারেরর শ্রম দপ্তরে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন। ১৯৫০ সালে রাজনৈতিক কারণে মালয়তে গ্রেপ্তার হন ও দেশে প্রেরিত হন। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তপশীলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। জন্ম—১৯১৩ সালে, কলিকাতায়। শিক্ষা—প্রেসিডেন্সী কলেজে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বহুল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। সৌজন্য ও সহৃদয়তার জন্য সবিশেষ জনপ্রিয়। নিজস্ব পরিচালনাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর), রিপাবলিক ইঞ্জিনীয়ারিং, বি. ঈ. পাম্পস্ প্রভৃতি। জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীরও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। ডাইরেক্টর হিসাবে আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি। বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজের প্রাক্তন সভাপতি। খেলাধুলা, শিকার, গানবাজনা এবং শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী।

শ্রীদেবেশ দাশ: প্রখ্যাত সাহিত্যিক; নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি। জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৯১১। শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজীতে অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম, ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসে যোগদান (১৯৩৪), ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী (১৯৪৪-৪৭), আসামের এ্যাডিশনাল চীফ সেক্রেটারী ও ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার (১৯৫৬), কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী (১৯৫৬)। 'প্রেমরাগ', 'ইউরোপা', 'অর্ধেক মানবী তুমি' প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা।

শ্রীদিলীপকুমার রায়ঃ বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ও সাহিত্যসেবী। ১৮৯৭ সালে জন্ম। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। ১৯১৭ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গণিত ও আইন শিক্ষার্থ ১৯১৯ সালে কেম্ব্রিজে গমন করেন এবং সেখানে সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে একমাত্র সঙ্গীত শিক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় সঙ্গীতে দক্ষতা লাভের উদ্দেশ্যে সারা ভারতে ভ্রমণ (১৯২২-২৭)। ১৯২৭ সালে ইনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডীচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী', 'তীর্থঙ্কর', 'মনের পরশ', 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৫ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমী তাঁহাকে 'ফেলো' নির্বাচিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তঃ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিক পত্রের বার্তা-সম্পাদক, জন্ম—কুমিল্লায়, ১৯১২ সালে। শিক্ষা—চট্টগ্রাম কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ল' কলেজে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর সূচনা হইতেই ইহার সহিত যুক্ত আছেন। ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের উপর্যুপরি কয়েকবার সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে চীন ভ্রমণ করেন। ১৯৫৬ সালে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করেন। 'উইথ নেহেরু ইন চায়না' ইহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কাজী নজরুল ইসলামঃ বাংলার বিপ্লবী কবি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার। ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৯১৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবিভাগে যোগ দেন। সাধারণ সৈনিক হইতে হাবিলদারের পর্যায়ে উন্নীত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই উন্মাদনাপূর্ণ কাব্য ও সাহিত্য রচনার আরম্ভ। ১৯২১ সালে সৈনিকের কার্য ত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন। 'ধুমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহসূচক রচনা প্রকাশের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ; মুজাফ্ফর আহমেদের সহযোগিতায় বাংলার সর্বপ্রথম কৃষক ও শ্রমিক সংঘ গঠন ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। ইঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'সঞ্চিতা', 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' প্রভৃতি উপন্যাস, 'আলেয়া', 'ঝিলিমিলি' নাটক ও 'ব্যথার

দান', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি ছোট গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল যাবৎ কবি কঠিন পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছেন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

শ্রীননী ভট্টাচার্য ঃ জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়ায় ; বর্তমান বয়স ৫২ বৎসর। স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত সংযোগের দরুণ তাঁহাকে প্রায়ই স্বগৃহে অন্তরীণ করা হইত। ১৯৪০ সালে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন ; জেলে থাকাকালে তিনি বি এ পাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৪০ সালে রিভলিউশনারী সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠনে সহযোগিতা করেন। শ্রমিক আন্দোলনের সহিত দীর্ঘকাল যুক্ত ; কিছুকাল পার্টির মুখপত্র 'গণবার্তা'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ সালে কালচিনি কেন্দ্র হইতে এবং ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে আলিপুর দুয়ার হইতে নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্টের পূর্বতন মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন, বর্তমান মন্ত্রিসভায় আবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হইয়াছেন।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ঃ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯১০ সালে নদীয়ায়। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সচিব ছিলেন। বর্তমানে 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রের সহকারী সম্পাদক। 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা,' 'শতাব্দী ও সাহিত্য', 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ,' 'সেতু' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ঃ ভারতবিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান 'সাধনা ঔষধালয়'-এর সুযোগ্য কর্ণধার। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও সাধনা ঔষধালয়-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষের একমাত্র পুত্র, ১৯১৭ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে পাকিস্তানে) জলছত্র গ্রামে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ হইতে আই. এস-সি পাশ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) হইতে ১৯৪৩ সনে এম বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল মেয়ো হাসপাতালের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। অতঃপর সাধনা ঔষধালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন (১৯৪৭)। তাঁহার অসামান্য কর্মশক্তি ও নৈপুণ্যের ফলেই সাধনা ঔষধালয় বর্তমান সাফল্য লাভ করিয়াছে। সৌজন্য, বিনয় ও বদান্যতা প্রধান চারিত্রিক গুণ। শ্রীযুক্ত ঘোষ পি. সি. রায়-এর স্মৃতিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের মাধ্যমে একটি বার্ষিক বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। কতিপয় পুস্তকের রচয়িতা।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিশিষ্ট আইনবিদ্ ও রাজনীতিক ; লোক-

সভার বর্তমান সদস্য। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে রত। জন্ম — ১৯শে অক্টোবর, ১৮৯৫। শিক্ষা—এম. এ, পি. আর. এস, এল. এল বি (কলিকাতা)। লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান ও বিপুল সাফল্য অর্জন। কলিকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান (১৯৪০-৪৪), কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪৮-৫০)। ১৯৩৮ সাল হইতে দীর্ঘকাল হিন্দু মহাসভার সহিত যুক্ত ছিলেন (কেবলমাত্র গান্ধী হত্যার পরে কিছুকাল ব্যতীত) ; কিন্তু ১৯৫৭ সালে হিন্দু মহাসভাব সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া লোকসভার সদস্য হন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের পরবর্তী দুইটি নির্বাচনে পরাজিত হন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে একটি উপনির্বাচনে জয়ী হইয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পুনরায় লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত ঃ অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন সুরু ; স্কুল ত্যাগ ও ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে বি. এস-সি টেষ্ট পরীক্ষার প্রাক্কালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় জড়িত হন ও তাঁহার প্রতি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়, পরে উহা ৫ বৎসরে হ্রাস করা হয় ; দণ্ডাদেশের ৫ বৎসর তিনি আন্দামান জেলে অতিবাহিত করেন। ১৪ বৎসরের অধিককাল তিনি কারাগারে কাটাইয়াছেন। ১৯৩৮ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ভূতপূর্ব যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন, বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায়ও ত্রাণ পুনর্বাসন ও কারা বিভাগের মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ঃ শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। ১৯০৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্ম। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কলিকাতা ও ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ; এম. এ., ডি-লিট্, ডি ফিল. ; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী ; বৃটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন্ এবং রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এর ফেলো। বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে বৎসরাধিক কাল কারাবাস। এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ; বিশ্বভারতী পরিচালক মণ্ডলীর প্রাক্তন সভ্য। বিবিধ বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের লেখক। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব' লিখিয়া 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ (১৯৫০)। রাজ্যসভার ভূতপূর্ব মনোনীত সদস্য। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে

সিমলার 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ'-এর প্রথম অধ্যক্ষরূপে কার্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডী ঃ বর্তমানে লোকসভার অধ্যক্ষ (স্পীকার)। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৬০-৬২)। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ ও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু ১৯৬৩ সালে ঐ পদ ত্যাগ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৫৬-৬০ সালেও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জন্ম—১৯শে মে, ১৯১৩। অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক (১৯৩৬-৪৬); মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য (১৯৪৬); ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৭); ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভার সভ্য (১৯৫২-৫৩)। মাদ্রাজ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী (১৯৪৯-৫১); মাদ্রাজের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও এন. জি. রঙ্গকে পরাজিত করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস-এর সভাপতি নির্বাচিত। অন্ধ্র রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৩-৫৬)। দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার পরে তিনি কংগ্রেসের সদস্য পদ ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী ঃ বীরভূম জেলার কৃষক আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত শ্রীমতী মুখার্জীর বর্তমান বয়স ৩২ বৎসর। এস. ইউ. সি. দলের রাজ্য কার্য নির্বাহক সমিতির সভ্য। বীরভূম হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'আওয়াজ'-এর সম্পাদক। ১৯৬৯ সালে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন ও যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় পূর্ত দপ্তরের সড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হইয়াছেন।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৭-৪৮)। পুনরায় ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে মাত্র ৩ মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সেবা করিয়া ১৯৫০ সালে উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও কৃষক-মজদুর-প্রজা দল গঠনে সহযোগিতা করেন; প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলেরও পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাক্তন সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, পি-এইচ ডি। ১৯২০ সালে রসায়নশাস্ত্রে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কার্যে যোগদান এবং এক বৎসর পরেই কলিকাতা টাকশালে ডেপুটি এ্যাসে মাস্টারের পদ গ্রহণ; মাত্র এক বৎসর কার্যের পর উক্ত চাকুরী ত্যাগ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন, (১৯২১)।

'অভয় আশ্রমে'র (কুমিল্লা) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস', 'ওয়েস্ট টু-ডে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মহিষাদল (মেদিনীপুর) কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হন। ১৯৬৭ সালে পুনরায় রাজ্য বিধান সভায় নির্বাচিত হন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মতানৈক্যের ফলে তিনি অক্টোবর মাসে (১৯৬৭) মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। অতঃপর রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করিলে ডঃ ঘোষ ২১শে নভেম্বর, ১৯৬৭ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন ও নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৬৮ সালে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়ী হইতে পারেন নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনঃ পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী (৯ই জুলাই, ১৯৬২ হইতে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)। বিহারে ১৮৯৭ সালে জন্ম; আদি নিবাস অবিভক্ত বঙ্গের খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে ১৯১১ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-সি. অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কিন্তু গান্ধীজীর আহ্বানে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। হুগলী জেলার আরামবাগ ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র। প্রায় ১২ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন (১৯৩০, ১৯৪০ ও ১৯৪২)। ১৯৩০ সাল হইতে নিখিত ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য। ১৯৪৮ সালে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভা গঠন করিলে তিনি উহাতে যোগদান করেন ও তদবধি ডাঃ রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে কার্য করেন। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পরে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে আরামবাগ কেন্দ্রে মর্যাদার লড়াই-এ শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ঐ কেন্দ্র হইতে বিপুল ভোটাধিক্যে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত করিয়া নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালঃ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। ১৯০৫ সালে কলিকাতায় জন্ম, শিক্ষা—স্কটিশ চার্চ স্কুল ও সিটি কলেজে। 'প্রিয়-বান্ধবী', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'আঁকা-বাঁকা', 'মনে মনে', 'দেবীর দেশের মেয়ে', 'বনহংসী', 'দেবতাত্মা হিমালয়', প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ইনি কিছুকাল 'যুগান্তর' দৈনিক-পত্রের সাময়িক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ সালে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' (অমৃতবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত) লাভ করেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ খ্যাতনামা সাহিত্যসাধক ও গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ। জন্ম—২৭শে জুলাই, ১৮৯২। শিক্ষা—রাণাঘাট পালচৌধুরী বিদ্যালয়ে, গিরিডি ন্যাশনাল স্কুলে ও শান্তিনিকেতনে। কর্মজীবন শুরু হয় শান্তিনিকেতনে—শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক রূপে। 'বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের' উন্নতি ও প্রসারে প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব অনেকখানি। তাঁহার রচিত 'রবীন্দ্র জীবনী' (চার খণ্ড) রবীন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল বিরাট জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করেন (১৯৫৭)। 'সাহিত্য আকাদেমী' কর্তৃকও তিনি 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পুরস্কারে' ভূষিত হন (১৯৬১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক' দান করেন। প্রভাতকুমার গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। বাংলা গ্রন্থের দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ভারতসরকারের ব্যবস্থাপনায় তিনি 'সোভিয়েট আকাদেমী অব সায়েন্স'-এর অতিথিরূপে রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন (১৯৬২)।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়ঃ ২৪ পরগণা জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক। পূর্বে দীর্ঘকাল ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। একমাত্র ১৯৬২ সালে ছাড়া ১৯৫২ হইতে বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিবার জয়ী হইয়াছেন। বর্তমানে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী (প্র. না. বি.)ঃ একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্; ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত। জন্ম—১৯০২ সালে রাজশাহীর জোয়াড়ি গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতনে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা, সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখিয়া থাকেন। গ্রন্থ: 'মৌচাকে ঢিল', 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার', 'বাঙালী ও বাংলা-সাহিত্য', 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ', 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ' ইত্যাদি। 'কমলাকান্ত শর্মা' এই ছদ্মনামে নিয়মিত আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' গ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ঃ প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী—এফ. আর. এস। জন্ম—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন। কলিকাতা ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। 'সংখ্যা' নামক পত্রিকার সম্পাদক; 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ফেলো; ১৯২৫ ও ১৯৪২ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শাখা সভাপতি ও ১৯৫০ সালে পুণা অধিবেশনের মূল সভাপতি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়েলডেন' পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৪৪); লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত (১৯৪৫); সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যান কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি। আলিপুর মানমন্দিরের প্রাক্তন মিটিওরলজিস্ট। বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিসংখ্যান্ সম্বন্ধে ভারত সরকারের উপদেষ্টা। ইঁহার চেষ্টা-যত্নেই কলিকাতায় 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট' স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় আয় কমিটির সভাপতি। 'পরিকল্পনা কমিশন'-এর ভূতপূর্ব সভ্য। রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' লাভ (১৯৫৯)।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক ঃ মাসিক বসুমতীর সুযোগ্য সম্পাদক ও সুপরিচিত সাহিত্যিক। বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী ও জাতীয় আন্দোলনের অনুরাগী স্বর্গত ভবতোষ ঘটকের পুত্র; জন্ম—২৪শে মে, ১৯২৩, চন্দননগরে। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ,। আইন অধ্যয়নকালেই বসুমতীর কার্যভার গ্রহণ করেন। দৈনিক বসুমতীর রবিবাসরীয় সাহিত্য সভারও সম্পাদক। চিত্রশিল্পীরূপে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী। প্রাচীন কলিকাতার অভিজাত পরিবারকে পটভূমি করিয়া সার্থক উপন্যাস রচনা তাঁহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 'আকাশপাতাল', 'রাজায়-রাজায়', 'মুক্তাভস্ম', 'খেলাঘর', 'রাণীবৌ', 'রোজালিণ্ডের প্রেম', 'মিলন মধুর রাতি', 'কলকাতার পথঘাট', 'রত্নমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও গল্পলেখক; কাশীতে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে জন্ম। মীর্জাপুর, ঢাকা এবং কলিকাতায় শিক্ষালাভ। কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম লেখকরূপে বাংলা সাহিত্যে-আবির্ভাব; ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সাগর থেকে ফেরা' (কবিতা), 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা' (গল্পসংগ্রহ), 'কুয়াশা', 'জলবীকাল' (উপন্যাস) প্রভৃতি। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পরিচালকরূপেও খ্যাতি অর্জন

করিয়াছেন। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৫৮ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য আকাদেমীর' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬০ সালে রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীফ্র্যাঙ্ক রেজিনাল্ড এণ্টনী: ভারতীয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা, খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। জন্ম—১৯০৮ সালে; শিক্ষা—জব্বলপুর, নাগপুর ও লণ্ডনে। অল ইণ্ডিয়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেণ্ট। লোকসভায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য ছিলেন।

'বনফুল' (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়): বিখ্যাত সাহিত্যিক। পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে ১৯০০ সালে জন্ম। আদিনিবাস হুগলী জেলার শিয়াখালায়। হাজারীবাগ হইতে আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে পাটনা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলে উক্ত কলেজে ভর্তি হন ও তথা হইতে এম. বি. বি. এস. ডিগ্রি লাভ করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভাগলপুর শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। সম্প্রতি ভাগলপুর ত্যাগ করিয়াছেন। বহু কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্প ইত্যাদি রচনা করিয়া ইনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'বৈতরণী তীরে', 'দ্বৈরথ', 'বনফুলের গল্প', 'সে ও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'শ্রীমধুসূদন'. 'জঙ্গম' প্রভৃতি ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৬০ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা) এবং ১৯৬২ সালে 'হাটে বাজারে' গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন।

শ্রী বি. কে দত্ত: ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যাঙ্ক 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'র চেয়ারম্যান। ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনে যোগদান করেন; তাঁহার পিতা স্বর্গত এন. সি. দত্ত এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন। স্বল্পকাল পরেই তিনি পদত্যাগ করেন এবং 'নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ' নামক নূতন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পরে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের সহিত সংযুক্ত হয় ও শ্রীদত্ত কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টার হন। ১৯৫০ সালে ৪টি বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সমবায়ে 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার নির্বাচিত হন। বহু শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার সহিত যুক্ত। আসাম ও উড়িষ্যার ষ্টেট ফিনান্সিয়াল করপোরেশনের প্রাক্তন ডিরেক্টার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বোর্ড অব ইণ্ডাস্ট্রীজের চেয়ারম্যান, স্ক্রু কমিটির

সদস্য (১৯৫৩); এল. আই. সি-র আঞ্চলিক উপদেষ্টা বোর্ড-এর প্রাক্তন সদস্য। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বহুল ভ্রমণ করেন।

শ্রীবরোদা মুকুটমণি : যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক; সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী; প্রায় ১০ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছেন। পূর্বপাকিস্তানে জন্ম। বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে গঠিত যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। শ্রীমুকুটমণি রাজ্য বিধান মণ্ডলীর কোন সভারই সদস্য নহেন।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত : পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা; জন্ম ১৯০০ সালে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি (১৯৫৩-৫৪), বিশ্বের অন্য কোন মহিলা আজ পর্যন্ত এই সম্মান লাভ করেন নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও স্পেনে ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত এবং লণ্ডনে ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার। জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও কয়েকবার কারাবরণ করেন। ইনিই ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী; ১৯৩৭ সালে যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। পুনরায় ১৯৪৬ সালে যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী হন। ১৯৪০-৪১ সালে অখিল ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সভানেত্রী। ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৬২-৬৪ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পরে তাঁহার নির্বাচন কেন্দ্র ফুলপুর হইতে ১৯৬৪ সালে শ্রীমতী পণ্ডিত লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালেও লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে তিনি লোকসভার সদস্য পদ ত্যাগ করেন।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান স্পীকার। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্টের সমর্থনে নির্দলীয় প্রার্থীরূপে তিনি এই পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৬৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় এবং বিধানসভা ও স্পীকারপদ বাতিল করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যপাল কর্তৃক যুক্তফ্রণ্ট সরকার বাতিল করা সম্পর্কে শ্রীব্যানার্জী বিধানসভায় যে রুলিং দেন তাহা ঐতিহাসিক। যাহাহোক, ১৯৬৯ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরে তিনি পুনরায় বিধানসভার স্পীকার পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রবীণ; তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন এবং

১৯৫৯ সালে মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন। মেয়র হিসাবে তিনি যে কর্মনীতি অনুসরণ করেন তাহার ফলে রাজ্যের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৯৬১ সালে তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন। শ্রীব্যানার্জী কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট। তাঁহার বর্তমান বয়স ৬৩ বৎসর। তিনি ১৯৬২ ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে নির্দলীয় প্রার্থীরূপে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক : উড়িষ্যার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ; কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬৩ সালে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। জন্ম—৫ই মার্চ, ১৯০৬। শিক্ষা—কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ। বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহসিক জীবন যাত্রার প্রতি আকর্ষণ। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ-এ যোগ দেন ও সুদক্ষ বৈমানিকে পরিণত হন। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীর সহিত কাজ করেন ও আড়াই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্রীপট্টনায়ক বিমান চালনা করিয়া ইন্দোনেশিয়ার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সুলতান সারিয়ারকে নিরাপদে দিল্লী লইয়া আসেন। এই দুঃসাহসিক ঘটনা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিলে যে ভারতীয় বিমানটি সর্বপ্রথম কাশ্মীরে অবতরণ করিয়াছিল তাহার চালক ছিলেন শ্রীপট্টনায়ক।

উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করেন ও কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাহাদের মধ্যে একটি টিউব মিল ও কলিঙ্গ এয়ারওয়েজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানে 'কলিঙ্গ পুরস্কার' দানের জন্য তিনি বিপুল অর্থদান করিয়াছেন। ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া উড়িষ্যা বিধান সভার সদস্য নির্বাচিন হন। কিন্তু ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন : জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনারেল (১৯৫৬-৬৭)। জন্ম—১লা জানুয়ারী, ১৮৯৮; শিক্ষা—ঢাকা, কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে; আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৭-৪০); বাংলার রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী (১৯৪০-৪২); অসামরিক অধিবাসী

স্থানান্তরকরণের ডিরেক্টর (১৯৪২-৪৩); রিলিফ কমিশনার (১৯৪২-৪৩); ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল (১৯৪৩-৪৫); ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী (১৯৪৬); ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী (১৯৪৮); ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৩-৫৪); মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫১-৫২) এবং জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫৪-৫৬)। অতঃপর জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টার জেনারেল-এর পদ গ্রহণ করেন।

বিনোবা ভাবে, আচার্য :—জন্ম—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫, মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার গাগোদ গ্রামে। শৈশব হইতেই মায়ের প্রভাবে ধর্মভাবাপন্ন হন। পিতার কর্মস্থল বরোদায় শিক্ষালাভ। কলেজে পাঠকালীন গভীর অধ্যায়নশীলতা, প্রখর বুদ্ধি ও অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ কুশলতার জন্য সমাদৃত। কলেজের পরীক্ষার প্রাক্কালে 'ব্রহ্মে'র সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন এবং কাশীতে গান্ধীজীর সংযোগে আসেন। অতঃপর গান্ধীজীর আশ্রমের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সত্যকে জীবনের অন্যতম ব্রত করিয়াছেন। চরকা কাটায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে হায়দরাবাদের তেলেঙ্গোনা অঞ্চলে "ভূদান যজ্ঞ" আন্দোলন শুরু করেন; ঐ উদ্দেশ্যে পদব্রজে সারাভারত পরিভ্রমণ করেন; বহুভাষাবিদ ও হিন্দুশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : খ্যাতনামা সাংবাদিক ও কবি। ১৯০৪ সালে জন্ম। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার ভুতপূর্ব সম্পাদক, ১৯৬৩ সালে প্রধান সম্পাদকরূপে 'দৈনিক বসুমতী' সংবাদপত্রে যোগদান করিয়াছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভাপতি (১৯৫০-৫৩)। কাব্য-সাহিত্যে ইঁহার 'শতাব্দীর সঙ্গীত', 'বিপ্লবী নায়িকা' ও 'জীবন-মৃত্যু' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ; 'সোভিয়েট-মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি' আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ভারতীয় শান্তি আন্দোলনের প্রতিনিধি রূপে ১৯৫৫ সালে ফিনল্যাণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিরূপে ১৯৫৭ সালে ইংল্যাণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

শ্রীবিভূতিভুষণ দাশগুপ্ত :—পুরুলিয়া লোকসেবক সংঘের প্রধান সম্পাদক। জন্ম—১৯০৪ সালে ফরিদপুর জেলায়। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ত্যাগ করিয়া পিতা ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের সহিত পুরুলিয়ায়

রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বহুবার কারাবরণ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য। ১৯৪৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া লোকসেবক সংঘে যোগ দেন। লোকসেবক সংঘের প্রার্থীরূপে ১৯৫৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় পঞ্চায়েৎ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৬৯ সালের অন্তবর্তী নির্বাচনেও জয়ী হইয়া যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় পঞ্চায়েৎমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় :—বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠাবান লেখক ; সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রচনা ও বিশুদ্ধ কৌতুক রচনা—সাহিত্যের এই উভয় বিভাগেই সমান পারদর্শী। মিথিলার পাণ্ডুলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার চাতরায়। পাটনা হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সচিব, 'ইণ্ডিয়ান নেশান' দৈনিক পত্রের কার্যাধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'বরযাত্রী', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ। ১৯৫৮ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা) লাভ করেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ :—বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। জন্ম—১২ই ডিসেম্বর, ১৯১০ কলিকাতায়। ইনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞান ও দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থের চতুষ্পাঠীতে দর্শন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। প্রায় দ্বিসহস্রাধিক কবিতা রচনা করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতার পৌর প্রধান ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন। ৪৭ জন কবি এই প্রসঙ্গে প্রশস্তি কাব্য রচনা করেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ গুরুতর অসুস্থতা ও দুঃস্থ অবস্থার জন্য ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করিতেছেন। রচিত গ্রন্থাবলী 'জীবন ও রাত্রি', 'দক্ষিণায়ন', 'উলুখড়', 'সাবিত্রী', 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ', 'দ্বিপ্রহর', 'উদাত্ত ভারত', 'রক্তগোলাপ' ইত্যাদি।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা :—১৯৫৭ সাল হইতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী। জন্ম—২৬শে মার্চ, ১৯১২, শিবসাগরে। ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৩০ সালে কলেজ ত্যাগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে ৬ মাস কারাদণ্ড ;

স্বয়ংক্রিয় চরকার আবিষ্কারক; খাদি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষার জন্য গান্ধীজী কর্তৃক বিহারে প্রেরিত হন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে দুই বৎসরের জন্য আটক; আসাম আইন সভায় নির্বাচিত (১৯৪৬); পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত (১৯৪৭); পল্লী উন্নয়নে বিশেষভাবে আগ্রহশীল; আসাম সরকারের পল্লী উন্নয়নের প্রাক্তন ডিরেক্টর। ১৯৫০ সালে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ; ১৯৫২ সালে সর্বসম্মতিক্রমে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত; শিবসাগর কেন্দ্র হইতে উপনির্বাচনে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৩); কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের জন্য আঞ্চলিক সংগঠক নিযুক্ত (১৯৫২); মৌমাছি পালনে বিশেষ উৎসাহী; শক্তিশালী লেখক; ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা; পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জন্ম—১৯১৫ সালে, তমলুকে। শিক্ষা—তমলুক স্কুলে; অতঃপর কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে যোগদান; ১৯২৯ সালে ছাত্র আন্দোলনে কারাবরণ। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগদান করিয়াছিলেন। এককালে কংগ্রেসে ছিলেন; ১৯৩১ সালে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য রূপে করাচী কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দান করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় সেচমন্ত্রী ছিলেন; ১৯৬৯ সালেও একই দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী হিসাবে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়াছেন। রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য।

বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার: বিখ্যাত শিল্পপতি; স্বনামধন্য স্বর্গত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ হইতে 'ট্রাইপস' সহ এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এম. আই. ই. (ইণ্ডিয়া)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফেলো। মার্টিন-বার্ণ লিঃ, ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টিল কোং লিঃ, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ, হুগলী ডকিং অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ, এ্যালক্যালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, হুগলী মিল্‌স লিঃ প্রভৃতি বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (বর্তমানে ষ্টেট ব্যাঙ্ক) কলিকাতা

বোর্ডের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট। ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফিনান্স করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর ডিরেক্টার। ১৯২৫ সালে শ্রীমতী রাণুপ্রীতি অধিকারীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ঃ জন্ম ১৯১৭ সালে জানুয়ারী মাসে, শ্রীহট্ট জেলাতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, পি. আর. এস., ডি. লিট.। কলিকাতা সেণ্ট পলস্ কলেজের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক (১৯৪২-৪৯)। ১৯৪৯ সালের মে মাসে আই. এ. এস.-এ যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ শরণার্থী পুনর্বাসন বিভাগের ডিরেক্টার (১৯৫২-৫৪); ভারত সরকারের শ্রম বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী (১৯৫৬-৬২), কেন্দ্রীয় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশনার (১৯৬২-৬৪), পশ্চিমবঙ্গ পশুপালন ও মৎস্য বিভাগের কমিশনার-সেক্রেটারী (১৯৬৪-৬৭) এবং বর্তমানে কলিকাতা, উত্তরবঙ্গ ও দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাত্রয়ের 'চেয়ারম্যান'। প্রকাশিত গ্রন্থ—'এ দেহ মন্দির', 'সুরা ও সাকী', 'স্বপ্ন-সংহার', 'রামফড়িঙের ছড়া', 'পবন দূত', 'অমরু শতক', 'Logic Value and Reality', 'Causality in Science & Philosophy', কবি কালিদাসম্ (সংস্কৃত নাটক), 'শার্দ্দুল শকটম' (ঐ), 'ওমর খৈয়ামম' (সংস্কৃত কাব্য), 'ছান্দস-পঞ্চাশৎ' (সংস্কৃত সনেট) ইত্যাদি।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু ঃ খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক। ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., ইংরাজীতে প্রথম স্থান লাভ। কবি অজিত দত্তের সঙ্গে যুক্তভাবে ইনি 'প্রগতি' নামক একখানি সাময়িক পত্র সম্পাদন করিতেন। বর্তমানে ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্র 'কবিতা'র সম্পাদক। রিপন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। 'বন্দীর বন্দনা,' অসূর্যম্পশ্যা,' 'সাড়া', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'সমুদ্রতীর', 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' প্রভৃতি ইঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৫৪ সালে আমেরিকা ভ্রমণ ও 'ফুলব্রাইট' পুরস্কার লাভ। ১৯৬৩ সালে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৬৮ সালে সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন ঃ ভারতের ভূতপূর্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (১৯৫৭-৬২)। ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময়ে দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে মর্যাদার লড়াইয়ে আচার্য কৃপালনীকে পরাজিত করিয়া উত্তর বোম্বাই কেন্দ্র

হইতে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস তাঁহাকে উক্ত কেন্দ্রের প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দিতে অসম্মত হইলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও ঐ কেন্দ্র হইতে নির্দলীয় প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। লণ্ডনে ভূতপূর্ব ভারতীয় হাই কমিশনার (১৯৪৭-৫২); জন্ম—১৮৯৭ সালের মে মাসে ; শিক্ষা—মাদ্রাজে ও লণ্ডনে। দীর্ঘকাল লণ্ডনে ব্যারিস্টারী করেন। 'পেলিকান' পুস্তকমালার প্রথম সম্পাদক ; বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক ; লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী (১৯২৯-৪৭), পরে উহার প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন ; জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৪৬) ; ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ'—উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরূপে মেদিনীপুর হইতে উপনির্বাচনে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রী ভি. ভি. গিরি ঃ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ও পদাধিকারে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি। ১৯৬৯ সালের মে মাসে ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর পরে ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। উত্তরপ্রদেশ, কেরালা ও মহীশূরের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল। জন্ম—১০ই আগষ্ট, ১৮৯৪। শিক্ষা—আয়ার্লাণ্ডের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘকাল ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের ২ বার সভাপতি ; জেনেভা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিক দলের প্রতিনিধি (১৯২৭) ; দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে শ্রমিক দলের প্রতিনিধি (১৯৩১) ; কিছুকাল কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ; মাদ্রাজের শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯) ; পুনরায় ১৯৪৭ সালে মাদ্রাজের মন্ত্রী ; সিংহলে ভূতপূর্ব ভারতীয় হাইকমিশনার ; ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী (১৯৫২-৫৪); লোকসভার প্রাক্তনসদস্য (১৯৫২-৫৭) ; কতিপয় গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল ঃ জন্ম ১৯২০ সালে ; এম. এ., এল-এল. বি.। উকিল হিসাবে আইন ব্যবসায় করিয়া থাকেন ; বিপত্নীক। ফরওয়ার্ড-ব্লকের সভ্য এবং নিখিল ভারত অগ্রগামী কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক। বর্তমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আইন দপ্তরের মন্ত্রী।

শ্রীভবতোষ সারেন ঃ রায়পুর কেন্দ্র (বাঁকুড়া) হইতে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে ১৯৬৭ সালে রাজ্য বিধান সভায় নির্বাচিত ; একই কেন্দ্র হইতে ১৯৬৯ সালে পুনর্নির্বাচিত ; ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে কৃষক পরিবারে জন্ম ; বাঁকুড়া জেলা

কোর্টে অন্যতম উকিল রূপে আইন ব্যবসায়ে রত ছিলেন ; বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী মহাসভার প্রেসিডেন্ট, বর্তমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বন বিভাগের মন্ত্রী।

শ্রীভূপেশ গুপ্ত ঃ খ্যাতনামা কম্যুনিষ্ট (দঃ) নেতা ; রাজ্য-সভায় বিরোধী দলের নেতা ; ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। জন্ম—অক্টোবর, ১৯১৪ ; শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৩-৩৬ সালে বহরমপুর বন্দী শিবিরে বিনা বিচারে আটক থাকাকালীন আই. এ. ও বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বহু রাজনৈতিক পুস্তিকার রচয়িতা ; পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির অধুনালুপ্ত মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমনোজ বসু ঃ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী। ১৯৬৬ সালে 'নিশিকুটুম্ব' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। জন্ম ১৯০১ সালে যশোহর জেলার (পাকিস্তান) ডাঙ্গাঘাট গ্রামে ; বাগেরহাট ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ ; দক্ষিণ কলিকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক ; গুরুসদয় দত্ত পরিচালিত 'ব্রতচারী' আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে পুস্তক প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত প্রায় ২০ খানি গ্রন্থের মধ্যে 'প্লাবন', বিপর্যয়', 'নূতন প্রভাত', ইত্যাদি নাটক ও 'নরবাঁধ', 'দেবীকিশোরী', 'বনমর্মর', 'পৃথিবী কাদের', 'সৈনিক', 'দুঃখ নিশার শেষে', 'নবীন যাত্রা', 'খদ্যোৎ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিনিধি দলের সভ্যরূপে ১৯৫২ সালে চীন ও ১৯৫৬ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' এবং ১৯৬৪ সালে 'মতিলাল পুরস্কার' (যুগান্তর পত্রিকা) লাভ করেন।

শ্রীমন্মথ রায় ঃ প্রখ্যাত নাট্যকার। জন্ম—১৮৯৯। শিক্ষা—ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (এম. এ, বি. এল.)। পশ্চিম দিনাজপুরের সদর-শহর বালুরঘাটে আইনজীবীরূপে কর্মজীবনের আরম্ভ। বাংলা সাহিত্যে একাঙ্কিকা নাটকের প্রবর্তক। ইঁহার রচিত দেশাত্মবোধক 'কারাগার' নাটকটি ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। বাংলা রঙ্গ-মঞ্চে ইঁহার সাফল্যমণ্ডিত নাটকাবলীর মধ্যে আছে—'চাঁদসদাগর', 'মহুয়া', 'রাজনটী', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'অশোক', 'সাবিত্রী', 'খনা', 'জীবনটাই নাটক', 'মহাভারতী', 'মহাপ্রেম' প্রভৃতি। ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে সহযোগী সম্পাদক ও চিত্র-প্রযোজনা অধিকারিকের পদে

(১৯৫২-৫৭) এবং 'আকাশবাণী'র কলিকাতা কেন্দ্রের অন্যতম প্রযোজক-পদে (১৯৫৭-৬০) অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীমহম্মদ আলি করিম চাগলা : বি. এ. (অক্সন); ভারতের র্বপূভূত পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। ১৯৬৭ সালে ভারত সরকারের ভাষানীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। লণ্ডনে ভূতপূর্ব ভারতীয় হাইকমিশনার এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। জন্ম—১৯০০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর; ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২২); বোম্বাই সরকারী আইন কলেজের অধ্যাপক (১৯২৭-৩০); বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার (১৯৪৭); জাতিপুঞ্জে ভারত সরকারের প্রতিনিধি (১৯৪৭); বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪০-৪৭) উক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯৪৭-৫৮)। জীবনবীমা করপোরেশনের অর্থলগ্নী ব্যাপারে 'তদন্ত কমিশন'-এর সভাপতি)।

এম. হেদায়েতুল্লা : জন্ম—১৭ ডিসেম্বর, ১৯০৫ সাল; রায়পুরে তাঁহার স্কুল জীবন ও নাগপুরের মরিস কলেজে তাঁহার কলেজ জীবন কাটে। অতঃপর তিনি বিদেশে যান এবং কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। সেখান হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া নাগপুর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। ১৯৪৩-৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি মধ্যপ্রদেশের এডভোকেট জেনারেল ছিলেন। ১৯৫৪-৫৬ সালে তিনি নাগপুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯৫৬-৫৮ সাল)। ১৯৫৮ সালের ১লা ডিসেম্বর ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৮ সালে উক্ত কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী : কলিকাতার ভূতপূর্ব ডেপুটিমেয়র; ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে উপর্যুপরি ২ বার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। জন্ম—১৯১৬ সালে, কলিকাতায়। শিক্ষা—কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ স্কুল, কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে; এম. এ, বি. এল। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি উত্তর কলিকাতার বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্ত হন। শ্রীগাঙ্গুলী ভারতের প্রখ্যাত সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া'র ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। তিনি নগরীর ১২নং ওয়ার্ডের 'জাস্টিস অব দি পীস', সিভিল

ডিফেন্স সংস্থার ডিভিশনাল ওয়ার্ডেন; উল্টাডাঙ্গা ইউনাইটেড্ হাইস্কুলের প্রেসিডেন্ট। খেলাধুলার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তিনি ১৯৫৮-৬৪ পর্যন্ত কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৮ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটি-র প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমুল্‌করাজ আনন্দ : জন্ম—১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৩, পেশোয়ারে। পাঞ্জাব, লণ্ডন ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপনা করেন। একাধিক সাময়িকপত্রের সম্পাদক, সমালোচক ও কৃতবিদ্য লেখক। বৃটিশ মন্ত্রিসভার তথ্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সিনেমার গল্পও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'Coolie', 'Untouchable', 'Two leaves and a Bud' প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত। ১৯৬৫ সালে ললিতকলা আকাদেমীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমোরারজি রণছোড়জি দেশাই : বর্তমানে ভারতের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। ভূতপূর্ব বোম্বাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫২-৫৬)। জন্ম—১৮৯৬ সালে। শিক্ষা—বুলশার উইলসন কলেজ, বোম্বাই। ভারতীয় রক্ষাফৌজে ভাইসরয়ের কমিশনপ্রাপ্ত (১৯১৭-১৯)। বোম্বাই সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকারী চাকুরী ত্যাগ করেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন; গুজরাট কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী (১৯৩১-৩৭); বোম্বাই সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৮); বোম্বাই-এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৯৪৬-৫২) এবং অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন ও অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পরে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হন (১৯৬৬)। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীরূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান ও অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমুজফ্‌ফর আহমদ : জন্ম—১৮৮০ সালে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পলিট ব্যুরো এবং ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২৯-৩৩ সাল পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত। 'নবযুগ', 'গণবাণী,' প্রভৃতি কতিপয় বাংলা দৈনিক পত্র সম্পাদনা করিয়াছেন।

শ্রীযশোবন্তরাও বি. চ্যবন : বর্তমানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ; তৎপূর্বে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। জন্ম—১২ মার্চ, ১৯১৪, মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায়। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান (১৯৩২); স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৩৮) ; 'ভারত ছাড় 'আন্দোলনে অংশগ্রহণ (১৯৪২); বোম্বাই বিধান সভার সভ্য (১৯৪৬-৬২) ; ভূতপূর্ব বোম্বাই রাজ্যের অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী (১৯৫২-৫৭)। বোম্বাই (এখন মহারাষ্ট্র)-এর মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৬-৬২)। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন পদত্যাগ করিলে শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণে শ্রীচ্যবন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করেন এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর শাস্ত্রী মন্ত্রিসভা ও ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায়ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীমতী গান্ধী তাঁহার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সময় শ্রীচ্যবন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরে নবগঠিত মন্ত্রিসভায়ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযতীন চক্রবর্তী : অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত কুমিল্লা জেলায় ১৯১১ সালে শ্রী চক্রবর্তীর জন্ম ; শিক্ষা : আইনের স্নাতক। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য কারাদণ্ড ভোগ ; ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ; ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে রিভলিউশনারী সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের অন্যতম সভ্যরূপে ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া পরিদর্শন করিয়াছেন। ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় সংসদীয় বিষয়ের মন্ত্রী।

যাযাবর : (শ্রীবিনয়-মুখোপাধ্যায় : একদা প্রভূত জনপ্রিয় গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাতে'র লেখক। জন্ম—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। আদি নিবাস ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে। চাঁদপুরে শিক্ষা শুরু। এককালে 'যুগান্তর' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অতঃপর ভারত-সরকারের ডেপুটি ইনফরমেশন অফিসার। কিছুকাল অস্থায়ী ইনফরমেশন অফিসাররূপে কার্য করেন। ১৯৬৫ সালে ভারতের 'প্রেস রেজিষ্ট্রারের' পদে নিযুক্ত হন। স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখিয়া থাকেন। 'দৃষ্টিপাত,' 'জনান্তিক,' 'খেলার রাজা ক্রিকেট,' 'মজার খেলা ক্রিকেট,' 'ঝিলম নদীর তীর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ : এম. এ ; রসায়নশাস্ত্রে স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত ; আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)। প্রথম

জীবনে ভাগলপুর কলেজে রসায়নের অধ্যাপক, পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে উক্ত শাস্ত্রে অধ্যাপনা এবং অবশেষে অস্থায়ী অধ্যক্ষ। পৃথিবীর বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান 'সাধনা ঔষধালয়' তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পাকিস্তান ভারত ও পৃথিবীর বহুস্থানে উহার শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীরবিশঙ্কর : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতার-শিল্পী। জন্ম—১৯২০ (বেনারসে)। পিতা—শ্যামশঙ্কর চৌধুরী; স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম জীবনে উদয়শঙ্করের নিকট নৃত্য-শিক্ষা। সঙ্গীতশিক্ষা—ওস্তাজ আলাউদ্দিনের নিকট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুণীজন সমাবেশে সেতার বাজনা পরিবেশন করিয়া অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করিয়াছেন। বাংলা ও হিন্দী বহু চলচ্চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালক। 'কাবুলীওয়ালা'-চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালনার জন্য বার্লিন-চলচ্চিত্র-উৎসবে 'সিল্‌ভার বিয়ার' পুরস্কার লাভ। ভারতের 'সঙ্গীত-নাটক আকাদেমী,' কর্তৃক বিশেষ সম্মানে সম্মানিত। ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ.; পি আর এস পি-এইচ. ডি.। ১৯১৪-২০ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯৩৭-৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। অতঃপর বারাণসী কলেজ অব ইণ্ডোলজির অধ্যাপক। ইংরাজী ও বংলা ভাষায় ইনি অনেকগুলি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৯৫৭ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন।

শ্রীরাজাগোপালাচারী চক্রবর্তী : জন্ম—১৮৭৯ সাল। ভারতের সর্বপ্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল (১৯৪৮-৫০)। স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম রাজ্যপাল (১৯৪৭-৪৮)। ১৯৫০ সালের মে মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান। অবসর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে উক্ত পদ ত্যাগ করেন। ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের পরে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া পুনরায় মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ; ১৯৫৪ সালে উক্ত পদ ত্যাগ। ইতিপূর্বে, ১৯৩৭-৩৯ সালেও মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮০ সালে আইন ব্যবসায় শুরু। ১৯১৯ সালে সত্যাগ্রহ এবং ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজীর কারাবাসকালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক। ১৯২১-২২ সালে কংগ্রেসের

সাধারণ সম্পাদক। বহুবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪০ সালে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা নীতি'র প্রতিবাদে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন; বর্তমানে কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধী। রক্ষণশীল 'স্বতন্ত্র পার্টি'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সুলেখক। তামিল ভাষায় বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ রচয়িতা।

শ্রীরাম চ্যাটার্জী ঃ তারকেশ্বরের (হুগলী) জনপ্রিয় যুবনেতা। মার্কবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য। বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হন ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় অন্যতম প্রতিমন্ত্রী (ক্রীড়া) হিসাবে যোগ দেন।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্তী ঃ জন্ম কলিকাতায় ১৯১৭ সালের ২১শে অক্টোবর; শিক্ষা লরেটো হাউস ও কলেজ এবং ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে; অতঃপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের; ১৯৪২ সালে শ্রীনিখিল চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হয়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর ভূতপূর্ব লেকচারার। অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স-এর কার্যনির্বাহক সমিতির প্রাক্তন সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদক। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রধান সদস্য; রাজনৈতিক কারণে তিন বৎসর আত্মগোপন করিয়াছিলেন। লোকসভার ভূতপূর্ব সদস্য; ১৯৬৯ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় সমবায় ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

শ্রী এল. এন. বিড়লা ঃ ভারতের বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রী জি. ডি. বিড়লার পুত্র; জন্ম—১৯০৯ সালে, শিক্ষা—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৫-২৭); বিবাহ—১৯২৩; ২ কন্যা ও ১ পুত্র বর্তমান। বহু কাপড়ের কল ও চট কলের পরিচালক; বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান-চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ এর কার্যনির্বাহক সমিতির প্রাক্তন সভ্য; পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব সভাপতি; রাজস্থান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯৫৫)।

শংকর (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়) ঃ বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাশিল্পী। জন্ম—৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩, বনগ্রামে। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। স্কুল ও কলেজ ম্যাগাজিনের বাইরে প্রথম সাহিত্য রচনা

'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থ 'কত অজানারে' দেশ সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংদাস পুরস্কার' লাভ করে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে যে কয়েকজন বাঙালী লেখক সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। উল্লেখযোগ্য রচনা—'কত অজানারে', 'চৌরঙ্গী,' 'যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ,' নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরী', 'মানচিত্র', 'রূপতাপস,' 'সার্থক জনম,' 'বোধোদয়' ইত্যাদি। ১৯৬৯ সালে আনন্দপুরস্কার, (আনন্দবাজার পত্রিকা) লাভ করেছেন।

শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষঃ উলুবেরিয়া কলেজের দর্শনের সিনিয়ার লেকচারার; সর্বপ্রথম ১৯৬২ সালে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শ্রীভূপতি মজুমদারকে পরাজিত করিয়া চুঁচুড়া কেন্দ্র হইতে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সেক্রেটারিয়েট-এর সদস্য। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়ী হইয়া কুটির ও শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়াছেন।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক। ১৯০১ সালে জন্ম। সাঁওতাল ও কয়লাকুঠির মজুরদের কথা লিখিয়া প্রথমে সুপরিচিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইনি বহু গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইঁহার রচনাবলীর মধ্যে অভিশাপ, হোমানল, নারীমেধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইঁহার পরিচালিত কতিপয় বাংলা চলচ্চিত্র প্রভূত সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কর্মরত। ১৯৫৯ সালে আনন্দ পুরস্কার (আনন্দবাজার পত্রিকা) লাভ করেন।

শ্রীসত্যজিৎ রায়ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালক। বিখ্যাত শিশু সাহিত্য রচয়িতা স্বর্গত সুকুমার রায়ের পুত্র। জন্ম—কলিকাতায় ২রা মে, ১৯২২ সালে। শিক্ষা - কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অর্থনীতিতে অনার্স সহ ডিগ্রি লাভ। আচার্য নন্দলাল বসুর নিকট শান্তিনিকেতনের কলাভবনে চারুশিল্প শিক্ষা করেন। 'পথের পাঁচালী'র চিত্রগ্রহণ করিয়া (পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার) বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোলডেন লায়ন' লাভ করিয়াছেন (১৯৫৮)। 'পথের পাঁচালী' মার্কিণ প্রেক্ষাগৃহে এক নাগাড়ে দীর্ঘকাল প্রদর্শনের রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। নুাইয়র্কে শ্রীরায়কে ১৯৫৯ সালের সেরা চিত্র পরিচালক

হিসাবে সম্মানিত করা হয়। তাঁহার 'জলসাঘর' চিত্রটিও বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মান লাভ করে। 'মহানগর' ও 'চারুলতা' চিত্রের জন্য বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে উপর্যুপরি ২ বার শ্রেষ্ঠ পরিচালক-এর সম্মান লাভ করেন। এপর্যন্ত শ্রীরায় পরিচালিত ৩ খানি চিত্র (পথের পাঁচালী, অপুর সংসার ও চারুলতা) ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মান অর্থাৎ 'রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক' লাভ করিয়াছে। ভারত সরকার শ্রীরায়কে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন (১৯৫৯)। 'চিড়িয়াখানা' চিত্রের জন্য ১৯৬৮ সালে 'সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক' হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। 'প্রফেসার শঙ্কু' পুস্তকখানির জন্য ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক কর্তৃক আয়োজিত ১৯৬৬ সালের, শিশুসাহিত্যে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ফিলিপাইনস-এর 'ম্যাগসেসে পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন (১৯৬৭)।

শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ঃ ১৯০৭ সালে ময়মনসিংহ জেলায় (অধুনা পাকিস্তানে) জন্ম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র হিসাবে খ্যাত ছিলেন। সর্বদাই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান লইয়াছেন। নিজে কলিকাতার একটি খ্যাতনামা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক; বিপত্নীক; অল বেঙ্গল টিচার্স এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক; পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদেরও সদস্য। ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জয়ী হইয়া যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় শিক্ষা-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুঃ নিস্পৃহ, নীরব বিজ্ঞানসাধক। জন্ম—১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী, কলিকাতায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি (১৯১৬); বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সহিত ইঁহার নাম জড়িত (বোস-আইন্স্টাইন স্ট্যাটিসটিকস্); ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারার; ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার এবং ১৯২৭-এ পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন খয়রা অধ্যাপক। ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৪৪)। রাজ্যসভার রাষ্ট্রপতি মনোনীত ভূতপূর্ব সভ্য। ১৯৫৮ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত। ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৮ সালে 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছেন। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব উপাচার্য (১৯৫৬-৫৮)।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন : জন্ম—১৯০৯ সালে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে ১৯৬৮ সালের ২৩ এপ্রিল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। শ্রী বি মালিকের অনুপস্থিতিতেও তিনি ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। লণ্ডনের স্কুল অব ইকনমিকস্ হইতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহুকাল অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ভারতের যোজনা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এক সোসিও-ইকনমিক সার্ভে-স্কীমের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ : ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি (১৯৬২-৬৭)। এম. এ., ডি লিট., এল. এল. বি., এফ. বি-এ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও বাগ্মী। ১৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর জন্ম। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে শিক্ষালাভ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক (১৯২৯-৩১ ও ১৯৩৯-৪১); অক্সফোর্ডের ম্যানচেষ্টার কলেজে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। হিবার্ট লেকচারার (১৯২৯); স্প্যাল্ডিং প্রফেসার, অক্সফোর্ড (১৯৪৬); কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার; জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ও ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি (১৯৪৬-৪৭); বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি (১৯৪৮); বহু দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা; রাশিয়ায় ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত (১৯৪৯-৫১), ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ১৯৫০-৬২ পর্যন্ত ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন; ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

ডঃ এস. চন্দ্রশেখর : আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক; জন্ম—১৯১০ সালের ১০ই অক্টোবর। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ডিগ্রী লাভ করার পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৩-৩৭ সাল পর্যন্ত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো; হারভার্ড মানমন্দিরে কিছুকাল লেকচারার হিসাবে কাজ করেন। আমেরিকা এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান 'ব্রুস' পদক লাভ করেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্কেস মানমন্দিরে ১৯৩৬ সালে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তদবধি সেখানেই

কর্মরত আছেন; বর্তমানে মার্কিণ নাগরিক। ১৯৪৪ সালে ইংল্যাণ্ডের 'রয়াল সোসাইটি'র ফেলো (এফ. আর. এস) নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট জনসন হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে ডঃ চন্দ্রশেখরকে আমেরিকার 'জাতীয় পদক' উপহার দেন। উহা বিজ্ঞানে আমেরিকার সর্বোচ্চ সম্মান।

শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে: জন্ম—১০ই অক্টোবর, ১৮৯৯। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন-এর সহ-সভাপতি। তাঁহার রাজনৈতিক কার্যাবলী ও ধর্মঘট পরিচালনার জন্য তিনি বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জয়ী হইয়া পুনরায় লোকসভার সদস্য হইয়াছেন।

শ্রীসিদ্ধবনহাল্লি নিজলিঙ্গাপ্পা: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি। জন্ম—১০ ডিসেম্বর, ১৯০২ সাল। চিনদুর্গ, বাঙ্গালোর ও পুনায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি মহীশূর হাইকোর্টে এডভোকেট তালিকাভুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হন। ১৯৪০ সালে তাঁহাকে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে মহীশূর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮-৫২ সালে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে কাজ করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি গণপরিষদের সদস্য এবং ১৯৫২-৫৬ সাল পর্যন্ত সংসদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি নূতন মহীশূর পরিষদীয় কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পরে পুনরায় তিনি মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন (১৯৫৭ সালের ১৯ এপ্রিল হইতে ১৯৫৮ সালের ১৬মে পর্যন্ত)। ১৯৬২ সালের উপনির্বাচনে মহীশূর বিধান সভায় নির্বাচিত হন ও সর্বসম্মতিক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া তিনি পুনরায় মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন; অতঃপর তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী : উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী (১৯৬৩-৬৭); জন্ম ১৯০৮ সালে; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৭ সালে আচার্য জে. বি. কৃপালনীর সহিত বিবাহ হয়। জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে কারাবরণ করেন। কস্তুরবা স্মৃতিভাণ্ডারের সংগঠন সম্পাদিকা হিসাবে কার্য করেন। ভারত সরকার কর্তৃক ত্রাণ ও পুনর্বসতি কার্যের আঞ্চলিক ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব সভ্য; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৯)। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে দিল্লী কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে পুনরায় উক্ত মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হইলে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমতী কৃপালনী মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীসুধীন কুমার : 'যুক্তফ্রন্ট'-এর অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক। জন্ম ১৯২১ সালে কলিকাতায়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীতে এম এ.। স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে আর. সি. পি. আই. দলে যোগ দেন। বহুবার গ্রেপ্তার হন। তিনি বর্তমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। উল্লেখযোগ্য যে তিনি বিধানসভা কিংবা বিধান পরিষদের সভ্য নহেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস : সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি (১৯৫৬-৫৯)। জন্ম—১৮৯৪; আদি নিবাস ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে—বি. এ., এল. এল. বি.। লণ্ডনে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম (১৯১৮)। কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান (১৯১৯); ল কলেজের ভূতপূর্ব লেকচারার; কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি (১৯৪২-৪৪) ও বিচারপতি (১৯৪৪-৪৯), পূর্বপাঞ্জাব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি (১৯৪৯-৫০)। ১৯৫০ সালে সুপ্রীম কোর্টে অন্যতম বিচারপতিরূপে যোগদান ও

অতঃপর প্রধান বিচারপতি হন। 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য (১৯৫৯-৬৬)।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৫২-৬৫)। বহুভাষাবিদ, পণ্ডিত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। জন্ম—শিবপুরে (হাওড়া), ১৮৯০ সালের ২৬শে নভেম্বর। কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারীতে শিক্ষালাভ; এম. এ. (কলিকাতা), ডি. লিট. (লণ্ডন)। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বহু বিদ্বজ্জন-সমিতির সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও শব্দতত্ত্বের প্রাক্তন খয়রা অধ্যাপক; এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সম্পাদক ও সহ-সভাপতি। ইউরোপে বিভিন্ন সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৩৫ ও ১৯৩৮); হিন্দী ভাষা প্রচারের অন্যতম উৎসাহী সমর্থক এবং ভারতীয় ভাষায় রোমান লিপি প্রবর্তনে ইচ্ছুক; 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'দ্বীপময় ভারত', 'The Origin and Development of the Bengali Language' (দুইখণ্ড) প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৫)। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ ('Leterature Mediavali & Modern Del Subcontinente Indiano' গ্রন্থের জন্য)।

শ্রীসুবোধ ঘোষ: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক। ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামে আদি পৈতৃক বাসস্থান। হাজারিবাগে ১৯০০ সালে জন্ম। শিক্ষা হাজারিবাগ স্কুল ও সেণ্ট কলম্বস কলেজে। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) ও দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' নূতন রচনাশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। কথা-সাহিত্যে নবধারার প্রবর্তক। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৫৯ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা) লাভ করেন। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক।

শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী: ২৪ পরগণার সোনারপুরে ১৯১৮ সালে জন্ম। গাব্বেরিয়া হাইস্কুল, রিপন কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। আজীবন রাজনৈতিক কর্মী; কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। এস. ইউ. সি-র পলিটব্যুরোর সদস্য; 'সোসালিষ্ট ইউনিটি' ও 'গণদাবী' নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক। ১৯৫২ সাল হইতে রাজ্য বিধান সভার সদস্য; প্রথম যুক্তফ্রণ্ট

মন্ত্রিসভায় (১৯৬৭) শ্রমমন্ত্রী ছিলেন ; বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া : বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ; মেদিনীপুর জেলার টিকারামপুর গ্রামে জন্ম ; বর্তমান বয়স ৫৯ বৎসর। ১৯৪২ সালে অজয় কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে তমলুকে যে 'বিদ্যুৎ বাহিনী' গঠিত হইয়াছিল তিনি ছিলেন তাহার অন্যতম প্রধান নেতা ; ব্রিটিশ সরকার তাহার গ্রেপ্তারের জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। ১৯৫৭ সাল হইতে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য। ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় তিনি বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৯ সালেও একই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়াছেন।

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী : বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা ; দীর্ঘকাল পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন। জন্ম—১৯০৯ সালে, নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। শিক্ষা—কোলকাতার হেয়ার স্কুল, সিটি কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯৩০ সালে এম. এস-সি. অধ্যয়ন কালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বামপন্থী সদস্য হিসাবে কংগ্রেসে ছিলেন। কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলার (১৯৪৪-৪৭)। ১৯৪৭ সালে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সদস্য। ১৯৫৭ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য। সুবক্তা, সাংবাদিক ও সুলেখক। অধুনালুপ্ত 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। 'কলিযুগের গল্প' ও 'সাম্যবাদ' উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন ; বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব : উড়িষ্যার প্রবীণ জননায়ক। আজীবন কংগ্রেসের সেবা করিয়া বর্তমানে কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। জন্ম—১৮৯৯ সালের ২১শে নবেম্বর। কটকের রেভেনশ কলেজে শিক্ষালাভ। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ; বালেশ্বর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯২৪-২৮) ; বিহার ও উড়িষ্যা আইন পরিষদের সভ্য (১৯২৪) ; উৎকল

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি (১৯৩০ ও ১৯৩৭); উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৬-৫০ এবং পুনরায় ১৯৫৭-৬১ জানুয়ারী), ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী (১৯৫০-৫২), কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল (১৯৫২-৫৪), বোম্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল (১৯৫৫-৫৬)। একাধিক উপন্যাস, নাটক ও উড়িষ্যার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনার : জন্ম ১৯১৫ সালে বর্ধমান জেলার কামেরগাড়া গ্রামে; শিক্ষা মেমারী ও কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে; আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার (১৯৩০); অতঃপর বহুবার কারাদণ্ড ভোগ; জীবনের প্রায় ১০ বৎসর কারাগারে কাটিয়াছে। ১৯৩২ সালে ডাকাতির অভিযোগে আন্দামানে নির্বাসিত হন; ১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলা কংগ্রেস-এর সহিত যুক্ত ছিলেন; বর্তমানে মার্কস-বাদী কমুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং নিখিল ভারত কিষান সভার সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমান মন্ত্রিসভায়ও একই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিয়াছেন।

শ্রীহুমায়ুন কবির : ১৯৬৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। কবি ও সুসাহিত্যিক। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. এ.। জন্ম – ১৯০৫ সালে, ফরিদপুরে। কলিকাতা ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। অখণ্ড বাংলার আইন পরিষদে 'কৃষক পার্টি'র নেতা ছিলেন। বিবাহ করেন শ্রীমতী শান্তি দাশকে। বহু ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থের লেখক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী (১৯৫৭-৬২) এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে উক্ত দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী হন। অতঃপর পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ১৯৬৬ সালে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। শ্রীকবিরের 'লোকদল' পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কিছুমাত্র সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু : প্রবীণ রাজনীতিক; ফরওয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতা। জন্ম—৩ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫, কলিকাতায়। দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ

করেন; ১৯৪২-৪৪ সালে সিকিউরিটি আইনে বন্দী। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সাল হইতে মাত্র এক বৎসর বাদে তিনি বরাবর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন। গোয়া মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য গোয়ায় গিয়াছিলেন। ১৯৬৭ সালের প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ-দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন।

বর্ষপঞ্জী